রামায়ণ।

মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত।

বালকাণ্ড।

দ্বিতীয়াংশ।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

এবং বিনামূল্যে বিতরিত।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী ॥

কলিকাতা।

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

১২৮[illegible] সাল

ভূমিকা।

ঈশ্বরেচ্ছায় এবং দেশহিতৈষী, হিন্দুগৌরবসম্পন্ন ভক্ত সাধুদিগের আশীর্ব্বাদে ও হিত চিন্তায় আমি এত দিনে আমার ২য় সংস্করণ ভারত বিতরণ শেষ করিলাম। মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তি দ্বারা এরূপ সুমহৎ কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সাধিত হইবে আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই; তবে ভগবদ্ভক্ত সাধু চরণে আমি নিরন্তর অন্তঃকরণ বাঁধিয়া রাখিয়া ছিলাম; বুঝিলাম, এখন সেই সুকৃতি প্রভাবেই আমার এই দুঃসাহসজনিত দুরাশা চরিতার্থতা লাভ করিল। আমি ভক্তি ভাবে সাধুচরণে কোটি কোটি প্রণাম করিলাম।

বর্ত্তমান সময়ে দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদিগের সমাজে যেরূপ অধমা লজ্জাকর রুচিপরিবর্ত্তন হইয়াছে; যেরূপ সর্ব্বনাশকর স্বেচ্ছাচার ক্রমশঃ প্রাবল্য লাভ করিতেছে, তদ্দর্শনে হিন্দুমাত্রেরই হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিয়াছে। আমি এই মহৎ অনিষ্টের নিবারণ আকাঙ্ক্ষাতেই আপাততঃ আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের ধর্ম্ম কর্ম্ম, রীতি, নীতি মাহাত্ম্য ও গৌরবাদির পরিচায়ক পুরাণাদি প্রাচীন শাস্ত্র সকলের সহিত বঙ্গদেশীয়দিগকে [illegible] রূপে পরিচিত করাইতে চেষ্টিত হইয়াছি। এতদ্দ্বারা অতি মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে ইহাই বিশ্বাস। লক্ষ্মণ লঙ্কার বৈভবে মুগ্ধ হইয়া রামচন্দ্রের নিকট লঙ্কাবাস প্রস্তাব করিলে, রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে যে বলিয়াছিলেন, যে ইয়ং স্বর্ণপুরী লঙ্কা নমে রোচতি লক্ষ্মণ। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। এই মহৎ বাক্যের অর্থ প্রাচীন আর্য্যগণই জানিতেন। এক্ষণে ভারতের এই বাক্য ভারতীয়দিগের নিকট আর আদর না পাইয়া সমুদ্র পার হইয়াছে। আমার উদ্দেশ্য, আর্য্য সন্তান ভারতবাসিগণ পূর্ব্বপুরুষদিগের সহিত বিশেষ পরিচিত হইয়া পৈতৃক সম্পত্তি জানিয়া আবার এই অমূল্য রত্নের সম্যক্ সমাদর করেন। সুতরাং ২য় সংস্করণ ভারত বিতরণ শেষ হওয়ায় কার্য্যের উদ্দেশ্য অনুসারে গ্রন্থান্তর বিতরণের অবসর উপস্থিত হইয়াছে। ইচ্ছা ছিল, ঋগ্বেদ সংহিতা বিতরণ আরম্ভ করিব; কিন্তু দেখিলাম, সাধারণের অনুরাগ রামায়ণেরই প্রতি। বাস্তবিক প্রাচীন আর্য্যগণের বিশুদ্ধ ধর্ম্ম কর্ম্ম ও অলৌকিক শৌর্য্য বীর্য্য দয়া দাক্ষিণ্য এবং অসীম মাহাত্ম্য রামায়ণ আর্ষগ্রন্থ এবং মহাভারতে যত দূর জানিতে পারা যায়, অন্য কোন গ্রন্থেই তত দূর প্রাপ্ত হইবার নহে। [illegible] আদি কবি

বাল্মীকির অকৃত্রিম লেখনী বিনির্গত করুণারসপূর্ণ সর্ব্বলোকাভিরাম রামায়ণ আর্য্য সন্তানগণের প্রতিগৃহেই রক্ষিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। যদিও দুই একখানি রামায়ণ প্রচার হইতেছে সত্য, কিন্তু তাহাতে সাধারণের কোন উপকারই দর্শে নাই। কারণ কোন খানির মূল্য অত্যন্ত অধিক; এমন কি ৫০ টাকারও অতিরিক্ত; সম্পূর্ণ হইতেও অসম্ভব অধিক সময় ক্ষেপ হইতেছে; কোন খানি বা অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই রহিয়া গিয়াছে। এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া আমি আপাততঃ রামায়ণ বিতরণ করাই স্থির করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলাম। অনুবাদ যত দূর সম্ভব, অবিকল, অথচ সর্ব্ব সাধারণের সুখ-বোধ্য হইতে পারে এই উদ্দেশে যত দূর সম্ভব সরল করিতে চেষ্টা করিতেছি।

পুরাণ বিতরণ কার্য্য ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে বটে, কিন্তু স্পষ্ট বলিতে কি, আমি এখনও কার্য্য স্থায়ী করিতে পারি নাই। যত বড় লোকই হউন্ না কেন,-এরূপ সুমহৎ কার্য্য একের সাধ্য নহে; সাধারণ সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় কার্য্য বোধে বিশেষ মনোযোগী না হইলে এতাদৃশ কার্য্যের স্থায়িত্ব অসম্ভব। আর মনুষ্যের জীবন ক্ষণস্থায়ী, সুতরাং একের আয়াসে কি হইতে পারে? এজন্য বলি, হে স্বজাতি-প্রিয় হিন্দু সমাজ; আসুন আলস্য এবং মোহ পরিত্যাগ করিয়া এই মঙ্গলময় অনুষ্ঠানের স্থায়িত্ব সম্পাদনার্থ আমরা এক মনে, এক ধ্যানে, কি ছোট কি বড়, সকলেই যত্নসহকারে মিলিত হই; এ ত সামান্য ব্যয়ের কার্য্য; মাসিক বড় অধিক দেড় সহস্র টাকা; সকলে এক হইয়া চেষ্টা করিলে আমাদিগের দ্বারা কোন্ মহৎ কার্য্যই না সাধিত হয়? অতএব আমি সাধারণের পুরাণ বিতরণ কার্য্য সাধারণের হস্তেই নিক্ষেপ করিলাম; সাধারণেই ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করুন। যত দিন আমার জীবন থাকিবে, তত দিন যে আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াও কার্য্য সম্পাদন করিব, তাহাতে এক প্রকার নিশ্চিন্তই থাকিবেন; কিন্তু উত্তর কালে আমার অবর্ত্তমানে কি রূপ ঘটিবে। শরীরও সর্ব্ব সময় সমভাবে থাকে না, এবং যে গুরুতম কার্য্যের ভার আমার মস্তকে ন্যস্ত রহিয়াছে, তাহাতে কার্য্য হইতে অবসর পাওয়াই দুষ্কর। আমাদিগের রাজাও বিদেশী এবং ভিন্নধর্ম্মী; অনুসন্ধান করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানের পোষকতা বা পুরস্কার করিবেন, তাঁহাদিগের দ্বারা সেরূপ প্রত্যাশিত নহে। ভিতরের সংবাদ তাঁহারা অতি অল্পই রাখেন। অতএব সাধারণে মনোযোগী না হইলে এই বহুব্যয় সাধ্য কার্য্য স্থায়ী হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নাই। সেই জন্যই অনুরোধ করিতেছি

যে, যদি হিন্দুসমাজ কার্য্যের উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া ইহাকে স্থায়ী করা অবশ্য কর্ত্তব্য বোধ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রতি গ্রামে গ্রামে এই কার্য্য সম্বন্ধে এক একটী সভা স্থাপন করিয়া উপযুক্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তিদিগের হস্তে কার্য্য সম্পাদন ভার নিযুক্ত করুন। দেখিবেন, সুবন্দোবস্ত করিতে পারিলে, অতি অল্প দিনের মধ্যেই কার্য্যের স্থায়িত্ব পক্ষে নিশ্চিন্ত হওয়া যাইবে।

এত দিন পুরাণাদি শাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ মাত্র বিতরণ হইয়াছে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখা গেল, যে কেবল বঙ্গের উপর হিন্দুসমাজের কোন ভরসা নাই, বঙ্গে আর্য্য শোণিত প্রায় লোপ পাইয়াছে; সেই জন্যই বঙ্গে এতাদৃশ বিধর্ম্ম ও স্বেচ্ছাচার প্রাবল্য লাভ করিয়াছে। সুতরাং ভারতবর্ষস্থ সর্ব্ব সাধারণ হিন্দুসমাজ পাঠ করিতে পারেন, এই উদ্দেশে দেব-নাগর অক্ষরে প্রত্যেক প্রাচীন গ্রন্থের মূল ও বঙ্গাক্ষরে অনুবাদের সহিত বিতরণ করা স্থির হইল। বঙ্গীয়েরা দেবনাগর এবং পাশ্চাত্যেরা বাঙ্গালা অক্ষরে শিখিতে পারেন, এই উদ্দেশে ইহাতে একত্রে নাগর ও বঙ্গ ভাষার বর্ণ-মালা প্রদত্ত হইল। আর্য্যকুল চূড়ামণি রাজচক্রবর্ত্তী শ্রীল শ্রীমৎ কাশ্মীর প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের সানুগ্রহ দৃকপাতও আমাদিগকে এই কার্য্যে প্রোৎসাহিত করিয়াছে। মহারাজের কৃপাকটাক্ষ নিবন্ধন আমরা অনন্ত কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি ভাবে বদ্ধ হইয়া এই পবিত্র রামচরিত মহারাজেরই পবিত্র নামে উৎসর্গ করিলাম; সম্পূর্ণ ভরসা রহিল, নামের মাহাত্ম্যে আমরা এই দুরূহ কার্য্য অক্লেশে বহন করিতে সমর্থ হইব।

হে নিখিল কারণ নিখিলনিদান পরম পিতঃ! হে দীনবন্ধো দীন-তারণ দীনশরণ পরমেশ্বর বুঝিলাম আমি নিতান্তই নরাধম, এই পুণ্য-ভূমি ভারত বর্ষে আপনার কৃপাবলে দুর্লভ মানব জন্ম লাভ করিয়া বৃথা কালক্ষেপ করিলাম। নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম কিছুই সাধন করিতে পারিলাম না, মোহজালে বদ্ধ হইয়া সকল কর্ম্মই পণ্ড করিলাম; সময় হারাই-লাম; সুযোগ হারাইলাম; এখনই ভয় হইয়াছে আপনার শ্রীচরণও হারাইলাম। হে কৃপাময়! এখন অসীম-করুণানিদান আপনার কৃপা ভিন্ন আর নিস্তারের উপায় দেখি না। হে দীনদয়াময়! দীনের প্রতি দয়া প্রকাশ করুন। প্রভো! চিরকাল বাসনা ছিল, যেমন আপনি কৃপা করিয়া আমাকে সংসারজাল হইতে মুক্তি দিলেন, তেমনি নিশ্চিন্ত হইয়া নির্জ্জনে নিভৃতচিত্তে আপনার সর্ব্বসন্তাপহর শ্রীচ-রণ সরোরুহ মকরন্দ পান করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করিব, কিন্তু নাথ!

দুর্ভাগ্যক্রমে সে আশা সমস্তই বিফল হইল। আমি অতি অকৃতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি; মহাজনবাক্য এই সুবৃহৎ পুরাণ বিতরণ কার্য্য স্কন্ধে করিয়া কি অসমসাহসিকের কার্য্যই করিয়াছি। দিন যামিনী ঘোর দুশ্চিন্তাতেই অতিবাহিত হইতেছে; এই কার্য্যের জন্য আমাকে ভুলিতে হইয়াছে; আপনার শ্রীচরণও ভুলিতে হইয়াছে! অথবা আপনার ইচ্ছাতেই কার্য্য চক্র ভ্রমণ করিতেছে। যে যাহা করিতেছে, সকলই আপনার ইচ্ছাক্রমে। তাই বলি নাথ! আপনিই অপার সমুদ্রে ভাসাইয়াছেন; এক্ষণে আপনিই পার করুন। বিষম বিপত্তিতে পতিত হইয়াছি; প্রভো! কৃপা করিয়া উদ্ধার করুন; আপনি বিপত্তির মধুসূদন। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও অজামিল প্রভৃতি পূর্ব্বতন মহাত্মগণ আপনার এই মধুসূদন নাম জপ করিয়া বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন। হে মধুসূদন! আমি আপনার চরণে কোটি কোটি প্রণাম করিলাম। দেখিবেন নাথ! যেন আপনার মধুসূদন নামে কলঙ্ক না হয়। আপনি লজ্জানিবারণ! প্রভো! আপনার এই লজ্জানিবারণ নাম স্মরণ করিয়াই দ্বৈতবনে পতিব্রতা দ্রুপদনন্দিনীর লজ্জা নিবারণ হইয়াছিল; আমিও একমনে ডাকিতেছি, হে লজ্জানিবারণ! দীন বলিয়া অবহেলা করিবেন না; আপনার কার্য্যসাধন করিতে প্রাণ যায় তাহাতেও ক্ষতি নাই; প্রভো! প্রার্থনা করি যেন আমার লজ্জা নিবারণ হয়। প্রাণ আজ না হয় কাল, মাসান্তে না হয় সংবৎসরান্তে যাইবেই যাইবে। প্রাণের জন্য কোন চিন্তা করি না; দেব! যেন লজ্জা নিবারণ হয়। দীন নিতান্ত বিপদে পড়িয়াই আপনার লজ্জানিবারণ নাম কাতরস্বরে উচ্চারণ করিতেছে। এই বিপৎসময়ে করুণাময়ের করুণা ভিন্ন আর তাহার দ্বিতীয় অবলম্বন নাই। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভারত কার্য্যালয়
কলিকাতা.
শকাব্দ ১৮০৬ } ... ... শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়

বাল্মীকি রামায়ণ।

বালকাণ্ড।

প্রথম সর্গ।

ওঁ শ্রীরামঃ। তপস্বী বাল্মীকি বেদাভ্যাসনিরত বাগ্মিশ্রেষ্ঠ মুনিপুঙ্গব নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বর্ত্তমান কালে এই জগৎপ্রপঞ্চমধ্যে কোন্ ব্যক্তি নানা-প্রশস্ত-গুণসম্পন্ন, বীর্য্যবান্, ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, এবং সচ্চরিত্র-সম্পন্ন। সর্ব্বপ্রাণীর মধ্যে কোন্ ব্যক্তি ঐহিক ও পারত্রিক হিত-সাধনকর্ত্তা। কোন্ ব্যক্তি আত্মজ্ঞান দ্বারা সত্য পদার্থ জানিয়াছেন। প্রজারঞ্জনাদি লৌকিক কার্য্যে কোন্ ব্যক্তির দক্ষতা আছে। কোন্ ব্যক্তিকে দর্শন করিলে নিরবচ্ছিন্ন সুখোদয় হয়। কোন্ ব্যক্তি অন্তঃকরণ বশীভূত এবং ক্রোধ জয় করিয়াছেন। কোন্ ব্যক্তির দেহকান্তি দর্শন করিতে লোকের ইচ্ছা জন্মে। পরের উন্নতি দর্শন করিলে কোন্ ব্যক্তির দ্বেষ না জন্মে। যুদ্ধ স্থলে কোন্ ব্যক্তির ক্রোধ দর্শন করিলে দেবতারাও ভীত হন্। মহর্ষে! কোন্ ব্যক্তির এই সমস্ত গুণ আছে, আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি; আমার নিতান্ত কৌতুহল জন্মিয়াছে। আপনি এরূপ ব্যক্তিকে জানিতে পারেন।

ত্রিলোকজ্ঞ নারদ বাল্মীকির বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইয়া শ্রবণ কর বলিয়া কহিলেন, মুনে! তুমি যে সকল গুণের উল্লেখ করিলে এ সমস্ত সংখ্যায় অতি অধিক, এবং দুর্লভ; (তথাপি) যে ব্যক্তির এই সমস্ত গুণ আছে, আমি স্মরণ করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর। রাম নামে এক বিখ্যাত পুরুষ আছেন। লোকেও তাঁহাকে এই নামে জ্ঞাত আছে। ইক্ষ্বাকু বংশে ইহাঁর উৎপত্তি। ঐ রাম জিতচেতা; মহাবীর্য্যসম্পন্ন, কান্তিশালী, ধৈর্য্যশীল, বহিরিন্দ্রিয়জেতা, বুদ্ধিমান্, রাজনীতি-নিপুণ, সদ্বক্তা, সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রীমান্ এবং বাহ্য ও আভ্যন্তরিক শত্রুর নিধন কর্ত্তা। তাঁহার স্কন্ধদ্বয় মাংসল; বাহু পরি-পুষ্ট, গ্রীবা কম্বুসদৃশ; হনুদ্বয় উন্নত, বক্ষঃস্থল ও ললাটদেশ বিশাল, ধনু অতি মহৎ, এবং জত্রুদ্বয় নিমগ্ন। শত্রুদমনে ইহাঁরই সামর্থ্য আছে। ইহাঁর বাহু আজানুলম্বিত, মস্তক সুগোল ও সুগঠিত, ললাট অধিক রেখা যুক্ত, পাদবিক্ষেপ সুলক্ষণসম্পন্ন; আকৃতি অনতিদীর্ঘ বা অনতি খর্ব্ব, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল অনতিন্যূন, অঙ্গুলি অধিক ও পরস্পর অসংলগ্ন ভাবে পরিদৃশ্যমান, বর্ণ শ্যামল, পৌরুষ স্মরণমাত্রেই শত্রুদিগের হৃদয়বিদারক, বক্ষঃস্থল মাংসল ও সমভাবে উন্নত, চক্ষুর্যুগল আয়ত, এবং সমুদায় অঙ্গ সুন্দর। ইনি ধর্ম্ম ও সত্যপ্রতিজ্ঞ, প্রজাদিগের হিতসাধনে রত, যশস্বী, ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন, বাহ্য ও অভ্যন্তরে শুচি, বিনীত, ও সমাধিসম্পন্ন। প্রজাপতির ন্যায় যাবদীয় ঐশ্বর্য্য ইহাঁতে বর্ত্ত-মান। ইনি পিতার ন্যায় সর্ব্বপ্রজা পালন ও রক্ষা করিতে সমর্থ; আশ্রিত জনের শত্রুনিহন্তা; জীবলোকের ও আশ্রম ধর্ম্মের রক্ষা-কর্ত্তা, নিজধর্ম্মের ও ভক্তজনের পালনকর্ত্তা, বেদ বেদাঙ্গের মর্ম্মজ্ঞ, ধনুর্ব্বেদে নিপুণ ও সর্ব্বশাস্ত্রার্থের তত্ত্ববেত্তা। অধীত বেদার্থ ইনি বিস্মৃত হন না। প্রয়োজন সময়ে শ্রুত বা অশ্রুত বিষয় সকল সহসা ইহাঁর বুদ্ধিক্ষেত্রে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইনি সর্ব্বলোকের প্রিয়; ইহাঁর স্বভাব মৃদু ও মধুর। নানাকষ্টেও

ইহাঁর আত্মা অভিভূত হয় না। কি লৌকিক কি অলৌকিক, ইনি সর্ব্বকর্ম্মেই দক্ষ। যেমন সকল নদীই সমুদ্রে গমন করে, তেমনি সকল সাধু ব্যক্তিই সর্ব্বদা ইহাঁর নিকট গমন করেন। ইনি সকলের পূজ্য। সকল অবস্থাতেই ইহাঁর সমভাব। ইহাঁকে যতবার দর্শন করা যায়, মনে ততবারই আনন্দ জন্মে। কৌশল্যা-তনয় এই রামে সকল গুণেরই সদ্ভাব আছে। ইনি গাম্ভীর্য্যে সমুদ্রের সমান; ধৈর্য্যে হিমালয়ের সদৃশ, এবং বীর্য্যে বিষ্ণুর তুল্য। চন্দ্রদর্শনে যেরূপ আহ্লাদ জন্মে, ইহাঁকে দর্শন করিলে সেইরূপ আনন্দ অনুভূত হয়। ক্রুদ্ধ হইলে ইহাঁকে কাল ও অনলের ন্যায় বোধ হয়। পৃথিবীর ন্যায় ইহাঁর ক্ষমাগুণ; এবং কুবেরের ন্যায় ইহাঁর দান। সত্য বিষয়ে ইনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম।

রাজা দশরথ উক্তপ্রকার গুণসম্পন্ন, অমোঘপরাক্রম, উৎকৃষ্টগুণশালী, প্রজাহিতনিরত প্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকে প্রজাদিগের হিতসাধন করিবার উদ্দেশে আনন্দিত অন্তঃকরণে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে ইচ্ছুক হইলেন। মহীপতি স্বীয় ভার্য্যা কৈকেয়ীকে ইতিপূর্ব্বে বরদান করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তদনুসারে কৈকেয়ী, এক্ষণে রামের অভিষেকের উদ্যোগ দর্শন করিয়া রামের বনবাস, আর ভরতের রাজ্যাভিষেক, এই দুই বর প্রার্থনা করিলেন। ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করাতে দশরথ ধর্ম্মপাশে বদ্ধ ছিলেন; সুতরাং রাম প্রিয়পুত্র হইলেও তাঁহাকে বনে নির্ব্বাসন করিলেন। বীর রাম পিতার প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণ করত তদীয় আজ্ঞাক্রমে কৈকেয়ীর অভীষ্ট সাধনার্থ বনে গমন করিলেন। তাঁহার প্রিয় ভ্রাতা সুমিত্রাতনয় বিনয়ী লক্ষ্মণ অকপট ভ্রাতৃভাব প্রদর্শন করত স্নেহ বশতঃ প্রিয়ভ্রাতার সমভিব্যাহারে গমন করিলেন। সীতানামে রামের প্রাণসমা প্রিয় ভার্য্যা সতত স্বামীর হিতসাধনে নিরতা। জনককুলে ইহাঁর উৎপত্তি; ইনি সাক্ষাৎ দেবমায়ার ন্যায় আবির্ভূতা। সর্ব্ব সুলক্ষণই ইহাঁতে বিদ্যমান; ইনি নারীকুলের শিরোমণি। রোহিণী যেমন চন্দ্রমার

অনুগামিনী, সীতাও তেমনি রামের অনুগামিনী হইলেন। পৌর-জন এবং পিতা দশরথ কিয়দ্দূর অনুগমন করিলেন। অনন্তর গঙ্গাতীরস্থিত শৃঙ্গবের পুরে উপস্থিত হইয়া চণ্ডালাধিপতি হিতৈষী গুহের সহিত মিলিত হইলেন এবং তথায় গুহ, লক্ষ্মণ ও সীতার মত লইয়া সারথিকে বিদায় করিলেন। পরে সীতা, রাম ও লক্ষ্মণ সম্মুখবর্ত্তী বনের ভিতর দিয়া অপর বনে গমন করত অগাধ-তোয়া নানা নদী পার হইয়া অবশেষে ভরদ্বাজের উপদেশ ক্রমে চিত্রকূটে গমন করিয়া তথায় মনোরম আবাস নির্ম্মাণ পুর্ব্বক তিন জনে আনন্দিত হইলেন, এবং দেবগন্ধর্ব্বের ন্যায় তথায় বসতি করিতে লাগিলেন।

রাম চিত্রকুটে উপস্থিত হইয়াছেন, এ দিকে রাজা দশ-রথ পুত্রশোকে কাতর হইয়া পুত্রকে উদ্দেশ করত বিলাপ করিতে করিতে স্বর্গে গমন করিলেন। রাজা ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলে পর, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ ভরতকে রাজ্যে অভিষেক করিবার উদ্যোগ করিলেন; কিন্তু মহাবল ভরত রাজ্য ইচ্ছা করিলেন না। বীর পূজ্য রামকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত বনে গমন করিলেন, এবং তথায় উপস্থিত হইয়া বিনীত ভাবে মহাত্মা অমোঘপরাক্রম ভ্রাতা রামকে কহিলেন হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনিই রাজা। এই বলিয়া ভরত প্রার্থনা করিলেন, তিনি রাজ্যে প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু পরম উদারপ্রকৃতি অম্লানবদন সুমহাযশা মহাবল রাম, ভরত পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিলেও পিতৃ আজ্ঞা হেতু রাজ্য গ্রহণে ইচ্ছুক হইলেন না; ভরতকে রাজ্যশাস-নার্থ স্বীয় পাদুকাযুগল ন্যাসস্বরূপ প্রদান করিয়া, প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। ভরত ব্যর্থমনোরথ হইয়া, রামের চরণারবিন্দ বন্দনা-পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইলেন; এবং রামের আগমনপ্রতীক্ষায় নন্দিগ্রামে অবস্থিতিপূর্ব্বক রাজ্য করিতে লাগিলেন। ভরত প্রস্থান করিলে, শ্রীমান্ সত্যসন্ধ জিতেন্দ্রিয় রাম, নগরবাসিজন-গণের পুনরাগমন আশঙ্কা করিয়া, দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন।

রাজীবলোচন রাম দুহারণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বিরাধ রাক্ষসকে সংহার করিয়া শরভঙ্গ, সুতীক্ষ্ণ, অগস্ত্য ও অগস্ত্যের ভ্রাতা ইধ্মবাহ এই সকল ঋষির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং অগস্ত্যের বচনানুসারে পরম প্রীত হইয়া, ঐন্দ্র শরাসন, খড়্গ, এবং অক্ষয়শরপূর্ণ তূণীরদ্বয় গ্রহণ করিলেন। তথায় বনেচরদিগের সহিত অবস্থিতি সময়ে, ঋষিগণ রাক্ষস ও অসুরকুলের সংহার জন্য তদীয় সকাশে সমাগত হইলে, তিনি তাহাতে সম্মত হইয়া, সেই দণ্ডকারণ্য-বাসী অগ্নিকল্প ঋষিদিগের নিকট যুদ্ধে রাক্ষসদিগকে বধ করিবেন বলিয়া, প্রতিজ্ঞা করিলেন। অনন্তর, তিনি তথায় বাস করিতে করিতে জনস্থানবাসিনী কামরূপিণী সূর্পণখাকে বিরূপিত করিলে, সেই সূর্পণখার বাক্যে খর, ত্রিশিরা ও দূষণপ্রমুখ রাক্ষস সকল তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তিনি অনুচরসহিত তাহাদের সকলকেই সংহার করিলেন। এই রূপে তিনি সেই বনে বাস করিয়া জনস্থানবাসী চতুর্দ্দশসহস্র রাক্ষসকে নিপাত করিলে, রাক্ষসরাজ রাবণ জ্ঞাতিবধবার্ত্তাশ্রবণ পূর্ব্বক ক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া, মারীচনামক রাক্ষসকে এবিষয়ে সাহায্য করিতে প্রার্থনা করিলেন। মারীচ বারংবার প্রতিষেধ করিয়া কহিতে লাগিল, হে রাবণ! বলবানের সহিত বিরোধ করা যুক্তিযুক্ত নহে। রাবণের মৃত্যু আসন্ন হইয়াছিল, সেইজন্য তিনি তাহার বাক্যে অনাদর করিয়া, সেই মারীচের সহিত ভগবান্ রামের আশ্রমপদে গমন করিলেন; এবং মায়াবলে রাম ও লক্ষ্মণকে দূরে অপসারিত করিয়া, গৃধ্ররাজ জটায়ুকে সংহারপূর্ব্বক সীতাকে হরণ করিয়া লইলেন। রঘুনন্দন রাম গৃধ্রকে নিহত দেখিয়া এবং জানকী অপহৃত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া, শোকে অতিমাত্র সন্তপ্ত হইয়া ব্যাকুল ইন্দ্রিয়ে বিলাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই শোকভরেই জটায়ুর যথাবিধি অগ্নিসংস্কার করিয়া সীতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং বনমধ্যে কবন্ধনামক বিকৃতাকার ঘোররূপ রাক্ষসকে দর্শন ও সংহার করিয়া, দাহ করিলেন। তাহাতে

কবন্ধ আপনার পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাকে বলিয়া গেল, হে রাঘব! আপনি শ্রমণানাম্নী ধর্ম্মচারিণী ও ধর্ম্মনিপুণা শবরীর নিকট গমন করুন। শত্রুহন্তা মহাতেজা রাম শবরীর নিকট গমন করিলেন, এবং শবরী সম্যক্‌রূপে পূজা করিলে, তিনি পম্পাতীরে হনুমানের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অনন্তর হনুমানের বাক্যে সুগ্রীবের সহিত সমাগত হইয়া, সেই সুগ্রীবের নিকট সীতাহরণপ্রভৃতি সমুদায় ঘটনা আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। সুগ্রীব সমুদায় শ্রবণপূর্ব্বক আহ্লাদিত হইয়া, অগ্নি সাক্ষী করিয়া রামের সহিত বন্ধুতা করিলেন। অনন্তর সেই বানররাজ সুগ্রীব দুঃখিত হইয়া প্রণয় বশতঃ রামের নিকট বালীর সহিত আপনার বৈরবৃত্তান্ত সমস্ত কীর্ত্তন করিলে, রাম বালিবধের প্রতিজ্ঞা করিলেন। পরে সুগ্রীব, বালীর যেরূপ বল তাহা বর্ণন করিয়া, রাম তাহার সহিত পারিবেন কি না, এই সন্দেহে শঙ্কিত হইলেন; এবং বালীর বীর্য্যবিষয়ে রামের প্রত্যয়জন্য দুন্দুভিনামক দৈত্যের মহাপর্ব্বতসদৃশ সুবৃহৎ শরীর দর্শন করাইলে, মহাবল মহাবাহু রাম সেই অস্থিপুঞ্জ দর্শন পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া, স্বীয় পদের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাহা সংপূর্ণ দশযোজন দূরে নিক্ষেপ করিলেন; এবং পুনরায় সুগ্রীবের বিশ্বাস উৎপাদন জন্য একমাত্র শর দ্বারা সপ্ততাল, তাহার সমীপস্থ পর্ব্বত ও রসাতল এককালেই ভেদ করিলেন। মহাকপি সুগ্রীব তদ্দর্শনে বিশ্বস্ত ও পরমপ্রীত হইয়া, রামের সহিত কিষ্কিন্ধ্যানামক গুহায় গমন পূর্ব্বক গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বানররাজ বালী সেই মহানিনাদ শ্রবণ পূর্ব্বক গুহা হইতে নির্গত হইলেন, এবং তারার অনুমতি গ্রহণ করিয়া, যুদ্ধজন্য সুগ্রীবের নিকট গমন করিলেন। যুদ্ধ সময়ে রাম সুগ্রীবের আদেশানুসারে একমাত্র শরে বালীকে নিহত করিয়া, সুগ্রীবকে তদীয় রাজ্যে অভিষেক করিলেন। সুগ্রীব অভিষিক্ত হইয়া, সমুদায় বানরদিগকে আনয়ন পূর্ব্বক জনকনন্দিনী সীতার উদ্দেশ জন্য সকলকে দিকে দিকে প্রেরণ করিলেন।

অনন্তর মহাবল হনুমান্ গৃধ্ররাজ সম্পাতির বাক্যে শত-যোজনবিস্তীর্ণ লবণ সমুদ্র লঙ্ঘন পূর্ব্বক রাবণের রক্ষিত লঙ্কা-নাম্নী নগরীতে সমাগত হইলেন। তথায় রাজশোকে চিন্তাকুল জানকীকে অশোকবনে দর্শন করিয়া, রামের প্রদত্ত অভিজ্ঞান ও সংবাদ প্রদান পূর্ব্বক আশ্বস্ত করিলেন। পরে তোরণ ভঙ্গ এবং দ্বাদশজন সেনাপতির সহিত তিনজন মন্ত্রিপুত্র ও রাবণ-কুমার অক্ষকে সংহার করিয়া, স্বয়ং ইন্দ্রজিতের নাগপাশে বদ্ধ হইলেন। অনন্তর পিতামহ ব্রহ্মার বরে বন্ধন মুক্ত হইবে, জানিয়া তিনি রাবণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনায়, ক্ষমতাসত্ত্বেও সেই বন্ধনকারী রাক্ষসদিগকে বধ করিলেন না। তদনন্তর সীতা ব্যতিরেকে সমুদায় লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়া, ভগবান্ রামকে প্রিয় সংবাদ প্রদান করিবার জন্য পুনরায় সমাগত হইলেন; এবং মহাত্মা রামের অভিমুখীন হইয়া প্রদক্ষিণ করত নিবেদন করিলেন যে, আমি সীতাকে সত্যই দেখিয়া আসিয়াছি। তাহাতে রাম সুগ্রীবের সহিত মহাসাগর তীরে গমন করিয়া, সূর্য্য-সদৃশ শরসমূহে সেই সাগরকে সংক্ষোভিত করিলেন। সরিৎ-পতি সমুদ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অনন্তর রাম সমু-দ্রের বাক্যে নল বানর দ্বারা সেতু নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সেই সেতুযোগে লঙ্কায় প্রবেশ ও রাবণকে সংহার করিয়া, সীতাকে গ্রহণানন্তর অতিমাত্র লজ্জিত হইলেন; এবং সর্ব্বজনসমক্ষে সীতার প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। সীতা তাহাতে মনে কিছু না করিয়া, অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর অগ্নিবাক্যে সীতাকে নিষ্পাপ জানিয়া রাম গুরুর আদেশে সেই জনক-নন্দিনীকে গ্রহণ করিলেন। এই ঘটনায় স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় সংসার এবং দেব ও ঋষিগণ মহাত্মা রামের প্রতি অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন। মহাবিল রাম এই রূপে সমুদায় দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইলে, অতিশয় আনন্দ ও শোভা লাভ করিলেন। পরে রাক্ষস-রাজ বিভীষণকে লঙ্কার রাজত্বে অভিষিক্ত করিয়া, কৃতকৃত্য,

নিশ্চিন্ত ও পরম আহ্লাদিত হইলেন; এবং দেবগণের নিকট বরলাভান্তে মৃত পতিত বানরদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া, সুহৃদ্-গণে পরিবৃত হইয়া, পুষ্পকরথারোহণে অযোধ্যায় যাত্রা করিলেন, পথিমধ্যে ভরদ্বাজাশ্রমে গমন করিয়া, হনুমানকে ভরতের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পরে, অতীত ঘটনা সকল বর্ণন করিতে করিতে সুগ্রীবের সহিত পুষ্পকরথারোহণে নন্দিগ্রামে সমাগত হইলেন। তথায় ভ্রাতৃগণের সহিত জটাভার ত্যাগ করিয়া, সীতার মনোমত রূপ ধারণপূর্ব্বক পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার শাসনকালে লোক সকল আমোদিত, সন্তুষ্ট, অতিমাত্র ধার্ম্মিক ও হৃষ্ট পুষ্ট এবং আধিব্যাধি ও দুর্ভিক্ষভয় বিবর্জ্জিত হইবে। কুত্রাপি কোন ব্যক্তি পুত্রশোক প্রাপ্ত হইবে না। নারী সকল অবিধবা ও পতিব্রতা হইবে। অগ্নিভয় বায়ুভয় ও জ্বরভয় দূর হইবে। কেহই জলে মগ্ন হইবে না। ক্ষুধার ভয় ও চৌরের ভয় বিদূরিত হইবে। নগর ও রাষ্ট্র সকল ধনধান্যসম্পন্ন হইবে। সত্যযুগের ন্যায় লোক সকল সর্ব্বদা প্রমুদিত হইবে। অনন্তর মহাযশা রাম প্রচুর সুবর্ণ-পূর্ণ শত শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানানন্তর বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদিগকে অযুত কোটি গো ও অসংখ্যেয় ধন বিধিপূর্ব্বক দান করিয়া, অনেক রাজ-বংশ প্রতিষ্ঠিত ও চতুর্ব্বর্ণীয় লোকদিগকে স্ব স্ব ধর্ম্মে নিযোজিত করিবেন; এবং একাদশ সহস্রবৎসর রাজত্ব করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিবেন। যেব্যক্তি এই বেদতুল্য পবিত্র, পাপনাশন ও পুণ্যস্বরূপ রামচরিত পাঠ করে, তাহার সমুদায় পাতক বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই আয়ুষ্কর রামায়ণ আখ্যান পাঠ করিলে, লোকে পুত্রপৌত্র ও দাসদাসী প্রভৃতির সহিত উভয় লোকে পূজিত হইয়া থাকে। এবং ইহা পাঠ করিলে, ব্রাহ্মণ বাগ্মী, ক্ষত্রিয়রাজা, বৈশ্য ধনসমৃদ্ধিসম্পন্ন ও শূদ্র মহত্ত্ব প্রাপ্ত হয়।

দ্বিতীয় সর্গ।

বাক্যবিশারদ সশিষ্য ধর্ম্মাত্মা বাল্মীকি দেবর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পূজা করিলেন। দেবর্ষি নারদ তৎকর্ত্তৃক যথাবৎ পূজিত হইয়া, তাঁহাকে আমন্ত্রণ ও তদীয় অনুজ্ঞাগ্রহণ পূর্ব্বক আকাশ-পথে প্রস্থান করিলেন। তিনি প্রস্থান করিলে, বাল্মীকি মুহূর্ত্ত-কাল আশ্রমে অবস্থিতি করিয়া, ভাগীরথীর সমীপবর্ত্তী তমসা-তীরে গমন করিলেন, এবং তথায় সমাগত হইয়া, সেই তমসার জল কর্দ্দমশূন্য দেখিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী শিষ্য ভরদ্বাজকে কহিলেন, হে ভরদ্বাজ! অবলোকন কর, তমসার জল কর্দ্দমশূন্য, রমণীয় ও সৎব্যক্তির চিত্তের ন্যায় সাতিশয় নির্ম্মল। অতএব, কলশ রাখিয়া আমাকে বল্কল দাও, আমি এই তমসার নির্ম্মল জলে অবগাহন করিব। মহাত্মা বাল্মীকি এইপ্রকার কহিলে, সেবাপরায়ণ ভরদ্বাজ বল্কল প্রদান করিলেন। জিতেন্দ্রিয় বাল্মীকি শিষ্যের হস্ত হইতে বল্কল গ্রহণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে বিপুল বন দর্শন করত বিচরণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, তাহার নিকটে রোগ-শোকশূন্য সুস্বরকণ্ঠ এক ক্রৌঞ্চমিথুন বিচরণ করিতেছে। এমন সময়ে অকারণ-বৈরপরায়ণ দুষ্টাশয় কোন ব্যাধ আসিয়া, সেই মিথুন হইতে ক্রৌঞ্চকে বা তাঁহার সমক্ষেই আঘাত করিল। ক্রৌঞ্চ শোণিতাক্ত কলেবরে ধরাতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। সেই তাম্রশিরস্ক বিহঙ্গম ক্রৌঞ্চ প্রণয়মত্ত হইয়া, দিবানিশ ক্রৌঞ্চীর সহিত বিচরণ করিত, সুতরাং ক্রৌঞ্চী তাঁহাকে নিহত দেখিয়া, তদীয় বিরহে করুণ স্বরে রোদন করিতে লাগিল। ধর্ম্মাত্মা বাল্মীকি ক্রৌঞ্চকে ব্যাধ কর্ত্তৃক এইরূপে নিহত দেখিয়া, অতিমাত্র করুণাবিষ্ট হইলেন। এবং ক্রৌঞ্চীকে রোদন করিতে দেখিয়া অনুকম্পাবশতঃ এই ঘটনাকে অতিমাত্র অধর্ম্ম জ্ঞান

করিয়া, ব্যাধকে কহিলেন, হে নিষাদ! যেহেতু তুমি ক্রৌঞ্চ-মিথুন হইতে কামমোহিত ক্রৌঞ্চকে বিনাশ করিলে, সেইহেতু স্ত্রীর সহিত দীর্ঘকাল যাপন করিতে পারিবে না।

উল্লিখিত ঘটনা দর্শন পূর্ব্বক এই প্রকার বলিতে বলিতে তদীয় হৃদয়ে এই চিন্তার আবির্ভাব হইল যে, আমি এই পক্ষীর শোকে আকুল হইয়া, কি বলিলাম। এই রূপ চিন্তা করিয়া শিষ্য ভরদ্বাজকে কহিলেন, বৎস! আমার এই বাক্য চারি-চরণে বদ্ধ, সমাক্ষরে গ্রথিত ও তন্ত্রীলয়ে গান করিবার উপযুক্ত হইয়াছে এবং ইহা শোকভরে আমার মুখ হইতে বিনির্গত হই-য়াছে; অতএব ইহা শ্লোক রূপে প্রথিত হউক; ইহার যেন অন্যথা না হয়। ভরদ্বাজ সন্তুষ্ট হইয়া, গুরুদেবের এই বাক্যে অনুমোদন করিলেন। বাল্মীকিও তাঁহার প্রতি তুষ্ট হই-লেন। অনন্তর ঋষি তমসাসলিলে যথাবিধি স্নান করিয়া, এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন। তদীয় বিনীত শিষ্য ভরদ্বাজ জলপূর্ণ কলস পৃষ্ঠে লইয়া, তাঁহার অনুসরণ করিলেন। ধর্ম্মবিৎ বাল্মীকি এই রূপে শিষ্যের সহিত আশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক আসীন হইয়া, অন্যান্য কথার প্রসঙ্গে এক মনে উল্লিখিত শাপবিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সৃষ্টিকর্ত্তা চতুর্ম্মুখ মহাতেজা অন্তর্যামী ব্রহ্মা তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইলেন। বাল্মীকি তাঁহাকে দর্শন করিয়া, অকস্মাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পরম বিস্মিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়ভরে দণ্ডায়মান রহিলেন। সম্ভ্রমবশতঃ তাঁহার মুখে বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না। অনন্তর তিনি পাদ্য, অর্ঘ্য, আসন ও বন্দনাদি সহকারে যথাবিধি প্রণাম ও পূজা করিলে, ভগবান্ পিতামহ কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া, পরম পবিত্র আসনে উপবেশনানন্তর বাল্মীকিকেও আসনপরিগ্রহ করিতে আদেশ করিলেন। এই রূপে সাক্ষাৎ লোকপিতামহ ব্রহ্মা উপবিষ্ট হইলে, মহর্ষি তদীয় আজ্ঞায় আসন পরিগ্রহ করিলেন, এবং তদ্‌গত চিত্তে সেই

ক্রৌঞ্চবধ ঘটনা চিন্তা করত মনে মনে বলিতে লাগিলেন, পাপাত্মা ব্যাধ বৈরবুদ্ধির পরতন্ত্র হইয়া, অতিমাত্র অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছে। যেহেতু, সে অকারণে তাদৃশ সুস্বরকণ্ঠ ক্রৌঞ্চকে সংহার করিয়াছে। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি পুনরায় ক্রৌঞ্চীর জন্য শোকপরায়ণ হইয়া পিতামহের সমীপে মনে মনে সেই শ্লোক গান করিতে লাগিলেন।

অন্তর্যামী ব্রহ্মা ইহা জানিতে পারিয়া,সহাস্য আস্যে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মুনে! আমারই ইচ্ছাতে তোমার মুখ হইতে ঐরূপ বাক্য বিনির্গত হইয়াছে; অতএব উহা শ্লোক বলিয়াই পরিগণিত হইবে; এবিষয়ে আর বিচার করিবার আবশ্যক নাই। এক্ষণে তুমি নারদের মুখে যেরূপ শুনিয়াছ, তদনুসারে সেই ধর্ম্মবান্ গুণবান্ ও বুদ্ধিমান্ রামের এবং লক্ষ্মণ, জানকী ও রাক্ষসগণের বিদিত অবিদিত সমস্ত চরিত্র সবিশেষ কীর্ত্তন কর। নারদ যাহা বলেন নাই, বর্ণনাসময়ে তৎসমস্তও তুমি জানিতে পারিবে। এই রামচরিত কাব্যে তুমি যাহা বলিবে, তাহা কোন অংশেই মিথ্যা হইবে না। এক্ষণে তুমি পরম পবিত্র, শ্লোকবদ্ধ মনোহর রামকথা (গ্রন্থাকারে) কীর্ত্তন কর। পৃথিবীতে যতদিন নদী ও পর্ব্বত সকল থাকিবে, তাবৎ তোমার রচিত রামায়ণকথা সর্ব্বলোকে প্রচারিত রহিবে। আর, এই রামচরিত যতদিন প্রচারিত থাকিবে, তাবৎ তোমার কীর্ত্তি অধঃঊর্দ্ধ সমুদায় লোকে সঞ্চরণ করিবে। এই বলিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। তাহাতে,মহর্ষি বাল্মীকি শিষ্যের সহিত অতিমাত্র বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। এদিকে তাঁহার শিষ্যগণ সকলেই উল্লিখিত শ্লোক পুনঃ পুনঃ গান করিতে লাগিলেন; এবং অতিশয় প্রীত ও বিস্মিত হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন, গুরুদেব যে পাদচতুষ্টয়বিশিষ্ট সমাক্ষর বাক্যে গান করিয়াছেন, তাহা অতিমাত্র শোকভরে মুখ হইতে বহির্গত হওয়াতে শ্লোকরূপে পরিণত হইয়াছে। অধুনা, সেই পবিত্রাত্মা মহর্ষি এই-

প্রকার সঙ্কল্প করিয়াছেন যে, ঐরূপ শ্লোকময় বাক্যে সমগ্র রামচরিত রচনা করিবেন।

উদারদর্শন কীর্ত্তিমান বাল্মীকি উদারার্থসম্পন্ন, সমাক্ষরবদ্ধ মনোহর শ্লোকসমূহ সহযোগে মহাপ্রভাব রামের চরিতসংক্রান্ত যশস্কর কাব্য রচনা করিয়াছেন। তোমরা সকলে সেই সন্ধিসমাসবিশিষ্ট, প্রকৃতিপ্রত্যয়বিনিষ্পন্ন, সহজ-সুন্দর-বাক্য-বদ্ধ বাল্মীকিপ্রণীত রামচরিত ও রাবণবধকথা শ্রবণ কর।

তৃতীয় সর্গ।

মহর্ষি বাল্মীকি দেবর্ষিপ্রমুখাৎ ধর্ম্মার্থসাধক ও হিতজনক সমগ্র রামচরিত শ্রবণ করিয়া, পুনরায় তাহা প্রকৃতরূপে অবগত হইতে অভিলাষী হইয়া, পূর্ব্বাভিমুখে কুশাস্তরণে উপবেশন পূর্ব্বক যথাবিধি আচমনান্তে কৃতাঞ্জলিপুটে তত্তৎ ঘটনা সন্ধান করিতে লাগিলেন। তাহাতে, রাম, লক্ষ্মণ, দশরথ, সীতা, কৌশল্যাদি মহিষীগণ ও অমাত্য সকল এবং তাঁহাদের কথা-বার্ত্তা, হাস্য, ক্রিয়া ও চেষ্টাপ্রভৃতি সমুদায় ঘটনা যোগবলে সাক্ষাৎকারে তাঁহার দর্শনগোচর হইল। স্বয়ং রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অরণ্যপ্রান্তরে বিচরণ পূর্ব্বক যেরূপ দুর্গতি ভোগ করেন, এবং যে সকল অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তৎসমস্তও তিনি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন।

এইরূপে মহর্ষি বাল্মীকি যোগবলে সমুদায় অতীত ঘটনা হস্তামলকবৎ প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া, দেবর্ষি নারদ পূর্ব্বে যেরূপ বর্ণন করেন, তদনুসারে লোকাভিরাম রামের সমুদ্রবৎ রত্নসম্পন্ন, সকল লোকের শ্রবণ-মনোহর, ধর্ম্মার্থকামবিশিষ্ট ও বহুলগুণভূয়িষ্ঠ চরিতকথা রচনা করিলেন। এই কাব্যে রঘুবংশচরিত; রামের জন্ম, বিপুল বীর্য্য, ক্ষমা, সর্ব্বলোকানু-

কুল্য, সর্ব্বলোকপ্রিয়ত্ব, সৌম্যত্ব, সত্যশীলতা, এবং বিশ্বামিত্রের সহিত গমন সময়ে তত্তৎ বিচিত্র কথোপকথনাদি সমুদায় ঘটনা সবিস্তর বর্ণিত আছে। অধিকন্তু, ইহাতে জানকীর বিবাহ, ধনুর্ভঙ্গ, রাম ও পরশুরামের বিবাদ, রামচন্দ্রের গুণগ্রাম ও রাজ্যাভিষেক, কৈকেয়ীর দুরভিসন্ধি, তৎকর্ত্তৃক রাজ্যাভিষেকের ব্যাঘাত ও রামের বনবাস, দশরথের শোক বিলাপ ও পরলোকঘটনা, প্রজাগণের বিষাদ ও অযোধ্যায় প্রত্যাগমন, নিষাদপতি গুহকের বৃত্তান্ত, সুমন্ত্রের প্রত্যাগমন, গঙ্গাসন্তরণ, ভরদ্বাজসমাগম ও তাঁহার আদেশে রামের চিত্রকুটে গমন ও পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক অবস্থান, ভরতের আগমন ও তৎ কর্ত্তৃক রামের প্রসাদন, রামের পিতৃতর্পণ, পাদুকাভিষেক, ভরতের নন্দিগ্রামে অবস্থান, রামের দণ্ডকারণ্যে প্রস্থান, বিরাধবধ, শরভঙ্গসমাগম, সুতীক্ষ্ণসংবাদ, অনসূয়া ও সীতার সংমিলন, সীতার অঙ্গরাগ, অগস্ত্যদর্শন ও ধনুর্গ্রহণ, শূর্পণখাসমাগম ও তাহার বিরূপ করণ, খর ও ত্রিশিরা বধ, রাবণের সীতাহরণোদ্যম, মারীচবধ, সীতাহরণ, রামের বিলাপ, জটায়ুবধ, রামের কবন্ধদর্শন, পম্পাদর্শন, শবরীদর্শন, ফলমূলভক্ষণ, পম্পাতীরে বিলাপ, হনুমানের সহিত সাক্ষাৎ, ঋষ্যমূকে যাত্রা, সুগ্রীবমিলন, তাঁহার বিশ্বাসসমুৎপাদন ও তাঁহার সহিত বন্ধুতা, বালীসুগ্রীবসংগ্রাম, বালীবধ, সুগ্রীবের অভিষেক, তারার বিলাপ, রাম-সুগ্রীবসংকেতনির্দ্দেশ, বর্ষানিশায় আবাসগ্রহণ, রামের কোপ, বানরগণের সমাগম, দূতপ্রেরণ, সুগ্রীব কর্ত্তৃক ভূমিসংস্থানকথন, অঙ্গুরীয় প্রদান, জাম্বুবানের গহ্বর সন্দর্শন, বানরগণের প্রায়োপবেশন, হনুমৎ-সম্পাতিসংবাদ, হনুমানের পর্ব্বতে আরোহণ, সাগরলঙ্ঘন, মৈনাকদর্শন, রাক্ষসীতর্জ্জন, ছায়াগ্রহ রাক্ষসের সহিত সাক্ষাৎ, সিংহিকাসংহার, লঙ্কাদর্শন, রাত্রিতে পুরীমধ্যে প্রবেশ, একাকী কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ, আপান-ভূমিতে গমন, অন্তঃপুরদর্শন, রাবণদর্শন, পুষ্পকসন্দর্শন, অশোকবনে প্রবেশ,

সীতার সহিত সাক্ষাৎ ও সম্ভাষণ, রাক্ষসীতর্জ্জন, ত্রিজটার স্বপ্ন, সীতা কর্ত্তৃক মণিপ্রদান, বৃক্ষভঙ্গ, রাক্ষসীমর্দ্দন, কিঙ্করবধ, হনুমানের বন্ধন ও ব্রহ্মার বরে মোচন, লঙ্কাদাহ ও গর্জ্জন, পুনরায় সাগরলঙ্ঘন, মধুহরণ, রামচন্দ্রের আশ্বাসন, প্রত্যভিজ্ঞানপ্রদান, সাগরসমাগম, সেতুবন্ধন, সমুদ্রোত্তরণ, রাত্রিতে লঙ্কারোধ, বিভীষণসমাগম ও তৎ কর্ত্তৃক রাক্ষসবধের উপায়-নির্দ্দেশ, কুম্ভকর্ণবধ, ইন্দ্রজিদ্‌বধ, রাবণবধ, সীতার উদ্ধার, বিভীষণের রাজ্যাভিষেক, পুষ্পকলাভ, অযোধ্যাগমন, ভরদ্বাজ-সন্দর্শন, নন্দিগ্রামে হনুমানের প্রেরণ, ভরতসমাগম, রামের অভিষেক, সৈন্যবিদায়, রামের প্রজানুরঞ্জন ও সীতাবিসর্জ্জন এবং রামের চরিত-ঘটিত অন্যান্য অবিদিত বিষয় সমস্তও মহর্ষি বাল্মীকি এই রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে যথাযথ বর্ণন করিয়াছেন।

চতুর্থ সর্গ।

রঘুবংশাবতংস রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, মহাকবি বাল্মীকি তদীয়-চরিত-ঘটিত এক মহাকাব্য রচনা করেন। ঐ কাব্য বিচিত্র পদ ও সুগভীর অর্থসম্পন্ন; চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোকে নিবদ্ধ, এবং পঞ্চশত অধ্যায় ও সপ্তকাণ্ডে বিচ্ছিন্ন। ইহার অন্তর্গত উত্তরনামক কাণ্ডে সীতার বিসর্জ্জনাবধি ভূগর্ভে প্রবেশ-পর্য্যন্ত সমুদায় ঘটনা সবিশেষ বর্ণিত আছে। মহর্ষি পিতামহের আদেশে এই সপ্তকাণ্ড রামায়ণ রচনা করিয়া, কিরূপে ইহার প্রচার হইবে, চিন্তা করিতেছেন; এমন সময়ে গন্ধর্ব্বের ন্যায় সুন্দর ও সুস্বরকণ্ঠ, পরম যশস্বী, আশ্রমবাসী, মুনিবেশী, ধর্ম্মাত্মা রাজকুমার কুশীলব সেই স্থানে সমাগত হইয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তাঁহারা বিম্ব হইতে উত্থিত প্রতিবিম্বের ন্যায়, সর্ব্বতোভাবে রামের অনুরূপ রূপে

অলঙ্কৃত এবং সঙ্গীত বিদ্যা, নাট্যশাস্ত্র, স্থান ও মূর্চ্ছনা সম্যক্‌রূপে অভ্যাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মেধা তীক্ষ্ণ ও স্বর অতিমিষ্ট। ব্রহ্মপরায়ণ মহর্ষি তাঁহাদিগকে বেদাধ্যয়ন-বিশিষ্ট অবলোকন করিয়া, বেদের তাৎপর্য্য গ্রহণার্থ সীতাচরিত ও রাবণবধ ঘটিত স্বপ্রণীত রামায়ণ কাব্য পাঠ করাইতে লাগিলেন। এই কাব্য দ্রুতমধ্যাদি ত্রিবিধ প্রমাণ, সপ্ত স্বর ও শৃঙ্গারাদি সমুদয় রসে পরিপূর্ণ; তানলয়বিশুদ্ধ; এবং গান ও পাঠকালে শ্রুতিসুখাবহ। রাজকুমার কুশীলব এই ধর্ম্ম সঙ্গত অত্যুৎকৃষ্ট উপাখ্যান শিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং অল্পকাল-মধ্যেই কণ্ঠস্থ করিয়া ব্রাহ্মণ, তপস্বী ও অন্যান্য সাধুসমাজে সবিশেষ মনোনিবেশ সহকারে উপদেশানুসারে গান করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা উভয়েই কাব্য ও সঙ্গীত শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ; উভয়েই মহাত্মা, মহাভাগ ও সর্ব্বলক্ষণ বিশিষ্ট। তাঁহারা কোন সময়ে উভয়ে মিলিত হইয়া সমবেত বিশুদ্ধচিত্ত ঋষিগণের সভামধ্যে ঐ কাব্য গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের গান শুনিয়া ধর্ম্মবৎসল ঋষিগণের লোচনপরম্পরা বাষ্পপূর্ণ ও মন অতিমাত্র প্রীত হইল। তাঁহারা অতিশয় বিস্মিত হইয়া সকলেই সাধু সাধু বলিয়া গানপরায়ণ প্রশংসনীয় কুশীলবের প্রশংসা পুর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, আহা; এই গানের, বিশেষতঃ শ্লোক সকলের কি মাধুর্য্য! কুশীলবও তদ্গতচিত্তে ভাবভরে এরূপ সুন্দর গান আরম্ভ করিলেন যে, বহুদিনের অতীত তত্তৎ ঘটনা সকলও প্রত্যক্ষের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল।

এইরূপে মহাভাগ কুশীলব তপঃশ্লাঘ্য মহর্ষিগণের প্রশংসা লাভ পুর্ব্বক ষড়জাদি স্বরপ্রাচুর্য্য সহকারে উচ্চৈঃস্বরে অতীব মধুর সঙ্গীত আরম্ভ করিলে, ঋষিগণের মধ্যে কেহ প্রীত হইয়া তাঁহা-দিগকে এক কলস প্রদান করিলেন; কোন মহাযশা ঋষি প্রসন্ন হইয়া বল্কল, কেহ কৃষ্ণাজিন, কেহ যজ্ঞসূত্র, কেহ কমণ্ডলু, কেহ মৌঞ্জী, কোন মহামুনি আসন, কেহ কৌপীন, কেহ কুঠ

হইয়া কুঠার, কেহ কাষায়, কেহ চীর, কেহ জটাবন্ধন, কেহ হৃষ্টা-বিষ্ট হইয়া কাষ্ঠরজ্জু, কেহ যজ্ঞভাণ্ড, কেহ কাষ্ঠভার, কেহ বা উডুম্বরনির্ম্মিত আসন, প্রদান করিলেন; কেহ কেহ আহ্লাদিত হইয়া সুখে থাক বলিলেন এবং কেহবা দীর্ঘায়ু হও বলিয়া আশী-র্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর সেই সত্যবাদী ঋষিগণ সকলেই তাঁহা-দিগকে বর প্রদান করিলেন।

তদবধি যেখানে সেখানে এই বলিয়া প্রশংসা হইতে লাগিল যে, মহর্ষি বাল্মীকি এই যে আখ্যান রচনা করিয়াছেন, ইহা অতি অদ্ভুত ও যথাক্রমে সমাপ্ত হইয়াছে এই আখ্যান উত্তরকালে কবি-গণের একমাত্র উপজীব্য হইবে। আর, কুশ ও লব যেরূপ সর্ব্ব-প্রকার গান করিতে পারেন; সেইরূপ, ইহাঁরা অতি সুন্দর রূপে এই আয়ুষ্কর পুষ্টিকর ও সকল লোকের শ্রবণ মনের প্রীতিকর আখ্যান গান করিয়াছেন। কুশ ও লব এই প্রকারে সর্ব্বত্র প্রশংসা লাভ পূর্ব্বক রাজপথে ও রথ্যাসকলে বিচিত্র স্বরে গান করিয়া, বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে, একদা শত্রুহন্তা পূজনীয় রাম তাঁহা-দিগকে দেখিতে পাইয়া, স্বকীয় গৃহে আনয়ন পূর্ব্বক সবিশেষ পূজা করিলেন। অনন্তর সমীপোপবিষ্ট মন্ত্রিগণ ও ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, কাঞ্চনময় দিব্য সিংহাসনে উপবেশনানন্তর সেই রূপবান্ বিনয়সম্পন্ন ভ্রাতৃদ্বয়কে দর্শনপূর্ব্বক লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন ও ভরতকে কহিলেন, তোমরা এই দেবতুল্য তেজস্বী ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট বিচিত্র অর্থ পদ বিশিষ্ট আখ্যান শ্রবণ কর। এই বলিয়া তিনি কুশ ও লবকে গান করিতে আদেশ করিলে, তাঁহারা শ্রোতৃগণের চিত্তানুরূপ তারোচ্চ মধুর স্বরে গান করিতে লাগি-লেন। তাঁহাদের ঐ গান তন্ত্রীলয়সদৃশ, শ্রুতমাত্রেই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাতিশয় সুখ সমুৎপাদন করে। শ্রবণ করিয়া, সকলেরই শরীর, মন ও হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠিল। তাহাতে সেই সমবেত জনসভায় তাঁহাদের গান অতি-মাত্র শোভা পাইতে লাগিল। রাম শ্রবণ করিয়া কহিলেন, এই

কুশীলব পরম তপস্বী ও রাজলক্ষণবিশিষ্ট। ইঁহারা এই কাব্য গান করিতেছেন। আর এই কাব্যও যারপর নাই উৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বাংশে আমারই যশস্কর। অতএব তোমরা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। এই বলিয়া তিনি সবিশেষ প্রশংসা পূর্ব্বক পুনরায় গান করিতে আদেশ করিলে, কুশীলব উৎকৃষ্ট সংস্কৃত আশ্রয় পূর্ব্বক গান করিতে লাগিলেন। রামও সভামধ্যে আসীন হইয়া, স্বকীয় চরিত্র চিরস্থায়ী করিবার বাসনায় এক মনে শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম সর্গ।

বৈবস্বত মনু অবধি যে সকল জয়শালী নৃপতি এই অখণ্ড মেদিনী মণ্ডলের একাধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন, যাঁহাদের বংশে সগরনামে রাজা জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক সাগর খনন করেন; গমন কালে ষষ্টি সহস্র পুত্র ঐ সগরকে বেষ্টন করিয়া যাইত; শুনি য়াছি, এই রামায়ণে সেই ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহানুভাব নরপতিগণের অতি বিস্তৃত উপাখ্যান বর্ণিত আছে। আমরা ইহা আদি হইতে সমুদায় গান করিব। আপনারা অসূয়াত্যাগ পূর্ব্বক এই ধর্ম্মকামার্থ পূর্ণ রামায়ণ শ্রবণ করুন।

সরযূতীরে কোশল নামে বৃহৎ জনপদ আছে। ঐ জনপদ প্রচুরধনধান্যসম্পন্ন, অতিশয় আমোদ বিশিষ্ট এবং নরপতি-গণের পরিপালন গুণে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। তথায় অযোধ্যা নামে সর্ব্বলোকবিখ্যাত নগরী আছে। মানবেন্দ্র মনু স্বয়ং ঐ পুরী প্রতিষ্ঠা করেন। উহার দৈর্ঘ্য দ্বাদশ যোজন ও বিস্তার তিন যোজন। উহার রাজপথ ও বহির্ম্মার্গ সকল সুবিভক্ত, সুপ্রশস্ত, বিকসিতকুসুমসমাকীর্ণ ও সর্ব্বদা জলসিক্ত। তাহাতে ঐ সুদৃশ্য নগরীর শোভার সীমা নাই। মহারাষ্ট্রবিবর্দ্ধন রাজা দশরথ, স্বর্গে দেবরাজের ন্যায়, ঐ নগরীতে বাস করিতেন।

উহার চতুর্দ্দিকে কপাট, তোরণ ও সুবিভক্ত পণ্যভূমি সকল সন্নিবিষ্ট। এবং সর্ব্বপ্রকার যন্ত্র ও আয়ুধপরম্পরা উহাতে সঞ্চিত আছে। সর্ব্বপ্রকার শিল্পিগণ উহাতে বাস করে। উহার শ্রী ও প্রভার তুলনা নাই। সহস্র সহস্র সূত, মাগধ, অত্যুচ্চ অট্টালিকা ও ধ্বজপরম্পরা, এবং প্রাচীররক্ষার্থ শতঘ্নীনামক লৌহময় শত শত আয়ুধ, বধূগণের নাট্যশালা, উদ্যান, আম্রকানন, প্রাকার ও দুর্গগম্ভীর পরিখা ইত্যাদিতে ঐ মহাপুরী চতুর্দ্দিকে পরিপূর্ণ। শত্রু মিত্র কেহই সহজে উহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। হস্তী, অশ্ব, গো, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, এবং করপ্রদানার্থ সমাগত সামন্তরাজসমূহ, নানাদেশনিবাসী বণিক সকল, রত্নময় পর্ব্বতসদৃশ সুবিশাল প্রাসাদপরম্পরা, এবং স্ত্রীগণের বিহারার্থ বিনির্ম্মিত গুপ্ত গৃহসমূহ, ইত্যাদিতে ঐ অয়োধ্যা নগরী সর্ব্বদাই পরিবৃত ও যার পর নাই শোভা বিশিষ্ট। অধিকন্তু, ঐ নগরী অতিমাত্র বিচিত্র, বরাঙ্গনাসমূহে বেষ্টিত, সর্ব্বরত্নে পরিপূর্ণ, বিমানসদৃশ গৃহ সকলে সাতিশয় শোভমান, সমতল ভূমিতে সন্নিবিষ্ট এবং পুরবাসী গৃহস্থগণের গৃহ সকলে গাঢ়তর আচ্ছন্ন; তজ্জন্য উহাতে অবকাশের লেশমাত্র নাই। উহার আকার দ্যূতফলকের ন্যায় এবং উহার জলাশয় সকল ইক্ষু রসের ন্যায় সুস্বাদু। উহা দেখিতে ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায়, এবং সর্ব্বদাই বীণা মৃদঙ্গ পণব ও দুন্দুভির শব্দে অতিশয় প্রতিধ্বনিত। উহার অন্তর্বাহ্য প্রদেশ সকল সুন্দররূপে সন্নিবেশিত। প্রধান প্রধান ব্যক্তি সকল উহাতে বাস করেন। স্বর্গীয় সিদ্ধগণের তপোবললব্ধ বিমানের ন্যায়, উহা পৃথিবী মধ্যে যার পর নাই উৎকৃষ্ট। সহায়হীন, পিতাপুত্রহীন, লুক্কায়িত, অথবা অন্যায় যুদ্ধ করিয়া পলায়িত শত্রুগণকে যাঁহারা শরাঘাত করেন না, এবং যাঁহারা অরণ্য মধ্যে গর্জ্জনপরায়ণ সিংহ ব্যাঘ্র ও বরাহদিগকে সুশাণিত সায়ক, মল্লযুদ্ধ ও বলপ্রয়োগ পূর্ব্বক সংহার করেন, তাদৃশ অস্ত্রশস্ত্রপ্রয়োগসমর্থ লঘুহস্ত সহস্র সহস্র মহারথগণে ঐ অযোধ্যানগরী সর্ব্বতোভাবে পরি-

পূর্ণ। যাঁহারা আহিতাগ্নি, শমদমাদিগুণসম্পন্ন, বেদবেদাঙ্গপারদর্শী, সত্যপরায়ণ, মহাত্মা, মহর্ষিগণের সদৃশ, মন্ত্রদর্শী এবং যাঁহারা সহস্র সহস্র দান করিয়া থাকেন, তাদৃশ মুখ্য দ্বিজোত্তমগণে পরিবৃত উল্লিখিত অযোধ্যানাম্নী নগরীতে রাজা দশরথ বাস করিতেন।

ষষ্ঠ সর্গ।

রাজা দশরথ সমুদায় বেদ অবগত ছিলেন, চতুরঙ্গ ও রাষ্ট্র দুর্গাদির অপরিমিত সংগ্রহ করিয়াছিলেন, পৌর ও জানপদগণের প্রীতিভাজন, দীর্ঘদর্শী ও যার পর নাই তেজস্বী ছিলেন, সর্ব্বদা যজ্ঞ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন, ইন্দ্রিয় সকল বশ, শত্রু সকল সংহার ও মিত্র সকল সংগ্রহ করিয়াছিলেন; ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণের মধ্যে অতিরথ ও ত্রিলোকে বিখ্যাত ছিলেন; ধন ও অন্যান্য সঞ্চয় দ্বারা ইন্দ্র ও কুবেরের উপমা ধারণ করিয়াছিলেন। এবং বলবান্, জিতেন্দ্রিয় ও মনুর ন্যায় মহাতেজস্বী ও লোক সকলের রক্ষাকর্ত্তা ছিলেন। ইন্দ্র যেমন অমরাবতীকে, তদ্রূপ সেই মহর্ষিসদৃশ, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও ত্রিবর্গের অনুষ্ঠাতা রাজর্ষি দশরথ অযোধ্যানগরীর পালন করিতেন। সেই মহানগরীতে যাহারা বাস করিত, তাহারা সকলেই হৃষ্টচিত্ত, ধর্ম্মাত্মা, বহুজ্ঞ, স্ব স্ব উপার্জ্জিত ধনমাত্রে সন্তুষ্ট, অলুব্ধস্বভাব ও সত্যবাদী। তথায় কেহই স্বল্পসঞ্চয়ী ছিল না। তত্রত্য গৃহস্থমাত্রেই গো, অশ্ব ও ধনধান্যসম্পন্ন; এবং তাহাদের লৌকিক, পারলৌকিক উভয়বিধ প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছিল। কামপরায়ণ, কদর্য্য, নিষ্ঠুর, অবিদ্বান বা নাস্তিক পুরুষ কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যাইত না। তথাকার স্ত্রীপুরুষমাত্রেই ধর্ম্মশীল, সম্যকরূপ সংযম সম্পন্ন, সদাচার ও সচ্চারিত্রবিশিষ্ট এবং সর্ব্বদাই আমোদিত ও মহর্ষিজনের ন্যায় নির্ম্মল-

স্বভাব। কিরীট নাই, কুণ্ডল নাই, মাল্য নাই, প্রচুর পরিমাণে ভোগ নাই, শরীর পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন, চন্দনচর্চ্চিত অথবা সুগন্ধে লিপ্ত নহে, এরূপ ব্যক্তিই তথায় দৃষ্ট হইত না। তথাকার লোকমাত্রেই পরিষ্কৃত ভোজন করিত, দান করিত, অঙ্গদ নিষ্ক ও হস্তাভরণ পরিধান করিত; এবং ব্যক্তিমাত্রেই যাগশীল, জিতচিত্ত, সদাচার, উচ্চাশয়, সাগ্নিক ও চৌর্য্যবৃত্তিপরিশূন্য ছিল। কুত্রাপি বর্ণসঙ্কর দেখিতে পাওয়া যাইত না। তথাকার ব্রাহ্মণমাত্রেই স্বকর্ম্মতৎপর, জিতেন্দ্রিয়, দান ও অধ্যয়ন সম্পন্ন, এবং অপ্রতিগ্রাহী ছিলেন। কুত্রাপি নাস্তিক, মিথ্যাবাদী, অশাস্ত্রজ্ঞ, অসূয়াপরায়ণ, শক্তিহীন ও অবিদ্বান্ পুরুষ দেখিতে পাওয়া যাইত না। ব্যক্তিমাত্রেই ষড়ঙ্গ অবগত, ব্রতপরায়ণ ও অতিমাত্র দানশীল, এবং কেহই দীন, ক্ষিপ্তচিত্ত ও কোনরূপ পীড়ায় আক্রান্ত ছিল না। স্ত্রী বা পুরুষ সকলেই শ্রীমান্, রূপবান্ ও রাজার প্রতি সবিশেষ ভক্তিমান্ ছিল। ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণই অতিথিসেবা ও দেবপূজা করিতেন; কৃতজ্ঞ, দানশীল, শৌর্য্যবীর্য্যবিশিষ্ট ও দীর্ঘায়ু ছিলেন এবং পুত্র পৌত্র ও কলত্রাদির সহিত নিত্য সত্য ও ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন। ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণের ও বৈশ্যগণ ক্ষত্রিয়ের অনুগত ছিল। এবং শূদ্রগণ স্ব স্ব কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র ও বৈশ্যগণের যথানিয়মে পরিচর্য্যা করিত।

পূর্ব্বে মানবেন্দ্র মনু যেমন পালন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ইক্ষ্বাকুনাথ দশরথ ঐ পুরী রক্ষা করিতেন। পর্ব্বতের গুহা যেমন সিংহগণে পরিপূর্ণ, তদ্রূপ অযোধ্যাপুরী অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, সরলস্বভাব, পরকৃত পরিভব সহ্য করিতে অক্ষম ও সম্পূর্ণ কৃতবিদ্য যোধগণে পরিবেষ্টিত; কাম্বোজ, বাহ্লিক, সিন্ধু ও বনায়ুদেশসমুদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবাসদৃশ উৎকৃষ্ট অশ্বগণে পরিপূর্ণ, এবং বিন্ধ্য ও হিমালয়জাত পর্ব্বতাকৃতি মহাবল মদমত্ত হস্তিগণে পরিবৃত ছিল। ঐ সকল হস্তী ঐরাবত, মহাপদ্ম, অঞ্জন ও বামনপ্রভৃতি দিগ্গজগণের বংশসম্ভূত, ভদ্র মন্দ্র ও মৃগজাতিতে সন্নিবিষ্ট, এবং

ভদ্র মন্দ্র মৃগ, ভদ্র মন্দ্র, ভদ্র মৃগ ও মৃগমন্দ্র এইপ্রকার সঙ্কর দ্বারা সমুৎপন্ন।

এই নগরীর সহিত যুদ্ধ করা অসাধ্য বলিয়া ইহার নাম অযোধ্যা হইয়াছিল। বাস্তবিক দুই যোজন অন্তর হইতেও কেহই ইহার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিত না। চন্দ্রমা যেমন নক্ষত্রমণ্ডলের অধিপতি, তদ্রূপ দেবরাজসদৃশ মহাতেজা মহীপতি দশরথ সমুদায় শত্রু নিপাত পূর্ব্বক দৃঢ়তর তোরণ ও অর্গলবিশিষ্ট, বিচিত্র গৃহসমূহে সুশোভিত, বহুললোকপূর্ণ ও সর্বতোভাবে মঙ্গলসম্পন্ন উল্লিখিত সার্থকনামা অযোধ্যা শাসন করিতেন।

রাজা দশরথ অতিশয় মহাত্মা, যশস্বী ও বীর্য্যসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার আট জন মন্ত্রী। তাঁহাদের নাম ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অকোপ, ধর্ম্মপাল ও সুমন্ত্র। ইহাঁরা সকলেই গুণবান্, মন্ত্রণাকুশল, লোকমাত্রেরই ইঙ্গিতজ্ঞ ও নির্ম্মলস্বভাব এবং সর্ব্বদা রাজার প্রিয় হিত অনুষ্ঠান ও অনুরক্ত চিত্তে তদীয় কার্য্য সম্পাদন করিতেন। বশিষ্ঠ ও বামদেব এই দুই ঋষিসত্তম রাজার প্রধান ঋত্বিক এবং তদ্ভিন্ন, সুযজ্ঞ, জাবালি, কশ্যপ, গৌতম, মার্কণ্ডেয় ও কাত্যায়ন এই সকল ঋষিও তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। সুমন্ত্রাদি মন্ত্রিগণ ঐ সকল ব্রহ্মর্ষির সহিত সর্ব্বদা এক যোগে কার্য্য করিতেন। ইহাঁরা সকলেই বিদ্বান, বিনীত, লজ্জাশীল, কার্য্যকুশল, জিতেন্দ্রিয়, শ্রীমান্, মহাত্মা, শাস্ত্রজ্ঞ, অতিশয় বিক্রমবিশিষ্ট, কীর্ত্তিমান্ ও সমুদায় রাজকার্য্যেই সর্ব্বতোভাবে সাবধান ছিলেন। সকলেই রাজার আজ্ঞানুরূপ অনুষ্ঠান ও স্মিতপূর্ব্ব বাক্য প্রয়োগ করিতেন; সকলেই তেজ ক্ষমা ও যশ ইত্যাদিতে অলঙ্কৃত ছিলেন; কেহই কাম ক্রোধ বা অর্থলোভবশতঃ কখন মিথ্যা কহিতেন না; আত্মীয় বা রিপুপক্ষগণ যাহা করিতেছে, করিত বা করিতে অভিলাষী হইত, চার দ্বারা তাঁহারা তৎসমস্তই বিদিত হইতেন। তাঁহারা সকলেই ব্যবহারশাস্ত্রে সম্যক্ অভিজ্ঞ ছিলেন। সৌহার্দ্দ বিষয়ে রাজা সকলকেই

পরীক্ষা করিয়া নিয়োগ করিয়াছিলেন। পুত্রও অপরাধী হইলে তাঁহারা তাহার দণ্ড করিতেন,আবার নিরপরাধ শত্রুকেও পরিহার করিতেন। সকলেই কোশসংগ্রহ ও সৈন্যসংগ্রহে সবিশেষ মনোযোগী, সকলেই বীর্য্যবান্, অবিচলিত উৎসাহবান্ ও নীতিশাস্ত্রের অনুষ্ঠানতৎপর; সকলেই রাজ্যবাসী সাধুস্বভাব ব্যক্তিগণের রক্ষা, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের অহিংসা এবং পুরুষের বলাবল পরীক্ষা পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ-দণ্ডপ্রয়োগ-সহকারে রাজকোষ পরিপূরণ করিতেন। পরস্পর একবুদ্ধি, শুচিস্বভাব ও সবিশেষ জ্ঞানবিশিষ্ট ঐ সকল মন্ত্রিগণের অধিকার কালে পুর বা রাজ্য মধ্যে কুত্রাপি কোন ব্যক্তিই মিথ্যা কথা কহিত না, পরদার গমন করিত না এবং দুষ্টতার বশবর্ত্তী হইত না। রাষ্ট্র ও পুর সমুদায় প্রদেশই সর্ব্বতোভাবে শান্তিময় ছিল।

মন্ত্রিগণ সকলেই সুন্দর বস্ত্র পরিধান, সুন্দর বেশ ধারণ ও সদাচারের অনুসরণ করিতেন। সকলেই রাজার হিতকামনা ও নীতিচক্ষু উন্মীলনপূর্ব্বক সর্ব্বদা জাগরূক থাকিতেন। রাজা সকলেরই গুণ জানিয়া স্বকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সকলেই স্ব স্ব পরাক্রম দ্বারা সবিশেষ বিখ্যাত ছিলেন, সর্বতোভাবে বুদ্ধিমান্ বলিয়া বিদেশমধ্যেও পরিচিত ছিলেন এবং সকল দেশে সকল কালে গুণবান্ বলিয়া সবিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সকলেই সত্ব রজ তম এই ত্রিবিধ গুণে অলঙ্কৃত, সকলেই সন্ধিবিগ্রহে সবিশেষ জ্ঞানসম্পন্নও মন্ত্র গোপনে অতিশয় নিপুণ; এবং সকলেই সুক্ষ্মবিচারে আসক্ত, নীতিশাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ, ও সর্বদা প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিতেন। রাজা দশরথ ঈদৃশ গুণগ্রামভূষিত অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়া, অধর্ম্ম বিসর্জ্জনপূর্ব্বক, চার দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ ও ধর্ম্মানুসারে রক্ষা করিয়া, প্রজালোকের পালন ও পৃথিবী শাসন করিতেন। সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ দশরথ দানশীল, সংগ্রামে সত্যপ্রতিজ্ঞ ও ত্রিভুবনে বিখ্যাত ছিলেন। কুত্রাপি তাঁহার সমকক্ষ বা তাঁহা

অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাবিশিষ্ট শত্রু ছিল না। তিনি স্বকীয় প্রতাপে সমুদায় শত্রু নিহত ও সামন্তদিগকে অবনত এবং মিত্র সকল সংগ্রহ করিয়া, স্বর্গে দেবরাজের ন্যায়, পৃথিবী শাসন করিতেন। দিবাকর যেরূপ সমুদিত হইয়া, তেজোময় কিরণ-পরম্পরায় প্রদীপ্ত হন, তদ্রূপ নিত্যোদয়সম্পন্ন সেই রাজা দশরথ মন্ত্রণাকুশল, হিতানুষ্ঠানতৎপর, অনুরাগবান্, কার্য্যদক্ষ, শক্তিসম্পন্ন ও পরাভিভবসমর্থ উল্লিখিত মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া, অতিমাত্র শোভা ধারণ করিয়াছিলেন।

—o—

সপ্তম সর্গ।

এবংবিধ প্রভাববিশিষ্ট মহানুভব দশরথ পুত্রের জন্য তপস্যা করিয়াও বংশকর পুত্রলাভে সমর্থ হয়েন নাই। তজ্জন্য চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মনে হইল, আমি কিজন্য পুত্রলাভার্থ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছি না। অনন্তর কৃতাত্মা মন্ত্রিগণের সহিত, অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, এই প্রকার মতিনিশ্চয় করিয়া, সেই ধর্ম্মাত্মা মহাতেজা দশরথ মন্ত্রিপ্রধান সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! আমার সমুদায় পুরোহিত ও গুরুদিগকে সত্বর আনয়ন কর। ত্বরিতবিক্রম সুমন্ত্র ত্বরিতগমন করিয়া, সুযজ্ঞ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, পুরোহিত বশিষ্ঠ এবং অন্যান্য বেদ-পারগ দ্বিজসত্তমদিগকে আনয়ন করিলেন। ধর্ম্মাত্মা রাজা দশ-রথ তাঁহাদিগকে পূজা করিয়া, ধর্ম্মার্থসংযুক্ত মধুর বাক্যে কহি-লেন, ঋষিগণ! পুত্রের জন্য পুনঃ পুনঃ অতিমাত্র বিলাপ করিয়া, আমার কিছুমাত্র সুখ নাই। তজ্জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে কল্পনা করিয়াছি। এক্ষণে, শাস্ত্রবিহিত বিধানানুসারে ঐ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইতে অভিলাষ করি। যেরূপে আমার মনোরথ সিদ্ধ হয়, তদ্বিষয়ক উপায় বিধান করুন।

বশিষ্ঠপ্রমুখ সেই সকল দ্বিজাতি স্বয়ং রাজার মুখে এই কথা

শ্রবণ করিয়া সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিলেন। অনন্তর সকলেই পরম প্রীত হইয়া, তাঁহাকে বলিলেন, মহারাজ! যজ্ঞীয় সামগ্রী সকল সংগ্রহ, অশ্ব মোচন এবং সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ করুন। পুত্রের জন্য যখন আপনার এইপ্রকার শুভ বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে, সর্বথা সেই অভিলষিত পুত্র সকল প্রাপ্ত হইবেন। দ্বিজাতিগণের এই বাক্যে রাজা অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন। তদীয় লোচনযুগল হর্ষ বশতঃ বাষ্পভরে পরিপ্লুত হইয়া উঠিল। তিনি মন্ত্রিদিগকে বলিলেন, গুরুগণ আদেশ করিতেছেন; তোমরা যজ্ঞীয় সামগ্রী সকল সংগ্রহ, চতুঃশত রাজপুত্রে রক্ষিত উপাধ্যায়সহিত অশ্ব মোচন, সরযূর উত্তরতীরে যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ এবং কল্প ও বিধানানুসারে শান্তি কর্ম্ম সকল সংবর্দ্ধিত কর। কেননা, শাস্ত্রোক্ত বিধি সকলের অতিক্রম হইলে, সর্ব্ব-গুণসম্পন্ন নরপতিও এই যজ্ঞ করিতে সমর্থ হয়েন না। আর, এই যজ্ঞে ক্রিয়ালোপাদি কোনপ্রকার দুষ্পরিহার্য্য অপরাধ না হই-লেও, বিদ্বান্ ব্রহ্মরাক্ষসগণ ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া থাকে। এবং যজ্ঞ বিধিহীন হইলে, তাহার অনুষ্ঠানকর্ত্তা সদ্য বিনষ্ট হয়েন। তোমরা সকলেই কার্য্যকুশল। অতএব যাহাতে আমার এই যজ্ঞ বিধিপূর্ব্বক সমাপ্ত হয়, তদনুরূপ বিধান কর। রাজা এইরূপে প্রতিপূজা করিলে, মন্ত্রিগণ সকলেই যে আজ্ঞা বলিলেন। সমবেত ধর্ম্মজ্ঞ দ্বিজাতিগণও তদীয় বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সকলে তদীয় অনুজ্ঞা-গ্রহণপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রতিপ্রস্থান করিলেন। রাজা দ্বিজাতি-দিগকে বিদায় দিয়া মন্ত্রিদিগকে বলিলেন, ঋত্বিকগণ যেরূপ উপদেশ করিয়া গেলেন, তোমরা তদনুরূপে যজ্ঞ আরম্ভ কর। নৃপতিশ্রেষ্ঠ দশরথ সমুপস্থিত সচিবদিগকে এই-প্রকার কহিয়া, বিদায় প্রদান পূর্ব্বক স্বকীয় নিকেতনে প্রবিষ্ট হইলেন। এবং পত্নীগণের সমীপে গমন করিয়া কহিলেন, তোমরা সকলে দীক্ষাবিষয়ে কৃতনিশ্চয় হও; আমি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ

করিব। তাঁহারা স্বামীর মন জানিতেন। তদীয় মুখে এই মনোহর বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহাদের মুখপদ্ম, শিশির ঋতুর পর্য্যবসানে পদ্মের ন্যায়, সাতিশয় শোভা ধারণ করিল।

অষ্টম সর্গ।

রাজা যজ্ঞ করিবেন, শুনিয়া সুমন্ত্র নির্জ্জনে তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! পুরাণে যে ইতিহাস শ্রবণ করিয়াছি, অবধান করুন। ঋত্বিকগণ যাহা উপদেশ করিয়া গেলেন, আমি তাহাই কিঞ্চিৎ বিশেষরূপে শ্রবণ করিয়াছি। পূর্ব্বে ভগবান্ সনৎকুমার ঋষিগণের সান্নিধ্যে আপনার পুত্রোৎপত্তি বিষয়ে এইপ্রকার বলিয়াছিলেন যে,কাশ্যপের বিভাণ্ডকনামে পুত্র আছেন। তাঁহার ঔরসে ঋষ্যশৃঙ্গনামে পুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন। ঐ ঋষ্যশৃঙ্গ বনমধ্যে নিত্য বর্দ্ধিত ও সর্ব্বদা বনচারী হইবেন এবং প্রতিনিয়ত পিতার অনুবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই জানিবেন না। তিনি মেখলাজিনাদিধারণ ও ঋতুকালে স্ত্রীসঙ্গম এই দ্বিবিধ ব্রহ্মচর্য্যই অনুষ্ঠান করিবেন। রাজন্! লোকমধ্যে প্রথিত আছে এবং ব্রাহ্মণগণও সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন, যে, এই রূপে অগ্নি ও যশস্বী পিতার সেবা করত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া তিনি বহুকাল অতিবাহিত করিবেন।

ঐ সময়ে অঙ্গরাজ্যে মহাবল প্রতাপবান্ রোমপাদ নামে প্রসিদ্ধ এক রাজা হইবেন। তিনি রাজোচিত ধর্ম্ম লোপ করাতে, ত্বদীয় রাজ্যমধ্যে অতি দারুণ, অতিঘোর ও সর্ব্বলোকভয়াবহ অনাবৃষ্টি হইবে। এইরূপ অনাবৃষ্টি ঘটিলে, তিনি অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া, বেদাধ্যয়নবৃদ্ধ ব্রাহ্মণদিগকে আনয়ন করিয়া বলিবেন, আপনারা লোকচরিত্র অবগত আছেন, এবং যে যে কার্য্য করিলে অনাবৃষ্টি হয় তাহাও শুনিয়াছেন। অতএব উপস্থিত বিষয়ে যেরূপ নিয়ম ও প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক, তাহা

নির্দ্দেশ করুন। রোমপাদ এইপ্রকার বলিলে, সেই বেদপারগ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে কহিবেন, রাজন্! তুমি সর্ব্বপ্রকার উপায় দ্বারা বিভাণ্ডকপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন কর এবং সেই বেদপারগ ব্রাহ্মণ ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করিয়া, সৎকার পূর্ব্বক সমাহিত হইয়া, বিহিত বিধানে স্বীয় শান্তানাম্নী কন্যা সম্প্রদান কর। রাজা তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক, কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে, সেই বীর্য্যবান্ ঋষিকে আনা যাইতে পারে, এই প্রকার চিন্তা করিবেন। অনন্তর সেই জিতচিত্ত নৃপতি মন্ত্রিগণের সহিত নিশ্চয় করিয়া, পুরোহিত ও অমাত্যদিগকে সৎকার পূর্ব্বক প্রেরণ করিবেন। তাঁহারা রাজার বাক্যে ব্যথিত হইয়া, অবনত বদনে এই বলিয়া অনুনয় করিবেন যে, আমরা ঋষ্যশৃঙ্গকে ভয় করি, যাইতে পারিব না। অনন্তর তাঁহারা এবিষয়ের বিহিত উপায় চিন্তা করিয়া রাজাকে কহিবেন, আমরা যাহা বলিব, তাহা শুনিলেই, ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করিব, তাহাতে কোন দোষ ঘটিতে পারিবে না। রাজা তাঁহাদের বাক্যে বেশ্যার সাহার্য্যে ঋষিপুত্রকে আনয়নপূর্ব্বক শান্তাসম্প্রদান করিলে, দেবরাজ বারি বর্ষণ করিবেন। সেই জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গ হইতেই আপনার পুত্রোৎপত্তি হইবে। রাজন্! সনৎকুমার যাহা বলিয়াছিলেন, আমি তাহাই বলিলাম। তখন দশরথ পরম হর্ষাবিষ্ট হইয়া, সুমন্ত্রকে কহিলেন, যে উপায়ে ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করা যাইতে পারে, তাহা নির্দ্দেশ কর।

নবম সর্গ।

রাজর্ষি দশরথ এইরূপ আদেশ করিলে, সুমন্ত্র বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! মন্ত্রিগণ যেরূপ উপায়ে ও যে প্রকারে ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করেন, বলিতেছি, অমাত্যগণের সহিত সমস্ত শ্রবণ করুন। পুরোহিত মন্ত্রিগণের সহিত রোমপাদকে বলি-

লেন, রাজন্! আমরা ঋষ্যশৃঙ্গকে আনিবার জন্য যে উপায় স্থির করিয়াছি, তাহা কখন ব্যর্থ হইবে না। ঋষ্যশৃঙ্গ বনবাসী, তপস্বী এবং সর্ব্বদা বেদপাঠেই আসক্ত; স্ত্রী বা বিষয়সুখের কিছুই জানেন না। সুতরাং যাহার প্রভাবে মনুষ্যমাত্রের মন ব্যাকুলিত হইয়া থাকে, তাদৃশ অভিমত ইন্দ্রিয়বিষয় দ্বারা তাঁহাকে আমরা আনয়ন করিব। আপনি সত্বর আমাদের উক্তানুরূপে অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন্। রূপবতী গণিকারা সৎকৃত ও উত্তমরূপ অলঙ্কৃত হইয়া, তথায় গমন পূর্ব্বক বিবিধ উপায়যোগে প্রলোভিত করিলেই, তাঁহাকে আনিতে পারিবে। রাজা শুনিয়া পুরোহিতকে বলিলেন। পুরোহিত মন্ত্রিদিগকে কহিলেন। মন্ত্রিগণ পুরোহিতের বাক্যে গণিকাদিগকে প্রেরণ করিলেন। গণিকারা শ্রবণ করিয়া, সেই মহাবনে প্রবেশ ও আশ্রমের নিকটে অবস্থান পূর্ব্বক সর্ব্বদা আশ্রমবাসী ধীরস্বভাব ঋষিপুত্রের সাক্ষাৎ জন্য যত্ন করিতে লাগিল। ঋষ্যশৃঙ্গ পিতার লালনাদিতেই সর্ব্বদা সন্তুষ্ট; সুতরাং, কখন আশ্রমের বাহিরে পদমাত্র গমন করেন না। জন্মপ্রভৃতি নগর ও রাজ্যবাসী স্ত্রী বা পুরুষ অথবা অন্য কোন প্রাণী তাঁহার দৃষ্টিবিষয়ে পতিত হয় নাই।

অনন্তর কোন সময়ে ঋষ্যশৃঙ্গ যদৃচ্ছাক্রমে তথায় সমাগত হইয়া, সেই বাররমণীদিগকে দর্শন করিলেন। তৎকালে তাহারা বিচিত্রবেশ ধারণ পূর্ব্বক মধুর স্বরে গান করিতেছিল। সকলে ঋষিপুত্রের সমীপস্থ হইয়া বলিতে লাগিল, ব্রহ্মন্! আপনি কে, কি করেন, জানিতে অভিলাষ করি। এবং কিজন্য আপনি একাকী এই দূর বিজন বনে বিচরণ করিছেন, বলুন। ঋষ্যশৃঙ্গ তাদৃশ অভিমতরূপশালিনী রমণীদিগকে পূর্ব্বে কখন বনমধ্যে দর্শন করেন নাই। সুতরাং দর্শনমাত্র প্রীতির উদ্রেক হওয়াতে, তিনি পিতার ও আপনার পরিচয়দানে উৎসুক হইয়া কহিলেন, মহর্ষি বিভাণ্ডক আমার পিতা, আমি তাঁহার ঔরস পুত্র; আমার নাম ঋষ্যশৃঙ্গ। আমি তপস্যা করিয়া থাকি। নিক-

টেই আমাদের আশ্রম। চল, তথায় সকলের বিধি পূর্ব্বক পূজা করিব। ঋষিপুত্রের বাক্য শুনিয়া, সকলেরই মন হইল। তখন সকলেই আশ্রম দর্শনার্থ গমন করিল। তাহারা আশ্রমে সমাগত হইলে, ঋষ্যশৃঙ্গ এই অর্ঘ্য, এই পাদ্য, এই আমাদের ফলমূল, বলিয়া সকলের পূজা করিলেন। বারাঙ্গনাগণ সমুৎসুক চিত্তে তদীয় পূজা প্রতিগ্রহপূর্ব্বক তদীয় পিতার ভয়ে সত্বর আশ্রমের বাহির হইতে সংকল্প করিল। এবং তাঁহাকে বলিল, হে দ্বিজ! তুমিও আমাদের এই সুস্বাদু ফলসকল গ্রহণ ও সত্বর ভক্ষণ কর; তোমার কল্যাণ হইবে। এই বলিয়া সকলে হর্ষাবিষ্ট চিত্তে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া, মোদক ও অন্যান্য নানাপ্রকার সুখাদ্য দ্রব্য দান করিল। তেজস্বী ঋষিকুমার সেই সকল আস্বাদপূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন, যাহারা নিত্য বনে বাস করে, তাহারা কখন এরূপ ফল ভক্ষণ করে নাই।

ঐ সময়ে বারাঙ্গনাগণ তদীয় পিতার ভয়ে ভীত হইয়া, তাঁহাকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক, ব্রত করিতে হইবে, বলিয়া ছলক্রমে আশ্রম হইতে প্রস্থান করিল। সকলে প্রস্থান করিলে, বিভাণ্ডকনন্দন ঋষ্যশৃঙ্গ তাহাদের বিরহে বিধুরহৃদয় ও অতিমাত্র দুঃখিত হইলেন। অনন্তর পরদিনে সেই শ্রীমান্ ও বীর্য্যবান্ মুনিকুমার বারংবার চিন্তা করিতে করিতে সেই সুন্দররূপ অলঙ্কৃত মনোমোহিনী বার রমণীদিগকে যেখানে দেখিয়াছিলেন, তথায় সমাগত হইলেন। বাররমণীরা তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে তদীয় সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, হে সৌম্য! আমাদের আশ্রমপদে আগমন করুন। যদিও, এখানে বহুবিধ বিচিত্র ফল মূলের অভাব নাই; কিন্তু আমাদের আশ্রমে যাইলে, তৎসমস্ত প্রচুর পরিমাণে ভক্ষণ করিবেন। ঋষ্যশৃঙ্গ তাহাদের এই মনোমত বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক গমনে কৃতমতি হইলে, তাহারা তাঁহাকে অঙ্গরাজ্যে লইয়া গেল। মহাত্মা দ্বিজনন্দন রাজ্যে আনীত হইলে, দশরাজ

তৎক্ষণাৎ বারিবর্ষণ করিলেন। তাহাতে সমস্ত সংসার আহ্লাদিত হইল।

এইরূপে ঋষ্যশৃঙ্গ বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যে প্রবেশ করিলে, অঙ্গরাজ প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক সবিনেয় সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। এবং পরম সমাহিত হইয়া, যথা বিধানে অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক এই বলিয়া, তাঁহার নিকট প্রসাদ ভিক্ষা করিলেন, হে বিপ্র! রুষ্ট হইবেন না। অনন্তর রাজা তাঁহাকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইয়া, শান্ত চিত্তে বিধিপূর্ব্বক শান্তানাম্নী কন্যা সম্প্রদান করত অতিমাত্র হর্ষিত হইলেন। মহাতেজা ঋষ্যশৃঙ্গ এইরূপে অভিলাষানুরূপে পূজিত হইয়া, ভার্য্যা শান্তার সহিত তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

একাদশ সর্গ।

সুমন্ত্র পুনরায় কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! দেবপ্রবর বুদ্ধিমান্ সনৎকুমার পরিশেষে যাহা বলিয়াছিলেন, সেই হিতকর বাক্য শ্রবণ করুন। তিনি বলিয়াছিলেন, ইক্ষ্বাকুবংশে দশরথ নামে পরম ধার্ম্মিক, শ্রীমান্ ও সত্যপ্রতিজ্ঞ এক রাজা হইবেন। অঙ্গরাজের সহিত তাঁহার মিত্রতা হইবে। এবং তাঁহার শান্তানামে মহাভাগা কন্যা জন্মিবে। এইরূপ জনশ্রুতি রোমপাদ রাজা অঙ্গের পুত্র পরমযশস্বী রাজা দশরথ রোমপাদের সমীপে গমন করিয়া বলিবেন, হে ধর্ম্মাত্মন্! আমার পুত্র নাই। অতএব তুমি অনুমতি কর, শান্তার ভর্ত্তা ঋষ্যশৃঙ্গ আমার পুত্র ও বংশের জন্য যজ্ঞ নির্ব্বাহ করেন। আত্মবান্ রোমপাদ দশরথের বাক্য শ্রবণ ও মনে মনে চিন্তা করিয়া, পুত্রবান্ ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রদান করিবেন। রাজা দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গকে লাভ করিয়া, অতিমাত্র হৃষ্ট ও সন্তাপশূন্য হইয়া, পুত্রার্থ যজ্ঞের আহরণ এবং যশস্কাম ও

কৃতাঞ্জলি হইয়া, সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গকে যজ্ঞার্থ, পুত্রার্থ ও স্বর্গার্থ বরণ করিবেন। তাহাতে, ঋষির প্রভাবে তিনি সিদ্ধকাম হইবেন, তাঁহার চারি পুত্র জন্মিবে। পুত্রেরা সকলেই অপরিমিত-বিক্রমবিশিষ্ট, সকলেই বংশের প্রতিষ্ঠাকর এবং সকলেই সর্ব্বলোকে খ্যাতিমান্ হইবেন। পূর্ব্বে সত্যযুগে দেবাগ্রগণ্য ভগবান্ সনৎকুমার এইপ্রকার বলিয়াছিলেন। অতএব, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি সবিশেষ সৎকার পূর্ব্বক বল ও বাহনের সহিত স্বয়ং গমন করিয়া, ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করুন।

রাজা দশরথ সুমন্ত্রের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক অতিমাত্র হর্ষাবিষ্ট হইলেন এবং গুরুদেব বশিষ্ঠকে এবিষয় জ্ঞাত করিয়া, তদীয় অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক অমাত্য ও মহিষীগণের সহিত অঙ্গরাজ্যে যাত্রা করিলেন। ক্রমে ক্রমে অনেক বন ও নদী অতিক্রম করিয়া, যেখানে মুনিশ্রেষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গ অবস্থিতি করিতেছেন, সেই অঙ্গদেশে উপনীত হইলেন। তথায় গমন করিয়া, অবলোকন করিলেন, ঋষিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ রাজা রোমপাদের সমীপে সাক্ষাৎ জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় আসীন আছেন। দশরথ সমাগত হইলে, অঙ্গরাজ প্রণয় বশতঃ পরম প্রীত চিত্তে যথাবিধানে তাঁহার সবিশেষ পূজা করিলেন এবং তাঁহার সহিত যে বন্ধুতা ও সম্বন্ধ আছে, তৎসমস্ত ঋষ্যশৃঙ্গের গোচর করিলেন। তাহাতে, ঋষিকুমারও তাঁহার পূজা করিলেন। নরশ্রেষ্ঠ দশরথ সবিশেষ সৎকার লাভ পূর্ব্বক সাত আট দিন রোমপাদের সহিত বাস করিয়া, পরে তাঁহাকে কহিলেন, রাজন্! আমি কোন মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি, অতএব তোমার কন্যাকে জামাতার সহিত মদীয় নগরে গমন করিতে হইবে। রোমপাদ, তাহাই হইবে, বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন এবং ঋষিপুত্রকে কহিলেন, পত্নীর সহিত গমন কর। ঋষ্যশৃঙ্গও সম্মত হইয়া, শ্বশুরের অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি পুটে স্নেহভরে রোমপাদ ও দশরথ উর্দ্ধ-

স্বকে হৃদয়ে আলিঙ্গন করিয়া, ভার্য্যার সহিত প্রস্থান করিলেন। তাহাতে, উভয় রাজাই অতিমাত্র আহ্লাদিত হইলেন। অনন্তর রঘুনন্দন রাজা দশরথ প্রিয় সুহৃৎ রোমপাদকে আমন্ত্রণ করিয়া, স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। এবং নগরে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই শীঘ্রগামী দূতদিগকে এই বলিয়া পুরবাসীগণের সমীপে পাঠাইয়া দিলেন যে, তোমরা সত্বর সমুদায় নগর উত্তম রূপে অলঙ্কৃত, জলসিক্ত, সংমার্জ্জিত, ধূপাদি দ্বারা আমোদিত ও পতাকা দ্বারা সুসজ্জিত কর। পৌরগণ, রাজা আসিতেছেন শ্রবণ করিয়া, অতিশয় আহ্লাদিত হইল, এবং রাজা যাহা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিল। এ দিকে রাজা দশরথ দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গকে শঙ্খ ও দুন্দুভিনিনাদ সহকারে সম্মুখবর্ত্তী করিয়া, উত্তম রূপে সুসজ্জিত স্বীয় নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সুররাজ সহস্রাক্ষ যেমন কশ্যপনন্দন বামনদেবকে, তদ্রূপ ইন্দ্রের ন্যায় কৃতিমান্ নররাজ দশরথ ঋষিপুত্রকে পুরমধ্যে প্রবেশ করাইলে, নগরবাসী জনগণ তদ্দর্শনে যার পর নাই হর্ষাবিষ্ট হইল। অনন্তর মহীপতি দশরথ ঋষিপুত্রকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইয়া, শাস্ত্রানুসারে পূজা করত তদীয় সমাগম জন্য আত্মাকে কৃতকৃত্য বোধ করিলেন।

তৎকালে, অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণ বিশাললোচনা শান্তাকে স্বামীর সহিত সমাগত দেখিয়া, অতিমাত্র প্রীত ও আনন্দিত হইল। শান্তা রাজার সহিত তাঁহাদের সকলের সবিশেষ পূজা লাভ করিয়া, স্বামীর সহিত কিয়ৎকাল সুখে তথায় বাস করিলেন।

দ্বাদশ সর্গ।

অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে, অতি মনোহর বসন্ত ঋতুর সমাগমে রাজা দশরথ যজ্ঞ করিতে সংকল্প করিয়া, মস্তক দ্বারা ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রণামপূর্ব্বক সন্তান ও বংশের জন্য যজ্ঞকরিতে বরণ করিলেন। মহর্ষি সম্মত হইয়া, রাজাকে কহিলেন, যজ্ঞীয় সামগ্রী সকল আহরণ, অশ্ব মোচন ও সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ করুন। তাহাতে, দশরথ সুমন্ত্রকে কহিলেন, তুমি সত্বর সুযজ্ঞ, জাবালি, বামদেব ও কাশ্যপপ্রমুখ বেদপারগ ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মবাদী ঋত্বিকদিগকে এবং পুরোহিত বশিষ্ঠ ও অন্যান্য দ্বিজাতি-বর্গকে আমার সমীপে আনয়ন কর। ত্বরিতবিক্রম সুমন্ত্র ত্বরিত গমন করিয়া, উল্লিখিত বেদপারগ ব্রাহ্মণদিগকে আনয়ন করিলে, ধর্ম্মাত্মা রাজা দশরথ সকলের পূজা করিয়া, ধর্ম্মার্থসঙ্গত যুক্তিযুক্ত মধুর বাক্যে কহিলেন, পুত্র না হওয়াতে, আমি অতিমাত্র সন্তপ্ত আছি, আমার সুখের লেশমাত্র নাই, এই জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে আমার মন হইয়াছে; এক্ষণে ঐ যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করি। ঋষ্যশৃঙ্গের প্রভাবে আমার মনোরথও পূর্ণ হইবে। ব্রাহ্মণগণ সাধু সাধু বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করি-লেন। অনন্তর ঋষ্যশৃঙ্গ ও বশিষ্ঠপ্রমুখ সেই সকল দ্বিজাতি এই বলিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, আপনি যজ্ঞসামগ্রী আহরণ, অশ্ব মোচন ও সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ করুন। আপনার যখন পুত্রের জন্য এইপ্রকার ধর্ম্মবুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে, তখন সর্ব্বতোভাবে অপরিমিত-বিক্রমবিশিষ্ট পুত্রচতুষ্টয় প্রাপ্ত হই-বেন।

রাজা ব্রাহ্মণগণের কথায় পরমপ্রীত হইয়া, হর্ষভরে মনোহর বাক্যে মন্ত্রিদিগকে কহিলেন, তোমরা এই গুরুগণের আদেশানু-সারে সত্বর আমার যজ্ঞীয় সামগ্রী সকল সংগ্রহ, চতুঃশত রাজপুত্রে রক্ষিত উপাধ্যায়সহিত যজ্ঞীয় অশ্ব মোচন, সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ, এবং যথাবিধি ও যথাকল্প শান্তি-কর্ম্ম সকল

সংবর্দ্ধিত কর। সকল রাজাই এই যজ্ঞ করিতে পারেন না, কেন না, এই যজ্ঞে কোনরূপ দুঃসাধ্য অপরাধ না হইলেও, বিদ্বান্ ব্রহ্মরাক্ষসগণ ইহাতে ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া থাকে। বিশেষতঃ, যজ্ঞ বিধিহীন হইলে, তাহার অনুষ্ঠাতাকে সদ্য বিনষ্ট হইতে হয়। অতএব, যাহাতে বিধি পূর্ব্বক এই যজ্ঞ সমাধা হয়, তদনুরূপ বিধান কর। তোমরা সকলেই ঐপ্রকার বিধান করিতে সক্ষম। মন্ত্রিগণ যেআজ্ঞা বলিয়া তদীয় বাক্যের অভিনন্দন পূর্ব্বক আদেশানুরূপ সমুদায় সম্পাদন করিলেন। অনন্তর সমবেত দ্বিজাতিগণ ধর্ম্মজ্ঞ দশরথের প্রশংসাপূর্ব্বক অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া, পুনরায় স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা প্রস্থান করিলে, মহামতি দশরথ মন্ত্রিদিগকে বিদায় দিয়া স্বীয় আবাসে প্রবেশ করিলেন।

ত্রয়োদশ সর্গ।

অনন্তর সংবৎসর পূর্ণ হইলে, পুনরায় বসন্তঋতুর সমাগমে বীর্য্যশালী দশরথ পুত্রার্থ অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া, গুরুদেব বশিষ্ঠকে ন্যায়ানুসারে অভিবাদন ও প্রতিপূজা করিয়া সবিনয় বাক্যে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! শাস্ত্রোক্তবিধানানুসারে মদীয় যজ্ঞ সম্পাদন এবং যাহাতে ব্রহ্মরাক্ষসগণ যজ্ঞাঙ্গের বিঘ্ন করিতে না পারে, তদনুরূপ বিধান করুন। আপনি আমার স্নিগ্ধ সুহৃৎ ও পরম মহান গুরু; অতএব আপনাকেই এই আরব্ধ যজ্ঞের ভার বহন করিতে হইবে। বশিষ্ঠ কহিলেন, আচ্ছা তাহাই হইবে; আপনি যাহা প্রার্থনা করিলেন, আমি তৎসমস্তই সম্পাদন করিব। অনন্তর বশিষ্ঠদেব যজ্ঞ কর্ম্মে প্রবীণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও স্থপতিকর্ম্মে প্রবীণ পরম ধার্ম্মিক বৃদ্ধ পুরুষ, যাহারা সমাপ্তি পর্য্যন্ত কর্ম নির্ব্বাহ করে তাদৃশ ভৃত্য, শিল্পকর,

তক্ষা, খনক, গণক, শিল্পী, নট, নর্ত্তক, এবং শাস্ত্রবিদ্, শুচি-স্বভাব ও বহুশ্রুত ব্যক্তিগণ সকলকেই বলিলেন, তোমরা রাজার আদেশে যজ্ঞকর্ম্ম সমাধান ও সত্বর বহুসহস্র ইষ্টক আনয়ন কর; রাজাদিগের বাসোপযোগী বিবিধ উপকরণসম্পন্ন গৃহ সকল নির্ম্মাণ কর; ব্রাহ্মণগণের বাসজন্য বহুবিধ সুভক্ষ্য অন্ন-পানপূর্ণ ও শীতবাতাদি-নিবারণক্ষম শত শত সুন্দর আবাস প্রস্তুত কর; পৌরগণ ও বহুদূর হইতে সমাগত নরপতিগণের নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্ সুবিস্তর গৃহ সকল সংবিধান কর; হস্তি-শালা, অশ্বশালা, শয্যাগৃহ, এবং স্বদেশ ও বিদেশবাসী ভটগণ, পৌরগণ ও ইতর ব্যক্তিগণের জন্য বিবিধ কমনীয় পদার্থ ও খাদ্য পরিপূর্ণ আবাস সকল সুন্দররূপে নির্ম্মাণ কর। যথাবিধানে সৎ-কার ও আদরপূর্ব্বক সকলকে অন্নদান করিবে; যাহাতে সকল বর্ণই যথাযোগ্য পূজা পাইলাম বলিয়া বোধ করিতে পারে, সেরূপে তাহাদের সৎকার করিবে; কাম ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া কাহাকেও অবজ্ঞা করিবে না; যে সকল শিল্পী পুরুষ ব্যগ্র হইয়া যজ্ঞে কার্য্য করিবে, সবিশেষে ও যথাক্রমে তাহাদের পূজা করিবে। কেননা, ধন ও ভোজনাদি প্রদান দ্বারা সেবকগণের সম্মাননা করিলে, সকল কার্য্যই সুবিহিত হয়; কিছুই অসম্পূর্ণ থাকে না। অতএব তোমরা প্রীতিযুক্তচিত্তে ধন ও ভোজনাদি প্রদান পূর্ব্বক সমুদায় সুহৃৎ ও শিল্পী প্রভৃতি পুরুষগণের পূজা করিবে। বশিষ্ঠদেব এইরূপে সকলকে নিয়োগ করিলে, তাহারা পরক্ষণেই আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিল, আমরা আপনার অভিলষিত সকল কার্য্যই সুন্দররূপে সম্পন্ন করিয়াছি, কিছুই অসম্পূর্ণ রাখি নাই। এক্ষণে আর যাহা বলিবেন, তাহাও সম্পাদন করিব; কোনরূপে সে বিষয়ের ত্রুটি হইবে না। অনন্তর বশিষ্ঠদেব সুমন্ত্রকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, পৃথিবীস্থ যাবতীয় ধার্ম্মিক রাজা, ক্ষত্র, বৈশ্য ও শূদ্রগণ এবং তদ্ব্যতীত সর্ব্বদেশবাসী সঙ্করাদি ব্যক্তি সকল ইহা-দিগকে নিমন্ত্রণ ও সৎকারপূর্ব্বক আনয়ন কর। আর তুমি স্বয়ং

গিয়া পরম সমাদরে মিথিলাধিপতি মহাভাগ সত্যবাদী জনককে আনয়ন কর। আমি যোগবলে জানিয়াছি, এই জনক আমাদের ভাবী সম্বন্ধী। এই জন্য প্রথমেই ইহাঁরে আনিতে বলিলাম। এইরূপ, তুমি মহারাজের আদেশে স্বয়ং গমন পূর্ব্বক দেবতুল্য, সচ্চরিত্র, সর্ব্বদা প্রিয়বাদী ও স্নেহসম্পন্ন কাশীপতি, রাজসিংহ দশরথের শ্বশুর পরম ধার্ম্মিক সপুত্র বৃদ্ধ কেকয়রাজ মহারাজের বয়স্য পুত্র সহিত মহাধনু অঙ্গেশ্বর রোমপাদ, কোশলরাজ ভানুমান্ এবং সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ শৌর্য্যশালী পরম উদার চরিত পুরুষশ্রেষ্ঠ মগধরাজ ইহাঁদিগকে বহুমানসহকারে আনয়ন কর। আর, সিন্ধু, সৌবীর, সৌরাষ্ট্র, পূর্ব্ব ও দক্ষিণদেশবাসী সমস্ত নরপতিগণ এবং পৃথিবীতে অন্যান্য যে সকল রাজা মহারাজের প্রতি প্রীতি-সম্পন্ন, তাঁহাদের সকলকে রাজার আজ্ঞায় সত্বর দূত পাঠাইয়া সবান্ধবে ও সপরিজনে আনয়ন কর। সুমন্ত্র বশিষ্ঠের বাক্য শ্রবণ করিয়া, ত্বরা পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ রাজাদিগকে আনিবার জন্য বিশ্বস্ত পুরুষ সকল নিয়োগ করিলেন। অনন্তর সেই মহামতি সুমন্ত্র বশিষ্ঠের অনুজ্ঞানুসারে ত্বরান্বিত হইয়া আপনিও প্রস্থান করিলেন।

এদিকে যজ্ঞনিযুক্ত পুরুষেরা সকলে মহর্ষি বশিষ্ঠকে নিবেদন করিল, আমরা সমুদায় কার্য্যই যথাবৎ সম্পন্ন করিয়াছি। বশিষ্ঠ দেব সন্তুষ্ট হইয়া, সকলকে বলিলেন, অবজ্ঞা বা অনাদর পূর্ব্বক কাহাকেও দান করিও না। অবজ্ঞাপূর্ব্বক দান করিলে, দাতাকে বিনষ্ট হইতে হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অনন্তর কতিপয় দিনরাত্রিমধ্যেই নিমন্ত্রিত রাজগণ রাজাকে উপহার দিবার নিমিত্ত বহুবিধ রত্নসমভিব্যাহারে অযোধ্যায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বশিষ্ঠদেব পরম প্রীত হইয়া, দশরথকে বলিলেন, হে নরব্যাঘ্র! নরপতিগণ ভবদীয় আজ্ঞায় সমাগত হইয়াছেন, আমিও সকলের যথাযোগ্য সৎকার করিয়াছি। এবং নিযুক্ত পুরুষেরা সবিশেষ অভিনিবেশ সহকারে

যজ্ঞসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে। অধুনা আপনি যজ্ঞ করিবার জন্য যজ্ঞায়তনে গমন করুন। যজ্ঞভূমি দর্শন করা আপনার উচিত হইতেছে। যতপ্রকার অভীষ্ট বা কাম্য পদার্থ আছে, তৎসমুদায়ে ঐ যজ্ঞায়তন পরিপূরিত হইয়াছে। দেখিলে, বোধ হয়, যেন স্বয়ং কল্পনাই উহার নির্ম্মাণ করিয়াছে।

তখন দশরথ বশিষ্ঠ ও ঋষ্যশৃঙ্গ উভয়ের আদেশে শুভনক্ষত্র-যুক্ত দিবসে যজ্ঞভূমিতে গমন করিলেন। তিনি গমন করিলে, সেই বশিষ্ঠপ্রমুখ দ্বিজোত্তমবর্গ ঋষ্যশৃঙ্গকে পুরোবর্ত্তী করিয়া, যজ্ঞ-বাটে গমন পূর্বক যথাশাস্ত্র ও যথাবিধি যজ্ঞকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীমান্ রাজা দশরথও পত্নীগণের সহিত দীক্ষিত হইলেন।

——০——

চতুর্দ্দশ সর্গ।

অনন্তর সংবৎসর পূর্ণ হইলে পূর্ব্ববিমুক্ত অশ্ব স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলে, সরযুর উত্তরতীরে রাজা দশরথের যজ্ঞ আরম্ভ হইল। দ্বিজোত্তমগণ ঋষ্যশৃঙ্গকে পুরোবর্ত্তী করিয়া, মহাত্মা দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞে কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। বেদপারগ যাজক ব্রাহ্মণগণ যথাবিধানে ও ন্যায়ানুসারে কার্য্যসম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা, যথাবিধি ও যথাশাস্ত্র প্রবর্গ্যনামক আশু উপকা-কারক কর্ম্মবিশেষ ও উপসদনামক যজ্ঞবিশেষ সম্পাদনানন্তর নিয়মের অতিরিক্তও সমাধান করিতে আরম্ভ করিলেন। অন-ন্তর তত্তৎকর্ম্মপূজ্য দেবতাগণের পূজা করিয়া, হৃষ্টচিত্তে প্রাতঃ-সবন সম্পাদন ও ইন্দ্রদেবতার উদ্দেশে হবিঃপ্রদান পূর্ব্বক বিহিত বিধানে সোমলতার অভিষব এবং শাস্ত্রতঃ দর্শন পূর্ব্বক যথা-নিয়মে ও যথাক্রমে মাধ্যন্দিন সবন ও তৃতীয় সবন নির্ব্বাহ করিয়া, স্বর ও বর্ণবিশুদ্ধ মন্ত্র সকল দ্বারা ইন্দ্রাদি অমরোত্তমগণের আহ্বান করিতে লাগিলেন। হোতৃগণ মধুর স্নিগ্ধ মন্ত্র দ্বারা আহ্বান

ও সাম গান করিয়া যথাযোগ্যরূপে আবাহন পূর্ব্বক দেবগণের উদ্দেশে হবির্ভাগ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে সেই যজ্ঞে অবৈধ আহুতি দান, এবং অজ্ঞানবশতঃ কোন কর্ম্মই পরিত্যক্ত হয় নাই ; সকল কার্য্যই বৈদিক বিধানে ও নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছিল ; ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহই পরিশ্রান্ত বা ক্ষুধিত হয়েন নাই। এবং কেহই মূর্খ ছিলেন না। রাজার আদেশে এক এক শত অনুচর তাঁহাদের প্রত্যেকের সেবা করিতে লাগিল। প্রতিদিন ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ, তাপস ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ ভোজন করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ, বালক, স্ত্রী ও রোগিসমূহ অনবরত ভোজন করিয়াও পরিতৃপ্ত হইল না। অনেকে অন্ন-পানাদিলোভে সমধিক উত্তেজিত হইয়া, বারংবার অন্ন দাও, বস্ত্র দাও, বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। প্রতিদিন পর্ব্বতের ন্যায় রাশীকৃত অন্ন দৃষ্ট হইতে লাগিল। পাচকগণ যথাবিধানে ঐ অন্ন পাক করিয়াছিল। মহাত্মা দশরথের সেই যজ্ঞে নানাদেশ হইতে যে সকল স্ত্রী পুরুষ আগমন করিয়াছিল, তাহারা অন্নপান করিয়া অতিমাত্র পরিতৃপ্ত হইল। দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ সেই সুস্বাদু অন্নের যথাবিধি প্রশংসা পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! আপনার মঙ্গল হউক, আমরা অতিশয় তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। এই সকল বাক্য দশরথের শ্রবণগোচর হইল।

উত্তমরূপে অলঙ্কৃত পুরুষ সকল ঐ যজ্ঞে ব্রাহ্মণদিগকে পরি-বেশন করিতে লাগিল। সুমার্জ্জিত মণিকুণ্ডলমণ্ডিত অন্যান্য ব্যক্তিগণ সেই পরিবেষ্টা পুরুষগণের পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইল। এক কর্ম্ম সমাপন করিয়া, পুনরায় কার্য্যান্তর আরম্ভ কালে, পরম বাগ্মী ধীর ব্রাহ্মণগণ পরস্পর জিগীষাপরবশ হইয়া, বিবিধ হেতু প্রদর্শন পূর্ব্বক বাদবিতণ্ডা আরম্ভ করিলেন। তথায় এমন ব্রাহ্মণ ছিলেন না, যিনি ষড়ঙ্গের অভিজ্ঞ, ব্রতপরায়ণ, বহুশাস্ত্রে জ্ঞানবান, বিধিদর্শী অথবা বাদবিতণ্ডায় নিপুণ নহেন।

যূপ উচ্ছ্রিত করিবার সময় উপস্থিত হইলে, শাস্ত্রজ্ঞ ও যজ্ঞ-

নিপুণ ব্যক্তিগণ ছয়টী বিল্ব কাষ্ঠের, ছয়টী খদির কাষ্ঠের ও ছয়টী পলাশকাষ্ঠের এবং একটী শ্লেষ্মাতক ও দুইটী ব্যায়ামপরিমিত দেবদারুনির্ম্মিত যূপ প্রতিষ্ঠিত করিয়া, যজ্ঞের শোভা নিমিত্ত তৎসমস্ত সুবর্ণ দ্বারা অলঙ্কৃত করিলেন। খদিরনির্ম্মিত যূপ সকল বিল্বনির্ম্মিত যূপসমূহের সমীপদেশে সংস্থাপিত হইল। এই একবিংশতি যূপের প্রত্যেকেরই পরিমাণ একবিংশতি অরত্নি এবং প্রত্যেকেই এক এক খানি বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত। শিল্পিগণ তৎসমস্ত সুন্দর ও দৃঢ়রূপে নির্ম্মাণ করিয়া, যথাবিধানে যজ্ঞভূমিতে স্থাপন করিল। তৎকালে সেই অষ্টকোণবিশিষ্ট সুদৃশ্য যূপ সকল গন্ধপুষ্পে অলঙ্কৃত ও বস্ত্রে আচ্ছাদিত হওয়াতে, স্বর্গমণ্ডলস্থ সপ্তর্ষিমণ্ডলের ন্যায়, দীপ্তি পাইতে লাগিল। শিল্পনিপুণ ব্রাহ্মণগণ, শাস্ত্রানুসারে প্রমাণানুরূপ ইষ্টক সকল নির্ম্মাণ করিয়া, তদ্দ্বারা অগ্নিকুণ্ড রচনা ও তাহাতে অগ্নিস্থাপন করিলেন। ঐ অগ্নি গরুড়ের ন্যায় সুবর্ণময় পক্ষবিশিষ্ট, এবং ত্রিগুণসম্পন্ন ও অষ্টাদশাত্মক।

শাস্ত্রে যেরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে, তদনুসারে তথায় ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশে বলি দিবার জন্য বহুসংখ্যক পশু, পক্ষী, সর্প ও জলচরাদি জন্তু সকল উপস্থিত ছিল। পুরোহিতগণ মন্ত্রপূত করিয়া, তাহাদিগকে বলি দিলেন। এতদ্ভিন্ন, তথায় উল্লিখিত যূপ সকলে তিনশত পশু এবং রাজার যজ্ঞজন্য অশ্বরত্ন বদ্ধ ছিল। কৌশল্যা পরম প্রীতচিত্তে প্রোক্ষণাদি সংস্কার সম্পাদন পূর্ব্বক তিন খড়্গাঘাতে তাহাকে বিনাশ করিলেন। এবং ধর্ম্মকামনায় সম্যক রূপে মনঃ সংযত করিয়া, গরুড়ের ন্যায় বেগবিশিষ্ট সেই বিনষ্ট অশ্বের সহিত একরাত্রি যাপন করিলেন। অনন্তর হোতা, অধ্বর্য্য ও উদ্গাতা ইহাঁরা রাজমহিষী, রাজার শূদ্রা স্ত্রী ও বৈশ্যা পত্নীকে অশ্বের সহিত যোজনা করিলে, শ্রৌতপ্রয়োগচতুর জিতেন্দ্রিয় ঋত্বিক্ তাহার চন্দ্রনামক বসা উদ্ধৃত করিয়া, অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন। রাজা দশরথ

আপনার পাপ বিনাশবাসনায় ন্যায়ানুসারে যথাকালে সেই বসাগন্ধমিশ্রিত ধূম আঘ্রাণ করিলেন। অনন্তর ষোলজন ঋত্বিক নিহত অশ্বের অঙ্গ সকল খণ্ডিত করিয়া অগ্নিতে যথা বিধানে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অন্যান্য যজ্ঞে বটবৃক্ষের শাখা দ্বারা আহুতি কার্য্য সম্পাদিত হয়, কিন্তু অশ্বমেধ যজ্ঞে বেত্রলতা যোগে অগ্নিতে হবিঃ প্রদত্ত হইয়া থাকে।

বেদের ব্রাহ্মণভাগ ও কল্পসূত্রের মতে প্রধানতঃ তিন দিনে অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিবার বিধি উল্লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম দিন অগ্নিষ্টোম, দ্বিতীয় দিন উক্‌থ ও তৃতীয়দিবস অতিরাত্র নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয়। যাজক ব্রাহ্মণগণ তৎসমস্ত সম্পন্ন করিয়া, জ্যোতিষ্টোম, আয়ুষ্টোম, দ্বিবিধ অতিরাত্র, অভিজিৎ ও বিশ্বজিৎ নামক অন্যান্য শাস্ত্রবিহিত বহুতর ক্রতু সকল সম্পাদন করিলেন।

রাজা দশরথ এইরূপে বিহিত বিধানে অশ্বমেধ সমাপ্ত করিয়া, হোতাকে পূর্ব্বদিক্, অধ্বর্য্যুকে পশ্চিমদিক্, ব্রহ্মাকে দক্ষিণদিক্ ও উদ্গাতাকে উত্তরদিক্ এবং ঋত্বিগ্‌দিগকে সমস্ত পৃথিবী দক্ষিণা স্বরূপ দান করিলেন। পূর্ব্বে স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা অশ্বমেধযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়া, উক্তপ্রকার দক্ষিণা দান বিধির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। স্ববংশবর্দ্ধন শ্রীমান্ ইক্ষ্বাকুনন্দন পুরুষোত্তম দশরথ এইরূপ দক্ষিণা দান পূর্ব্বক অতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইলে, ঋত্বিগ্‌গণ সকলে সেই নিষ্পাপ রাজর্ষিকে কহিলেন, রাজন্! একমাত্র আপনিই সমস্ত পৃথিবী পালন করিবার যোগ্যপাত্র। আমাদের উহাতে প্রয়োজন নাই। আর, আমরা পৃথিবীপালন করিতেও সক্ষম নহি। হে ভূমিপ! আমরা বেদপাঠেই সর্ব্বদা ব্যাপৃত। যদি নিতান্তই দান করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, ভূমির মূল্য স্বরূপ মণি, রত্ন, সুবর্ণ, গো অথবা অন্য যাহা উপস্থিত থাকে, কিঞ্চিৎ প্রদান করুন, পৃথিবীতে প্রয়োজন নাই।

বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ এইপ্রকার কহিলে, রাজা দশরথ তাঁহাদিগকে দশলক্ষ গোঁ, দশ কোটি সুবর্ণ ও চল্লিশকোটি রজত মুদ্রা প্রদান করিলেন। তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া, সেই দক্ষিণা প্রাপ্ত ধন গ্রহণ পূর্ব্বক ঋষ্যশৃঙ্গ ও বশিষ্ঠদেবকে প্রদান করিলে, তাঁহারা উভয়ে সকলকে যথাযোগ্য ভাগ করিয়া দিলেন। এইপ্রকার যথাযোগ্য ভাগ লাভে সকলে সন্তুষ্ট ও সাতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইয়া, রাজা দশরথকে এই কথা বলিলেন।

অনন্তর মহীপতি দশরথ সবিশেষ মনোনিবেশ পূর্ব্বক অভ্যাগত ব্যক্তিদিগকে জম্বুনদসমুদ্ভূত অসংখ্যেয় স্বর্ণ এবং যাচ্ঞাপরায়ণ কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণকে অন্যবিধ দাতব্য অভাবে উৎকৃষ্ট হস্তাভরণ প্রদান করিলেন। দ্বিজাতিগণ এইরূপ বিহিত বিধানে দান প্রাপ্ত হইয়া, সাতিশয় প্রীতি লাভ করিলে, ব্রাহ্মণ-ভক্ত দশরথ হর্ষবশতঃ ব্যাকুলচিত্ত হইয়া, সকলকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। তাঁহারাও নানা প্রকারে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা দশরথ সামান্য নরপতিগণের দুঃসাধ্য, স্বর্গপ্রাপ্তিসাধন ও পাপনাশন অত্যুৎকৃষ্ট অশ্বমেধ যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিয়া, পরমপ্রীতচিত্তে ঋষ্যশৃঙ্গকে কহিলেন, এক্ষণে যাহাতে আমার বংশবৃদ্ধি হয়, আপনাকে তাহা সম্পাদন করিতে হইবে। দ্বিজসত্তম ঋষ্যশৃঙ্গ তাহাতে সম্মত হইয়া কহিলেন, রাজন্! আপনার বংশধর চারি পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে। রাজর্ষি দশরথ মহর্ষির এই মধুর বাক্যে পরম হর্ষিত হইয়া, প্রয়তচিত্তে প্রণাম পূর্ব্বক পুনরায় পূর্ব্বানুরূপ প্রার্থনা করিলেন।

পঞ্চদশ সর্গ।

মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের বুদ্ধি সমুদায় বেদশাখা ধারণা করিতে পারিত এবং তিনি সমুদায় বেদের অর্থ ও স্বরূপ অবগত ছিলেন। রাজার প্রার্থনায় তিনি কিয়ৎক্ষণ ধ্যানপরায়ণ হইলেন। এবং ধ্যানাবসানে রাজাকে কহিলেন, আপনার পুত্রের জন্য আমি অথর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিব। এই বলিয়া, তেজস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ পুত্রেষ্টি যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়া, কল্পসূত্রসম্মত বিধানানুসারে অগ্নিতে যথাবিধি আহুতি দান আরম্ভ করিলে, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণের সহিত দেবগণ যজ্ঞ ভাগ গ্রহণ নিমিত্ত তথায় সমবেত হইলেন। তাঁহারা যথান্যায়ে সমবেত হইয়া, যজ্ঞ-সভায় আসীন সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে বলিতে লাগিলেন, ভগবন্! রাবণ নামে রাক্ষস আপনার প্রসাদে বীর্য্যবলে আমাদের সকল-কেই নিপীড়িত করিতেছে। আমরা তাহাকে শাসন করিতে পারিতেছি না। আপনি প্রসন্ন হইয়া, তাহাকে বর দিয়াছেন; আমরা সেই অনুরোধে তাহার সমুদায় অত্যাচার সর্ব্বদা সহ্য করিয়া থাকি। দুর্ম্মতি রাবণ অতিশয় উদ্ধত হইয়া, ত্রিলো-কের উদ্বেগ সমুৎপাদিন, দেবরাজ ইন্দ্রকেও জয় করিতে অভিলাষ, এবং যক্ষ গন্ধর্ব্ব, অসুর, ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণের উপর অত্যাচার করিতেছ। আপনার বরপ্রভাবে তাহার জ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে। কেহই তাহাকে সহজে জয় করিতে পারে না। ভয়ে সূর্য্য তাহাকে তাপদান করেন না; বায়ু তাহার পার্শ্বেও প্রবাহিত না; সর্ব্বদা চঞ্চলতরঙ্গ বিশিষ্ট সমুদ্রও তাহাকে দেখিলে স্পন্দনশূন্য হয়। এইরূপে সেই ঘোরদর্শন রাবণ আমাদের অতিশয় ভয় উপস্থিত করিয়াছে। ভগবন্! আপনাকে তাহার বধের উপায় করিতে হইবে।

দেবগণ সকলে এইপ্রকার কহিলে, ভগবান্ ব্রহ্মা চিন্তা করিয়া, সখেদে বলিতে লাগিলেন, হে দেবগণ! সেই দুরাত্মার বধোপায়

জানা আছে। সে পূর্ব্বে এই বলিয়া আমার নিকট বর প্রার্থনা করে যে, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, দেবতা বা রাক্ষস কেহই আমার বধ করিতে পারিবে না। আমিও তাহাই হইবে, বলিয়াছিলাম। সে মানুষকে অত্যন্ত অবজ্ঞা করে; সেই জন্য তৎকালে মানুষের নাম করে নাই। অতএব মানুষের হস্তেই তাহার বধ হইবে; আর কোনরূপে তাহার মৃত্যু নাই। ব্রহ্মার মুখে এইপ্রকার প্রিয়বাক্য শ্রবণ করিয়া, দেবগণ ও মহর্ষিগণ সকলেই অতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইলেন।

ঐ সময়ে ভগবান্ বিষ্ণু, সূর্য্য যেমন মেঘে, তেমনি গরুড়ে আরোহণ করিয়া, তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার হস্তে শঙ্খ, চক্র ও গদা, পরিধান পীত বসন, তাঁহার কেয়ূর তপ্তকাঞ্চনে নির্ম্মিত; প্রধান প্রধান সুরগণ তাঁহার বন্দনা করেন; এবং তাঁহার প্রভা অতিবিস্তৃত। জগৎপতি বিষ্ণু আগমন পূর্ব্বক ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইয়া একাগ্রচিত্তে তথায় অবস্থিতি করিলে, দেবগণ বিনয়াবনত হইয়া, সম্যকরূপে স্তব করত তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, হে বিষ্ণো! আমরা আপনাকে লোক সকলের হিতকামনায় নিয়োগ করিতে ইচ্ছা করি। রাজা দশরথ অযোধ্যার অধিপতি। তিনি অতি দানশীল, ধার্ম্মিক ও মহর্ষির ন্যায় তেজস্বী। তাঁহার তিন মহিষী। তাঁহারা সাক্ষাৎ হ্রী, শ্রী ও কীর্ত্তি স্বরূপ। আপনি আত্মাকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়া, সেই দশরথের পুত্ররূপে উল্লিখিত মহিষীগণের গর্ভে জন্মগ্রহণ করুন। এবং এই রূপে মানুষদেহে অবতীর্ণ হইয়া, যুদ্ধে রাবণের সংহার করুন। রাবণ লোকসকলের কণ্টক স্বরূপ, অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে। দেবগণ তাহাকে বধ করিতে পারেন না। সেই অজ্ঞান রাবণ বীর্য্যাতিশয্যে দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিদিগকে নিপীড়িত করিয়া থাকে। এবং কার্য্যাকার্য্যবিচারশূন্য হইয়া, নন্দনবনে ক্রীড়াপরায়ণ গন্ধর্ব, অপ্সর ও ঋষি সকলের সংহার করিয়াছে। আমরা তাহার বধের জন্য

ঋষিগণের সহিত এখানে আসিয়াছি। এই সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব ও যক্ষ সকলেই আপনার শরণাগত। অধুনা আপনিই আমাদের সকলের পরম গতি ও পরম তপস্যা। অতএব আপনি দেবশত্রু রাবণাদি রাক্ষসগণের সংহার জন্য মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইতে মনঃ করুন।

ভগবান্ বিষ্ণু সমুদায় দেবগণের শ্রেষ্ঠ ও ঈশ্বর এবং সমুদায় লোক তাঁহাকে নমস্কার করে। ধর্ম্ম সহিত দেবগণ মিলিত হইয়া, পিতামহকে পুরোবর্ত্তী করিয়া উক্ত রূপে স্তব করিলে, তিনি সকলকে সম্বোধন করিয়া, কহিলেন, তোমাদের ভয় নাই; মঙ্গল হইবে; আমি তোমাদের হিতের জন্য যুদ্ধে রাবণকে পুত্র, পৌত্র, অমাত্য; মন্ত্রী, জ্ঞাতি ও বান্ধবগণের সহিত সংহার করিব এবং সেই ঋষিগণের ভয়াবহ ও সকলের দুষ্পরাজেয় ক্রূরপ্রকৃতি রাবণকে বধ করিয়া, এই পৃথিবী পালন করত একাদশ সহস্র বৎসর মর্ত্ত্যলোকে অবস্থিতি করিব। দেবদেব জিতাত্মা বিষ্ণু এইপ্রকার বর দান করিয়া, মনুষ্যলোকে কোথায় জন্মিবেন, চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর পদ্মপলাশলোচন ভগবান্ আত্মাকে চারি অংশে বিভাগ করিয়া, রাজা দশরথের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিতে অভিলাষী হইলেন। তখন দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, রুদ্র ও অপ্সরোগণ সকলে দিব্যরূপ স্তুতি দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন, হে দেব! আপনি রাবণের সংহার করুন। রাবণ তপস্বিগণের কণ্টকস্বরূপ ও অত্যন্ত উদ্ধত; সর্ব্বদা দেবরাজের দ্বেষ ও নিরাশ্রয়গণের ভয় উৎপাদন করে এবং ত্রিলোকীকে কান্দাইয়া থাকে। তাহার তেজ ও দর্প অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে। আপনি প্রচণ্ডপৌরুষবিশিষ্ট ঐ রাবণকে সবান্ধবে ও সবলে সংহার করিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া, পুনরায় দেবরাজ ইন্দ্রের রক্ষিত নির্দ্দোষ ও নিষ্পাপ স্বর্গলোকে আগমন করুন।

ষোড়শ সর্গ।

ভগবান্ বিষ্ণু রাবণ বধের উপায় অবগত ছিলেন। তথাপি, দেবগণ উল্লিখিতরূপে নিযুক্ত করিলে, তিনি অজ্ঞের ন্যায়, সুমধুর বাক্যে কহিলেন, দেবগণ! রাক্ষসপতি রাবণ বধের উপায় কি?—যে উপায় অবলম্বন করিলে, আমি তপস্বিগণের কণ্টকস্বরূপ সেই রাবণের সংহার করিতে পারিব? বিষ্ণু এইপ্রকার কহিলে; সুরগণ সকলে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে বিভো! আপনি মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া, যুদ্ধে রাবণের সংহার করুন। শত্রুদমন রাবণ দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা করিয়াছিল। লোক সকলের অগ্রজ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা সেই তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়েন এবং সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর দেন, যে, মানুষ ব্যতিরেকে আর কোন প্রাণী হইতেই তাহার ভয় নাই। পূর্ব্বে বরদান সময়ে সে মনুষ্যদিগকে অবজ্ঞা করিয়াছিল। যাহা হউক, ব্রহ্মার নিকট বর পাইয়া অবধি তাহার গর্ব্ব হইয়াছে। সেই গর্ব্বে সে ত্রিভুবনের উৎপীড়ন ও স্ত্রীগণেরও সতীত্বাদিবিনাশ আরম্ভ করিয়াছে। পিতামহ যখন ঐরূপ বর দিয়াছেন, তখন মনুষ্যহস্তেই তাহার মৃত্যু নিশ্চয়। আত্মবান্ বিষ্ণু দেবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, দশরথের পুত্র হইতে অভিলাষী হইলেন। শত্রুনিহন্তা রাজা দশরথের পুত্র ছিল না। তিনিও ঐ সময়ে পুত্রকামনায় পুত্রযাগ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু তদীয় ঔরসে জন্মগ্রহণ করিতে সংকল্প করিয়া, পিতামহ ব্রহ্মাকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক অন্তর্দ্ধান করিলেন। দেব ও মহর্ষিগণ তাঁহার পূজা করিলেন।

এ দিকে রাজা দশরথ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইলে, তদীয় যজ্ঞীয় হুতাশন হইতে এক মহাপুরুষ প্রাদুর্ভূত হইলেন। তাঁহার প্রভার তুলনা নাই; তাঁহার বলবীর্য্য অসীম; আকার অতি অদ্ভুত, পরিধান রক্তবস্ত্র, বদনমণ্ডল রক্তবর্ণ, স্বর দুন্দুভির ন্যায় এবং তাঁহার শ্মশ্রু

কেশ ও লোম সকল সিংহের কেশরের ন্যায় চিক্কণ বর্ণ। ঐ পুরুষ শুভলক্ষণসম্পন্ন, দিব্য আভরণে ভূষিত, শৈলশৃঙ্গের ন্যায় উন্নত, সূর্য্যের ন্যায় আকারবিশিষ্ট এবং দেখিতে প্রজ্বলিত অগ্নির শিখার ন্যায়। গর্ব্বিত ব্যাঘ্র যেরূপ গমন করে, তদ্রূপে, তিনি চরণ বিন্যাস করিয়া থাকেন। তাঁহার হস্তে দিব্যপায়সপূর্ণ এক পাত্র রহিয়াছে। ঐ পাত্র তপ্তকাঞ্চনে নির্ম্মিত ও রৌপ্যময় পাত্রে আচ্ছাদিত। এবং দেখিলে, সাক্ষাৎ ভগবানের মায়া বলিয়া বোধ হয়। তিনি স্বকীয় বাহুযুগলে প্রিয়তমা পত্নীর ন্যায়, উল্লিখিত বিপুল পাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক তথায় আবির্ভূত হইয়া, দশরথের প্রতি দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া, কহিলেন, রাজন্! স্বয়ং প্রজাপতি আমাকে পাঠাইয়াছেন। আমি সেইজন্য এখানে আসিয়াছি, জানিবেন। রাজা কহিলেন, ভগবন্! আপনি সুখে আসিয়াছেন? আমাকে আপনার কি করিতে হইবে, বলুন। প্রজাপতির প্রেরিত পুরুষ পুনরায় কহিলেন, রাজন্! আপনি অশ্বমেধ দ্বারা দেবগণের অর্চ্চনা করাতে অদ্য এই পায়স প্রাপ্ত হইলেন। স্বয়ং প্রজাপতি এই পায়স প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহা অতি প্রশস্ত; ভক্ষণ করিলে পুত্রলাভ ও আরোগ্যবৃদ্ধি হয়। আপনি ইহা গ্রহণ করুন। এবং অনুরূপা পত্নীদিগকে ভক্ষণার্থ প্রদান করুন; যে পুত্রের জন্য যজ্ঞ করিতেছেন, পত্নীগণের গর্ভে সেই পুত্র লাভ করিবেন। দশরথ যে আজ্ঞা বলিয়া, প্রীতমনে উল্লিখিত দেবান্নপূর্ণ দেবদত্ত স্বর্ণময় পাত্র মস্তকে ধারণ করিয়া, সেই প্রিয়দর্শন অদ্ভুতাকৃতি পুরুষকে পরম হর্ষে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিলেন। নির্ধনের ধন হইলে, যেমন তাহার অতিশয় হর্ষ হয়, তদ্রূপ দেবদত্ত পায়স প্রাপ্ত হইয়া, রাজা দশরথ যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। অনন্তর, সেই অদ্ভুতাকৃতি পরমপ্রভাবিশিষ্ট পুরুষ স্বকার্য্য সাধন করিয়া, সেই স্থানেই অন্তর্দ্ধান করিলেন। অতীবরমণীয় শারদীয় শশধরের কিরণ

দ্বারা আকাশমণ্ডলের যেরূপ শোভা হয়, পায়স প্রাপ্ত হইয়া, হর্ষবশতঃ মুখরাগ প্রাদুর্ভূত হওয়াতে, অন্তঃপুরবর্ত্তিনী রমণী সকল সমধিক দীপ্তি শালিনী হইয়া, সেইরূপ শোভা ধারণ করিলেন।

রাজা দশরথ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াই, কৌশল্যাকে কহিলেন, এই পায়স গ্রহণ কর। ইহা ভক্ষণ করিলে, পুত্রের জননী হইবে। এই বলিয়া তিনি কৌশল্যাকে পায়সের অর্দ্ধাংশ প্রদান করিয়া, সুমিত্রাকে সেই অর্দ্ধাংশের অর্দ্ধ প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি কৈকেয়ীকে অবশিষ্টার্দ্ধ প্রদান করিয়া, পুনরায় বিচারপূর্ব্বক সুমিত্রাকে সেই অবশিষ্টার্দ্ধেরও অর্দ্ধাংশ প্রদান করিলেন। (তাহাতে, সুমিত্রা অর্দ্ধাংশ এবং কৌশল্যা ও কৈকেয়ী প্রত্যেকে চতুর্থাংশ প্রাপ্ত হইলেন। সুমিত্রা কৌশল্যা অপেক্ষা কনিষ্ঠ ও কৈকেয়ী অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ ছিলেন। এই জন্য দশরথ ঐপ্রকার বিচার করিলেন।) এই রূপে নরপতি সেই অমৃততুল্য পায়স যথাযোগ্য ভাগ করিয়া প্রদান করিলে, মহিষীরা তজ্জন্য প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে স্ব স্ব আত্মাকে সম্মানিত বোধ করিলেন। অনন্তর রাজা দশরথের সেই উত্তমা পত্নীগণ উল্লিখিত উৎকৃষ্ট পায়স পৃথক্ পৃথক্ ভক্ষণ করিয়া, অচিরকাল মধ্যেই সূর্য্যাগ্নিসদৃশ তেজস্বী গর্ভ ধারণ করিলেন। মহিষীদিগকে গর্ভবতী দেখিয়া রাজার মন অত্যন্ত সুস্থ হইল। ভগবান্ তদীয় মহিষীগণের গর্ভে অংশে অবতীর্ণ হওয়াতে, সুরেন্দ্র, সিদ্ধ ও ঋষিগণও তাঁহার পূজা করিলেন। তাহাতে, স্বর্গস্থ ইন্দ্রের ন্যায়, তিনি অতিমাত্র হর্ষিত হইলেন।

সপ্তদশ সর্গ।

ভগবান্ বিষ্ণু দশরথের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা সমুদায় দেবতাকে কহিলেন, দেবগণ! বিষ্ণু অত্যন্ত বীর্য্যশালী, যাহা প্রতিজ্ঞা করেন, কখন তাহার অন্যথা করেন, না এবং আমাদের সকলেরই হিতকামনা করিয়াথাকেন। অতএব তোমরা তাঁহার সাহায্য করিতে পারে, এরূপ পুরুষ সকল সৃজন কর। ঐসকল পুরুষ ইচ্ছামাত্রেই যেন বিবিধ রূপ ধারণ করিতে পারে; যেন মায়াবী, শৌর্য্যশালী, বায়ুর ন্যায় বেগবান্, নীতিজ্ঞ, বুদ্ধিমান্, ও বিষ্ণুর ন্যায় পরাক্রমসম্পন্ন হয়; কেহই যেন তাহাদের সংহার করিতে না পারে; এবং সকলেই যেন দেবতার ন্যায় সর্ব্বাস্ত্রগুণসম্পন্ন, দিব্যদেহবিশিষ্ট ও বিবিধ উপায় অবগত হয়। তোমরা বানরী সদৃশ শরীর-বিশিষ্ট প্রধান প্রধান অপ্সরা, গন্ধর্ব্বী, যক্ষী, পন্নগী, ঋক্ষী, বিদ্যাধরী ও কিন্নরী সমূহে আত্মতুল্য পরাক্রমসম্পন্ন বানররূপী তাদৃশ পুত্র সকল সৃষ্টি কর। আমি পূর্ব্বেই ঋক্ষরাজ জাম্ববানের সৃষ্টি করিয়াছি। জৃম্ভা ত্যাগ করিবার সময় আমার মুখ হইতে সহসা জাম্ববান উৎপন্ন হয়।

ভগবান্ ব্রহ্মা এই প্রকার কহিলে, দেবগণ তদীয় আদেশ-বশবর্ত্তী হইয়া, বানররূপী পুত্র সকল উৎপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং মহাত্মা ঋষিগণ, সিদ্ধগণ, বিদ্যাধরগণ, উরগগণ ও চারণগণ বনচারী বীর পুত্র সকল সৃজন করিতে আরম্ভ করি-লেন। দেবরাজ ইন্দ্র মহেন্দ্রসমান বীর্য্যবান্ বানররাজ বালীকে পুত্ররূপে উৎপাদন করিলেন, তেজস্বিপ্রধান সূর্য্য সুগ্রীবের জন্ম দিলেন; বৃহস্পতি তারনামক মহাকপির উৎপাদন করি-লেন। ইনি সমুদায় বানরপ্রধানগণের মধ্যে বুদ্ধিমান্, শ্রেষ্ঠ ও সাতিশয় শ্রীমান্। বিশ্বকর্ম্মা নলনামে মহাকপির জন্ম দিলেন। নীল স্বয়ং অগ্নি হইতে উৎপন্ন হইলেন। ইনি শ্রীমান্, বীর্য্যবান্,

সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট এবং তেজ, যশ ও বীর্য্যে অগ্নিকেও অতিক্রম করিয়াছেন। যাঁহারা অলৌকিক রূপবান্ এবং সেই রূপ দ্বারা সর্ব্বলোকে সবিশেষ খ্যাতিমান্, সেই অশ্বিনী-কুমারদ্বয় স্বয়ং মৈন্দ ও দ্বিবিদ নামক বানরদ্বয়ের উৎপাদন করিলেন। বরুণ সুষেণের জন্ম দিলেন। মহাবল পর্জ্জন্য শরভের উৎপাদন করিলেন। শ্রীমান্ হনুমান্ পবনের ঔরসে আবির্ভূত হইলেন। ইহাঁর বেগ গরুড়ের ন্যায় ও দেহ বজ্রের ন্যায় এবং ইনি সমুদায় বানরপ্রধানগণের মধ্যে বুদ্ধিমান্।

এইরূপে বহুসহস্র ঋক্ষ, বানর ও গোপুচ্ছ সত্বর জন্মগ্রহণ করিল। ইহারা সকলেই রাবণবধে উদ্যোগসম্পন্ন, সকলেই অপরিমিত বলবীর্য্য ও বিক্রম বিশিষ্ট, সকলেই ইচ্ছানুসারে বিবিধ রূপ ধারণ করিতে সক্ষম, এবং সকলেই পর্ব্বত ও হস্তীর ন্যায় বিশালদেহ ও বিপুল বল সম্পন্ন। যে দেবতার যে বেশ, যেমন রূপ ও যেপ্রকার পরাক্রম, তাঁহার অংশোৎপন্ন বানরাদিরও পৃথক্ পৃথক্ সেই রূপ, বেশ ও পরাক্রমাদি হইল। গোপুচ্ছজাতীয় বানরগণের পরাক্রম কিছু উন্নত হইল। ঋক্ষী ও কিন্নরীগণের গর্ভে বহুশত বানর জন্মগ্রহণ করিল। এইরূপে দেবতা, মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব, তার্ক্ষ্য, যক্ষ, নাগ, কিংপুরুষ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর ও উরগগণ পরম সন্তুষ্টচিত্তে সহস্র সহস্র বানর সমুৎপাদন করিলেন। তদ্ব্যতীত চারণ ও বনচারিগণও বহুশত বীর ও বিপুলদেহবিশিষ্ট বানরের সৃষ্টি করিলেন। এবং প্রধান প্রধান অপ্সরা, বিদ্যাধরী, নাগকন্যা ও গন্ধর্ব্বীগণের গর্ভে কামরূপ, কামবল ও কামগতি কপি সকলের জন্ম হইল। ইহারা সকলেই সিংহ ও ব্যাঘ্রের ন্যায় বলদর্প বিশিষ্ট; সকলেই শিলা ও পর্ব্বত দ্বারা প্রহার ও যুদ্ধকরে; সকলেই নখ ও দন্ত দ্বারা আয়ুধের কার্য্য সাধন করে; সকলেই সকলপ্রকার অস্ত্র প্রয়োগ করিতে পারে; প্রধান প্রধান পর্ব্বত সকলকেও বিচলিত ও দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল বৃক্ষসকলকেও উৎপাটিত করিতে পারে; বেগবলে

সরিৎপতি সমুদ্রকেও ক্ষোভিত ও পাদদ্বারা পৃথিবীকেও বিদীর্ণ করিতে পারে; এবং সকলেই মহাসাগরে সন্তরণ, নভস্তলে প্রবেশ, মেঘসকলকে গ্রহণ, বনচারী মত্ত মাতঙ্গদিগকে ধারণ ও গভীর গর্জ্জন দ্বারা বিহঙ্গ সকলকেও আকাশ হইতে পৃথিবী-পৃষ্ঠে নিপাতিত করিতে পারে।

এইরূপে কোটি কোটি কামরূপ ও বিপুলদেহ যূথপতি বানর জন্ম গ্রহণ করিল। ইহারা প্রধান প্রধান যূথপতিগণেরও যূথপতি হইল। এবং অনেকানেক বীর ও শ্রেষ্ঠ যূথপতির জন্ম দান করিল। ইহাদের মধ্যে কেহ ঋক্ষবান্ পর্ব্বতপ্রস্থে গমন করিল; কেহ অন্যান্য বিবিধ শৈল ও কানন সকলে বাস করিল; কেহ সূর্য্যপুত্র বালী ও ইন্দ্রপুত্র সুগ্রীব এই দুই ভ্রাতার আশ্রয় লইল; এবং অন্যান্যেরা, নল, নীল, হনুমান ও অন্যান্য বানরগণের অধীনে অবস্থিতি করিল। ইহারা সকলেই গরুড়ের ন্যায় বল-সম্পন্ন, সকলেই যুদ্ধবিশারদ, এবং সকলেই সিংহ, ব্যাঘ্র ও মহোরগদিগকে নিপীড়ন পূর্ব্বক বিচরণ করিয়া থাকে।

মহাবল মহাবাহু বিপুলবিক্রম বালী স্বকীয় ভুজবীর্য্যে এই সকল ঋক্ষ, গোপুচ্ছ ও বানরগণের রক্ষা করিতে লাগিলেন। বিবিধ আকার প্রকার ও লক্ষণ বিশিষ্ট, মেঘ ও গিরিশৃঙ্গ সদৃশ, ভয়ঙ্কর রূপ ও শরীর সম্পন্ন এবং রামের সাহায্য জন্য আবির্ভূত উল্লিখিত যূথপতি বানরগণে পৃথিবী ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল।

অষ্টাদশ সর্গ।

এদিকে মহাত্মা দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, দেবগণ স্ব স্ব ভাগ গ্রহণ করিয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিলে, নরপতি দশরথ যজ্ঞীয় দীক্ষানিয়ম উদ্‌যাপন করিয়া, পত্নীগণ ভৃত্যগণ

এবং বল ও বাহনগণ সমভিব্যাহারে পুর প্রবেশ করিলেন। অনন্তর তিনি সমাগত নরপতিগণের যথাযোগ্য পূজা করিলে, তাঁহারা আহ্লাদিত হইয়া, মুনিশ্রেষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রণাম পূর্ব্বক স্বস্ব দেশে যাত্রা করিলেন। সেই সকল শ্রীমান্ মহীপতি অযোধ্যা হইতে গৃহে গমন করিলে, তাঁহাদের অনুগামী সৈন্য সকল দশরথের প্রদত্ত বস্ত্র ও আভরণাদি পরিধান পূর্ব্বক সমধিক উজ্জ্বল ও হর্ষাবিষ্ট হইয়া, যার পর নাই শোভা ধারণ করিল। এইরূপে নরপতিগণ প্রস্থান করিলে, শ্রীমান্ মহারাজ দশরথ বশিষ্ঠাদি দ্বিজোত্তমদিগকে পুরোবর্ত্তী করিয়া, অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর তিনি সম্যকরূপে পূজা করিলে, ঋষ্যশৃঙ্গ শান্তার সহিত প্রস্থান করিলেন। ধীমান্ দশরথ অনুযাত্রিক সমভিব্যাহারে কিয়দ্দূর তাঁহার অনুগমন করিলেন। এই রূপে তিনি মনস্কামনা সিদ্ধ হওয়াতে, বশিষ্ঠাদি সকলকে বিদায় দিয়া, পুত্রোৎপত্তির বিষয় চিন্তা করত পরম সুখে পুরমধ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

অনন্তর যজ্ঞসমাপ্তির পর ক্রমে ক্রমে ছয় ঋতু অতীত হইলে দ্বাদশমাসে চৈত্র-নবমীতিথিতে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে বৃহস্পতি শুক্র শনি রবি মঙ্গল এই পঞ্চ গ্রহ মেষ মকর তুলা কর্কট মীন এই কয় রাশিতে মিলিত হইলে, এবং চন্দ্র ও শুক্র কর্কট লগ্নে গমন করিলে, কৌশল্যা সর্ব্বলোকপূজিত দিব্যলক্ষণবিশিষ্ট জগৎ-পতি রামকে প্রসব করিলেন। রাম ভগবান্ বিষ্ণুর অর্দ্ধাংশ স্বরূপ, অতিশয় ভাগ্যশালী ও ইক্ষ্বাকুকুলের আনন্দবর্দ্ধন। ইঁহার ওষ্ঠ ও নয়নযুগল রক্তবর্ণ, বাহু অতি বিশাল এবং স্বর দুন্দুভির ন্যায়। অদিতি যেমন দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র দ্বারা, কৌশল্যা সেই-রূপ অপরিমিত তেজস্বী এই পুত্র দ্বারা অতিশয় শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর, সাক্ষাৎ বিষ্ণুর চতুর্থাংশস্বরূপ সকলগুণ-ভূষিত সত্যপরাক্রম ভরত কৈকেয়ীতে ভূমিষ্ঠ হইলে, সুমিত্রা লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন নামে দুই বীর পুত্র প্রসব করিলেন। ইঁহারা

সর্ব্বাস্ত্রে নিপুণ ও বিষ্ণুর অর্দ্ধাংশ বিশিষ্ট। এবং ভরতের বুদ্ধি অতিনির্ম্মল। তিনি পুষ্যানক্ষত্রে ও মীন লগ্নে এবং লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন উভয়ে অশ্লেষা নক্ষত্রে ও কর্কট লগ্নে জন্ম গ্রহণ করিলেন।

এইরূপে মহাত্মা দশরথের পৃথক্ পৃথক্ গুণবিশিষ্ট অনুরূপ চারি পুত্র উৎপন্ন হইলেন। ইহাঁরা দেখিতে প্রোষ্ঠপদনামক নক্ষত্রের ন্যায়। ইহাঁরা জন্ম গ্রহণ করিলে, গন্ধর্ব্বগণ মধুরস্বরে গান ও অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল, দেবদুন্দুভি সকল নিনাদিত ও আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হইল; অযোধ্যার সমস্ত লোক মহা উৎসবে প্রবৃত্ত হইল। অসংখ্য নট নটী পথ সকলে বিষম জনতা উপস্থিত করিল। গায়ক ও বাদকগণের গান ও বাদ্য শব্দে এবং অন্যান্য ব্যক্তির কোলাহলে পথ সকল শব্দিত হইতে লাগিল এবং পুরস্কার স্বরূপে নিক্ষিপ্ত সর্ব্বপ্রকার রত্ন সকল পথেই শোভা পাইতে লাগিল। রাজা পৌরাণিক ও ভট্টদিগকে পুরস্কার এবং ব্রাহ্মণদিগকে ধন ও সহস্র সহস্র গোধন দান করিলেন। অনন্তর দ্বাদশ দিবস অতীত হইলে নাম করণের সময় উপস্থিত হইল। তখন বশিষ্ঠ নিতান্ত আনন্দিত হইয়া মহাত্মা জ্যেষ্ঠ কুমারের নাম রাম, কৈকেয়ীর পুত্রের নাম ভরত এবং সুমিত্রার এক পুত্রের নাম লক্ষ্মণ ও আর এক পুত্রের নাম শত্রুঘ্ন রাখিলেন। পরে রাজা ব্রাহ্মণ এবং নগরবাসী ও রাজ্যবাসীদিগকে ভোজন করাইলেন; ব্রাহ্মণদিগকেও বহুমান পূর্ব্বক বিশুদ্ধ রত্নরাশি দান করিলেন। বশিষ্ঠ বালকদিগের জাতকর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া একে একে (উপনয়নাদি) সমস্ত কর্ম্মই করাইলেন।

বংশের ধ্বজস্বরূপ, পিতার আনন্দজনক রাম সাক্ষাৎ ব্রহ্মার ন্যায় সকল প্রাণীরই প্রিয় হইলেন। চারি জনেই বেদজ্ঞ ও বীর হইয়া উঠিলেন; চারি জনেই লোকের হিতসাধনে রত রহিলেন, চারি জনেই জ্ঞানবান্; এবং চারি জনেই সমুদায় সদ্গুণে বিভূষিত হইলেন। সর্ব্বাপেক্ষা মহাতেজা সত্যপরাক্রম

রাম নির্ম্মল চন্দ্রমার ন্যায় সকল লোকের মনোমত হইলেন; গজচালনা, অশ্বচালনা ও রথচালনাতে নৈপুণ্য লাভ করিলেন; ধনুর্ব্বেদে সুশিক্ষিত হইলেন; এবং নিরন্তর পিতৃসেবায় নিযুক্ত থাকিলেন। লক্ষ্মীবর্দ্ধন লক্ষ্মণ বাল্যকাল হইতেই লোকমনোরম রামের প্রিয় ছিলেন; নিজের না করিয়া তিনি প্রিয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সর্ব্বদা প্রিয় সাধন করিতেন। লক্ষ্মীমন্ত লক্ষ্মণ রামের বহিঃসঞ্চারী দ্বিতীয় প্রাণের ন্যায় ছিলেন। পুরুষোত্তম রাম লক্ষ্মণবিহীনে নিদ্রা যাইতে পারিতেন না; সুপক্ক বিশুদ্ধ খাদ্য সামগ্রী উপস্থিত হইলেও লক্ষ্মণবিহীনে ভোজন করিতেন না। এবং যখন অশ্বে আরোহণ করিয়া মৃগয়া করিতে যাইতেন, লক্ষ্মণ তখন শরাসন হস্তে তাঁহার শরীর রক্ষা করিয়া পশ্চাৎ গমন করিতেন।

ভরতও লক্ষ্মণের কনিষ্ঠ শত্রুঘ্নকে প্রাণাপেক্ষা স্নেহ করিতেন, শত্রুঘ্নও ভরতকে সেই রূপই ভাল বাসিতেন।

যেমন ব্রহ্মা দেবগণের সম্মিলনে আনন্দিত হন, তেমনি দশরথ চারি মহাভাগ প্রিয়পুত্রের সাহচর্য্যে নিরতিশয় আহ্লাদ অনুভব করিতে লাগিলেন। যখন পুত্রগণ সকলেই জ্ঞানবান্, গুণবান্, লজ্জাশীল, যশস্বী, সর্ব্বজ্ঞ, ও দূরদর্শী হইয়া উঠিলেন; তখন তাঁহাদিগের প্রভাব ও প্রদীপ্ত তেজ দর্শন করিয়া; দেবগণের দর্শনে ব্রহ্মার ন্যায়, দশরথের আনন্দ জন্মিল। পুরুষশ্রেষ্ঠ কুমারগণও নিরন্তর বেদাধ্যয়ন, পিতৃসেবা ও ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মাত্মা রাজা দশরথ বান্ধবগণ ও পুরোহিতের সহিত একত্রিত হইয়া পুত্রগণের বিবাহ বিষয়ে পরামর্শ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাত্মা মন্ত্রিগণ মধ্যে উপবেশন করিয়া উক্ত বিষয়ে পরামর্শ করিতেছেন, ইতিমধ্যে মহাতেজা, মহামুনি বিশ্বামিত্র উপস্থিত হইলেন। তিনি রাজার দর্শনাভিলাষে দ্বারপালদিগকে কহিলেন, তোমরা শীঘ্র গিয়া বল, কুশিকগোত্রোৎপন্ন

গাধির পুত্র আমি আগমন করিয়াছি।" দ্বাররক্ষকগণ তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহার আজ্ঞাক্রমে সসম্ভ্রমে ধাবিত হইয়া, রাজগৃহে প্রবেশ করিল; প্রবেশ করিয়া ইক্ষ্বাকুবংশধর রাজাকে নিবেদন করিল, বিশ্বামিত্র ঋষি উপস্থিত হইয়াছেন। রাজা তাহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইয়া ইন্দ্র যেমন ব্রহ্মার অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হন, তেমনি পুরোহিতের সমভি-ব্যাহারে একাগ্রচিত্তে অভ্যর্থনা করিবার জন্য গমন করিলেন। কঠোরনিয়মধারী জ্বলিত অগ্নির ন্যায় দীপ্তিশালী তপস্বীকে দর্শন করিয়া রাজার মুখমণ্ডল আনন্দে প্রফুল্ল হইল। তখন তিনি অর্ঘ্য প্রদান করিলেন, ঋষি রাজার শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে প্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে কুশল ও উন্নতি জিজ্ঞাসা করিলেন। সুধার্ম্মিক কুশিকনন্দন তাঁহার নগর, ভাণ্ডার, রাজ্য, কুটুম্ব এবং বন্ধুদিগের কুশল ও জিজ্ঞাসা করিলেন। কহিলেন, তোমার সামন্তগণ নত আছে? শত্রু সকল পরাজিত হই-য়াছে? দৈব ও লৌকিক কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইতেছে?

পরে তিনি মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের নিকটবর্ত্তী হইয়াও কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাভাগ অন্যান্য ঋষিদিগকেও সম্ভাষণ করিলেন। অনন্তর সকলে একত্রিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে রাজার ভবনে প্রবেশ করিলেন। তথায় রাজা পূজা করিলে পর, সকলে স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন নিরতিশয় উদারচিত্ত রাজা হৃষ্টচিত্তে মহামুনি বিশ্বামিত্রের পূজা করিয়া কহিলেন, অমৃত ও জলশূন্য স্থানে বৃষ্টিলাভ করিলে যেরূপ নিরতিশয় আনন্দ জন্মে, মনো-মত ভার্য্যার গর্ভে পুত্র উৎপন্ন হইলে অপুত্রক ব্যক্তির যেপ্রকার আহ্লাদ হয় এবং নষ্ট বস্তুর পুনঃ প্রাপ্তিতে যেরূপ হর্ষ জন্মে, আজ আপনার আগমনে আমার সেইরূপ আনন্দ জন্মিয়াছে। হে মহামুনে! আমি আনন্দিত হইয়া কি প্রকারে আপনার কোন্ অভীষ্ট কার্য্য সাধন করিব, আজ্ঞা করুন। ব্রহ্মন্! আমি আপনার সর্ব্বপ্রকার সেবা করিবারই অধিকারী। হে মানদ!

ভাগ্যক্রমে আপনি আগমন করিয়াছেন। আজি আমার জন্ম সফল, জীবন সার্থক, এবং রজনী সুপ্রভাত হইল। যেহেতু বিপ্রশ্রেষ্ঠ আপনাকে দর্শন করিলাম। যে তপস্যা করিলে রাজর্ষি নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, পুর্ব্বে সেই তপস্যা করাতে আপনার কান্তি নিরতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল; পশ্চাৎ, যাহাতে ব্রহ্মর্ষি নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় আপনি সেই তপস্যা করিয়া ব্রহ্মর্ষি হইয়াছেন। অত-এব নানাপ্রকারে আপনি আমার পুজ্য; সুতরাং আমার ভবনে যে আপনার পবিত্র পদার্পণ হইল, ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়। প্রভো! আপনার দর্শন লাভ করিয়া আমি পুণ্য দেহ প্রাপ্ত হই-লাম। আপনি কি কার্য্যের নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন, ব্যক্ত করুন; আমি প্রার্থনা করিতেছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া নিয়োগ করিলে, আমি আপনার কার্য্য সাধন করি, এই আমার বাসনা। হে সুব্রত! আমি কার্য্য করিব কি না, সে সন্দেহ করিবেন না। আপনি যে কার্য্যে আজ্ঞা করিবেন, আমি তাহাই করিব। আপনি আমার দেবতা। আর, আপনার আগমনে যে সমগ্র পুণ্য জন্মিল ইহা আমার সৌভাগ্যবৃদ্ধি; ইহা অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্য আর কি আছে।

স্বাধীনচেতা রাজা বিনীত ভাবে উক্তপ্রকার হৃদয়ানন্দজনক শ্রুতিসুখকর যে বাক্য বলিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া প্রসিদ্ধ কর্ম্ম হেতু যশঃশালী অশেষগুণবান্ পরম ঋষি পরম আনন্দিত হই-লেন।

ঊনবিংশ সর্গ।

রাজসিংহ দশরথ উক্তপ্রকারে যে সকল বাক্য বলিলেন, তাহার অধিকাংশই অলোক সামান্য। ঐ সমস্ত শ্রবণ করিয়া মহাতেজা বিশ্বামিত্রের লোমাঞ্চ হইল। তিনি কহিলেন, হে রাজসিংহ! পৃথিবীতে তুমি ভিন্ন অন্যের মুখ হইতে এরূপ বাক্য প্রত্যাশা করা

যায় না, তুমি মহৎ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ; এবং বশিষ্ঠের উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিয়া থাক। আমি যে কার্য্য মনে করিয়া আসিয়াছি, তাহা সম্পাদন করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা এবং সেই প্রতিজ্ঞা পালন কর। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছি। দুই কামরূপী রাক্ষস যজ্ঞের বিঘ্ন করিতেছে। আমি প্রায় যজ্ঞ সমাপন করি, এমন সময় এই দুই রাক্ষস বিঘ্ন করে; এপ্রকার অনেকবার ঘটিয়াছে। ইহাদিগের নাম মারীচ ও সুবাহু। ইহারা বেদির উপর প্রভূত মাংস ও শোণিত বর্ষণ করে। এই প্রকারে দীক্ষা নিষ্ফল এবং যজ্ঞ নষ্ট হওয়াতে, আমি নিরর্থক পরিশ্রমহেতু ভগ্নোৎসাহ হইয়া ঐ স্থান হইতে বহির্গত হইয়াছি। রাজন্! অভিশাপ করিতেও আমার প্রবৃত্তি হয় না; ব্রতই এইপ্রকার; এই ব্রতে ব্রতী হইলে অভিশাপ করা বিধেয় নহে। অতএব, হে রাজশ্রেষ্ঠ! কাকপক্ষধারী সত্যপরাক্রম বীর জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকে প্রদান কর। আমি স্বকীয় দিব্য তেজে রক্ষা করিলে, ইনি যজ্ঞবিঘ্নকর্ত্তা রাক্ষসগণের বধ করিতে পারিবেন। রাক্ষস বধ করিলে, আমি নানা প্রকারে ইহাঁর ভাল করিব, সন্দেহ নাই। তাহাতে ইনি ত্রিভুবন মধ্যে বিখ্যাত হইবেন। আর মারীচ ও সুবাহুও কখন ইহাঁর সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিবে না। এবং রাম ভিন্ন আর কেহই তাহাদিগকে বধ করিতে পারিবেন না। কেন না, পাপাত্মারা মরিবে বলিয়া, বীর্য্যবলে অতিশয় বাড়িয়া উঠিয়াছে। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তাহারা কখনই মহাত্মা রামকে আঁটিতে পারিবে না। অতএব তুমি পুত্রগত স্নেহ ত্যাগ কর। আমি দশরাত্রের অধিক যজ্ঞ করিব না। রাম তাহাতেই সেই বিঘ্নকারী শত্রু রাক্ষসদ্বয়কে বধ করিবেন। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, তুমি জানিবে, তাহারা মরিয়া গিয়াছে। আমি বিলক্ষণ জানি, রামের পরাক্রম কখন ব্যর্থ হয় না। এবং ইনি অতি মহাত্মা। এই তেজস্বী বশিষ্ঠ এবং এই সকল তপস্বী ইহাঁরাও রামকে

জানেন। হে রাজেন্দ্র! যদি তোমার পৃথিবীতে স্থায়ী যশ ও ধর্ম্মলাভের ইচ্ছা থাকে; এবং যদি তোমার বশিষ্ঠ প্রভৃতি মন্ত্রিগণ এ বিষয়ে অনুমতি দেন, রামকে আমায় প্রদান কর। রামকে লইয়া যাইতে আমার একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে। বাল্য কাল অতীত হওয়াতে ইনিও এখন আর পুর্বের ন্যায় তোমার প্রতি আসক্ত নাই। অতএব দশ রাত্রির জন্য রাজীবলোচন রামকে প্রদান করিতে পার। দশরাত্রির অধিক রামকে রাখিব না। হে রাঘব! যাহাতে আমার যজ্ঞের সময় বহিয়া না যায়, তোমাকে তাহা করিতে হইবে। তুমি শোক ত্যাগ কর। তোমার কল্যাণ হইবে। অতিশয় বুদ্ধিমান্ পরম তেজস্বী ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্র এইপ্রকার ধর্ম্মার্থসঙ্গত কথা বলিয়া, চুপ করিয়া রহি-রহিলেন।

বিশ্বামিত্রের এই হিতবাক্যে রাজা দশরথের অত্যন্ত শোক উপস্থিত হইল। তিনি কাঁপিতে লাগিলেন ও জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। পরে চেতনা হইলে, উঠিলেন। এবং ভয়ে ও বিষাদে জড়ীভুত হইয়া রহিলেন।

এইরূপে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অত্যন্ত হৃদয়বিদারক কথা শুনিয়া মহাত্মা দশরথের মন ব্যথিত হইয়া উঠিল। তিনি সিংহা-সন হইতে পড়িয়া গেলেন।

বিংশ সর্গ।

রাজর্ষি দশরথ মহর্ষির ঐ কথা শুনিয়া, মুহূর্ত্তকাল মূর্চ্ছাগত রহিলেন। পরে জ্ঞান হইলে, কহিলেন, রাজীবলোচন রামের বয়স এখনও ষোল বৎসর হয় নাই। রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার ইঁহার ক্ষমতা দেখিতেছি না। অতএব আমার অধীনে এই যে অক্ষৌহিণী সেনা রহিয়াছে, আমি ইহার সহিত স্বয়ং

যাইয়া রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করিব। আমার এই ভৃত্যগণ সকলেই শূর, বিক্রমশালী ও অস্ত্রবিশারদ। ইহারা রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে। আপনি রামকে লইয়া যাইবেন না। আমিই ধনুর্হস্তে সংগ্রামে আপনার রক্ষা করিব এবং যাবৎ প্রাণ থাকিবে, তাবৎ রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করিব। তাহা হইলে, আপনি যে ব্রত করিয়াছেন, তাহা নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা পাইবে। ফলতঃ আমি আপনার যজ্ঞে গমন করিব। আপনি রামকে লইয়া যাইবেন না। রাম অকৃতবিদ্য বালক; শত্রুপক্ষের বলাবল জানেন না, এবং অস্ত্রবল ও যুদ্ধেরও কিছুই বুঝেন না। বিশেষতঃ, রাক্ষসেরা কপট যুদ্ধ করিয়া থাকে। তাহাদের সহিত ইনি পারিবেন না, আমিও রামকে ছাড়িয়া, এক মুহূর্ত্ত বাঁচিতে পারিব না। অতএব রামকে লইয়া যাইবেন না। হে ব্রহ্মন্! যদি একান্তই রামকে লইয়া যাইবেন, এই চতুরঙ্গ সৈন্যের সহিত আমাকেও সঙ্গে লউন। দেখুন, আমার যাট হাজার বৎসর বয়স হইয়াছে। এই বয়সে অতি ক্লেশে আমি রামকে পাইয়াছি, আপনি সেই রামকে লইয়া যাইবেন না। রাম আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও পরম ধার্ম্মিক; চারি পুত্রের মধ্যে ইহাঁর উপরেই আমার অধিক অনুরাগ। অতএব আপনি ইহাঁকে লইয়া যাইবেন না। হে ভগবন্! হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সেই রাক্ষসেরা কে, কাহার পুত্র, তাহাদের বল ও শরীর কিরূপ; কে তাহাদের রক্ষা করে; রামকে অথবা আমাকে কিংবা আমার এই সৈন্যদিগকে কি রূপে তাহাদের প্রতীকার করিতে হইবে এবং আমিই বা কিরূপে সংগ্রামে তাহাদের সহিত অবস্থিতি করিব, সমুদায় বিশেষ করিয়া বলুন। কেন না, রাক্ষসেরা কপটযুদ্ধ করিয়া থাকে, তাহাদের স্বভাব অতি মন্দ এবং তাহারা বলমদে অতিশয় বাড়িয়া উঠিয়াছে।

বিশ্বামিত্র শুনিয়া কহিলেন, রাবণ নামে রাক্ষস আছে; পৌলস্ত্য বংশে তাহার জন্ম হইয়াছে। এবং ব্রহ্মা তাহাকে বর

দিয়াছেন। সে সেই বরে ত্রিলোকের অতিশয় উৎপীড়ন করি-তেছে। মহারাজ! শুনিয়াছি, রাবণ বিশ্রবা মুনির পুত্র, অতিশয় বীর ও রাক্ষসগণের রাজা; অনেক রাক্ষস তাহার সঙ্গে আছে এবং সাক্ষাৎ কুবের তাহার ভ্রাতা। এই রাবণ মহা-বল বলিয়া, অবজ্ঞা বোধে যখন নিজে যজ্ঞের বিঘ্ন করিতে না যায়, তখন মারীচ ও সুবাহুনামে দুই মহাবল রাক্ষসকে পাঠা-ইয়া থাকে। ইহারাও যজ্ঞের বিঘ্ন করে।

বিশ্বামিত্র এই কথা বলিলে, দশরথ কহিলেন, আমি সেই দুরাত্মা রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিব না। আপনি আমার এই ক্ষুদ্রপ্রাণ পুত্রের প্রতি অনুগ্রহ করুন। আমি অতি অল্পভাগ্য। আপনিই আমার দেবতা ও গুরু। মনুষ্যগণের কথা দূরে থাক্, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, পতঙ্গ ও পন্নগগণও রাবণকে যুদ্ধে জয় করিতে পারে না। সেই রাবণ যুদ্ধের সময় বীর্য্যবান্‌দিগেরও বীর্য্য হরণ করিয়া থাকে। অতএব আমি সৈন্য বা পুত্রদিগকে লইয়াও, তাহার বা তাহার সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিব না। এবং এই দেবতুল্যরূপবান্ ক্ষুদ্রপ্রাণ বালক পুত্র রামকেও দিতে পারিব না। ইনি যুদ্ধের কিছুই জানেন না। সুন্দ ও উপসুন্দের যে দুই পুত্র আপনার যজ্ঞের বিঘ্ন করিতেছে, তাহারা যুদ্ধে সাক্ষাৎ যম স্বরূপ। অতএব আমি এই স্নেহ-নিধি পুত্র রামকে দিব না। মারীচ ও সুবাহু দুই জনেই অতিশয় বলশালী ও শিক্ষিত। আমি সুহৃদ্গণের সমভিব্যাহারে তাহাদের মধ্যে এক জনের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইব। যদি আমাকে যাইতে না দেন, রামকেও যাহাতে লইয়া না যান, তজ্জন্য বান্ধবগণের সহিত আপনার অনুনয় করিব। রাজা এই-প্রকার কহিলে, দ্বিজশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র অত্যন্ত কুপিত হইলেন। এবং যজ্ঞীয় অগ্নি যেমন শুষ্ক কাষ্ঠ ও ঘৃত দ্বারা, তিনিও তেমনি ক্রোধভরে অতিশয় জ্বলিয়া উঠিলেন।

একবিংশতি সর্গ

মহীপতি দশরথ এই রূপে যে কথা বলিলেন, স্নেহবশতঃ তাহার প্রত্যেক অক্ষর জড়াইয়া গিয়াছিল। মহর্ষি বিশ্বামিত্র শুনিয়া সক্রোধে প্রত্যুত্তর করিলেন, তুমি পূর্ব্বে সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া, এখন তাহা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছ। রঘু-বংশে জন্মিয়া এই রূপে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা উচিত হয় না। হে রাজন্। যদি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করাই তোমার উচিত হয়, আমি স্বস্থানে প্রস্থান করিব। হে কাকুৎস্থ! তুমি প্রতিজ্ঞা মিথ্যা করিয়া, এই সকল সুহৃদের সহিত সুখী হও। ধীমান্ বিশ্বামিত্র এই রূপে রাগান্বিত হইলে, সমুদায় পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল; এবং দেবগণের অতিশয় ভয় জন্মিল। পবিত্র-ব্রতসম্পন্ন ধৈর্য্যশালী মহর্ষি বশিষ্ঠ, সমুদায় সংসার অতিশয় ভয় পাইয়াছে, দেখিয়া, রাজা দশরথকে বলিলেন, তুমি সাক্ষাৎ দ্বিতীয় ধর্ম্মের ন্যায়, ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। এবং তুমি বিশিষ্টরূপ শ্রী, ধৈর্য্য ও ব্রতবিশিষ্ট। ধর্ম্ম ত্যাগ করা তোমার উচিত হয় না। হে রঘুনন্দন! ধর্ম্মাত্মা বলিয়াও ত্রিভুবনে তোমার বিশেষ প্রতি-পত্তি আছে। অতএব নিজের ধর্ম্ম পালন কর; অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইও না। প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক করিব বলিয়া যাহা বলিয়াছ, তাহা না করিলে, তোমার ইষ্টাপূর্ত্ত সকলই বিফল হইবে। অতএব রামকে প্রদান কর। রামের অস্ত্রশিক্ষা থাকুক, বা না থাকুক, অগ্নি যেমন অমৃতকে, বিশ্বামিত্র তেমনি ইহাঁকে রক্ষা করিলে, রাক্ষসেরা কোন মতেই মারিতে পারিবে না। এই রাম মূর্ত্তি-মান্ ধর্ম্ম, বীরগণের শ্রেষ্ঠ, তপস্যার একমাত্র আধার ও স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানসম্পন্ন। ইনি নানাপ্রকার অস্ত্র অবগত আছেন। স্থাবরজঙ্গমময় ত্রিভুবনে অন্য কোন ব্যক্তিই রামকে জানে না। এবং কি দেব, কি ঋষি, কি রাক্ষস, কি গন্ধর্ব্ব ও যক্ষশ্রেষ্ঠগণ এবং কি কিন্নর ও মহোরগ সকল কেহই জানিবেনও না। বিশ্বামিত্র পূর্ব্বে

যখন রাজা ছিলেন, তখন মহাদেব ইহাঁকে সমুদায় অস্ত্র প্রদান করেন। ঐ সকল অস্ত্র কৃশাশ্বের পরম ধার্ম্মিক পুত্র বলিয়া বিখ্যাত। কৃশাশ্বের ঔরসে প্রজাপতি দক্ষের দুই কন্যার গর্ভে উহাদের জন্ম হইয়াছে। উহারা নানাপ্রকার রূপবিশিষ্ট, অতিশয় বীর্য্য ও দীপ্তিসম্পন্ন এবং সর্ব্বদা জয়যুক্ত। জয়া ও সুপ্রভা নামে দক্ষের দুই সুমধ্যমা কন্যা উহাদের জননী। উহাদের সংখ্যা একশত এবং সকলেই পরম দীপ্তিবিশিষ্ট ও অনায়াসেই শত্রু সংহার করিয়া থাকে। জয়া বর পাইয়া, অসুরসৈন্য সকলের সংহার জন্য প্রথমে পঞ্চাশৎ শ্রেষ্ঠ পুত্র প্রসব করেন। ঐ সকল পুত্রের গুণাদির সীমা নাই এবং রূপও দৃশ্য হয় না। অনন্তর সুপ্রভা সংহার নামে অপর পঞ্চাশৎ পুত্র উৎপাদন করেন। ইহারা অতিশয় বলবান্ ও দুর্দ্ধর্ষ এবং ইহাদিগকে আক্রমণ করাও সহজ নহে। বিশ্বামিত্র এই সকল অস্ত্র যথাযথ অবগত আছেন। অধিক কি, এই ধর্ম্মবিৎ বিশ্বামিত্র অপূর্ব্ব অস্ত্র সকলেরও সৃষ্টি করিতে পারেন। ভূত ভবিষ্য কোন বিষয়ই এই ধর্ম্মজ্ঞ মুনিশ্রেষ্ঠ মহাত্মা বিশ্বামিত্রের অবিদিত নাই। পরমতেজস্বী ও অতিশয় যশস্বী এই কুশিকনন্দন এবংবিধবীর্য্যবিশিষ্ট। অতএব রাজন্! রামকে পাঠাইতে কোন সন্দেহ করিও না। বিশ্বামিত্র স্বয়ংই রাক্ষসগণের নিগ্রহ করিতে পারেন। কেবল তোমার পুত্রের হিতের জন্যই তোমার নিকট যাচ্ঞা করিতেছেন। বিখ্যাত রাজা দশরথ বশিষ্ঠের বাক্যে আহ্লাদিত হইয়া, প্রসন্ন চিত্তে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া, বিশ্বামিত্রের হস্তে রামকে প্রদান করিতে সম্মত হইলেন।

দ্বাবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠদেব এইপ্রকার বলিলে, রাজা দশরথ স্বয়ং প্রফুল্লমুখে রামকে লক্ষ্মণের সহিত ডাকিয়া আনিয়া কৌশল্যার সহিত

তাঁহাদের মঙ্গলাচরণ করিলেন, এবং পুরোহিত বশিষ্ঠ মাঙ্গলিক মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রণ করিলে, রাজা তাঁহার মস্তকে আঘ্রাণ করিয়া প্রফুল্লচিত্তে তাঁহাকে বিশ্বামিত্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন। রাজীবলোচন রামকে বিশ্বামিত্রগত দর্শন করিয়া, বায়ু সুখস্পর্শ ও নির্ম্মল হইয়া, প্রবাহিত হইল। অনন্তর রাম প্রস্থান করিবার উপক্রম করিলে, দিব্য দুন্দুভি সকল নিনাদিত ও রাশি রাশি পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। এবং নগরবাসিগণ শংখ ও দুন্দুভির শব্দ করিতে লাগিল। বিশ্বামিত্র অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন, তাঁহার পশ্চাৎ কাকপক্ষ ও ধনুর্দ্ধারী রাম এবং রামের পশ্চাৎ সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ গমন করিলেন। তাঁহাদের দুই ভ্রাতার হস্তে শরাসন ও পৃষ্ঠে তূণীর ; তাহাতে তাঁহারা মস্তকত্রয়বিশিষ্ট পন্নগের ন্যায়, দশ দিকের শোভা করিয়া, অশ্বিনীকুমারদ্বয় যেমন ব্রহ্মার, তেমনি বিশ্বামিত্রের অনুগামী হইলেন। রাম ও লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতাই অতিশয় রূপ ও বীর্য্যাদিবিশিষ্ট ; এবং যার পর নাই শান্তিসম্পন্ন। উভয়েরই শরীর সুন্দর ও সুকুমার ; নিন্দার কিছুই নাই। তাঁহারা খড়্গ ও ধনুর্ধারণ, গোধাঙ্গুলিত্রাণ বন্ধন ও সুন্দর অলঙ্কার পরিধান পূর্ব্বক স্ব স্ব শ্রীতে বিরাজমান হইয়া, অনুগমন করিলে, স্কন্দ ও বিশাখের সমভিব্যাহারী অচিন্ত্যস্বরূপ রুদ্রের ন্যায়, বিশ্বামিত্রের শোভা হইল। বিশ্বামিত্র ছয় ক্রোশ গমন করিয়া, সরযূর দক্ষিণতীরে উপনীত হইয়া, মধুরবাক্যে রামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! আর কালাতিক্রম না করিয়া, সরযূর সলিলে আচমন পূর্ব্বক বলাতিবলানামে মন্ত্রসমূহ গ্রহণ কর। ইহা গ্রহণ করিলে পথশ্রম, ক্লেশ ও বৈরূপ্য হয় না ; সুপ্ত বা অসাবধান থাকিলেও রাক্ষসেরা জয় করিতে পারে না ; এবং পৃথিবীতে বাহুবীর্য্যে অদ্বিতীয় হওয়া যায়। হে রাম! তুমিও এই বলাতিবলা পাঠ করিলে, ত্রিভুবনমধ্যে দয়া দাক্ষিণ্যে, জ্ঞানে, সৌভাগ্যে, বিষয়বুদ্ধিতে এবং সকল কথার উত্তর করিতে অদ্বিতীয় হইবে। এই

বলা ও অতিবলা নাম্নী বিদ্যাদ্বয় হইতে সকলপ্রকার জ্ঞানই জন্মিয়া থাকে। ইহা লাভ করিলে, তুমি সকলের প্রধান হইবে। হে রাম! হে নরোত্তম! হে তাত! হে রাঘব! বলা ও অতিবলা পাঠ করিলে, তোমার ক্ষুৎপিপাসাও দূর হইবে। স্বয়ং পিতামহ এই বিদ্যাদ্বয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাদের তেজের সীমা নাই। অধ্যয়ন করিলে, পৃথিবীতলে তুমি যশস্বী হইবে। হে কাকুৎস্থ! তুমি বহুবিধ অত্যুত্তম গুণের আধার, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব তুমিই দানের যোগ্যপাত্র। এইজন্য এই বিদ্যাদ্বয় তোমাকে দান করিতে আমার মন হইয়াছে। তুমি সাক্ষাৎ তপঃস্বরূপ; তুমি ধারণ করিলে, ইহারা বহুবিধ ফল প্রদান করিবে।

তখন রাম আচমন পূর্ব্বক শুচি হইয়া, প্রসন্ন বদনে পবিত্রাত্মা মহর্ষির নিকট বলাতিবলা গ্রহণ করিলেন। বিদ্যা গ্রহণ করিলে, শরৎকালীন সহস্ররশ্মি ভগবান্ সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার বিক্রম প্রচণ্ড ও শোভা হইল। শিষ্যকে গুরুর পাদবন্দনাদি যে যে কার্য্য করিতে হয়, তিনি বিশ্বামিত্রেরও তৎসমস্ত সম্পাদন করিলেন। অনন্তর তিন জনে সরযূর উত্তরতীরে সেই রাত্রি বাস করিলেন। বিশ্বামিত্র বিবিধ কথাপ্রসঙ্গে রাজা দশরথের প্রিয় পুত্র রাম ও লক্ষ্মণের চিত্ত বিনোদন করিতে লাগিলেন। তজ্জন্য তাঁহারা অতীব অযোগ্য তৃণশয্যায় শয়ন করিয়াও, পরমসুখে যামিনী যাপন করিলেন।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

রাম ও লক্ষ্মণ ঐরূপে পর্ণনির্ম্মিত শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে, মহামুনি বিশ্বামিত্র কহিলেন, হে রাম! কৌশল্যা তোমাকে প্রসব করিয়া, সৎপুত্রের জননী হইয়াছেন। এসময় তোমার শয়ন করিয়া থাকা অনুচিত। ঐ দেখ, প্রাতঃসন্ধ্যা উপস্থিত হইয়াছে। উঠিয়া দেবতা ধ্যান ও শৌচাদি

ক্রিয়া সমাধান কর। নরোত্তম রাম ও লক্ষ্মণ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের এই পরম উদার বাক্যে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্নান ও অর্ঘ্য দান করিয়া, সাবিত্রী জপ করিলেন। এই রূপে মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ আহ্নিক করিয়া, তপস্বী বিশ্বামিত্রকে অভিবাদন পূর্ব্বক অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া, যাত্রা জন্য তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। অনন্তর গমন করিতে করিতে রাম ও লক্ষ্মণ সুপ্রসিদ্ধ সরযূ সঙ্গমে ত্রিপথগামিনী দিব্য নদী ভাগীরথীকে দর্শন করিলেন। তথায় বহুসহস্রবৎসর পরমতপঃপরায়ণ পবিত্রাত্মা ঋষিগণের পরমপবিত্র আশ্রমপদ অবলোকন করিয়া; তাঁহারা পরম প্রীতচিত্তে মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ভগবন্। এই পবিত্র আশ্রম কাহার? কোন্ ব্যক্তি এই আশ্রমে বাস করেন? শুনিতে ইচ্ছা করি, আমাদের অতিশয় কৌতুহল জন্মিয়াছে। মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র তাঁহাদের কথা শুনিয়া, হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, রাম। পূর্ব্বে এই আশ্রম যাঁহার ছিল, শ্রবণ কর। ভগবান্ ভব নিয়মানুসারে সমাহিত হইয়া, এই স্থানে তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি বিবাহ করিয়া, দেবগণের সহিত গমন করিতেছেন, এমন সময়ে পণ্ডিতগণ যাঁহাকে কাম বলিয়া থাকে, সেই কন্দর্প মূর্ত্তিমান্ হইলেন। দুর্ব্বুদ্ধি কাম মূর্ত্তিমান্ হইয়া, মনোবিকার উৎপাদন পূর্ব্বক মহাদেবকে অভিভূত করিলেন। হে রঘুনন্দন! তিনি কামের এই অপরাধ জানিতে পারিয়া, হুংকার পূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিয়াই, তাহাকে সংহার করিলেন। তৎক্ষণাৎ দুর্ম্মতি কামের শরীর হইতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল গলিয়া পড়িল। মহাত্মা রুদ্র এক বারেই দগ্ধ করিয়া, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল বিশীর্ণ করিলে, কাম শরীরশূন্য হইলেন। তদবধি তাঁহার নাম অনঙ্গ হইয়াছে। হে রাম! কাম এখানে অঙ্গ ত্যাগ করেন বলিয়া, ইহার নাম অঙ্গ দেশ হইয়াছে। সেই ভগবান্ রুদ্রের এই আশ্রম। হে বীর। এই ধর্ম্মপরায়ণ মুনিগণ পূর্ব্বে তাঁহারই শিষ্য ছিলেন। সুতরা ইহাঁদের পাপের লেশমাত্রও নাই।

হে রাম। হে প্রিয়দর্শন! অদ্য রজনী আমরা এই স্থানেই বাস করিব। আগামী কল্য গঙ্গাসরয়ূর সঙ্গম পার হওয়া যাইবে। চল, সকলে শুচি হইয়া, এই পবিত্র আশ্রমে প্রবেশ করি। এখানে বাস করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। চল, সুখে রজনী যাপন করিব। সেই আশ্রমবাসী মহর্ষিগণ তপস্যা দ্বারা দীর্ঘদর্শী হইয়াছিলেন। সুতরাং যোগবলে তাঁহাদেব এই কথোপকথন জানিতে পারিয়া, তৎক্ষণাৎ পরমপ্রীত ও হর্ষাবিষ্ট চিত্তে আগমন পূর্ব্বক প্রথমে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান দ্বারা বিশ্বামিত্রের অতিথিসৎকার করিলেন। পরে রাম লক্ষ্মণের আতিথ্য ও সৎকার বিধান করিলেন। ঋষিগণ তৎকালে স্নান, জপ ও হোম সমাধা করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র আতিথ্যাদি সৎকার লাভ করিয়া, বিবিধ কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাদের চিত্তবিনোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সকলে সমাহিত হইয়া, নদীতীরে বিহিত বিধানে সন্ধ্যাজপ করিলেন। সন্ধ্যাজপ হইলে, সেই আশ্রমবাসী পরমব্রতনিষ্ঠ ঋষিগণ তাঁহাদিগকে আপনাদের সর্ব্বপ্রকার অভীষ্টবিষয় পূর্ণ আশ্রমপদে লইয়া গেলেন। তাঁহারা পরমসুখে তথায় অবস্থিতি করিলেন। ধর্ম্মাত্মা মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র তৎকালে বিবিধ মনোহর কথা দ্বারা পরম মনোহর রামলক্ষ্মণের চিত্তবিনোদন করিতে লাগিলেন।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

অনন্তর নির্ম্মল প্রাতঃকাল উপস্থিত হইলে, বিশ্বামিত্র আহ্নিক করিলেন। অরিন্দম রামলক্ষ্মণ তাঁহাকে অগ্রে করিয়া, নদীতীরে উপনীত হইলেন। তখন আশ্রমবাসী অমোঘব্রতনিষ্ঠ মহাত্মা ঋষিগণ সুন্দর নৌকা উপস্থিত করিয়া বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, রাজপুত্র রাম ও লক্ষ্মণের সহিত আপনি এই নৌকায় আরোহণ করুন। আর কালবিলম্ব করিবেন না; সুখে গমন করুন।

বিশ্বামিত্র তথাস্তু বলিয়া, সকলের প্রতিপূজা করিয়া, রাম ও লক্ষ্মণের সহিত সেই সাগরগামিনী নদী পার হইতে লাগিলেন। নদীর মধ্যভাগে আসিয়া, লক্ষ্মণের সহিত মহাতেজা রাম এক শব্দ শুনিতে পাইলেন। তরঙ্গ সকল পরস্পর সংঘর্ষিত হওয়াতে, তাহাদের বিক্ষোভে ঐ শব্দ তুমুল হইয়া উঠিয়াছে। রাম শুনিতে পাইয়া, কোথা হইতে ঐ শব্দ উত্থিত হইতেছে, জানিবার জন্য বিশ্বামিত্রকে নদীমধ্যেই জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! জলরাশি পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাত করাতেই কি এই তুমুল শব্দ উত্থিত হইতেছে? রামের এই সকৌতুক বাক্য শ্রবণ করিয়া, ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্র শব্দেব হেতুনির্দ্দেশ পুর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, হে নর-শ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মা কৈলাস পর্ব্বতে মনো দ্বারা এক সরোবর নির্ম্মাণ করেন। সেইজন্য উহাব নাম মানস সরোবর হইয়াছে। সরযূ ঐ মানস সরোবর হইতে নিঃসৃত হইয়া, অযোধ্যাভিমুখে ধাবমান হইতেছে। ব্রহ্মার সরোবর হইতে জন্ম বলিয়া ইহার নাম সরযূ। এই রূপে সরযূ মানস হইতে বিনির্গত হইয়া, জাহ্নবীর সহিত মিলিত হইতেছে; তাহাতেই জলের সংঘর্ষবশতঃ এই তুমুল শব্দ উত্থিত হইয়াছে। রাম! তুমি নিয়মানুসারে এই দুই নদীকে প্রণাম কর। পরম ধার্ম্মিক রাম ও লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ প্রণাম করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সরযূর দক্ষিণ তীরে উপনীত হইয়া, ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে ভয়ঙ্কর বন দর্শন করিয়া, নরবরনন্দন রাম অক্ষুণ্ণচিত্ত মুনিবর বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! এই বন কি দুর্গম! ঝিল্লিকাগণ ইহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া শব্দ করিতেছে। ভয়ঙ্কর শ্বাপদ সকল ইহাকে পূর্ণ করিয়া আছে। নানাজাতীয় পক্ষী সকল দারুণ ও ভীষণ স্বরে শব্দ ও চীৎকার করিয়া, ইহাতে বিচরণ করিতেছে। সিংহ ব্যাঘ্র ও বরাহ সকল ইহাকে শোভিত করিয়া আছে। এবং ধব, অশ্বকর্ণ, কর্ণ, ককুভ, বিল্ব, তিন্দুক, পাটল ও বদরী প্রভৃতি বৃক্ষ সকলে ইহা আচ্ছন্ন হইয়া আছে।

ভগবন্! এই দারুণ বন কোথা হইতে হইল। মহাতেজা মহামুনি বিশ্বামিত্র কহিলেন, বৎস! এই দারুণ বন যাহার, শ্রবণ কর। হে নরোত্তম! পূর্ব্বে কারূষ ও মলদ নামে দুইটী পরম সমৃদ্ধিসম্পন্ন জনপদ ছিল। স্বয়ং দেবতার যত্নে উহাদের সৃষ্টি হয়। হে রাম! পূর্ব্বে বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া, দেবরাজ ইন্দ্র মলপূর্ণ হইলে, ক্ষুধা ও ব্রহ্মহত্যা তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিয়াছিল। দেবগণ ও তপোধন ঋষিগণ ইন্দ্রকে মলিন দেখিয়া, গঙ্গাজল পূর্ণ ঘট দ্বারা স্নান করাইয়া, তাঁহার সমুদয় মল প্রক্ষালিত করিলেন। ইন্দ্রের শরীরে যে মল ও কারূষ অর্থাৎ ক্ষুধা ছিল, দেবগণ তাহা এই স্থানে ত্যাগ করিয়া, অতিশয় হর্ষিত হইলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র নির্ম্মল, নিষ্করূষ ও শুদ্ধ হইয়া, এই দেশের প্রতি প্রীতচিত্তে বর দিলেন, এই দুই সমৃদ্ধ জনপদ আমার শরীরস্থ মল ধারণ করিয়াছে, এই হেতু ইহারা মলদ ও করূষনামে পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবে। ধীমান্ ইন্দ্র এইরূপে ঐ দেশের পূজা করিলেন, দেখিয়া, দেবগণ সকলে তাঁহাকে সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। হে অরিন্দম! মলদ ও কারূষ নামে এই দুই সমৃদ্ধজনপদ তদবধি বহুকাল স্বস্ব ধন ধান্যে অতিশয় আমোদিত হইয়াছিল।

অনন্তর কালসহকারে ধীমান্ সুন্দের ভার্য্যা তাড়কা নামে যক্ষিণী প্রাদুর্ভূত হইল। তাহার বল এক সহস্র হস্তীর ন্যায়; সে ইচ্ছানুসারে বিবিধ রূপ ধারণ করিতে পার। হে রাম! তোমার কল্যাণ হউক্, তুমি শুনিয়া ভীত হইও না। মারীচ নামে রাক্ষস ঐ তাড়কার পুত্র। তাহার পরাক্রম ইন্দ্রের ন্যায়; বাহু বর্ত্তুলকার, মস্তক বৃহৎ, মুখ বিশাল এবং শরীর প্রকাণ্ড। সেই ভীষণাকার রাক্ষস সর্ব্বদা প্রজাগণের ত্রাস জন্মাইয়া থাকে। দুষ্টচারিণী তাড়কাও মলদ ও করূষ নামে এই দুই জনপদ বিনাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। হে রাঘব! সেই তাড়কা অর্দ্ধযোজনাধিক পথ রোধ করিয়া বাস করিতেছে। আমা-

দিগকে ঐ তাড়কার বন দিয়া যাইতে হইবে। অতএব আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি স্বকীয় বাহুবল আশ্রয় করিয়া ঐ দুষ্ট-চারিণীর সংহার ও পুনরায় এই জনপদ নিষ্কণ্টক কর। তাড়কার ভয়ে কেহই এদেশে আসিতে পারে না। হে রাম! ঐ যক্ষিণীর রূপ অতি ভয়ঙ্কর; তাহাকে কেহই পারে না। সে এই দেশ উৎসন্ন করিয়াছে। যে প্রকারে এই দারুণ বনের উৎপত্তি হইয়াছে, তোমাকে সমস্তই বলিলাম। তাড়কা সমুদায়ই উৎসন্ন করিয়াছে। সেই জন্য, লোকে পলাইয়া গিয়া অবধি অদ্যাপি প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম অপরিমিত প্রভাববিশিষ্ট বিশ্বামিত্রের এই উত্তম বাক্য শ্রবণ করিয়া, পবিত্র বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! শুনা যায়, যক্ষীদের বল অতি সামান্য; তাড়কা কি রূপে সহস্র হস্তীর বল ধারণ করে।

বিশ্বামিত্র অপরিমিততেজস্বী রামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, মধুর বচনে লক্ষ্মণের সহিত শত্রুহন্তা রামকে হর্ষিত করিয়া কহিতে-লাগিলেন, যেরূপে তাড়কা উৎকৃষ্ট বল লাভ করিয়াছে। শ্রবণ কর, ঐ অবলা তাড়কা বরদানপ্রাপ্ত বল বীর্য্য ধারণ করিয়া থাকে। পূর্ব্বে সুকেতু নামে এক বীর্য্যবান্ যক্ষ ছিল। তাহার চরিত্র অতি সৎ; পুত্র না হওয়াতে সে কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়। তাহাতে পিতামহ ব্রহ্মা যক্ষপতির প্রতি অতিশয় তুষ্ট হইয়া, তাড়কা নামে এক কন্যারত্ন এবং সেই কন্যাকে সহস্র হস্তীর বল প্রদান করেন। লোকের উৎপীড়ন করিবে ভাবিয়া তিনি যক্ষকে পুত্র দেন নাই। বালিকা তাড়কা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া, রূপযৌবনসম্পন্ন হইয়া উঠিলে, যক্ষপতি

সুকেতু জম্ভপুত্র সুন্দকে ভার্য্যা রূপে সেই যশস্বিনী কন্যা সম্প্রদান করিলেন।

অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে, তাড়কা মারীচ নামে এক দুৰ্দ্ধর্ষ পুত্র প্রসব করিল। ঐ পুত্র শাপ প্রভাবে রাক্ষস হইল। হে রাম! মহামুনি অগস্ত্য শাপ দিয়া, সুন্দের সংহার করিলে, তাড়কা তাঁহার পরাভব করিতে ইচ্ছা করিয়া, ক্রোধভরে গৰ্জ্জন পূৰ্ব্বক তাঁহাকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত পুত্রের সহিত ধাবমান হইল। ভগবান্ অগস্ত্য মুনি তাহাকে আসিতে দেখিয়া, রাক্ষস হও বলিয়া, মারীচকে শাপ দিলেন। অতিশয় রাগ বশতঃ তাড়কাকেও শাপ দিয়া কহিলেন, তুমিও আশু আপনার এই রূপ ত্যাগ করিয়া, দারুণ রূপ ধারণ কর, এবং বিকৃত মুখ ও বিকৃতভাবাপন্না রাক্ষসী হও। অগস্ত্য এই বলিয়া শাপ দিলে, তাড়কা সহিতে না পারিয়া, ক্রোধে অজ্ঞান হইয়া, ঋষির পবিত্র আশ্রম স্বরূপ এই দেশ বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। হে রাঘব! গো এবং ব্রাহ্মণগণের হিতের জন্য তুমি এই দুষ্টপরাক্রম পরমদারুণদুর্ব্বৃত্তা রাক্ষসীকে সংহার কর। হে রঘুনন্দন! অগস্ত্য ইহাকে শাপ দিয়াছেন, এজন্য ত্রিভুবন মধ্যে তোমা ব্যতিরেকে আর কোন ব্যক্তিই ইহাকে মারিতে সাহসী হইবে না। হে নরোত্তম! স্ত্রীবধ করিতে হইবে বলিয়া, তোমার ঘৃণা করাও উচিত হয় না; প্রজা রক্ষা করিতে হইলে,চাতুর্ব্বর্ণ্যের হিতের জন্য রক্ষাকর্ত্তা রাজপুত্র নির্দ্দয় অনির্দ্দয়, সদোষ বা পাপকর কার্য্য করিতে পারেন। যাঁহারা রাজ্যের ভারবহনে নিযুক্ত, তাঁহাদের ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। হে কাকুৎস্থ! এই অধর্ম্মচারিণীকে সংহার কর। ইহার কিছুই ধর্ম্ম নাই। হে নৃপ! এইরূপ জনশ্রুতি আছে, পূর্ব্বে বিরোচনপুত্রী মন্থরা পৃথিবীকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিলে, ইন্দ্র সেই মন্থরাকে সংহার করেন। হে রাম! শুক্রের মাতা পতিব্রতা ভৃগুপত্নী পৃথিবীকে ইন্দ্রশূন্য করিতে ইচ্ছা করিলে, বিষ্ণুও তাঁহাকে

নিপাত করিয়াছিলেন। এইরূপ ও অন্যরূপ অনেক পুরুষ-শ্রেষ্ঠ মহানুভব রাজপুত্র অধর্ম্মপরায়ণা রমণীগণের হত্যা করিয়াছেন। অতএব হে নৃপ! আমি বলিতেছি, তুমি ঘৃণা ত্যাগ করিয়া, ইহাকে নিপাত কর।

ষড়বিংশ সর্গ।

রাজনন্দন দৃঢ়ব্রত রাম মুনির এই ধৃষ্ট বাক্যে কৃতাঞ্জলি হইয়া, প্রত্যুত্তর করিলেন, মহাত্মা পিতা দশরথ অযোধ্যাতে গুরুগণ-মধ্যে আমাকে বলিয়াছিলেন, তুমি কোনরূপ শঙ্কা না করিয়া, বিশ্বামিত্র যাহা বলিবেন, তাহা করিবে, ইহাঁর কথায় অবজ্ঞা করিও না। পিতা এইপ্রকার বলিয়াছিলেন; পিতার বাক্য অতিগুরুতর। আমি তাঁহার বাক্যে ও ব্রহ্মবাদী আপনার আদেশে তারকাবধরূপ উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম পালন করিব। এক্ষণে আমি গোব্রাহ্মণ ও দেশের হিতের জন্য অপরিমিততেজস্বী আপনার আজ্ঞাপালনে উদ্যত হইলাম। এই বলিয়া অরিন্দম রাম ধনুর্ম্মধ্যে মুষ্টিবন্ধন ও দশদিক্ শব্দিত করিয়া, ঘোরতর টংকারধ্বনি করিলে, সেই শব্দে তাড়কার বনবাসী সকলের অতিশয় ভয় জন্মিল। তাড়কাও শব্দ শুনিয়া, অতিশয় ক্রুদ্ধ ও মোহাবিষ্ট হইল। অনন্তর সে ক্রোধে মূর্চ্ছিতা হইয়া, যেস্থান হইতে শব্দ উত্থিত হইতে ছিল, সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া, বেগে ধাবমান হইল। তাহার শরীর অতিপ্রকাণ্ড ও মুখ অতি বিকৃত। রাম ঐপ্রকার বিকৃতভাবাপন্না তাড়কাকে ক্রোধভরে আসিতে দেখিয়া, লক্ষ্মণকে কহিলেন, দেখ লক্ষ্মণ! তাড়কার শরীর কি দারুণ ও ভয়ঙ্কর; ইহা দেখিলে, সাহসীগণেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। মায়াই তাড়কার বল। ইহাকে পরাভব করা সহজ নহে। তুমি দেখ, আমি কর্ণাগ্র ও নাসিকাচ্ছেদন করিয়া, এখনই ইহাকে নিবৃত্ত করিব। তাড়কা স্ত্রী বলিয়া আপনা আপনিই

রক্ষিত, সুতরাং ইহাকে বধ করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। আমি ইহার পরপরাভবশক্তি ও আকাশাদিগতি হরণ করিব,ইহাই আমার সঙ্কল্প। রাম এই প্রকার বলিতেছেন ; ইতি-মধ্যে তাড়কা ক্রোধে অজ্ঞান হইয়া, বাহু উদ্যত করিয়া, তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল। ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র তদ্দর্শনে হুংকার পূর্ব্বক তাড়কাকে ভর্ৎসনা করিয়া, রাম লক্ষ্মণের জয় হউক বলিয়া, স্বস্তিবাচনসহ আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন তাড়কা ঘোর-তর ধূলি উড্ডীন করিয়া, অন্ধকার করত রাম লক্ষ্মণ উভয়কেই ব্যাকুল করিয়া তুলিল। অনন্তর মায়া অবলম্বন পূর্ব্বক ঘোরতর শিলাবৃষ্টি করিয়া, তাঁহাদিগকে আচ্ছন্ন করিল। রাম ক্রুদ্ধ হইয়া শরবর্ষণ পূর্ব্বক সেই বিপুল শিলাবর্ষণ নিবারণ করিয়া, সমীপে ধাবমান তাড়কার করদ্বয় ছেদন করিলেন। ভুজাগ্র ছিন্ন হইলে, তাড়কা নিকটে গর্জ্জন করিতে লাগিল। লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া, তাহার কর্ণাগ্র ও নাসিকা ছেদন করিয়া দিলেন। তাড়কা ইচ্ছা-নুসারে বিবিধ রূপ ধারণ করিতে পারিত, এক্ষণে মায়াবলে নানাপ্রকার রূপ ধারণ করিয়া রামলক্ষ্মণকে মোহিত করত অন্ত-র্দ্ধান করিল এবং অন্তর্হিত হইয়া ভয়ঙ্কর শিলাবর্ষণ করিয়া, বিচ-রণ করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিক হইতে শিলাবৃষ্টি হওয়াতে, রাম ও লক্ষ্মণ আচ্ছন্ন হইয়া গেলেন। শ্রীমান্ বিশ্বামিত্র তদ্দর্শনে কহিতে লাগিলেন, রাম! আর ঘৃণা করিবার প্রয়োজন নাই, তাড়-কার স্বভাব অতি মন্দ ; এই পাপিনী যজ্ঞের বিঘ্ন কবিয়া থাকে ; মায়াবলে বর্দ্ধিত হইতে না হইতে, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ইহাকে সংহার কর। সন্ধ্যাকালে রাক্ষসেরা অতি দুর্দ্দান্ত হইয়া থাকে।

তাড়কা তৎকালে প্রসন্ন হইয়া শিলাবর্ষণ পুর্ব্বক রামলক্ষ্মণকে উৎপীড়িত করিতেছিল। রাম বিশ্বামিত্রের বাক্যে শব্দানুসারে লক্ষ্য স্থির করিয়া, আপনার বেধ করিবার শক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক শরজালে এক কালে তাড়কাকে রুদ্ধ করিলেন। তাড়কা শরজালে রুদ্ধ হইয়া, মায়াবল আশ্রয় করিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে,রাম ও

লক্ষ্মণের দিকে ধাবমান হইল। বজ্রের ন্যায় বিক্রমবিশিষ্ট তাড়কাকে বেগভরে আগমন করিতে দেখিয়া, রাম তাহার হৃদয়ে বাণাঘাত করিলেন, তাহাতে সে পড়িয়া গেল, অমনি মরিল। দেবরাজ ইন্দ্র ঘোররূপা তাড়কাকে নিহত দেখিয়া, দেবগণের সহিত সাধু সাধু বলিয়া রামের পূজা করত প্রীতচিত্তে বিশ্বামিত্রকে বলিতে লাগিলেন, হে মুনে! আপনার মঙ্গল হউক; আপনি তাড়কাকে বধ করাইয়া, সমুদায় দেবগণের সহিত ইন্দ্রকে তুষ্ট করিলেন, হে ব্রহ্মন্! অধুনা রামকে প্রজাপতি কৃশাশ্বের তপোবলশালী সত্যপরাক্রম পুত্র সকল সম্প্রদান করিয়া, স্নেহ প্রদর্শন করুন। রাম অপনার অনুগত। অতএব দানের যোগ্য পাত্র। বিশেষতঃ, ঐ সকল অস্ত্র প্রাপ্ত হইলে, ইনি সুরগণের কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিবেন। এই বলিয়া সুরগণ হৃষ্টচিত্তে সকলে, বিশ্বামিত্রের পূজা করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন!

ঐ সময়ে সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে, বিশ্বামিত্র তাড়কার সংহারে প্রীত ও সন্তুষ্ট হইয়া, রামকে মস্তকে আঘ্রাণ করিয়া, কহিলেন, হে শুভদর্শন! অদ্য রজনী এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া আগামী কল্য প্রাতে সকলে আমার আশ্রমপদে গমন করিব। দশরথনন্দন রাম মুনিবরের বাক্যে হর্ষিত হইয়া, তাড়কার ঐ বনে পরম সুখে রজনী যাপন করিলেন। সেই দিনে সেই বনও উপদ্রবশূন্য হইয়া, চৈত্ররথবনের ন্যায় রমণীয় ও শোভমান হইল। তাড়কাকে সংহার করাতে সুর ও সিদ্ধগণ রামের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তিনি বিশ্বামিত্রের সহিত সেইবনে রাত্রিযাপন করিয়া, প্রাতে জাগরিত হইলেন।

—(*)—

সপ্তবিংশ সর্গ।

বিশ্বামিত্র রজনী যাপন করিয়া, প্রভাতে সহাস্য মুখে মধুর স্বরে রামকে কহিলেন, হে মহাযশা রাজপুত্র! আমি অতিশয় তুষ্ট হইয়াছি। তোমার কল্যাণ হউক্। এক্ষণে পরম প্রীতিভরে তোমাকে সমুদায় অস্ত্র প্রদান করিব। ঐ অস্ত্রবলে তুমি যুদ্ধে দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, ও উরগ প্রভৃতি শত্রুদিগকে বল পূর্ব্বক বশ করিয়া জয় করিতে পারিবে! তোমার মঙ্গল হউক! তোমাকে ঐ সকল দিব্য অস্ত্র প্রদান করিব। হে বীর। হে রাঘব। আমি তোমায় দিব্য মহৎ দণ্ডচক্র, ধর্ম্মচক্র, কাল-চক্র, বিষ্ণুচক্র ও প্রচণ্ড ঐন্দ্রচক্র প্রদান করিব! হে নর-শ্রেষ্ঠ! বজ্রাস্ত্র, শৈলবত নামক শৈবাস্ত্র, ব্রহ্মশির, ঐষীক এবং অত্যুৎকৃষ্ট ব্রহ্মাস্ত্রও তোমায় প্রদান করিব। হে মহাবাহো কাকুৎস্থ! মোদকী ও শিখরী নামে পরমদীপ্ত ও কান্তিসম্পন্ন গদাদ্বয়, ধর্ম্মপাশ, কালপাশ, বরুণপাশ, শুষ্ক ও আর্দ্রনামক বজ্রদ্বয়, ইত্যাদি অস্ত্র সকল ও তোমায় প্রদান করিব। হে রাম! পৈনাকাস্ত্র, নারায়ণাস্ত্র, শিখর নামে অগ্নির পরমপ্রিয় অস্ত্র, এবং অতিশ্রেষ্ঠ বায়ব্যাস্ত্রও তোমায় দান করিব। হে কাকুৎস্থ! হে রাঘব! হয়শির ও ক্রৌঞ্চাস্ত্র এবং শক্তিদ্বয়ও তোমায় দান করিব। হে মহাবাহো! হে নরবরপুত্র! কঙ্কাল, ভয়ংকর মুষল, কাপাল, কিঙ্কিণী, ও নন্দননামে অত্যুৎকৃষ্ট-বৈদ্যাধর অসি ইত্যাদি যে সকল অস্ত্র রাক্ষসগণের বধ করিতে পারে, তৎসমস্তও তোমায় প্রদান করিব। মোহন নামে গন্ধর্ব্বগণের পরম প্রিয় অস্ত্র, প্রস্বাপন, প্রশমন, বর্ষণ, শোষণ, সন্তাপন, বিলাপন, ও মদন-নামে কন্দর্পের অতিশয় প্রীতিভাজন দুরন্ত অস্ত্র, গান্ধর্ব্বাস্ত্র, মানবাস্ত্র, এবং মোহন নামে পিশাচগণের দয়িত অস্ত্রও তুমি গ্রহণ কর। হে নরশ্রেষ্ঠ! হে নৃপাত্মজ! হে মহাবাহো! তামস, সৌমন, মহাবল সংবর্ত্ত, অতি দুরন্ত মৌষল, সত্যাস্ত্র,

তেজঃপ্রভনামে অন্যের তেজ হরণ করিতে সমর্থ মায়াময় শৈবাস্ত্র, শিশিরনামক সোমাস্ত্র, অতি দারুণ ত্বাষ্ট্রাস্ত্র, এবং ভগদেবের ভয়ংকর শিতেষু এই সকল অস্ত্রও তুমি সত্বর গ্রহণ কর। হে নৃপনন্দন! এই সকল অস্ত্র অতিশয় উদার ও বলশালী এবং ইচ্ছামাত্রে বিবিধ রূপ ধারণ করিতে পারে। এই বলিয়া মুনিবর বিশ্বামিত্র শুচি ও পূর্ব্বমুখ হইয়া, পরমপ্রীত চিত্তে রামকে ঐ সকল অত্যুৎকৃষ্ট অস্ত্র প্রদান করিলেন। দেবগণও এক কালে ঐ সকল অস্ত্রের সংগ্রহ করিতে পারেন না। বিশ্বামিত্র তাদৃশ অস্ত্র সকল রামকে প্রদান করিলেন। সেই ধীমান্ বিশ্বামিত্র জপ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তৎক্ষণাৎ ঐ সকল মহামূল্য অস্ত্র রামের নিকটে উপস্থিত হইল এবং কৃতাঞ্জলিপুটে প্রীতিপূর্ব্বক রামকে কহিল, হে রাঘব! আমরা তোমার কিঙ্কর। তোমার মঙ্গল হউক। তুমি যাহা ইচ্ছা করিবে, আমরা তাহাই করিব। তাহারা এইরূপ কহিলে, মহাবল কাকুৎস্থ রাম সকলকে গ্রহণ ও হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া, প্রীতচিত্তে আজ্ঞা করিলেন, আমি স্মরণ করিলেই সকলে উপস্থিত হইও। অনন্তর মহাতেজা রাম মহামুনি বিশ্বামিত্রকে অভিবাদন করিয়া, প্রস্থানের উপক্রম করিলেন।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

কাকুৎস্থকুলোদ্ভব রাম শুচি হইয়া, প্রসন্নচিত্তে অস্ত্র সকল গ্রহণ পূর্ব্বক গমন করিতে করিতে বিশ্বামিত্রকে বলিলেন, ভগবন! আমি অস্ত্র সকল গ্রহণ করিয়া, দেবগণেরও দুর্জ্জেয় হইয়াছি। হে মুনিপুঙ্গব! অধুনা, অস্ত্রসকলের সংহারমার্গ জানিতে ইচ্ছা করি।

রাম এইপ্রকার কহিলে, বিশুদ্ধব্রতসম্পন্ন পরমতপস্বী ধৃতি-

মান বিশ্বামিত্র শুচি হইয়া, অস্ত্রসকলের সংহারমার্গ উপদেশ করিলেন। অনন্তর তদীয় প্রশ্নে পরম সন্তুষ্ট হইয়া, অন্যান্য অস্ত্র সকলও শিক্ষা দিয়া কহিলেন, হে রাম। সত্যবান্, সত্য-কীর্ত্তি, ধৃষ্ট, রভস, প্রতিহারতর, পরাঙ্মুখ, অবাঙ্মুখ, লক্ষ্য, অলক্ষ্য, দৃঢ়নাভ, সুনাভ, দশাক্ষ, শতবক্ত্র, দশশীর্ষ, শতোদর, পদ্মনাভ, মহানাভ, দুন্দুনাভ, সুনাভ, জ্যোতিষ, শকুন, নৈরাশ্য, বিমল, যৌগন্ধর, বিনিদ্র, দৈত্য, প্রমথন, শুচিবাহু, মহাবাহু, নিষ্কলি, বিরুচ, সার্চিমালী, ধৃতিমান্, রুচির, পিত্র্য, সৌমনস, বিধূত, মকর, করবীর, রতি, ধন, ধান্য, কামরূপ, কামরুচি, মোহ, আবরণ, জৃম্ভক, সর্পনাথ, পন্থান ও বরুণ ইত্যাদি কৃশা-শ্বের পরমদীপ্তিসম্পন্ন কামরূপী পুত্র সকলকেও তুমি গ্রহণ কর। তুমিই দানের যোগ্য পাত্র। তোমার কল্যাণ হউক। রামও পরমহৃষ্টচিত্তে যে আজ্ঞা বলিলেন। তখন দিব্যকান্তি সুখপ্রদ অস্ত্র সকল মূর্ত্তিমান্ হইল। তাহাদের মধ্যে কেহ দেখিতে অঙ্গা-রের ন্যায়, কেহ ধূমের ন্যায়, এবং কেহ কেহ চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায়। তাহারা সকলেই বিনীত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া, মধুর বাক্যে রামকে কহিল, নরশ্রেষ্ঠ! আমরা এই উপস্থিত; কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। রাম কহিলেন, তোমরা এখন ইচ্ছানুসারে গমন কর। স্মরণ করিলে, কার্য্যকালে আসিয়া সাহায্য করিও। তখন তাহারা যে আজ্ঞা বলিয়া, তাঁহাকে আমন্ত্রণ ও প্রদক্ষিণ করিয়া, যথাস্থানে প্রস্থান করিল। রঘুনন্দন রাম এই রূপে অস্ত্র সকল অবগত হইয়া, গমনসময়ে মধুর ও বিনীত বাক্যে মহামুনি বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ভগবন্! পর্ব্বতের নিকটে ঐ যে মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ নিবিড় বৃক্ষসমূহ দেখা যাইতেছে, উহা কি, জানিতে আমার অতিশয় কৌতুহল হইয়াছে। ঐ বৃক্ষসমূহ দেখিতে অতি সুন্দর, মৃগগণে আচ্ছন্ন, সাতিশয় মনোহর এবং নানাপ্রকার মনোজ্ঞ বিহঙ্গমগণে অতিশয় শোভা ধারণ করিয়াছে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তাড়কা যে বনে বাস করিত তাহা দেখিলে

রোমাঞ্চ হয়। আমরা সেই কান্তার হইতে বহির্গত হইয়াছি। কিন্তু ঐ স্থান অতিশয় সুখসম্পন্ন বোধ হইতেছে। এই জন্য উহার বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করি। হে ব্রহ্মন্! আপনি সমস্ত কীর্ত্তন করুন; এই আশ্রমপদ কাহার। হে মহামুনে! যেখানে দুরাত্মা দুরাচার ব্রহ্মঘাতী পাপিষ্ঠ রাক্ষসগণ উপস্থিত হইয়া, আপনার যজ্ঞের বিঘ্ন করে, এবং যেখানে সেই রাক্ষসদিগকে সংহার করিয়া, আমাকে আপনার যজ্ঞক্রিয়া রক্ষা করিতে হইবে, হে ব্রহ্মন্! আপনার সেই আশ্রমপদই বা কোথায়? হে প্রভো! হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এই সকল জানিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে।

ঊনত্রিংশ সর্গ।

অপ্রমিততেজস্বী রাম এইপ্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, মহাতেজা বিশ্বামিত্র বলিতেলাগিলেন, হে মহাবাহো রাম! দেবগণ যাঁহাকে নমস্কার করেন, সেই মহাতপা বিষ্ণু এই স্থানে বহুবর্ষ বহু যুগ তপস্যা করিবার নিমিত্ত বাস করিয়াছিলেন। হে রাম! ইহা সেই মহাতেজা বামন দেবের পূর্ব্বাশ্রম। মহাতপা বামন এখানে সিদ্ধিলাভ করেন, এইজন্য ইহার নাম সিদ্ধাশ্রম। বিষ্ণু তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলে, বিরোচনপুত্র মহাবল অসুররাজ বলি সমুদায় দেব ও মরুদ্গণের সহিত ইন্দ্রকে জয় করিয়া, ত্রিলোকবিখ্যাত রাজা হইয়া, যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রাজা বলি যজ্ঞ আরম্ভ করিলে, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ সকলে এই আশ্রমে আগমন করিয়া, বিষ্ণুকে নিবেদন করিলেন, হে বিষ্ণো! বিরোচনপুত্র বলি উৎকৃষ্ট যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহার এই ব্রত উদ্যাপন না হইতে হইতে, আপনাকে দেবকার্য্য সাধন করিতে হইবে। নানাস্থান হইতে যাচকগণ আগমন

করিয়া, যে যেরূপে যাহা প্রার্থনা করিতেছে, বলি তাহাকে তাহাই দিতেছে। অতএব আপনি দেবগণের উপকার জন্য মায়া অবলম্বন করিয়া, বামনরূপ ধারণ পূর্ব্বক সকলের কল্যাণ বিধান করুন।

হে রাম! ঐ সময়ে অগ্নির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট ভগবান্ কশ্যপ দেবী অদিতির সহিত স্বকীয় তেজে যেন প্রজ্বলিত হইয়া, দিব্য-বর্ষ-সহস্র ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ব্রত উদ্‌যাপন হইলে, তিনি বরদাতা বিষ্ণুকে এই বলিয়া স্তব করেন, হে বিষ্ণো! তুমি তপোময়, তপোরাশি, তপোমূর্ত্তি ও তপঃস্বরূপ এবং সকল পুরুষের শ্রেষ্ঠ। আমি উত্তম রূপে তপস্যা করাতে, তোমাকে দেখিতে পাইলাম। হে প্রভো! তোমার শরীরে সমুদয় জগৎ লক্ষিত হইতেছে। তোমার আদি নাই ও নির্দ্দেশ হয় না। আমি তোমার শরণাগত হইলাম।

ভগবান্ হরি প্রীত হইয়া, নিষ্পাপ কশ্যপকে কহিলেন, তোমার মঙ্গল হউক। তুমি বরদানের যোগ্যপাত্র। তোমাকে বর দিতে আমার মন হইয়াছে। অতএব, তুমি বর গ্রহণ কর। মরীচিতনয় কশ্যপ শ্রবণ করিয়া, কহিলেন, হে বরদ! হে সুব্রত! অদিতি, দেবগণ ও আমি আমরা সকলেই প্রার্থনা করিতেছি, তুমি বর দান কর।—হে ভগবন্! তোমাকে অদিতি ও আমার পুত্র হইতে হইবে। হে অসুরনাশন! তুমি ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হইয়া, শোকাকুল দেবগণের সাহায্য কর। তোমার প্রসাদে এই আশ্রমের নাম সিদ্ধাশ্রম হইবে। হে ভগবন্। হে দেব-গণের ঈশ্বর! তোমার তপস্যা সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে দেব-গণের কার্য্যসাধনার্থ উত্থান কর।

অনন্তর মহাতেজস্বী বিষ্ণু বামন রূপে অদিতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া, বলির নিকট গমন এবং তিন পদ ভূমি ভিক্ষা চ্ছলে সমস্ত মেদিনী গ্রহণ ও সমুদায় লোক আক্রমণ পূর্ব্বক স্বকীয় তেজে বলির নিগ্রহ করত ইন্দ্রকে পুনরায় স্বপদে স্থাপন ও

সমুদায় লোক পুনরায় তাঁহার বশে আনয়ন করিলেন। বামনদেব অতিশয় তেজস্বী ও সমুদায় লোকের হিতসাধনে তৎপর। তিনিই পূর্ব্বে এই শ্রমনাশন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আমিও তাঁহার প্রতি ভক্তিবশতঃ তাঁহারই এই আশ্রমে বাস করিতেছি। যজ্ঞের বিঘ্নকারী রাক্ষসগণ এই আশ্রমেই আসিয়া থাকে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তোমাকে এই আশ্রমপদেই সেই দুরাচারগণের বধ করিতে হইবে। হে রাম। আমরা অদ্য সেই অত্যুৎকৃষ্ট আশ্রমে গমন করিব। হে তাত! ঐ আশ্রম যেমন আমার, তোমারও তেমনি। এই বলিয়া মহামুনি বিশ্বামিত্র প্রীত চিত্তে রাম লক্ষ্মণকে গ্রহণ করিয়া, আশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক, শিশির ঋতুর অবসানে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের সহিত বিরাজমান চন্দ্রের ন্যায় সাতিশয় শোভা ধারণ করিলেন। সিদ্ধাশ্রমবাসী ঋষিগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া, তৎক্ষণাৎ হর্ষাতিশয় বশতঃ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিলেন। এবং যথাবিধানে সেই ধীমান্ বিশ্বামিত্রের পূজা করিয়া, রাজপুত্রদ্বয়েরও অতিথি সৎকার করিলেন। অনন্তর রাজপুত্রেরা মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ। আপনার মঙ্গল হউক। আপনি অদ্যই দীক্ষিত হউন। এই সিদ্ধাশ্রম পুনরায় সিদ্ধ ও আপনার বাক্যও সার্থক হউক। তাঁহারা এইপ্রকার কহিলে, মহাতেজা মহামুনি জিতেন্দ্রিয় বিশ্বামিত্র নিয়মানুসারে দীক্ষিত হইলেন। রাজপুত্র রাম ও লক্ষ্মণ পরম সমাহিত হইয়া, সেই রাত্রি যাপন পূর্ব্বক প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান ও সন্ধ্যা উপাসনা করিলেন এবং অতিশয় শুচি হইয়া, নিয়মানুসারে পরম জপ সমাধা করিয়া, বিশ্বামিত্রের বন্দনা করিলেন। বিশ্বামিত্র তৎকালে অগ্নিহোত্রে আহুতি দিয়া, বসিয়াছিলেন।

ত্রিংশ সর্গ।

রাজপুত্র রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েই শত্রুগণের দমন করিতে পারিতেন, উভয়েই দেশ কাল অবগত ছিলেন, এবং কি রূপে কথা কহিতে হয়, তাহাও জানিতেন। তাঁহারা উপযুক্ত দেশ ও কাল প্রাপ্ত হইয়া, বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ভগবন্! কোন্ সময়ে সেই রাক্ষসদ্বয়কে রক্ষা করিতে হইবে, শুনিতে ইচ্ছা করি। কেন না সেই সময় যেন বহিয়া না যায়। রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ যুদ্ধবাসনায় ত্বরাপর হইয়া, এইপ্রকার কহিলে, ঋষিগণ সকলেই প্রীত হইয়া, তাঁহাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এবং কহিলেন, আজি হইতে ছয় রাত্রি তোমাদিগকে রক্ষাই করিতে হইবে। বিশ্বামিত্র দীক্ষিত হইয়াছেন; কথা কহিবেন না, যশস্বী রাজপুত্র রাম ও লক্ষ্মণ ঋষিগণের এই কথা শ্রবণ করিয়া, নিদ্রাত্যাগপূর্ব্বক ছয়দিন অহোরাত্র তপোবন রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা অতিশয় ধনুর্দ্ধর ছিলেন। কবচ বন্ধন করিয়া, অনশনে মুনিবর বিশ্বামিত্রের রক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পঞ্চাহ অতীত হইয়া, ষষ্ঠাহ উপস্থিত হইলে, রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, তুমি কবচাদি বন্ধন পূর্ব্বক সাবধানে থাক। তিনি যুদ্ধবাসনায় ত্বরান্বিত হইয়া, এইপ্রকার কহিলে, উপাধ্যায় ও পুরোহিতের সহিত যজ্ঞবেদি সহসা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ঐ বেদিতে দর্ভ, চমস, স্রুক্, সমিৎ ও কুসুম সকল সংস্থাপিত ছিল। তৎসমস্ত উপকরণ ও বিশ্বামিত্রের সহিত সেই বেদি প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। ন্যায়ানুসারে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে, এমন সময়ে আকাশে অতি ভয়ানক শব্দ উত্থিত হইল। বর্ষাকালে যেমন দেখিতে পাওয়া যায়-মেঘ সকল সমুদায় আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া থাকে, তদ্রূপ আচ্ছ-

স্বর সহকারে মায়া বিস্তার করিয়া, মারীচ ও সুবাহু উভয়ে ধাবমান হইল। তাহাদের অনুচর সকল দেখিতে অতি ভয়ানক। তাহারাও আগমন করিয়া, রাশি রাশি রক্ত বর্ষণ করিতে লাগিল। রক্তের স্রোতে সমুদায় বেদি ভাসিয়া গেল। তদ্দর্শনে রাম তৎক্ষণাৎ ধাবমান হইয়া তাহাদিগকে অন্তরীক্ষে দেখিতে পাইলেন। রাজীবলোচন রাম মারীচ ও সুবাহুকে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া, লক্ষ্মণের দিকে দৃষ্টিপাত পুর্ব্বক কহিলেন, লক্ষ্মণ। অবলোকন কর; বায়ু যেমন মেঘকে, তেমনি আমি এই মাংসাশী দুর্বৃত্ত রাক্ষসদিগকে মানবাস্ত্র দ্বারা অপসারিত করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহারা অতি দুর্ব্বল। ইহাদিগকে বধ করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। এই বলিয়া তিনি বেগভরে ধনুতে পরম দীপ্তিবিশিষ্ট অত্যুৎকৃষ্ট মানবাস্ত্র সন্ধান করিয়া, অতিশয় ক্রোধে মারীচের হৃদয়ে নিক্ষেপ করিলেন। মারীচ সেই মানবনামক পরমাস্ত্রে অতিমাত্র আহত হইয়া, ঘুরিতে ঘুরিতে তথা হইতে সংপুর্ণ শত যোজন দূরে সাগরগর্ভে অচেতন অবস্থায় পতিত হইল। মারীচ এইরূপে সুশাণিত সায়কবলে পীড়িত হইয়া, নিবৃত্ত হইলে, রাম তদ্দর্শনে লক্ষ্মণকে কহিলেন, দেখ লক্ষ্মণ। এই শীতেষুনামক মানবাস্ত্র মন্ত্রবলে প্রয়োজিত হইয়া, মারীচকে হতজ্ঞান করিয়া, লইয়া যাইতেছে; ইহাকে প্রাণে মারে নাই। এক্ষণে আমি এই সকল রাক্ষসকেও সংহার করিব। ইহারা নির্দ্দয় ও অতিশয় দুরাচার এবং সর্ব্বদা পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান, যজ্ঞের বিঘ্ন ও শোণিত পান করিয়া থাকে। লক্ষ্মণকে এইপ্রকার কহিয়া, রঘুনন্দন রাম হস্তলাঘব প্রদর্শন করিয়া, সত্বর আগ্নেয় নামক মহৎ অস্ত্র গ্রহণ এবং সুবাহুর হৃদয়ে নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে, সে ভুমিতে পড়িয়া গেল। তখন মহাযশা পরম উদারপ্রকৃতি রাম মুনিগণের প্রীতি সম্পাদন পুর্ব্বক অবশিষ্ট রাক্ষসদিগকে বায়ব্যাস্ত্রে সংহার করিলেন। এবং সেই যজ্ঞবিঘ্নকর রাক্ষসগণের সক-

লকে বধ করিয়া, বৃত্রাসুরবিজয়ে ইন্দ্রের ন্যায়, ঋষিগণ কর্তৃক পূজিত হইলেন।

অনন্তর যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, মহামুনি বিশ্বামিত্র, সমুদায় দিক্ নিরাপদ হইয়াছে, দেখিয়া, রামকে কহিলেন, হে মহাবাহো! আমি কৃতার্থ হইলাম। তুমিও গুরুবাক্য রক্ষা এবং এই সিদ্ধাশ্রম যথার্থই সিদ্ধ করিলে। তুমি অতি বীর ও যশস্বী। রামকে এইপ্রকার প্রশংসা করিয়া, তিনি উভয় ভ্রাতার সহিত সন্ধ্যা-বন্দনা করিলেন।

একত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর বীর্য্যবান্ রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে কৃতার্থ ও আহ্লাদিত হইয়া, প্রসন্নচিত্তে রজনী যাপন পূর্ব্বক প্রভাত হইলে, পূর্ব্বাহ্নিক কার্য্য সমাপন করিয়া, একত্রে বিশ্বামিত্র ও অন্যান্য ঋষিগণের সমীপে গমন করিলেন। তাঁহাদের উভয়েরই বাক্য অতি মধুর। তাঁহারা জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় বিশ্বামিত্রকে অভিবাদন করিয়া, মধুর ও উদার বাক্যে কহিলেন; হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনার কিংকর আমরা উপস্থিত; কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। তাঁহারা এই-প্রকার কহিলে, সমুদায় মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে পুরোবর্ত্তী করিয়া, রামকে কহিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ! মিথিলাধিপতি জনক যজ্ঞ করি-বেন। তাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছা, ঐ যজ্ঞে দানাদি বিবিধ ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। আমরা সেই যজ্ঞে গমন করিব। হে নরশ্রেষ্ঠ! তোমাকেও আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবে। তথায় যে অদ্ভুত ও উৎকৃষ্ট ধনু আছে, তোমার তাহা দেখা কর্ত্তব্য। হে নরশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বে দেবরাতের যজ্ঞসভায় শিবসহিত দেবগণ অপরিমিত বল ও পরম দীপ্তিবিশিষ্ট উল্লিখিত ভয়ঙ্কর ধনু প্রদান

করেন। কি দেব, কি গন্ধর্ব্ব, কি অসুর, কি রাক্ষস, অথবা কি মনুষ্যগণ কেহই ঐ ধনুতে জ্যারোপণ করিতে সমর্থ হয় নাই। অনেক মহাবল রাজা ও রাজপুত্র ঐ ধনুর বল জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন; তাঁহারাও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। হে নরশার্দ্দূল! হে কাকুৎস্থ! তুমি তথায় মহাত্মা জনকের তাদৃশ ধনু ও অত্যাশ্চর্য্য যজ্ঞ দর্শন করিবে। ঐ ধনুর মুষ্টিবন্ধন স্থান অতিশয় মনোহর। রাজর্ষি দেবরাত যজ্ঞ করিয়া, তাহার ফলস্বরূপ উৎকৃষ্ট ধনু যাচ্ঞা করিলে, দেবগণ তাঁহাকে উহা প্রদান করেন। হে রঘুনন্দন! রাজা জনকের গৃহে উপাস্য দেবতা রূপে ঐ ধনু প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতিদিন অগুরুগন্ধি ধূপ ও অন্যান্য বিবিধ গন্ধ দ্রব্য দ্বারা তাহার পূজা হইয়া থাকে। এই বলিয়া মুনিবর বিশ্বামিত্র রাম, লক্ষ্মণ ও ঋষিগণের সহিত জনকযজ্ঞে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময়ে বনদেবতাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া কহিলেন, তোমরা সুখে থাক; আমার যজ্ঞ সিদ্ধ হইয়াছে। আমি এখন এই সিদ্ধাশ্রম হইতে জাহ্নবীর উত্তর তীরে শিলাসংঘাতপূর্ণ হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিব। এই বলিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ তপোধন বিশ্বামিত্র উত্তর দিক্ লক্ষ্য করিয়া, প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। অনন্তর তিনি গমন করিতে আরম্ভ করিলে, ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ একশত শকটে আপনাদের দ্রব্যজাত গ্রহণ করিয়া, তাঁহার অনুগামী হইলেন। তদ্দর্শনে আশ্রমবাসী মৃগপক্ষী সকলও তপোধন বিশ্বামিত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। ঋষি তাহাদের সকলকেই নিবৃত্ত করিলেন।

অনন্তর ঋষিগণ দূর পথ অতিক্রম করিয়া, সূর্য্যাস্ত সময়ে শোণা নদীর তীরদেশে অবস্থিতি করিলেন এবং দিবাকর অস্ত গমন করিলে, সকলে স্নান ও সমাহিত চিত্তে অগ্নিতে আহুতি দান পূর্ব্বক বিশ্বামিত্রকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া, উপবিষ্ট হইলেন। রামও লক্ষ্মণের সহিত সেই সকল ঋষিকে যথাযথ পূজা করিয়া,

ধীমান্ বিশ্বামিত্রের সম্মুখে আসীন হইলেন। অনন্তর মহাতেজা রাম কৌতূহলবশংবদ হইয়া, তপোনিধি মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! এই দেশের নাম কি? ইহার অধিবাসী সকল সমৃদ্ধিমান্। তাহাতে, এই দেশের সাতিশয় শোভা হইয়াছে। আপনার মঙ্গল হউক্। আমার শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছে; অতএব এই দেশের যথাযথ বিবরণ কীর্ত্তন করুন। মহাতপাঃ বিশ্বামিত্র রামবাক্যে উত্তেজিত হইয়া, ঋষিগণ মধ্যে ঐ দেশের সমুদায় বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন।

০০০::::০০০

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, কুশনামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ব্রহ্মার পুত্র, অতিশয় মহাত্মা, পরম তপস্বী, এবং সমুদায় ধর্ম্ম অবগত ছিলেন ও সর্ব্বদা সজ্জনগণের পূজা করিতেন; ব্রত করিয়া কখন তাঁহার ক্লেশ বোধ হইত না। মহাত্মা কুশ বৈদর্ভীনামক কুলসম্পন্না উপযুক্তা পত্নীতে আত্মসদৃশ মহাবল চারি পুত্র উৎপাদন করেন। তাঁহাদের নাম কুশাম্ব, কুশনাভ, অমূর্ত্তরজা ও বসু। তাঁহারা সকলেই মহোৎসাহ ও দীপ্তিবিশিষ্ট এবং অতিশয় ধার্ম্মিক ও সত্যবাদী। কুশ ক্ষত্রধর্ম্মের বৃদ্ধিবাসনায় তাহাদিগকে বলিলেন, হে পুত্রগণ! তোমরা প্রজাপালন কর; বিশিষ্টরূপ ধর্ম্ম লাভ করিবে। কুশের বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই সর্ব্বলোকশ্রেষ্ঠ পুত্রগণ সকলেই পুর সকলের প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে মহাতেজা কুশাম্ব কৌশাম্বী নামে পুরী নির্ম্মাণ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা কুশনাভ মহোদয় নামে নগর স্থাপন করিলেন। মহামতি অমূর্ত্তরজা ধর্ম্মারণ্য নামে এবং রাজা বসু গিরিব্রজ নামে উৎকৃষ্ট পুর প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই দেশ সেই মহাত্মা বসুর রাজ্য। এই যে পাঁচটী প্রধান পর্ব্বত ইহার চতুর্দ্দিকে শোভা পাইতেছে, এ সকলও বসুর অধিকৃত। আর, এই শোণা

নদী মগধদেশ হইতে আসিয়াছে বলিয়া ইহার নাম মাগধী হইয়াছে। এই নদী ঐ পাঁচটী পর্ব্বতের মধ্যে মালার ন্যায় শোভা বিস্তার করিয়া, পূর্ব্বাভিমুখে পুনরায় মগধরাজ্যে ধাবমান হইতেছে। ইহার উভয় পার্শ্বে মনোহর ক্ষেত্র ও শস্য সকল শোভা পাইতেছে। হে রাম! এই নদীও মহাত্মা বসুর অধিকৃত।

হে রঘুনন্দন! ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষি কুশনাভ ঘৃতাচীর গর্ভে একশত উৎকৃষ্ট কন্যা উৎপাদন করেন। সেই রূপবতী যৌবনশালিনী কন্যা সকল বর্ষাকালীন বিদ্যুন্মণ্ডলীর ন্যায়, নিরতিশয় অলঙ্কৃত হইয়া, কোন সময়ে উদ্যানভূমিতে আগমন পূর্ব্বক নৃত্য, গীত ও বাদ্য সহকারে অতিশয় আমোদ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, অত্যুৎকৃষ্ট অলংকার ধারিণী এবং রূপে পৃথিবীতে অদ্বিতীয়া; উদ্যানের মধ্যগতা হইয়া, মেঘমধ্যে তারাসমূহের ন্যায় সাতিশয় শোভা ধারণ করিলেন। বিশ্বাত্মা বায়ু তাদৃশ রূপ যৌবন ও গুণশালিনী রমণীদিগকে দর্শন করিয়া, বলিতে লাগিলেন,আমি তোমাদের কামনা করিতেছি; তোমরা আমার ভার্য্যা হও। তাহা হইলে, তোমরা আর মানুষ থাকিবে না এবং দীর্ঘ জীবন ভোগ করিবে। যৌবন, বিশেষতঃ মানুষের যৌবন কখন স্থায়ী নহে। আমার পত্নী হইলে, তোমরা অমর ও চিরযৌবনা হইবে।

অক্লিষ্টকর্ম্মা বায়ুর এই কথা শুনিয়া, কন্যাগণ উপহাস করিয়া কহিলেন, হে সুরশ্রেষ্ঠ। তুমি সকলেরই অন্তর্যামী। আর আমরাও তোমার প্রভাব জানি। তবে তুমি কি জন্য অবমাননা করিতেছ? হে দেব! আমরা সকলেই কুশনাভের কন্যা। তোমাকে অনায়াসেই স্বীয়পদ হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারি। কিন্তু শাপ দিলে, তপস্যার ক্ষয় হইবে। হে দুর্ব্বুদ্ধে। সত্যবাদী পিতাকে অগ্রাহ্য করিয়া, স্বতন্ত্রা হইয়া, স্বামিগ্রহণ করিব, এরূপ সময় যেন আমাদের কখনও না উপস্থিত হয়। পিতাই আমাদের প্রভু ও পরম দেবতা; তিনি যাহাকে দিবেন, সেই ব্যক্তিই আমা

দের স্বামী হইবেন। হে রাম! বায়ু সকলই করিতে পারেন। তাঁহাদের এই কথা শুনিয়া, তিনি অত্যন্ত রাগিয়া উঠিলেন। এবং তৎক্ষণাৎ তাহাদের শরীরে প্রবেশ করিয়া, সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিলেন। তখন তাঁহারা ভগ্নদেহে পিতার গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং লজ্জা ও সম্ভ্রমে কান্দিতে লাগিলেন। রাজা সেই পরমশোভনা প্রিয়তমা কন্যাদিগকে ভগ্নদেহে রোদন করিতে দেখিয়া, সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসিলেন, কন্যাগণ! এ কি, কোন্ ব্যক্তি ধর্ম্ম লঙ্ঘন করিল এবং কেই বা তোমাদিগকে কুব্জা করিয়া দিল! তোমরা কেবল কান্দিতেছ; কিছুই বলিতেছ না কেন? রাজা এই বলিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া, ধ্যান করিতে লাগিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

কন্যা সকল ধীমান্ কুশনাভের বাক্য শ্রবণ করিয়া, মস্তক দ্বারা তদীয় চরণ স্পর্শ করিয়া বলিতে লাগিলেন, রাজন্! বায়ু সকলের আত্মা স্বরূপ। তথাপি, ধর্ম্ম পানে না চাহিয়া, অন্যায় রূপে আমাদের অপমান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। আমরাও বলিয়াছিলাম, তোমার মঙ্গল হউক; আমাদের পিতা আছেন। আমরা স্বতন্ত্রা নহি। অতএব তুমি আমাদের পিতার নিকট প্রার্থনা কর। তিনি আমাদিগকে সম্প্রদান করিবেন। এইপ্রকার বলিলে, বায়ু দুরভিসন্ধি বশতঃ, সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া, আমাদের সকলকেই এই দুরন্ত আঘাত দিলেন। পরমধার্ম্মিক ও পরমতেজস্বী রাজা কুশনাভ কন্যাগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে কন্যা সকল! ক্ষমাবানের ক্ষমা করাই কর্ত্তব্য। তোমরাও অত্যন্ত ক্ষমা করিয়াছ। আর, তোমরা একমত হইয়া, যে কুলধর্ম্ম রক্ষা, করিয়াছ; ইহাও অতি মহৎ বলিতে হইবে। স্ত্রীগণের, বিশেষে

পুরুষের, ক্ষমাই ভূষণ। বিশেষতঃ, দেবগণে ক্ষমা করা অতি দুষ্কর। প্রার্থনা করি, তোমাদের ক্ষমা যেপ্রকার, সেপ্রকার ক্ষমা সকলেরই হউক। হে কন্যাসমূহ! ক্ষমাই দান, ক্ষমাই সত্য, ক্ষমাই যজ্ঞ, ক্ষমাই যশ, ক্ষমাই ধর্ম্ম এবং ক্ষমাতেই সংসার চলিতেছে। দেবতার ন্যায় পরাক্রান্ত রাজা কুশনাভ এই বলিয়া কন্যাদিগকে বিদায় দিয়া, যাহাতে তাঁহারা উপযুক্ত দেশ কালে উপযুক্ত পাত্রে পড়িতে পারেন, তদ্বিষয়ে মন্ত্রিদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে চূলীনামে কোন ব্রহ্মচারী তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েন। তিনি ঊর্দ্ধরেতা, শুদ্ধাচার ও নিরতিশয় দীপ্তিমান্। রাম! তোমার মঙ্গল হউক। চূলী তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে, ঊর্ম্মিলানন্দিনী সোমদা নামে কোন গন্ধর্ব্বরমণী তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। সেই সেবাপরায়ণা পরমধার্ম্মিকা গন্ধর্ব্বী কোন সময়ে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার সমীপস্থা হইল। হে রঘুনন্দন! ঋষিও তুষ্ট হইয়া, কাল সহকারে তাহাকে বলিলেন, তোমার কল্যাণ হউক; আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি; তোমার কি প্রিয় করিব, বল। বাক্যবিশারদ গন্ধর্ব্বী বাক্যবিশারদ ঋষিকে সন্তুষ্ট জানিয়া, পরম প্রীত চিত্তে মধুর বাক্যে কহিল, আপনি ব্রহ্মতেজঃ ও ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করিয়া, অতিশয় তপস্বী হইয়াছেন। এইপ্রকার ব্রহ্মতেজ ও তপস্যাসম্পন্ন পুত্র লাভ করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে। আমার স্বামী নাই; আমি কাহারও পত্নী নহি। বিশেষতঃ, ব্রাহ্মবিধানে আপনার আশ্রয় লইয়াছি। অতএব যাহাতে আমার পুত্র হয়, এরূপ অনুগ্রহ করুন। ব্রহ্মর্ষি প্রসন্ন হইয়া, তাহাকে এক উৎকৃষ্ট ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন পুত্র প্রদান করিলেন। চূলীর এই মানসপুত্র ব্রহ্মদত্ত নামে বিখ্যাত হইলেন। ব্রহ্মদত্ত রাজা হইয়া, অতিশয় সমৃদ্ধিমতী কাম্পিল্যা নগরীতে, স্বর্গে ইন্দ্রের ন্যায় বাস করিলেন।

ঐ সময়ে পরম ধার্ম্মিক কুশনাভ ব্রহ্মদত্তকে আপনার

শত কন্যা সম্প্রদান করিতে সম্যকরূপে সঙ্কল্প করিলেন। অনন্তর মহাতেজা কুশনাভ ব্রহ্মদত্তকে আহ্বান করিয়া, পরমপ্রীতচিত্তে কন্যা সকল সম্প্রদান করিলেন। ইন্দ্রসদৃশ রাজা ব্রহ্মদত্তও যথাক্রমে তাহাদের পাণিগ্রহণ করিলেন। হে রঘুনন্দন! তিনি পাণিস্পর্শ করিবামাত্র, কন্যা সকলের কুব্জভাব ও সমুদায় সন্তাপ দূর হইয়া গেল এবং তাঁহারা অপূর্ব্ব শ্রী লাভ করিয়া, শোভা পাইতে লাগিলেন। মহীপতি কুশনাভ কন্যাদিগকে বায়ুমুক্ত দেখিয়া, অত্যন্ত প্রীত হইয়া, বারংবার হর্ষ অনুভব করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি কৃতদার রাজা ব্রহ্মদত্তকে পত্নী ও উপাধ্যায়গণের সহিত স্বস্থানে প্রেরণ করিলেন। গন্ধর্ব্বী সোমদা পুত্রকে অনুরূপ ভার্য্যাগণে সমবেত দর্শন করিয়া, ন্যায়ানুসারে বারংবার স্পর্শ ও কুশনাভের প্রশংসা করত, বধূগণের অভিনন্দন করিতে লাগিলেন।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

হে রাম! ব্রহ্মদত্ত বিবাহ করিয়া, প্রস্থান করিলে, অপুত্র কুশনাভ পুত্রকামনায় পুত্রযাগ আরম্ভ করিলেন। যজ্ঞ আরম্ভ হইলে, অতিশয় উদারপ্রকৃতি ব্রহ্মপুত্র কুশ রাজা কুশনাভকে কহিলেন, বৎস! তুমি গাধিনামে আত্মসদৃশ পরমধার্ম্মিক পুত্র প্রাপ্ত হইবে। ঐ গাধি হইতে তোমার কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী হইবে। কুশ মহীপতি কুশনাভকে এইপ্রকার কহিয়া, আকাশে প্রবেশ পূর্ব্বক সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

এদিকে কিয়ৎকাল অতীত হইলে, ধীমান্ কুশনাভের গাধিনামে পরমধার্ম্মিক পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। হে কাকুৎস্থ! সেই পরমধার্ম্মিক গাধিই আমার পিতা। হে রঘুনন্দন! আমি কুশের বংশে জন্মিয়াছি বলিয়া, আমার নাম কৌশিক হইয়াছে।

হে রাঘব! আমার অগ্রে এক ভগ্নীর জন্ম হয়। তিনি অতিশয় ব্রতনিষ্ঠা। তাঁহার নাম সত্যবতী। ঋচীকের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি স্বামীর অনুগামিনী হইয়া, সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়াছেন। অধুনা, আমার সেই ভগিনীই পৃথিবীতে এই কৌশিকীনাম্নী সাতিশয় মনোহারিণী তরঙ্গিণী রূপে হিমালয় হইতে আবির্ভূতা হইয়াছেন। তিনি লোকের হিত নিমিত্ত এই রূপে ঐ পুণ্যোদকশালিনী শান্তস্বভাবা স্রোতস্বিনী রূপে প্রবাহিতা হইতেছেন। আমি এই জন্যই ভাগিনীস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া, নিয়মানুসারে হিমালয়পার্শ্বে সুখে বাস করিয়া থাকি। আমার এই ভগিনী পতিব্রতা মহাভাগা সরিদ্বরা কৌশিকীর জল পান করিলে, মনঃ কখন সত্য ও ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হয় না। হে রাম! আমি সিদ্ধি লাভ হেতু, ভগিনীকে ত্যাগ করিয়া, সিদ্ধাশ্রমে আসিয়া ছিলাম। তোমার তেজে আমার সিদ্ধিলাভও হইয়াছে। হে মহাবাহো! তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তদনুসারে আমার, আমার বংশের ও এই দেশের যে রূপে জন্ম হইয়াছে, বলিলাম। হে কাকুৎস্থ! কথায় কথায় অর্দ্ধরাত্র অতীত হইয়াছে। তোমার কল্যাণ হউক। কল্য পথ চলিবার সময় বিঘ্ন না ঘটে, তজ্জন্য এক্ষণে নিদ্রা যাওয়া আবশ্যক। ঐ দেখ, তরু সকল নিস্পন্দ, মৃগ পক্ষী সকল নিদ্রিত, রজনীর অন্ধকারে দিক্ সকল আচ্ছন্ন এবং সন্ধ্যাও ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হইয়াছে। নভোমণ্ডল তারকা ও নক্ষত্রমালায় পূর্ণ ও তাহাদের রশ্মিতে উদ্ভাসিত হইয়া, যেন চাহিয়া রহিয়াছে; সর্ব্বভুবনপ্রকাশক চন্দ্রমা স্বকীয় প্রভায় প্রাণিগণের মন আহ্লাদিত করিয়া, উদিত হইতেছেন এবং ভয়ঙ্কর মাংসাশী যক্ষরাক্ষস ও অন্যান্য নিশাচর প্রাণিগণ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে।

মহাতেজা মহামুনি বিশ্বামিত্র এই বলিয়া, নিবৃত্ত হইলে, সমবেত মহর্ষিগণ সাধু সাধু বাক্যে তাঁহার পূজা করিয়া বলিতে

লাগিলেন, কুশিকের বংশ অতি মহৎ ও সর্ব্বদাই ধর্ম্মতৎপর। যাঁহারা এই বংশে জন্মিয়াছেন, তাঁহারাও মানবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মহানুভাব ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মার সদৃশ। বিশেষতঃ, হে বিশ্বামিত্র! আপনি অতি যশস্বী এবং এই সরিদ্বরা কৌশিকী আপনাদের বংশ উজ্জ্বল করিয়াছেন। মহর্ষিগণ আহ্লাদিত হইয়া, এইপ্রকার প্রশংসা করিলে, শ্রীমান্ বিশ্বামিত্র অস্তগত সূর্য্যের ন্যায়, নিদ্রা গেলেন। রামও লক্ষ্মণের সহিত কিঞ্চিৎ বিস্ময়ান্বিত হইয়া, বিশ্বামিত্রের প্রশংসা করত নিদ্রার আশ্রয় লইলেন।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

বিশ্বামিত্র মহর্ষিগণের সহিত শোণা নদীর তীরে রাত্রিযাপন করিয়া, নির্ব্বিঘ্নে রজনী প্রভাত হইলে, কহিলেন, রাম! রাত্রি সুপ্রভাত হইয়াছে; প্রাতঃসন্ধ্যার সময় উপস্থিত। তোমার মঙ্গল হউক। তুমি উঠিয়া, গমনের জন্য প্রস্তুত হও। রাম ঋষির বাক্য শুনিয়া, প্রাতঃকালীন আহ্নিককৃত্য সম্পাদন করিয়া গমনে উদ্যত হইয়া, কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমাদিগকে এই অগাধ-নির্ম্মল-জল-পূর্ণ তীরশোভিত শোণনদ কোন্ পথে পার হইতে হইবে? রাম এইপ্রকার কহিলে, বিশ্বামিত্র বলিলেন, মহর্ষিগণ যে পথে পার হয়েন, আমি সেই পথই স্থির করিয়াছি। অনন্তর তাঁহারা বহুদূর গমন করিয়া, দ্বিপ্রহরের সময় মুনিগণ-সেবিত সরিদ্বারা জাহ্নবীকে দর্শন করিলেন। হংসসারসসেবিত পবিত্রতোয়া জাহ্নবীকে দর্শন করিয়া, রামের সহিত মুনিগণ সকলেই আহ্লাদিত হইলেন। এবং তদীয় তীরদেশে অবস্থিতি করিলেন। অনন্তর বিহিত বিধানে স্নান ও পিতৃ-দেবতার তর্পণ করিয়া, অগ্নিহোত্রে আহুতি দান ও অমৃতবৎ হবিঃ পান পূর্ব্বক

আহ্লাদিত অন্তঃকরণে জাহ্নবীতটে প্রবেশ করিলেন। এবং তথায় বিশ্বামিত্রকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া, যথান্যায়ে অবস্থিতি করিলেন। রামলক্ষ্মণও অনুরূপ বিধানে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর রাম পরম প্রীত মনে বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! শুনিতে ইচ্ছা করি, এই ত্রিপথগামিনী তরঙ্গিণী জহ্নুনন্দিনী কিরূপে ত্রিলোকব্যাপিনী হইয়া, সাগরগামিনী হইয়াছেন?

রাম এইপ্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, মহামুনি বিশ্বামিত্র যেরূপে গঙ্গার জন্ম ও বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা বলিতে আরম্ভ করিলেন; কহিলেন, রাম। ধাতু সকলের আকর শৈলরাজ হিমালয়ের দুই কন্যা। ইহাঁরা উভয়েই রূপে অদ্বিতীয়া। মেরু পর্ব্বতের মেনানাম্নী সুমধ্যমা ও মনোহারিণী দুহিতা হিমালয়ের পত্নী। ইহারই গর্ভে ঐ দুই কন্যার জন্ম হয়। ইহাঁদের মধ্যে এই ভাগীরথীই হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। হে রাঘব! উমা নামে তাঁহার আর এক কন্যার জন্ম হয়। সুরগণ সকলে দেবগণের কার্য্যসাধন বাসনায় হিমালয়ের নিকট তাঁহার এই জ্যেষ্ঠা কন্যা ত্রিপথগা গঙ্গাকে প্রার্থনা করেন। হিমালয়ও লোকহিতকামনায় ধর্ম্মানুসারে এই লোকপাবনী স্বচ্ছন্দপথগামিনী নন্দিনী ভাগীরথীকে প্রদান করেন। ত্রিলোকের হিতাকাঙ্ক্ষী দেবগণ ত্রিলোকের উপকারার্থ গঙ্গাকে গ্রহণ করিয়া, কৃতকৃত্য চিত্তে প্রস্থান করিলেন।

হে রঘুনন্দন। হিমালয়ের আর এক যে কন্যা ছিলেন, তিনি মুনিবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক পরম পবিত্র ব্রতানুষ্ঠান সহকারে কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। শৈলরাজ হিমালয় কঠোর-তপশ্চারিণী লোকপূজিতা এই উমাকে রুদ্রের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। সংসারে এই রুদ্রের তুলনা নাই। হে রাঘব। সরিদ্বরা গঙ্গা ও দেবী উমা ইহাঁরাই সেই হিমালয়ের কন্যা। ইহাঁরা উভয়েই সর্ব্বলোকের পূজনীয়া। তোমার নিকট সমু-

দায়ই বলিলাম। এক্ষণে, গঙ্গা যে রূপে ত্রিপথগামিনী হইয়াছেন, তাহাও শ্রবণ কর। ইনি প্রথমে আকাশপথে গমন করেন, পরে সুরলোকে আরোহণ করেন, তদনন্তর সকল-পাপহন্ত্রী জলবাহিনী হইয়াছেন।

০০০ঃঃঃ০০০

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

বিশ্বামিত্র ঐপ্রকার কহিলে, রামলক্ষ্মণ উভয়েই প্রশংসা পূর্ব্বক সেই মুনিশ্রেষ্ঠকে বলিলেন, হে ব্রহ্মন্‌! আপনার এই বাক্য শ্রবণ করিলে, পরম ধর্ম্ম লাভ হয়। আপনি সকল বিষয়ই সবিস্তার জানেন। অতএব পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গার চরিত্র বিস্তার পূর্ব্বক বলুন। উহা শুনিলে, দিব্য লোক লাভ হয়। হে ব্রহ্মন্‌! সর্ব্বলোকপাবনী সরিদ্বরা গঙ্গা কিজন্য তিন পথ প্লাবিত করেন? কি রূপে ত্রিপথগা নামে ত্রিভুবনে বিখ্যাত হয়েন? হে ধর্ম্মজ্ঞ! তাঁহার চরিত্রই বা কিরূপ, সমস্ত কীর্ত্তন করুন।

রাম এইপ্রকার কহিলে, তপোধন বিশ্বামিত্র ঋষিগণ মধ্যে সমুদায় বৃত্তান্ত সবিস্তার বলিতে লাগিলেন, হে রাম! পূর্ব্বে মহাতপা মহাদেব বিবাহ করিয়া, দেবী ভগবতীকে দর্শন করত তাঁহার সহিত বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই রূপে ধীমান্‌ নীলকণ্ঠ মহাদেব বিহার করিতে করিতে দেবপরিমাণের শতবৎসর যাপন করিলেন। হে রাম। তথাপি তাঁহার সন্তানোৎপত্তি হইল না। তদ্দর্শনে পিতামহ প্রভৃতি দেবগণ সকলেই, যাহাতে মহাদেবের তেজঃ স্খলিত না হয়, তজ্জন্য যত্নপরায়ণ হইয়া, বলিতে লাগিলেন, উনাতে যে তেজঃ উৎপন্ন হইবে, কে তাহা সহ্য করিবে। এই ভাবিয়া সমুদায় দেবতাই মহাদেবের

সমীপে গমন করিয়া, প্রণিপাত পূর্ব্বক বলিলেন, হে সর্ব্বলোক-হিতনিরত দেবদেব মহাদেব! আপনি আমাদের প্রণিপাতে প্রসন্ন হউন। হে সুরোত্তম! লোকে আপনার তেজ ধারণ করিতে পারিবে না। অতএব আপনি ভগবতীর সহিত বেদ-বিহিত তপোযোগ দ্বারা তপস্যা করুন এবং ত্রিলোকের মঙ্গল নিমিত্ত আপনাতেই এই তেজ ধারণ করিয়া, লোক সকলের রক্ষা করুন, বিনাশ করিবেন না।

সর্ব্বলোক-মহেশ্বর মহাদেব দেবগণের কথা শুনিয়া, আচ্ছা তাহাই হইবে, বলিলেন এবং পুনরায় কহিলেন, আমি ভগবতীর সহিত আপনিই এই তেজ ধারণ করিব; দেবগণ ও পৃথিবী সকলেই নিরুদ্বেগ হউন। কিন্তু হে অমরেন্দ্রগণ! আমার যে তেজ স্বস্থান হইতে বিচলিত হইয়াছে, কোন্ ব্যক্তি তাহা ধারণ করিবে, বল।

বৃষভধ্বজ এইপ্রকার কহিলে, দেবগণ প্রত্যুত্তর করিলেন, আপনার যে তেজ স্বস্থানচ্যুত হইয়াছে, পৃথিবী তাহা ধারণ করিবেন। সুরপতি মহাবল মহাদেব দেবগণের বাক্যে সেই তেজঃ পরিত্যাগ করিলেন। তাহাতে, পর্ব্বত ও কাননসহিত সমুদায় পৃথিবী ব্যাপ্ত হইয়া গেল। অনন্তর দেবগণ হুতাশনকে কহিলেন, তুমি বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া, মহাদেবের এই মহাতেজে আবিষ্ট হও। তখন, ঐ তেজ অগ্নি কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত ও শ্বেত পর্ব্বতরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া, সূর্য্যাগ্নি সদৃশ দিব্য শর-বনের আকার ধারণ করিল। অগ্নির পুত্র মহাতেজা কার্ত্তি-কেয় এই শরবনেই জন্মগ্রহণ করেন। তদ্দর্শনে ঋষিগণ ও দেব-গণ অত্যন্তপ্রীতচিত্তে দেবীসহিত মহাদেবের পূজা করিলেন।

অনন্তর শৈলসুতা উমা দেবগণকে ক্রোধভরে আরক্তলোচনে শাপ দিয়া কহিলেন, আমি পুত্রকামনায় মহাদেবের সহিত মিলিতা হইয়াছিলাম। তোমরা তাহার ব্যাঘাত করিলে। এইজন্য তোমরা স্ব স্ব পত্নীতে পুত্র উৎপাদন করিতে পারিবে না। আজি

হইতে তোমাদের স্ত্রীগণ নিঃসন্তান হইবে। সকল দেবতাকেই এইরূপ কহিয়া, দেবী উমা পৃথিবীকেও শাপ দিয়া বলিলেন, হে বসুধে! তুমিও বহুরূপা ও বহুভোগ্যা হইবে। আমার ক্রোধে পাপভারে আক্রান্ত হইয়া, তুমি কখন পুত্রজন্য সুখলাভ করিতে পারিবে না। যেহেতু, হে দুর্ব্বুদ্ধে! আমার যে পুত্র জন্মে, তাহাতে তোমার ইচ্ছা নাই।

সুরপতি মহেশ্বর সমুদায় দেবতাকে শাপগ্রস্ত অবলোকন করিয়া, উত্তর দিকে প্রস্থান করিবার উপক্রম করিলেন। অনন্তর সেই দিকে গমন করিয়া, তিনি হিমালয়ের উত্তরপার্শ্বে হিমবৎ-প্রভবনামক শৃঙ্গে দেবীর সহিত তপস্যা করিতে লাগিলেন।

হে রাম! তোমাকে এই বিস্তারপূর্ব্বক দেবী উমার বৃত্তান্ত বলিলাম। এক্ষণে লক্ষ্মণের সহিত আমার নিকট ভাগীরথীর জন্মাদি ঘটনা শ্রবণ কর।

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

মহাদেব তপস্যা আরম্ভ করিলে, অগ্নি ও ইন্দ্রের সহিত দেবগণ সেনাপতিলাভের প্রত্যাশায় পিতামহ ব্রহ্মার সদনে সমাগত হইলেন এবং সকলে প্রণাম পূর্ব্বক ভগবান্ ব্রহ্মাকে নিবেদন করিলেন, হে ভগবন্! যিনি পূর্ব্বে আমাদিগকে সেনাপতি প্রদান করিব বলিয়া, শুক্রমাত্র দান করেন, সেই ভগবান্ ভব দেবীর সহিত পরম যোগ আশ্রয় করিয়া, তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অধুনা, এবিষয়ে কর্ত্তব্য কি, লোক সকলের হিতানুষ্ঠান জন্য আপনি তাহা বিধান করুন। আপনিই আমাদের পরমগতি এবং আপনি সমুদায় কর্ত্তব্যই অবগত আছেন।

সর্ব্বলোকের পিতামহ ব্রহ্মা দেবগণের কথা শুনিয়া, মধুর বচনে সকলকেই সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, শৈলনন্দিনী উমা

বলিয়াছেন, তোমরা স্ব স্ব স্ত্রীতে সন্তানোৎপাদন করিতে পারিবে না। তাঁহার এই বাক্য কখন নিষ্ফল ও মিথ্যা হইবে না। এই আকাশগঙ্গা মন্দাকিনী, ইহাঁরই গর্ব্ভে অগ্নি শত্রুহন্তা পুত্র উৎপাদন করিবেন। ঐ পুত্র দেবগণের সেনাপতি হইবেন। এই ভাগীরথী হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। ইনি সেই পুত্রকে আপনার পুত্রবৎ জ্ঞান করিবেন। আর, উমাও ইহাতে সম্পূর্ণ মত দিবেন, সন্দেহ নাই।

হে রঘুনন্দন! পিতামহের বাক্য শ্রবণ করিয়া, দেবগণ কৃতার্থ হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক সবিশেষ পূজা করিলেন। হে রাম! অনন্তর সমুদয় দেবতা বিবিধধাতুমণ্ডিত কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিয়া, পুত্রের জন্য অগ্নিকে বরণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে দেব হুতাশন! তোমাকে দেবগণের এই কার্য্যটী সাধন করিতে হইবে; তুমি শৈলনন্দিনী ভাগীরথীতে মহাতেজ তেজ আধান কর। হুতাশন দেবগণের বাক্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, গঙ্গার নিকট গমন করিয়া কহিলেন, হে দেবি! তুমি দেবগণের এই প্রিয় গর্ব্ভ ধারণ কর। দেবী গঙ্গা অগ্নির বাক্যে তৎক্ষণাৎ দিব্য রূপ ধারণ করিলেন। অগ্নি তদীয় মহিমা অবলোকন করিয়া, মহাদেবের তেজঃ [illegible] করিলেন। হে রঘুনন্দন! অগ্নি এই রূপে সেই তেজো[illegible]রা গঙ্গাকে সর্ব্বতোভাবে অভিষিক্ত করিলে, গঙ্গার সমুদয়-স্রোত পূর্ণ হইয়া গেল। তদ্দর্শনে গঙ্গা সর্ব্বদেবাগ্রগণ্য [illegible]ককে কহিলেন, হে দেব! তোমার এই অতিমাত্র প্রচণ্ড তেজঃপ্রেরণ করিতে আমার সামর্থ্য হইতেছে না। উহার [illegible] দহ্যমানা হইয়া, আমার চেতনালোপ হইয়াছে।

তখন, দেবগণের হুতভুক অগ্নি গঙ্গাকে কহিলেন, তুমি এই হিমালয়পার্শ্বে গর্ভমোচন কর। গঙ্গা অগ্নির বাক্য শ্রবণ করিয়া, অতিশয় দীপ্তিমান্ ও পরমতেজস্বী সেই গর্ব্ভ তৎক্ষণাৎ স্রোত হইতে পরিত্যাগ করিলেন। তিনি যে ঐ গর্ভ মোচন

করিলেন, উহার প্রভা, তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়। উহা ধরাতলে পতিত হইবামাত্র, উহার সংসর্গে তত্রত্য বস্তু সকল সুবর্ণরূপে ও সমীপবর্ত্তী দ্রব্যজাত রৌপ্যরূপে আবির্ভূত হইল এবং দূর-বর্ত্তী বস্তু সকল ঐ তেজের তীক্ষ্ণতা হইতে তাম্র ও লৌহরূপে পরিণত হইল। আর, তাহার মল হইতে ত্রপু (দস্তা) ও সীসক উৎপন্ন হইল। এইরূপে ঐ তেজ ধরাতল প্রাপ্ত হইয়া, বিবিধ ধাতুর আকার ধারণ করিল। এবং নিক্ষিপ্ত মাত্রে উহার তেজে সাতিশয় রঞ্জিত হইয়া, পর্ব্বতোপরিস্থ সমুদায় বনও সুবর্ণময় হইয়া উঠিল। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ রাঘব! এই তেজ হইতে রূপ লাভ করিয়াছে, বলিয়া, তদবধি স্বর্ণের নাম জাতরূপ হইয়াছে।

এদিকে, মহাদেবের তেজ হইতে উক্ত রূপে ঐ কুমার জন্ম গ্রহণ করিলে, ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার স্তন্যপানার্থ কৃত্তিকাদি-গকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। ঐ কুমার আমাদের সকলেরই পুত্র, এইপ্রকার নিশ্চয় করিয়া, কৃত্তিকাগণ যথানিয়মে তাঁহাকে স্তন্যপান করাইতে লাগিলেন। দেবগণ কহিলেন, হে কৃত্তিকাগণ! তোমাদের এই পুত্র কার্ত্তিকেয় নামে ত্রিলোকে বিখ্যাত হইবেন, সন্দেহ নাই। কৃত্তিকাগণ নিরতিশয় শোভায় শোভমান ও অগ্নির ন্যায় তেজস্বী ঐ কুমারকে স্নান করাইয়া দিলেন। হে কাকুৎস্থ! অগ্নিন্যস্ত মহাবাহু কার্ত্তিকেয় গঙ্গার গর্ভস্রাবে স্কন্ন অর্থাৎ স্খলিত হওয়াতে বলিয়া, দেবগণ তাঁহার নাম স্কন্দ রাখিলেন। কার্ত্তিকেয় এক কালে ছয় মুখ বিস্তার করিয়া, উল্লিখিত ছয় জন কৃত্তিকার স্তননির্গত উৎকৃষ্ট সুস্বাদ দুগ্ধ পান করিতে লাগিলেন। তাঁহার দেহ অতি সুকুমার, তথাপি তিনি কৃত্তিকাগণের দুগ্ধ পান করিয়া, স্বকীয় বীর্য্যে এক দিনেই সমুদায় দৈত্যসেনা জয় করিলেন। তদ্দর্শনে অগ্নিপ্রমুখ সমুদায় দেবতা মিলিত হইয়া, সেই মহাদ্যুতি কার্ত্তিকেয়কে সুরগণের সেনাপতিপদে বরণ করিলেন।

হে রাম! এই আমি তোমার নিকট বিস্তারক্রমে গঙ্গা ও কার্ত্তিকেয়ের জন্মাদি সমুদায় ঘটনা বর্ণন করিলাম। ইহা শ্রবণ করিলে, লোকে ধন্য ও পুণ্যসম্পন্ন হয়। হে কাকুৎস্থ! পৃথিবীতে যে ব্যক্তি কার্ত্তিকেয়ের প্রতি ভক্তিমান্, সে ব্যক্তি আয়ু ও পুত্র পৌত্র লাভ করিয়া, চরমে কার্ত্তিকেয়লোকে গমন করিয়া থাকে।

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র রামের নিকট এই মনোহর কথা কীর্ত্তন করিয়া, পুনরায় অন্য বিষয় বলিতে লাগিলেন, হে বীর! পূর্ব্বে সগর নামে ধর্ম্মাত্মা নরপতি অযোধ্যার অধিপতি ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান, পুত্রের জন্য সর্ব্বদাই কামনা করিতেন। হে রাম! বৈদর্ভনন্দিনী কেশিনী এই সগরের জ্যেষ্ঠা সহধর্ম্মিণী। ইনি অতিশয় ধর্ম্মচারিণী ও সত্যবাদিনী ছিলেন। সগরের দ্বিতীয়া পত্নীর নাম সুমতি। সুমতি অরিষ্টনেমির কন্যা এবং গরুড়ের ভগিনী ছিলেন। মহারাজ সগর এই দুই পত্নীর সহিত মিলিত হইয়া, মহর্ষি ভৃগু যাহার প্রস্রবণসান্নিধ্যে বাস করেন, সেই হিমালয়ে গমন পূর্ব্বক তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। শতবর্ষ পূর্ণ হইলে, সত্যবান্‌গণের অগ্রগণ্য ভৃগুমুনি তদীয় তপস্যার তুষ্ট হইয়া, এই বর দিলেন, হে অনঘ! তোমার বহু পুত্র লাভ হইবে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি লোকমধ্যে অতুল কীর্ত্তি সঞ্চয় করিবে। হে তাত! তোমার পত্নীদ্বয়ের মধ্যে একের গর্ব্ভে একমাত্র বংশকর পুত্র উৎপন্ন হইবে এবং অপরা পত্নী ষাট হাজার পুত্র প্রসব করিবেন।

হে নরশ্রেষ্ঠ! ভৃগু এইপ্রকার বলিতে আরম্ভ করিলে, সগর-মহিষীরা তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া, পরম প্রীত চিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে

কহিলেন, ব্রহ্মন্! কাহার গর্ভে একমাত্র পুত্র জন্মিবে এবং কেইবা বহু পুত্র প্রসব করিবে; শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে; আপনার বাক্য সার্থক হউক।

পরম ধার্ম্মিক ভৃগু তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক বিশিষ্ট বাক্যে কহিলেন, তোমাদের যাহার যা ইচ্ছা, প্রার্থনা কর। অর্থাৎ, একমাত্র বংশধর পুত্র এবং কীর্ত্তিমান্, উৎসাহবান্ ও বলবান্ বহু পুত্র ইহার মধ্যে তোমরা কে কোন্ বর ইচ্ছা কর, বল। হে রঘুনন্দন! মুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া, কেশিনী রাজার সান্নিধ্যে একমাত্র বংশধর পুত্র এবং গরুড়ভগিনী সুমতি যাট হাজার পুত্র প্রার্থনা করিলেন। এই যাট হাজার পুত্রের মধ্যে সকলেই কীর্ত্তিমান্ ও অতিশয় উৎসাহবিশিষ্ট। হে রঘুনন্দন! মহিষীরা এইরূপে বরগ্রহণ করিলে, রাজা সগর ভৃগুকে প্রদক্ষিণ ও মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া, সপত্নীক স্বকীয় নগরে গমন করিলেন।

অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে, জ্যেষ্ঠা মহিষী কেশিনী অসমঞ্জ নামে এক পুত্র প্রসব করিলেন। হে নরব্যাঘ্র! সুমতিরও তুম্বফলাকার এক গর্ভপিণ্ড সমুদ্ভূত হইল। এই তুম্ব ভেদ করিয়া ষষ্টিসহস্র পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। ধাত্রীগণ ঘৃতপূর্ণ কুম্ভসমূহমধ্যে স্থাপন করিয়া, ঐ সকল পুত্রের বর্দ্ধন করিতে লাগিল। অনেক কাল পরে পুত্রগণ যৌবন প্রাপ্ত হইলেন। এই রূপে রাজা সগরের সেই ষষ্টি সহস্র পুত্র দীর্ঘকাল পরে রূপযৌবনসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন।

সগরের জ্যেষ্ঠ পুত্র নরশ্রেষ্ঠ অসমঞ্জ বালকদিগকে গ্রহণ করিয়া সরযূর জলে নিক্ষেপ করিতেন এবং তাহারা জলমগ্ন হইলে, তদ্দর্শনে হাস্য করিয়া উঠিতেন। এই রূপে তিনি সজ্জনগণের অনিষ্ট ও নগরবাসীগণের অহিত সাধন পূর্ব্বক পাপপথে প্রবৃত্ত হইলে, সগর তাঁহাকে নগর হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। অসমঞ্জের পুত্রের নাম অংশুমান্। তিনি বীর, মিষ্টভাষী

ও সকলেরই আদরণীয় ছিলেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! অনন্তর বহু কাল অতীত হইলে, রাজা সগর যজ্ঞ করিতে সংকল্প করিলেন। তিনি এই রূপে মতি স্থির করিয়া, উপাধ্যায়গণের সহিত যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইলেন।

ঊনচত্বারিংশ সর্গ।

বিশ্বামিত্রের কথা শেষ হইলে, রঘুনন্দন রাম পরম প্রীত হইয়া, অগ্নির ন্যায় দীপ্তিমান্ সেই মুনিকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনার মঙ্গল হউক। মদীয় পূর্ব্বপুরুষ রাজা সগর কি রূপে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে। আপনি সবিস্তার বর্ণন করুন।

বিশ্বামিত্র রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া, কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া, সহাস্য আস্যে কহিলেন, হে কাকুৎস্থ! মহাত্মা সগর রাজার যজ্ঞ বৃত্তান্ত সবিস্তার শ্রবণ কর। হিমালয় নামে এক পর্ব্বত আছেন। ইনি মহাদেবের শ্বশুর। এই হিমালয় ও বিন্ধ্যগিরি উভয়ে উচ্চতায় সমান্ বলিয়া, পরস্পর পরস্পরকে সর্ব্বদাই দর্শন করিয়া থাকে। হে পুরুষোত্তম! এই উভয় পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী আর্য্যাবর্ত্তনামক প্রদেশে সগর রাজার যজ্ঞ নির্ব্বাহ হইয়াছিল। হে নরশ্রেষ্ঠ! এই আর্য্যাবর্ত্ত যজ্ঞকার্য্যে অতিশয় প্রশস্ত। তথায় যজ্ঞ আরম্ভ হইলে, মহারথ দৃঢ়ধনু অংশুমান্ রাজা সগরের মতানুবর্ত্তী হইয়া, যজ্ঞীয় অশ্বের অনুগমন করেন। যে দিন যজ্ঞে ঐ অশ্ব বধ করা হইবে, দেবরাজ ইন্দ্র রাক্ষস দেহ ধারণ করিয়া সেই দিনে উহাকে হরণ করিলেন। হে কাকুৎস্থ! যজ্ঞীয় অশ্ব অপহৃত হইলে, উপাধ্যায়গণ সকলেই যজ্ঞকর্ত্তা সগরকে কহিলেন, হে কাকুৎস্থ! পর্ব্বদিনে রাক্ষসে ঐ তোমার যজ্ঞীয় অশ্ব হরণ করিয়া বেগভরে লইয়া যাইতেছে। তুমি অশ্বহর্ত্তাকে

সংহার করিয়া, অশ্ব আনয়ন কর। নতুবা, যজ্ঞের বিঘ্ন হইবে। তাহাতে সকলেরই অমঙ্গল ঘটিবে। হে রাজন্! যাহাতে যজ্ঞ অচ্ছিদ্রে সম্পন্ন হয়, তাহা বিধান কর।

রাজা সগর উপাধ্যায়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া, সভামধ্যে ষষ্টি সহস্র পুত্রকে কহিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ কুমারগণ। যদিও মন্ত্রশুদ্ধ মহাভাগ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা এই মহাযজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে; তথাপি, রাক্ষসের মায়ায় কোন রূপে ইহার বিঘ্ন হইলে, আমার নিস্তার দেখিতেছি না। অতএব তোমরা গমন করিয়া, অশ্বহর্তার অন্বেষণ কর; তোমাদের মঙ্গল হউক। হে পুত্রগণ! তোমরা প্রত্যেক যোজনে তদাদিতদন্ত গমন করিয়া, সাগরবেষ্টিতা সমুদায় পৃথিবী তন্ন তন্ন অন্বেষণ কর। আমি আজ্ঞা করিতেছি, যাবৎ অশ্বের দর্শন না পাও, তাবৎ সেই অশ্বহর্তার অন্বেষণ করত পৃথিবী খনন করিবে। যত দিন যজ্ঞীয় অশ্ব পাওয়া না যায়, আমি পৌত্র ও উপাধ্যায়গণের সহিত তত দিন এই যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া থাকিব; তোমাদের মঙ্গল হউক। হে রাম! পিতা এই রূপে নিযুক্ত করিলে, মহাবল নরশ্রেষ্ঠ রাজপুত্রগণ সকলেই হৃষ্টচিত্তে ধরাতলে গমন করিলেন এবং প্রত্যেকে বজ্রসম কঠিন স্ব স্ব ভুজ দ্বারা দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে এক এক যোজন খনন করিতে লাগিলেন। হে রঘুনন্দন! পৃথিবী তাঁহাদের বজ্রসদৃশ শূল ও অতি দারুণ লাঙ্গল দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া, শব্দ করিতে লাগিলেন এবং বহুসংখ্য নাগ, অসুর ও রাক্ষসাদি দুর্দ্ধর্ষ প্রাণিগণ নিহত হইয়া, চীৎকার আরম্ভ করিল। হে রঘুনন্দন! তাঁহারা রসাতল অন্বেষণ করিবার জন্য ষাটিহাজার যোজন ভুমি খনন করিয়া ফেলিলেন। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! এই রূপে সগরের পুত্রগণ পর্ব্বতাকীর্ণ জম্বূদ্বীপ খনন করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন।

তদ্দর্শনে দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও পন্নগগণ সকলেই সন্ত্রাস্তচিত্তে ব্রহ্মার নিকটস্থ হইলেন এবং মহাত্মা ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করিয়া, অতি-

শয় ভীত হইয়া, ম্লান মুখে কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! সগরের পুত্রগণ সমস্ত পৃথিবী খনন ও বহুতর মহাকায় জলচর সংহার করিতেছে। এই আমাদের অশ্বচোর, ঐ অশ্ব হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, এই ভাবিয়া তাহারা প্রাণিমাত্রেরই হিংসা করিতেছে।

চত্বারিংশ সর্গ।

সগরতনয়গণ সর্ব্বলোকবিনাশে উদ্যত হইয়া, দেবগণের চৈতন্য হরণ ও সাতিশয় ভয় সঞ্চার করিয়াছিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাদের উল্লিখিত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে দেবগণ। এই অখণ্ড মেদিনী যে ধীমান্ বাসুদেবের মহিষী, সেই ভগবান্ সর্ব্ব-প্রভু মাধব কপিল রূপে সর্ব্বদা যোগবলে ইহাঁকে ধারণ করিয়া আছেন। সগরনন্দনগণ তাঁহাব কোপানলে দগ্ধ হইবে। আর, পৃথিবী চিরকালই এই রূপে বিদীর্ণ হইয়া থাকে এবং দীর্ঘদর্শী পুরুষগণও উক্তরূপে সগরপুত্রগণের মৃত্যু নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তজ্জন্য শোক করিবার আবশ্যকতা নাই। পিতামহের বাক্য শ্রবণ করিয়া অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য এবং অশ্বিনী-কুমারদ্বয় এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ শক্রহন্তা দেবতা অতিশয় হর্ষিত হইয়া, পুনরায় স্বস্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

এ দিকে, পৃথিবী বিদীর্ণ হইলে, সগরপুত্রগণ বজ্রের ন্যায় গভীর স্বরে শব্দ করিয়া উঠিলেন। তাঁহারা এই রূপে সমুদায় পৃথিবী খনন ও প্রদক্ষিণ করিয়া, সকলেই একত্রে পিতাকে গিয়া বলিলেন, তাত! আমরা সমুদায় পৃথিবী প্রদক্ষিণ এবং বহুসংখ্য দেব, দানব, রাক্ষস, পিশাচ, উরগ ও পন্নগাদি বলবান্ প্রাণিগণকে সংহার করিয়াছি; কুত্রাপি অশ্ব ও অশ্বহর্ত্তাকে দেখিতে পাইলাম না। এক্ষণে কি করিব, অনুগ্রহপূর্ব্বক তদ্বি-ষয়ে বিচারণা করুন।

হে রঘুনন্দন। নরপতিশ্রেষ্ঠ সগর পুত্রগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, ক্রোধভরে বলিতে লাগিলেন, তোমরা পুনরায় পৃথিবী খনন কর। তোমাদের মঙ্গল হউক। সমস্ত বসুধাতল খনন করিয়া, যে ব্যক্তি অশ্ব হরণ করিয়াছে, তাহাকে গ্রহণ পুর্ব্বক কৃতকার্য্য হইয়া, প্রত্যাগমন কর। মহাত্মা পিতা সগরের বাক্য শ্রবণ করিয়া, ষষ্টি সহস্র পুত্র পুনরায় রসাতল খনন করিতে লাগিলেন। খনন করিতে করিতে এক পর্ব্বতাকৃতি বিরূপাক্ষ মহাগজ তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইলেন। হে রঘুনন্দন! ঐ বিরূপাক্ষ মহাগজ পর্ব্বত ও কাননপুর্ণ সমুদায় পৃথিবী মস্তকে ধারণ করিয়া আছেন। হে কাকুৎস্থ! সেই মহাগজ পরিশ্রান্ত হইয়া, বিশ্রাম জন্য মস্তক চালনা করিলেই, ভুমিকম্প হইয়া থাকে। হে রাম! রাজপুত্রগণ সেই দিকৃপতি মহাগজকে প্রদক্ষিণ ও পূজা করিয়া, রসাতল খনন করত গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পুর্ব্বদিক্ ত্যাগ করিয়া, পুনরায় দক্ষিণ দিক্ খনন করিতে আরম্ভ করিলেন। সে দিকেও দেখিতে পাইলেন, মহাপদ্ম নামে মহাপর্ব্বত সদৃশ আর এক প্রকাণ্ডদেহ মহাগজ মস্তকে পৃথিবী ধারণ করিয়া আছেন। তদ্দর্শনে মহাত্মা সগরের ষষ্টি সহস্র পুত্র অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া, তাঁহাকে প্রদক্ষিণ পুর্ব্বক পশ্চিম দিক্ খনন করিতে লাগিলেন। পশ্চিম দিকেও সৌমনসনামে পর্ব্বতের ন্যায় বৃহৎ আর এক দিগগজ তাঁহাদের নয়নগোচর হইল। মহাবল রাজনন্দনগণ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও কুশল প্রশ্ন করিয়া, উত্তর দিক্ খনন করিতে আরম্ভ করিলেন। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! উত্তর দিকেও ভদ্র নামে হিমের ন্যায় শ্বেতবর্ণ এক মহাগজ সুন্দর শরীরে এই পৃথিবী ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহারা দেখিতে পাইলেন। তদ্দর্শনে সকলেই ঐ গজকে স্পর্শ ও প্রদক্ষিণ করিয়া, রসাতল খনন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা অতি প্রসিদ্ধ ঐশান দিকে গমন করিয়া, রোষভরে পৃথিবী খননে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা সকলেই মহাবল, মহাত্মা ও অতিশয়

বেগবান্। তাঁহারা দেখিলেন, সনাতন বাসুদেব কপিলমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তথায় রহিয়াছেন এবং যজ্ঞীয় অশ্ব তাঁহার নিকটে চরিয়া বেড়াইতেছে। হে রঘুনন্দন! তদ্দর্শনে তাঁহাদের আহ্লাদের সীমা রহিল না। তাঁহারা ভগবান্ কপিলকেই যজ্ঞের বিনাশকর্ত্তা জ্ঞান করিয়া, খনিত্র, লাঙ্গল, বিবিধ বৃক্ষ ও শিলা সকল ধারণ পূর্ব্বক অতিশয় ক্রোধভরে ব্যাকুললোচন হইয়া, থাক থাক বলিয়া, তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে দুর্ব্বুদ্ধে! তুমিই আমাদের যজ্ঞীয় অশ্ব হরণ করিয়াছ। যাহা হউক, আমরা সগরের পুত্র, আসিয়াছি, জানিবে। হে রঘুনন্দন! কপিল তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া, অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, হুংকার করিলেন। হে কাকুৎস্থ! অপ্রমেয়স্বরূপ মহাত্মা কপিল সেই হুংকারেই সমুদায় সগরপুত্রকে ভস্ম করিয়া ফেলিলেন।

একচত্বারিংশ সর্গ।

হে রঘুনন্দন! অনেক দিন হইল, পুত্রেরা গমন করিয়াছেন, জানিয়া, রাজা সগর স্বকীয় তেজে সাতিশয় দীপ্তিবিশিষ্ট পৌত্র অংশুমান্‌কে কহিলেন, বৎস! তুমি শূর, কৃতবিদ্য ও তেজে পিতৃগণের সমান। অতএব, তোমার পিতৃব্যগণের কি গতি হইয়াছে এবং কোন্ ব্যক্তিই বা অশ্ব হরণ করিয়া লইয়াছে, সমুদায় জানিয়া আইস। পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে সকল মহাবল মহাপ্রাণী অবস্থিতি করে, তাহাদের সংহার জন্য এই অসি ও ধনু গ্রহণ কর। যাহারা পূজনীয় তাহাদের পূজা এবং যাহারা বিঘ্ন করে তাহাদের সংহার করিয়া, কৃতকার্য্য হইয়া, প্রত্যাগমন ও আমার যজ্ঞসমাপ্তি কর।

মহাত্মা সগর এইপ্রকার কহিলে, অংশুমান্ খড়্গ ও ধনু গ্রহণ করিয়া, ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! তিনি সগ-

য়ের আজ্ঞায় এই রূপে গমন করিয়া, মহাত্মা পিতৃব্যগণ ভূমির অভ্যন্তরে যে পথ খনন করিয়াছিলেন, তাহা প্রাপ্ত হইলেন। এবং অবলোকন করিলেন, তথায় দেব, দানব, রাক্ষস, পিশাচ, পতগ ও পন্নগ সকল দিগ্‌পাল গজের পূজা করিতেছে। মহাতেজা অংশুমান্ দিগ্‌গজকে প্রদক্ষিণ ও কুশল প্রশ্ন করিয়া তাঁহার নিকট পিতৃব্যগণের ও অশ্বচোরের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। মহামতি দিগ্‌গজ শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, অংশুমান্! তুমি কৃতার্থ হইয়া, অশ্বের সহিত সত্বর প্রত্যাগমন করিবে। অংশুমান্ তদীয় বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক একে একে সকল দিগ্‌হস্তীকেই যথাক্রমে ও যথাবিধানে ঐপ্রকার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কোন্ সময়ে কোন্ স্থলে কিরূপ বলিতে হয়, দিগ্‌গজগণ সকলেই তাহা জানিতেন এবং বলিতেও পারিতেন। তাঁহারা সকলেই অংশুমান্‌কে এই বলিয়া প্রবোধ দিলেন যে, তুমি সমুচিত সম্মান লাভ পূর্ব্বক অশ্ব লইয়া প্রত্যাগমন করিবে।

অংশুমান্ তাঁহাদের কথা শুনিয়া, যেখানে পিতৃব্যগণ ভস্মরাশি হইয়া ছিলেন, তথায় ধীরে ধীরে উপনীত হইলেন। তাঁহাদের মৃত্যুতে অতিশয় দুঃখিত ও ব্যাকুল হইয়া, তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এইরূপ দুঃখশোকে অভিভূত পুরুষশ্রেষ্ঠ অংশুমান্ তাহার নিকটেই অবলোকন করিলেন, যজ্ঞীয় অশ্ব বিচরণ করিতেছে। অনন্তর তিনি পিতৃব্যগণের উদ্দেশে তর্পণ করিতে উৎসুক হইয়া সলিলসংগ্রহের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু জলাশয় দেখিতে পাইলেন না। তজ্জন্য তিনি ইতস্ততঃ প্রসারিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, পিতৃব্যগণের মাতুল বায়ুবেগগামী পতগরাজ গরুড়কে দর্শন করিলেন। বিনতানন্দন মহাবল গরুড় তাঁহাকে কহিলেন, হে পুরুষব্যাঘ্র! শোক করিও না; লোকের মঙ্গল জন্যই তোমার পিতৃব্যগণের এইপ্রকার মৃত্যু ঘটিয়াছে। অপ্রমিততেজস্বী ভগবান্ কপিল মহাবল সগরনন্দনদিগকে দগ্ধ করিয়াছেন। অতএব হে মহাপ্রাজ্ঞ। ইহাঁদের উদ্দেশে লোকপ্রচলিত তর্পণ করিতে তোমার অধিকার

নাই। হে মহাবাহো। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ। হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গা, তুমি তাঁহারই সলিলে ইহাঁদের তর্পণ কর। লোকপাবনী গঙ্গা তোমার এই ভস্মরাশীকৃত পিতৃব্যদিগকে প্লাবিত করিলে, এই ভস্ম ধৌত হইয়া, তাঁহাদের সকলেরই স্বর্গলাভ হইবে। হে মহাভাগ! হে পুরুষব্যাঘ্র! তুমি অশ্ব লইয়া এস্থান হইতে প্রস্থান কর। হে বীর! পিতামহের যজ্ঞ নির্ব্বাহ করা তোমার কর্ত্তব্য।

অতিশয় বীর্য্যশালী পরম জ্ঞানী অংশুমান্ গরুড়ের বাক্যে সত্বর অশ্ব লইয়া স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলেন। এবং যজ্ঞদীক্ষিত রাজা সগরের সমীপস্থ হইয়া, পিতৃব্যগণের বৃত্তান্ত ও গরুড়ের বাক্য, সমস্ত নিবেদন করিলেন। রাজা সগর অংশুমানের এই অতি-দারুণ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক যথাবিধানে ও যথাকল্পে যজ্ঞ সম্পন্ন করি-লেন। এবং যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া স্বকীয় পুরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু কিরূপে গঙ্গাকে আনিবেন, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। এইরূপে বহুকালেও কিছু নিশ্চয় করিতে না পারিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। তিনি ত্রিশহাজার বৎসর রাজত্ব করিয়া-ছিলেন।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

হে রাম! সগরের পরলোক হইলে, প্রজাগণ পরম ধার্ম্মিক অংশুমানকে রাজা করিল। হে রঘুনন্দন! অংশুমান্ অতি মহান্ রাজা ছিলেন। তাঁহার দিলীপ নামে বিখ্যাত এক পুত্রের জন্ম হয়। হে রাম! অংশুমান্ দিলীপকে রাজ্য দিয়া, হিমালয়ের মনোহর শিখরে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তিনি অতিশয় যশস্বী। তপস্যাই তাঁহার একমাত্র ধন। তিনি তপোবনে গমন পূর্ব্বক দ্বাত্রিংশৎ শত সহস্র বৎসর যাপন করিয়া, স্বর্গে গমন করিলেন।

এদিকে, পিতামহগণের উল্লিখিতরূপ অপমৃত্যু শ্রবণ করিয়া, দিলীপের বুদ্ধি দুঃখে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। তিনি ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কি রূপে গঙ্গাকে আনিবেন, কি রূপে তাঁহাদের জলক্রিয়া করিবেন এবং কি রূপেই বা তাঁহাদের উদ্ধার হইবে, চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ন্যায়ানুসারে সর্ব্বদাই এইপ্রকার চিন্তা করেন। ঐ সময়ে তাঁহার ভগীরথনামে পরমধার্ম্মিক পুত্রের জন্ম হইল। রাজা দিলীপ বহুতর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, ত্রিশহাজার বৎসর রাজত্ব করিলেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! পিতামহগণের উদ্ধার বিষয়ে কিছুই নিশ্চয় করিতে না পারিয়া, তিনি তজ্জন্য রোগে প্রাণত্যাগ ও নিজকর্ম্মবলে ইন্দ্রলোকে গমন করিলেন। মৃত্যুকালে তিনি ভগীরথকে রাজপদ প্রদান করিলেন।

হে রঘুনন্দন! রাজর্ষি ভগীরথ অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহার পুত্র হয় নাই। তজ্জন্য তিনি সর্ব্বদাই পুত্রের কামনা করিতেন। হে রঘুনন্দন। তিনি মন্ত্রিগণের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করিয়া, গঙ্গাকে আনিবার জন্য তৎপর হইয়া, গোকর্ণ পর্ব্বতে দীর্ঘ তপস্যা আরম্ভ করিলেন। এবং ঊর্দ্ধবাহু ও পঞ্চতপা হইয়া, মাসান্তে আহার ও ইন্দ্রিয় সকল জয় করিয়া, ঘোরতর তপস্যায় সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিলেন। হে মহাবাহো। প্রজাগণের প্রভু ও ঈশ্বর ভগবান্ ব্রহ্মা তদীয় তপস্যায় পরম প্রীত হইয়া, দেবগণের সমভিব্যাহারে তথায় সমাগত হইলেন এবং তপঃপরায়ণ মহাত্মা ভগীরথকে বলিলেন, হে মহারাজ। হে জনাধিপ ভগীরথ। আমি তোমার এই বিশিষ্টরূপ তপস্যায় সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। অতএব হে সুব্রত। তুমি বর গ্রহণ কর।

মহাবাহু মহাতেজাঃ ভগীরথ কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিয়া, সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাকে কহিলেন, হে ভগবন্! যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন এবং যদি আমার তপস্যার ফল থাকে, তাহা হইলে, (বর দিন) সগরের মৃত তনয়গণ আমা হইতে জললাভ

করুন। এবং গঙ্গাজলে ভস্ম ধৌত হইয়া, আমার এই মহাত্মা প্রপিতামহগণের সকলেরই অক্ষয় স্বর্গ লাভ হউক। হে দেব! আমাদের বংশের ক্ষয় না হয়, তজ্জন্য আমি পুত্র প্রার্থনা করি। আপনি ঐ পুত্র প্রদান করুন। ইহাই আমার প্রার্থনীয় দ্বিতীয় বর। ভগীরথ এইপ্রকার কহিলে, সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা মধুরাক্ষরসম্পন্ন মনোহর বাক্যে কহিলেন, হে মহারথ ভগীরথ! তোমার এই মনোরথ অতি মহান্। ইহা সিদ্ধ হইবে। হে ইক্ষ্বাকুকুলবর্দ্ধন! তোমার কল্যাণ হউক। হে রাজন্! এই গঙ্গা হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। ইহাঁর ধারণ জন্য মহাদেবকে নিয়োগ কর। হে নৃপ। পৃথিবী গঙ্গার পতনবেগ সহিতে পারিবেন না। মহাদেবভিন্ন অন্য কাহাকেও গঙ্গার বেগ ধারণ করিতে দেখি না। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা রাজাকে এই-প্রকার কহিয়া, গঙ্গাকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক সমুদায় দেব ও মরুদ্গণের সহিত স্বর্গে প্রস্থান করিলেন।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

হে রাম! দেবদেব ব্রহ্মা প্রস্থান করিলে, রাজা ভগীরথ পদাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা পৃথিবীকে নিপীড়িতা করিয়া, একবৎসর উপাসনা করিলেন। সংবৎসর পূর্ণ হইলে, সমুদায় লোক যাঁহাকে নমস্কার করে, সেই উমাপতি পশুপতি ভগীরথকে কহিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি। অতএব তোমার যাহাতে প্রীতি জন্মে, তাহা করিব।—শৈলরাজতনয়া গঙ্গাকে আমি মস্তকে ধারণ করিব। হে রাম! অনন্তর হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা সর্ব্বলোকপূজনীয়া গঙ্গা মহৎ রূপ ও দুঃসহ বেগ ধারণ করিয়া, আকাশ হইতে শিবের শোভাময় মস্তকে পতিতা হইলেন। দেবী গঙ্গার বেগ ধারণ করা সহজ নহে।

তিনি পতিতা হইয়াই চিন্তা করিলেন, আমি স্রোতোবেগে মহা-দেবকেও গ্রহণ করিয়া, পাতালে প্রবেশ করিব। ভগবান্ হর গঙ্গার এই অহংকার জানিতে পারিয়া, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। এবং তাঁহাকে জটামণ্ডল মধ্যে প্রচ্ছন্ন করিতে সংকল্প করিলেন। তাহাতে, পবিত্রস্বরূপা গঙ্গা মহাদেবের পবিত্রস্বরূপ মস্তকে হিমালয় সদৃশ জটামণ্ডলগহ্বরে পতিতা হইয়া, অনেক যত্ন করিয়াও, পৃথিবীতে গমন করিতে সক্ষম হইলেন না। তিনি বহুবৎসর জটামণ্ডলমধ্যে ভ্রমণ করিলেন। তথাপি, তাহার প্রান্তভাগেও নির্গত হইতে পারিলেন না।

হে রঘুনন্দন! গঙ্গাকে জটামণ্ডল মধ্যে বদ্ধ হইতে দেখিয়া, রাজা ভগীরথ পুনরায় কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। মহা-দেব তাঁহার এই তপস্যায় অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলেন। অনন্তর তিনি গঙ্গাকে বিন্দুসরোবরের দিকে জটা হইতে বাহির করিয়া দিলেন। গঙ্গা এইরূপে মুক্তিলাভ করিলে, তাঁহার সাতটী স্রোতঃ প্রাদুর্ভূত হইল। এই সকল প্রবাহের মধ্যে হ্লাদিনী, পাবনী ও নলিনী এই তিনটী পবিত্র-সলিল-সম্পন্ন পবিত্র প্রবাহ পূর্ব্ব-দিকে গমন করিল। সুচক্ষু, সীতা ও মহানদী সিন্ধু এই তিনটী স্রোত পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইল। আর, সপ্তম স্রোত ভগী-রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। রাজর্ষি ভগীরথও দিব্য রথে আরোহণ করিয়া, মহাতেজে অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন, গঙ্গা তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

এই রূপে গঙ্গা আকাশ হইতে মহাদেবের মস্তকে এবং মস্তক হইতে পৃথিবীতে পতিতা হইলে, তদীয় জলরাশি ঘোরতর শব্দ করিয়া, ধাবমান হইতে লাগিল। ঐ সময়ে মৎস্য, কচ্ছপ ও শিশুমার সকল (কেহ) পতিত ও (কেহবা) পতনোন্মুখ হওয়াতে, পৃথিবী যার পর নাই শোভা ধারণ করিলেন। অন-ন্তর দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও সিদ্ধগণ সকলেই দেখিলেন, গঙ্গা আকাশ হইতে পৃথিবীতে পতিতা হইলেন। দেবগণ নগরাকার

বিমান, অশ্ব ও গজে আরোহণ পূর্ব্বক বিচরণ করিতে করিতে তথায় অবস্থিতি করিলেন। গঙ্গা যে পৃথিবীতে অবতরণ করেন, ইহা অতিশয় অদ্ভুত কাণ্ড। অপ্রমিততেজস্বী দেবগণ তাহা দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া, তথায় সমবেত হইলেন। দেবগণ এই রূপে আসিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহাদের আভরণপ্রভায় নির্ম্মেঘ গগনমণ্ডল যেন শতসূর্য্যের উদয়ে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। শিশুমার, উরগ ও মৎস্য সকল আকাশের ইতস্ততঃ চঞ্চল হইয়া বিচরণ করাতে, বোধ হইল যেন, বিদ্যুৎ সকল বিনিঃসৃত হইতেছে। এবং পাণ্ডরবর্ণ ফেনরাশি বায়ুভরে সহস্র প্রকারে বিকীর্ণ হওয়াতে, বোধ হইল, যেন গগনমণ্ডল শরৎকালীন মেঘমালায় ও হংসসমূহে ব্যাপ্ত হইয়াছে। গঙ্গার জলরাশি কোথাও উচ্ছলিত হইয়া, কোথাও বক্র হইয়া, কোথাও বিস্তৃত হইয়া, কোথাও সংকুচিত ও কোথাও বা উদ্ধত হইয়া, এবং স্থানবিশেষে মন্দ মন্দ, গমন করিতে লাগিল। কোন স্থানে সলিলে সলিলে বারংবার ঘাত প্রতিঘাত হইতে লাগিল। তাহাতে, প্রতিঘাতপ্রাপ্ত জলরাশি মুহূর্ত্তমাত্র ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া, পুনরায় পৃথিবীতে পতিত হইতে লাগিল। এবং ঐরূপ ঊর্দ্ধগমনসময়ে (কখন বা) পরস্পর অভিঘাত জন্য মহাদেবের মস্তকে ভ্রষ্ট হইয়া, তথা হইতে পুনরায় ভূমিতলে ভ্রষ্ট হইতে লাগিল। এই-রূপে মহাদেবের মস্তকে ভ্রষ্ট হওয়াতে, সেই জলরাশি নির্ম্মল ও নিষ্পাপ হইয়া, যার পর নাই শোভা বিস্তার করিল। ঋষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও বসুধাতলবাসী প্রাণীগণ মহাদেবের ঐ মস্তকপতিত জলরাশি পবিত্র বোধে স্পর্শ করিতে লাগিলেন। যাহারা শাপ প্রভাবে আকাশ হইতে বসুধাতলে পতিত হইয়াছিল, তাহারা সেই গঙ্গাসলিলে অভিষেক করিয়া, পাপমুক্ত হইল। এবং গঙ্গাজলে পাপ ধৌত ও পুণ্য সঞ্চিত হইলে, তাহারা পুনরায় আকাশে প্রবেশ পূর্ব্বক স্ব স্ব লোক লাভ করিল। লোক-মাত্রেই পরমদীপ্তিবিশিষ্ট গঙ্গাসলিল দর্শন করিয়া, আহ্লাদিত

ও তাহাতে স্নানাদি করিয়া হর্ষাবিষ্ট হইল, এবং গঙ্গাজলে অভি-ষেকমাত্রে তাহাদের সমুদায় পাতক দূর হইয়া গেল। মহারাজ রাজর্ষি ভগীরথ দিব্য রথে আরোহণ করিয়া, অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন এবং গঙ্গা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। হে রাম! দেব, ঋষি, দৈত্য, দানব, রাক্ষস, গন্ধর্ব, যক্ষ, কিন্নর, মহোরগ ও অপ্সরোগণ সকলেই ভগীরথের রথের অনুগমন করিলেন। এবং জলচর সকল পরমপ্রীত হইয়া, গঙ্গার পশ্চাদ্গমনে প্রবৃত্ত হইল। যেখানে রাজা ভগীরথ, সেইখানেই সর্ব্ব-পাপবিনাশিনী সরিদ্বরা যশস্বিনী গঙ্গা গমন করিতে লাগিলেন।

মহাত্মা জহ্নু মুনি তৎকালে যজ্ঞ করিতেছিলেন। তাঁহার কার্য্য সকল অতি অদ্ভুত। গঙ্গা গমন সময়ে তাঁহার যজ্ঞভূমি ভাসাইয়া দিলেন। হে রাঘব! জহ্নু মুনি গঙ্গার এই অহংকার দেখিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহার সমুদায় জল পান করিয়া ফেলি-লেন। এই ব্যাপার দর্শনে লোকমাত্রেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তখন দেব, গন্ধর্ব্ব ও ঋষিগণ অতিশয় বিস্মিত হইয়া, পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাত্মা জহ্নু মুনির পূজা ও গঙ্গাকে তাঁহার দুহিতা করিয়া দিলেন। তাহাতে, মহাতেজাঃ মহাপ্রভাব জহ্নু-মুনি সন্তুষ্ট হইয়া, গঙ্গাকে কর্ণপথযোগে বহিষ্কৃতা করিলেন। এই কারণেই গঙ্গাকে জহ্নুর কন্যা বা জাহ্নবী বলিয়া থাকে।

হে রাম! গঙ্গা পুনরায় ভগীরথের রথের অনুসরণ ক্রমে গমন করিয়া, সাগরে মিলিতা হইলেন এবং ভগীরথের কার্য্য-সিদ্ধির জন্য রসাতলে প্রবেশ করিলেন। রাজর্ষি ভগীরথও যত্নপূর্ব্বক গঙ্গাকে সমভিব্যাহারে লইয়া, তথায় ভস্মরাশী-কৃত পিতামহদিগকে দর্শন করিলেন; তাঁহার চেতনালোপ হইয়া গেল। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! অনন্তর গঙ্গার নির্ম্মল জলে ভস্মরাশি ধৌত হইলে, সাগরনন্দনগণ সকলেই নিষ্পাপ হইয়া, স্বর্গে আরোহণ করিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

রাজা ভগীরথ গঙ্গাকে পশ্চাতে লইয়া, প্রপিতামহগণ যেখানে ভস্মসাৎ হইয়া ছিলেন, সেই ভূগর্ভে প্রবেশ করিলেন। হে রাম! গঙ্গার জলে ভস্মরাশি ধৌত হইলে সর্ব্বলোকপ্রভু ব্রহ্মা রাজা ভগীরথকে কহিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি মহাত্মা সগরের ষষ্টি সহস্র পুত্রের প্রেতত্ব মোচন করিলে। ইঁহারাও, দেবতার ন্যায়, স্বর্গে গমন করিলেন। হে পার্থিব! যত দিন পৃথিবীতে সাগরের জল থাকিবে, তত দিন সগরের পুত্রগণ স্বর্গে দেবতার ন্যায় অবস্থিতি করিবেন। আর, এই গঙ্গা তোমার জ্যেষ্ঠা কন্যা হইবে, এবং এই ত্রিপথগামিনী তোমারই কৃত নামে ভাগীরথী বলিয়া পৃথিবীতে বিখ্যাত থাকিবেন। ইনি তিন পথ প্লাবিত করেন, এই জন্য ইঁহার নাম ত্রিপথগা। হে নরাধিপ! অধুনা তুমি ইঁহার সলিলে প্রপিতামহগণের তর্পণ করিয়া, প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর। হে রাজন্! তোমার পূর্ব্বপুরুষ পরম যশস্বী ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য রাজা সগরও এই মনোরথ সিদ্ধ করিতে পারেন নাই। হে বৎস! লোকে যাঁহার তেজের তুলনা হয় না, সেই অংশুমান্‌ও গঙ্গাকে আনয়ন করিতে অভিলাষী হইয়া, প্রতিজ্ঞা পূরণ করিতে পারেন নাই। হে মহাভাগ! তোমার পিতা দিলীপ আমার ন্যায় তপস্বী, মহর্ষির ন্যায় তেজস্বী, নরপতিগণের শ্রেষ্ঠ, ক্ষত্রধর্ম্মের অনুবর্ত্তী, অতিশয় তেজস্বী ও গুণবান্‌ ছিলেন। তিনিও প্রার্থনাপূর্ব্বক গঙ্গাকে আনয়ন করিতে সমর্থ হয়েন নাই। হে পুরুষসিংহ! তুমি সেই প্রতিজ্ঞা পূরণ করিয়াছ, এবং তদ্দ্বারা লোকমধ্যে অতিশয় যশস্বী হইয়াছ। হে অরিন্দম! তুমিই গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনয়ন করিলে। ইহাতে তোমার উৎকৃষ্ট ধর্ম্মস্থান লাভ হইল। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! অধুনা তুমি স্বয়ং সর্ব্বদাই

ব্যবহারযোগ্য এই গঙ্গাজলে অবগাহন করিয়া, শুচি ও পুণ্য-ফলসম্পন্ন হও, এবং পিতামহগণের তর্পণ কর। তুমি সুখে থাক। আমি নিজলোকে চলিলাম। তুমিও গমন কর। সর্ব্ব-লোকপিতামহ সুরপতি মহাযশা ব্রহ্মা এইপ্রকার কহিয়া,যে রূপে আসিয়াছিলেন, সেই রূপে দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। মহা-যশা রাজর্ষি ভগীরথও জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠাদি ক্রমে শাস্ত্রোক্ত-বিধানানু-সারে সগরনন্দনগণের উৎকৃষ্ট-লোকপ্রাপ্তি নিমিত্ত তর্পণ করিয়া, শুচি হইয়া, স্বকীয় পুরে প্রবিষ্ট হইলেন। নরশ্রেষ্ঠ ভগীরথ এই রূপে সিদ্ধকাম হইয়া, রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। হে রাঘব! ভগীরথকে প্রাপ্ত হইয়া, প্রজালোকের অতিশয় আহ্লাদসঞ্চার, সমুদায় চিন্তা ও শোক বিনাশ এবং মনস্কামনা পূর্ণ হইল।

হে রাম! এই আমি তোমার নিকট গঙ্গার সবিস্তার বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। তুমি সুখে থাক; তোমার কল্যাণ হউক। সন্ধ্যার সময় অতীত হইয়া যাইতেছে। এক্ষণে সন্ধ্যাবন্দনা করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি এই আয়ুষ্কর, যশস্কর, পুত্রপ্রাপ্তিকর ও স্বর্গলাভকর প্রশস্ত উপাখ্যান ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা তদিতর সমাজে শ্রবণ করায়, তাহার পিতৃগণ ও অভীষ্ট দেবতা সকল পরম প্রীত হয়েন।" হে কাকুৎস্থ! গঙ্গা যে পৃথিবীতে অবতরণ করেন, এবিষয়ের পরমপবিত্র আয়ুষ্কর আখ্যান শ্রবণ করিলে, সমুদায় অভীষ্ট লাভ, সমুদায় পাপ বিনাশ এবং আয়ু ও কীর্ত্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

রাম লক্ষ্মণের সহিত বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া, অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি

যে বর্ণন করিলেন, গঙ্গা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া সাগরের পূরণ করিয়াছেন, এই বৃত্তান্ত যার পর নাই বিস্ময়াবহ এবং শুনিলে পরম পুণ্য সঞ্চার হয়। আপনার কথা সমস্ত সবিস্তার চিন্তা করিতে করিতে আমার রাত্রি ক্ষণিকার ন্যায়, অতীত হইয়া গেল। হে মুনে! লক্ষ্মণের সহিত ঐ পবিত্র বৃত্তান্ত চিন্তা করিতে করিতে সমুদায় রাত্রি ঐরূপে অতিবাহিত হইয়াছে।

অনন্তর রাত্রি সুপ্রভাত হইলে,অরিন্দম রাম আহ্নিক করিয়া, তপোধন বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ভগবন্! গঙ্গাকথা শ্রবণ করিয়া রাত্রি সুখে অতীত হইয়াছে, এবং লোকের যাহা অবশ্য শ্রবণ করিতে হয়, তাহাও শ্রবণ কবিয়াছি। এক্ষণে এই ত্রিপথগামিনী তরঙ্গিণীশ্রেষ্ঠা তরঙ্গিণী পার হওয়া যাউক। আপনি এখানে আসিয়াছেন, জানিয়া, পুণ্যকর্ম্মা ঋষিগণ ত্বরাপর হইয়া, আপনাদের এই সুখসেব্য আস্তরণ সম্পন্ন নৌকা প্রেরণ করিয়াছেন। মহাত্মা রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া, কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র ঋষিগণের সহিত তাঁহাকে গঙ্গা পার করাইলেন। অনন্তর সেই পূজনীয় ঋষিগণ পরপারে উপনীত হইয়া, তীরদেশে উপবেশন ও তাহার সান্নিধ্যে বিশালানাম্নী নগরী অবলোকন করিলেন। ঐ নগরী অতিশয় মনোহর ও রমণীয় এবং দেখিতে স্বর্গের ন্যায়। বিশ্বামিত্র রামের সহিত সত্বর তথায় গমন করিলেন।

ঐ সময়ে মহাপ্রাজ্ঞ রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া, মহামুনি বিশ্বামিত্রকে ঐ বিশালার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহামুনে! কোন্ রাজবংশ বিশালায় রাজত্ব করিতেছেন, শুনিতে আমার অতিশয় ইচ্ছা ও কৌতুহল হইয়াছে, অনুগ্রহ পুর্ব্বক কীর্ত্তন করুন।

মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র রামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, বিশালার প্রাচীন বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন, রাম! আমি ইন্দ্রের

নিকট বিশালাসংক্রান্ত যে বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে রাঘব! এই দেশে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাও শ্রবণ কর। হে রাম! পূর্ব্বে সত্যযুগে দিতি ও অদিতির মহাবল মহাভাগ মহাবীর্য্য মহানুভাব ও মহাধার্ম্মিক পুত্রগণ একত্র হইয়া, চিন্তা করিলেন, আমরা অজর, অমর ও অরোগ হইব। এইপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাদের মনে হইল, ক্ষীরোদ মন্থন করিলে, নিশ্চয়ই আমাদের অমৃত লাভ হইবে। অনন্তর অপ্রমিততেজস্বী দৈত্য ও আদিতেয়গণ ক্ষীরোদমন্থনে কৃতনিশ্চয় হইয়া, বাসুকিকে মন্থনরজ্জু ও মন্দরপর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড করিয়া, সাগর মন্থন আরম্ভ করিলেন। তাহাতে, বর্ষ সহস্র অতীত হইলে, মন্থনরজ্জু বাসুকি দশন দ্বারা শিলারাশি দংশন করিয়া, বদনপরম্পরায় উৎকট বিষভার বমন করিতে লাগিলেন। প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় ঐ হলাহল মহাবিষে দেব অসুর ও মানুষসমেত সমস্ত সংসার দগ্ধ হইয়া গেল।

তদ্দর্শনে দেবগণ মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়া, ত্রাহি ত্রাহি বাক্যে সেই পশুপতি রুদ্রের স্তব করিতে লাগিলেন। তাহাতে, দেবদেবেশ্বর মহাপ্রভাব মহাদেব তথায় প্রাদুর্ভূত হইলেন। অনন্তর শঙ্খচক্রধর হরি প্রাদুর্ভূত হইয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া, শূলধর রুদ্রকে কহিলেন, হে সুরশ্রেষ্ঠ! যেহেতু আপনি দেবগণের অগ্রগণ্য, সেই হেতু, দেবগণ ক্ষীরোদমন্থন করিয়া, প্রথমেই যাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা আপনারই। হে প্রভো! আপনি এখানে অবস্থিতি করিয়া, অগ্র-পূজা স্বরূপ এই বিষ গ্রহণ করুন। সুরপতি বিষ্ণু এই বলিয়া, সেই স্থানেই অন্তর্দ্ধান করিলেন।

ভগবান্ ভবদেব দেবতাদিগকে ভীত দেখিয়া, এবং বাসুদেবের কথা শুনিয়া, ঘোরতর হলাহলবিষ অমৃতের ন্যায় পান করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর সেই দেবাদিদেব দেবতাদিগকে বিসর্জ্জন করিয়া, প্রস্থান করিলে, হে রঘুনন্দন! সুর ও অসুর-

গণ পুনরায় সাগরমন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। মন্থন করিতে করিতে মন্থনদণ্ড পর্ব্বতরাজ মন্দর পাতালে প্রবেশ করিল। তদ্দর্শনে দেবগণ গন্ধর্ব্বগণের সহিত মিলিত হইয়া, এই বলিয়া মধুসূদনের স্তব করিতে লাগিলেন, হে মহাবাহো! তুমি সমুদায় প্রাণীর বিশেষতঃ দেবগণের একমাত্র আশ্রয়। অতএব পাতাল. হইতে মন্দরাচলকে উত্তোলন ও আমাদের পরিত্রাণ কর।

হৃষীকেশ দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, কচ্ছপরূপ ধারণ ও মন্দর পর্ব্বতকে পৃষ্ঠে করত সেই মহাসাগরে অবস্থান করিলেন। অনন্তর বিশ্বাত্মা পুরুষোত্তম বাসুদেব হস্ত দ্বারা ঐ পর্ব্বতের অগ্রভাগ ধারণ করিয়া, দেবগণের মধ্যে থাকিয়া, সাগরমন্থন আরম্ভ করিলেন। তাহাতে সহস্র বৎসর অতীত হইলে, ধন্বন্তরি নামে পরমধার্ম্মিক আয়ুর্ব্বেদময় পুরুষ দণ্ড-কমণ্ডলু হস্তে উত্থান করিলেন এবং সুকান্তি অপ্সরাগণও উত্থিত হইল। হে নরশ্রেষ্ঠ! অপ্ অর্থাৎ ক্ষীররূপ জলে মন্থন করিয়া, তাহার রস অর্থাৎ সারাংশ হইতে উত্থিত হইয়াছে বলিয়া ঐ সকল বরাঙ্গনার নাম অপ্সরা। এই সুকান্তি অপ্সরাগণের সংখ্যা ষাট কোটি। কিন্তু হে কাকুৎস্থ! যাহারা ইহাদের পরিচর্য্যা করে, তাহাদের সংখ্যা নাই। দেব ও দানবগণ কেহই এই অপ্সরাদিগকে পরিগ্রহ করিলেন না। এই কারণেই তাহারা সাধারণী (স্বর্গবেশ্যা) বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।

হে রঘুনন্দন! অনন্তর বরুণের কন্যা মহাভাগা বারুণী উত্থান করিয়াই অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কেহ তাঁহাকে গ্রহণ করে কি না। হে রাম। দিতির পুত্রগণ সেই বরুণনন্দিনীকে গ্রহণ করিলেন না। হে বীর! অদিতির পুত্রগণই সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীকে পরিগ্রহ করিলেন। এইরূপে সেই বারুণীকে অর্থাৎ সুরাকে গ্রহণ করিলেন না বলিয়া দিতির পুত্রগণ অসুর এবং অদিতির পুত্রগণ গ্রহণ করিলেন বলিয়া সুরনামে বিখ্যাত হইলেন। বারুণীকে প্রাপ্ত হইয়া সুরগণের অতিশয় আমোদ ও হর্ষসঞ্চার হইল।

হে নরশ্রেষ্ঠ! অনন্তর অশ্বরত্ন উচ্চৈঃশ্রবা, মণিরত্ন কৌস্তুভ ও রসরত্ন অমৃত উত্থিত হইল। হে রাম! এই অমৃতের জন্য কুল-ক্ষয়কর মহাকলহ উপস্থিত হইল। অদিতির পুত্র দেবগণ দিতির পুত্র দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অসুরগণ রাক্ষসদিগের সহিত এই যুদ্ধে যোগ দান করিল। তাহাতে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ঐ যুদ্ধে ত্রিভুবনের মোহ উপস্থিত হইল। যখন পরস্পর প্রহার করিয়া, উভয় পক্ষই প্রায় ক্ষয় প্রাপ্ত হইল, তখন মহাবল বিষ্ণু মোহিনী মায়া অবলম্বন করিয়া, সত্বর অমৃত হরণ করিয়া লইলেন। যাহারা অমৃতগ্রহণের অভি-লাষে পুরুষোত্তম সনাতন বিষ্ণুর অভিমুখে গমন করিল, সেই পরমপ্রভাব বিষ্ণু যুদ্ধে তাহাদের সকলকেই সংহার করিলেন। এই রূপে সুরাসুর উভয় পক্ষে ঘোরতর মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইলে, অদিতির বীর পুত্রগণ দিতির পুত্রদিগকে সংহার করিতে লাগি-লেন। দেবরাজ ইন্দ্র দিতির পুত্রদিগকে নিহত করিয়া, স্বয়ং রাজা হইয়া, আহ্লাদিত চিত্তে ঋষিগণ ও চারণগণের সহিত সমুদায় লোক শাসন করিতে লাগিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

পুত্রেরা নিহত হইলে, দিতি পরমদুঃখিত হইয়া, মরীচির পুত্র স্বামী কশ্যপকে কহিলেন, হে ভগবন্‌! তোমার মহাত্মা পুত্রগণ আমার পুত্রদিগকে বিনাশ করিয়াছে। অতএব ইন্দ্রকে সংহার করিতে পারে, সুদীর্ঘ তপোবলে তাদৃশ পুত্র লাভ করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে। আমি তপস্যা করিব, আমাকে পুত্র প্রদান করিতে হইবে। ঐ পুত্র ত্রৈলোক্যের আধিপত্য ও ইন্দ্রেরও বিনাশ করিবে। আপনি এ বিষয়ে অনুজ্ঞা করুন।

মরীচিতনয় মহাতেজা কশ্যপ পরম দুঃখিতা দিতির এই

বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে তপোধনে! তোমার অভিলাষ সিদ্ধ হইবে। তোমার কল্যাণ হউক। এক্ষণে তুমি, যত দিন না পুত্রোৎপত্তি হয়, তাবৎ শুচি হইয়া থাক। তাহা হইলে, যুদ্ধে ইন্দ্রকে সংহার করিতে পারিবে, ঈদৃশ পুত্রের জননী হইবে। যদি তুমি সম্পূর্ণ সহস্র বৎসর শুচি থাকিতে পার, তাহা হইলে, আমা হইতে ত্রিলোকের বিনাশকর্ত্তা পুত্র উৎপাদন করিতে পারিবে। এই বলিয়া মহাতেজা কশ্যপ হস্ত দ্বারা তাঁহাকে সংমার্জ্জিত করিলেন এবং সংমার্জ্জিত করিয়া, স্বস্তি এই বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক তপস্যার্থ প্রস্থান করিলেন।

হে নরশ্রেষ্ঠ! কশ্যপ প্রস্থান করিলে, দিতি পরমহর্ষিতা হইয়া, পূর্ব্বদেশস্থ বিশালনামক তপোবনে গমন পূর্ব্বক কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। হে নরোত্তম! দিতি তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে, সহস্রাক্ষ ইন্দ্র শুশ্রূষার উপযুক্ত গুণাতিশয় সহকারে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। অগ্নি, কুশ, কাষ্ঠ, জল, ফল, এবং অন্যান্য অভিলষিত বস্তু সমুদায় তিনি দিতিকে যথানিয়মে প্রদান এবং সর্ব্বদাই গাত্রমর্দ্দন ও শ্রম অপনোদন করিয়া, তাঁহার সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে রঘুনন্দন! এইরূপে নয় শত নবতি বৎসর অতীত হইলে, দিতি পরম হর্ষিত হইয়া, ইন্দ্রকে কহিলেন, হে বীরশ্রেষ্ঠ! আর আমার তপস্যার দশ বৎসর অবশিষ্ট আছে। তোমার কল্যাণ হউক। দশ বৎসর শেষ হইলেই, তুমি ভ্রাতৃদর্শন করিবে। হে পুত্র! আমি তোমারই নিমিত্ত তোমার ঐ ভ্রাতাকে যাচ্ঞা করিয়াছিলাম। সে যাহাতে বিজয়লাভে উৎসুক হয়, আমি তাহা করিব। হে পুত্র! সেও ত্রৈলোক্য জয় করিবে। তুমি তাহার সহিত মিলিত হইয়া, ঐ বিজয় মহোৎসব সম্ভোগ করিয়া, সুখী হইবে। হে সুরশ্রেষ্ঠ। তোমার মহাত্মা পিতা আমার প্রার্থনায় বর দেন যে, বর্ষ সহস্র পূর্ণ হইলে, আমার পুত্র লাভ হইবে। দিতি এইপ্রকার কহিয়া, মধ্যাহ্নকালেই নিদ্রা যাইতে

লাগিলেন। শয্যার যে দিকে মস্তক রাখিতে হয়, তিনি নিদ্রার সময়ে সেইদিন সেই দিকে পদদ্বয় রাখিয়া দিলেন। এই রূপে মস্তক স্থানে পদ এবং পদস্থানে মস্তক রাখাতে, দিতি অশুচি হইলেন। দিতিকে অশুচি দেখিয়া, ইন্দ্র আহ্লাদিত হইলেন। এবং হাস্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সাবধান হইয়া, দিতির যোনি-বিবরে প্রবেশ পূর্ব্বক তদীয় গর্ভ সাতখান করিয়া ছেদন করিলেন। তিনি শতপর্ব্ব বজ্র দ্বারা এই রূপে গর্ভ ছেদন করিলে, ঐ গর্ভস্থ সন্তান সুস্বরে রোদন করিতে লাগিল। হে রাম! তাহাতে দিতি জাগিয়া উঠিলেন। ইন্দ্রও গর্ভস্থ পুত্রকে রোদন করিও না, রোদন করিও না, এইরূপ বলিতে লাগিলেন এবং সেই অবস্থা-তেই তাহাকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দিতি ইন্দ্রকে বলিয়া উঠিলেন, বধ করিও না, বধ করিও না। ইন্দ্র জননীর কথা মান্য করিয়া, তৎক্ষণাৎ নির্গত হইলেন এবং বজ্র হস্তেই কৃতা-ঞ্জলিপুটে দিতিকে কহিলেন, হে দেবি! আপনি পদস্থানে মস্তক রাখাতে, অশুচি হইয়া, শয়ন করিয়াছিলেন। আমি এই ছিদ্র পাইয়া, যুদ্ধে আমার হন্তাকে সাত খণ্ডে ছেদন করিয়াছি; আমাকে মার্জ্জনা করিতে হইবে।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

গর্ভস্থ পুত্র এই রূপে সাত খণ্ডে ছিন্ন হইলে, দিতি অতিশয় দুঃখিতা হইয়া, অনুনয় পূর্ব্বক দুর্দ্ধর্ষ ইন্দ্রকে কহিতে লাগিলেন, হে দেবরাজ! আমার দোষেই গর্ভস্থ সন্তান সাত খণ্ডে ছিন্ন হইয়াছে; হে বলনিসূদন! এ বিষয়ে তোমার অপরাধ নাই। গর্ভ ত বিনষ্ট হইল; অধুনা, তোমার এই কার্য্যে যাহাতে আমাদের উভয়েরই প্রীতি সম্পন্ন হয়, তাহা করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে। অতএব এই সপ্ত খণ্ড, সপ্ত বায়ুর স্থানীয় হইয়া, তোমার অধীনে

লোক সকল রক্ষা করুক। হে পুত্র! আমার এই মারুত নামে প্রসিদ্ধ দিব্যরূপ সপ্ত পুত্র বাতস্কন্ধ নামে বিখ্যাত হইয়া তত্তৎ লোকে বিচরণ করুক। অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে এক জন ব্রহ্মলোকে, দ্বিতীয় ইন্দ্রলোকে, তৃতীয় অন্তরীক্ষে, এবং অপর চারি জন তোমার আজ্ঞায় পূর্ব্বাদি চারি মহাদিকে বিচরণ করিবে। হে মহা-যশা সুরশ্রেষ্ঠ! তোমার কল্যাণ হউক। আমার পুত্রগণ তোমা-রই প্রদত্ত মারুত নামে বিখ্যাত হইয়া, কালবশে ঐরূপে সঞ্চরণ করিবে।

বলনিসূদন সহস্রলোচন ইন্দ্র দিতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আপনি যাহা যাহা বলিলেন, তৎসমস্তই সুসম্পন্ন হইবে, তাহাতে সংশয় নাই; আপনার পুত্রগণ দেব-রূপেই বিচরণ করিবে, আপনার কল্যাণ হউক।

হে রাম। শুনিয়াছি, মাতা পুত্রে সেই তপোবনে এইপ্রকার মীমাংসা করিয়া, কৃতার্থ হইয়া, স্বর্গে গমন করেন। হে কাকুৎস্থ! পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র এই দেশে বাস করিয়াছিলেন, এবং এই স্থানেই তপঃসিদ্ধা দিতির পরিচর্য্যা করেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! ইক্ষ্বা-কুর ঔরসে অলম্বুষার গর্ভে বিশাল নামে বিখ্যাত পরম ধার্ম্মিক পুত্র উৎপন্ন হয়। তিনি এই স্থানে বিশালানামে পুরী প্রতিষ্ঠা করেন। হে রাম! বিশালেব পুত্র মহাবল হেমচন্দ্র। হেম-চন্দ্র হইতে সুবিখ্যাত সুচন্দ্রের জন্ম হয়। হে রাম। সুচন্দ্রের পুত্র ধূম্রাশ্ব নামে বিখ্যাত। ধূম্রাশ্বের ঔরসে সৃঞ্জয়ের জন্ম হয়। সৃঞ্জয়ের পুত্র শ্রীমান্ ও প্রতাপবান্ সহদেব। সহদেবের পুত্র কৃশাশ্ব। কৃশাশ্ব অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন। কৃশাশ্বের পুত্র পরম-তেজস্বী ও প্রতাপশালী সোমদত্ত। সোমদত্তের পুত্র কাকুৎস্থ নামে বিখ্যাত। কাকুৎস্থের পুত্রই এক্ষণে এই পুরীতে বাস করেন। ইহাঁর নাম সুমতি। সুমতি অতিশয় তেজস্বী, দুর্জয় এবং যার পর নাই শ্রীসম্পন্ন। ইক্ষ্বাকুর প্রসাদে বিশালাবাসী রাজামাত্রেই দীর্ঘায়ু, মহাত্মা, বীর্য্যবান্ ও অতিশয় ধার্ম্মিক। হে

রাম! অদ্য একরাত্রি আমরা এখানে অবস্থিতি করিব, কল্য প্রভাতে তুমি রাজা জনককে দেখিবে।

বিশ্বামিত্র স্বরাজ্যে আসিয়াছেন, শুনিয়া, নরবরশ্রেষ্ঠ মহাযশা মহাতেজাঃ সুমতি তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং উপাধ্যায় ও বান্ধবগণের সহিত ঋষির অতিশয় পূজা ও কৃতাঞ্জলিপুটে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া, বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, হে মুনে! আপনি আমার অধিকারে আসিয়াছেন, ইহাতে আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। অথবা, আমা অপেক্ষা ধন্য আর কেহই নাই। যেহেতু, আমি আপনার দর্শনলাভ করিলাম।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

এইরূপে, পরস্পর সাক্ষাৎকারে কুশলজিজ্ঞাসানন্তর কথা-শেষ হইলে, সুমতি মহামুনি বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, হে মুনে! এই দুইটী কুমার দেবতার ন্যায় পরাক্রান্ত, গজ ও সিংহের ন্যায় গতিবিশিষ্ট, শার্দ্দূল ও বৃষভের ন্যায় আকারসম্পন্ন, পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাললোচন ও অশ্বিনীকুমারের ন্যায় রূপবান্ এবং বীর ও যৌবনসম্পন্ন। ইহাঁরা খড়্গ, তূণ ও ধনু ধারণ করিয়াছেন। দেখিলে বোধ হয়, যেন দুইটী দেবতা যদৃচ্ছাক্রমে স্বর্গলোক হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। ইহাঁরা কাহার পুত্র এবং কিজন্যই বা পাদচারে এখানে আসিলেন? চন্দ্রসূর্য্য যেমন আকাশের, তদ্রূপ, ইহাঁরা এই দেশের শোভা সম্পন্ন করিতেছেন। কি দেহ, কি মনোগত ভাব, কি গতিপ্রভৃতি, সকল বিষয়েই ইহাঁরা পরস্পর সমান। ইহাঁরা দুইজনেই মনুষ্যগণের শ্রেষ্ঠ, দুইজনেই বীর ও উৎকৃষ্ট আয়ুধ ধারণ করিয়াছেন; কিজন্য দুর্গম পথে আগমনক্লেশ স্বীকার করিলেন, যথাযথ শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে। বিশ্বা-

মিত্র রাজার বাক্যে সমুদায় আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলেন। সুমতি বিশ্বামিত্রের কথা শ্রবণ পূর্ব্বক অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং সৎকারের যোগ্য অতিথি মহাবল রাম ও লক্ষ্মণের বিধি-পূর্ব্বক পূজা করিলেন।

রাজা সুমতি এই প্রকারে সমুচিত সৎকার করিলে, রাম ও লক্ষ্মণ এক রাত্রি তথায় বাস করিলেন, পরে মিথিলায় যাত্রা করিলেন। রাজা জনকের মনোহর নগরী দর্শন করিয়া, ঋষিগণ সকলেই সাধু সাধু বাক্যে তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

রাম ঐ মিথিলার নিকটবর্ত্তী বনমধ্যে জনশূন্য মনোহর প্রাচীন আশ্রম দর্শন করিয়া, মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! এই স্থানটী দেখিতে আশ্রমের ন্যায়, কিন্তু এখানে মুনি নাই, ইহা কি, পূর্ব্বে কাহারই বা আশ্রম ছিল, শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।

রাম এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে, বাক্যবিশারদ মহা-তেজাঃ মহামুনি বিশ্বামিত্র শ্রবণ করিয়া, প্রত্যুত্তর করিলেন, আহা, রাম! এই আশ্রমপদ যাঁহার এবং মহাত্মার কোপে যেরূপে শাপগ্রস্ত হয়, সমুদায় যথাযথ বলিব, শ্রবণ কর। হে নরশ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বে ইহা মহাত্মা গৌতমের আশ্রম ছিল। ঐ আশ্রম দেখিতে স্বর্গীয় আশ্রমের ন্যায় এবং দেবগণও উহার পূজা করি-তেন। হে মহাযশা রাজপুত্র রাম ও লক্ষ্মণ। মহাত্মা গৌতম অহল্যার সহিত এখানে অনেক বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন।

একদা মহর্ষি গৌতম কার্য্যবশতঃ আশ্রমে অনুপস্থিত হইলে, শচীপতি ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া, সেই গৌতমের বেশে আসিয়া, অহল্যাকে কহিলেন, হে অতি-সুন্দরি। কামার্ত্তগণ ঋতুকালের অপেক্ষা করে না। অতএব হে সুমধ্যমে! আমি তোমার সহিত সঙ্গম কামনা করি। হে রঘুনন্দন! ইন্দ্র যে গৌতমের বেশে আসিয়াছিলেন, অহল্যা তাহা জানিতে পারিয়া-ছিলেন। তথাপি, স্বয়ং ইন্দ্রও আমার প্রণয়াভিলাষী হইয়াছেন,

এইপ্রকার কৌতুক বশতঃ দুর্ব্বুদ্ধি ঘটাতে অহল্যা সম্মত হইলেন। অনন্তর অভিলাষ পূর্ণ হইলে অহল্যা কৃতার্থ অন্তঃকরণে ইন্দ্রকে কহিলেন, হে সুররাজ! কৃতার্থ হইয়াছ; এক্ষণে শীঘ্র এখান হইতে প্রস্থান কর। হে দেবেশ! লোকমধ্যে উভয়েরই গৌরব আছে। অতএব যাহাতে উভয়েরই রক্ষা হয়, তাহা কর। ইন্দ্র হাস্য করিয়া কহিলেন, হে চারুনিতম্বিনি! আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি; অতএব গমন করিব।

দেবরাজ এই রূপে সঙ্গম করিয়া, গৌতমের ভয়ে ত্বরাপূর্ব্বক কুটীর হইতে নির্গত হইলেন এবং পাছে গৌতম দেখিতে পান, এই ভাবিয়া শঙ্কিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু বাহির হইবেন কি, তপোবলবিশিষ্ট মুনিশ্রেষ্ঠ মহর্ষি গৌতমকে তীর্থসলিলে স্নান করিয়া,কুশসমিধ হস্তে আশ্রমে প্রবেশ করিতে দেখিলেন। তিনি সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত এবং দেবদানবগণও কোন রূপে তাঁহার পরাভব করিতে পারে না। ইন্দ্র তাঁহার দর্শনমাত্র অতিমাত্র ভীত ও ম্লানমুখ হইলেন।

অনন্তর সদাচারপরায়ণ মহর্ষি গৌতম দুরাচারপরায়ণ ইন্দ্রকে তাঁহার নিজেরই বেশ ধারণ করিতে দেখিয়া, ক্রোধভরে বলিতে লাগিলেন, হে দুর্ম্মতে! যেহেতু, তুমি আমার রূপ ধারণ করিয়া, ঈদৃশ অকার্য্য অনুষ্ঠান করিলে, সেইহেতু, তোমার বৃষণ স্খলিত হইবে। মহাত্মা গৌতম রোষভরে এইপ্রকার বলিবামাত্র তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রের বৃষণদ্বয় ভূমিতে পতিত হইল। ইন্দ্র কোষহীন হইলেন দেখিয়া, মহর্ষি ভার্য্যাকেও শাপ দিয়া কহিলেন, তোমাকে বায়ুমাত্র ভক্ষণ ও ভস্মে শয়ন করিয়া, প্রাণিমাত্রেরই অদৃশ্যা হইয়া, অনুতাপ করত অনশনে বহুসহস্র বৎসর এখানে থাকিতে হইবে। দশরথনন্দন দুর্দ্ধর্ষ রাম এই ঘোরতর বনে যখন আগমন করিবেন, তখনই তুমি পবিত্রা হইবে। রে দুরাচারিণি! তৎকালে তুমি লোভ মোহ ত্যাগ করিয়া, রামের অতিথিজনোচিত সংকার বিধান করিলেই, স্বীয় পূর্ব্ব স্বরূপ-

ধারণ করিয়া, হর্ষিত হইয়া, আমার সান্নিধ্য লাভ করিবে। পরম তপস্বী মহাতেজাঃ গৌতম দুষ্টচারিণী অহল্যাকে এইপ্রকার কহিয়া আশ্রমত্যাগপূর্ব্বক হিমালযের সিদ্ধচারণসেবিত রমণীয় শিখরে তপস্যা করিতে লাগিলেন।

একোনপঞ্চাশৎ সর্গ।

এ দিকে, কোষহীন হওয়াতে, দেবরাজ ব্যাকুল নয়নে সিদ্ধ, চারণ ও গন্ধর্ব্ব এবং অগ্নিপ্রমুখ দেবগণকে কহিলেন, তপস্যাব বিঘ্ন করত মহাত্মা গৌতমের ক্রোধ উৎপাদন করিয়া, আমি দেবগণের এই কার্য্য করিয়াছি। তাহাতে, গৌতম রুষ্ট হইয়া, আমাকে কোষহীন ও অহল্যাকেও (শাপ দান পূর্ব্বক) ত্যাগ করিয়াছেন। এই রূপে আমি মহৎ শাপদানচ্ছলে গৌতমের তপস্যার ক্ষয় করিয়া, দেবগণের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছি। অতএব হে সুরশ্রেষ্ঠগণ। তোমরা ঋষিগণ ও চারণগণের সহিত মিলিত হইয়া, আমার পুরুষত্ব বিধান কর। দেবরাজের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ মরুদ্‌গণের সহিত সমবেত হইয়া, পিতৃদেবগণের সমীপে গমন কবিয়া কহিলেন; গৌতম দেবরাজের কোষ হরণ কবিযাছেন। আপনাদের এই মেষের বৃষণ আছে। আপনারা সত্বর ঐ মেষবৃষণ গ্রহণ করিয়া, ইন্দ্রকে প্রদান করুন। মেষ বৃষণহীন হইলেও, আপনাদের পরম তৃপ্তি সাধন করিবে। যে সকল লোক আপনাদের প্রীতির জন্য কোষহীন মেষ প্রদান করিবে, আপনারা তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে অক্ষয় ফল প্রদান করিবেন।

পিতৃদেবগণ অগ্নির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, একত্র মিলিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ মেষবৃষণ উৎপাটন পূর্ব্বক ইন্দ্রের শরীরে যোগ করিয়া দিলেন। হে কাকুৎস্থ। এই রূপে ইন্দ্রের শরীরে কোষ

যোগ করিয়া দেওয়া অবধি পিতৃদেবগণ কোষহীন মেষ ভক্ষণ করিয়া থাকেন। হে রাঘব! ইন্দ্রও তদবধি মহাত্মা গৌতমের তপঃপ্রভাবে মেষ-বৃষণ হইয়াছেন। হে মহাতেজাঃ রাম! অধুনা পুণ্যকীর্ত্তি গৌতমের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া, দেবরূপিণী মহাভাগা অহল্যার উদ্ধার কর। রাম বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাকে অগ্রে করিয়া, লক্ষ্মণের সহিত গৌতমের আশ্রমপদে প্রবেশ পূর্ব্বক মহাভাগা অহল্যাকে দর্শন করিলেন। তপঃপ্রভাবে তাঁহার শরীরপ্রভা সাতিশয় উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাতে, তিনি সুরাসুরমিলিত সকল লোকেরই দুর্নিরীক্ষ্য হইয়াছেন। বিধাতা যেন যত্নাতিশয়সহকারে দিব্য মায়াময়ীর ন্যায় তাঁহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। (সমুদায় শরীর ভস্মে আচ্ছন্ন হইলেও,) তিনি ধূমাচ্ছন্ন প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায়, অথবা মেঘমালায় আবৃত তুষারাচ্ছন্ন পূর্ণচন্দ্রের প্রভার ন্যায় কিংবা জলমধ্যস্থ দুর্নিরীক্ষ্য প্রদীপ্ত সূর্য্যবিম্বের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছেন। যত দিন না রামের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তত দিন, তিনি স্বামীর বাক্যে লোকমাত্রেরই ঐরূপ দুর্নিরীক্ষ্যা হইয়া ছিলেন। শাপের শেষ হওয়াতেই, তাঁহারা তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। দর্শনমাত্র রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েই আহ্লাদভরে তাঁহার পদযুগল ধারণ করিলেন। অহল্যাও স্বামীবাক্যই স্মরণ পূর্ব্বক রামের চরণদ্বয় গ্রহণ এবং ঐকান্তিক চিত্তে পাদ্য অর্ঘ্য দান ও আতিথ্য বিধান করিলেন। ককুৎস্থকুলোদ্ভব রাম বিধিবোধিত কর্ম্মানুসারে তাহা প্রতিগ্রহ করিলেন। ঐ সময়ে দেবদুন্দুভির শব্দ সহিত রাশি রাশি পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হইল। গন্ধর্ব্ব ও অপসরোগণ মহামহোৎসবে প্রবৃত্ত হইল। দেবগণ সাধু সাধু বাক্যে সম্যক প্রকারে অহল্যার পূজা করিলেন। তপোবলে শরীর পবিত্র হওয়াতে, অহল্যা স্বামির বশবর্ত্তিনী হইলেন। তখন মহাতেজা মহাতপস্বী গৌতম অহল্যার সহিত সুখী হইয়া, যথাবিধানে রামের সবিশেষ পূজা করিয়া, তপস্যা করিতে লাগিলেন।

রামও মহর্ষি গৌতমের নিকট বিধিপূর্ব্বক সাতিশয় পূজা লাভ করিয়া, মিথিলায় গমন করিলেন।

পঞ্চাশৎ সর্গ।

অনন্তর রাম লক্ষ্মণের সহিত বিশ্বামিত্রকে অগ্রে করিয়া, ঈশান দিক্ অবলম্বন পূর্ব্বক রাজা জনকের যজ্ঞবাটে গমন করিলেন। তথায় গমন করিয়া, মুনিশ্রেষ্ঠকে কহিলেন, মহাত্মা জনক যেরূপ আড়ম্বর পূর্ব্বক যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা সর্ব্বপ্রকারেই প্রশংসনীয়। হে মহাভাগ। নানাদেশনিবাসী বেদাধ্যয়নবিশিষ্ট বহু সহস্র ব্রাহ্মণ এই যজ্ঞে সমবেত হইয়াছেন। এবং ঋষিগণেরও নিবাস সকল দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। শত শত ক্ষুদ্র শকটে ঐ সকল নিবাস পরিপূর্ণ রহিয়াছে। হে ব্রহ্মন্। এক্ষণে আমাদেরও বাসস্থান নির্দ্ধারণ করুন। মহামুনি বিশ্বামিত্র রামের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক যেখানে জলসম্পর্ক আছে, কিন্তু লোকের সম্পর্ক নাই, তাদৃশ প্রদেশে বাসস্থান কল্পনা করিলেন।

এ দিকে, বিশ্বামিত্র আসিয়াছেন, শ্রবণ করত পরম প্রশংসিত রাজর্ষি জনক পুরোহিত শতানন্দ ও মহাত্মা ঋত্বিক্দিগকে অগ্রে করিয়া, অর্ঘ্য গ্রহণ পূর্ব্বক সত্বর হইয়া তৎক্ষণাৎ বিনয়ভরে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন এবং ধর্ম্মানুসারে ধর্ম্মসহিত অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। বিশ্বামিত্র মহাত্মা জনকের প্রদত্ত পূজা প্রতিগ্রহ করিয়া, তাঁহার ও তাঁহার যজ্ঞের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর তিনি জনকের উপাধ্যায় ও পুরোহিত ঋষিদিগকেও কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া, পরমপ্রীতিসহকারে ন্যায়ানুসারে আলিঙ্গনাদি পূর্ব্বক তাঁহাদের সকলের সহিত সংমিলিত হইলেন।

তদনন্তর রাজা জনক কৃতাঞ্জলি হইয়া, মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, হে ভগবন্! এই সকল শ্রেষ্ঠ ঋষির সহিত আসন পরিগ্রহ করুন। মহামুনি বিশ্বামিত্র জনকের বাক্য শ্রবণ করিয়া, উপবেশন করিলেন। তখন, পুরোহিত ও ঋত্বিগগণ এবং রাজা মন্ত্রিগণের সহিত ন্যায়ানুসারে বিশ্বামিত্রের চারি দিকে আসনে আসীন হইলেন। অনন্তর জনক বিশ্বামিত্রকে উপবিষ্ট দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, ভগবন্! অদ্য দেবতারা আমার এই যজ্ঞ-সমৃদ্ধি সফল করিলেন; অদ্য আমি আপনাকে দর্শন করিয়া যজ্ঞফল প্রাপ্ত হইলাম। হে ব্রহ্মন্! আপনি মুনিগণের শ্রেষ্ঠ। অদ্য এই সকল ঋষির সহিত আমার যজ্ঞসভায় পদার্পণ করাতে আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। হে ব্রহ্মর্ষে! মনস্বী ঋত্বিগ্-গণ আমাকে বলিয়াছেন, দ্বাদশ দিন দীক্ষিত থাকিবে। ঐসময় মধ্যে, বিশ্বামিত্র আসিলেই, স্ব স্ব ভাগগ্রহণার্থী দেবতাদিগকে দেখিতে পাইবে।

রাজা জনক হর্ষিত বাক্যে মুনিশ্রেষ্ঠ কৌশিককে এইপ্রকার কহিয়া, পুনরায় প্রযত হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে মুনে! পরাক্রমে দেবতার ন্যায়, গমনে গজেন্দ্রের ন্যায়, আকারে ব্যাঘ্র ও বৃষভের ন্যায়, এবং রূপে অশ্বিনীকুমারযুগলের ন্যায়, এই দুইটী বীর্য্যবান্ তরুণবয়স্ক কুমার, যেন দুইটী দেবতা স্বর্গলোক হইতে আপনার ইচ্ছাতেই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে মহর্ষে, ইঁহারা কিজন্য ও কিরূপে পাদচারে এখানে আসিলেন? ইঁহারা আকার, ইঙ্গিত ও চেষ্টা সকল বিষয়েই পরস্পর সমান এবং সূর্য্য ও চন্দ্র যেমন আকাশের, তেমনি এই দেশের শোভা সাধন করিয়াছেন। ইঁহাদের উভয়েরই হস্তে উৎকৃষ্ট আয়ুধ এবং উভয়েই কাকপক্ষ ধারণ করিয়াছেন। হে ঋষে! এই দুই বীর কুমার কাহার পুত্র, যথাযথ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হইতেছে, অনু-গ্রহ পূর্ব্বক বর্ণন করুন।

মহাত্মা জনকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, অপ্রমেয়াত্মা

বিশ্বামিত্র নিবেদন করিলেন, ইহাঁরা রাজা দশরথের পুত্র। ইহাঁরা সিদ্ধাশ্রমে বাস, রাক্ষসগণের সংহার, পথিমধ্যে নির্ভয়ে আগমন, বিশালানগরীদর্শন, অহল্যার উদ্ধার ও গৌতমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। এবং অধুনা আপনার ধনু দর্শন অভিলাষে এখানে আসিয়াছেন। মহাতেজা মহামুনি বিশ্বামিত্র ইত্যাদি সমস্ত ঘটনা মহাত্মা জনকের গোচর করিয়া, নিবৃত্ত হইলেন।

একপঞ্চাশৎ সর্গ।

ধীমান্ বিশ্বামিত্র এইপ্রকার কহিলে, মহাতেজাঃ শতানন্দের শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। শতানন্দ অতিশয় তপস্বী ও গৌতমের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং তপঃপ্রভাবে তাঁহার দেহপ্রভা অতিশয় উজ্জ্বলিত হইয়াছে। রামকে দর্শন করিয়াই, তাঁহার অতিমাত্র বিস্ময়রসের সঞ্চার হইল। অনন্তর তিনি আসনে সুখোপবিষ্ট নৃপনন্দন রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, মুনিবর কৌশিককে কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমার মাতা যশস্বিনী অহল্যা অনেক তপস্যা করিয়াছেন। আপনি কি রাজপুত্র রামের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ করাইয়াছেন? হে মহাতেজা! এই রাম সকল প্রাণিরই পূজনীয়। আমার মাতা কি বন্য ফলমূলাদি দ্বারা ইহাঁর যথাবিধি পূজা করিয়াছেন? হে ঋষে! দেবরাজ ইন্দ্র গৌতমবেশে যে দুষ্কার্য্য করেন, আমার মাতৃসম্বন্ধে সেই পুরাতন ঘটনা আপনি কি এই রামকে বলিয়াছেন? হে কুশিকনন্দন! হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনার মঙ্গল হউক। আমার জননী রামকে দর্শন ও পূজাদি করিয়া কি পুনরায় আমার পিতার সহিত মিলিত হইয়াছেন। হে কুশিকনন্দন! আমার পিতা কি রামের পূজা করিয়াছেন? এই মহাতেজা রাম কি তাঁহার নিকট পূজিত হইয়া, এখানে আসিয়াছেন? হে বিশ্বামিত্র! রাম ঐরূপে পূজিত হইয়া, এখানে

আসিবার সময় প্রসন্ন মনে আমার পিতাকে কি অভিবাদন করিয়াছেন ?

মহর্ষি বিশ্বামিত্র শতানন্দের বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই বাক্য-নিপুণ গৌতমাত্মজকে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ। যাহা যাহা কর্ত্তব্য, তাহা বিস্মৃত হই নাই, সমস্তই সম্পন্ন করিয়াছি। পরশুরামের মাতা রেণুকা যেমন তদীয় পিতার সহিত, তেমনি তোমার জননী ত্বদীয় জনকের সহিত পুনরায় মিলিতা হইয়াছেন।

ধীমান্ বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহাতেজা শতানন্দ রামকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনি সুখে আসিয়াছেন? হে রাঘব! আপনি যে এই অপরাজিত মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে অগ্রে করিয়া, এখানে আসিয়াছেন, ইহা অতিশয় সৌভাগ্য বলিতে হইবে। হে রাম! আপনি লোকের একমাত্র গতি। যিনি তপঃপ্রভাবে ব্রহ্মর্ষি হইয়াছেন, যাঁহার কার্য্য সকল দুর্ব্বিভাব্য, যাঁহার প্রভার সীমা নাই, সেই এই মহাতেজা বিশ্বা-মিত্রই আপনাকে অবগত আছেন। হে রাম! পরমতপস্বী কুশিক-নন্দন আপনার রক্ষাকর্ত্তা, আপনার অপেক্ষা পৃথিবীতে ধন্যতর আর কেহই নাই। এই মহাত্মা বিশ্বামিত্রের বল ও ব্রহ্মর্ষিত্ব যেরূপ, বলিতেছি, শ্রবণ করুন। এই মহাত্মা শত্রু সকল দমন পূর্ব্বক অনেকদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইনি ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতবিদ্য ও প্রজাগণের হিতনিরত রাজা ছিলেন।

পূর্ব্বে প্রজাপতির পুত্র কুশনামে মহীপতি ছিলেন। কুশের পুত্র কুশনাভ; ইনি অতি ধার্ম্মিক ও বলবান্ ছিলেন। কুশনা-ভের পুত্র গাধি নামে বিখ্যাত। গাধির পুত্র মহাতেজা মহামুনি বিশ্বামিত্র। এই মহাতেজা বিশ্বামিত্র রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অনেক সহস্র বৎসর পৃথিবী পালন ও রাজত্ব করিয়াছিলেন। কোন সময়ে ইনি চতুরঙ্গবল যোজনা করিয়া, অক্ষৌহিণী সম-ভিব্যাহারে অনেক রাজ্য, নগর, নদী, মহাগিরি ও আশ্রম সকল

ক্রমশঃ বিচরণ পূর্ব্বক সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করত আগমন করেন। আগমনসময়ে মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রম অবলোকন করিলেন। ঐ আশ্রমে বিবিধ বৃক্ষ ও লতা শোভা পাইতেছে, নানা-জাতীয় মৃগ বিচরণ করিতেছে, সিদ্ধ ও চারণগণ সর্ব্বদা বাস করিতেছেন, দেব দানব গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ উহার শোভা বিস্তার করিয়াছে, শান্তস্বভাব হরিণগণ উহা ব্যাপ্ত করিয়া আছে, নানা-জাতীয় বিহঙ্গমগণ উহাতে বাসস্থান স্থাপন করিয়াছে, ব্রহ্মর্ষিগণ ও দেবর্ষিগণ উহা পূর্ণ করিয়া আছেন, এবং বালখিল্যগণ, বৈখা-নসগণ ও অন্যান্য ঋষিগণে সর্ব্বদাই ব্যাপ্ত হওয়াতে, চতুর্দ্দিকেই উহার শোভা সমুদ্ভূত হইয়াছে। ঐ সকল ঋষি ব্রহ্মা ও অগ্নির ন্যায়, মহাত্মা ও শ্রীমান্‌, এবং তপস্যা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়া-ছেন। উহাদের মধ্যে কেহ জলমাত্র, কেহ বায়ুমাত্র, কেহ গলিত পত্রমাত্র, কেহ বা ফলমূলমাত্র ভক্ষণ করিয়া থাকেন এবং সক-লেই বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয় সকল জয় করিয়াছেন, সমুদয় দোষ পরিহার করিয়াছেন, এবং সর্ব্বদা জপ ও হোম করিয়া থাকেন। জয়িশ্রেষ্ঠ মহাবল বিশ্বামিত্র দ্বিতীয় ব্রহ্মলোকের ন্যায়, ঈদৃশ বশিষ্ঠাশ্রম দর্শন করিলেন।

দ্বিপঞ্চাশৎ সর্গ।

মহাবল বীর বিশ্বামিত্র তদ্দর্শনে পরম প্রীত হইয়া, বিনয় বশতঃ বিজয়িশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে প্রণাম করিলেন। মহাত্মা ভগবান্‌ বশিষ্ঠ তাঁহাকে কহিলেন, আপনি সুখে আসিয়াছেন? এই বলিয়া তিনি রাজাকে বসিতে আসন দিলেন। এবং শ্রীমান্‌ বিশ্বা-মিত্র উপবেশন করিলে, ন্যায়ানুসারে তাঁহাকে ফলমূল প্রদান করিলেন। রাজর্ষি বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের প্রদত্ত পূজা প্রতিগ্রহ করিয়া, তাঁহার তপস্যা, অগ্নিহোত্র ও শিষ্যগণের কুশল জিজ্ঞাসা

করিলেন। অনন্তর মহাতেজা কুশিকনন্দন বনস্পতি সকলেরও কুশল জিজ্ঞাসিলেন। বশিষ্ঠ রাজর্ষিকে কহিলেন, আমার সর্ব্বত্র কুশল। অনন্তর রাজা বিশ্বামিত্র সুখে উপবিষ্ট হইলে, জাপকগণের শ্রেষ্ঠ, পরম তপোনিষ্ঠ, ব্রহ্মনন্দন বশিষ্ঠ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজন্! আপনার কুশল? আপনি ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া, ধর্ম্ম ও রাজকীয়-ব্যবহার অনুসারে প্রজালোকের মনস্তুষ্টি করত তাহাদের পালন করিয়া থাকেন? ভৃত্যগণ আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী আছে? আপনি যথানিয়মে বেতনাদি প্রদান পূর্ব্বক তাহাদের পোষণ করেন? হে শত্রুহন্তা! আপনার সমুদায় শত্রুজয় হইয়াছে? হে পরন্তপ! হে নরশ্রেষ্ঠ! হে অনঘ! আপনার কোষ, বল, মিত্র এবং পুত্রপৌত্রগণ সকলেই কুশলে আছেন? মহাতেজাঃ রাজা বিশ্বামিত্র বিনয় পূর্ব্বক বশিষ্ঠকে প্রত্যুত্তর করিলেন, আমার সর্ব্বত্রই কুশল। এই রূপে উভয়ে পরম হর্ষযুক্ত হইয়া, অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়া, পরস্পরকে আপ্যায়িত করিলেন।

হে রঘুনন্দন! অনন্তর অন্য কথার প্রসঙ্গক্রমে ভগবান্ বশিষ্ঠ হাস্য করিয়া, বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, হে মহাবল! আপনার বলবীর্য্যাদির সীমা নাই। আমি আপনার ও আপনার সৈন্যগণের আতিথ্য করিতে ইচ্ছা করি। অতএব যথাযোগ্য আমার আতিথ্য গ্রহণ করুন্। হে রাজন্! আপনি অতিথিগণের শ্রেষ্ঠ এবং বিশেষরূপে পূজার যোগ্যপাত্র। অতএব আমার এই আতিথ্যসৎকার গ্রহণ করুন্। মহামুনি বশিষ্ঠ এইপ্রকার কহিলে, রাজা বিশ্বামিত্র প্রত্যুত্তর করিলেন, ভগবন্! আপনি যে আমার পূজা করিবেন, বলিলেন, এই বাক্যমাত্রেই আমার পূজা করা হইয়াছে। হে মহাপ্রাজ্ঞ! আপনিই পূজার যোগ্যপাত্র। যাহা হউক, আমি আপনার এই আশ্রমসুলভ ফলমূল, পাদ্য ও আচমনীয়ে, বিশেষতঃ, আপনাকে দর্শন করিয়াই, সর্ব্বপ্রকারে সবিশেষ পূজিত হইয়াছি। আপনাকে নমস্কার। এক্ষণে প্রস্থান করিব। আপনি স্নেহের চক্ষে আমাকে দর্শন করিবেন। (তাহাতেই যথেষ্ট হইবে)।

রাজা এইপ্রকার বলিতে লাগিলে, ধর্ম্মাত্মা উদারবুদ্ধি বশিষ্ঠ পুনরায় তাঁহাকে বারংবার নিমন্ত্রণ করিলেন। বিশ্বামিত্র প্রত্যুত্তর করিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যাহাতে আপনার প্রীতি জন্মে, তাহাই হইবে; আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম।

রাজা এইপ্রকার কহিলে, জয়শালিগণের শ্রেষ্ঠ মহর্ষি বশিষ্ঠ সন্তুষ্ট হইয়া, আপনার বিচিত্রবর্ণা পরমপবিত্রা শবলানাম্নী হোমধেনুকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, শবলে। সত্বর আসিয়া, আমি যাহা বলি, শ্রবণ কর। আমি এই সৈন্য সহিত রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের সৎকার করিতে সংকল্প করিয়াছি। অতএব তুমি মহামূল্য ভোজন সামগ্রী প্রদান পূর্ব্বক আমার সংকল্প সিদ্ধ কর। যে যে ব্যক্তি যে যে রূপে ছয় রস পান করিতে ইচ্ছা করে, হে কামধেনো! তুমি আমার প্রীতির জন্য সেই সেই ব্যক্তিকে সেই সেই রূপে রসযুক্ত চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় ও ভোজ্য ভোজ্যাদি ক্রমে তৎসমস্ত প্রদান কর। হে শবলে! তুমি ত্বরা পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার অন্নরাশিই প্রস্তুত কর।

ত্রিপঞ্চাশৎ সর্গ।

হে শত্রুহন্তা! কামধেনু শবলা বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, যে যে ব্যক্তির যে যে রূপে অভিলাষ, তদনুসারে ইক্ষু, মধু, লাজ (অর্থাৎ খৈ), মৈরেয় (মদ্য বিশেষ), উৎকৃষ্ট আসব (মদ্য বিশেষ), ও অন্যান্য মহামূল্য পেয় দ্রব্য এবং নানাবিধ ভোজ্য সামগ্রী সকল প্রস্তুত করিলেন। পর্ব্বতের ন্যায় রাশি রাশি উষ্ণ অন্ন, পায়স, সূপ ও দধিকুল্যা সকল, এবং বিবিধ-সুস্বাদু-রস-যুক্ত খাণ্ডব (খাদ্য বিশেষ) পূর্ণ সহস্র সহস্র রৌপ্যময় ভোজনপাত্রসমূহও তৎক্ষণাৎ সৃষ্ট হইল। হে রাম! মহর্ষি বশিষ্ঠ তৎসমস্ত দ্রব্য দ্বারা বিশ্বামিত্রের সৈন্য সকলের

পরম তৃপ্তি সম্পাদন করিলেন। তাহারা সকলে অতিশয় তুষ্ট ও হৃষ্টপুষ্ট হইল। রাজর্ষি বিশ্বামিত্রও ব্রাহ্মণ, পুরোহিত ও অন্তঃপুর সহিত তৎসমস্ত ভক্ষণ করিয়া, হৃষ্ট ও পুষ্ট হইলেন।

এই রূপে মহর্ষি বশিষ্ঠ অমাত্য মন্ত্রি ও ভৃত্যগণ সমেত রাজর্ষির পূজা করিলে, তিনি অতিশয় হর্ষিত হইয়া, ঋষিকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি পূজার যোগ্য পাত্র। আমার সবিশেষ পূজা ও সৎকার করিলেন। হে বাক্যবিশারদ। সম্প্রতি যাহা বলিব, অবধান করুন। হে ভগবন্! রাজারা রত্নেরই সংগ্রহ করিয়া থাকেন। আপনার ধেনুও সেই রত্নস্বরূপা। অতএব শত সহস্র গো প্রদান করিতেছি, আপনি তাহার বিনিময়ে এই শবলাকে দান করুন। হে দ্বিজ! ধর্ম্মতঃ এই ধেনু আমারই। অতএব শবলাকে প্রদান করুন।

মহীপতি বিশ্বামিত্র এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে, মুনিশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা ভগবান্ বশিষ্ঠ প্রত্যুত্তর করিলেন, রাজন্! শত সহস্র কি, কোটি শত গো, কিংবা রাশি রাশি রৌপ্য প্রদান করিলেও, আমি এই শবলাকে দিতে পারিব না। হে শক্রহন্তা! শবলা কখন আমার পরিত্যাগের বস্তু নহে। যেব্যক্তি রাজযোগের অনুষ্ঠান করে, কীর্ত্তি যেমন তাহার চিরস্থায়িনী হয়, এই শবলার সহিত আমারও তেমন নিত্য সম্পর্ক। (স্বয়ং ব্রহ্মা এই সম্বন্ধ বন্ধন করিয়া দিয়াছেন)। হব্য, কব্য, প্রাণযাত্রা, অগ্নিহোত্র, বলি, হোম, স্বাহাকার, বষট্‌কার, বিবিধ বিদ্যা, ফলতঃ, আমার সমুদায়ই এই হোমধেনুর আয়ত্ত; হে রাজর্ষে! ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। সত্যই, এই শবলা আমার সর্ব্বস্ব, এবং একমাত্র সন্তোষের স্থান। হে রাজন্! ইত্যাদি বিবিধ কারণে আমি শবলাকে দিতে পারিব না।

বাক্যবিশারদ বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের বাক্যে আগ্রহাতিশয় প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রত্যুত্তর করিলেন, হে ঋষে! স্বর্ণময় ঘণ্টা ও গ্রীবা-

বন্ধন রজ্জু সমেত, সুবর্ণ ও অংকুশভূষিত চতুর্দ্দশ সহস্র হস্তী, এবং শ্বেতবর্ণ অশ্বচতুষ্টয় যুক্ত কিংকিনী-জালজড়িত অষ্টশত স্বর্ণময় রথ আপনাকে প্রদান করিব। হে সুব্রত! যে সকল অশ্ব বাহ্লিক প্রভৃতি দেশে ও উচ্চৈঃশ্রবাদির বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাদৃশ নানাজাতীয় তরুণবয়স্ক মহাতেজস্বী একাদশ সহস্র ঘোটকও আপনাকে প্রদান করিব। এতদ্ভিন্ন, এককোটি গো আপনাকে দিব; আপনি আমাকে শবলা-দান করুন। হে দ্বিজোত্তম! আপনার যত ইচ্ছা, তত পরিমাণ স্বর্ণ ও রত্নরাশি আপনাকে দিব, আমাকে শবলা দান করুন।

ধীমান্ বিশ্বামিত্র এইপ্রকার বলিলে, ভগবান্ বশিষ্ঠ উত্তর করিলেন, রাজন্। আমি কোন রূপেই শবলাকে দিব না। এই শবলাই আমার রত্ন, শবলাই আমার ধন, শবলাই আমার সর্ব্বস্ব এবং শবলাই আমার প্রাণ। বলিতেকি, শবলাই আমার দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞ; আবার, যে সকল যজ্ঞে দক্ষিণা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তৎসমস্তও আমার এই শবলা এবং শবলাই আমার বিবিধ ক্রিয়াকলাপ। হে রাজন্! ইহাতে সংশয় নাই। অধিক আর বৃথা কি বলিব, আমি এই কামধেনুকে দিব না।

চতুঃপঞ্চাশৎ সর্গ।

মহর্ষি বশিষ্ঠ কামধেনু শবলাকে ত্যাগ করিলেন না দেখিয়া, মহানুভব রাজা বিশ্বামিত্র বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে লইয়া যাইতে লাগিলেন। তাহাতে, শবলা দুঃখিত ও শোকাকুলা হইয়া, রোদন করিতে করিতে চিন্তা করিলেন, রাজভৃত্যগণ আমাকে হরণ করিতেছে; আমি অত্যন্ত দুঃখিত ও ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছি। তথাপি, পরম মহানুভাব বশিষ্ঠ আমাকে ত্যাগ করিলেন। ইনি অতি ধার্ম্মিক, আমিও ইহাঁকে ভক্তি

করিয়া থাকি, এবং কোন অংশেই আমার দোষ নাই। তথাপি ইনি আমায় ত্যাগ করিতেছেন। তবে কি আমি এই পূজনীয় মহাত্মার কোন অপকার করিয়াছি? এইপ্রকার চিন্তা করিয়াই তিনি বারংবার নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক বেগভরে পরম তেজস্বী বশিষ্ঠের নিকট গমন করিতে লাগিলেন। হে শত্রুহন্তা! গমন-সময়ে তিনি শত শত রাজভৃত্যকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিলেন। এই রূপে তিনি বায়ুবেগে মহাত্মা বশিষ্ঠের পদ-প্রান্তে উপনীত হইয়া, তদীয় সম্মুখে অবস্থান করিয়া, মেঘের ন্যায় শব্দে রোদন ও চীৎকার করত কহিতে লাগিলেন, ভগবন্ ব্রহ্মনন্দন! আপনি কিজন্য আমাকে ত্যাগ করিলেন? আপনি ত্যাগ করাতেই রাজসৈন্যগণ আপনার নিকট হইতে আমাকে লইয়া যাইতেছে।

শবলার হৃদয় শোকে সন্তপ্ত হইয়াছিল। তিনি এইপ্রকার কহিলে, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ দুঃখিতা ভগিনীকে যেমন, তাঁহাকেও তেমনি বলিতে লাগিলেন, হে শবলে! আমি তোমায় ত্যাগ করি নাই; তুমিও আমার কোন অপকার কর নাই। এই মহাবল রাজা তোমায় বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছেন। ইহাঁর সমান আমার বল নাই। ইনি বলশালী রাজা, পৃথিবীর পতি ও ক্ষত্রিয়, বিশেষতঃ, অদ্য আমার অতিথি হইয়াছেন। সুতরাং ইহাঁকে বধ করিতে পারি না। ইহাঁর এই অক্ষৌহিণী সেনা গজ বাজী রথ ও হস্তীধ্বজ-সমূহে পরিব্যাপ্ত এবং কোন অংশেই ইহার হীনতা বা ন্যূনতা নাই। ইহার প্রভাবেই এই রাজা অতিশয় বলবান্ হইয়া উঠিয়াছেন।

বশিষ্ঠদেব এইপ্রকার কহিলে, বচন-রচনা-চতুর শবলা সেই অতুলপ্রভ ব্রহ্মর্ষিকে অনুনয় পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, ব্রহ্মন্! শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন, ক্ষত্রিয়ের বল বল নহে, ব্রাহ্মণেরাই অতিমাত্র বলবান্। 'ক্ষত্র অপেক্ষা ব্রাহ্মণের বল অধিক এবং পৃথিবীতেও কখন ঐপ্রকার বল সম্ভব হইতে পারে না। বিশে-

যতঃ, আপনার বলের সীমা নাই। বিশ্বামিত্র মহাবীর হইলেও, আপনার অপেক্ষা বলবান্ নহেন। আপনার তেজঃও অতিশয় দুর্দ্দম্য। হে মহাতেজঃ! আপনার শরীরে যে ব্রহ্মতেজঃ আছে, আমি তদ্দ্বারা বর্দ্ধিতা হইয়াছি। আমাকেই নিয়োগ করুন; আমিই এই দুরাত্মার বল ও দর্প সকলই বিনাশ করিব।

হে রাম! শবলা এইপ্রকার বলিবামাত্র, মহাযশা বশিষ্ঠ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে কহিলেন, তুমি শত্রুবলবিনাশী সৈন্য সকল সৃজন কর। কামধেনু শবলা বশিষ্ঠের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সৈন্য সকল সৃজন করিতে লাগিলেন। তিনি হুম্ভারব করিবামাত্র, শত শত পহ্লব তাহা হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া, বিশ্বামিত্রের সমক্ষেই তাঁহার সৈন্য সকল বিনাশ করিতে লাগিল। বিশ্বামিত্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, রোষভরে নয়নযুগল বিস্ফারিত করিয়া, বিবিধ শস্ত্র দ্বারা পহ্লবদিগকে বিনষ্ট করিলেন। সেই শত শত পহ্লব বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক নিহত হইল, দেখিয়া, শবলা পুনরায় যবনগণের সহিত শকসৈন্য সকলের সৃষ্টি করিলেন। সেই যবনমিশ্রিত শক সৈন্যগণে পৃথিবী ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। তাহাদের শরীর প্রভাময়, বল অতিশয়, বর্ণ স্বর্ণরেণুর ন্যায় উজ্জ্বল, হস্তে তীক্ষ্ণধার অসি ও পট্টিশ এবং তাহাদের পরিধান পীত বসন। তাহারা অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া, সমুদায় রাজসৈন্য নিঃশেষে দগ্ধ করিলে, পরম তেজস্বী বিশ্বামিত্র অস্ত্র সকল ক্ষেপণ করিয়া, উল্লিখিত যবন, কাম্বোজ ও বর্ব্বরদিগকে ব্যাকুল করিয়া তুলিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশৎ সর্গ।

তাহাদিগকে বিশ্বামিত্রের অস্ত্রতেজে মোহিত ও ব্যাকুল দেখিয়া, বশিষ্ঠদেব শবলাকে আজ্ঞা করিলেন, হে কামধেনু!

তুমি যোগবলে অপর সৈন্য সৃজন কর। তখন শবলার হুংকার হইতে সূর্য্যসদৃশ তেজীয়ান্ কাম্বোজ সকল, উধ (পালান বা মোড়) হইতে শস্ত্রধারী বর্ব্বর সকল, যোনিদেশ হইতে যবন সকল, গুহ্যদেশ হইতে শক সকল এবং রোমকূপ হইতে ম্লেচ্ছ হারীত ও কিরাত সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া, তৎক্ষণাৎ বিশ্বামিত্রের গজ বাজী রথ ও পাদাত সহিত সৈন্য সকল সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইল।

হে রঘুনন্দন! মহাত্মা বশিষ্ঠ সৈন্য সকল নিপাতিত করিলেন, দেখিয়া, বিশ্বামিত্রের এক শত পুত্র বিবিধ আয়ুধ ধারণ করিয়া, ক্রোধভরে তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল। মহর্ষি বশিষ্ঠ হুংকার করিয়াই তাঁহাদের সকলকেই নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। এই রূপে মহাত্মা বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের পুত্রদিগকে অশ্ব, রথ ও পাদাত সহিত মুহূর্ত্তমধ্যে ভস্মসাৎ করিলেন। সৈন্য ও পুত্র সকল বিনষ্ট হইল, দেখিয়া, মহাযশা বিশ্বামিত্র লজ্জিত ও চিন্তান্বিত হইলেন এবং বেগরোধ হইলে সমুদ্র যেমন, বিষদন্ত ভগ্ন হইলে সর্প যেমন ও রাহুতে গ্রাস করিলে সূর্য্য যেমন, তিনিও তেমনি, নিষ্প্রভ হইয়া উঠিলেন। ফলতঃ, সৈন্য ও পুত্র সকল নষ্ট হওয়াতে, ভ্রষ্টযজ্ঞ ব্রাহ্মণের ন্যায়, তাঁহার সমুদায় বল ও সমুদায় উৎসাহ তিরোহিত হইয়া গেল। তিনি সমুদায় নিষ্ফল ভাবিয়া খেদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, তিনি আপনার হতাবশিষ্ট এক পুত্রকে রাজ্যরক্ষার্থ ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে পৃথিবীপালনে নিযুক্ত করিয়া, স্বয়ং অরণ্যে যাত্রা করিলেন এবং কিন্নর ও উরগগণ যেখানে সতত বাস করিতেছে, সেই হিমালয়পার্শ্বে গমন করিয়া, মহাদেবকে প্রসন্ন করিবার জন্য, শীতবাতাদি ক্লেশ সহ্য করত তপস্যা করিতে লাগিলেন। অনন্তর, কোন সময়ে দেবদেব বরদাতা মহাদেব মহামুনি বিশ্বামিত্রকে দর্শন দিয়া কহিলেন, রাজন্! কিজন্য তুমি তপস্যা করিতেছ; তোমার ইচ্ছা কি, বল। আমি সকলকে বর দিয়া থাকি। অত-

এখ যে বরে তোমার অভিলাষ, তাহা বল। মহাদেব এইপ্রকার কহিলে, মহাতপা বিশ্বামিত্র তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে পরমপবিত্রস্বরূপ মহাদেব! যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, আমাকে অঙ্গ, উপাঙ্গ ও উপনিষদ সহিত সরহস্য ধনুর্ব্বেদ প্রদান করুন। হে পূতাত্মন্। দেব, দানব, মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও রাক্ষসগণ যেসকল অস্ত্র ব্যবহার করে, তৎসমস্তও যেন আমাতে প্রতিভাত হয়। হে দেবদেব! আমি যাহা কামনা করিয়াছি, আপনার প্রসাদে তাহা যেন সিদ্ধ হয়। দেবদেব মহাদেব তাহাই হইবে বলিয়া, তৎক্ষণাৎ গমন করিলেন।

মহাবল বিশ্বামিত্র স্বভাবতঃ অতিশয় দর্পযুক্ত ছিলেন। মহাদেবের প্রসাদে অস্ত্র সকল লাভ করিয়া, তাঁহার সেই দর্প পূর্ণ হইয়া উঠিল। হে রাম! তখন তিনি, অমাবস্যা বা পূর্ণিমা সময়ে সাগর যেমন বর্দ্ধিত হয়, বীর্য্যবলে সেইরূপ অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়া, ঋষিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে মৃত্যুমুখে পতিত বলিয়া বোধ করিলেন। অনন্তর তিনি বশিষ্ঠের আশ্রমপদে গমন করিয়া, যদ্দ্বারা তাঁহার তপোবন নিঃশেষে দগ্ধ হইতে পারে, তাদৃশ অস্ত্র সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ধীমান্ বিশ্বামিত্রের পরিত্যক্ত অস্ত্র সকল দর্শন করিয়া, আশ্রমবাসী ঋষিগণ ভীত হইয়া শত দিকে পলায়ন করিলেন। বশিষ্ঠের শিষ্যগণ ও মৃগপক্ষী সকলও ভয়ে ভীত হইয়া, সহস্র সহস্র সংখ্যায় নানা দিকে ধাবমান হইতে লাগিল। মুহূর্ত্তমধ্যেই মহাত্মা বশিষ্ঠের আশ্রমপদ নির্ম্মানুষ ও নির্ব্বক্ষ কান্তারের ন্যায় নিঃশব্দ ও শূন্য হইয়া গেল। তিনি বারংবার বলিতে লাগিলেন, তোমাদের ভয় নাই। সূর্য্য যেমন শিশিররাশি বিনাশ করেন, আমিও তেমন অদ্য এই কুশিকনন্দনকে ধ্বংস করিব। তিনি এইপ্রকার কহিয়াও কাহাকে পলায়নে ক্ষান্ত করিতে পারিলেন না। তখন সেই জাপকশ্রেষ্ঠ মহাতেজা বশিষ্ঠ সরোষে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, আমি বহুকালে ও বহুযত্নে এই আশ্র-

মের বর্দ্ধন করিয়াছিলাম ; তুমি তাহা বিনষ্ট করিলে ; তুমি মূঢ় ও দুরাচার ; অতএব তোমায় আর বাঁচিতে হইবে না। এই বলিয়া তিনি প্রলয়কালীন ধূমশূন্য অগ্নির ন্যায়, অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, সত্বরে দ্বিতীয় যমদণ্ডের ন্যায়, ব্রহ্মদণ্ড ধারণ করিয়া, অবস্থিতি করিলেন ।

ষট্‌পঞ্চাশৎ সর্গ ।

বশিষ্ঠ এইপ্রকার কহিলে, মহাবল বিশ্বামিত্র আগ্নেয় অস্ত্র উদ্যত করিয়া, থাক থাক বলিতে লাগিলেন । ভগবান্ বশিষ্ঠও ব্রহ্মদণ্ড উদ্যত করিয়া, ক্রোধভরে কহিলেন, এই আমি থাকিলাম, তোমার যে বল আছে, তা দেখাও । হে কৌশিক ! অস্ত্রবলে তোমার যে দর্প জন্মিয়াছে, অদ্যই তাহা বিনষ্ট করিব । রে ক্ষত্রকুলনাশন ! কোথায় বা তোমার ক্ষত্রিয়-বল, আর কোথায় বা আমার দুর্নিবার ব্রহ্মবল । তুমি আমার দিব্য ব্রহ্মবল অবলোকন কর । এইপ্রকার বলিতে বলিতে, জল দ্বারা অগ্নির তেজ যেমন নির্বাণ হইয়া যায়, তদ্রূপ তিনি ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা বিশ্বামিত্রের ঘোরতর উৎকৃষ্ট আগ্নেয় অস্ত্র প্রতিহত করিলেন । তখন কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র কুপিত হইয়া, বারুণ, রৌদ্র, ঐন্দ্র, পাশুপত, ঐষীক, মানব মোহন, গান্ধর্ব্ব, স্বাপন, জৃম্ভণ, মোহন, সন্তাপন, বিলাপন, শোষণ, দারণ, সুদুর্জ্জয় বজ্র, ব্রহ্মপাশ, বরুণপাশ, কালপাশ, শিবদয়িত পিনাক, শুষ্ক ও আর্দ্র নামক অশনিদ্বয়, পৈশাচ, ক্রৌঞ্চ, দণ্ড, ধর্ম্মচক্র, কালচক্র, বিষ্ণুচক্র, বায়ব্য, মথন ও হয়শিরঃ, ইত্যাদি অস্ত্র সকল ক্ষেপণ করিলেন । হে রঘুনন্দন ! শক্তিদ্বয়, কঙ্কাল, মুষল, মহাস্ত্র বৈদ্যাধর, দারুণ কালাস্ত্র, ভয়ংকর ত্রিশূল, কপাল ও কঙ্কণ, এই সকল অস্ত্রও তিনি জাপকশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের প্রতি প্রয়োগ করিলেন ।

কিন্তু ব্রহ্মনন্দন বশিষ্ঠ স্বকীয় দণ্ড সহায়ে তৎসমস্তই গ্রাস করিয়া ফেলিলেন।

অস্ত্র সকল বিনষ্ট হইলে, গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তিনি ঐ অস্ত্র উদ্যত করিলেন দেখিয়া, অগ্নিসহিত দেবগণ, দেবর্ষিগণ ও মহোরগসহিত গন্ধর্ব্বগণ সকলেই ভয় পাইলেন। ফলতঃ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইলে, ত্রিভুবন সাতিশয় ত্রস্ত হইয়া উঠিল। হে রাঘব! বশিষ্ঠদেব স্বকীয় ব্রহ্মতেজ ও ব্রহ্মদণ্ডের সাহায্যে সেই মহাঘোর ব্রহ্মাস্ত্রও নিঃশেষে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। ব্রহ্মাস্ত্র গ্রাস করিবার সময় মহাতপা বশিষ্ঠের রূপ অতি ভয়ংকর হইয়া উঠিল। উহা দেখিলে লোকমাত্রেরই ভয়ে মূর্চ্ছা উপস্থিত হয় এবং স্মরণ করিলেও ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকে। অগ্নির শিখা ধূমাচ্ছন্ন হইলে, তাহার মধ্য দিয়া যেরূপ আভা বহির্গত হয়, তৎকালে মহর্ষির রোমকূপ সকলেও তদ্রূপ কিরণমালা বিনিঃসৃত হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি বিশ্বামিত্রকে (মারিবার জন্য) পুনরায় হস্তে উদ্যত করিবামাত্র ঐ ব্রহ্মদণ্ড, নির্ধূম কালাগ্নির ন্যায় ও দ্বিতীয় যমদণ্ডের ন্যায়, প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে মুনিগণ এই বলিয়া, জয়শালীগণের অগ্রগণ্য বশিষ্ঠের স্তব করিতে লাগিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনার অস্ত্র কোন মতেই ব্যর্থ হইবার নহে। অতএব আপনি স্বকীয় তেজে এই তেজ ধারণ করুন। (ব্রাহ্ম অস্ত্র গ্রাস করাতেই) মহাবল বিশ্বামিত্রের নিগ্রহ করা হইয়াছে। ফলতঃ আপনার অস্ত্র, সকল অস্ত্রেরই শ্রেষ্ঠ এবং কোন মতেই ব্যর্থ হয় না। (অতএব ইহা প্রতিসংহার করুন;) লোক সকল সুস্থ হউক। তখন মহাতপা, মহাতেজা বশিষ্ঠ মুনিগণের বাক্যে অস্ত্র সংহার করিলেন। এদিকে বিশ্বামিত্র তেজোহীন ও শক্তিহীন হইয়া, নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, ক্ষত্রিয়বল বল নহে, উহাতে ধিক্, ব্রাহ্মণের তেজোবলই প্রকৃত বল। দেখ, একমাত্র ব্রহ্মদণ্ডে আমার সমুদায় অস্ত্রই ব্যর্থ হইয়া গেল। এক্ষণে আমি ইহাই সবিশেষ

পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক ক্ষত্রস্বভাব ত্যাগ করিয়া, ব্রহ্মর্ষি হইবার জন্য কঠোর তপস্যা করিব।

সপ্তপঞ্চাশৎ সর্গ।

মহর্ষি বশিষ্ঠের সহিত শক্রতা করিয়া যে নিগ্রহ ভোগ করিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া, রাজার হৃদয়ে অতিশয় সন্তাপ উপস্থিত হইল। তিনি বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করত মহিষীর সহিত দক্ষিণ দিকে গমন করিলেন। তথায় শীতবাতাদি জন্য ক্লেশপরম্পরা সহ্য করিয়া, ফলমূলমাত্র ভক্ষণ ও ইন্দ্রিয় সকল দমন পূর্ব্বক ঘোরতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময়ে তাঁহার সত্যধর্ম্মপরায়ণ অন্যান্য পুত্র সকল জন্মগ্রহণ করিল। তাঁহাদের নাম হবিষ্যন্দ, মধুষ্যন্দ, দৃঢ়নেত্র ও মহারথ।

অনন্তর সহস্র বর্ষ পূর্ণ হইলে, লোকপিতামহ ব্রহ্মা মধুর বাক্যে তপোধনবিশ্বামিত্রকে কহিলেন, হে কুশিকনন্দন। তুমি তপোবলে রাজর্ষিগণের লোক সকল জয় করিয়াছ। এক্ষণে তুমি এই তপস্যা দ্বারাই রাজর্ষি হইলে, আমরা ইহা স্বীকার করিয়া লইলাম। এই বলিয়াই, লোক সকলের পরমেশ্বর পরম তেজস্বী ব্রহ্মা দেবগণের সহিত স্বর্গলোক হইয়া, ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

বিশ্বামিত্র ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া, লজ্জায় কিঞ্চিৎ নতমুখ ও অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া, দীনভাবে বলিতে লাগিলেন, আমি যার পর নাই কঠোর তপস্যা করিয়াও, দেব ও ঋষিগণের নিকট রাজর্ষি বলিয়া পরিচিত হইলাম। বুঝিলাম, এইপ্রকার তপস্যায় ব্রহ্মর্ষি হওয়া যায় না। হে কাকুৎস্থ! মহাতেজাঃ ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্র মনে মনে এইপ্রকার নিশ্চয় করিয়া, পুনর্ব্বার পরমাত্মার ধ্যানপরায়ণ হইয়া, তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।

হে রাঘব! ঐ সময়ে সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন সুবিখ্যাত ত্রিশঙ্কু সংকল্প করেন যে, আমি যজ্ঞ করিয়া, সশরীরে দেবগণের পরমস্থান স্বর্গে গমন করিব। তিনি এইজন্য বশিষ্ঠকে আহ্বান করিয়া, আপনার অভিপ্রায় নিবেদন করিলেন। মহাত্মা বশিষ্ঠ "একার্য্য সাধ্য নহে" এই বলিয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। তাহাতে, ত্রিশঙ্কু দক্ষিণ দিকে গমন করিলেন। তথায় বশিষ্ঠের দীর্ঘতপা পুত্রগণ যজ্ঞ করিতেছিলেন। তিনি কার্য্যসিদ্ধির জন্য তাঁহাদের সমীপস্থ হইলেন। দেখিলেন, বশিষ্ঠের পরম-দীপ্তি-সম্পন্ন উদারমনা শত পুত্র তপস্যা করিতেছেন। তিনি মহাত্মা গুরুপুত্রগণের সকলেরই নিকটস্থ হইয়া জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠাদিক্রমে অভিবাদন করিলেন। এবং লজ্জায় কিঞ্চিৎ নতমুখ হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে সেই মহাত্মাদের সকলকেই বলিতে লাগিলেন, আপনারা রক্ষা করিতে সমর্থ। আমি এইজন্য, লোকের রক্ষাকর্ত্তা হইয়াও, আপনাদের শরণাগত হইলাম। আমাকে অনুগ্রহ করিতে হইবে। মহাত্মা বশিষ্ঠ আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। আমি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে অভিলাষ করি, আপনারা এবিষয়ে অনুজ্ঞা করুন। আপনারা আমার গুরুপুত্র; আমি আপনাদের সকলকেই প্রণাম পূর্ব্বক প্রসন্ন করিতেছি; আপনারা তপস্বী ব্রাহ্মণ; আমি অবনত মস্তকে আপনাদের অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিতেছি। আপনারা মনোযোগী হইয়া, যাহাতে আমি সশরীরে দেবলোক লাভ করিতে পারি, তাহার সিদ্ধিজন্য আমার যজ্ঞ সম্পাদন করুন। হে তপোধনবর্গ! গুরুদেব বশিষ্ঠ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, এক্ষণে গুরুপুত্রগণ ব্যতিরেকে গত্যন্তর কিছুই দেখিতেছি না। ইক্ষ্বাকুগণের পুরোহিতই পরম গতি। অতএব অতঃপর আপনারাই আমার দেবতা।

অষ্টপঞ্চাশৎ সর্গ।

হে রাম! ত্রিশংকুর বাক্য শ্রবণ করিয়া, বশিষ্ঠের শত পুত্রই ক্রোধভরে বলিতে লাগিলেন, হে দুর্ব্বুদ্ধে! আমাদের পিতা বশিষ্ঠ কখন মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করেন না। তিনি তোমায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তুমি তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া, কি রূপে শাখান্তর অবলম্বন করিলে? ইক্ষ্বাকুদিগের পুরোহিতই পরম গতি। অতএব তুমি সেই সত্যবাদী বশিষ্ঠের বাক্য কখন অমান্য করিতে পার না। ভগবান্ বশিষ্ঠ মুনি যখন বলিয়াছেন, একার্য্য অসাধ্য, তখন আমরা কোন রূপে তোমার যজ্ঞ করিতে সমর্থ নহি। হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি অতি মূর্খ,, অত, এব স্বীয় নগরে ফিরিয়া যাও। হে পার্থিব! ভগবান্ বশিষ্ঠ ত্রৈলোক্যেরও সিদ্ধি জন্য যজ্ঞ করাইতে সমর্থ; (স্বর্গের কথা কি বলিব?) আমরা কখনই তাঁহার অবমাননা করিতে পারিব না।

তাঁহারা এই যে কথা বলিলেন, ক্রোধবশতঃ ইহার অক্ষর সকল জড়িত হইয়াছিল। ত্রিশংকু তাহা শ্রবণ পূর্ব্বক পুনরায় বশিষ্ঠ মুনির পুত্রদিগকে বলিতে লাগিলেন, ভগবান্ বশিষ্ঠ এবং তাঁহার পুত্র আপনারা, সকলেই আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। আমি এক্ষণে অন্য যাজকের আশ্রয় লইব। হে তপোধনগণ! আপনারা সুখে থাকুন। ঋষিপুত্রগণ রাজার এই দুরভিসন্ধিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, অতিশয় রুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে শাপ দিলেন, তুমি চণ্ডাল হইবে। এই বলিয়া মহাত্মাগণ যাঁহার যে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলেই, রাজা চণ্ডাল হইলেন। চণ্ডাল অবস্থায় তাঁহার পরিধান নীল বস্ত্র, শরীর নীলবর্ণ, স্বভাব রুক্ষ, কেশ সকল খর্ব্ব, শ্মশানের পুষ্প ও ভস্মাদি মাল্য ও অঙ্গরাগ এবং তাঁহার আভরণ সকল লৌহময় হইয়া গেল। মন্ত্রিগণ

তাঁহাকে চণ্ডালরূপী দর্শন করিয়া, ত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন। পৌর ও অনুচর পুরুষগণও মিলিত হইয়া, পলায়ন করিল। হে কাকুৎস্থ! রাজা ত্রিশঙ্কু একাকী হইয়া পড়িলেন। (শাপানলে) তিনি দিবারাত্র দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তথাপি ধৈর্য্য ত্যাগ করিলেন না। সেই অবস্থায় তিনি তপোধন বিশ্বামিত্রের সমীপে গমন করিলেন। বশিষ্ঠ ও তাঁহার পুত্রগণ ত্রিশঙ্কুর ঐহিক পারত্রিক সকলই ভ্রষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহাকে চণ্ডালরূপী দর্শন করিয়া, বিশ্বামিত্রের করুণাসঞ্চার হইল। তখন মহাতেজা পরম ধার্ম্মিক বিশ্বামিত্র কৃপাবশতঃ চণ্ডালরূপী ত্রিশঙ্কুকে বলিলেন, হে মহাবল রাজপুত্র! তোমার কল্যাণ হউক, তুমি কি উদ্দেশে এখানে আসিয়াছ। হে বীর! তুমি অযোধ্যার রাজা; শাপবশতঃ চণ্ডাল হইয়াছ। চণ্ডালযোনিগ্রস্ত বাক্পটু রাজা ত্রিশঙ্কু এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বাক্যবিশারদ বিশ্বামিত্রকে প্রত্যুত্তর করিলেন, গুরু ও গুরুপুত্রগণ সকলেই আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। হে প্রিয়দর্শন! সশরীরে স্বর্গে যাইতে আমার অভিলাষ হইয়াছিল। সেই কামনাসিদ্ধির পরিবর্ত্তে আমার এই জাতিভ্রংশ ঘটিয়াছে। আমি এক শত যজ্ঞ করিয়াছি; তথাপি আমার স্বর্গলাভ হইল না। আমি পূর্ব্বে কখন বিপদে পড়িয়াও মিথ্যা বলি নাই, কখন বলিবও না। আমি ক্ষত্রধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া এ বিষয়ে শপথ করিতেছি। আমি বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি, ধর্ম্মানুসারে প্রজালোকের পালন করিয়াছি, সদাচার ও সদ্‌গুণ দ্বারা মহানুভব গুরুদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছি, এবং সম্প্রতি আবার ধর্ম্মে ঐকান্তিকচিত্ত হইয়া যজ্ঞ করিতে কামনা করিতেছি। তথাপি, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! গুরুগণ আমার প্রতি প্রসন্ন নহেন। বুঝিলাম, দৈবই শ্রেষ্ঠ; পৌরুষ কিছুই নহে। দৈবই সকলকে অভিভূত করে এবং দৈবই পরম গতি। দৈবই আমার কর্ম্ম পণ্ড করিয়াছে; তজ্জন্য আমি অতিশয় ব্যাকুল হইয়া, আপনার প্রসাদ ভিক্ষা করিতেছি।

অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি আর কাহাকেও আশ্রয় করিব না; কেহও আর আমার রক্ষাকর্ত্তা নাই। আপনাকেই স্বকীয় পৌরুষ দ্বারা আমার দৈব নিবারণ করিতে হইবে।

ঊনষষ্টিতম সর্গ।

ত্রিশঙ্কু এইপ্রকার কহিলে, কুশিকাত্মজ বিশ্বামিত্র সাক্ষাৎ চণ্ডালগ্রস্ত সেই রাজাকে কৃপাবশতঃ মধুর বাক্যে উত্তর করিলেন, বৎস ইক্ষ্বাকো! তুমি সুখে আসিয়াছ? তুমি যে অতিশয় ধার্ম্মিক তাহা আমি জানি। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! ভয় নাই, আমিই তোমাকে রক্ষা করিব। হে রাজন্! যাঁহারা যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া থাকেন; সেই সকল পুণ্যকর্ম্মা মহর্ষিকে এবিষয়ে আমি আমন্ত্রণ করিব। তুমি পরম সুখে যজ্ঞ করিবে। গুরু-শাপে তোমার চণ্ডাল-রূপের আবির্ভাব হইয়াছে, তুমি এই চণ্ডাল রূপেই সশরীরে স্বর্গে গমন করিবে। হে নরাধিপ! আমি কুশিক বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং সকলেরই রক্ষা করিয়া থাকি। তুমি যখন আমার শরণ লইয়াছ, তখন, স্বর্গ তোমার হস্তে আসিয়াছে, বোধ করিতেছি। এই বলিয়া মহাতেজা বিশ্বামিত্র পরমধার্ম্মিক পরমজ্ঞানী স্বকীয় পুত্রদিগকে যজ্ঞসামগ্রীর আয়োজনজন্য বিশেষরূপে আজ্ঞা করিয়া, সমুদায় শিষ্যকেও আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, আমি আজ্ঞা করিতেছি, তোমরা বশিষ্ঠের পুত্র প্রভৃতি পরম বিদ্বান্ সমুদায় ঋষিকেই স্ব স্ব সুহৃৎ, শিষ্য ও ঋত্বিক্‌গণের সহিত আনয়ন কর। যদি কেহ আমার আজ্ঞা পাইয়াও, (চণ্ডালের যজ্ঞ করিব না ইত্যাদি) অবজ্ঞা-সূচক বাক্য প্রয়োগ করে, তোমরা আসিয়া তৎসমস্ত সবিশেষে আমার গোচর করিবে। শিষ্যগণ তদীয় বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক

তাঁহার আদেশানুসারে সকল দিকে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর সকল দেশ হইতেই ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ আসিতে আরম্ভ করিলেন। শিষ্যগণও প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, প্রদীপ্ততেজা বিশ্বামিত্রের নিকট, ব্রহ্মবাদী মুনিগণ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা নিবেদন করিয়া কহিলেন যে, আপনার বাক্য শ্রবণ করিয়া, সকল-দেশবাসী ব্রাহ্মণগণই আসিয়াছেন ও আসিতেছেন। কেবল মহোদয় নামে ব্রাহ্মণ ও বশিষ্ঠের শত পুত্র আসিলেন না। বশিষ্ঠের পুত্রগণ ক্রোধভরে-জড়িতাক্ষর বাক্যে যাহা বলিয়াছেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তৎসমস্ত শ্রবণ করুন। তাঁহারা কহিলেন, ক্ষত্রিয় যাহার যাজক, বিশেষতঃ, যে ব্যক্তি চণ্ডাল হইয়াছে; দেব ও ঋষিগণ তাহার যজ্ঞসভায় কি রূপে হবির্ভোজন করিবেন, এবং বিশ্বামিত্র সাহায্য করিলেও, মহাত্মা ব্রাহ্মণগণইবা কি রূপে চণ্ডালের অন্ন ভোজন করিয়া, স্বর্গে গমন করিবেন? হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! বশিষ্ঠের পুত্রগণ মহোদয়ের সহিত মিলিত হইয়া, লোহিত লোচনে এইপ্রকার নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন।

তাঁহাদের সকলের বাক্য শ্রবণ করিয়া, ক্রোধভরে মুনিবর বিশ্বামিত্রের নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি সরোষে বলিতে লাগিলেন, আমি কঠোর তপস্যা আশ্রয় ও সমুদায় দোষ ত্যাগ করিয়াছি, তথাপি, আমাকে দোষ দিতেছে, এই পাপে বশিষ্ঠের দুরাত্মা পুত্রগণ নিঃসন্দেহই ভস্মীভূত ও অদ্যই কালপাশে বদ্ধ হইয়া, যমালয়ে নীত হইবে। এবং মুষ্টিক (ডোম) নামে বিখ্যাত হইয়া, সাত শত জন্ম শবের বস্ত্র আহরণ ও কুক্কুরমাংস নিয়ত ভক্ষণ পূর্ব্বক লোকসকলে বিচরণ করিবে। ঐ অবস্থায় তাহাদের আকার বিকৃত, আচার ভ্রষ্ট ও ঘৃণা দূর হইয়া যাইবে। দুর্ব্বুদ্ধি মহোদয়ও নির্দ্দোষ আমাকে দোষী করিয়াছে। এই পাপে তাহাকেও সকল লোকেই নিন্দনীয় হইয়া, দয়া মমতা ত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বদা প্রাণিগণের প্রাণ নাশ করিয়া, চণ্ডালযোনি ভোগ করিতে হইবে। এবং আমার ক্রোধে

দীর্ঘকাল অতি কষ্টে জীবন যাপন করিতে হইবে। মহাতেজা মহাতপা মহামুনি বিশ্বামিত্র ঋষিমধ্যে এইমাত্র বলিয়াই নিবৃত্ত হইলেন।

ষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর বশিষ্ঠের পুত্রগণ মহোদয়ের সহিত তপোবলে নিহত হইয়াছেন, জানিয়া, মহাতেজা বিশ্বামিত্র ঋষিগণের সমাজে বলিতে লাগিলেন, ইক্ষ্বাকুর বংশোৎপন্ন এই ত্রিশঙ্কু অতিশয় বিখ্যাত, অতিশয় ধার্ম্মিক ও অতিশয় দানশীল। ইনি আপনার এই শরীরেই স্বর্গে যাইবার অভিলাষে আমার শরণাপন্ন হইয়াছেন। যাহাতে ইনি সশরীরে স্বর্গে গমন করেন, আপনারা আমার সহিত মিলিত হইয়া, অবিলম্বে তথাবিধ যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত করুন। ধর্ম্মজ্ঞ ঋষিগণ বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া, সকলেই তৎক্ষণাৎ একত্রিত হইয়া, পরস্পর ধর্ম্মযুক্ত বাক্যে বলিতে লাগিলেন, এই কুশিকনন্দন মুনি বিশ্বামিত্র অতিশয় কোপনস্বভাব। ইনি যাহা বলিয়াছেন, সম্যক্ রূপে ও নিঃসন্দেহে তাহা করা কর্ত্তব্য। (না করিলে,) এই অগ্নিসমতেজস্বী ভগবান্ অতিশয় রুষ্ট হইয়া, শাপ দিবেন। অতএব ইক্ষ্বাকুবংশীয় ত্রিশংকু যাহাতে বিশ্বামিত্রের তেজে সশরীরে স্বর্গে গমন করেন, তাদৃশ যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হইবে। অধুনা সকলে, যাহার যে কার্য্য তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া, যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া দিন। এই বলিয়া ঋষিগণ যজ্ঞীয় ক্রিয়া সকলের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। স্বয়ং মহাতেজা বিশ্বামিত্র এই যজ্ঞে যাজক হইলেন। মন্ত্রপণ্ডিত ঋত্বিগ্‌গণ সকল কার্য্যই কল্প ও বিধানানুসারে যথামন্ত্র ও যথাপূর্ব্ব সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বহুকাল গত হইলে, মহাতপাঃ বিশ্বামিত্র স্ব স্ব ভাগ গ্রহণ জন্য সকল দেবতাকেই সেই যজ্ঞে আবাহন করিলেন। কিন্তু

তৎকালে যজ্ঞে কোন দেবতাই ভাগ লইতে আসিলেন না। তাহাতে, মহর্ষি বিশ্বামিত্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, রোষভরে স্রুব (অর্থাৎ যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃত প্রক্ষেপ জন্য খদিরাদি কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্র-বিশেষ) উদ্যত করিয়া, ত্রিশংকুকে বলিতে লাগিলেন, হে নরেশ্বর। আমি স্বকীয় প্রভাবে যে তপস্যা সঞ্চয় করিয়াছি, তাহার বল অবলোকন কর। হে নরেশ্বর। সশরীরে স্বর্গে যাওয়া সহজ নহে। কিন্তু আমি স্বীয় তেজেই তোমাকে সশরীরে স্বর্গে লইয়া যাইব। তুমি সশরীরে স্বর্গে গমন কর। হে রাজন্! যদি আমার তপস্যার স্বোপার্জ্জিত কিছুমাত্রও ফল থাকে, তুমি তাহার তেজে সশরীরে স্বর্গে গমন কর। হে কাকুৎস্থ। মুনি বিশ্বামিত্র এইপ্রকার বলিবামাত্র, রাজা ত্রিশংকু তৎক্ষণাৎ ঋষিগণের সমক্ষেই সশরীরে স্বর্গে গমন করিলেন।

তিনি স্বর্গে গমন করিলেন, দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র সমুদায় দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া, তাঁহাকে বলিলেন, হে ত্রিশংকু! তুমি ফিরিয়া যাও; স্বর্গে তোমার কোন রূপে অধিকার নাই। অয়ি মূর্খ! গুরুশাপে তুমি পতিত হইয়াছ। অতএব অধো-মস্তকে ভূমিতলে নিপতিত হও। দেবরাজ এইপ্রকার কহিলে, ত্রিশংকু তপোধন বিশ্বামিত্রকে উদ্দেশ করিয়া, "ত্রাণ করুন, ত্রাণ করুন" বলিয়া চীৎকার করত পুনর্ব্বার পতিত হইতে লাগিলেন। তিনি এই রূপে চীৎকার আরম্ভ করিলে, বিশ্বামিত্র তদীয় বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, থাক থাক, বলিতে লাগিলেন। ঋষিমধ্যে এইপ্রকার কহিয়াই তেজস্বী বিশ্বামিত্র দ্বিতীয় প্রজা-পতির ন্যায় দ্বিতীয় সপ্তর্ষিমণ্ডল সৃষ্টি করিলেন। এই সপ্তর্ষিমণ্ডল দক্ষিণমার্গে অবস্থিতি করিলেন। পরে তিনি ক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া, দ্বিতীয় নক্ষত্রবংশের সৃষ্টি করিলেন। রোষবশতঃ মহা-যশা বিশ্বামিত্র নিতান্ত কলুষিত হইয়াছিলেন। ঋষিমধ্যে দক্ষিণ দিকে অবস্থিতি করিয়া, নক্ষত্রবংশ সৃজন পূর্ব্বক তিনি বলিতে লাগিলেন, আমি অন্য দ্বিতীয় ইন্দ্রের সৃষ্টি করিব, না হয়, সমু-

দায় লোক ইন্দ্রশূন্য হইবে। এই বলিয়া তিনি ক্রোধভরে দেবতাদেরও সৃষ্টি করিবার উপক্রম করিলেন।

তদ্দর্শনে ঋষিগণের সহিত সুরাসুর সকলেই অতিশয় ভীত হইয়া, মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে সানুনয় বাক্যে বলিতে লাগিলেন, হে মহাভাগ! এই রাজা গুরুশাপে চণ্ডাল হইয়াছেন। অতএব হে তপোধন। সশরীরে স্বর্গগমনে ইহাঁর অধিকার নাই। দেবগণের কথা শুনিয়া, মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র তাঁহাদের সকলকেই অতি মহৎ বাক্যে বলিলেন, আমি এই রাজা ত্রিশংকুকে সশরীরে স্বর্গে পাঠাইতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। প্রতিজ্ঞা বিফল করা আমার মত নহে। আপনাদিগকে এবিষয়ে অনুগ্রহ করিতে হইবে। এই ত্রিশংকু যাহাতে সশরীরে চিরকাল স্বর্গেরন্যায় সুখভোগ করেন, এবং আমি যে সকল নক্ষত্রের সৃষ্টি করিয়াছি, তাহাদেরও কোনকালে ক্ষয় না হয়; যত দিন পৃথিবী প্রভৃতি লোক সকল ধারণ করিবে, ততদিন আমার সৃষ্ট উক্ত নক্ষত্রগণ সকলেই অবস্থিতি করিবে, হে সুরগণ! আপনারা সকলেই এইপ্রকার অনুজ্ঞা করুন।

কুশিকনন্দন এইপ্রকার কহিলে, সুরগণ সকলেই প্রত্যুত্তর করিলেন, আপনার কল্যাণ হউক, যাহা বলিলেন তাহাই হইবে, আপনার সৃষ্ট নক্ষত্র সকল চিরকালই থাকিবে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! উল্লিখিত বহুসংখ্যক নক্ষত্র গগনমণ্ডলে বৈশ্বানরনামক সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিশ্চক্রপথের বহির্ভাগে অবস্থিতি করিবে। ত্রিশংকু ঐসকল নক্ষত্রের মধ্যে অতিশয় প্রজ্বলিত হইয়া, দেবতার ন্যায় সুখসম্ভোগে অধোমস্তকে অবস্থান করিবেন। এবং নক্ষত্র সকলও, স্বর্গলোকপ্রাপ্তের ন্যায় কৃতার্থ ও কীর্ত্তিমান এই রাজর্ষি ত্রিশংকুর অনুগামী হইবে। এই বলিয়া সকল দেবতাই ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্রের স্তুতি করিলেন। মহাতেজা বিশ্বামিত্রও ঋষিমধ্যে আসীন হইয়া, দেবতাদিগকে, আচ্ছা তাহাই হইবে, বলিলেন। হে নরোত্তম! অনন্তর যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, মহাত্মা দেবগণ ও তপোধন

ঋষিগণ সকলেই যে রূপে আসিয়াছিলেন, সেই রূপে গমন করিলেন।

একষষ্টিতম সর্গ।

হে নরশ্রেষ্ঠ। ঋষিগণ প্রস্থান করিলেন, দেখিয়া, মহাতেজা বিশ্বামিত্র সমবেত বনবাসীদিগকে কহিলেন, ত্রিশঙ্কু দক্ষিণ দিক আশ্রয় করিয়া, তপস্যার মহাবিঘ্ন স্বরূপ হইলেন। এক্ষণে আমরা অন্য দিকে যাইয়া, তপস্যা করিব। হে মহানুভবগণ! পশ্চিম দিকে অনেক সুবিস্তৃত তপোবন আছে। তথায় পুষ্কর-সান্নিধ্যে সুখে তপস্যা করিব। তথাকার তপোবন সর্ব্বাংশেই প্রশস্ত। মহাতেজা মহামুনি বিশ্বামিত্র এইপ্রকার কহিয়া, পুষ্করে যাইয়া ফলমূলমাত্র ভক্ষণ পূর্ব্বক ঘোরতর কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।

ঐ সময়ে অম্বরীষ নামে বিখ্যাত মহাত্মা অযোধ্যার রাজা যজ্ঞ করিতে উপক্রম করিয়াছিলেন। তিনি যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইলে, ইন্দ্র তাঁহার যজ্ঞীয় পশু হরণ করিয়া লইলেন। পশু অপহৃত হইলে, পুরোহিত রাজাকে কহিলেন, হে রাজন্! আমরা পশু আনিয়াছিলাম; কেবল আপনারই দুর্নীতি বশতঃ ঐ পশু অপহৃত হইল। হে নরেশ্বর! যে রাজা রক্ষা করিতে পারেন না, নানাপ্রকার দোষ উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে নষ্ট করিয়া থাকে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! যাবৎ এই আরব্ধ কার্য্যের সমাপ্তি না হয়, তাবৎ তুমি, ঐ পশু না পাইলে, সত্বর কোন মনুষ্যকে আনয়ন কর। ঐ মনুষ্যই অপহৃত পশুর স্থানীয় হইবে। তাহা হইলে, উপস্থিত পাপের মহৎ প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! রাজা অম্বরীষ অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি উপাধ্যায়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া, সহস্র গো মূল্য দিয়া,

তাদৃশ পশুর ক্রয়জন্য অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। হে রঘুনন্দন! মহীপতি অম্বরীষ এই রূপে বিবিধ দেশ, জনপদ, নগর, বন ও পবিত্র আশ্রম সকল অন্বেষণ করিতে করিতে, ভৃগুতুঙ্গে ভার্য্যা ও পুত্রের সহিত উপবিষ্ট মহর্ষি ঋচীককে দর্শন করিলেন। রাজর্ষি অম্বরীষ অতিশয় তেজ ও অপরিসীম প্রভা সম্পন্ন ছিলেন। তিনি তপোবলে দীপ্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মর্ষি ঋচীককে প্রণাম ও সম্যক রূপে প্রসন্ন করিয়া, সর্ব্বত্র কুশল জিজ্ঞাসা করত কহিলেন, আপনি যদি শত সহস্র গোর বিনিময়ে যজ্ঞীয় পশুর জন্য আপনার পুত্রকে বিক্রয় করেন,তাহা হইলে, হে মহাভাগ ভৃগুনন্দন! আমি কৃতকৃত্য হই। আমি সকল দেশেই প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক গমন করিয়াছি; কোথাও সেই প্রথম-কল্পিত যজ্ঞীয় পশু প্রাপ্ত হইলাম না। অতএব মূল্য দিতেছি, আপনার এই সকল পুত্রের মধ্যে এক জনকে প্রদান করুন।

মহাতেজা ঋচীক এই বাক্যে উত্তর করিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ! আমি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কোন মতেই বিক্রয় করিতে পারিব না। ঋচীকের বাক্য শ্রবণ করিয়া, তদীয় মহাত্মা পুত্রগণের মাতা অম্বরীষকে কহিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ! ভৃগুনন্দন ঋচীক কহিলেন, জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কখনই বিক্রয় করা যাইতে পারে না। হে প্রভো! কনিষ্ঠ পুত্র শুনকও আমার অতিশয় প্রিয়পাত্র, জানিবেন। হে রাজন্! এই কারণে আমিও কনিষ্ঠ পুত্রকে দিতে পারিব না। হে নরশ্রেষ্ঠ! জ্যেষ্ঠ পুত্রেরা প্রায়ই পিতার প্রীতিভাজন হয় এবং কনিষ্ঠগণ জননীর প্রিয়পাত্র হইয়া থাকে। আমি এইজন্য কনিষ্ঠের রক্ষা করিব।

হে রাম! মুনি ও মুনিপত্নী উভয়ে এইরূপ কহিলে, তাঁহাদের মধ্যম পুত্র শুনঃশেফ স্বয়ংই বলিতে লাগিলেন, পিতা জ্যেষ্ঠকে ও মাতা কনিষ্ঠ পুত্রকে বিক্রয় করা যায় না, বলিলেন। হে রাজনন্দন! ইহাতে বোধ হইতেছে, তাঁহাদের মতে মধ্যম পুত্রকে বিক্রয় করা যাইতে পারে। অতএব আমাকেই লইয়া যান। হে

মহাবাহো রঘুনন্দন ! ব্রহ্মবাদী শুনঃশেফের কথা শেষ হইলে, রাজা অম্বরীষ এক কোটি স্বর্ণ ও রজতমুদ্রা, রাশি রাশি রত্ন ও শত সহস্র গো মূল্য দিয়া, তাঁহাকে গ্রহণ পূর্ব্বক পরমপ্রীত হইয়া প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় সেই মহাযশা মহাতেজা রাজর্ষি অম্বরীষ সত্বর শুনঃশেফকে রথে তুলিয়া লইলেন।

দ্বিষটিতম সর্গ।

হে রঘুনন্দন ! মহাযশা অম্বরীষ নরশ্রেষ্ঠ শুনঃশেফকে গ্রহণ করিয়া মধ্যাহ্নসময়ে পুষ্করতীর্থে উপনীত হইয়া, বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তিনি বিশ্রাম করিতে লাগিলে, মহাযশা শুনঃশেফ জ্যেষ্ঠ পুষ্করে আসিয়া, মাতুল বিশ্বামিত্রকে ঋষিগণের সহিত তপস্যা করিতে দেখিতে পাইলেন। তৃষ্ণা ও পরিশ্রমে তিনি অতিশয় ব্যাকুল ও কাতর হইয়াছিলেন। তাঁহার মুখ ম্লান হইয়া গিয়াছিল। তদবস্থায় তিনি বিশ্বামিত্রের ক্রোড়ে পতিত হইয়া, বলিতে লাগিলেন, আমার পিতা নাই, মাতা নাই; জ্ঞাতি ও বান্ধবই বা আমার কোথায়? অতএব হে সৌম্য! আপনি আমাকে রক্ষা করুন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! ধর্ম্মানুসারে আপনিই আমার রক্ষাকর্ত্তা। কেননা, হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনি সকলেরই রক্ষা করিয়া থাকেন। যাহাতে রাজা কৃতকার্য্য হন এবং যাহাতে আমি উৎকৃষ্ট তপশ্চরণ পূর্ব্বক অক্ষীণ ও দীর্ঘায়ু হইয়া, স্বর্গলোক প্রাপ্ত হই, আপনাকে তাহা করিতে হইবে। আমি অনাথ হইয়াছি; আপনি প্রসন্ন চিত্তে আমার নাথ হউন। হে ধর্ম্মাত্মন্! পিতা যেমন পুত্রকে, সেইরূপ আপনি আমাকে, এই প্রাণনাশ রূপ পাতক হইতে উদ্ধার করুন।

মহাতপা বিশ্বামিত্র তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া, নানা প্রকারে

তাঁহারে সান্ত্বনা করত পুত্রদিগকে কহিলেন, পরলোকে মঙ্গল হইবে, এই উদ্দেশেই শুভাকাঙ্ক্ষী পিতৃগণ পুত্র সকলের উৎপাদন করেন। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইয়াছে। এই বালক মুনিকুমার আমার শরণার্থী হইয়াছেন। অতএব হে পুত্রগণ! ইহাঁর প্রিয় সম্পাদন কর! প্রাণমাত্র রক্ষা করিলেই, ইহাঁর প্রিয়ানুষ্ঠান করা হইবে। তোমরা সকলেই কৃতকর্ম্মা ও সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ, অম্বরীষের যজ্ঞীয় পশু হইয়া, অগ্নির তৃপ্তি সাধন কর। তাহাতে, শুনঃশেফের রক্ষা, রাজার নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞসমাপ্তি, দেবগণের তৃপ্তি ও আমারও আজ্ঞা পালন করা হইবে।

হে নরশ্রেষ্ঠ! বিশ্বামিত্রের কথা শুনিয়া, মধুষ্যন্দাদি পুত্রগণ পরিহাস পূর্ব্বক সগর্ব্বে বলিতে লাগিলেন, হে বিভো! আপনার পুত্রদিগকে ত্যাগ করিয়া, অন্যের পুত্রকে কি রূপে রক্ষা করিতেছেন? স্বমাংসভোজন করা যেমন গর্হিত, তেমনি ইহাও নিতান্ত গর্হিত, দেখিতেছি।

মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র পুত্রগণের এই কথা শ্রবণ করিয়া, ক্রোধে লোহিতলোচন হইয়া, বলিতে লাগিলেন, তোমরা আমার কথা লংঘন পূর্ব্বক কিছুমাত্র ভয় না করিয়াই, ঈদৃশ ধর্ম্মবিগর্হিত দারুণ বাক্য প্রয়োগ করিলে; তোমাদের কথা শুনিলে শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠে। এই পাপে তোমাদিগকে,বশিষ্ঠেরপুত্রগণের ন্যায়, মুষ্টিকজাতিতে পতিত হইয়া, কুক্কুরমাংসভোজনপূর্ব্বক সংপূর্ণ সহস্র বৎসর পৃথিবীতে জীবন যাপন করিতে হইবে। মুনিবর বিশ্বামিত্র পুত্রদিগকে শাপ দিয়া, পরমব্যাকুল শুনঃশেফকে সকলদুঃখনাশপূর্ব্বক রক্ষা করিয়া, কহিতে লাগিলেন, তুমি যজ্ঞে রক্তমাল্য ও রক্তানুলেপন ধারণ পূর্ব্বক বিষ্ণু যাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সেই যূপে দর্ভনির্ম্মিত মেখলা দ্বারা বদ্ধ হইয়া আগ্নেয় মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া,অগ্নির স্তব করিও। হে মুনিকুমার! আমি যে দিব্য গাথা দুইটী উপদেশ করিতেছি, তৎকালে

তাহা গান করিবে। তাহা হইলে অম্বরীষের যজ্ঞে প্রাণে রক্ষা পাইবে। তখন শুনঃশেফ সবিশেষ মনোনিবেশ সহকারে গাথা দুইটী গ্রহণ করিয়া, ত্বরাপুর্ব্বক রাজসিংহ অম্বরীষকে যাইয়া কহিলেন, হে পরমবুদ্ধিমান্ রাজসিংহ! শীঘ্র আমরা গমন করি, চল, তুমি দীক্ষিত হইয়া, যজ্ঞ সম্পাদন করিবে।

রাজা অম্বরীষ মুনিকুমারের বাক্য শ্রবণে হর্ষিত ও নিরালস্য হইয়া, সত্বর যজ্ঞবাটে গমন করিলেন। এবং তথায় সদস্য-গণের অনুমতি লইয়া, পীতবস্ত্রধর শুনঃশেফকে পশু করিয়া, তিনি যে পশু হইলেন তাহা কুশনির্ম্মিত রজ্জু দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ পূর্ব্বক তাঁহাকে যূপকাষ্ঠে বন্ধন করিলেন। মুনিকুমার শুনঃ-শেফও পশু রূপে বদ্ধ হইয়া, আগ্নেয় মন্ত্র সকল উচ্চারণ পূর্ব্বক যথাক্রমে ইন্দ্র ও উপেন্দ্র এই দুই দেবতার স্তব করিতে লাগি-লেন। তাঁহারা বিশ্বামিত্রের উপদিষ্ট উল্লিখিত স্তুতিবাক্যে সন্তুষ্ট ও প্রসন্ন হইয়া, শুনঃশেফকে দীর্ঘ আয়ু. প্রদান করিলেন। হে নরশ্রেষ্ঠ রাম! রাজা অম্বরীষও ইন্দ্র ও উপেন্দ্রের প্রসাদে বিশেষরূপে বহুগুণ যজ্ঞফল প্রাপ্ত হইলেন। হে নরশ্রেষ্ঠ। ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্রও পুনরায় পুষ্করতীর্থে সহস্র-বৎসর-ব্যাপী তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

সহস্র বৎসর পুর্ণ হইলে, মহর্ষি বিশ্বামিত্র ব্রত-স্নান করিলেন। তখন দেবগণ সকলে তাঁহাকে তপস্যার ফল প্রদান করিবার মানসে তৎসকাশে সমাগত হইলেন। তন্মধ্যে মহাতেজা ব্রহ্মা মনোহর বাক্যে, তাঁহাকে কহিলেন, তোমার কল্যাণ হউক। তুমি স্বোপার্জ্জিত পবিত্র কর্ম্মবলে ঋষি হইলে। দেবগণাধিপতি ব্রহ্মা এই বলিয়াই পুনরায় স্বর্গে আরোহণ করিলেন। মহাতেজা বিশ্বামিত্র পুনর্ব্বার কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।

হে নরশ্রেষ্ঠ! এই রূপে বহুকাল অতীত হইলে, অপ্সরঃশ্রেষ্ঠা মেনকা পুষ্করসলিলে স্নান করিতে আসিল। তাহার রূপের তুলনা নাই। মহাতেজা কৌশিক মেঘমধ্যে বিদ্যুতের ন্যায়, সরোবরমধ্যে মেনকাকে দর্শন করিয়া, কন্দর্পদর্পের বশীভূত হইয়া বলিতে লাগিলেন, অয়ি অপ্সরি! প্রার্থনা করি, তুমি সুখে আসিয়াছ; এক্ষণে আমার এই আশ্রমে বাস কর এবং আমি কামে অতিমাত্র মোহিত হইয়াছি, আমাকে অনুগ্রহ কর, তোমার কল্যাণ হইবে। বরারোহা মেনকা ঋষির বাক্যে তথায় বাস করিল। তাহাতে, বিশ্বামিত্রের তপস্যার মহাবিঘ্ন উপস্থিত হইল। হে রাঘব! মেনকা বিশ্বামিত্রের মনোহর আশ্রমে বাস করিলে, দশ বৎসর পরম সুখে অতিবাহিত হইল।

এই রূপে দশ বৎসর অতীত হইলে, মহর্ষি বিশ্বামিত্র লজ্জিতের ন্যায় হইয়া, চিন্তা ও শোকে অভিভূত হইলেন। হে রঘুনন্দন! তৎকালে ক্রোধের সহিত তাঁহার এইপ্রকার বুদ্ধি উপস্থিত হইল যে, আমার তপস্যার হানি করিবার জন্যই এ সকল সুরগণেরই কর্ম্ম। দেখ, পূর্ণ দশ বৎসর আমার অহোরাত্রের ন্যায় অতীত হইয়া গেল। কামমোহে অভিভূত হওয়াতেই, আমার এইপ্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপ অনুতাপ পূর্ব্বক দুঃখিত হইয়া, মুনিবর কৌশিক নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মেনকা ভীত ও কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান পূর্ব্বক কম্পিত হইতেছিল, দেখিয়া, কৌশিক তাহাকে মধুর বাক্যে বিদায় দিয়া, উত্তর পর্ব্বতে গমন করিলেন। হে রাম! সেই মহাযশা মহর্ষি কামজয়ে অভিলাষী ও তজ্জন্য উৎকট ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠানে কৃতসংকল্প হইয়া, কৌশিকীতীরে গমন করিয়া, অতি দারুণ তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।

ঐ রূপ কঠোর তপস্যায় উত্তর পর্ব্বতে সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেল। হে রাম! তদ্দর্শনে দেবগণের ভয় জন্মিল।

তাঁহারা ঋষিগণের সহিত সমাগত হইয়া, ব্রহ্মাকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, ভগবন্! এই কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র মহর্ষি হউন; ইহাতে কাহারও আপত্তি নাই। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবগণের বাক্যশ্রবণে মধুর বচনে তপোধন বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, মহর্ষে! তোমার স্বাগত? বৎস। এই কঠোর তপস্যায় তুমি আমাকে সন্তুষ্ট করিয়াছ। হে কৌশিক! তুমি ঋষিগণের শ্রেষ্ঠ হইলে; এই মহত্ত্ব তোমায় দান করিলাম।

তপোধন বিশ্বামিত্র পিতামহের কথা শুনিয়া, প্রণাম পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া, প্রত্যুত্তর করিলেন, ভগবন্! স্বোপার্জ্জিত পবিত্র কর্ম্মবলেই ব্রহ্মর্ষি শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সংসারে এই ব্রহ্মর্ষি নামের তুলনা নাই। কিন্তু আপনি আমাকে ব্রহ্মর্ষি নাম প্রদান করিলেন না। ইহাতে বোধ হইতেছে, এখনও আমার ইন্দ্রিয় সকল জয় হয় নাই। ব্রহ্মা কহিলেন, না, এখনও তুমি জিতেন্দ্রিয় হইতে পার নাই। অতএব হে মুনিশ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয়-জয়ে যত্নবান্ হও। এই বলিয়া তিনি স্বর্গে গমন করিলেন।

অনন্তর দেবগণ প্রস্থান করিলে, মহামুনি বিশ্বামিত্র ঊর্দ্ধবাহু ও অবলম্বনশূন্য হইয়া, গ্রীষ্মকালে পঞ্চ-তপের অনুষ্ঠান, বর্ষায় অনাবৃত প্রদেশে অবস্থান, শীতকালে দিবারাত্র জলমধ্যে শয়ন এবং বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। ঐ-রূপ কঠোর তপস্যায় সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেল। মুনিবর বিশ্বামিত্রের এই তপস্যায় দেবগণ ও দেবরাজ অতিমাত্র সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন। তখন ইন্দ্র দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া, আপনার হিতকর ও বিশ্বামিত্রের অনিষ্টজনক বাক্যে অপ্সরা রম্ভাকে বলিতে লাগিলেন।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

হে রম্ভে! বিশ্বামিত্র কামমোহে অভিভূত হইয়া, প্রলোভিত হয়েন, সুরগণের এই অতিমহৎ কার্য্য তোমাকে করিতে হইবে। হে রাম! ধীমান্ ইন্দ্র এইপ্রকার কহিলে, অপ্সরা রম্ভা লজ্জিতা হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিল, হে দেবরাজ! মহামুনি বিশ্বামিত্র অতিশয় কোপনস্বভাব। হে দেব! ইনি নিঃসন্দেহই আমার প্রতি ঘোরতর ক্রোধ প্রকাশ করিবেন। এই কারণেই আমার ভয় হইতেছে। অতএব আমাকে অনুগ্রহ করুন।

হে রাম! তৎকালে রম্ভা ভীত ও কম্পিতা হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে সভয়ে এইপ্রকার কহিলে, দেবরাজ তাঁহাকে বলিলেন, রম্ভে! ভয় নাই, তোমার কল্যাণ হইবে, তুমি আমার আদেশ পালন কর। আমি বসন্তসময়ে মনোহর কোকিলরূপ ধারণ পূর্ব্বক কামের সহিত তোমার পার্শ্বেই সুন্দর বৃক্ষে অবস্থিতি করিব। তুমি হাব ভাবাদি বিবিধগুণসম্পন্ন বিচিত্র-কান্তি-লাঞ্ছিত রূপ ধারণ করিয়া, কামোৎপাদন পূর্ব্বক তপঃপরায়ণ ঋষি বিশ্বামিত্রকে তপস্যা হইতে বিচালিত কর।

শুচিস্মিতা সুর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রম্ভা দেবরাজের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক অত্যুৎকৃষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়া, বিশ্বামিত্রের প্রলোভনসম্পাদনে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সময়ে দেবরাজ ইন্দ্রও কোকিল রূপে মধুর স্বরে শব্দ করিতে লাগিলেন। সেই শব্দ কর্ণগোচর হইলে, বিশ্বামিত্রের অন্তঃকরণে অতিমাত্র হর্ষরসের সঞ্চার হইল। তিনি এই অবস্থায় রম্ভাকে অবলোকন করিলেন। রম্ভাকে দর্শন এবং কোকিলের ঐ অপূর্ব্ব গীতধ্বনি শ্রবণ করিয়া, তিনি সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিলেন। অনন্তর, এ সকল দেবরাজেরই কার্য্য, জানিতে পারিয়া, মুনিশ্রেষ্ঠ কৌশিক রুষ্ট হইয়া, রম্ভাকে শাপ দিলেন, হে রম্ভে! আমি কাম ও ক্রোধ জয় করিতে অভিলাষী হইয়াছি। এ সময় তুমি

আমাকে প্রলোভিত করিতেছ। অয়ি হতভাগিনি! এই পাপে তোমাকে পাষাণময়ী হইয়া, দশ সহস্র বৎসর যাপন করিতে হইবে। এই রূপে তুমি আমার ক্রোধে শিলাপ্রতিমারূপ ধারণ করিলে, কোন তপোবলবিশিষ্ট পরমতেজস্বী ব্রাহ্মণ তোমার উদ্ধার করিবেন। মহামুনি মহাতেজা বিশ্বামিত্র ক্রোধ-বেগধারণে অসমর্থ হইয়া, এইপ্রকার শাপদানান্তে তপস্যার ক্ষয় হইল ভাবিয়া, অতিমাত্র সন্তপ্ত হইলেন। রম্ভা তাঁহার গুরুতর শাপে তৎক্ষণাৎ পাষাণপ্রতিমারূপ ধারণ করিল এবং স্বয়ং কামও মহর্ষির এই বাক্য শ্রবণে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

হে রাম! কাম ও ক্রোধবশতঃ তপস্যার হানি হওয়াতে এবং ইন্দ্রিয় সকলও পরাজিত না হওয়াতে, মহাতেজা বিশ্বামিত্র একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, আর আমি, তপস্যার হানি হইলেও এইপ্রকার ক্রোধ প্রকাশ করিব না এবং কাহাকেও কোনরূপে কিছুই বলিব না। অথবা, আমি শতবৎসর এক বারেই শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ করিয়া, ইন্দ্রিয় সকল বিশেষ রূপে দমন পূর্ব্বক শরীর শোষণ করিব। যত দিন না তপোবলে ব্রাহ্মণ হইতে পারি, তাবৎ শ্বাসপ্রশ্বাসবিহীন ও অভুক্ত হইয়া, বহুবৎসর যাপন করিব। তপস্যায় প্রবৃত্ত থাকিলে, আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল ক্ষয় পাইবে না।

হে রঘুনন্দন! মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র সহস্রবৎসর উক্তরূপে দীক্ষিত হইয়া থাকিতে, দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা করিলেন।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

হে রাম! এইপ্রকার প্রতিজ্ঞান্তে মহামুনি বিশ্বামিত্র উত্তর দিক্ ত্যাগ করিয়া, পূর্ব্ব দিকে গমন পূর্ব্বক অতি দারুণ তপস্যায়

প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সহস্র বৎসর বিশিষ্টরূপ মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া, পরম দুষ্কর তপস্যা করিতে লাগিলেন। সংসারে ঐ তপস্যার কোনরূপে তুলনা হয় না। সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে, মহামুনি বিশ্বামিত্র কাষ্ঠের ন্যায় হইয়া গেলেন। বহুবিধ বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। তথাপি তাঁহার মনে ক্রোধের উদ্রেক হইল না। হে রাম! তিনি কোন মতেই ক্রোধের বশীভূত হইবেন না, নিশ্চয় করিয়াই, অক্ষয় তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

এই রূপে, সেই বর্ষ-সহস্র-সাধ্য ব্রতের উদ্‌যাপন হইলে, মহাব্রত বিশ্বামিত্র অন্ন ভোজন করিতে উপক্রম করিলেন। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! তিনি ব্রতের পারনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ইন্দ্র ব্রাহ্মণ বেশে তাঁহার নিকট সিদ্ধ অন্ন যাচ্ঞা করিলেন। কৃতনিশ্চয় মহাতপা ভগবান্ বিশ্বামিত্রও তাঁহাকে সমুদায় সিদ্ধ অন্ন প্রদান করিলেন। তাহাতে, অন্ন নিঃশেষিত হইলে, তিনি অভুক্ত রহিলেন; মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া, ব্রাহ্মণকে কিছুই বলিলেন না; যেরূপ শ্বাস প্রশ্বাস রোধ পূর্ব্বক মৌনী হইয়াছিলেন, পুনরায় সেই ভাবেই থাকিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র সহস্রবৎসর এইপ্রকার শ্বাসাদিবদ্ধ করিয়া রহিলেন। ঐ অবস্থায় তাঁহার মস্তকে অগ্নি প্রাদুর্ভূত হইল লোকে তাপিত হইলে যেরূপ ব্যাকুল হয়, এই অগ্নি সংস্পর্শে ত্রৈলোক্যও সেইরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

দেব, গন্ধর্ব্ব, ঋষি, পন্নগ, উরগ ও রাক্ষসগণ সকলেই বিশ্বামিত্রের তপস্যা ও তেজঃপ্রভাবে তেজোহীন হইয়া পড়িলেন। এবং সকলেই দুঃখিত ও মোহাভিভূত হইয়া, ব্রহ্মাকে নিবেদন করিলেন, হে দেব! আমরা বিবিধ উপায় যোগে মহামুনি বিশ্বামিত্রের লোভ উৎপাদন করিয়াছিলাম। তজ্জন্য তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া, তপোবলে অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছেন। ইহাঁর অল্প বা অণুমাত্রও পাপ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইনি আর

যাহা কামনা করিয়াছেন, যদি তাহা না দেওয়া হয়, তাহা হইলে, ইনি স্থাবর-জঙ্গম-সমেত ত্রিভুবন নাশ করিবেন। ঐ দেখুন, সমুদায় দিক্ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে; কিছুরই আর স্ফূর্ত্তি হইতেছে না; সাগর সকল ক্ষুভিত হইয়াছে, পর্ব্বত সকল বিদীর্ণ হইতেছে, সমুদায় পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিতেছে, বায়ু সংকুল হইয়া প্রবাহিত হইতেছে, এবং লোকমাত্রেই স্ব স্ব কর্ত্ত-ব্যানুষ্ঠানশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। হে ব্রহ্মন্! এবিষয়ের প্রতীকার কি, তাহা আমরা জানি না। দেখুন, ঐ মহর্ষির তেজে চিত্ত ব্যাকুল হওয়াতে, লোকমাত্রেরই যেন সমুদায় বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়াছে এবং সূর্য্যেরও তেজ তিরোহিত হইয়াছে। হে দেব! প্রলয়কালে কালাগ্নি যেমন সমুদায় ত্রৈলোক্য দগ্ধ করে, সেই-রূপ, অগ্নির সমান, পরমতেজস্বী এই ভগবান্ মহামুনি সমস্ত সংসার বিনাশে বুদ্ধি না করিতে করিতেই, ইঁহাকে প্রসন্ন করা কর্ত্তব্য। যদি ইনি দেবগণেরও উপর রাজত্ব করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, ইঁহার যাহা মনন, তাহা প্রদান করুন।

অনন্তর সমুদায় দেবতাই ব্রহ্মাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া, মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে মধুর বচনে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, হে ব্রহ্মর্ষে! তোমার কল্যাণ হউক। আমরা তোমার তপস্যায় অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়াছি। হে কৌশিক! তুমি এক্ষণে কঠোর তপস্যা দ্বারা ব্রাহ্মণ হইলে। হে ব্রহ্মন্! আমি এই দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া, তোমায় দীর্ঘ আয়ুও প্রদান করিলাম। হে সৌম্য! তুমি সুখে থাক, তোমার কল্যাণ হউক। এক্ষণে তুমি যথাসুখে প্রস্থান কর।

পিতামহ ও সমুদায় দেবতা এইপ্রকার কহিলে, মহামুনি বিশ্বামিত্র তাহা শ্রবণ পূর্ব্বক আহ্লাদিত হইয়া, প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমি যদি ব্রাহ্মণ ও দীর্ঘায়ু হইলাম, তাহা হইলে, আপনারা আমাকে ওংকার, বষট্কার ও সমুদায় বেদে অধিকার প্রদান করুন; আমি যেমন ক্ষত্রগণের শ্রেষ্ঠ আছি,

তেমনি ব্রাহ্মণগণেরও শ্রেষ্ঠ হইব। হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! ব্রহ্মপুত্র বশিষ্ঠও যেন আমাকে ব্রহ্মর্ষি বলিয়া স্বীকার করেন। ইহাই আমার ঐকান্তিক অভিলাষ। এই অভিলাষ যদি সিদ্ধ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, আপনারা গমন করুন। নতুবা, যাইতে পারিবেন না। আমিও পুনরায় তপস্যা করিব। তখন দেবগণ প্রসন্ন করিলে, জাপকশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের সহিত বন্ধুতা করিয়া, তাঁহার ব্রহ্মর্ষিত্ব স্বীকার করিয়া লইলেন। অনন্তর দেবগণ বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, তুমি নিঃসন্দেহই ব্রহ্মর্ষি হইলে, ব্রহ্মর্ষির যাহা কিছু, তোমারও তৎসমস্ত সম্পন্ন হইল। এই বলিয়া তাঁহারা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে, ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্র উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া, ব্রহ্মর্ষি হইয়া, জাপকশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের পূজা করিলেন, এবং সিদ্ধকাম হইয়া, তপস্যা করত সমুদায় পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন।

হে রাম! এই মহাত্মা বিশ্বামিত্র এই রূপে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে রাম! ইনি সমুদায় ঋষির শ্রেষ্ঠ, ইনি মূর্ত্তিমান্ তপস্যা, ইনি নিত্য ধর্ম্মপরায়ণ এবং ইনি তপোবীর্য্যের একমাত্র আশ্রয়। দ্বিজোত্তম মহাতেজা শতানন্দ এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। রাম ও লক্ষ্মণের সান্নিধ্যে শতানন্দের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক রাজা জনক কৃতাঞ্জলি হইয়া, বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র! আপনি রাম ও লক্ষ্মণের সহিত আমার যজ্ঞে আসিয়াছেন, ইহাতে আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। হে ব্রহ্মন্! আপনি দর্শন দিয়া আমাকে পবিত্র করিলেন। আমি আপনাকে দর্শন করিয়া, বহুবিধ সৌভাগ্য লাভ করিলাম। হে ব্রহ্মন্! আমি, মহাত্মা রাম ও সভাস্থিত সদস্যগণ আমরা সকলেই শতানন্দপ্রমুখাৎ আপনার মহৎ তপস্যা, মহৎ তেজ ও বহুবিধ গুণ সবিস্তার শ্রবণ করিলাম। হে কুশিকনন্দন! কোনকালেই আপনার তপস্যার সীমা নাই, বলের সীমা নাই এবং গুণের সীমা নাই। হে বিভো! এই

সকল আশ্চর্য্য কথা শ্রবণ করিয়া, আমার কোন মতেই তৃপ্তি হইতেছে না। কিন্তু হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সন্ধ্যাবন্দনাদি করিবার সময় অতিক্রান্ত হইয়া যাইতেছে ;ঐ দেখুন, সূর্য্যমণ্ডল লম্বিত হইতেছে ; অতএব হে মহাতেজ! আগামী কল্য প্রভাতে আমাকে দর্শন দান করিতে হইবে। হে জাপকশ্রেষ্ঠ! অধুনা, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে কার্য্যে অনুমতি করুন।

মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র এইপ্রকার উক্ত হইয়া, তদীয় সমাগমে আহ্লাদিত পুরুষশ্রেষ্ঠ জনককে প্রশংসাপূর্ব্বক প্রীত চিত্তে সত্বর বিদায় দিলেন। তখন মিথিলাধিপতি জনক বন্ধু ও পুরোহিতের সহিত মিলিত হইয়া, মুনিশ্রেষ্ঠ কৌশিককে এইপ্রকার কহিয়া, প্রদক্ষিণ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্রও রাম ও লক্ষ্মণের সহিত উল্লিখিত মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া, স্বকীয় নিবেশাভি-মুখে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর নির্ম্মল প্রাতঃকাল উপস্থিত হইলে, রাজা জনক নিত্য ক্রিয়া সমাধানান্তে মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে রাম ও লক্ষ্মণের সহিত আবাহন করিলেন। এবং শাস্ত্রবিহিত বিধানানুসারে তাঁহার এবং মহাত্মা রাম ও লক্ষ্মণের পূজা করিয়া, তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, ভগবন্! আপনার স্বাগত প্রার্থনা করি। হে অনঘ! আমাকে কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। যেহেতু, আমি আপনার আজ্ঞাধীন।

মহাত্মা জনক এইপ্রকার কহিলে, বাক্যবিশারদ ধর্ম্মাত্মা মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র প্রত্যুত্তর করিলেন, এই রাম ও লক্ষ্মণ রাজা দশরথের পুত্র, জাতিতে ক্ষত্রিয় এবং লোকে সবিশেষ বিখ্যাত। আপনার নিকট যে শ্রেষ্ঠ ধনু আছে, ইঁহারা তাহা দেখিতে

ইচ্ছা করেন। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক ইঁহাদিগকে ধনুঃপ্রদর্শন করুন। এই নৃপনন্দনদ্বয়ও ধনু দর্শন করিয়া, অভিলষিতলাভ পূর্ব্বক আপ্তকাম হউন।

জনক এইপ্রকার উক্ত হইয়া, মহামুনি বিশ্বামিত্রকে প্রত্যুত্তর করিলেন, যেজন্য এই ধনু এখানে আছে, এবং যে রূপে ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা শ্রবণ করুন। নিমির জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবরাত নামে বিখ্যাত রাজা ছিলেন। সেই মহাত্মার হস্তে এই ধনু ন্যাস স্বরূপে প্রদত্ত হয়। পূর্ব্বে দক্ষযজ্ঞ বিনাশ কালে বীর্য্যবান্ মহাদেব এই ধনু আকর্ষণ করিয়া, দেবতাদিগের বধোদ্যত হইয়া, রোষভরে সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন, হে দেবগণ! তোমরা ভাগার্থী আমায় ভাগ দিতেছ না। এইজন্য, এই ধনু দ্বারা তোমাদের পরম-পূজাস্থানীয় শির সকল ছেদন করিব। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তখন দেবগণ সকলেই বিমনায়মান হইয়া, দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। তিনিও তাঁহাদের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিলেন। অনন্তর তিনি প্রীতিযুক্ত হইয়া মহাত্মা দেবতাদিগকে আপনার ধনু প্রদান করিলেন। এই ধনুই সেই মহাত্মা দেবদেবের ধনু। হে বিভো! তৎকালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ দেবরাতের হস্তে ঐ ধনু ন্যাস স্বরূপে প্রদত্ত হয়।

কোন সময়ে আমি যজ্ঞে অগ্নিচয়ন করিবার জন্য ক্ষেত্রকর্ষণে প্রবৃত্ত হইলে, আমার লাঙ্গল পদ্ধতি হইতে এক কন্যা উত্থিতা হয়। এইরূপে ক্ষেত্র শোধন করিতে করিতে সীতা অর্থাৎ লাঙ্গলপদ্ধতি হইতে ঐ কন্যা লাভ হয় বলিয়া, উহার নাম সীতা হইয়াছে। মদীয় আত্মজা ভূতল হইতে উত্থিতা হইয়া, ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিতা হইলে, আমি ঐ অযোনিজা কন্যাকে বীর্য্যশুল্কারূপে স্থাপন করিলাম। এইরূপে মদীয় আত্মজা ভূতল হইতে উত্থিতা হইয়া দিন দিন বর্দ্ধিতা হইতে লাগিলে, হে মুনিশ্রেষ্ঠ। নরপতিগণ আগমন করিয়া, তাঁহার কামনা করিতে

আরম্ভ করিলেন। হে ভগবন্! আমি ঐ কন্যাপ্রার্থী রাজাদিগকে এই কন্যা বীর্য্য-শুল্কা বলিয়া, প্রদান করিলাম না। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! অনন্তর নরপতিগণ সকলে সমবেত হইয়া, মিথিলায় আগমন পূর্ব্বক ধনুর বীর্য্য জানিতে ইচ্ছা করিলে, আমি তাঁহাদিগকে শিবধনু আনয়নপূর্ব্বক প্রদর্শন করিলাম। তাঁহারা কেহই ঐ ধনু ধারণ বা উত্তোলন করিতে পারিলেন না। হে মহামুনে! তদ্দর্শনে আমি সেই বীর্য্যশালী নরপতিগণের বীর্য্য সামান্য জ্ঞান করিয়া, সকলকেই প্রত্যাখ্যান করিলাম। অনন্তর যাহা ঘটিল, শ্রবণ করুন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি এই রূপে কন্যা সম্প্রদানে অসম্মত হইলে, নরপতিগণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, মিথিলানগরী অবরোধ করিলেন। তাঁহারা শিবধনুর্গ্রহণে অসমর্থ হওয়াতে, লোকমাত্রেই তাঁহাদের বীর্য্যবিষয়ে সন্দিহান হইয়াছিল। বিশেষতঃ, কন্যা না পাওয়াতে তাঁহারা মনে করিলেন, আমি তাঁহাদের সকলকেই অবজ্ঞা করিয়াছি। এই কারণে, নৃপশ্রেষ্ঠগণ অতিমাত্র রোষাবিষ্ট হইয়া, মিথিলানগরীর পীড়ন করিতে লাগিলেন। তাহাতে, সংবৎসর শেষ হইলে, আমার দুর্গরক্ষার উপায় সমস্তও শেষ হইয়া গেল। আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া পড়িলাম।

অনন্তর আমি তপস্যা দ্বারা সমুদায় দেবতাকে প্রসন্ন করিলে, তাঁহারা পরম প্রীত হইয়া, আমাকে চতুরঙ্গ বল প্রদান করিলেন। তখন সেই অল্পবীর্য্য, সন্দিগ্ধবীর্য্য, পাপকারী নরপতিগণ আহত হইয়া, অমাত্যগণের সহিত রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! ইহাই সেই পরম দীপ্তিবিশিষ্ট ধনু। হে সুব্রত! রাম ও লক্ষ্মণকেও ঐ ধনু প্রদর্শন করিব। হে মুনে! যদি রাম এই ধনুতে জ্যারোপণ করিতে পারেন, তাহা হইলে, আমি এই দাশরথিকে অযোনিজা দুহিতা সীতা সম্প্রদান করিব।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

মহামুনি বিশ্বামিত্র জনকের বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে বলিলেন, রামকে ধনু প্রদর্শন করুন। তখন রাজা জনক মন্ত্রিদিগকে বিশেষ রূপে আদেশ করিলেন, তোমরা গন্ধমাল্যানুলেপিত দিব্য ধনু আনয়ন কর। অপরিসীমপ্রভাববিশিষ্ট মন্ত্রিগণ জনকের আজ্ঞায় পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া, সেই ধনু অগ্রে করত নির্গত হইলেন। হৃষ্টপুষ্টশরীরবিশিষ্ট দীর্ঘাকৃতি পাঁচ শত পুরুষ অষ্টচক্রসম্পন্ন মঞ্জুষামধ্যে স্থাপিত ঐ ধনু কোন রূপে বহন করিতে লাগিল। মন্ত্রিগণ অষ্টলোহনির্ম্মিত উল্লিখিত সুন্দর মঞ্জুষা আনয়ন করিয়া, দেবতুল্য রাজা জনককে কহিলেন, রাজন্! এই উৎকৃষ্ট ধনুঃ, সকল রাজাই ইহার পূজা করেন। হে রাজেন্দ্র মিথিলাধিপতে! যদি ইচ্ছা করেন, প্রদর্শন করুন।

রাজা জনক মন্ত্রিগণের কথা শ্রবণে কৃতাঞ্জলিপুটে রাম লক্ষ্মণ সহিত মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে নিবেদন করিলেন, ব্রহ্মন্! জনকগণের পরমপূজিত এই ধনু-রত্ন, মহাবীর নরপতিগণ ইহারই আকর্ষণ করিতে তৎকালে অসমর্থ হইয়াছিলেন। সমুদায় অসুর সহিত সুরগণ, রাক্ষসগণ, এবং কিন্নর ও মহোরগ সহিত প্রধান প্রধান গন্ধর্ব্ব ও যক্ষগণও ইহার আকর্ষণ করিতে পারেন না; মনুষ্যের সাধ্য কি, ইহাতে জ্যারোপণ, শরযোজন, আস্ফালন, অথবা ইহার ধারণ ও উত্তোলনাদি করে? হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এই সেই ধনুঃশ্রেষ্ঠ ধনু আনয়ন করিলাম; হে মহাভাগ! রাজপুত্র রাম ও লক্ষ্মণকে প্রদর্শন করুন। বিশ্বামিত্র রামের সহিত, জনকের বাক্য শ্রবণ করিয়া, রঘুনন্দনকে কহিলেন, বৎস রাম! ধনুঃ অবলোকন কর। রাম মহর্ষির আদেশে ধনুর আধার সেই মঞ্জুষা উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক ধনু দর্শন করিয়া, কহিলেন, আমি এই দিব্য

শ্রেষ্ঠ ধনু হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলাম। এক্ষণে, ইহার উত্তোলন অথবা আকর্ষণে যত্ন করিব। জনক কহিলেন, আচ্ছা, তাহাই কর। বিশ্বামিত্রও ঐরূপ বলিলেন। তখন ধর্ম্মাত্মা রঘুনন্দন রাম বিশ্বামিত্রের আদেশে অনায়াসেই ধনুর মধ্য দেশ গ্রহণ করিয়া, সহস্র সহস্র লোকের সমক্ষে অবলীলাক্রমে তাহাতে জ্যারোপণ করিলেন। এবং জ্যারোপণ করিয়া তাহা আকর্ষণ করিলেন। এই রূপে মহাযশা নরশ্রেষ্ঠ রাম আকর্ষণসময়ে ঐ ধনুর মধ্যদেশ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তাহাতে, বজ্রাঘাতসদৃশ নিস্বনে তুমুল শব্দ উত্থিত হইলে, পর্ব্বত বিদীর্ণ হইবার সময়ে তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে যেমন ভূমিকম্প হয়, সেই রূপে পৃথিবী অতিমাত্র কাঁপিয়া উঠিল। মনুষ্যগণ ঐ শব্দে মোহিত হইয়া, ধরাশায়ী হইল। কেবল মুনিবর বিশ্বামিত্র, রাজা জনক এবং রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ ইঁহারা পতিত হইলেন না।

অনন্তর লোক সকল প্রত্যাশ্বস্ত হইলে, এবং রাম ধনুতে জ্যারোপণ করিতে পারিবেন কি না জনকের এই যে ভয় ছিল তাহা দূর হইলে, সেই বাক্যজ্ঞ রাজর্ষি জনক কৃতাঞ্জলি হইয়া, মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ভগবন্! দশরথাত্মজ রামের বল পরীক্ষা হইল। ইনি যে ধনুতে জ্যারোপণ করিলেন, ইহা অতিশয় অদ্‌ভুত এবং আমি তর্ক বা চিন্তা করিতেও পারি নাই যে, ইনি জ্যারোপণে সমর্থ হইবেন। যাহা হউক, মদীয় দুহিতা সীতা দশরথপুত্র রামের পত্নী হইলে, জনকবংশের কীর্ত্তি স্থাপন করিবেন। হে কৌশিক! আমি যে সীতার ধনুর্ভঙ্গপণ করিয়াছি, আমার সে প্রতিজ্ঞাও সফল হইল। অতএব এই রামকেই প্রাণাধিকা দুহিতা সীতা সম্প্রদান করিব। হে ব্রহ্মন্! অধুনা মন্ত্রিগণ আপনার আদেশে ত্বরান্বিত হইয়া রথারোহণে শীঘ্র অযোধ্যায় গমন করুন। হে কৌশিক! আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এবিষয়ে অনুজ্ঞা করুন। মন্ত্রিগণ অযোধ্যায় গমন পূর্ব্বক বিনীত বাক্যে বীর্য্যশুল্কা সীতার সম্প্রদানবার্ত্তা সবিস্তার কীর্ত্তন করিয়া, রাজা

দশরথকে মিথিলায় লইয়া আসুন। তাঁহারা গিয়া রাজাকে ইহাও বলুন যে, মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণের রক্ষা করিয়া আছেন। এই রূপে তাঁহারা সত্বর গমন করিয়া, প্রীতিভরে রাজাকে আনয়ন করুন। বিশ্বামিত্র ইহাতে সম্মতি দান করিলে, ধর্ম্মাত্মা রাজা জনক মন্ত্রিদিগকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক শুভ-সূচক সন্দেশ-পত্র প্রদান করিয়া, সমুদায় ঘটনা দশরথের নিকট আনুপূর্ব্বিক বর্ণন ও তাঁহাকে আনয়ন করিবার জন্য অযোধ্যায় প্রেরণ করিলেন।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

রাজা জনক বিশেষ রূপে আদেশ করিলে, মন্ত্রিগণ তিন রাত্রিমাত্র পথে অতিবাহিত করিয়া, অযোধ্যানগরে প্রবেশ করিলেন। পথশ্রমে তাঁহাদের বাহন সকল ক্লান্ত হইয়া পড়িল। তাঁহারা পুরীপ্রবেশপূর্ব্বক রাজা জনক আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন, এই কথা বলিলে, দ্বারপালগণ তাঁহাদিগকে রাজভবনে প্রবেশ করাইল। তাঁহারা তথায় দেবতুল্য বৃদ্ধ রাজা দশরথকে দর্শন করিয়া, কৃতাঞ্জলি ও নির্ভয় হইয়া, সকলেই সবিনয়ে মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! মিথিলাধিপতি রাজা জনক ঋত্বিগ্‌গণের সহিত মিলিত হইয়া, বারংবার স্নেহরাগপূর্ণ মধুর বাক্যে উপাধ্যায়, পুরোহিত ও ভৃত্যগণের সহিত আপনার অনাময় কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এবং সর্ব্বতোভাবে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া, বিশ্বামিত্রের অনুমতি অনুসারে ইহাও বলিয়াছেন, আমি যে স্বীয় দুহিতা সীতার ধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়াছি, তাহা পূর্ব্বেই আপনার বিদিত হইয়াছে। এবং নরপতিগণ স্ব স্ব বলের পরীক্ষা দিতে না পারাতে, প্রত্যাখ্যান করিয়া, তাঁহাদের যে অমর্ষ উৎপাদন করিয়াছি, তাহাও আপনি

জানেন। হে রাজন্! আপনার সুকুমার কুমার রাম বিশ্বামিত্রের সমভিব্যাহারে যদৃচ্ছাক্রমে আগমন করিয়া, আমার ঐ দুহিতাকে পণে জয় করিয়াছেন। হে মহাবাহো! মহাত্মা রাম বহুতর লোক সমক্ষে আমাদের দিব্য ধনুরত্ন মধ্যদেশে ভগ্ন করিয়াছেন। এই মহাত্মাকেই বীর্য্যশুল্কা সীতা সম্প্রদান করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে এই প্রতিজ্ঞা হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করি। আপনি এ বিষয়ে অনুজ্ঞা করুন। হে মহারাজ! আপনাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক উপাধ্যায় ও পুরোহিতের সহিত সত্বর মিথিলায় আগমন করিতে হইবে; তথায় রাম ও লক্ষ্মণকে দর্শন করিবেন। হে রাজেন্দ্র! আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে হইবে। তাহাতে, রাম ও লক্ষ্মণ উভয় পুত্রেরই বিবাহ জন্য প্রীতি উপলব্ধি করিবেন। বিদেহপতি জনক শতানন্দের মতানুবর্ত্তী হইয়া, বিশ্বামিত্রের অনুজ্ঞায় এইপ্রকার মধুর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন।

রাজা দশরথ দূতগণের এই বাক্য শ্রবণে পরম হর্ষিত হইয়া, বশিষ্ঠ, বামদেব ও মন্ত্রিগণকে কহিলেন, কৌশল্যার আনন্দবর্দ্ধন রাম কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র কর্তৃক রক্ষিত হইয়া, ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত বিদেহনগরে অবস্থিতি করিতেছেন। মহাত্মা জনক তদীয় বীর্য্যের পরীক্ষা করিয়াছেন এবং সম্প্রতি তাঁহাকে আপনার কন্যা সীতা সম্প্রদান করিতে সংকল্প করিয়াছেন। মহাত্মা জনকের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করা যদি আপনাদের অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে, আমাদিগকে সত্বর মিথিলায় গমন করিতে হইবে; আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে। মন্ত্রিগণ মহর্ষিগণের সহিত এক বাক্যে এ বিষয়ে সম্মতিদান করিলেন। তখন রাজা দশরথ পরমপ্রীত হইয়া, তাঁহাদিগকে কহিলেন, আগামী কল্য মিথিলায় যাত্রা করা যাইবে। অনন্তর তিনি রাজর্ষি জনকের প্রেরিত মন্ত্রিগণের নিরতিশয় সৎকার বিধান করিলেন। তাঁহারা সকলেই তাদৃশ সৎকার লাভে পরম হর্ষিত হইয়া, তথায় সেই রাত্রি অবস্থিতি করিলেন।

একোনসপ্ততিতম সর্গ।

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে, উপাধ্যায় ও বান্ধবগণের সহিত মিলিত হইয়া, রাজা দশরথ হৃষ্টচিত্তে সুমন্ত্রকে কহিলেন, অদ্য কোষরক্ষাধিকারী পুরুষগণ উত্তমরূপে রক্ষিত হইয়া, বিবিধ উৎকৃষ্ট ধনরত্ন সমভিব্যাহারে অগ্রে প্রস্থান করুক। চতুরঙ্গবলও যথাবিধানে সত্বর নির্গত হউক। এবং আমি যেমাত্র আজ্ঞা করিব, তৎক্ষণাৎ শিবিকাদি যান ও অশ্বাদিবাহন সকলও গমন করুক। আর বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কশ্যপ, দীর্ঘায়ু মার্কণ্ডেয় ও ঋষি কাত্যায়ন এই সকল ব্রাহ্মণও উল্লিখিত যানাদি আরোহণে অগ্রেই প্রস্থান করুন। আমারও রথ যোজনা কর। কেননা, কালবিলম্ব না হয়, এইজন্য দূতগণ আমাকে ত্বরা দিতেছেন।

অনন্তর রাজর্ষি দশরথ ঋষিগণের সহিত যাত্রা করিলে, তদীয় আদেশে চতুরঙ্গিণী সেনা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান করিল। চারি দিন পথে গমন করিয়া, রাজা দশরথ বিদেহনগরে উপনীত হইলেন। শ্রীমান্ রাজা জনক, তিনি আসিয়াছেন শুনিয়া, প্রত্যুদ্গমন-পূজা বিধান করিলেন। অনন্তর বৃদ্ধ রাজা দশরথকে সাক্ষাৎ করিয়া, রাজর্ষি জনক অতিশয় হর্ষিত ও আহ্লাদিত হইলেন। এবং সহর্ষ বচনে নরশ্রেষ্ঠ দশরথকে কহিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনার স্বাগত? হে রঘুনন্দন! সৌভাগ্যবলেই আপনাকে প্রাপ্ত হইলাম। আপনার উভয় পুত্রই শৌর্য্যপ্রভাবে যে প্রীতি লাভ করিয়াছেন, এক্ষণে আপনারও তাহা অনুভব হইবে। ভাগ্যবলে মহাতেজা ভগবান্ বশিষ্ঠ ঋষিও আগমন করিয়াছেন। ইন্দ্র যেমন দেবগণে, এই বশিষ্ঠও তেমনি সমুদায় দ্বিজশ্রেষ্ঠগণে মিলিত হইয়া, আগমন করাতে, ভাগ্যবলে আমার সমুদায় বিঘ্নই নিরাকৃত হইল এবং মহাবল বীরশ্রেষ্ঠ রঘুবংশীয়গণের সহিত সম্বন্ধ

বন্ধন করিয়া, আমার কুলও পুজিত হইল। আপনি নর-লোকের প্রধান ও তাহাদের ইন্দ্র স্বরূপ। 'আগামী কল্য যজ্ঞ শেষেই এই সকল ঋষিশ্রেষ্ঠের সাহায্যে বিবাহ নির্ব্বাহ করিতে হইবে।

বাগ্মিশ্রেষ্ঠ রাজা দশরথ ঋষিগণ মধ্যে মহীপতি জনকের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম মাত্র যে, দাতা না দিলে, গ্রহণ করা যায় না। ফলতঃ, প্রতিগ্রহ কিরূপ পদার্থ, কখন দেখি নাই। অদ্য তাহা সাক্ষাৎ অনুভব হইবে। আপনি যেরূপ বলিবেন, তাহাই করিব। আপনি সত্যবাদী; যাহা বলেন, তাহা অতিশয় ধর্ম্মযুক্ত ও যশস্কর। বিদেহরাজ জনক দশরথের এই বাক্যে অতিশয় বিস্মিত হইলেন।

অনন্তর ঋষিগণ সকলেই পরস্পর সমাগমে অতিমাত্র হর্ষিত হইয়া, যথা সুখে সেই রাত্রি যাপন করিলেন। রাজা দশরথও পুত্রদিগকে দর্শন করিয়া এবং পরম হর্ষাবিষ্ট জনক কর্ত্তৃক সবিশেষ পুজিত হইয়া, নিরতিশয় প্রীতচিত্তে রাত্রি বাস করিলেন। এবং তত্ত্বদর্শী মহাতেজা জনকও যজ্ঞের অবশিষ্ট কর্ত্তব্য কার্য্য সকল ও কন্যাদানের পূর্ব্বদিবসীয় ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করিয়া, রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

সপ্ততিতম সর্গ।

অনন্তর প্রাতঃকালে বাক্যজ্ঞ জনক আহ্নিকাদি করিয়া, মহর্ষিগণের সহিত পুরোহিত শতানন্দকে কহিলেন, আমার ভ্রাতা কুশধ্বজ নামে বিখ্যাত। তিনি অতি তেজস্বী, বীর্য্যবান্ ও ধার্ম্মিক। তিনি ইক্ষুমতী নদীর জল পান করিয়া থাকেন। এবং সম্প্রতি সাংকাশ্যানাম্নী নগরীতে বাস করিতেছেন। ঐ নগরী দেখিতে

স্বর্গের স্থায় এবং পুষ্পক রথের স্থায় অতিশয় মনোহর। উহার সীমা-প্রদেশে প্রাচীরোপরি যন্ত্রফলক সমুদায় শোভা পাইতেছে। ভ্রাতা কুশধ্বজই আমার যজ্ঞের রক্ষাকর্ত্তা। তাঁহাকে আমি অতিশয় স্নেহ করিয়া থাকি। সেই মহাতেজাও আমার সহিত এই বৈবাহিক প্রীতি অনুভব করুন।

রাজা জনক শতানন্দের সান্নিধ্যে এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে, তৎক্ষণাৎ কতিপয় সমর্থ পুরুষ তথায় আগমন করিল। তিনিও তাহাদিগকে শতানন্দের সহিত গমন করিতে আজ্ঞা করিলেন। তাহারা তদীয় আদেশে ইন্দ্রের আজ্ঞায় বিষ্ণুকে যেমন, তেমনি নরশ্রেষ্ঠ কুশধ্বজকে, আনিবার জন্য দ্রুতগামী অশ্ব সকলে আরোহণ করিয়া, প্রস্থান করিল। এবং সাঙ্কাশ্যায় উপনীত হইয়া, কুশধ্বজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, জনকের মনোগত সমুদায় যথাক্রমে তাঁহার নিকট নিবেদন করিল। মহীপতি কুশধ্বজ বেগবান্ দূতশ্রেষ্ঠগণের প্রমুখাৎ উপস্থিত ঘটনা শ্রবণ করিয়া,রাজর্ষি জনকের আদেশমতে মিথিলায় আগমন করিলেন। তথায় ধর্ম্মবৎসল মহাত্মা জনককে দর্শন করিলেন। অনন্তর তিনি পরমধার্ম্মিক শতানন্দ ও জনক উভয়কেই অভিবাদন পূর্ব্বক রাজযোগ্য পরম দিব্য আসনে উপবিষ্ট হইলেন। এই রূপে অপরিসীমদীপ্তিবিশিষ্ট বীর্য্যশালী উভয় ভ্রাতা উপবিষ্ট হইয়া, সুদামানামক প্রধান মন্ত্রীকে এই বলিয়া অযোধ্যারাজের নিকট প্রেরণ করিলেন, হে মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ! তুমি সত্বর অপরিসীমপ্রভাববিশিষ্ট দশরথের নিকট গমন করিয়া, সেই দুর্দ্ধর্ষ দশরথকে পুত্র ও মন্ত্রিগণের সহিত আনয়ন কর। তখন সুদামা দশরথের শিবিরসন্নিবেশে গমন করিয়া, তাঁহাকে দর্শন পূর্ব্বক অবনত মস্তকে অভিবাদনানন্তর কহিতে লাগিলেন, হে বীর অযোধ্যাপতে! মিথিলাধিপতি জনক উপাধ্যায় ও পুরোহিতের সহিত আপনাকে দেখিবার জন্য অভিপ্রায় করিয়াছেন। ঋষিগণের সহিত মিলিত রাজা দশরথ মন্ত্রিপ্রধান

সুদামার বাক্যশ্রবণে তৎক্ষাৎ ঋষিগণ ও বন্ধুগণের সমভিব্যাহারে রাজা জনক যেখানে, তথায় গমন করিলেন।

অনন্তর বাক্যবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য রাজা দশরথ মন্ত্রি বন্ধু ও উপাধ্যায়ের সহিত, বিদেহপতি জনককে বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! আপনার বিদিত আছে, এই ভগবান্ বশিষ্ঠ ঋষি ইক্ষ্বাকুগণের কুলদেবতা। ইনি আমাদের সকল বিষয়েই যাহা বলিতে হয়, বলিয়া থাকেন। অতএব এই ধর্ম্মাত্মা বশিষ্ঠই সমুদায় মহর্ষির সহিত বিশ্বামিত্রের অনুজ্ঞায় যথাক্রমে আমার বক্তব্য সকল কীর্ত্তন করিবেন।

এই বলিয়া রাজা দশরথ মৌনাবলম্বন করিলে, ভগবান্ বশিষ্ঠ ঋষি পুরোহিতসহিত জনককে কহিতে লাগিলেন, যিনি কোথা হইতে কিরূপে জন্মিয়াছেন, তাহার প্রকাশ নাই; যিনি সর্ব্বকাল বিরাজমান আছেন এবং যাঁহার কোনপ্রকার বিকার নাই, সেই সনাতন ব্রহ্মা হইতে মরীচি উৎপন্ন হয়েন। মরীচি হইতে কশ্যপ, কশ্যপ হইতে বিবস্বান্, বিবস্বান্ হইতে সুবিখ্যাত বৈবস্বত মনু জন্মগ্রহণ করেন। এই মনুই প্রথম প্রজাপতি। ইঁহার পুত্র ইক্ষ্বাকু। ইক্ষ্বাকু অযোধ্যার আদি রাজা, জানিবেন। ইক্ষ্বাকুর পুত্র শ্রীমান্ কুক্ষি নামে বিখ্যাত। অনন্তর কুক্ষির পুত্র শ্রীমান্ বিকুক্ষির জন্ম হয়। বিকুক্ষির পুত্র মহাতেজা প্রতাপবান্ বাণ। বাণের পুত্র পরমতেজস্বী প্রতাপশালী অনরণ্য। অনরণ্য হইতে পৃথুর জন্ম হয়; পৃথু হইতে ত্রিশংকু, ত্রিশংকুর ঔরসে মহাযশা ধুন্ধুমার উৎপন্ন হয়েন। ধুন্ধুমারের পুত্র পরমযশস্বী মহারথ যুবনাশ্ব। যুবনাশ্বের পুত্র পৃথিবীপতি মান্ধাতা। মান্ধাতার ঔরসে শ্রীমান্ সুসন্ধি জন্ম গ্রহণ করেন। সুসন্ধির দুই পুত্র, ধ্রুবসন্ধি ও প্রসেনজিৎ। তন্মধ্যে ধ্রুবসন্ধির পুত্র যশস্বী ভরত। ভরতের ঔরসে পরমতেজস্বী অসিতের জন্ম হয়। হৈহয়, তালজঙ্ঘ ও শশবিন্দু প্রভৃতি নরপতিগণ এই অসিতের শত্রু হইয়া উঠেন। অসিত ইঁহাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করাতে, রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হয়েন,

এবং উভয় মহিষীর সহিত হিমালয়ে গমন করিয়া, তথায় কাল-ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন। তাঁহার বল অতি সামান্য ছিল। এইরূপ জনশ্রুতি আছে, তাঁহার মহিষীরা তৎকালে উভয়েই গর্ভবতী হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে এক জন সপত্নীর গর্ভবিনাশ-জন্য তাঁহাকে বিষমিশ্রিত খাদ্য প্রদান করেন। ঐ সপত্নীর নাম কালিন্দী।

ঐ সময়ে ভৃগুবংশীয় মহর্ষি চ্যবন হিমালয় আশ্রয় করিয়াছিলেন। তিনি এই রমণীয় হিমাচলের প্রতি অতিশয় প্রীতি করিতেন। পদ্মপলাশলোচনা মহাভাগা কালিন্দী উৎকৃষ্ট পুত্র কামনায় দেবতুল্য তেজস্বী চ্যবনের শরণার্থিনী হইয়া, তাঁহাকে বন্দনা ও অভিবাদন করিলেন। মহর্ষি পুত্রপ্রার্থিনী কালিন্দীকে পুত্রোৎপত্তি বিষয়ে এইপ্রকার কহিতে লাগিলেন, অয়ি ভাগ্য-শালিনি! তোমার গর্ভে অচিরাৎ গর অর্থাৎ বিষ সহিত সুপুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। হে কমললোচনে! তুমি শোক করিও না। তোমার ঐ পুত্র অতিশয় মহাবল, মহাবীর, মহাতেজস্বী ও পরম শ্রীমান্ হইবে।

পতিব্রতা রাজপুত্রী কালিন্দী মহর্ষি চ্যবনকে নমস্কার করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তিনি স্বামিহীনা হইলেও, চ্যবনের প্রভাবে পুত্র প্রসব করিলেন। তাঁহার গর্ভবিনাশ বাসনায় সপত্নী তাঁহাকে গর (বিষ) প্রদান করেন। পুত্র সেই গর সহিত ভূমিষ্ঠ হইল বলিয়া, তাঁহার নাম সগর হইল। সগরের পুত্র অস-মঞ্জ, অসমঞ্জের পুত্র অংশুমান্, অংশুমানের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ; ভগীরথের পুত্র ককুৎস্থ, ককুৎস্থের পুত্র রঘু এবং রঘুর পুত্র তেজস্বী প্রবৃদ্ধ। এই প্রবৃদ্ধ বশিষ্ঠের শাপে কল্মাষপাদ-নামক রাক্ষস হয়েন। (রাক্ষস অবস্থায় ইনি বশিষ্ঠকে প্রতিশাপ দিবার জন্য জল গ্রহণ করিয়া, স্বীয় মহিষীর অনুনয়ে ঐ জল আপনার পাদদ্বয়ে ত্যাগ করেন। তাহাতে, পদদ্বয় কল্মাষ অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ হওয়াতে, তদবধি ইহাঁর নাম কল্মাষপাদ হয়।) কল্মাষ-

শাদের পুত্র শংখণ, শংখণের পুত্র সুদর্শন, সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ, অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্রগ, শীঘ্রগের পুত্র মরু, মরুর পুত্র প্রশুশ্রুক, প্রশুশ্রুকের পুত্র অম্বরীষ, অম্বরীষের পুত্র মহীপতি নহুষ, নহুষের পুত্র যযাতি, যযাতির পুত্র নাভাগ, নাভাগের পুত্র অজ, এবং অজ হইতে দশরথ জন্মগ্রহণ করেন। এই রাম ও লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতা দশরথের ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছেন। এই রূপে আদি হইতেই এই ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতিগণ সকলেই অতি শুদ্ধস্বভাব, পরমধার্ম্মিক, বীর ও সত্যবাদী। ইহাঁদের মধ্যে রাম ও লক্ষ্মণের জন্য আপনার কন্যাদ্বয় প্রার্থনা করিতেছি। হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনি অনুরূপ পাত্রে অনুরূপা কন্যা সম্প্রদান করুন।

একসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠদেব এইপ্রকার বলিলে, রাজা জনক কৃতাঞ্জলি হইয়া, প্রত্যুত্তর করিলেন, এক্ষণে আমাদেরও কুলপর্য্যায় বলিতেছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক শ্রবণ করুন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! কন্যাদানসময়ে বিশেষ রূপে কুলপর্য্যায় কীর্ত্তন করা সৎকুলজাত ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব হে মহামতে! আমাদের কুলবার্ত্তা শ্রবণ করুন।

স্বকৃত কর্ম্মবলে তিন লোকেই বিখ্যাত নিমি নামে রাজা ছিলেন। তিনি অতিশয় ধার্ম্মিক এবং সকল জীবের শ্রেষ্ঠ। তাঁহার পুত্রের নাম মিথি। মিথির পুত্র জনক। এই জনক হইতেই আমাদের সাধারণ নাম জনক হইয়াছে। রাজা জনকের ঔরসে উদাবসুর জন্ম হয়। উদাবসুর ঔরসে ধর্ম্মাত্মা নন্দিবর্দ্ধ উৎপন্ন হয়েন। নন্দিবর্দ্ধের পুত্রের নাম সুকেতু। ইনি অতিশয় শৌর্য্যশালী ছিলেন। সুকেতুর পুত্র মহাবল ধর্ম্মাত্মা দেবরাত। রাজর্ষি দেবরাতের পুত্র বৃহদ্রথ নামে বিখ্যাত।

বৃহদ্রথ হইতে প্রতাপবান্ শৌর্য্যশালী মহাবীরের জন্ম হয়। মহাবীরের পুত্র সুধৃতি। ইনি অতিশয় ধীর ও সত্যবিক্রম ছিলেন। সুধৃতির ঔরসে পরম ধার্ম্মিক ধর্ম্মাত্মা ধৃষ্টকেতুর জন্ম হয়। রাজর্ষি ধৃষ্টকেতুর পুত্র হর্য্যশ্ব নামে বিখ্যাত। হর্য্যশ্বের পুত্র মরু, মরুর পুত্র প্রতীন্ধক। প্রতীন্ধকের পুত্র ধর্ম্মাত্মা রাজা কীর্ত্তিরথ। কীর্ত্তিরথের পুত্র দেবমীঢ় নামে বিখ্যাত। দেবমীঢ়ের পুত্র বিবুধ। বিবুধের পুত্র মহীধ্রক। মহীধ্রকের পুত্র মহাবল রাজা কীর্ত্তিরাত। রাজর্ষি কীর্ত্তিরাতের ঔরসে মহারোমার জন্ম হয়। মহারোমা হইতে পরম ধার্ম্মিক স্বর্ণরোমা সমুদ্ভূত হয়েন। রাজর্ষি স্বর্ণরোমার পুত্র হ্রস্বরোমা। ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা রাজা হ্রস্বরোমার দুই পুত্র। তন্মধ্যে আমি জ্যেষ্ঠ এবং মদীয় অনুজ ভ্রাতা বীর কুশধ্বজ কনিষ্ঠ। পিতা জ্যেষ্ঠ পুত্র আমাকে রাজ্যে অভিষেক এবং কুশধ্বজকে পোষ্যরূপে মদীয় হস্তে ন্যস্ত করিয়া, বনগমন করেন। এই রূপে বৃদ্ধ পিতা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইলে, আমি দেবতুল্য ভ্রাতা কুশধ্বজকে স্নেহ বশতঃ পরিপালন করত ধর্ম্মানুসারে রাজ্যভার বহন করিতে লাগিলাম।

অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে, বীর্য্যবান্ রাজা সুধন্বা মিথিলা অবরোধ করিবার জন্য সাঙ্কাশ্যানগরী হইতে আগমন করিয়া, আমার নিকট এই বলিয়া দূত পাঠাইলেন যে, অত্যুৎকৃষ্ট শিবধনু এবং পদ্মলোচনা কন্যা সীতা তাঁহাকে প্রদান করিতে হইবে। হে ব্রহ্মর্ষে! তাহা না দেওয়াতে, আমার সহিত তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হইল। আমি যুদ্ধে তাঁহাকে বিমুখ ও নিহত করিলাম। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এই রূপে আমি নরাধিপ সুধন্বাকে যুদ্ধে সংহার করিয়া, মহাবল ভ্রাতা কুশধ্বজকে সাঙ্কাশ্যারাজ্যে অভিষিক্ত করিলাম। হে মহামুনে! এই কুশধ্বজ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং আমি ইঁহার জ্যেষ্ঠ। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে আমি পরম প্রীতচিত্তে রামকে সীতা ও লক্ষ্মণকে ঊর্ম্মিলা সংপ্রদান করিয়া,

ভবদীয় হস্তে বধূদ্বয় সমর্পণ করিব। আমার দুহিতা সীতা দেবকন্যার সদৃশী; এই সীতার বিবাহেই আমি ধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়াছিলাম। আর, আমার দ্বিতীয়া কন্যা ঊর্ম্মিলা। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি তিন বার বলিতেছি, পরম প্রীতচিত্তে আপনার হস্তে বধূদ্বয় সমর্পণ করিব, ইহাতে সন্দেহ নাই। আপনি এবিষয়ে অনুগ্রহ করুন।

অনন্তর তিনি দশরথকে কহিলেন, রাজন্! অধুনা আপনি রাম লক্ষ্মণের গোদান অর্থাৎ কেশচ্ছেদন সংস্কার সম্পাদন পূর্ব্বক বিবাহকালীন কর্ত্তব্য নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করুন। হে মহাতেজা! আজি তিন দিন হইল, আপনি মিথিলায় পদার্পণ করিয়াছেন। হে বিভো! অদ্য মঘা নক্ষত্র। হে রাজন্! পূর্ব্বফাল্গুনী নক্ষত্র অতিশয় প্রশস্ত। ঐ নক্ষত্রে পরিণয়ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হইবে; পূর্ব্বেই আপনি রাম লক্ষ্মণের অভ্যুদয় জন্য গোহিরণ্যাদি দান করুন। দান করিলে সুখোদয় হইবে।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

রাজা জনক এইপ্রকার বলিলে, বশিষ্ঠসহিত মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহাকে কহিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ! বিদেহবংশ ও ইক্ষ্বাকুবংশ উভয় বংশই চিন্তা ও প্রমাণের অতীত; ইহার সমান দ্বিতীয় লক্ষিত হয় না। অতএব আপনাদের বৈবাহিক সম্বন্ধ পরস্পরের অনুরূপ হইবে। আর সীতা ও ঊর্ম্মিলাও রূপগুণে সর্ব্বাংশেই রাম ও লক্ষ্মণের সদৃশী। হে নরশ্রেষ্ঠ! অধুনা এবিষয়ে আমার আরও কিছু বক্তব্য আছে, শ্রবণ করুন। আপনার এই ভ্রাতা যবীয়ান, ধর্ম্মজ্ঞ, রাজা কুশধ্বজ। হে রাজন্! এই ধর্ম্মাত্মার পৃথিবীতে অদ্বিতীয় রূপশালিনী যে দুইটী কন্যা আছে, হে নরশ্রেষ্ঠ! আমরা

কুমার ভরত ও ধীমান্ শত্রুঘ্নের সহধর্ম্মিণী করিবার জন্য সে ছুইটীকেও প্রার্থনা করি। হে রাজন্! ভরত ও শত্রুঘ্ন উভয়েই মহাত্মা। আমি তাঁহাদের জন্য ঐ ছুইটী কুমারীকেও প্রার্থনা করিতেছি। দশরথের এই পুত্রেরা সকলেই রূপযৌবনসম্পন্ন, লোকপালসদৃশ এবং দেবতার ন্যায় পরাক্রমবিশিষ্ট। হে রাজেন্দ্র! ভরত ও শত্রুঘ্নেরও সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, ইক্ষ্বাকুকুল আরও বন্ধন করুন। আপনার কর্ম্ম সকল অতিশয় প্রশস্ত। অধুনা, এই প্রশস্ত বিষয়ে স্থিরচিত্ত সমাধান করুন।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠদেবের মতানুসারে এইপ্রকার কহিলে, রাজর্ষি জনক তাহা শ্রবণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া, উভয় মহর্ষিকেই বলিলেন. আপনারা স্বয়ং যখন আজ্ঞা করিতেছেন যে, এই বর্ত্তমান কুলসম্বন্ধ সর্ব্বাংশেই অনুরূপ হইবে, তখন আমাদের বংশ যে ধন্য, তাহা বোধ হইতেছে। অতএব আপনারা যাহা আজ্ঞা করিবেন, তাহাই হইবে, কুশধ্বজের এই ছুই কুমারীও পত্নী হইয়া, নিত্যসহচর ভরত ও শত্রুঘ্নের ভজনা করিবেন। হে মহামুনে! মহাবল চারি রাজপুত্র এক দিনেই এই চারি রাজপুত্রীর পাণি গ্রহণ করুন। হে ব্রহ্মন্! মহামতি শাস্ত্রকারগণ ফাল্গুনীনক্ষত্রদ্বয়যুক্ত আগামী দ্বিতীয় দিবসে বিবাহ প্রশস্ত বলিয়া থাকেন। ঐ দিন ভগদেব বিবাহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। এইপ্রকার সুন্দর বাক্য বিন্যাস পূর্ব্বক রাজা জনক কৃতাঞ্জলিপুটে আসন হইতে উত্থিত হইয়া, পুনরায় সেই মুনিশ্রেষ্ঠদ্বয়কে কহিলেন, রাজা দশরথের ন্যায় আমিও আপনাদের শিষ্য। আপনারা আমার পরম ধর্ম্ম বিধান করিলেন। অধুনা আপনারা আমাদের এই উৎকৃষ্ট রাজাসনে উপবিষ্ট হউন। এই মিথিলা যেমন রাজা দশরথের, অযোধ্যাও তেমন আমার প্রভুত্বের অধীন। এবিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব আপনার আমাদের সকলেরই রাজপদে আসীন হইয়া, যাহা সমুচিত তাহা বিধান করুন।

রাজর্ষি জনক এইপ্রকার বলিতে লাগিলে, রঘুনন্দন রাজা দশরথ হর্ষিত হইয়া, তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, মিথিলার অধীশ্বর আপনারা দুই ভ্রাতাই অসংখ্য গুণের আধার। আপনারা বহুসংখ্য ঋষি ও নরপতিগণের সম্যক প্রকারে পূজা করিয়াছেন। আপনাদের এইপ্রকার বিনয় বা এইপ্রকার পূজাকরা স্বভাব নূতন নহে। অতএব আপনারা সুখে থাকুন ও সর্ব্বতো ভাবে কুশলী হউন। আমি এক্ষণে স্বকীয় আলয়ে গমন করিয়া, যথাবিধানে শ্রাদ্ধকার্য্য করিব। এই বলিয়া রাজা দশরথ মহীপতি জনককে আমন্ত্রন করিয়া, বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ এই উভয় মুনিশ্রেষ্ঠকে অগ্রবর্ত্তী করত সত্বর আপনার শিবিরসন্নিবেশে গমন করিলেন। তথায় গমন করিয়া, যথাবিধানে শ্রাদ্ধবিধান পূর্ব্বক প্রভাতে উত্থিত হইয়া, বিশিষ্টরূপে প্রাতঃকালীন কর্ত্তব্য গোদানসংস্কার সম্পাদন করিলেন। অনন্তর মহাযশা দশরথ পুত্রগণের প্রত্যেককেই উদ্দেশ করিয়া, ধর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণদিগকে এক এক লক্ষ গো দান করিলেন। এই রূপে তিনি সুবর্ণশৃঙ্গসম্পন্ন, বহুদুগ্ধবতী, কাংস্যদোহনপাত্র সমেত, সবৎসা চারি লক্ষ গো প্রদান করিলেন। পরে পুরুষশ্রেষ্ঠ পুত্রবৎসল রঘুনন্দন দশরথ পুত্রগণের এই গোদান উপলক্ষে ব্রাহ্মণদিগকে অন্য-প্রকার বহুসংখ্য ধনও দান করিলেন। প্রজাপতি সোম লোকপালগণে পরিবেষ্টিত হইলে, যেরূপ শোভা পান, তৎকালে গোদানসংস্কারসম্পন্ন পুত্রগণে পরিবৃত হইয়া, রাজা দশরথও সেইরূপ শোভা ধারণ করিলেন।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ।

রাজা দশরথ যেদিন গোদানসংস্কার সম্পাদন করেন, সেই দিন বীর যুধাজিৎ তথায় উপনীত হইলেন। ইনি রাজা

কেকয়ের পুত্র এবং সাক্ষাৎ ভরতের মাতুল। যুধাজিৎ দশরথকে দর্শন ও কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া, বলিলেন, আমার পিতা কেকয়পতি স্নেহ বশতঃ আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া, বলিয়াছেন, তুমি যাহাদের কুশল কামনা কর, সম্প্রতি তাহারা কুশলে আছে।

হে রঘুনন্দন! পিতা আমার ভাগিনেয় ভরতকে দেখিবার অভিলাষ করাতে, আমি তজ্জন্য অযোধ্যায় গমন করিয়াছিলাম। তথায় শুনিলাম, আপনার পুত্রেরা সকলেই বিবাহ করিবার জন্য মিথিলায় আপনার সহিত গমন করিয়াছেন। শুনিয়াই আমি ভাগিনেয় ভরতকে দেখিবার মানসে ত্বরা পূর্ব্বক এখানে আসিয়াছি।

রাজা দশরথ পূজার যোগ্যপাত্র প্রিয় অতিথি যুধাজিৎকে উপস্থিত দেখিয়া, পরম সৎকার পূর্ব্বক পূজা করিলেন। অনন্তর তিনি মহাত্মা পুত্রগণের সহিত সেই রাত্রি যাপন করিয়া, প্রভাতে পুনরায় গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নিত্যক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। পরে তিনি ঋষিদিগকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া শুভলগ্নাদি যুক্ত বিজয়নামক মুহূর্ত্তে যজ্ঞবাটে গমন করিলেন। রাম তৎকালে সর্ব্বাভরণভূষিত ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া, কৌতুকমঙ্গল সম্পাদন (বিবাহকালীন হস্তসূত্র বন্ধনাদি) পূর্ব্বক বশিষ্ঠ ও অপরাপর মহর্ষিদিগকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া, পিতার অনুগামী হইয়াছিলেন। ভগবান্ বশিষ্ঠ যজ্ঞবাটের মধ্যবর্ত্তী জনকের সমীপস্থ হইয়া, কহিলেন, রাজন্! নরশ্রেষ্ঠ রাজা দশরথ কৌতুকমঙ্গলবিশিষ্ট পুত্রগণের সহিত যজ্ঞবাটে প্রবেশ করিবার জন্য দাতঃ আপনার আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিতেছেন। দাতা ও গৃহীতা উভয়ের যোগেই দানধর্ম্ম সকল সম্পন্ন হইয়া থাকে। অতএব আপনি এক্ষণে বিবাহের উপযুক্ত লৌকিক কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়া, রাজা দশরথকে প্রবেশ করিতে আজ্ঞা প্রদান পূর্ব্বক স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করুন।

মহাত্মা বশিষ্ঠদেব এইপ্রকার কহিলে, অতিশয় দাতা, অতিশয় ধর্ম্মবিৎ ও অতিশয় তেজস্বী রাজা জনক প্রত্যুত্তর করিলেন, আমার দ্বারপাল এমন কে আছে যে প্রতিষেধ করিতেছে? আর দশরথ কাহারই বা আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিতেছেন? নিজের গৃহে প্রবেশ করিতে আবার বিচার কি? ইহা যেমন আমার রাজ্য, দশরথেরও তেমনি। আমার কন্যাদিগের সকলেরই বৈবাহিক মঙ্গলানুষ্ঠান সম্পন্ন করা হইয়াছে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তাঁহারা সকলেই প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায়, বেদি সমীপে উপস্থিত আছেন। ফলতঃ আমিই এক্ষণে এই বেদি সমীপে অবস্থান পূর্ব্বক আপনাদের প্রতীক্ষা করিতেছি। অতএব নির্ব্বিঘ্নে বৈবাহিক কার্য্য সকল সম্পাদন করুন, কি জন্য বিলম্ব করিতেছেন? রাজা দশরথ জনকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, অবিলম্বে পুত্রগণ ও সমুদায় ঋষিদিগকে তথায় প্রবেশ করাইলেন। তখন বিদেহরাজ জনক বশিষ্ঠদেবকে কহিলেন, হে ঋষে! আপনি পরম ধার্ম্মিক। অধুনা, সমবেত ঋষিগণের সহিত মিলিত হইয়া, সর্ব্বলোকাভিরাম রামের সমুদায় বৈবাহিক ক্রিয়া সম্পাদিত করুন।

মহাতপা ভগবান্ বশিষ্ঠ ঋষি, রাজা জনককে, আচ্ছা তাহাই হইবে, বলিয়া, বিশ্বামিত্র ও ধার্ম্মিক শতানন্দকে অগ্রে করিয়া, যজ্ঞশালা মধ্যে যথাবিধানে এক বেদি নির্ম্মাণ করিলেন। এবং গন্ধ, পুষ্প, সুবর্ণ পালি, অঙ্কুর সহিত চিত্রকুম্ভ, যবাঙ্কুর, শরাব, ধূপ সহিত ধূপপাত্র, শঙ্খপাত্র, অর্ঘ্যাদি পূজাপাত্র, স্রুক, স্রুব, হরিদ্রালিপ্ত অক্ষত (আতপ) ও লাজপূর্ণ পাত্র সকল দ্বারা ঐ বেদি চতুর্দ্দিকে সুসজ্জিত করিয়া, যথাবিধানে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক সমপ্রমাণ দর্ভসমূহদ্বারা উহা সর্ব্বতোভাবে আচ্ছাদিত করিলেন। অনন্তর মহাতেজা মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ বেদিতে অগ্নিস্থাপন পূর্ব্বক বিধি ও মন্ত্রপুরঃসর হোম করিতে লাগিলেন। তখন রাজা জনক সর্ব্বাভরণভূষিতা সীতাকে আনয়ন করিয়া, অগ্নির সমক্ষে রামের

অভিমুখে স্থাপন পূর্ব্বক কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন রামকে বলিতে লাগিলেন, এই সীতা আমার দুহিতা, তোমার সহধর্ম্মিণী হইলেন। এক্ষণে তুমি পাণি দ্বারা পাণিগ্রহণ করিয়া, ইহাঁকে প্রতিগ্রহ কর। এই মহাভাগা পতিব্রতা হইয়া, সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় তোমার অনুগামিনী হইবেন। তোমার কল্যাণ হউক। এই বলিয়া, রাজা জনক রামের হস্তে মন্ত্রপুত জল প্রক্ষেপ করিলেন। তদ্দর্শনে দেব ও ঋষিগণ সাধু সাধু বলিতে লাগিলেন, দিব্যদুন্দুভি সকল বাদিত হইয়া উঠিল এবং রাশি রাশি পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

রাজা জনক এইরূপে মন্ত্রপুত জল প্রক্ষেপ পূর্ব্বক দুহিতা সীতা সম্প্রদান করিয়া, অতিমাত্র হর্ষিত হইয়া, বলিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ! তোমার কল্যাণ হউক। তুমিও এক্ষণে আগমন কর এবং সম্প্রদানার্থ সমুদ্যতা এই ঊর্ম্মিলাকে পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক পরিগ্রহ কর, আর কালবিলম্ব করা বিধেয় হয় না। লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া তিনি ভরতকেও বলিলেন, হে রঘুনন্দন! তুমিও পাণি দ্বারা মাণ্ডবীর পাণিগ্রহণ কর। পরে ধর্ম্মাত্মা জনক শত্রুঘ্নকেও কহিলেন, হে মহাবাহো! তুমিও পাণি দ্বারা শ্রুতকীর্ত্তির পাণি গ্রহণ কর! হে ককুৎস্থকুলনন্দনগণ! তোমরা সকলেই সৎস্বভাব এবং সকলেই সুন্দররূপে ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত সকলের অনুষ্ঠান করিয়াছ। এক্ষণে সকলেই পত্নীর সহিত বিরাজিত হও। আর কালবিলম্ব বিধেয় নহে! জনকের বাক্য শ্রবণে চারিজনেই বশিষ্ঠের মতানুসারে চারি জনের পাণি পাণি দ্বারা স্পর্শ করিলেন। অনন্তর বিবাহশেষে মহাত্মা রঘুনন্দনগণ অগ্নি, বেদি, রাজা জনক ও মহর্ষিদিগকে স্ব স্ব ভার্য্যার সহিত মিলিত হইয়া প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক যথোক্ত বিধানে হোমাদি সম্পন্ন করিলেন। রঘুশ্রেষ্ঠগণের এই বিবাহ সময়ে অন্তরীক্ষ হইতে পরমপ্রভাবিশিষ্ট রাশি রাশি পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। দিব্যদুন্দুভি সকল বাদিত হইতে লাগিল। গীত ও বাদ্য সকলের শব্দ

হইতে লাগিল। এবং গন্ধর্ব্ব সকল মধুর স্বরে গান আরম্ভ করিল। এই ব্যাপার দেখিতে অতি আশ্চর্য্য হইল। এই রূপে নানাপ্রকার বাদ্যশব্দ আরম্ভ হইলে, মহাতেজা রঘুনন্দনগণ তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া, ভার্য্যাদিগকে পরিগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাদের সমভিব্যাহারে শিবিরসন্নিবেশে গমন করিলেন। রাজা দশরথও বধূ ও বরগণের বিবাহমঙ্গল দর্শন পূর্ব্বক ঋষিগণ ও বান্ধবগণের সহিত তাঁহাদের অনুগমন করিলেন।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে, মহামুনি বিশ্বামিত্র রাজা দশরথ ও জনক উভয়কেই আমন্ত্রণ করিয়া উত্তর পর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন। তিনি প্রস্থান করিলে, রাজা দশরথও মিথিলাপতি জনককে সম্ভাষণাদি করিয়া, সত্বর অযোধ্যা গমনে উদ্যত হইলেন। তখন রাজর্ষি জনক এক লক্ষ গো, অনেক উৎকৃষ্ট কম্বল, পট্টবস্ত্র, এককোটি সামান্য বস্ত্র, বহুসংখ্য হস্তী অশ্ব ও পদাতি, উত্তমরূপে অলঙ্কৃত পরমসুন্দরী এক শত কন্যা, ঐ সকল কন্যার পরিচর্য্যা জন্য দাস ও দাসীগণ, এবং রাশি রাশি স্বর্ণ, রজত, মুক্তা ও বিদ্রুম সকল যৌতুকস্বরূপ দান করিলেন। এই রূপে রাজা জনক পরমহর্ষিত হইয়া, বহুবিধ উৎকৃষ্ট কন্যাধন দান করিয়া, দশরথের নিকট বিদায় লইয়া, আপনার ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন অযোধ্যাপতি দশরথ চতুরঙ্গ বল, কিংকর সকল ও মহাত্মা পুত্রগণের সহিত সমুদয় ঋষিদিগকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া, প্রস্থান করিলেন। এই রূপে নরশ্রেষ্ঠ দশরথ পুত্র ও ঋষিগণের সহিত গমন করিতে লাগিলে, তাঁহার মস্তকোপরি কাকাদি অশুভ পক্ষিসকল চতুর্দ্দিকেই ঘোরতর শব্দ করিতে লাগিল। এবং পৃথিবীতলে মৃগসকল তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া, গমন করিতে

লাগিল। রাজশ্রেষ্ঠ দশরথ এই সকল শুভাশুভসূচক উৎপাত দর্শন করিয়া, বশিষ্ঠ দেবকে জিজ্ঞাসিলেন, অশুভ পক্ষী সকল ঘোররবে চীৎকার এবং মৃগসকলও প্রদক্ষিণ করিতেছে। আমার হৃদয় কম্পিত ও মনও বিষণ্ণ হইতেছে। ভগবন্! এ কি?

মহর্ষি বশিষ্ঠ রাজা দশরথের এই বাক্য শ্রবণে প্রত্যুত্তর করিলেন, ইহার পরিণাম যাহা হইবে, শ্রবণ কর। আকাশে পক্ষী সকল ঘোররবে চীৎকার করিয়া, যে ভয় ঘটিয়াছে বলিয়া সূচনা করিতেছে, মৃগ সকল প্রদক্ষিণ করিয়া, সেই ভয় যে দূর হইয়া যাইবে, তাহাও জানাইয়া দিতেছে। অতএব তুমি শোক ত্যাগ কর।

এই রূপে তাঁহারা পরস্পর কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে সমগ্র পৃথিবী কম্পান্বিত ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল উৎপাটিত করিয়া, বায়ু প্রবাহিত হইল; সূর্য্যমণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল, লোকমাত্রেই দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল; সমুদায় ভস্মে আচ্ছন্ন হইল; সৈন্য সকল নিতান্ত অচৈতন্যের ন্যায় হইল; বশিষ্ঠ, অন্যান্য ঋষিগণ ও পুত্রের সহিত রাজা দশরথ ইঁহারাও কিয়ৎপরিমাণে জ্ঞানশূন্য হইলেন, আর সকলেরই চেতনা এককালেই লোপ পাইয়া গেল। ফলতঃ, তাদৃশ ঘোরতর অন্ধকার মধ্যে পতিত হইয়া, দশরথের সেই বিপুলবাহিনী ভস্মাচ্ছন্নের ন্যায়, হইয়া উঠিল।

ঐ সময়ে রাজা দশরথ জটামণ্ডলধারী ক্ষত্রকুলনাশন ভয়ঙ্করদর্শন ভৃগুনন্দন জামদগ্ন্যকে অবলোকন করিলেন। কৈলাস পর্ব্বত অতিক্রম করা অথবা প্রলয়কালীন অগ্নির তেজ সহ্য করা যেমন সাধ্য নহে, তাঁহাকেও তেমন অতিক্রম বা সহ্য করা সাধ্য হয় না। তিনি তেজঃপ্রভাবে যেন জ্বলিতেছেন। সুতরাং পামরলোকে তাঁহাকে দর্শনও করিতে সমর্থ হয় না। তাঁহার স্কন্ধে পরশু এবং হস্তে ধনু ও শর। ঐ ধনু দেখিলে বোধ হয় যেন, শত শত বিদ্যুৎ একত্রিত হইয়াছে। তাঁহার শরও অতিশয় প্রচণ্ড। এই সকলে,

তিনি সাক্ষাৎ ত্রিপুরান্তকারী মহাদেবের ন্যায় বিরাজমান হইতেছেন। প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় ভীষণদর্শন ঐ পরশুরামকে দর্শন করিয়া, বশিষ্ঠাদি জপহোমপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ ও মুনিসকল একত্রিত হইয়া, পরস্পর জল্পনা করিতে লাগিলেন, (আজিও) পিতৃবধ সহ্য করিতে না পারিয়া, ইনিত ক্ষত্রকুল নির্ম্মূল করিবেন না ? পূর্ব্বে ক্ষত্রবংশধ্বংস করিয়া ইহাঁর ক্রোধ ও শোক দূর হইয়াছিল। পুনরায় ত ক্ষত্রিয়দিগকে উচ্ছিন্ন করিতে ইহাঁর অভিলাষ হয় নাই ? এই বলিয়া ঋষিগণ অর্ঘ্যগ্রহণ পূর্ব্বক ভীমদর্শন ভৃগুনন্দনকে হে রাম! হে রাম! ইত্যাদি মধুর বাক্যে সম্বোধন করিতে লাগিলেন।

প্রতাপশালী জমদগ্নিনন্দন রাম ঋষিগণের প্রদত্ত পূজা প্রতিগ্রহ পূর্ব্বক দশরথনন্দন রামকে কহিলেন।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ।

পরশুরাম কহিলেন, হে বীর দশরথনন্দন রাম! তোমার অদ্ভুত বীর্য্যের কথা যেখানে সেখানে শুনিতে পাওয়া যায়। তুমি যে হরধনু ভাঙ্গিয়াছ, তাহাও আমি সবিস্তার শ্রবণ করিয়াছি। ঐ ধনুর্ভঙ্গ ব্যাপার অতিশয় আশ্চর্য্য এবং মনেও ধারণা করা যায় না। আমি উহা শুনিয়াই আর এক পবিত্র ধনু গ্রহণ করিয়া, তোমার নিকট আসিলাম। এই সেই ঘোরদর্শন মহৎ ধনু; পিতা জমদগ্নির নিকট আমি ইহা প্রাপ্ত হইয়াছি। তুমি এক্ষণে শরসন্ধান পূর্ব্বক ইহা আকর্ষণ করিয়া, নিজের বল প্রদর্শন কর। এই ধনু আকর্ষণ করিলেই, তোমার বলের পরিচয় পাইয়া যাহা লোকে সবিশেষ প্রশংসা করে এবং যাহাতে বিশিষ্টরূপে বীর্য্য প্রকাশ পায়, তোমার সহিত তাদৃশ দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিব।

রাজা দশরথ তাঁহার এই বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত কাতর হইয়া, ম্লানমুখে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি আপনার যে রোষ ছিল, তাহা হইতে আপনি নিবৃত্ত হইয়াছেন। এবং আপনি পরমতপস্বী ব্রাহ্মণ। অতএব আমার এই বালক পুত্রদিগকে অভয়দান করিতে হইবে। যাঁহারা সর্ব্বদা বেদপাঠ ও ব্রত করিয়া থাকেন, সেই ভার্গববংশে আপনার জন্ম হইয়াছে। বিশেষতঃ, আপনি, ইন্দ্রের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া, একবারেই শস্ত্র ত্যাগ করিয়াছেন, এবং ধর্ম্মতৎপর হইয়া, কাশ্যপকে সমুদায় পৃথিবী দান পূর্ব্বক অরণ্যে গমন করিয়া, মহেন্দ্র পর্ব্বতে বাস করিতেছেন। হে মহামুনে! আপনি কোথা হইতে আমার সর্ব্বনাশের জন্য এখানে আসিলেন। একমাত্র রাম বিনষ্ট হইলে, আমাদের সকলকেই মরিতে হইবে।

রাজা দশরথ এইপ্রকার বলিতে লাগিলে, প্রতাপশালী পরশুরাম তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিয়া, রামকেই কহিলেন, পূর্ব্বে বিশ্বকর্ম্মা যত্নপূর্ব্বক দুইটী দিব্য, উৎকৃষ্ট, প্রধান ধনু নির্ম্মাণ করেন। ঐ দুই ধনুই অতিশয় দৃঢ়, সারবান্ এবং সকল লোকেই উহাদের পূজা করিয়া থাকে। তন্মধ্যে তুমি যে ধনুর্ভঙ্গ করিয়াছ, মহাদেব ত্রিপুরবাসীদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে, হে নরশ্রেষ্ঠ কাকুৎস্থ! সুরশ্রেষ্ঠগণ তাঁহাকে ঐ ত্রিপুরনাশন শরাসন প্রদান করেন। এবং দ্বিতীয় ধনু ভগবান্ বিষ্ণুকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। হে রাম! আমার হস্তে এই সেই দুর্দ্ধর্ষ বৈষ্ণব ধনু, ইহা অনায়াসেই শত্রুপুর জয় করিয়া থাকে। হে কাকুৎস্থ! এই বৈষ্ণব ধনু বলবীর্য্যে হরধনুর সমান।

কোন সময়ে দেবগণ মহাদেব ও বাসুদেবের বলাবল জানিবার জন্য পিতামহ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তপস্বী ও সত্যবানদিগের অগ্রগণ্য ব্রহ্মা তাঁহাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, বিষ্ণু ও শিব উভয়ের মধ্যে বিরোধ জন্মাইয়া দিলেন। তখন উভয়ে পরস্পরকে জয় করিবার অভিলাষে মহাযুদ্ধ আরম্ভ

করিলেন। ঐ যুদ্ধ দেখিলে শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠে। তৎকালে বাসুদেব হুঙ্কার করিবামাত্র, মহাদেব স্বয়ং জড়ীভূত এবং তাঁহার ভয়ঙ্কর পরাক্রম বিশিষ্ট ধনুও শিথিল হইয়া গেল। তদ্দর্শনে দেবগণ ঋষিগণ ও চারণগণের সহিত তৎক্ষণাৎ আগমন করিয়া, তাঁহাদের উভয়কেই ক্ষান্ত হইতে প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারাও নিবৃত্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন। এই রূপে বিষ্ণুর পরাক্রমে হরধনু শিথিল হইলে, দেব ও ঋষিগণ বুঝিতে পারিলেন যে, মহাদেব অপেক্ষা বিষ্ণুর বীর্য্য অধিক। এদিকে, রুদ্রদেব অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, বিদেহপতি রাজর্ষি দেবরাতের হস্তে আপনার (ঐ অসার) ধনু শরসহিত সমর্পণ করিলেন। হে রাম! আর, এই সেই শত্রুপুরবিজয়ী বৈষ্ণব ধনু আমার হস্তে রহিয়াছে। স্বয়ং বিষ্ণু ভৃগুনন্দন ঋচীককে এই ধনু ন্যাস স্বরূপ প্রদান করেন। মহাতেজা ঋচীক আবার আপনার পুত্র মহাত্মা জমদগ্নিকে ইহা দান করেন। জমদগ্নি আমার পিতা এবং এরূপ নিরীহস্বভাব ছিলেন যে, কেহ মারিতে উদ্যত হইলেও, শাপাদি দ্বারা তাহার প্রতিকার করিতেন না। তিনি ধনু ত্যাগ করিয়া, তপোবলমাত্র আশ্রয় করিলে, কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন দুর্ব্বুদ্ধিপরতন্ত্র হইয়া, তাঁহাকে হত্যা করে। তিনি যেরূপ মহাত্মা ছিলেন, এই মৃত্যু তাহার উপযুক্ত হয় নাই। আমি পিতার ঈদৃশ অতিদারুণ হত্যাকাণ্ড শ্রবণ করিয়া, ক্রোধভরে জাত অজাত বহুতর ক্ষত্রিয় সংহার করিলাম। এবং স্ববলে সমুদায় পৃথিবী অধিকার করিয়া, আরব্ধ যজ্ঞের উদ্যাপন সময়ে পুণ্যকীর্ত্তি মহাত্মা কাশ্যপকে উহা দক্ষিণাস্বরূপ দান করিলাম। অনন্তর তপোবল আশ্রয় করিয়া, মহেন্দ্র পর্ব্বতে বাস করিতে লাগিলাম। তথা হইতেই, তুমি ধনু ভাঙ্গিয়াছ, শুনিয়া তোমাকে দেখিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। হে রাম! অধুনা তুমি কুলক্রমাগত ক্ষত্রধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া, এই সেই উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব ধনু গ্রহণ কর। এবং ইহাতে শত্রুকুলবিজয়ী শর যোজনা

কর। হে, কাকুৎস্থ! যদি এ বিষয়ে সমর্থ হও, তাহা হইলে, তোমার সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিব।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ।

রাম পিতাকে অতিশয় গৌরব করিতেন। এইজন্য, পরশুরামের কথা শুনিয়া, উচ্চৈঃস্বরে উত্তর না করিয়া, ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, হে ভৃগুনন্দন। আপনি পিতার বৈরশোধ বাসনায় যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা আমি শুনিয়াছি এবং তাহাতে অনুমোদনও করি। কেন না, বীরের ঐপ্রকার ধর্ম্ম বটে। কিন্তু হে ব্রহ্মন্! আমি ক্ষত্রধর্ম্মসম্পন্ন হইলেও, আপনি আমাকে বীর্য্যহীন ও শক্তিহীন ভাবিয়া যে অবজ্ঞা করিতেছেন, তাহা কখন সহ্য হইতে পারে না। অতএব অদ্য আমার তেজঃ ও পরাক্রম দর্শন করুন। এই বলিয়াই ভগবান্ রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বর পরাক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক পরশুরামের হস্ত হইতে সেই শ্রেষ্ঠ ধনু ও শর গ্রহণ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহাতে জ্যারোপণ ও শরসন্ধান করিয়া, পুনরায় ক্রোধভরে পরশুরামকে বলিতে লাগিলেন, হে রাম! আপনি ব্রাহ্মণ; বিশেষতঃ বিশ্বামিত্রের সহিত আপনার সম্পর্ক আছে। এই কারণে আপনি আমার পূজনীয়; সুতরাং আমি আপনার প্রতি এই প্রাণহর শর মোচন করিতে পারিলাম না। অতএব আপনি তপোবলে যে সর্ব্বত্র গতিশক্তি লাভ ও উৎকৃষ্ট লোক সকল অধিকার করিয়াছেন, এই দুয়ের মধ্যে আমি কোন্‌টী হরণ করিব, বলুন। দেখুন, এই শত্রুপুরবিজয়ী দিব্য বৈষ্ণব শর কখন ব্যর্থ পতিত হয় না, স্বকীয় তেজেই শত্রুর সমুদায় বলদর্প বিনাশ করিয়া থাকে।

রাম বৈষ্ণব ধনু ধারণ করিলে, তৎকালে দেবগণ ঋষিগণের

সহিত মিলিত হইয়া, ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া, তাঁহাকে দেখিবার মানসে সকলেই তথায় উপস্থিত হইলেন। গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, সিদ্ধ, চারণ, কিন্নর, যক্ষ, রাক্ষস ও নাগগণও এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা দর্শনাভিলাষে তৎপ্রদেশে আগমন করিল। ভগবান্ রামচন্দ্র বৈষ্ণব ধনু ধারণ করিবামাত্র পরশুরামের সমুদায় তেজ ও বীর্য্য তাঁহাতে গিয়া মিলিত হইল। পরশুরাম নির্বীর্য্য হইয়া, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন, রঘুনন্দন রামের শরীরে সাক্ষাৎ বিষ্ণুশক্তি আবির্ভূত হইয়াছে। তখন পরশুরাম তেজ ও বীর্য্যহানি জন্য জড়ীভূত হইয়া, পদ্মপলাশলোচন রামকে অতি ক্ষীণস্বরে বলিতে লাগিলেন, আমি পূর্ব্বে কাশ্যপকে যখন পৃথিবী দক্ষিণা দি, তখন তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, আর এই পৃথিবীতে তুমি বাস করিতে পাইবে না। আমিও তাঁহার নিকট ঐপ্রকার প্রতিজ্ঞা করি। হে কাকুৎস্থ! প্রতিজ্ঞা করিয়া অবধি গুরুদেব কাশ্যপের কথামতে আমি পৃথিবীতে কখন রাত্রি বাস করি না। অতএব হে বীর রঘুনন্দন! আপনি আমার গতিশক্তি হরণ করিবেন না। গতিশক্তি হরণ না করিলে,আমি মনের ন্যায় বেগবিশিষ্ট পদদ্বয়ে নির্ভর করিয়া পুনরায় পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ মহেন্দ্র গিরিতে গমন করিব। হে রাম! আমি তপস্যা দ্বারা অনুপম লোক সকল জয় করিয়াছি। হে শূর! আপনি এক্ষণে এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট শর দ্বারা ঐ সকলই বিনাশ করুন; আর কালবিলম্ব করিবেন না। হে শত্রুদমন। আপনি যে সুরগণের ঈশ্বর অক্ষয়স্বরূপ মধুসূদন, এই বৈষ্ণব ধনু গ্রহণ ও আকর্ষণাদি করাতেই, তাহা অবগত হইলাম এক্ষণে আপনি স্বস্থি লাভ করুন। আপনি, যে সকল কার্য্য করেন, কোন রূপে তাহার তুলনা হয় না। যুদ্ধে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীও দেখিতে পাওয়া যায় না। এই দেখুন, দেবগণ সকলেই সমাগত হইয়া, আপনাকে দর্শন করিতেছেন। হে কাকুৎস্থ! আপনি ত্রৈলোক্যের নাথ; অতএব আপনি আমাকে যে নিঃশক্তি করিলেন,

ইহাতে আমার লজ্জা হইবার সম্ভাবনা কি? ফলতঃ, আপনি নিজের শক্তি নিজেই হরণ করিয়া লইলেন। হে রাম! হে সুব্রত! এক্ষণে আপনি এই অদ্বিতীয় শর মোচন করিতে পারেন। শর মোচন করিলেই, আমি পর্ব্বতরাজ মহেন্দ্র গিরিতে গমন করিব। জমদগ্নিনন্দন রাম এইপ্রকার বলিতে লাগিলে, শ্রীমান্‌ ও প্রতাপবান্‌ দশরথনন্দন রাম বৈষ্ণব শর লক্ষ্যে প্রয়োগ করিলেন। তাহাতে, পরশুরাম তপস্যা দ্বারা যে সকল পুণ্যলোক অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই রুদ্ধ হইয়া গেল। তদ্দর্শনে জমদগ্নিতনয় সত্বরে মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন করিতে উদ্যত হইলেন; দিক্‌ ও উপদিক সকলও অন্ধকারশূন্য হইয়া উঠিল। দেবগণ ঋষিগণের সহিত মিলিত হইয়া, উদ্যতাস্ত্র রামের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্‌ রামচন্দ্র ব্রাহ্মণ বোধে পরশুরামের সবিশেষ পূজা করিলেন। পরশুরামও রামকে অন্তর্যামিজ্ঞানে প্রদক্ষিণ করিয়া, আত্মজ্ঞান লাভ করিলেন। (অর্থাৎ তাঁহার মাতৃক রজোগুণ দূর হইয়া, পৈতৃক সত্বগুণের উদ্রেক হইল।)

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ।

পরশুরাম প্রস্থান করিলে, মহাযশা দশরথনন্দন রাম শান্তভাব অবলম্বন পূর্ব্বক অপরিসীমপ্রভাববিশিষ্ট বরুণকে আপনার হস্তস্থিত বৈষ্ণব ধনু প্রদান করিলেন। (বরুণ তৎকালে কৌতুকদর্শনার্থ দেবগণের সহিত অন্তরীক্ষে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহাকে ধনু দান করিয়া) রঘুনন্দন রাম বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিদিগকে প্রণামাদি করিয়া, পিতার নিকট গমন করিলেন। দেখিলেন, তিনি পরশুরামের ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন। তদ্দর্শনে রঘুনন্দন তাঁহাকে কহিলেন, তাত! জমদগ্নিপুত্র রাম গমন

করিয়াছেন। এক্ষণে, সকলের অভিভাবক আপনি অনুমতি করিলে, চতুরঙ্গিণী সেনা অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থান করে। রাজা দশরথ রামের কথা শ্রবণ করিয়া, বাহুযুগলে তাঁহাকে গাঢ়তর আলিঙ্গন পূর্ব্বক মস্তকে আঘ্রাণ করিলেন। পরশুরাম প্রস্থান করিয়াছেন, শুনিয়া তিনি যার পর নাই আহ্লাদিত ও আমোদিত হইলেন এবং মনে করিতে লাগিলেন, রামের ও আপনার পুনর্জ্জন্ম হইল। অনন্তর তিনি সৈন্য সকলকে সত্বর অযোধ্যাগমনে আদেশ করিলেন। এবং ক্রমে ক্রমে গমন করিয়া, রমণীয় অযোধ্যাপুরীতে প্রবিষ্ট হইলেন। ধ্বজ ও পতাকা সকলে ঐ অযোধ্যার অতিশয় শোভা হইয়াছে। তাহার রাজপথ সকল জলসিক্ত। তথায় নানাপ্রকার বাদ্যধ্বনির প্রতিধ্বনি হইতেছে এবং বিকশিত কুসুম সকল ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত রহিয়াছে। রাজা প্রবেশ করিতেছেন শুনিয়া পৌরগণ প্রফুল্ল মুখে বিবিধ মাঙ্গল্য দ্রব্য হস্তে উহার চতুর্দ্দিক্ পূর্ণ করিয়া তুলিল এবং বিপুল জনতা উপস্থিত হইয়া, সর্ব্বতোভাবেই উহার শোভা সাধন করিল। অনন্তর নগরবাসী ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ সকলেই দূর হইতে প্রত্যুদ্গমন করিলে, মহাযশা শ্রীমান্ রাজা দশরথ শ্রীমান্ পুত্রদিগকে পশ্চাতে করিয়া, হিমালয়সদৃশ অত্যুচ্চ স্বকীয় প্রিয় ভবনে প্রবেশ করিলেন। তথায় স্বজনগণ স্রকৃচন্দনাদি বিবিধ ভোগ্য বিষয় দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সম্মাননা করিলে, তিনি অতিশয় আনন্দিত হইলেন। এ দিকে, কৌশল্যা, সুমিত্রা, কেকয়ী ও অন্যান্য রাজরমণীগণ সকলেই মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক বধূদিগকে দর্শন ও স্পর্শ করিতে লাগিলেন। এই রূপে, তাঁহারা মহাযশা সীতা, যশস্বিনী ঊর্ম্মিলা ও কুশধ্বজের দুই কুমারীকে গ্রহণ করিয়া, মঙ্গল জন্য আশীর্ব্বাদ ও গৃহপ্রবেশকালীন হোম করিয়া তাঁহাদের শোভা সম্পাদন করিলেন। অনন্তর রাজপরিবারগণ সকলেই ক্ষৌমবস্ত্রধারিণী বধূদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া, সত্বর নমস্যদিগকে নমস্কার ও দেবালয় সকলে প্রণাম করাইতে লাগিলেন। সমস্ত সম্পন্ন হইলে, বধূগণ নির্জ্জনে

স্ব স্ব পতির সহিত মিলিত হইয়া, সহর্ষে বিহার করিতে লাগিলেন। এই রূপে দারপরিগ্রহ হইলে, রাম লক্ষ্মণাদি নরশ্রেষ্ঠগণ সকলেই ধন জন ও সুহৃদ্‌গণে বেষ্টিত হইয়া, পিতার আজ্ঞাপালন ও শুশ্রূষা করত কালযাপন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কিয়ৎকাল গত হইলে, রঘুনন্দন রাজা দশরথ কৈকেয়ীপুত্র ভরতকে কহিলেন, বৎস! ত্বদীয় মাতুল কেকয়নন্দন বীর যুধাজিৎ তোমাকে লইতে আসিয়া, এখানে অবস্থিতি করিতেছেন। অতএব তুমি কেকয় নগরে গমন করিয়া, পুনরায় অযোধ্যায় আগমন কর। কৈকেয়ীনন্দন ভরত পিতার বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ শত্রুঘ্নের সহিত গমন করিতে উদ্যত হইলেন। অনন্তর নরশ্রেষ্ঠ শৌর্য্যশালী ভরত পিতা দশরথ ও সকলেরই হিতকারী রাম এবং মাতৃদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া,শত্রুঘ্নের সহিত প্রস্থান করিলেন। তখন যুধাজিৎ তাঁহাদের উভয়কে প্রাপ্ত হইয়া, পরম আহ্লাদে কেকয়নগরে প্রবেশ করিলে, তদীয় পিতা অতিশয় তুষ্ট হইলেন।

এ দিকে, ভরত প্রস্থান করিলে, মহাবল রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে দেবতুল্য পিতা দশরথের পূজায় ব্যাপৃত রহিলেন। রাম স্বয়ং পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া, শ্রুতিস্মৃতিমর্য্যাদা পালন পূর্ব্বক নগরবাসিগণের যাবতীয় প্রিয় ও হিত কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন এবং যথাকালে মাতৃগণের মাতৃকার্য্য বিধানপূর্ব্বক গুরুগণের গুরুকার্য্য সকলও পর্য্যবেক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা দশরথ, ব্রাহ্মণ ও বণিক্‌গণ এবং রাজ্যবাসী অন্যান্য ব্যক্তিগণ সকলেই রামের সৎস্বভাব ও সদাচারে প্রীতি অনুভব করিতে লাগিলেন। সত্যপরাক্রম রাম সকলের অপেক্ষা লোকমধ্যে অতিশয় যশস্বী এবং সাক্ষাৎ স্বয়ংভুর ন্যায় প্রাণিগণ মধ্যে সাতিশয় গুণশালী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মন অতিশয় উন্নত ছিল। তিনি সীতার সহিত অনেক ঋতু বিহার করিলেন। সীতা যেমন তাঁহাকে হৃদয় দিয়াছিলেন,তিনিও তেমন

সীতাকে আপনার মন অর্পণ করেন। পিতা স্বয়ং সম্প্রদান করেন বলিয়া তিনি সীতাকে অতিশয় প্রীতি করিতেন। বিশেষতঃ, সীতার যেমন রূপ, তেমনি গুণও ছিল। এই কারণে সীতার প্রতি রামের প্রীতি অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এবং সীতাও আবার রূপ গুণের একত্রে ঐপ্রকার আধার বশতঃ রামকে দ্বিগুণ রূপে আপনার হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলেন। সুতরাং, রামের হৃদয় যতই গূঢ় হউক না কেন, জনকনন্দিনী সীতা আপনার হৃদয় দ্বারাই তাহা সুস্পষ্ট নির্ব্বাচন করিতে পারিতেন। তিনি রূপে দেবতাদের সদৃশী ও সাক্ষাৎ শ্রীর ন্যায় শ্রীমতী ছিলেন। অতএব সুরপতি ভগবান্ বিষ্ণু যেমন লক্ষ্মীর সহিত, রাজর্ষিনন্দন রামও তেমনি সর্ব্বাংশেই আপনার মতানুসারিণী রাজরাজনন্দিনী সীতার সহিত মিলিত হইয়া, অতিশয় আহ্লাদিত ও বিরাজমান হইলেন।

আদিকাণ্ড সমাপ্ত।

———০———

বাল্মীকি রামায়ণ।

অযোধ্যাকাণ্ড।

প্রথম সর্গ।

ভরত মাতুলালয় যাইবার সময় শত্রুঘ্নকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। শত্রুঘ্ন রিপু সকল জয় ও ঈর্ষ্যা ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং ভরতকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। ভরত ভ্রাতা শত্রুঘ্নের সহিত মাতুলালয়ে বাস করিতে লাগিলেন। তদীয় মাতুল অশ্বপতি সবিশেষ আদর সহকারে পুত্রের ন্যায় স্নেহে তাঁহার পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের যখন যাহা ইচ্ছা, তদনুরূপেই তাঁহাদের উভয়ের তৃপ্তিসম্পাদন করা হইত। এই রূপে মাতুলালয়ে বাস করিয়াও তাঁহারা বীর ভ্রাতা রাম ও লক্ষ্মণ এবং বৃদ্ধ পিতা দশরথকে সর্ব্বদাই স্মরণ করিতেন। পরম তেজস্বী রাজা দশরথও, সাক্ষাৎ মহেন্দ্র ও বরুণের ন্যায়, বিদেশবাসী সেই ভরত শত্রুঘ্নকে ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহারা চারি জনেই সকল লোকের শ্রেষ্ঠ ছিলেন, এবং দশরথের নিজ দেহ হইতে যেন চারিটী বাহুর ন্যায় নির্গত হইয়াছিলেন। এই জন্য, তিনি তাঁহাদিগকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন। তাঁহাদের মধ্যে রাম অতিশয় তেজস্বী ও সর্ব্বাপেক্ষা পিতার

শ্রীতিক্ষর এবং প্রাণিগণমধ্যে সাক্ষাৎ স্বয়ংভুর, স্থায়, অতিমাত্র গুণশালী ছিলেন। দেবগণ বলদর্পিত রাবণের সংহার জন্ম প্রার্থনা করাতে, সাক্ষাৎ সনাতন বিষ্ণু এই রাম রূপে মর্ত্ত্য-লোকে জন্মগ্রহণ করেন। রামের তেজের সীমা নাই। অদিতি যেমন দেবরাজ ইন্দ্রকে, কৌশল্যা তেমনি রামকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়া, অতিশয় সুখী হইয়াছিলেন। রাম রূপবান্ ও বীর্য্য-বান্ ছিলেন; কাহারও গুণে দোষ সমস্ত না। করিতেন না; পৃথিবীতে তুলনাহীন, গুণে দশরথের সমান ও সর্ব্বদাই অতিশয় ধীরস্বভাব ছিলেন, সকলকেই মৃদু বাক্যে সম্ভাষণ করি-তেন; কেহ কটু কথা কহিলেও তাহার উত্তর দিতেন না। তাঁহাব মন স্বাধীন ছিল; এই জন্য কেহ শত অপকার করিলেও তাহা তিনি মনে রাখিতেন না; কিন্তু কদাচিৎ কেহ একমাত্র উপকার করিলেও, তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট হইতেন। প্রতিদিন অস্ত্র শস্ত্রের অভ্যাসাদিতে পরিশ্রম করিয়া তাঁহার যে উপযুক্ত অবসর থাকিত, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানবান্ ও সদাচারবিশিষ্ট বয়োবৃদ্ধ সজ্জনগণের সহিত শাস্ত্রালাপ দ্বারা সেই অবসরকাল যাপন করিতেন। তিনি বুদ্ধিমান্ ও মধুরভাষী ছিলেন; অভ্যা-গত ব্যক্তিদিগকে অগ্রেই সম্ভাষণ করিয়া সুখী করিতেন; সর্ব্ব-দাই প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিতেন, এবং যদিও অতিশয় বীর্য্য-শালী ছিলেন, কিন্তু তজ্জন্য গর্ব্ব করিতেন না। সত্য কথা বলিতেনা, বৃদ্ধগণের অতিশয় সম্মান করিতেন; বিশিষ্টরূপ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং প্রজাদিগকে যেমন অনুরঞ্জন করিতেন, তাহারাও তেমনি তাঁহাব প্রতি অনুরক্ত ছিল। তিনি ক্রোধ জয় করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণগণের পূজা, দুঃখির প্রতি দয়া ও দীনজনে অনুকম্পা করিতেন; বিশিষ্টরূপ ধর্ম্ম অবগত ছিলেন, সর্ব্বদাই দুষ্টের দমনও ইন্দ্রিয় সকলের নিগ্রহ করিতেন, এবং স্বভাবতঃ অতিশয় নির্ম্মল ছিলেন। তাঁহার বংশপরম্পরায় যে দয়া দাক্ষিণ্যাদি ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, তাহাতে

তিনি ঐকান্তিক চিত্ত অর্পণ করিয়া ছিলেন। নিজ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের তিনি অতিশয় গৌরব করিতেন, এবং সেই ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম দ্বারা পরম কীর্ত্তিসঞ্চয় পুর্ব্বক স্বর্গরূপ মহৎ ফল লাভ করাকেই ভাল বোধ করিতেন। তিনি কুকার্য্যে রত ও কুকথায় আসক্ত ছিলেন না; এবং বৃহস্পতির ন্যায় সকল বিষয়েই উত্তরোত্তর যুক্তি সকল নির্দ্দেশ করিতে পারিতেন। তিনি নীরোগ, যুবা, বাক্‌পটু, সুলক্ষণশরীরবিশিষ্ট, দেশকালের অভিজ্ঞ ও লোকমাত্রেরই ধর্ম্মাধর্ম্ম অবগত ছিলেন। বিধাতা তাঁহাকে সকল লোকমধ্যেই একমাত্র সর্ব্বগুণসম্পন্ন করিয়া নির্ম্মাণ করেন। এই রূপে সমুদায় উৎকৃষ্ট গুণের আধার পার্থিবনন্দন রাম নিজগুণে প্রজামাত্রেরই বহিশ্চর প্রাণের ন্যায় অতিশয় প্রীতিভাজন ছিলেন। তিনি সমুদায় বেদ ও বেদাঙ্গ শিক্ষা ও যথারীতি সমুদায় অস্ত্রশস্ত্রে পিতা অপেক্ষাও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সরল, সাধু, সকল কল্যাণের আধার, সত্যবাদী ও অক্ষুণ্ণ ছিলেন। এবং ধর্ম্মার্থদর্শী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা বিশিষ্টরূপ শিক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্ম, কাম ও অর্থের যথার্থ স্বরূপ অবগত, বিশিষ্টরূপ স্মরণশক্তিবিশিষ্ট ও প্রত্যুৎপন্নমতি ছিলেন। লৌকিক বিষয়মাত্রেই তাঁহার সবিশেষ দক্ষতা ও কালোচিত ব্যবহারধর্ম্মে বিলক্ষণ পটুতা ছিল। তাঁহার অভিপ্রায় ও মন্ত্রণা, ফলোদয় পর্য্যন্ত কেহই জানিতে পারিত না। তিনি অতিশয় বিনীত ও বিশিষ্টরূপ সহায় সম্পন্ন ছিলেন। কোন্ সময়ে ধনাদি দান ও কোন্ সময়ে ন্যায়ানুসারে তাহার অর্জ্জন করিতে হয়, তাহা তাঁহার পরিজ্ঞাত ছিল। তাঁহার ক্রোধ ও হর্ষ কখন ব্যর্থ হইত না। তিনি গুরুদিগকে অতিশয় ভক্তি করিতেন, যাহা প্রতিজ্ঞা করিতেন, তাহা পালন করিতেন; এবং কখন অসদ্‌বস্তু গ্রহণ ও দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতেন না। তিনি একবারেই আলস্যত্যাগ করিয়াছিলেন, সর্ব্বদাই সাবধান থাকিতেন, স্বদোষ ও পরদোষ বুঝিতে পারিতেন, সকলশাস্ত্রেই ব্যুৎপন্ন ছিলেন, কেহ সামান্য

উপকার করিলেও তাহা জানিতেন, এবং লোকমাত্রেরই ... বুঝিতে সবিশেষ পটু ছিলেন। কিরূপে ন্যায়পথে থাকিয়া অনুগ্রহ ও নিগ্রহ করিতে হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহার বিচক্ষণতা ছিল। দেশ ও কালঅনুসারে যেরূপে সাধুদিগকে সংগ্রহ করিয়া উত্তমরূপে পালন ও দুষ্টদিগকে দমন করিতে হয়, তদ্বিষয়েও তিনি জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে, মধুকর যেমন পুষ্প হইতে, রাজাও তেমনি প্রজা হইতে কর দ্বারা ধনসংগ্রহ করিয়া, প্রয়োজনমতে আপনার আয়ের অর্দ্ধাংশ, চতুর্থাংশ, অথবা তৃতীয়াংশ দ্বারা উপস্থিত ব্যয় সমাধা করিবেন। ঐরূপ আয় ও ব্যয় উভয় বিষয়েই রাম চতুর ছিলেন। প্রাকৃতাদিভাষা-মিশ্রিত নাটকাদি সকল শাস্ত্রজ্ঞানেই তাঁহার শ্রেষ্ঠতা ছিল। তিনি আলস্যহীন হইয়া, ধর্ম্ম ও অর্থ এই দুইয়ের অবিরোধে বিষয়সুখের সেবা করিতেন। ক্রীড়ার সময়ে যে সকল গীত, বাদ্য ও চিত্রকর্ম্মাদির প্রয়োজন হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে তাঁহার বিশেষ বিজ্ঞতা ছিল। ধর্ম্মের জন্য, অর্থের জন্য, যশের জন্য, আত্মার জন্য ও স্বজনের জন্য, ইত্যাদি পঞ্চপ্রকারে যেরূপে ধনবিভাগ করিতে হয়, তাহাও তাঁহার পরিজ্ঞাত ছিল। হস্তী ও অশ্বসকলে আরোহণ এবং বিবিধ গতিক্রমে তাহাদের সঞ্চালন ইত্যাদি সকল বিষয়েই তিনি সমর্থ ছিলেন। পৃথিবীতে সমুদয় ধনুর্ব্বেদবিদ্ ব্যক্তিগণের অগ্রগণ্য এবং অতিরথ বলিয়া তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তিনি শত্রুসেনার সম্মুখে গমন, শত্রুদিগকে প্রহার ও চক্রাদি ব্যূহবিন্যাস পূর্ব্বক সৈন্যসকল যথানিয়মে স্থাপন করিতে সবিশেষ দক্ষ ছিলেন। সুরাসুরগণ ক্রুদ্ধ হইয়াও, সংগ্রামে তাঁহাকে জয় করিতে পারিতেন না। তাঁহার অসূয়া ছিল না, ক্রোধ ছিল না, গর্ব্ব বা মাৎসর্য্য ছিল না। প্রাণিমাত্রেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। সামান্য লোকের ন্যায় তিনি কালের বশবর্ত্তী ছিলেন না। এইরূপে বিবিধ উৎকৃষ্ট গুণ বিশিষ্ট পার্থিবনন্দন রাম তিন লোকেই বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন।

তিনি ক্ষমাগুণে পৃথিবীর ন্যায়, বুদ্ধিতে বৃহস্পতির সদৃশ ও বীরত্বে ইন্দ্রের সমান ছিলেন। তাঁহার গুণ সকল প্রজামাত্রেরই মনোহরণ ও পিতার প্রীতি সম্পাদন করিত। সূর্য্য যেমন কিরণ-সমূহে, তিনিও তেমনি উল্লিখিত বিবিধ উৎকৃষ্ট গুণ সকলে সমধিক প্রতিভা বিস্তার পূর্ব্বক যার পর নাই শোভা ধারণ করিয়াছিলেন।

পৃথিবী ঐরূপ সদাচারসম্পন্ন, অপরাজেয় পরাক্রম-বিশিষ্ট, লোকনাথ সদৃশ রামকে আপনার পতি করিবার জন্য অভি-লাষিণী হইয়া উঠিলেন। চিরজীবী, শত্রুদমন বৃদ্ধ রাজা দশরথও পুত্রকে ঈদৃশ অনন্য-সদৃশ বহুবিধ গুণে অলঙ্কৃত দেখিয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি জীবিত থাকিতে, রাম আমার কিরূপে রাজা হইবেন। রাম রাজা হইলে, আমি বিপুল আনন্দ লাভ করিব। ফলতঃ, রাজা দশরথের ইহাই একমাত্র আন্তরিক অভিলাষ হইয়া উঠিল যে, আমি কতদিনে প্রিয় পুত্র রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত দেখিব। রাম আমার সকল লোকেরই উন্নতি কামনা ও প্রাণিমাত্রেরই ইষ্ট সাধন করিয়া থাকেন। এইজন্য জলধারাবর্ষী মেঘ যেমন সকলেরই প্রীতি আকর্ষণ করে, রাম তেমনি আমা অপেক্ষাও লোকের সবিশেষ অনুরাগভাজন হইয়া-ছেন। তিনি বীরত্বে যম ও ইন্দ্রের সমান, বুদ্ধিতে বৃহস্পতির সমান ও ধৈর্য্যে পর্ব্বতের সমান, এবং গুণে আমাকেও অতি-ক্রম করিয়াছেন। আমি ঈদৃশ বিবিধ গুণরাশি রামকে সমগ্র মেদিনীমণ্ডলের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া, এই বৃদ্ধ বয়সে যথা-সুখে স্বর্গে গমন করিব।

রামের গুণ সকল, সকললোকমধ্যেই উৎকর্ষলাভ করিয়া-ছিল এবং অতিশয় প্রকাশমান হইয়াছিল; কোন ক্রমেই তাহা-দের ইয়ত্তা হয় না এবং অন্য কোন রাজাই সহজে সেরূপ গুণ-বান্ হইতে পারেন না। রাজা দশরথ রামকে এইরূপ ও অন্য-রূপ বহুরূপ শিষ্ট গুণে অলঙ্কৃত দেখিয়া উক্তানুরূপ চিন্তা করিয়া,

অবিলম্বেই মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শক্রমে তাঁহাকে যৌবরাজ্য দিতে পরামর্শ করিলেন। ঐ সময়ে স্বর্গে, অন্তরীক্ষে ও পৃথিবীতে নানাপ্রকার উৎপাত উপস্থিত হইয়া, অতিশয় ভয় উৎপাদন করিল। মেধাবী দশরথ এই ভয়ের কথা মন্ত্রিদিগকে বলিলেন এবং তাঁহার শরীরে যে জরার সঞ্চার হইয়াছে, তাহাও তাঁহাদিগকে জানাইলেন। অনন্তর তিনি স্পষ্টই বুঝিলেন। যে, পূর্ণচন্দ্রানন মহাত্মা রামকে রাজপদ প্রদান করিলে, সকলেরই আনন্দ ও তাঁহার নিজের শোকও দূর হইবে। আর, রামের প্রতি সকলেরই প্রীতি আছে। এই যুক্তিতে তিনি আপনার ও প্রজাগণের শ্রেয়ঃ কামনায়, প্রজালোকের প্রতি স্নেহ বশতঃ রামকে রাজ্যে অভিষেক করিবার জন্য মন্ত্রিদিগকে ত্বরা প্রদান করিলেন। এবং ত্বরা প্রদান করিয়া, পৃথিবীস্থ নানা নগর ও ভিন্ন ভিন্ন জনপদবাসী রাজাদি প্রধান প্রধান ব্যক্তি সকলকে আনয়ন করাইলেন। গৃহ ও বিবিধ অলঙ্কার প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদের সকলেরই যথাযোগ্য সম্মান ও সমাদর করা হইল। অনন্তর প্রজাপতি ব্রহ্মা যেমন আপনার সৃষ্ট লোক সকলকে পর্য্যবেক্ষণ করেন, তদ্রূপ রাজা দশরথও স্বয়ং অলঙ্কৃত হইয়া, ঐসকল অভ্যাগত লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি (সকল রাজাকেই আনিয়াছিলেন ;) কেবল ত্বরা প্রযুক্ত রাজা কেকয় ও জনককে আনয়ন করাইলেন না। ভাবিলেন, ইহাঁরা পশ্চাৎ এই শুভ ঘটনা শ্রবণ করিবেন।

অনন্তর শত্রুপুরবিজয়ী রাজা দশরথ উপবিষ্ট হইলে, জনক ও কৈকেয় ব্যতিরিক্ত উল্লিখিত সমাগত নরপতিগণ সকলেই তথায় প্রবেশ করিলেন। সকল লোকেই এই সকল রাজার সম্মান করিয়া থাকে। ইহাঁরা প্রবেশ পূর্ব্বক দশরথের নির্দ্দিষ্ট বিবিধ আসনে যথা নিয়মে উপবেশন পূর্ব্বক একদৃষ্টে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ইহাঁরা সকলেই বিনীত এবং দশরথ সকলেরই সবিশেষ সৎকার করিয়াছিলেন। এই সকল

পুরবাসী ও জনপদবাসী নৃপতি ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ সমীপে উপবেশন করিলে, রাজা দশরথ তাঁহাদের কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া, সুরগণ বেষ্টিত ভগবান্ দেবরাজের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

দ্বিতীয় সর্গ।

অনন্তর রাজা দশরথ সমস্ত সভাসদকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক দুন্দুভিস্বর সদৃশ গম্ভীর ও মহৎ স্বরে, মেঘের ন্যায়, চতুর্দ্দিক শব্দিত করিয়া, সকলে শুনিতে পায় এবং সকলেরই অতিশয় প্রীতিজন্মে এইরূপ হিতকর বাক্য প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার ঐ স্বরে রাজলক্ষণ সকল সুস্পষ্ট প্রকাশিত ও চতুর্দ্দিকেই প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। তিনি এইপ্রকার অত্যাশ্চর্য্য রসযুক্ত, নিরুপম, মৃদুমধুর স্বরে রাজাদিগকে কহিলেন, আমাদের বংশীয় পূর্ব্বতন রাজর্ষিগণ যেরূপে এই উৎকৃষ্ট রাজ্য পুত্রবৎ পরিপালন করেন, আপনারা সকলেই তাহা জানেন। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজেন্দ্রগণ সকলেই ঐ রূপে প্রতিপালন করেন, বলিয়া এই অখিল সংসার সর্ব্বদাই সুখে থাকিবার উপযুক্ত; এইজন্য আমি ইহার বিশিষ্টরূপ সুখ সাধন করিতে ইচ্ছা করি। পূর্ব্বপুরুষগণ যে প্রকারে প্রজা পালন করিয়া গিয়াছেন, আমিও সেই রীতির অনুসারী হইয়া, নিজের সুখ ইচ্ছা না করিয়া, সাধ্যানুসারে সর্ব্বদাই প্রজালোকের বিশিষ্ট রূপে রক্ষা করিয়াছি। এবং শ্বেতবর্ণ আতপত্রের ছায়ায় অবস্থান পূর্ব্বক লোকসকলের হিতানুষ্ঠান করিতে করিতে, এই শরীর জরিত করিয়াছি। এই রূপে আমি ষাটিহাজার বৎসর অতিক্রম পূর্ব্বক অনেক-পুরুষের আয়ু লাভ করিয়া, জীবিত আছি। সম্প্রতি বিশ্রামলাভের অভিলাষ করি। অজিতেন্দ্রিয় নরপতিগণ

যাহা সহজে বহন করিতে পারে না এবং যাহা বহন করিতে হইলে, শৌর্য্যাদির প্রয়োজন হয়, লোকসকলের তাদৃশ এই গুরুতর ধর্ম্মভার সর্ব্বদা বহন করিয়া, আমি পরিশ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছি। এইজন্য, আমি এই সন্নিহিত দ্বিজশ্রেষ্ঠগণের মত লইয়া, পুত্র রামকে প্রজাগণের হিতসাধনে নিয়োগ পূর্ব্বক বিশ্রাম বাসনা করিতেছি। রাম আমার সমুদায় গুণই অধিকার করিয়া, জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বিশেষতঃ, তিনি বীরত্বে ইন্দ্রের সমান ও সকলের অগ্রগণ্য এবং শত্রুপুর সকল বিশেষরূপে জয় করিয়া থাকেন। তিনি পুষ্যা নক্ষত্র যুক্ত চন্দ্রের ন্যায় সকল কার্য্যেই সিদ্ধিদান করেন, এবং তিনি ধার্ম্মিকগণের ও সকল পুরুষের শ্রেষ্ঠ। আগামী প্রভাতে তাঁহাকে আমি যৌবরাজ্যে অভিষেক করিব। যিনি রক্ষা করিলে, ত্রৈলোক্যও বিশেষরূপে সুরক্ষিত হয়, সেই লক্ষ্মণাগ্রজ লক্ষ্মীমান্ রামই আপনাদের উপযুক্ত রক্ষাকর্ত্তা। অতএব আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া, আমি এই পৃথিবীকে সর্ব্বকল্যাণময় রামের হস্তে সম্প্রদান করিব এবং রামের হস্তে পৃথিবীর ভার ন্যস্ত করিয়া, স্বয়ং বিশ্রাম করিব। যদি আমার এই মন্ত্রণা সুমন্ত্রণা হয়, এবং যদি ইহা আপনাদের সকলেরই অভীষ্ট সাধন করে, তাহা হইলে, সকলে অনুমতি দিন এবং কিরূপে এবিষয় সম্পন্ন করিব, তাহাও নির্দ্দেশ করুন। আর, যদি ইহা শুদ্ধ আমারই প্রীতির জন্য হয়, তাহা হইলে, আপনারা, আর যাহা ভাল পরামর্শ থাকে, বিশেষরূপে চিন্তা করুন। কেন না, মধ্যস্থগণ রাগদ্বেষবিহীন হইয়া যাহা চিন্তা করেন, পূর্ব্বাপর উত্তর পক্ষেরই সবিশেষ আলোচনা জন্য তাহাতে অধিক ফলই লাভ হইয়া থাকে।

রাজা দশরথ এইপ্রকার বলিতে আরম্ভ করিলে, নরপতিগণ আহ্লাদিত হইয়া, ময়ূরগণ যেমন বারিধারাবর্ষী শব্দায়মান মহামেঘকে, দশরথকেও তেমনি অভিনন্দন পূর্ব্বক তাঁহার

বাক্যে অনুমোদন করিলেন। তৎকালে সমুদায় পৃথিবী কম্পান্বিত করিয়া, সভামধ্যে নরপতিগণের এবং বহির্দেশে অন্যান্য জনগণের হর্ষবশতঃ উচ্চারিত এই বাক্যের মনোহর প্রতিধ্বনি উত্থিত হইল। দশরথ ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়ই বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় সম্যকরূপে অনুধাবন পূর্ব্বক বলমুখ্য নরপতিগণ ও ব্রাহ্মণ সকল পৌর ও জানপদগণের সহিত মিলিত হইয়া, ঐকমত্য অবলম্বন করিয়া, মন্ত্রণা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং পুনঃপুনঃ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া, বৃদ্ধ রাজা দশরথকে কহিলেন, হে রাজন্! আপনার বয়ঃক্রম অনেকসহস্র বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। অধুনা আপনি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। অতএব রামকে যৌবরাজ্য প্রদান করুন। মহাবাহু মহাবল রঘুবীর রাম মহাগজে আরোহণ পূর্ব্বক গমন করিতেছেন এবং তদীয় মুখমণ্ডল ছত্রচ্ছায়ায় আবৃত হইয়াছে। আমরাও ইহা দেখিতে অভিলাষ করি।

রাজা দশরথ তাঁহাদের এই মনোমত বাক্য শ্রবণ করিয়া, রামের অভিষেকে তাঁহাদের সকলেরই যে সম্মতি আছে, তাহা জানিতে পারিয়াও, যেন জানিতে পারিলেন না, এই ভাবে, পুনরায় সুস্পষ্ট জানিবার জন্য বলিতে লাগিলেন, হে নরপতিগণ! আমার সন্দেহ হইতেছে, আপনারা আমার কথা শুনিয়াই বোধ হয়, রামকে রাজা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, বস্তুতঃ আপনাদের ইহা মনোগত নহে, অতএব, আপনারা সত্য করিয়া বলুন। দেখুন, আমি যখন ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী শাসন করিতেছি, তখন আপনারা কি রূপে মহাবল রামকে যুবরাজ দেখিতে ইচ্ছা করেন?

মহাত্মা নরপতিগণ পুরবাসী ও জনপদবাসী ব্যক্তিগণের সহিত মিলিত হইয়া, উত্তর করিলেন, রাজন্! যাহাতে প্রজালোকের কল্যাণ সম্পন্ন হয়, আপনার পুত্র রাম তাদৃশ গুণরাশির

আধার। হে দেব! সাক্ষাৎ দেবতার ন্যায়, গুণবান্ ও বুদ্ধিমান্ রামের গুণ সকল, সকল লোকেরই প্রীতি ও আনন্দ সমুৎপাদন করে। অধুনা, আমরা সেই সকল গুণ কীর্ত্তন করিব, শ্রবণ করুন্। রামের পরাক্রম কখন ব্যর্থ হয় না। ইনি স্বকীয় অলৌকিক গুণসমূহে ইন্দ্রের সমান হইয়াছেন এবং ইক্ষাকুবংশীয় সকলকেই অতিক্রম করিয়াছেন। ফলতঃ, রামই সর্ব্বলোকমধ্যে সৎপুরুষ, সাক্ষাৎ সত্যস্বরূপ ও সত্যের একমাত্র আশ্রয়; ধর্ম্ম ও অর্থ সাক্ষাৎ এই রাম হইতেই স্থিত হইয়াছে। ইনি প্রজারঞ্জনে চন্দ্রের ন্যায়, ক্ষমাগুণে পৃথিবীর ন্যায়, বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায় এবং বীরত্বে সাক্ষাৎ দেবরাজের ন্যায়। ইনি ধর্ম্ম অবগত আছেন ও কখন প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করেন না, ইনি সুশীল, অসূয়াহীন, ক্ষমাশীল, মিষ্টভাষী, কৃতজ্ঞ, এবং ইন্দ্রিয় সকল জয় করিয়াছেন ও দুঃখীর দুঃখ মোচন করিয়া থাকেন। ইহাঁর প্রকৃতি অতি কোমল, স্বভাব সর্ব্বদাই শান্ত ও মন কখন অতিসঙ্কটেও অস্থির হয় না। কোন ব্যক্তিই ইহাঁর অসূয়া করে না। ইনি সকলকেই প্রিয় বাক্যে সম্ভাষণ করেন, সর্ব্বদাই সত্যবাক্য প্রয়োগ করেন, এবং বেদাদি শাস্ত্রজ্ঞ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণের উপাসনা করেন, এইজন্য, ইহাঁর অতুল কীর্ত্তি, যশ ও তেজঃ দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে। দেব, অসুর ও মনুষ্য, সকলের মধ্যে ইনিই সর্ব্বাস্ত্রবিশারদ, সমুদায় বিদ্যা ও ব্রত সম্যকরূপে আয়ত্ত ও উদ্‌যাপন করিয়াছেন এবং সমুদায় বেদ ও বেদাঙ্গ বিশেষরূপে অবগত হইয়াছেন। এই ভরতাগ্রজ রাম সঙ্গীত শাস্ত্রে পৃথিবীমধ্যে সকলেরই শ্রেষ্ঠ। ইহাঁর স্বভাব অতি পবিত্র, মন অতি উন্নত ও বুদ্ধি অতি প্রশস্ত এবং ইনি সকল কল্যাণের আধার। ধর্ম্মার্থনিপুণ প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণ ইহাঁর শিক্ষা বিধান করিয়াছেন। ইনি যখন গ্রাম বা নগর রক্ষার জন্য সংগ্রামে গমন করেন, তখন লক্ষ্মণের সহিত গমন করিয়া, শত্রুজয় না করিয়া, নিবৃত্ত হয়েন না। তৎকালে ইনি হস্তী কিংবা

রথারোহণে সংগ্রাম হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পিতা যেমন ঔরস পুত্রদিগকে, তেমনি পুরবাসী সকল লোককেই, স্বজনের ন্যায়, সবিশেষে ও আনুপূর্ব্বিক ক্রমে তাঁহাদের স্ত্রী পুত্র অগ্নি দাসদাসী ও শিষ্যগণের কুশল জিজ্ঞাসা করেন।—ব্রাহ্মণদিগকে এইরূপ প্রশ্ন করেন, শিষ্যগণ আপনাদের আদেশ পালনে উদ্যত আছে; এবং ক্ষত্রিয়দিগকে এইপ্রকার জিজ্ঞাসা করেন, ভৃত্যগণ অবহিত হইয়া আপনাদের সেবা করিয়া থাকে? এই রূপে পুরুষোত্তম রাম সর্ব্বদাই আমাদিগকে সম্ভাষণ করেন। এবং মনুষ্যমাত্রেরই দুঃখে অতিশয় দুঃখিত হইয়া থাকেন। পিতা যেমন পুত্রের সুখে আনন্দিত হয়েন, ইনিও তেমনি প্রজাগণের সর্ব্বপ্রকার উৎসবেই উৎসব অনুভব করেন। ইনি সত্যবাদী, অতিশয় ধনুর্দ্ধর, বৃদ্ধগণের সেবানিরত ও জিতেন্দ্রিয় এবং ইনি সকলকেই মৃদুহাস্যপূর্ব্বক সম্ভাষণ করেন, সর্ব্বান্তঃকরণে ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছেন, সর্ব্বতোভাবে লোকের কল্যাণ সকল সম্পাদন করেন এবং বৃথা কলহ পূর্ব্বক বাদবিতণ্ডাদি কথায় কখন আসক্ত নহেন। বৃহস্পতির ন্যায় সকল বিষয়েই উত্তরোত্তর যুক্তি সকল নির্দ্দেশ করিতে ইঁহার ক্ষমতা আছে। ইঁহার ভ্রূ সুন্দর এবং লোচনযুগল আয়ত ও তাম্রবর্ণ। ইনি স্বয়ং সাক্ষাৎ বিষ্ণুর ন্যায়, সকল লোকেরই নয়ন মনের প্রীতিকর। ইনি যুদ্ধে নির্ভয়ে প্রবেশ করিতে পারেন, আপনাকে অব্যাঘাতে রাখিয়া অন্যের ব্যাঘাত সাধন করেন এবং অতি সত্বর সঞ্চরণ করিয়া থাকেন। ইনি প্রজাপালনে সর্ব্বদাই নিযুক্ত। ইঁহার মন কখন বিষয়বাসনার বশীভূত নহে। এই পৃথিবীর কথা কি, সমুদায় ত্রৈলোক্যও শাসন করিতে ইঁহার সামর্থ্য আছে। ইঁহার ক্রোধ বা হর্ষ কখনই নিরর্থক হয় না। ইনি নিয়মানুসারে বধ্য ব্যক্তির বধ করেন, কিন্তু অবধ্যের প্রতি কোপ করেন না। আবার, যে ব্যক্তি যাহাতে তুষ্ট, তাহাকে তাদৃশ প্রীতিকর বিষয়ই দান করিয়া থাকেন। ইঁহার গুণ সকল, প্রজামাত্রেরই মনোহর ও মনুষ্য-

মাত্রেরই প্রীতিজনক। সূর্য্য যেমন কিরণসমূহে প্রদীপ্ত হন, ইনিও তেমনি উল্লিখিত অনুদ্ধত গুণ সকলে সমধিক শোভা ধারণ করিয়াছেন। বসুমতী এবংবিধ-গুণ-ভূষিত সত্যপরাক্রম লোকপালোপম রামকে পতি করিতে অভিলাষিণী হইয়াছেন। হে রঘুনন্দন! আপনার ভাগ্যক্রমেই রাম আপনার প্রজারক্ষণে-শক্তিসম্পন্ন হইয়া পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং ভাগ্যক্রমেই ইনি মরীচিনন্দন কশ্যপের ন্যায়,সমুদায় পুত্র-গুণেই ভূষিত হইয়াছেন। দেব,অসুর,মনুষ্য,গন্ধর্ব্ব ও উরগ সমস্ত, ইত্যাদি সকল লোকেই রামের স্বরূপ পরিজ্ঞাত আছে। কি রাজ্যবাসী, কি নগরবাসী, কি জনপদবাসী, অথবা,কি বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গগণ সকল ব্যক্তিই রামের বল, আরোগ্য ও আয়ু কামনা করিয়া থাকে। এবং স্ত্রী, বৃদ্ধ ও যুবা সকলেই সন্ধ্যা ও প্রাতে ঐকান্তিক মনে মহামনা রামের হিতোদ্দেশে সমুদায় দেবগণকে নমস্কার করে। তাহাদের সকলেরই প্রার্থনা,রাম রাজপদ প্রাপ্ত হয়েন। আপনি প্রসন্ন হইয়া, ঐ প্রার্থনা পূর্ণ করুন। হে রাজশ্রেষ্ঠ! আমরা সকলেই আপনার আত্মজ ইন্দীবরশ্যাম শত্রুকুলদমন রামকে যুবরাজ দেখিতে ইচ্ছা করি। আপনার পুত্র রাম সাক্ষাৎ বিষ্ণুর সদৃশ, লোকমাত্রেরই হিতনিরত এবং বিবিধ উদার গুণের আধার। আপনিও লোকের উপকার করিয়া থাকেন। অতএব হে বরদ! আপনি সত্বর প্রসন্ন চিত্তে রামকে যৌবরাজ্য প্রদান করুন।

তৃতীয় সর্গ।

নরপতিগণ সকলেই অবনত মস্তকে এইপ্রকারে অঞ্জলিপুট বিধান করিলে, রাজা দশরথ তাহা প্রতিগ্রহ পূর্ব্বক আহ্লাদভরে প্রিয় ও হিত বাক্যে বলিতে লাগিলেন, অহো! আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম এবং আমার প্রভাবেরও তুলনা নাই; যেহেতু, আপনারা সকলেই আমার জ্যেষ্ঠ ও প্রিয় পুত্র রামকে যুবরাজ

করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। এই রূপে তিনি তাঁহাদের প্রতি-পূজা করিয়া, তাঁহাদের সকলের সমক্ষে বশিষ্ঠ ও বামদেবাদি ব্রাহ্মণদিগকে বলিলেন, এই চৈত্রমাস সাতিশয় শোভা সম্পন্ন; ইহাতে কানন সকল বিকসিত হইয়া উঠিয়াছে। এই মাস অতি প্রশস্ত। আপনারা এই মাসেই রামের যৌবরাজ্যে অভি-ষেক জন্য সমুদায় আয়োজন করুন। এই বলিয়া তিনি নিবৃত্ত হইলে, সমবেত লোক সকল আহ্লাদে অতিশয় কোলাহল করিয়া উঠিল। অনন্তর ক্রমে ক্রমে সেই কোলাহল নিবৃত্ত হইলে, রাজা দশরথ মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে কহিলেন, ভগবন্! রামের অভিষেক জন্য যে যে কার্য্য ও উপকরণ আবশ্যক, আপনি অদ্যই তৎসমস্ত সাধন করিতে আজ্ঞা করুন। মহর্ষি বশিষ্ঠ রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহার সম্মুখে সাবধানে ও কৃতাঞ্জলিপুটে উপবিষ্ট মন্ত্রিদিগকে আদেশ করিলেন, সুবর্ণাদি রত্ন সমস্ত, সমুদায় ওষধি ও পূজাদ্রব্য, শুক্ল মাল্য ও লাজ সকল, ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে গৃহীত মধু ও ঘৃত, অখণ্ড বস্ত্র সকল, রথ, সকলপ্রকার অস্ত্র, চতুরঙ্গ সৈন্য, সুলক্ষণ হস্তী, চমরপুচ্ছনির্ম্মিত ব্যজনদ্বয়, ধ্বজ, শ্বেত ছত্র, অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণ স্বর্ণনির্ম্মিত একশত কুম্ভ, সুবর্ণময়-শৃঙ্গ-বিশিষ্ট বৃষ, নখাদিসহিত অখণ্ড ব্যাঘ্রচর্ম্ম এবং অন্য যাহা কিছু আব-শ্যক, তৎসমস্ত তোমরা প্রস্তুত করিয়া, রাজার অগ্নিহোত্রগৃহে প্রাতঃকালে লোক দ্বারা উপস্থিত কর। এতদ্ভিন্ন, সমুদায় নগর ও অন্তঃপুরদ্বার সকল অতি সুগন্ধি ধূপ, চন্দন ও মাল্য দ্বারা সুসজ্জিত কর, এবং যাহাতে শতসহস্র ব্রাহ্মণের তৃপ্তি ও পর্য্যাপ্তি হইতে পারে, তাদৃশ দধিক্ষীরসংযুক্ত গুণশালী প্রশস্ত অন্ন প্রস্তুত করিয়া, আগামী কল্য প্রাতঃকালে সবিশেষ সমাদর সৎকারে দ্বিজশ্রেষ্ঠদিগকে প্রদান এবং ঘৃত দধি লাজ ও উপযুক্ত রূপ দক্ষিণাও দান কর। আগামী কল্য সূর্য্যের উদয়মাত্রেই স্বস্তিবাচন হইবে। অতএব ব্রাহ্মণ সকলের নিমন্ত্রণ ও আসন সক-লের আয়োজন, এবং পতাকা সকল বন্ধন ও রাজপথ সকল জল-

সিক্ত করাও। নট ও গণিকা সকল উত্তম রূপে অলংকৃত হইয়া, রাজভবনের দ্বিতীয় কক্ষ্যায় গমন পূর্ব্বক অবস্থিতি করুক। দেবালয় ও চৈত্য (পুজনীয় বৃক্ষ) সকলে অন্ন ভক্ষ্য ও দক্ষিণা সহিত পুজনীয় ব্রাহ্মণদিগকে পৃথক্ পৃথক্ স্থাপন করা হউক। এবং শৌর্য্যশালী যোধ সকল সুবিশাল খড়্গ ধারণ, কবচ বন্ধন ও সুন্দর বস্ত্রাদি পরিধান পূর্ব্বক রাজভবনের মহোৎসবসম্পন্ন অঙ্গনে প্রবেশ করুক। বশিষ্ঠ ও বামদেব মন্ত্রিদিগকে এইপ্রকার আদেশ করিয়া, রাজভবনেই অবস্থান পূর্ব্বক পুরোহিতের কর্ত্তব্য কার্য্য সকল সম্পাদন করিলেন। এবং অন্যান্য কার্য্য সকলও রাজাকে জানাইয়া সম্পন্ন করত, তাঁহাকে গিয়া হর্ষ ও প্রীতিভরে কহিলেন, আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিযাছিলেন, সেই রূপেই সমস্ত বিধান করা হইয়াছে।

অনন্তর পরমতেজস্বী রাজা দশরথ সুমন্ত্রকে কহিলেন, তুমি শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা রামকে আনয়ন কর। সুমন্ত্র যে আজ্ঞা বলিয়া, রাজার আদেশে রথে আরোহণ করাইয়া রথিশ্রেষ্ঠ রামকে তথায় আনয়ন করিলেন। তৎকালে পূর্ব্ব উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণদেশীয় ম্লেচ্ছ ও আর্য্য নরপতিগণ এবং অন্যান্য পার্ব্বত্য ও বন্য রাজা সকল তথায় একত্র উপবিষ্ট হইয়া, দেবগণ যেমন ইন্দ্রের, তেমনি রাজা দশরথের উপাসনা করিতেছিলেন। ঐ সকল মহাত্মার মধ্যে ইন্দ্রের ন্যায় প্রাসাদে বিরাজমান রাজর্ষি দশরথ অবলোকন করিলেন, রাম আগমন করিতেছেন। রাম সাক্ষাৎ গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথের ন্যায়। তাঁহার বীরত্ব সর্ব্বলোকে বিখ্যাত, বাহু দীর্ঘ, গতি মত্ত মাতঙ্গের সদৃশ, বলের সীমা নাই, এবং তাঁহার মুখমণ্ডল চন্দ্রের ন্যায় মনোহর। তাঁহাকে দেখিলে অতিশয় প্রীতি জন্মে। তিনি রূপে ও ঔদার্য্যগুণে ব্যক্তিমাত্রেরই নয়ন মন হরণ করিয়া থাকেন, এবং মেঘ যেমন গ্রীষ্মসন্তপ্ত লোকদিগকে, তিনিও তেমনি প্রজাদিগকে আহ্লাদিত করেন। তিনি আসিতেছেন, দর্শন করিয়া, দশরথের তৃপ্তির শেষ হইল না।

এদিকে, সুমন্ত্র রামকে রথবর হইতে অবতারণ করিলে, তিনি পিতার নিকটে যাইতে লাগিলেন। তৎকালে রঘুনন্দন রাম পিতার সহিত সাক্ষাৎ বাসনায় বেগভরে সুমন্ত্রের সহিত কৈলাস পর্ব্বতের শৃঙ্গের ন্যায় উন্নত সেই প্রাসাদে আরোহণ করিলেন। এবং কৃতাঞ্জলিপুটে পিতার নিকটে যাইয়া সাষ্টাঙ্গে নমস্কার করিয়া, আমি রাম, আসিয়াছি, বলিয়া, তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন। সর্ব্বতোভাবে মণিকাঞ্চনভূষিত প্রিয় পুত্র রাম এই রূপে উপস্থিত হইয়া, পার্শ্বে থাকিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিলে, দশরথ দর্শন করিয়া, তাঁহাকে সেই অঞ্জলিপুটেই স্বয়ং গ্রহণ ও সম্মুখে আনয়ন পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন। এবং বসিবার জন্য তাঁহাকে পরম সুন্দর উৎকৃষ্ট আসন প্রদান কবিলেন। সুনির্ম্মল সূর্য্য যেমন উদয়কালে মেরু পর্ব্বত সুশোভিত করেন, রামও তেমনি উপবেশন করিয়া, স্বকীয় প্রভায় সেই উৎকৃষ্ট আসন আলোকিত করিলেন। বশিষ্ঠ ও দশরথাদি দ্বারা সুন্দররূপে বিরাজমান সেই সভাও রামের সমাগমে নিরতিশয় শোভা বিস্তার করিল; সুনির্ম্মল-গ্রহনক্ষত্র-বিশিষ্ট শরৎকালীন আকাশমণ্ডলই চন্দ্রোদয়ে ঐপ্রকার শোভা পাইয়া থাকে। সুন্দর রূপে সজ্জিত হইয়া, দর্পণে আত্মপ্রতিবিম্ব দর্শন করিলে যেমন আহ্লাদ জন্মে, প্রিয়পুত্র রামকে দেখিয়া রাজা দশরথ তেমনি আনন্দিত হইলেন। অনন্তর রাম সুখে উপবেশন করিলে, কশ্যপ যেমন ইন্দ্রকে, দশরথ তেমনি তাঁহাকে, সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস রাম! রূপে গুণে সর্ব্বাংশেই আমার সমান জ্যেষ্ঠা মহিষী কৌশল্যার গর্ব্ভে রূপে গুণে সর্ব্বাংশেই আমার সমান হইয়া তুমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। তুমি গুণে সকলের জ্যেষ্ঠ, এইজন্য আমার অতিশয় স্নেহভাজন। তুমি আপনার গুণে প্রজাদিগকে অতিশয় সন্তুষ্ট করিয়াছ, এবং তুমি স্বভাবতঃ সাতিশয় গুণবান্ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছ। অতএব তুমি পুষ্যা-নক্ষত্রযোগে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হও। হে পুত্র! তুমি গুণবান্ হইলেও, পুনরায় স্নেহবশতই তোমায়

হিত উপদেশ করিতেছি যে, তুমি সর্ব্বদা অধিকতর বিনয়ী ও জিতেন্দ্রিয় হইবে; স্ত্রী দ্যূত মৃগয়া ও মদ্যপান এবং পরুষবাক্য উগ্রদণ্ড ও সঞ্চিত অর্থের নাশ ইত্যাদি কাম ও ক্রোধজন্য ব্যসন সকল ত্যাগ করিবে; স্বীয় ও পররাষ্ট্রের বৃত্তান্ত বিচার এবং সর্ব্বদা সভায় অবস্থান পুর্ব্বক ন্যায়ানুসারে বিচারমীমাংসা ইত্যাদি নিয়মে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ বৃত্তি অবলম্বন পুর্ব্বক সর্ব্বদা অমাত্য প্রভৃতি প্রজা সকলের অনুরঞ্জনে ব্যাপৃত হইবে, এবং শস্যাগার, অস্ত্রাগার ও কোষাগার সকল সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ করিয়া রাখিবে। যে রাজা প্রজাদিগের অনুরাগ উৎপাদন ও অভিলাষাদি সাধন করিয়া, পৃথিবী পালন করেন, তদীয় মিত্রবর্গ, অমৃতলাভে দেবগণের ন্যায়, অতিশয় আহ্লাদিত হয়েন। অতএব বৎস! তুমি সর্ব্বতোভাবে ইন্দ্রিয়াদি দমন পুর্ব্বক উক্তরূপ ব্যবহার করিবে। রামের হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ্গণ দশরথের এই কথা শ্রবণ করিয়া, ত্বরাপুর্ব্বক শীঘ্র আসিয়া কৌশল্যাকে উহা নিবেদন করিলেন। প্রমদোত্তমা কৌশল্যা সেই প্রিয়সংবাদদাতা ব্যক্তিদিগকে বিবিধ রত্ন, গো ও স্বর্ণ পুরস্কার দিলেন।

এদিকে, রঘুনন্দন রাম পিতাকে অভিবাদন ও সমবেত জন সকলের আশীর্ব্বাদাদি গ্রহণ করিয়া, রথারোহণে স্বকীয় সুশোভিত ভবনে প্রস্থান করিলেন। পুরবাসী লোক সকল দশরথের প্রমুখাৎ স্ব স্ব অভীষ্ট লাভের ন্যায় এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে আমন্ত্রণ ও সত্বর গৃহে গমন পুর্ব্বক রামের কল্যাণকামনায় অতিশয় হৃষ্টচিত্তে দেবগণের বিশেষরূপে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ সর্গ।

দেশকালানুসারে যে রূপে যে কার্য্য করিতে হয়, দশরথ তাহা বিদিত ছিলেন। পুরবাসিগণ প্রস্থান করিলে, তিনি পুন-

রাজা মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, আগামী কল্য চন্দ্রের সহিত পুষ্যা নক্ষত্রের যোগ হইবে। ঐ সময়েই পদ্মপলাশলোচন রামকে যৌবরাজ্যে ও প্রজাগণের প্রভুত্বে অভিষেক করিতে হইবে। এইপ্রকার অবধারণ করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ গৃহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সুমন্ত্রকে কহিলেন, তুমি রামকে পুনরায় এখানে আনয়ন কর। সুমন্ত্র যে আজ্ঞা বলিয়া পুনরায় রামকে আনিবার জন্য তদীয় ভবনে সত্বর গমন করিলেন। দ্বারপালগণও সুমন্ত্রের পুনরাগমনবার্ত্তা রামের গোচর করিল। সুমন্ত্র পুনর্ব্বার আসিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া, রাম, পিতার কোন বিপদ হইয়া থাকিবে, ভাবিয়া, শঙ্কাযুক্ত হইলেন। সুতরাং, ত্বরাপূর্ব্বক সুমন্ত্রকে প্রবেশ করাইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি জন্য আবার আসিলে, সমুদায় সবিশেষ বল। সুমন্ত্র কহিলেন, রাজা আপনাকে দেখিতে উৎসুক হইয়াছেন। (তিনি যাহা বলিয়াছেন, আমি তাহাই বলিলাম।) ইহা শুনিয়া যাওয়া না যাওয়া, আপনারই বিবেচ্য।

রাম, সুমন্ত্রের কথা শ্রবণমাত্র ত্বরান্বিত হইয়া, পুনরায় রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য রাজভবনে গমন করিলেন। রাম আসিয়াছেন, শুনিয়া তাঁহার নিজেরই অতিমাত্র প্রিয়বার্ত্তা বলিবার জন্য, রাজা দশরথ তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করাইলেন। রঘুনন্দন শ্রীমান্ রাম পিতৃভবনে প্রবেশ করিয়া, দূর হইতেই কৃতাঞ্জলি প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন করিলেন। রাজা দশরথ প্রণত পুত্র রামকে উত্থাপন ও আলিঙ্গন করিয়া, বসিবার জন্য আসননির্দ্দেশপূর্ব্বক পুনরায় কহিতে লাগিলেন, বৎস রাম! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি; আমার পরমায়ু অনেক হইয়াছে। আমি ইচ্ছানুসারে ভোগসুখ সকল সম্ভোগ এবং রাশি রাশি অন্ন ও প্রচুর দক্ষিণাদানপূর্ব্বক শত শত যজ্ঞও যথেচ্ছ সম্পাদন করিয়াছি। সম্প্রতি আবার, যেরূপ অভিলাষ করিয়াছিলাম, তুমি সেই রূপেই আমার পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ; পৃথিবীতে

তোমার উপমা নাই। হে পুরুষোত্তম। আমি ইচ্ছানুসারে দান ও অধ্যয়ন করিয়াছি। হে বীর! সংসারে যে সকল সুখ লোকমাত্রেই কামনা করে, তাহাও আমি বিশেষ রূপে ভোগ করিয়াছি। এতদ্‌ভিন্ন, দেবতা, ব্রাহ্মণ, ঋষি ও পিতৃগণের এবং নিজের ঋণও শোধ করিয়াছি। আর আমার অনুষ্ঠানের কিছুই নাই; কেবল তোমার অভিষেকমাত্র অবশিষ্ট আছে। অতএব যাহা বলিতেছি, তোমায় তাহা করিতে হইবে। প্রজাগণ সকলেই তোমার রাজা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে। বৎস! এই কারণে, আমি তোমায় যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব। হে পুত্র। হে রঘুনন্দন। অদ্য আমি দুঃস্বপ্ন সকলও দর্শন করিয়াছি, এবং আকাশ হইতে ঘোর শব্দে বজ্রাঘাতসহিত উল্কা সকলও পতিত হইতে দেখিয়াছি। দৈবজ্ঞগণও আবেদন করিতেছেন, সূর্য্য মঙ্গল ও রাহু প্রভৃতি দারুণ গ্রহ সকল আমার জন্ম-নক্ষত্র আক্রমণ করিয়াছে, এইপ্রকার দুর্নিমিত্ত সকলের ঘটনা হইলে,প্রায়ই রাজার ঘোর বিপদ ও অবশেষে মৃত্যু হইয়া থাকে। প্রাণিগণের মতিরও স্থিরতা নাই। অতএব রাম! আমার চিত্ত স্থির থাকিতে থাকিতেই, তুমি রাজপদে আরোহণ কর। অদ্য চন্দ্র পুষ্যার পূর্ব্ববর্ত্তী পুনর্ব্বসুনক্ষত্রে গমন করিয়াছেন। কল্য পুষ্যার সহিত তাঁহার যোগ হইবে। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ অভিষেকাদি কার্য্যে এই পুষ্যাযোগকে প্রশস্ত বলিয়া থাকেন। তুমি এই পুষ্যাযোগেই অভিষিক্ত হও। আমার মনও তোমাকে এ বিষয়ে অতিশয় ত্বরা দিতেছে। হে পরন্তপ। আমি কল্যই তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব। অতএব তুমি প্রদোষ হইতেই আত্মসংযম ও কুশশয্যায় শয়ন পূর্ব্বক বধূর সহিত অদ্য নিশা উপবাস করিয়া রহিবে। অদ্য সুহৃদ্‌গণ সকলে সাবধান হইয়া চতুর্দ্দিকেই তোমাকে রক্ষা করুন। কেননা, এইপ্রকার শুভকার্য্য সকলে বহু বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। ভরত এই নগরী হইতে প্রবাসে গমন করিয়াছেন। আমার মতে, তিনি না আসিতে আসিতেই,

তোমার অভিষেক হওয়া উচিত হইতেছে। সত্য বটে, তদীয় ভ্রাতা ভরত তোমার অনুগত, ধার্ম্মিক ও দয়ালু এবং ইন্দ্রিয় সকল জয় ও সর্ব্বাংশেই সৎপথ অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু আমার মতে মানুষের মন অল্পেই বিকৃত হইয়া উঠে। দেখ, যাঁহারা ধর্ম্মকেই একমাত্র স্থায়ী বলিয়া আশ্রয় করেন, সেই সকল সাধুর চিত্তও রাগ দ্বেষাদিতে অভিভুত হইয়া থাকে। এই বলিয়া রাজা দশরথ বিশেষ রূপে রামকে অনুজ্ঞা করিলেন, তুমি এখন যাও, কল্যই তোমাকে অভিষিক্ত হইতে হইবে। রাম পিতাকে আমন্ত্রণ করিয়া, স্বকীয় গৃহে উপস্থিত হইলেন। পিতা তাঁহাকে অভিষেকের আজ্ঞা করিয়াছেন। (সুতরাং সীতাকেও উপবাসাদির অনুষ্ঠান জন্য এবিষয় জানান কর্ত্তব্য ভাবিয়া) তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। (তথায় সীতাকে দেখিতে না পাইয়া) তৎক্ষণাৎ নিষ্ক্রান্ত হইয়া, মাতার অন্তঃপুরে গমন করিলেন। দেখিলেন, কৌশল্যা ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক দেবালয়ে দেবপূজায় তৎপরা হইয়া, মৌনভাবে রামের জন্য রাজলক্ষ্মীর কামনা করিতেছেন। রাম রাজা হইবেন, এই প্রিয়বার্ত্তা শ্রবণে সুমিত্রা ও লক্ষ্মণ পূর্ব্বেই তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। এবং সীতাকেও আনয়ন করা হইয়াছে। তৎকালে দেবী কৌশল্যা নিমীলিত লোচনে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সুমিত্রা, লক্ষ্মণ ও সীতা ইঁহারা তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছিলেন। রাম পুষ্যানক্ষত্রে যুবরাজ হইবেন শুনিয়া, কৌশল্যা প্রাণবায়ু রোধ করিয়া, পরম পুরুষ জনার্দ্দনের ধ্যানে মগ্না ছিলেন। রাম এইপ্রকার নিয়মচারিণী জননীর সম্মুখে যাইয়া, অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহাকে হর্ষিত করিয়া, উৎকৃষ্ট বাক্যে কহিতে লাগিলেন, মাতঃ! পিতা আমায় প্রজাপালনকার্য্যে নিযুক্ত করিতে সংকল্প করিয়াছেন। তাঁহার আজ্ঞায় কল্য আমার অভিষেক হইবে। অতএব সীতাকে আমার সহিত অদ্য রাত্রি উপবাসে থাকিতে হইবে। পুরোহিতগণ এবং পিতাও আমায় ঐপ্রকার আজ্ঞা করিয়াছেন। অধুনা, আগামী

কল্য যে অভিষেক হইবে, ঐ অভিষেকে সীতা ও আমার জন্য যে যে মঙ্গল অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, আপনি তৎসমস্ত সম্পাদন করুন। রাম রাজা হয়েন, ইহা কৌশল্যা চির-কালই কামনা করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং, ঐ ঘটনা শ্রবণ করিয়া, আহ্লাদে তাঁহার বাক্য বাষ্পভরে জড়িত হইয়া গেল। তিনি তদবস্থায় রামকে কহিলেন, বৎস রাম! তুমি চির-জীবী হও। তোমার শত্রু সকল বিনষ্ট হউক। তুমি রাজশ্রী-যুক্ত হইয়া, আমার ও সুমিত্রার জ্ঞাতিদিগকে আনন্দিত কর। আহা, বৎস! আমি শুভ ক্ষণেই তোমাকে প্রসব করিয়াছি। যেহেতু, তুমি স্বীয় গুণে ত্বদীয় পিতা দশরথকে সন্তুষ্ট করিয়াছ। আমি কামনা ত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধ প্রীতিমাত্র ফলপ্রাপ্তি জন্য পদ্ম-পলাশলোচন বিষ্ণুব উদ্দেশে উপবাসাদি যে ব্রত কবিয়াছিলাম, তাহাও আমার সফল হইল। যেহেতু, বৎস। ইক্ষ্বাকুকুলের রাজ-লক্ষ্মী তোমার অঙ্কগামিনী হইবেন। ইহা অপেক্ষা আনন্দ আর কি আছে!

কৌশল্যা এইপ্রকার কহিলে, বাম পূর্ব্বভাগে কৃতাঞ্জলিপুটে উপবিষ্ট ভ্রাতা লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি আমার দ্বিতীয় অন্তরাত্মা। রাজলক্ষ্মী তোমারও অঙ্কগামিনী হইয়াছেন। অতএব তুমি আমার সহিত এই পৃথিবী শাসন কর। হে সৌমিত্রে! তুমি বহুবিধ অভিলষিত বিষয়সুখ ও ধর্ম্মার্থরূপ রাজ্যফলও ভোগ কর। আমি শুদ্ধ তোমারই জন্য জীবন ও রাজ্য কামনা করিয়া থাকি। রাম লক্ষ্মণকে এই কথা কহিয়া, কৌশল্যা ও সুমিত্রা উভয়কেই অভিবাদন করিয়া, সীতার সহিত তাঁহাদের অনুজ্ঞা ক্রমে স্বকীয় নিবেশে গমন করিলেন।

পঞ্চম সর্গ।

"আগামী কল্য তোমায় অভিষিক্ত হইতে হইবে রামকে এইরূপ আজ্ঞা করিয়া, রাজা দশরথ পুরোহিত বশিষ্ঠদেবকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন, হে নিয়তব্রত তপোধন! আপনি এক্ষণে গমন করিয়া, রাজ্যলাভ ও শ্রেয়োলাভ নিমিত্ত কুকুৎস্থনন্দন রামকে সীতার সহিত উপবাস করান। বেদবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য ও বিশিষ্টরূপ ব্রত সম্পন্ন মন্ত্রজ্ঞ ভগবান্ বশিষ্ঠ রাজাকে, তাহাই হইবে, বলিয়া, মন্ত্রনিপুণ রামকে উপবাস করাইবার জন্য ব্রাহ্মণের আরোহণযোগ্য অশ্বযোজিত উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ পূর্ব্বক স্বয়ং রামভবনে গমন করিলেন। রামের গৃহ পাণ্ডুরবর্ণ আকাশের ন্যায় সুনিবিড়-প্রভাসম্পন্ন। মহামুনি বশিষ্ঠ তথায় গমন করিয়া, রথারোহণেই ক্রমে ক্রমে তিন কক্ষা অতিক্রম করত তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। পরম সম্মানাস্পদ বশিষ্ঠ প্রবেশ করিবামাত্র, রাম তাঁহার সভাজন জন্য ত্বরান্বিত হইয়া, সসম্ভ্রমে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। এবং ত্বরা পূর্ব্বক তাঁহার রথের নিকট গমন করিয়া, স্বয়ং হস্তে ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে রথ হইতে অবরোহণ করাইলেন। পুরোহিত বশিষ্ঠও প্রিয়সম্ভাষণের যোগ্যপাত্র রামকে ঐপ্রকার ব্যগ্র দেখিয়া, সম্ভাষণ ও সন্তোষ সমুৎপাদন পূর্ব্বক হর্ষিত করিয়া বলিতে লাগিলেন, রাম! পিতা তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন; তুমি রাজা হইবে। অতএব অদ্য তুমি সীতার সহিত উপবাস করিয়া থাক। কল্য প্রাতে নহুষ যেমন যযাতিকে, তেমনি তোমার পিতা রাজা দশরথ প্রীতি পূর্ব্বক তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। যথাবিধানে নিত্য-নৈমিত্তিক-কর্ম্মকারী বশিষ্ঠ এই বলিয়া শুচি হইয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক রামকে সীতার সহিত উপবাসে দীক্ষিত করিলেন। অনন্তর রাম যথাবিধানে অর্চ্চনা করিলে, রাজগুরু বশিষ্ঠ তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া, তদীয় গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। তখন রামও তথায় একত্রে উপবিষ্ট প্রিয়ংবদ

সুহৃদ্গণ কর্ত্তৃক সম্ভাজিত ও অনুজ্ঞাত হইয়া, স্বকীয় ভবনে প্রবেশ করিলেন। রামকে দর্শন করিয়া, গৃহস্থিত স্ত্রীপুরুষ সক-লেই অতিশয় আমোদিত হইয়া উঠিল। তাহাতে, ক্রীড়ামত্ত বিহ-ঙ্গম ও বিকসিত কমল পূর্ণ সরোবরের ন্যায়, রামভবনের শোভা হইল।

এদিকে, বশিষ্ঠদেব রাজভবন-সদৃশ রামভবন হইতে নির্গত হইয়া দেখিলেন, পথে অতিশয় জনতা হইয়াছে। রামের অভি-ষেক দেখিবার জন্য বৃন্দ বৃন্দ (দশ অর্ব্বুদে এক বৃন্দ) লোক সকল আগমন করাতে, অযোধ্যার রাজমার্গ সকল চতুর্দ্দিকেই অতিশয় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তৎকালে, অভ্যাগত লোক সকল তরঙ্গের ন্যায়, পরস্পর সংঘর্ষিত হইয়া, হর্ষভরে কোলা-হল করাতে, রাজপথ সকল, সাগরের ন্যায়, তুমুল শব্দ করি-তেছে। ঐ দিন অযোধ্যার পথমাত্রেই সুগন্ধি সলিলে অভিষিক্ত ও উত্তম রূপে পরিষ্কৃত, তোরণ সকলে সুগন্ধি মাল্য সুবিন্যস্ত এবং গৃহমাত্রেই ধ্বজ সকল উচ্ছ্রিত হইয়াছিল। অযোধ্যাবাসী আবাল-বনিতা লোকমাত্রেই রামাভিষেক দেখিবার জন্য নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া,সূর্য্যের উদয় প্রার্থনা করিতেছিল। ফলতঃ, অযোধ্যার এই রামাভিষেক-মহোৎসব উপলক্ষে প্রজামাত্রেই বিবিধ বেশ ভূষায় ভূষিত ও লোকমাত্রেই অতিশয় আনন্দিত এবং ইহা দেখিবার জন্য ব্যক্তিমাত্রেই উৎসুক হইয়াছিল। এই রূপে রাজমার্গে যে নিবিড় জনতা হইয়াছিল, বশিষ্ঠদেব সেই লোক সকলকে একদিক্ করিয়াই যেন, ধীরে ধীরে রাজকুলে গমন করিলেন,এবং হিমালয়ের শিখরসদৃশ অত্যুচ্চ রাজ-প্রাসাদে আরোহণ করিয়া, বৃহস্পতি যেমন ইন্দ্রের সহিত, তিনিও তেমনি দশরথের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাজা দশরথ মহর্ষিকে সমাগত দেখিয়া, প্রত্যুত্থান করত কার্য্যসিদ্ধির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বশিষ্ঠদেব নিবেদন করিলেন, যাহা আজ্ঞা করিয়াছি-লেন, তাহা সমস্তই সম্পন্ন হইয়াছে। তৎকালে একত্রে উপবিষ্ট

সভাসদ্ সকলও দশরথের সহিত একসময়েই স্ব স্ব আসন হইতে উত্থান করিয়া, মহর্ষির পূজা করিলেন। অনন্তর দশরথ গুরুদেব বশিষ্ঠের অনুমতি লইয়া, সমবেত লোকদিগকে বিদায় দিয়া, সিংহের গিরিগুহাপ্রবেশের ন্যায়, অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। অত্যুৎকৃষ্ট বেশ ভূষায় বিভূষিত প্রমদাগণ সাক্ষাৎ ইন্দ্র-ভবন সদৃশ এই অন্তঃপুর পূর্ণ করিয়াছিল। রাজা প্রবেশ করিলে, চন্দ্রোদয়ে নক্ষত্রমণ্ডলমণ্ডিত আকাশের ন্যায়, উহার শোভা সমুদ্ভূত হইল।

ষষ্ঠ সর্গ।

বশিষ্ঠদেব প্রস্থান করিলে, রাম স্নান করিয়া বিশাললোচনা ভার্য্যার সহিত একাগ্র চিত্তে নারায়ণের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যথাবিধানে নমস্কার পূর্ব্বক হবিঃপাত্র গ্রহণ করিয়া, পরম দেবতা নারায়ণের উদ্দেশে প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি দিতে লাগিলেন। অনন্তর আপনার মঙ্গলকামনায় হবিঃশেষ ভোজন করিয়া, মৌনভাবে একাগ্র চিত্তে ভগবান্ নারায়ণের ধ্যানে নিবিষ্ট হইয়া, সীতার সহিত পরম সুশোভিত বিষ্ণুমন্দিরে সুবিস্তীর্ণ কুশশয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। এবং রাত্রি এক প্রহর থাকিতে, জাগরিত হইয়া, উত্তম রূপে গৃহসজ্জা সম্পাদিত করিলেন। তৎকালে তিনি সূত, মাগধ ও বন্দিগণের মুখে মনোহর কথা সমস্ত শ্রবণ করিয়া, প্রাতঃসন্ধ্যার উপাসনাক্রমে নিবিষ্ট চিত্তে গায়ত্রী জপ এবং বিমল ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান করিয়া, অবনত মস্তকে প্রণামপুরঃসর মধুসূদনের স্তব করিলেন। পরে ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন ও পুণ্যাহ সম্পাদন করিলেন। তৎকালে ব্রাহ্মণগণের মধুর গম্ভীর পুণ্যাহশব্দ, বিবিধ বাদ্যশব্দে প্রতিধ্বনিত হইয়া, সমস্ত অযোধ্যা পূর্ণ করিয়া তুলিল। রাম সীতার সহিত

এইরূপে উপবাস করিয়াছেন, শুনিয়া, অযোধ্যানিবাসী ব্যক্তি-মাত্রেই অতিশয় আহ্লাদিত হইল।

অনন্তর রাম অভিষিক্ত হইবেন, শ্রবণ করিয়া, নগরবাসী লোক সকল রাত্রিপ্রভাত দর্শনমাত্র নগরী সুসজ্জিত করিতে প্রবৃত্ত হইল। শ্বেতবর্ণ-মেঘমণ্ডিত-পর্ব্বতশিখর সদৃশ দেবালয়, চতুষ্পথ, রথ্যা, চৈত্য, অট্টালক, বণিক্‌গণের বিবিধ-পণ্য-সম্পন্ন আপণ, গৃহস্থগণের পরম সমৃদ্ধি ও শোভা সম্পন্ন গৃহ এবং অত্যুচ্চ বৃক্ষ ও সভা সকল সর্ব্বত্রই সুন্দর পতাকা ও ধ্বজ সকল উত্তোলন করা হইল। যেখানে সেখানে নট নর্ত্তক ও সঙ্গীত-প্রবৃত্ত গায়কগণের শ্রবণমনোহর বাক্য সকল সমবেত জন সকলের শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। রামের অভিষেক উপস্থিত হওয়াতে, লোক সকল গৃহে চত্বরে সকল স্থলেই পরস্পর মিলিত হইয়া, একমাত্র অভিষেক বিষয়েই জল্পনা করিতে লাগিল। অধিক কি, বালকগণও গৃহদ্বারে দলে দলে ক্রীড়া করিতে করিতে, পরস্পর ঐ কথাই কহিতে লাগিল। রাম অভিষিক্ত হইবেন বলিয়া, নগরবাসীগণ সমুদায় রাজপথ ধুপগন্ধে আমোদিত, বিকসিত কুসুমসমূহে অলঙ্কৃত ও উত্তম রূপে সুশোভিত করিল। এবং, অভিষেক সমাধা হইলে, রাম গজস্কন্ধে আরোহণ করিয়া নগরের শোভাদর্শনার্থ বহির্গত হইবার পুর্ব্বেই পাছে রাত্রি উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কায় তাহারা তৎকালে নগরীর শোভা প্রদর্শন ও স্বয়ং রামকে দর্শন করিবার জন্য বৃক্ষের ন্যায় বিবিধশাখাবিশিষ্ট দীপস্তম্ভ সকল পথের উভয় পার্শ্বেই স্থাপন করিল।

এই রূপে নগরবাসী সকল রামের যৌবরাজ্যে অভিষেক আকাঙ্ক্ষায় অযোধ্যার শোভা সম্পাদন পূর্ব্বক সকলেই সভা ও চত্বর সর্ব্বত্র দলে দলে মিলিত হইয়া, পরস্পর রাজা দশরথের প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিল, আহা ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন মহানুভব রাজা দশরথ, আপনাকে বৃদ্ধ জানিয়া, রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত

করিবেন। রাম লোকমাত্রেরই ধর্ম্ম ও অর্থাদি উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট বৃত্তি সকল যথাযথ অবগত আছেন। ইনি রাজা হইয়া চিরকাল আমাদের রক্ষা করিবেন। ইহাতে আমরা সকলেই অনুগৃহীত হইলাম। রামের মন উদ্ধত নহে। ইনি বিদ্বান্, ধার্ম্মিক ও ভ্রাতৃবৎসল এবং আমাদের সকলকেই সহোদরের ন্যায় স্নেহ করেন। নিষ্পাপ ধর্ম্মাত্মা রাজা দশরথ চিরজীবী হউন। যেহেতু, ইহাঁর প্রসাদে আমরা রামকে অভিষিক্ত দেখিব। রামের অভিষেকবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, নানা দিক্ হইতে যে সকল জনপদবাসী লোক তথায় সমবেত হইয়াছিল, তাহারা নগরবাসিগণের মুখে ঐরূপ কথা সমস্ত শ্রবণ করিতে লাগিল। ঐরূপে জনপদবাসী ব্যক্তি সকল রামের অভিষেক দর্শনার্থ নানা দিক্ হইতে আগমন করিয়া, অযোধ্যানগরী পূর্ণ করিয়া তুলিল। পূর্ণিমা বা অমাবস্যা সময়ে অতিমাত্র বেগ বর্দ্ধিত হইলে, সাগরের যেমন গভীর শব্দ হয়, তৎকালে সেই সমবেত লোক সকল পুরীমধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য ইতস্ততঃ ব্যগ্র হইয়া বিচরণ করত, সেইরূপ তুমুল কোলাহল শুনিতে পাইল। ফলতঃ, সমুদ্রের ন্যায় প্রকাণ্ডাকৃতি জলজন্তুগণে সমুদ্রের জলরাশি যেমন বিক্ষুভিত হইয়া শব্দ করিয়া থাকে, রামাভিষেকদর্শনার্থ সমাগত উল্লিখিত জনপদবাসী লোক সকলে চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হওয়াতে অমরাবতী সদৃশ অযোধ্যানগরীও তেমনি কোলাহলময় হইয়া, শোভা ধারণ করিল।

সপ্তম সর্গ।

মন্থরা কৈকেয়ীর মাতৃকুলের দাসী এবং কৈকেয়ীর সহিত বাস করিত। সে, চতুর্দ্দিকেই লোকের কোলাহল শ্রবণ পূর্ব্বক কৈকেয়ীকে তদ্বৃত্তান্ত জানাইবার জন্য আপন ইচ্ছাতেই শশাঙ্কধবল সৌধশিখরে আরোহণ করিল এবং তথা হইতে অবলোকন করিল, সমুদায় অযোধ্যার রাজপথই জলসিক্ত, কমল ও

উৎপল সকল চতুর্দ্দিকেই প্রক্ষিপ্ত, এবং রাজযোগ্য ধ্বজ ও পতাকা সকলে অতিশয় শোভা সম্পন্ন হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে নিম্নোন্নত প্রদেশ সকলে পথ সকল নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এবং উৎসবাদি উপলক্ষে নিবিড় জনতা সময়েও ইচ্ছানুসারে প্রবেশ করিয়া বহির্গত হওয়া যায় এই উদ্দেশেও পথ সকল প্রস্তুত করা হইয়াছে: উহার সকলস্থলই চন্দনসলিলে অভিষিক্ত এবং ব্যক্তিমাত্রেই তৈলাদি মর্দ্দন পূর্ব্বক উত্তমরূপে স্নান করিয়াছে। ব্রাহ্মণগণ রামকে উপহার দিবার জন্য মাল্য ও মোদক হস্তে যেখানে সেখানে কোলাহল করিয়া বেড়াইতেছেন। সুধা(চূণ) ও চন্দনাদির প্রলেপ প্রযুক্ত সমুদায় দেবগৃহদ্বারই শুক্লবর্ণে রঞ্জিত এবং চতুর্দ্দিকেই সর্ব্বপ্রকার বাদ্যধ্বনি ও বেদধ্বনি উত্থিত হইতেছে। অতিশয় আহ্লাদিত লোক সকলে চারি দিকই পূর্ণ করিয়াছে। হস্তী ও অশ্ব সকলও অতিশয় হর্ষিত এবং বৃষ সকলও আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিয়া বেড়াইতেছে। পুরবাসিগণের হর্ষ ও আমোদের সীমা নাই। এবং চতুর্দ্দিকেই ধ্বজ সকল উড্ডীন হইতেছে। দর্শন করিয়া মন্থরার মনে অতিশয় বিস্ময় উপস্থিত হইল। তৎকালে, রামের ধাত্রী শুভ্রবর্ণ পট্টবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক নিকটবর্ত্তী প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেছিল। হর্ষ বশতঃ তাহার লোচনযুগল অতিশয় প্রফুল্ল হইয়াছিল। মন্থরা তাহাকে দর্শন করিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, ধাত্রি! রামজননী কৌশল্যা কিজন্য অতিশয় হর্ষিতা হইয়া, আত্মীয়গণের কল্যাণকামনায় লোক সকলকে ধন দান করিতেছেন? কিজন্যই বা এই লোক সকলও অতিমাত্র হর্ষিত হইয়া উঠিয়াছে। রাজাই বা নিরতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কোন্ কার্য্য সম্পাদন করিবেন? আমাকে বল। ধাত্রী অতিশয় আনন্দ ও আহ্লাদে আটখানা হইয়া, মন্থরাকে কহিল, রাজা দশরথ রামকে মহীয়সী রাজলক্ষ্মী অর্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আগামী কল্য পুষ্যাযোগে তিনি ক্রোধহীন ও পাপহীন রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন।

ধাত্রীর বাক্য শ্রবণ করিয়া, কুব্জার প্রাণে সহ্য হইল না। সে তৎক্ষণাৎ কৈলাসশিখরসদৃশ প্রাসাদ হইতে অবরোহণ করিল। লোকের অনিষ্ট দর্শন করাই স্বভাব তাহার। সুতরাং ক্রোধে তাহার সর্ব্বশরীর দগ্ধ হইতে লাগিল। কৈকেয়ী তৎকালে শয়ন করিয়া ছিলেন। সে, তদবস্থাতেই তাঁহাকে গিয়া কহিল, অয়ি মূঢ়ে! গাত্রোত্থান কর। কি জন্য শয়ন করিয়া আছ? তোমার মহাবিপদ উপস্থিত। তুমি দুঃখের রাশিতে মগ্ন হইয়াছ, জানিতে পারিতেছ না। তোমার স্বামী দেখিতে তোমার অনুকূল; কিন্তু ব্যবহারে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। সুতরাং, স্বামী আমাকেই ভাল বাসেন এবং আমারই বশীভূত ইত্যাদি প্রকারে তুমি যে শ্লাঘা করিয়া থাক, তাহা সমুদায়ই মিথ্যা। সূর্য্য গ্রীষ্ম ঋতুতে গমন করিলে, নদীর স্রোতঃ যেমন রুদ্ধ হইতে থাকে, তোমার সৌভাগ্যও তেমনি এক কালেই বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে।

পাপদর্শিনী মন্থরা ক্রোধভরে এইপ্রকার পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিলে, কৈকেয়ী অতিশয় বিষাদিতা হইলেন। এবং কহিলেন, মন্থরে! আমার কি কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে? সেইজন্য তোমার মুখ মলিন ও অতিশয় দুঃখ হইয়াছে, দেখিতেছি।

কোন্ সময়ে কিরূপে কথা বলিতে হয়, মন্থরা সে বিষয়ে বিলক্ষণ পটু ছিল। সে কৈকেয়ীর এই মধুরাক্ষর বাক্য শ্রবণ করিয়া, অতিশয় ক্রুদ্ধা হইয়া বলিতে প্রবৃত্ত হইল। যাহাতে কৈকেয়ীর ভাল হয়, তাহাতে তাহার সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল। তজ্জন্য তাহার অত্যন্ত বিষাদ উপস্থিত হইল। তখন সে কৈকেয়ীকেও বিষণ্ণ ও রামের প্রতি তাঁহার সমুদায় স্নেহই বিনষ্ট করিয়া কহিতে লাগিল, দেবি। এত দিনে তোমার সৌভাগ্যনাশের যে কারণ ঘটিয়াছে, কোন মতেই তাহার প্রতিকার সাধ্য নহে। রাজা দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে উদ্যত হইয়াছেন। শুনিয়াই আমি অগাধ ভয়ে মগ্ন ও দুঃখ শোকে

অভিভূত হইয়াছি। এবং যেন অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছি। অধুনা, তোমারই হিতের জন্য এখানে আসিলাম। হে কৈকেয়ি! তোমার দুঃখে আমার অতিশয় দুঃখ ও তোমার বৃদ্ধিতে আমারও বৃদ্ধি হইয়া থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই। তুমি রাজকুলে জন্মিয়াছ, আবার, রাজার মহিষী হইয়াছ। অতএব দেবি! রাজধর্ম্ম কিরূপ ভয়ঙ্কর, তাহা বুঝিতে পারিতেছ না কেন? তোমার স্বামী মুখে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করেন, কিন্তু অন্তরে শঠতায় পূর্ণ। ইহাঁর হৃদয়ও অতিশয় ক্রূর। ইনি কেবল মৃদু হাস্য পূর্ব্বক মধুর কথা কহিয়া তাহা ঢাকিয়া আছেন। তুমি সরলহৃদয়া বলিয়া কিছুই জানিতে পার না। সেইজন্য ইহাঁকে সরল ভাবিয়া থাক এবং সেইজন্যই বঞ্চিতাও হইয়াছ। কোন মতে কৌশল্যার অনিষ্ট না হয়, তাহাতে ইনি অন্তরের সহিত সাবধান থাকেন। তোমাকে কেবল অনর্থক মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া রাখেন। বলিতে কি, অদ্য ইনি কৌশল্যার মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন। তোমার প্রতি ইহাঁর মন অতি অশুদ্ধ। সেইজন্য ইনি ছলক্রমে ভরতকে তোমার পিতৃকুলে দূর করিয়া দিয়া, উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া, রামকে নিষ্কণ্টক রাজ্য দান করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ফলতঃ, দশরথ তোমার পতিরূপী শত্রু এবং সর্পের ন্যায় অতিশয় ক্রূর। তুমি কিছুই বুঝিতে পার না। এইজন্য জননীর ন্যায় হিতকামনায় উহাকে অঙ্গে ধারণ করিয়াছ। কিন্তু শত্রু ও সর্পকে বিনাশ না করিয়া, উপেক্ষা করিলে, তাহারা যে অনিষ্ট করে, রাজা দশরথও এখন সপুত্রা তোমার তেমনি অনিষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছেন। দেখ, তুমি চিরকাল সুখে থাকিবার উপযুক্ত। কিন্তু তিনি রামকেরাজ্য দিয়া বংশপরম্পরা ক্রমে তোমার সর্ব্বনাশ করিলেন। দশরথের ধর্ম্ম নাই এবং তাঁহার মিষ্ট বাক্যেও কোন ফল নাই। তুমি সরল বলিয়া, এ সকল কিছুই বুঝিতে পার না। বিশেষতঃ, অতি দুঃখেও অতি সুখের ন্যায় বিস্ময় প্রকাশ করা তোমার স্বভাব। যাহা হউক, কৈকেয়ি! তুমি এখন সময় পাইয়াছ;

এই বেলা শীঘ্র আপনার ভাল করিয়া লও এবং ভরতকে, আমাকে ও আপনাকেও রক্ষা কর।

সুমুখী কৈকেয়ী শয়ন করিয়াছিলেন। মন্থরার বাক্য শ্রবণমাত্র হর্ষিতা হইয়া, তৎক্ষণাৎ শারদীয় শশিকলার ন্যায় উত্থিতা হইলেন। এবং অতি সন্তুষ্টা ও বিস্মিতা হইয়া, কুব্জাকে দিব্য সুন্দর আভরণ প্রদান করিলেন। প্রমদোত্তমা কৈকেয়ী মন্থরাকে অলঙ্কার দান করিয়া, পুনরায় সহর্ষে কহিলেন, অয়ি মন্থরে! তুমি আমাকে অতিশয় প্রিয় সংবাদ প্রদান করিলে। তুমি যে আমাকে এই প্রিয় বার্ত্তা বলিলে, ইহার উপযুক্ত তোমার আর কি করিব, বল। রাম ও ভরতে আমি কিছুই ভিন্ন ভাব দেখি না। সেইজন্য, রাজা রামকে রাজ্য দিবেন, শুনিয়া, সন্তুষ্ট হইলাম। অয়ি প্রিয়পাত্রি মন্থরে! রাম রাজা হইবেন, এই সুন্দর কথা আমার যত ভাল লাগে, আর কোন কথাই আমার তেমন অধিক ভাল লাগে না। তুমি আমাকে অমৃতের ন্যায় অতি মনোহর সেই কথাই বলিলে। এই জন্য, আমি তোমায় পারিতোষিকস্বরূপ উৎকৃষ্ট বর প্রদান করিব, তুমি প্রার্থনা কর।

অষ্টম সর্গ।

তখন মন্থরা কৈকেয়ীর প্রতি অসূয়া প্রদর্শন পুর্ব্বক তাঁহার প্রদত্ত অলঙ্কার দূরে বিসর্জ্জন করিয়া, কোপ ও দুঃখভরে কহিতে লাগিল, তোমার কিছুমাত্র বোধ নাই। তুমি কিজন্য অস্থলে হর্ষ প্রকাশ করিলে? তুমি যে শোকসাগরে মগ্ন হইয়াছ, তাহা বুঝিতে পারিতেছ না। হে দেবি! তোমার ঘোর বিপদ উপস্থিত। এ সময় তোমার শোক করিবারই কথা; কিন্তু তুমি হর্ষ প্রকাশ করিতেছ; দেখিয়া আমি অতিশয় দুঃখিতা

হইয়া, মনে মনে তোমাকে উপহাস করিতেছি। সাক্ষাৎ মৃত্যু-স্বরূপ পরম শত্রু সপত্নীপুত্রের বৃদ্ধিতে কোন্ বুদ্ধিমতী স্ত্রী আহ্লাদিতা হইয়া থাকে? অতএব, তোমার এই দুর্ব্বুদ্ধি দেখিয়া, আমার শোক হইতেছে। এই রাজ্য কাহারও নিজস্ব নহে। সুতরাং রাম ভরতকেও ভয় করিয়া থাকেন। আবার, যে যাহাকে ভয় করে, সেই ভীতব্যক্তি হইতেও তাহার ভয় ঘটিয়া থাকে। সুতরাং, রাম রাজা হইলেই, ভরতের সর্ব্বনাশ করিবেন। ইহাই ভাবিয়া আমার বিষাদ উপস্থিত হইয়াছে। মহাবাহু লক্ষ্মণ সর্ব্বান্তঃকরণেই রামের অনুগত। আবার, লক্ষ্মণ যেমন রামের, শত্রুঘ্ন তেমনি ভরতের আনুগত্য করেন। সুতরাং লক্ষ্মণ হইতে রামের অথবা শত্রুঘ্ন হইতে ভরতের কোনরূপ ভয়সম্ভাবনা নাই। হে ভামিনি! নিকটানিকটি জন্ম ধরিলেও, ভরতেরই রামের রাজ্য আক্রমণ করিবার অধিক সম্ভাবনা; লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন কনিষ্ঠ বলিয়া তাঁহাদের কখন সেরূপে আক্রমণ করিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং, রামের হস্তে তোমার ভরতেরই সর্ব্বনাশ দেখিতেছি। রাম আবার সকল শাস্ত্রেই সুপণ্ডিত, ক্ষত্রিয়গণের আচার ব্যবহার সকলই বিশেষরূপে জানেন এবং যে সময়ে যাহা করিতে হয় তাহা তখনই করিয়া থাকেন। সুতরাং, রাম হইতে তোমার পুত্রের যে মন্দ ঘটিবে, তাহা এখন অবধি ভাবনা করিয়া ভয়ে আমার শরীর কাঁপিতেছে। বুঝিলাম, কৌশল্যাই ভাগ্যবতী, যাঁহার পুত্র রাম কল্য পুষ্যা-নক্ষত্রে প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণ দ্বারা যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবে। এখন এই পৃথিবী কৌশল্যারই হইল। সুতরাং, তাহার আহ্লাদের সীমা থাকিবে না। তাহার শত্রু সকল নষ্ট হইল এবং তাহার নামও দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তোমাকে এখন দাসীর ন্যায় কৃতাঞ্জলি হইয়া কৌশল্যার সেবা করিতে হইবে। এই রূপে তুমি আমাদের সহিত তাহার দাসী হইবে এবং তোমার পুত্র ভরতও রামের দাস হইবেন। ভরত দাস হইলে,

সীতা ও তাহার সখী সকল নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট এবং তোমার পুত্রবধূ ও তাহার সহচরী সকল বিষাদিতা হইবেন"।

মন্থরাকে নিতান্ত নিরানন্দা হইয়া এইপ্রকার বলিতে দেখিয়া, কৈকেয়ী রামের গুণ সকলের প্রশংসা করিয়া কহিতে লাগিলেন, রাম ধার্ম্মিক, গুণবান্, সত্যশীল, কৃতজ্ঞ, শিক্ষিত ও নির্ম্মল-স্বভাব এবং রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র, অতএব তিনিই যুবরাজ হইবার উপযুক্ত পাত্র। দীর্ঘায়ু রাম রাজা হইয়া পিতা যেমন পুত্রের, তেমনি ভ্রাতৃগণের পালন করিবেন। কুব্জে! তবে তুমি রামের অভিষেক শুনিয়া কি জন্য শোক করিতেছ? দেখ, রাম যদি শতবৎসর পরে ইচ্ছা করেন, তখন আমার ভরতও পিতৃপিতামহ রাজ্য পাইতে পারিবেন। এই রূপে যখন ভবিষ্যতে ভরতে-রও অভিষেকের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে, তখন মন্থরে! তুমি কি জন্য এই উপস্থিত মহোৎসবে শোকে দগ্ধ হইয়া, পরিতাপ করিতেছ? ভরত সুখে থাকেন, ইহা যেমন প্রার্থনীয়, রাম সুখী হয়েন, ইহা আবার তাহা অপেক্ষাও অধিক প্রার্থনীয়। কেননা, রাম কৌশল্যা অপেক্ষাও আমার অধিকতর সেবা করিয়া থাকেন। আর, রামের যদি রাজ্য হয়, ভরতেরও হইবে। কেননা, রাম, ভ্রাতৃগণকে আপনার ন্যায়, জ্ঞান করেন, কোন রূপেই আপনা হইতে ভিন্ন ভাবেন না।

কৈকেয়ীর বাক্য শুনিয়া মন্থরা অত্যন্ত দুঃখিতা হইল এবং দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিল, মন্দকে ভাল দেখা তোমার স্বভাব। তোমার কিছুই জ্ঞান নাই। সেই জন্য, তুমি যে, শোক ও বিপদ্‌পূর্ণ দুঃখসাগরে মগ্ন হইতেছ, তাহা জানিতে পারিতেছ না। হে কৈকেয়ি! রাম রাজা হইবেন। তাহা হইলে, তাঁহার পুত্রও রাজ্য পাইবেন। সুতরাং, তোমার ভরত এক বারেই রাজবংশের বাহির হইলেন। হে ভামিনি! রাজার সকল পুত্রই রাজ্য পান না। কেননা, সকলে রাজা হইলে, ঈর্ষ্যাপ্রযুক্ত পরস্পর প্রজাপীড়ন জন্য অত্যন্ত অন্যায়

ঘটিয়া থাকে। হে কৈকেয়ি! এইজন্যই নরপতিগণ জ্যেষ্ঠ পুত্রে রাজ্যতন্ত্র স্থাপন করেন। হে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি! জ্যেষ্ঠ যদি গুণবান্ না হন, তবেই গুণবান্ কনিষ্ঠ পুত্রেরা রাজ্যে স্থাপিত হইয়া থাকেন। অয়ি দয়াশীলে! রাম যদি রাজা হন, তাহা হইলে তোমার পুত্র অনাথের ন্যায় অত্যন্ত হীন এবং একবারেই সুখভ্রষ্ট ও রাজবংশের বাহির হইবেন। আমি এই সকল বিশেষরূপে জানাইবার জন্যই তোমার নিকট আসিয়াছি। কিন্তু তুমি আমাকে তোমার হিতকারিণী বলিয়া বুঝিতে পারিতেছ না। সেইজন্য, সপত্নীর বৃদ্ধিতেও আমাকে তুমি পারিতোষিক দিতে উদ্যত হইয়াছ। রাম নিষ্কণ্টকে রাজ্য পাইয়া নিশ্চয়ই তোমার পুত্রকে দেশান্তরে বা লোকান্তরে প্রেরণ করিবেন। নিকটে থাকিলে, লোকের প্রতি লোকের মায়া জন্মিয়া থাকে। দেখ, বৃক্ষলতাদি স্থাবরগণ পরস্পর নিকটে থাকিলে, পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া, সৌহার্দ্দ প্রকাশ করে। কিন্তু তুমি ভরতকে মাতুলালয়ে পাঠাইয়া, রাজার কাছ ছাড়া করিয়াছ। ভরত বালক, কিছুই জানেন না। এসময় শত্রুঘ্ন এখানে থাকিলেও, ভরতের অনেক উপকার হইত। কিন্তু লক্ষ্মণ যেমন রামের, শত্রুঘ্ন তেমনি ভরতের, অনুগত। ভরতের এইরূপ অনুগত বলিয়া তিনিও তাঁহার সহিত গমন করিয়াছেন। শুনা যায়, বনজীবীগণ কোন বৃক্ষ ছেদনে উদ্যত হইলে, তাহার চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী কণ্টকময় গুল্ম সকল তাহাকে এই মহাবিপদে উদ্ধার করিয়াছিল। এই রূপে একের সাহায্যে অন্যের উপকারঘটনা সংসারে দুর্লভ নহে। লক্ষ্মণ রামের ও রাম লক্ষ্মণের রক্ষা করিয়া থাকেন; অশ্বিনীকুমারদিগের ন্যায়, রাম লক্ষ্মণের এই প্রকার সৌভ্রাত্র লোকমধ্যে বিখ্যাত হইয়াছে। সুতরাং রাম, লক্ষ্মণের কিছুমাত্র অনিষ্ট করিবেন না; তোমার পুত্র ভরতেরই সর্ব্বনাশ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব রাম রাজগৃহ হইতেই বনে যান, ইহাই আমার এক্ষণে উত্তম পরামর্শ বোধ

হইতেছে। ইহাতে তোমারও খুব ভাল হইবে। এবং তোমার জ্ঞাতিপক্ষেরও জীবন ও সুখ সকলই রক্ষা পাইবে। আর, যদি ভরত ধর্ম্মানুসারে পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে ত কোন কথাই নাই। নতুবা, সর্ব্বনাশ দেখিতেছি। কেন না, ভরত বালক ও সর্ব্বদা সুখে থাকিবারই উপযুক্ত; বিশেষতঃ, ইনি রামের সহজ শত্রু। সুতরাং, রাম অর্থশালী হইলে, ভরত অর্থহীন হইয়া, রামের বশে কখন বাঁচিয়া থাকিতে পারিবেন না। অতএব বনমধ্যে সিংহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত গজরাজের ন্যায় রামের আক্রমণে-পতিত ভরতকে তুমি উদ্ধার কর। দেখ, তুমি পূর্ব্বে সৌভাগ্যগর্ব্বে তোমার সপত্নী রামজননী কৌশল্যাকে অপদস্থা করিয়াছ। তিনি এখন সেই শত্রুতার শোধ না করিবেন কেন? হে ভামিনি! রাম এই প্রভূত সাগর ও পর্ব্বত সমেত পৃথিবী প্রাপ্ত হইলেই, তোমাকে ভরতের সহিত সর্ব্বাংশেই হীন ও দাসী হইতে হইবে। রাম পৃথিবীর পতি হইলে, নিশ্চয়ই ভরতের বিনাশ ঘটিবে। অতএব এই বেলা ভরতের রাজ্য ও রাম যাহাতে বনে যান, তাহার উপায় বিশেষরূপে চিন্তা কর।

নবম সর্গ।

মন্থরা এইপ্রকার কহিলে, কৈকেয়ীর মুখমণ্ডল ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, কুব্জাকে কহিলেন, আমি আজিই রামকে এখান হইতে শীঘ্র বনে পাঠাইব এবং ভরতকে আজিই যুবরাজ করিব। এক্ষণে, ভরত রাজা হয়েন; এবং রাম কোন অংশেই রাজ্য না পান, ইহা কি উপায়ে সম্পন্ন করিতে পারি, তাহা ভাবিয়া দেখ। পাপদর্শিনী

মন্থরা কৈকেয়ীর এই বাক্যে রামের স্বার্থহানি করত তাঁহাকে বলিতে লাগিল,কৈকেয়ি! যাহাতে রাম রাজা না হইয়া, তোমার ভরতই রাজা হন, আমি সেই উপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর; এবং তুমিও স্বয়ং ইহা ভাবিয়া দেখ। হে কৈকেয়ি! যে উপায়ে তোমার নিজের ইষ্টসিদ্ধি হয়, তুমি অনেকবার আমাকে তাহা বলিয়াছ। তোমার কি তাহা মনে নাই? না, মনে আছে, গোপন করিতেছ এবং আমারই মুখে শুনিতে ইচ্ছা করিতেছ? অয়ি বিলাসিনি! যদি আমারই মুখে শুনিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে, শুন, বলিতেছি। শুনিয়া যাহা যুক্তিসিদ্ধ হয়, কর।

কৈকেয়ী মন্থরার এই কথা শ্রবণ করিয়া, বিচিত্র আস্তরণ বিশিষ্ট শয্যা হইতে ঈষৎ উত্থিতা হইয়া কহিতে লাগিলেন অয়ি মন্থরে! যে উপায় করিলে, রাম কোন অংশেই রাজা না হইয়া, ভরতই রাজ্যেশ্বর হন, সেই উপায় আমাকে বল।

দেবী কৈকেয়ী তৎকালে এইপ্রকার কহিলে, পাপদর্শিনী মন্থরা রামের স্বার্থহানি করত তাঁহাকে বলিল, পূর্ব্বে দেবতাদের সহিত অসুরদিগের যুদ্ধ ঘটিলে, তোমার স্বামী দশরথ তোমাকে সঙ্গে করিয়া, অন্যান্য রাজর্ষিদিগের সহিত ইন্দ্রের সাহায্য করিবার জন্য গমন করেন। হে কৈকেয়ি! দক্ষিণ দিক্ আশ্রয় করিয়া দণ্ডকনামে যে জনপদ আছে, তাহার অন্তর্ব্বর্ত্তী বৈজয়ন্ত নামে সুবিখ্যাত নগরে তিমিধ্বজ নামে রাজা ছিলেন। এই তিমিধ্বজই পৃথিবীতে শম্বর নামে বিখ্যাত। মহাসুর শম্বর সর্ব্বাংশেই প্রশংসিত এবং শত শত মায়া অবগত ছিল। সমুদায় দেবতা ও ইন্দ্রের সহিত এই শম্বরেরই যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই তুমুল যুদ্ধে দেবপক্ষীয় পুরুষগণ ক্ষতবিক্ষত হইয়া রাত্রিতে নিদ্রিত হইলে, রাক্ষসেরা তাঁহাদিগকে শয্যা হইতে মহাবেগে টানিয়া ফেলিয়া, বধ করিয়া যাইত। মহাবাহু রাজা দশরথ তৎকালে অসুরদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অসুর-

দিগের শস্ত্রাঘাতে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া, তাঁহার মূর্চ্ছা হইলে, হে দেবি! তুমি তাঁহাকে যুদ্ধস্থল হইতে দূরে লইয়া গিয়া রক্ষা করিয়াছিলে। হে শুভদর্শনে! তাহাতে তিনি তুষ্ট হইয়া, তোমাকে দুইটী বর দিতে উদ্যত হয়েন। তুমি তাঁহাকে কহিয়াছিলে, হে স্বামিন্! যখন ইচ্ছা হইবে, তখনই ঐ বর গ্রহণ করিব। মহাত্মা দশরথ তাহাতেই সম্মত হইলেন। হে দেবি! আমি এ কথার কিছুই জানিতাম না। কেবল তুমিই আমাকে পূর্ব্বে ইহা বলিয়াছিলে। আমি তোমার প্রতি প্রীতি বশতঃ একথা এতকাল মনে করিয়া রাখিয়াছি। অতএব স্বামিকে বলে ধরিয়া তুমি রামের অভিষেকে ক্ষান্ত কর; অর্থাৎ ভরতের অভিষেক ও রামের চৌদ্দবৎসর বনবাস এইরূপে ঐ বর দুইটী তুমি তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর। রাম চৌদ্দবৎসর বনে থাকিলেই, ভরত প্রজাগণের আন্তরিক অনুরাগ লাভ করিয়া, আপনার পদে স্থায়ী হইবেন। অয়ি অশ্বপতিনন্দিনি! তুমি আর বিলম্ব না করিয়া, অদ্যই ক্রুদ্ধার ন্যায়, মলিন বস্ত্র পরিধান ও ক্রোধাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক শোকভরে রোদন করিতে করিতে শুদ্ধ মাটীর উপর শয়ন করিয়া থাক। রাজাকে দেখিলে, তাঁহার দিকে কোনক্রমেই চাহিও না এবং তাঁহার সহিত কথাও কহিও না। রাজা তোমাকে সর্ব্বদাই অত্যন্ত স্নেহ করেন, ইহাতে আমার কোনই সন্দেহ নাই। বলিতে কি, তোমার জন্য তিনি আগুণেও প্রবেশ করিতে পারেন। তোমাকে রাগাইতে তাঁহার শক্তি নাই; আবার, তুমি রাগ করিলে, তোমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও তাঁহার ক্ষমতা হয় না। তোমার ভালর জন্য তিনি প্রাণ দিতেও পারেন। অতএব তোমার কথা কখন তিনি লঙ্ঘন করিবেন না। অয়ি আত্মবিস্মৃতে! ইহাতে তুমি নিজের সৌভাগ্যের কতদূর প্রভাব বিচার করিয়া দেখ। দশরথ তোমায় মানিনী দেখিয়া, মণি, মুক্তা, স্বর্ণ, ও রত্ন সকল দিতে চাহিবেন। সাবধান, তুমি

সে সকলে মন করিও না। দেবাসুরযুদ্ধে দশরথ তোমায় যে দুইটী বর দিতে অঙ্গীকার করিয়া রাখিয়াছেন, তুমি কেবল সেই দুইটীই তাঁহার মনে পড়াইয়া দিবে। অয়ি ভাগ্যবতি! এ বিষয় কোন অংশেই ভুলিয়া যাইও না। রাজা যখন স্বয়ং তোমায় ভুমি হইতে তুলিযা, বর দিতে চাহিবেন, তখন তুমি তাঁহাকে সত্যবদ্ধ করাইয়া, এই বর লইবে, হে মহারাজ! তুমি রামকে চৌদ্দবৎসর বনে দিয়া, ভরতকে পৃথিবীর রাজা কর। রাম চৌদ্দবৎসর বনে থাকিলেই, ইতিমধ্যে তোমার পুত্রের রাজ্য দৃঢ় ও বদ্ধমূল হইয়া, শেষ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে। অতএব দেবি! তুমি রামের বনবাস বর প্রার্থনা কর। তাহা হইলে, তোমার পুত্রের সকল কামনাই সিদ্ধ হইবে। রামও বনে গেলে, আর সে রাম থাকিবে না। তোমার ভরত তখন নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিবেন। আর, রাম যেকালে বন হইতে ফিরিয়া আসিবে, ততদিনে তোমার ভরত ঘরে বাহিরেই সকল লোককে বশ করিয়া লইয়া, সুহৃদগণের সহিত রাজ্যে বদ্ধমূল হইয়া যাইবেন। এইবেলা তুমি নির্ভয় হইয়া, রাজাকে রামের অভিষেকসংকল্প হইতে বলপূর্ব্বক নিবৃত্ত কর। আমার মতে রাজাকে নিবৃত্ত করিবার ইহাই উপযুক্ত সময়। আর বিলম্ব করিও না।

মন্থরা এই রূপে মন্দকে ভাল বলিয়া বুঝাইয়া দিলে, কৈকেয়ী আহ্লাদিতা হইয়া, তাহা করিতে অঙ্গীকার করিলেন। নবপ্রসূতা ঘোটকী যেমন স্বীয় শিশুর জন্য বিপথে গমন করে, কৈকেয়ী তেমনি ভরতের জন্য মন্থরার বাক্যে কুপথে প্রবৃত্তা হইলেন। এবং অত্যন্ত বিস্মিতা হইয়া, বিরুদ্ধ বুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক তাহাকে কহিলেন, মন্থরে! তুমি যেমন সকলের শ্রেষ্ঠ, তেমনি অত্যুৎকৃষ্ট কথা সকলও বলিতে পার। তোমার যে বিশেষরূপ জ্ঞান আছে, তাহাতে আমার অশ্রদ্ধা নাই। ফলতঃ, পৃথিবীতে যে সকল কুব্জা আছে, বুদ্ধি পূর্ব্বক কার্য্যনিশ্চয় করিতে

তুমি তাহাদের সকলের অপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ। তুমিই কেবল আমার হিত ইচ্ছা করিয়া থাক এবং আমার অর্থে তুমি সর্ব্বদাই কায় মনে যত্ন কর। হে কুব্জে! রাজা যে কি করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তুমি বুঝাইয়া না দিলে, তাহা বুঝিতে পারিতাম না। বলিতে কি, আর আর যে সকল কুব্জা আছে, তাহাদের আকার প্রকার অতি জঘন্য; তাহাদিগকে দেখিলে, পাপ জন্মে। কিন্তু পদ্ম যেমন বায়ুবেগে নত হইয়া পড়িলেও, তাহা সুন্দর দেখায়; তুমিও কুঁজভারে তেমনি অত্যন্ত নত হইলেও, দেখিতে অতি-সুন্দর। তোমার বক্ষঃস্থল মাংসপিণ্ডে ব্যাপ্ত হইয়া স্কন্ধ পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। বক্ষঃস্থলের ঐপ্রকার উন্নতি দেখিয়াই যেন তাহার নিম্নদেশে উদর লজ্জায় কৃশ হইয়া গিয়াছে। তোমার নাভি অতি সুন্দর, জঘন অতি বিস্তৃত, পয়োধর অতি স্থূল, এবং তোমার মুখ, চন্দ্রের ন্যায়, অতি মনোহর। অধিক কি, তোমার জঘন যেমন পরিষ্কৃত, চন্দ্রহারে তেমনি ভূষিতও হইয়াছে। আহা, মন্থরে! এই সকলে তোমার কি শোভাই হইয়াছে! তোমার জঙ্ঘা দুইটী সুবিন্যস্ত, পা দুখানি বেশ দীর্ঘ এবং সক্‌থি দুইটীও সুবিস্তৃত। অয়ি শোভাময়ী মন্থরে! তুমি যখন পট্টবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক আমার অগ্রে অগ্রে গমন কর, তখন তোমার অত্যন্ত শোভা হইয়া থাকে। অসুররাজ শম্বরের যে সহস্র মায়া ছিল, সে সকল আসিয়া তোমারই হৃদয়ে স্থান লইয়াছে। তদ্ভিন্ন, অন্যান্য সহস্র মায়াও উহাতে নিবিষ্ট আছে। তোমার এই স্থগু (কুঁজ) রথচক্রের মধ্যভাগের ন্যায় বিস্তৃত ও দীর্ঘ। ইহাতে বুদ্ধি, রাজনীতি ও মায়াসকল বাস করিতেছে। ভরত রাজা হইলে এবং রাম বনে গেলে, হে সুন্দরি! আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে। তখন, আমি সন্তুষ্ট হইয়া, উত্তম খাটি সোণার সুচিক্কণ মালা গড়াইয়া তোমার এই কুঁজে পরাইয়া দিব এবং উত্তম চন্দন দ্বারা ইহা লিপ্ত করিব। হে কুব্জে! তোমার মুখেও সোণার উৎকৃষ্ট ও বিচিত্র তিলক দিব এবং

তোমার জন্য উত্তম অলঙ্কার সকলও গড়াইব। তুমি ঐ সকল অলঙ্কার ও সুন্দর বস্ত্র পরিধান করিয়া, দেবতার ন্যায় বিচরণ করিবে। তিলকাদি ধারণ করিলে, তোমার মুখের তুলনা থাকিবে না। এবং উহাতে চন্দ্রেরও গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া যাইবে। তখন তুমি শত্রুগণের প্রতি গর্ব্ব করিয়া, সকলের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গতিতে গমন করিবে। আর, তুমি যেমন সর্ব্বদা আমার চরণ-সেবা কর, তখন, তেমনি কুব্জা সকল সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া, তোমারও পদসেবা করিবে।

কৈকেয়ী, বেদিমধ্যে অগ্নিশিখার ন্যায়, সুন্দর শয্যায় শয়ন করিয়া এই প্রকারে প্রশংসা করিতে লাগিলে, মন্থরা তাঁহাকে কহিল, জল বহিয়া গেলে, সেতু বাঁধিয়া কোন ফলই হয় না। অতএব উঠিয়া, ক্রোধাগারে রাজাকে দেখা দাও এবং আপনার ভাল করিয়া লও।

মন্থরা এই রূপে সবিশেষ উৎসাহ দিলে, বিশাল-নয়না দেবী কৈকেয়ী সৌভাগ্যমদে গর্ব্বিতা হইয়া, তাহার সহিত ক্রোধাগারে গমন করিয়া, অনেক-শত-সহস্র-স্বর্ণ-মূল্যের মুক্তাহার ও অন্যান্য বহুমূল্যের উৎকৃষ্ট অলঙ্কার সকল খুলিয়া ফেলিলেন। অনন্তর স্বর্ণবর্ণা বরাঙ্গনা কৈকেয়ী কুব্জা বাক্যের বশবর্ত্তিনী হইয়া, ভূমিতে শয়ন করিয়া, তাহাকে বলিতে লাগিলেন, কুব্জে! তুমি রাজাকে বলিবে, রাম বনে যাবে এবং ভরত রাজা হবেন। ইহা যদি না হয়, আমি এই ক্রোধাগারেই প্রাণত্যাগ করিব। সুবর্ণে, রত্নে কিম্বা ভোজনসামগ্রীতে আমার প্রয়োজন নাই। রাম যদি রাজা হয়, এই পর্য্যন্তই আমার জীবনের শেষ হইল।

তখন কুব্জা পুনরায় রাজমহিষী কৈকেয়ীকে অত্যন্ত ক্রূর বাক্যে ভরতের হিতজনক ও রামের অনিষ্টকর কথা বলিতে লাগিল, অয়ি কল্যাণি! রাম রাজা হইলে, তোমাকে পুত্রের সহিত নিশ্চয়ই দুঃখ পাইতে হইবে। অতএব তোমার পুত্র ভরত

যাহাতে রাজা হয়েন, তুমি তজ্জন্য যত্ন কর। কুব্জা বারম্বার এইপ্রকার বাক্য-বাণে অতিমাত্র আঘাত ও বিদ্ধ করিলে, রাজমহিষী কৈকেয়ী হৃদয়ে হস্ত ন্যস্ত করিয়া, রাজা আমার এইরূপে প্রতারণা করিলেন, ভাবিয়া অতিশয় বিস্মিতা হইয়া, ক্রোধভরে পুনঃ পুনঃ কুব্জাকে বলিতে লাগিলেন, মন্থরে! রাম দীর্ঘকালের জন্য বনে গেলে, ভরত সিদ্ধকাম হইয়া রাজা হইবেন, ইহা যদি না হয়, তাহা হইলে, আমি এই ক্রোধাগার হইতেই যমালয়ে গমন করিব, তুমি দেখিয়া গিয়া রাজাকে বলিবে। বলিতে কি, রাম যদি বনে না যান, তাহা হইলে, মাল্য, চন্দন, পান, ভোজন, শয্যা ও অঞ্জন কিছুই আমি চাহি না এবং বাঁচিতেও ইচ্ছা করি না। এইপ্রকার অতি দারুণ কথা বলিয়াই কৈকেয়ী সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়া, শুদ্ধ মৃত্তিকার উপর শয়ন করিলেন, তাহাতে বোধ হইল, যেন কোন কিন্নরী আকাশ হইতে পৃথিবীতে পতিতা হইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল গাঢ়তর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, শরীরে মাল্য বা ভূষণ কিছুই নাই এবং তাঁহার মনও অতিশয় ব্যাকুল। এই সকলে, নররাজপত্নী কৈকেয়ী, তারাহীন ও আলোকহীন আকাশের ন্যায় বিরাজমান হইলেন।

দশম সর্গ।

পাপীয়সী কুব্জা এই রূপে বিপরীত বুঝাইয়া দিলে, দেবী কৈকেয়ী, বিষলিপ্ত-বাণ-বিদ্ধা কিন্নরীর ন্যায়, ভূমিতে শয়ন করিয়া রহিলেন। তিনি বুদ্ধিমতী ছিলেন, তথাপি মন্থরা যাহা উপদেশ করিল, তাহাই কর্ত্তব্য, মনে মনে স্থির করিয়া, তাহাকে ধীরে ধীরে কহিলেন, তুমি যাহা বলিলে, তাহাই যুক্তিযুক্ত। মন্থরার কথায় তাঁহার বুদ্ধিলোপ ও অত্যন্ত দুঃখ

হইয়াছিল। সুতরাং তিনি ঐপ্রকার কার্য্য নিশ্চয় করিয়া, নাগকন্যার ন্যায়, দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগপুর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন, মন্থরা যে উপায় বলিল, তাহা করিলেই নিজের সুখলাভ হইবে। মন্থরা কৈকেয়ীর সুহৃৎ ও হিতৈষিণী। সুতরাং, কৈকেয়ী ঐপ্রকার সংকল্প করিয়াছেন, জানিয়া, সে যেন নিধি পাইয়া, অতিশয় আহ্লাদিতা হইল।

এইরূপে কৈকেয়ী সম্যকপ্রকারে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া, ক্রোধ-ভরে ভূমিতে শয়ন করিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে ভ্রূকুটির উদয় হইল। তিনি বিচিত্র মাল্য ও দিব্য অলঙ্কার সকল খুলিয়া ফেলিয়া দিলে, তৎসমস্ত ভূমিতে পতিত হইল। তিনি যে সকল মাল্য ও আভরণ পরিত্যাগ করিলেন, নক্ষত্র সকল যেমন আকাশের শোভা করে, তৎসমস্তও তেমনি পৃথিবীর শোভা করিল। এইরূপে কৈকেয়ী মলিন বস্ত্র পরিধান ও দৃঢ়রূপে একমাত্র বেণী বন্ধন করিয়া, ক্রোধাগারে পতিতা হইলে, বোধ হইল, যেন কোন কিন্নরী, বলক্ষয় হওয়াতে, পড়িয়া রহিয়াছে।

ঐ সময়ে মহারাজ দশরথ রামের অভিষেকে আজ্ঞা দিয়া, সমবেত সদস্যগণের নিকট বিদায় লইয়া, আপনার আলয়ে প্রবেশ করিলেন। অদ্যই রামের অভিষেক যে স্থির করা হইয়াছে, ইতঃপুর্ব্বে কৈকেয়ী তাহা শুনেন নাই, জানিতে পারিয়া, জিতেন্দ্রিয় দশরথ প্রিয়পাত্রী কৈকেয়ীকে এই প্রিয় বার্ত্তা বলিবার জন্য অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। কৈকেয়ী অতিশয় রুষ্টা হইয়াছিলেন। সুতরাং তৎকালে তাঁহার সেই সুধাধবল উৎকৃষ্ট গৃহ, শ্বেতবর্ণ-জলদজাল-মণ্ডিত রাহুযুক্ত আকা-শের শোভা ধারণ করিয়াছিল। দশরথ সাক্ষাৎ চন্দ্রের ন্যায় কৈকেয়ীর ঐ গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, উহাতে শুক, ময়ূর, হংস ও ক্রৌঞ্চ সকল শব্দ করিতেছে; নানাপ্রকার বাদ্যধ্বনি হই-তেছে এবং কুব্জা ও অন্যান্য বামনাকৃতি স্ত্রী সকল বাস করিতেছে।

অশোক ও চম্পক শোভিত বিবিধ লতাগৃহ ও চিত্রগৃহ, স্বর্ণ-রৌপ্য-ও হস্তিদন্তময় বেদিসমূহ এবং সর্ব্বদাই ফলপুষ্পসম্পন্ন বৃক্ষ সকলে উহার অতিশয় শোভা হইয়াছে। উহাতে যে সকল আসন আছে, তৎসমস্তই গজদন্ত, রৌপ্য ও সুবর্ণে নির্ম্মিত এবং অতিশয় উৎকৃষ্ট। এতদ্ভিন্ন, ঐ গৃহ বিবিধ অন্ন, পান ও ভক্ষ্য দ্রব্য এবং মহামূল্য ভূষণ সকলে পরিপূর্ণ। মহারাজ দশরথ স্বর্গ-সদৃশ, সমৃদ্ধিবিশিষ্ট স্বকীয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কৈকেয়ীর সেই উৎকৃষ্ট শয্যা শূন্য রহিয়াছে। তৎকালে, কামোদ্রেক হওয়াতে, তিনি রতির জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছিলেন। সুতরাং, প্রিয়ভার্য্যা কৈকেয়ীকে দেখিতে না পাইয়া, তিনি বিষণ্ণ হইলেন এবং প্রতীহারীকে তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রাজার আসিবার সময় হইলে, কৈকেয়ী পূর্ব্বে কখন অনুপস্থিত থাকিতেন না এবং রাজাও কখন কৈকেয়ীশূন্য গৃহে প্রবেশ করেন নাই। সুতরাং তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়াই কৈকেয়ীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কৈকেয়ী যে বিচারশূন্যা হইয়া, ভরতের অভিষেক ইচ্ছা করিয়াছেন, রাজা তাহা জানিতে পারেন নাই। এইজন্য, পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখিতে না পাইলে, যেমন তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন, আজিও সেইরূপ জিজ্ঞাসিলেন।

কৈকেয়ীর গৃহের দ্বাররক্ষিণী স্ত্রী রাজার কথায় অতিশয় ভীতা হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, হে দেব! দেবী কৈকেয়ী অতিশয় ক্রুদ্ধা হইয়া, ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়াছেন। প্রতীহারীর কথা শুনিয়া রাজার অন্তঃকরণে অতিশয় দুঃখের সঞ্চার হইল। এবং তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল বিহ্বল ও ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি পুনরায় অতিশয় বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। তখনই ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কৈকেয়ী ভূমিতে পড়িয়া শয়ন করিয়া আছেন। তিনি কখনই ঐ রূপে শয়ন করিয়া থাকিবার যোগ্য নহেন। তদ্দর্শনে রাজা দশরথ দুঃখে যেন

অতিমাত্র দগ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। কৈকেয়ী তাঁহার যুবতী ভার্য্যা; সুতরাং তাঁহার প্রাণ অপেক্ষাও অধিকতর প্রিয়পাত্রী ছিলেন। যাহা হউক, নিষ্পাপ দশরথ অবলোকন করিলেন, পাপাশয়া কৈকেয়ী ছিন্নমূল লতার ন্যায়, স্বর্গভ্রষ্টা দেবতার ন্যায়, স্বস্থানচ্যুতা কিন্নরীর ন্যায়, স্বর্গলোকপতিতা অপ্সরীর ন্যায়, বাগুরাবদ্ধা হরিণীর ন্যায় এবং সাক্ষাৎ পরিভ্রষ্টা মায়ার ন্যায়, ধরাতলে পতিতা রহিয়াছেন। অরণ্যমধ্যে মহাগজ যেমন নিজ প্রিয়তমাকে ব্যাধের বিষময় বাণে বিদ্ধা হইয়া পতিত হইতে দেখিলে, স্নেহ বশতঃ অতিশয় দুঃখিত হয়, রাজাও তেমনি দুঃখিত হইয়া, কৈকেয়ীকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলেন। কৈকেয়ী কি বলিবেন, কি করিবেন, ভাবিয়া রাজার বুদ্ধি ভয়ে বিহ্বল হইয়া উঠিল। তিনি কামাতুরও হইয়াছিলেন। সুতরাং পদ্মপলাশলোচনা কৈকেয়ীকে কহিলেন, দেবি! তুমি কি কারণে আমার প্রতি ক্রুদ্ধা হইয়াছ, তাহা আমি জানি না। কেহ কি তোমার অপমান অথবা পরাভব করিয়াছে? সেইজন্য তুমি ধূলিতে শয়ন করিয়া, আমাকে দুঃখ দিতেছ। অয়ি কল্যাণি! আমি কায়মনে সর্ব্বদা তোমার উপকার করিয়া থাকি। আমি জীবিত থাকিতে, তুমি কিজন্য ভূমিতে শয়ন করিয়া আছ? ভূতের আবেশ হইলে, মন যেমন বিহ্বল হইয়া থাকে, তোমারও সেইরূপ হইয়াছে। দেখিয়া, আমার অন্তঃকরণ অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। হে ভামিনি! তোমার কি ব্যাধি হইয়াছে, বল। আমার অধীনে যে সকল বৈদ্য আছেন, তাঁহারা সকল ব্যাধিই শান্তি করিতে পারেন এবং তাঁহারা আমার প্রতি সর্ব্বাংশেই সন্তুষ্ট আছেন। তাঁহারা তোমাকে সুস্থ করিবেন। হে দেবি! কাহারই বা তুমি ভাল করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, কেই বা তোমার মন্দ করিয়াছে? আজি কোন্ ব্যক্তির উপকার এবং কোন্ ব্যক্তিরই বা অত্যন্ত অপকার হইবে, বল। আর কাঁদিও না এবং শরীর শোষণ করিও না। কোন্ অবধ্য ব্যক্তির

বধ ও কোন্ বধ্য ব্যক্তির পরিত্রাণ করিতে হইবে? এবং কোন্ দরিদ্র ধনী ও কোন্ ধনীই বা দরিদ্র হইবে, বল। আমি এবং আমার অধীন লোকমাত্রেই তোমার বশীভূত। তুমি যখন যাহা অভিপ্রায় কর, নিজের প্রাণের জন্যও তাহার ব্যাঘাত করিতে আমার ইচ্ছা হয় না। অতএব মনে যাহা আছে, বল। আমার উপর তোমার যে প্রভুত্ব আছে, তাহা জানিয়া, কোন রূপেই আমাকে শঙ্কা করা তোমার উচিত হয় না। আমি নিজ পুণ্য দ্বারাও তোমার নিকট শপথ করিতেছি যে, তোমার প্রীতি সাধন করিব। সূর্য্যের রথচক্র যতদূর পরিভ্রমণ করে, ততদূর পর্য্যন্ত পৃথিবী আমার অধীন। দ্রাবিড়, সিন্ধু, সৌবীর, সৌরাষ্ট্র, দক্ষিণাপথ, বঙ্গ, অঙ্গ, মগধ, মৎস্য এবং অতি সমৃদ্ধ কাশী ও কৌশল রাজ্য এ সকলই আমার অধিকারে আছে। হে কৈকেয়ি! ঐ সকল দেশে ধন ধান্য ও পশ্বাদি যে বহু দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে যাহাতে তোমার আন্তরিক ইচ্ছা, তাহাই তুমি প্রার্থনা কর। হে ভীরু! হে শোভনে! উঠ উঠ, বৃথা কষ্ট পাইবার প্রয়োজন কি? অয়ি কৈকেয়ি! যাহা হইতে তোমার ভয় হইয়াছে, সত্য করিয়া, বল। সূর্য্য যেমন শিশির নাশ করেন, আমিও তেমনি তোমার ভয়ের কারণ বিনাশ করিব।

কৈকেয়ী দশরথের কথায় আশ্বাস পাইয়া, রামের বনবাস-রূপ যে অপ্রিয় কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা বলিতে উৎসুক হইয়া, পুনরায় রাজাকে বিশেষরূপে পীড়ন করিতে উপক্রম করিলেন।

একাদশ সর্গ।

রাজা কামশরে বিদ্ধ ও কামবেগের বশীভূত হইয়াছিলেন। কৈকেয়ী দারুণ বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, দেব! কেহ আমার

মন্দ কিম্বা তিরস্কার করে নাই। কোন কার্য্য করিতে আমি মনন করিয়াছি; আপনি তাহা সম্পন্ন করেন, ইহাই আমার ইচ্ছা। আপনার যদি ঐ কার্য্য করিতে ইচ্ছা থাকে, তবে, অগ্রে প্রতিজ্ঞা করুন। পরে আমি যেরূপ বাঞ্ছা করিয়াছি, তাহা আপনাকে বলিব।

কৈকেয়ী ভূমিতে পড়িয়াছিলেন; কামপরায়ণ মহারাজ দশরথ এই বাক্যে বিস্ময় প্রকাশ পূর্ব্বক হস্ত দ্বারা তাঁহাকে মস্তকে ধারণ করিয়া, কহিলেন, অয়ি গর্ব্বিণি! তুমি কি জান না, মনুষ্যশ্রেষ্ঠ রাম ভিন্ন আর কোন ব্যক্তিই তোমা অপেক্ষা আমার প্রিয় নহে। রাম আমার সকলের শ্রেষ্ঠ, সকলের অজেয় ও অতিশয় উদারচিত্ত। রামকেই অবলম্বন করিয়া আমি বাঁচিয়া আছি। তোমা অপেক্ষাও প্রিয়পাত্র সেই রামের শপথ করিয়া আমি বলিতেছি, তুমি যাহা মনে বাসনা করিয়াছ, বল, সম্পন্ন করিয়া দিব। যাঁহাকে এক মুহূর্ত্তও না দেখিলে, আমি নিশ্চয়ই মরিয়া যাই, হে কৈকেয়ি! সেই রামের দিব্য, আমি তোমার কথা রাখিব। যিনি সকল মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ এবং যাঁহাকে আমি আপনার অপেক্ষা, অধিক কি, অন্যান্য পুত্রের অপেক্ষাও অধিক প্রিয় বলিয়া জানি, হে কৈকেয়ি! আমি তোমার কথা রাখিতে সেই রামেরই দিব্য করিতেছি। অয়ি কল্যাণি! আমার মুখে যা, মনেও তাই; ইহাই বিবেচনা করিয়া, তুমি এখন আমাকে রক্ষা কর। হে কৈকেয়ি! রামের অপেক্ষা প্রিয় আমার কেহই নাই, ইহাই বিচার করিয়া, যাহা তোমার ভাল বোধ হয়, বল। আমার উপর তোমার যে প্রভুত্ব আছে, তাহা তুমি দেখিতেছ। অতএব তোমার শঙ্কা করিবার বিষয় কি? আমি নিজের সুকৃতি দ্বারা দিব্য করিতেছি, তোমাকে সন্তুষ্ট করিব।

নিজের অর্থে কৈকেয়ীর ঐকান্তিক মন ছিল। সুতরাং, তিনি স্বামীকে আপনার মতে আসিতে দেখিয়া, হর্ষিতা হইয়া,

ভরতের প্রতি পক্ষপাত বশতঃ, শত্রুতেও বলিতে পারে না এরূপ কথা কহিতে লাগিলেন। রাজা যে তিনবার রামের দিব্য করিয়া বলিলেন, তাহাতে, কৈকেয়ীর অত্যন্ত আহ্লাদ জন্মিল। তখন তিনি যাহা মনে করিয়াছিলেন, রাজাকে তাহা বলিতে নিশ্চয় করিলেন। কৈকেয়ী এইরূপে যাহা বলিতে উদ্যত হইলেন, তাহা রাজার পক্ষে মূর্ত্তিমান্ মৃত্যুস্বরূপ অতীব ভয়ঙ্কর। তিনি দশরথকে কহিলেন, আপনি যথাক্রমে শপথ করিয়া, আমাকে যে বর দিতেছেন, ইন্দ্র যাঁহাদের প্রধান, সেই দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, দুই অশ্বিনীকুমার, সপ্ত মারুত, বায়ু, যম, বরুণ ও অগ্নি এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা সকলেই উহা শ্রবণ করুন। চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ, সমুদায় গ্রহ, রাত্রি, দিন, দিক্ সকল, স্বর্গ, পৃথিবী, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষস সকল, অন্যান্য নিশাচর প্রাণিসমূহ, যাবতীয় গৃহদেবতা, এবং অন্যান্য প্রাণিগণ ইহাঁরাও সকলে আপনার এই কথা জানিয়া রাখুন। হে দেবগণ! আপনারা সকলেই শ্রবণ করুন, এই দশরথ অতিশয় তেজস্বী, ধার্ম্মিক ও নির্ম্মলস্বভাব। ইনি যাহা বলেন ও যাহা প্রতিজ্ঞা করেন, তাহা কখন মিথ্যা হয় না। ইনি আমায় বর দিতেছেন।

দেবী কৈকেয়ী এই প্রকারে বিশেষরূপে অঙ্গীকার বদ্ধ ও প্রশংসা করিয়া, কামাভিভূত বরদানোদ্যত মহাধনুর্দ্ধর দশরথকে কহিলেন, রাজন্! পূর্ব্বে সেই দেবাসুর যুদ্ধে যাহা ঘটিয়াছিল; মনে করিয়া দেখুন। ঐ যুদ্ধে আপনি শত্রুর হস্তে প্রাণে মাত্র বাঁচিয়াছিলেন; নতুবা, আপনার সমুদায় বীর্য্যই ক্ষয় পাইয়াছিল। হে দেব! তৎকালে আমি দিন রাত্রি জাগরণ পূর্ব্বক সবিশেষ যত্ন করিয়া, আপনাকে রক্ষা করিয়াছিলাম। সেইজন্য আপনি আমাকে দুইটী বর দেন। আমি এতদিন আপনার নিকট ঐ দুই বর গচ্ছিত রাখিয়াছিলাম। হে রাজন্ রঘুনন্দন! এক্ষণ উহা প্রার্থনা করিতেছি। আপনি ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া, প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। অতএব ঐ বর না দিয়া, যদি আমার

অপমান করেন, তাহা হইলে, আজিই আমি প্রাণত্যাগ করিব। কৈকেয়ী রাজাকে আপনার বশে আনিয়াছিলেন। সুতরাং মৃগ যেমন ব্যাধের পাশকে আপনার মৃত্যুর হেতু বলিয়া বোধ করে, দশরথও তেমনি সুস্পষ্ট বুঝিলেন, যে, কৈকেয়ীর এই কথার উত্তর করিলেই, তাঁহার মৃত্যু হইবে।

যাহা হউক, তিনি কামে মোহিত ও বর দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কৈকেয়ী তাঁহাকে কহিলেন, হে দেব! আপনি পূর্ব্বে যাহা দিতে চাহিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই বর দুইটী প্রদান করিতে হইবে। ঐ বর দুইটী কি, আমি এখনই তাহা বলিব, আমার কথা শ্রবণ করুন। আপনি রামের অভিষেক জন্য যে আয়োজন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ভরতকে অভিষিক্ত করুন। হে দেব! তৎকালে দেবাসুরযুদ্ধে আপনি তুষ্ট হইয়া আমাকে যে দ্বিতীয় বর দান করিয়াছিলেন, তাহারও সময় উপস্থিত হইয়াছে। আপনার সেই দ্বিতীয়বরে রাম বল্কল ও মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়া, চৌদ্দবৎসর দণ্ডকবনবাসী তপস্বী হউন। ভরত আজি নিষ্কণ্টকে যৌবরাজ্য ভোগ করুন। ইহাই আমার ঐকান্তিক কামনা। এইজন্য আমি আপনার অঙ্গীকৃত বর প্রার্থনা করিতেছি। ফলতঃ অদ্যই রামকে বনে যাইতে দেখিতে ইচ্ছা করি। আপনি সকল রাজার রাজা, এক্ষণে প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া, আপনার কুল, শীল ও জন্ম সার্থক করুন। তপোধন ঋষিগণ বলিয়া থাকেন, সত্যকথা অপেক্ষা উত্তম কিছুই নাই। উহা দ্বারাই মনুষ্যের পরকালের কাজ হইয়া থাকে।

দ্বাদশ সর্গ।

তখন মহারাজ দশরথ কৈকেয়ীর এই দারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, মুহূর্ত্তকাল অত্যন্ত চিন্তিত ও নিতান্ত দুঃখিত হইয়া রহি-

লেন। ভাবিলেন, আমি কি দিবসে স্বপ্ন দেখিতেছি, না, আমার মনের ভ্রম জন্মিয়াছে? কিম্বা কোন উপসর্গ ঘটিয়াছে; অথবা চিত্তের বিকার জন্মিয়াছে? এইপ্রকার চিন্তা করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, দুঃখে অভিভূত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর সংজ্ঞা হইলে, কৈকেয়ীর বাক্য স্মরণ করিয়া, তাঁহার অতিশয় শোক উপস্থিত হইল। তখন ব্যাঘ্রী দর্শনে হরিণ যেমন, কৈকেয়ীকে দেখিয়া তিনিও তেমন, ব্যথিত ও ব্যাকুল হইয়া নিরাসনে বসিয়া, মন্ত্র দ্বারা যন্ত্র মধ্যে বদ্ধ বিষধর সর্পের ন্যায়, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। কোন মতেই আর সহ্য করিতে না পারিয়া হায়, ধিক্! এইপ্রকার কহিয়া, শোকে হত-জ্ঞান হইয়া,পুনরায় মোহ প্রাপ্ত হইলেন। অনেক ক্ষণ পরে সংজ্ঞা হইলে, নিতান্ত দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া, তেজে যেন দগ্ধ করিয়া কৈকেয়ীকে বলিতে লাগিলেন,রে কুলনাশিনি রে দুরাচারিণি! রে নির্দ্দয়ে! রাম তোমার কি অনিষ্ট করিয়াছেন? রে পাপীয়সি! আমিই বা তোমার কি মন্দ করিয়াছি? রাম সর্ব্বদাই তোমার প্রতি মায়ের মত ব্যবহার করেন। তুমি সেই রামের কিনিমিত্ত মন্দ চেষ্টা করিতেছ? আমি না বুঝিয়াই নিজের মৃত্যুর জন্য, রাজপুত্রীরূপিণী সাক্ষাৎ কালসর্পিণী তোমাকে গৃহে আনি-য়াছি। দেখ, সমুদায় জীব লোকই রামের গুণ সকলের স্তব করিয়া থাকে। আমি কোন্ দোষের ছল করিয়া, সেই প্রিয়পুত্র রামকে ত্যাগ করিব—রামের যে আমার কোন দোষই নাই। আমি কৌশল্যাকে, সুমিত্রাকে অথবা রাজলক্ষ্মীকে কিম্বা নিজে প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারি, তথাপি পিতৃবৎসল রামকে ত্যাগ করা আমার সাধ্য হয় না। রাম আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র! তাঁ-হাকে দেখিলে আমার অতিশয় আহ্লাদ জন্মে, এবং না দেখিলে চৈতন্যলোপ হইয়া যায়। সূর্য্য বিনা পৃথিবী এবং জল বিনা শস্য যদিও থাকিতে পারে, কিন্তু রাম বিনা আমার দেহে কখনই প্রাণ থাকিবে না। অতএব হে দুর্ম্মতি কৈকেয়ি! তুমি এই সঙ্কল্প

এককালেই ত্যাগ কর। অধিক কি, আমি এই মস্তক দ্বারা তোমার চরণ স্পর্শ করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হও। অয়ি পাপীয়সি! কিজন্য তুমি এই অতি দারুণ সঙ্কল্প করিয়াছ? ভরত আমার প্রিয় কি না, যদি ইহাই জানিতে তোমার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে, ভরতকে উল্লেখ করিয়া তুমি যাহা বলিলে, সে সকলই আমি সিদ্ধ করিয়া দিব—রামকে আমার বনে দিও না। তুমি যে আমার নিকট কহিতে, রাম আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং ধর্ম্মেও সকলের জ্যেষ্ঠ; বুঝিলাম, সে কেবল আমার মনস্তুষ্টির জন্য, তোমার অন্তরের ভাব কিন্তু সেরূপ নহে। কেননা, রাম রাজা হইবেন শুনিয়াই, তুমি শোকে সন্তপ্তা হইয়া, আমাকেও অতিমাত্র সন্তপ্ত করিতেছ। অথবা, এই শূন্য গৃহে তোমায় ভূতে পাইয়া থাকিবে। সেইজন্য তুমি পরের বশে যাইয়া, এইপ্রকার কহিতেছ। হে দেবি! তুমি ন্যায়পরায়ণা। কিন্তু তোমার দুর্বুদ্ধি জন্য, ইক্ষ্বাকুবংশে অতিশয় অন্যায় ঘটনা হইল;—জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের অভিষেক কখনই ন্যায়সঙ্গত নহে। হে বিশালাক্ষি! তুমি পূর্ব্বে কখন আমার এরূপ অপ্রিয় অথবা কিছুমাত্র অন্যায় কর নাই। অতএব তুমি যে এই কথা সজ্ঞানে বলিতেছ, আমার বিশ্বাস হইতেছে না। আরও দেখ, তুমি অনেকবার আমারি নিকট এই কথা বলিয়াছ, যে, তুমি রামকে মহাত্মা ভরতের তুল্য জ্ঞান করিয়া থাক। অয়ি ভীরু! তবে তুমি কি রূপে সেই ধর্ম্মাত্মা যশস্বী রামের চৌদ্দবৎসর বনবাস প্রার্থনা করিতেছ? রাম আমার ধর্ম্মেই মন অর্পণ করিয়াছেন; বিশেষতঃ তিনি অত্যন্ত সুকুমার। হে দেবি! তুমি কি রূপে সেই রামকে অতিদারুণ বনে দিতে ইচ্ছা করিতেছ? অয়ি সুলোচনে! রাম সকল লোকেরই মনোহর এবং বিশেষ রূপে তোমার সেবা করিয়া থাকেন। তুমি কিজন্য তাঁহার বনবাস কামনা করিতেছ? দেখ, রাম সর্ব্বদা ভরত অপেক্ষাও তোমার অধিক শুশ্রূষা করেন। তুমিও যে রাম অপেক্ষা ভরতের অধিক গৌরব

কর্ম তাহাও কিছু দেখিতে পাই না। এই রূপে পুরুষোত্তম রাম ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি অধিকতর সেবা, গৌরব, প্রতিপত্তি ও আজ্ঞাপালন করিতে পারে? সহস্র সহস্র স্ত্রীর মধ্যে একজনকেও রামের নিন্দা করিতে দেখি না; আবার সহস্র সহস্র উপজীবির মধ্যে একজনও রামের অযশ করে না। পুরুষোত্তম রাম নির্ম্মল অন্তঃকরণে সকল প্রাণীকেই সান্ত্বনা করেন এবং যাহার যে অভিলাষ সাধন করিয়া, রাজ্যবাসী লোকমাত্রকেই বশ করিয়া থাকেন। তিনি সত্যগুণে লোক সকল, দানে ব্রাহ্মণ সকল, সেবায় গুরু সকল এবং যুদ্ধে ধনু দ্বারা শত্রু সকল জয় করিয়াছেন। সত্য, দান, তপস্যা, ত্যাগ, মিত্রতা, শৌচ, সরলতা, বিদ্যা, গুরুশুশ্রূষা, এই সকল গুণের রামে কখনই অভাব হয় না। ফলতঃ, রাম আমার দেব-তুল্য, ও মহর্ষি তুল্য তেজস্বী এবং অতিশয় সরলস্বভাব। হে দেবি! তুমি কি রূপে সেই রামের অনিষ্ট কামনা করিতেছ? আমি, যে সে ব্যক্তিকেই প্রিয়বাক্যে সম্ভাষণ করি, কখনও কাহাকেও অপ্রিয় বলিয়াছি, স্মরণ হয় না। অতএব তোমার জন্য কিরূপে প্রিয়-তম রামকে অপ্রিয় কথা বলিব? ক্ষমা, তপস্যা, দান, সত্য, ধর্ম্ম, কৃতজ্ঞতা ও সর্ব্বভূতেই অহিংসা এই সকল গুণের যিনি আধার, সেই রাম বিনা আমার কি গতি হইবে! অয়ি কৈকেয়ি! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, এবং নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া বিলাপ করিতেছি। মৃত্যুও আমার নিকট হইয়াছে। এইপ্রকার শোচনীয় দশায় আমার প্রতি দয়া করা তোমার কর্ত্তব্য। সাগর যাহার শেষ সীমা, সেই এই পৃথিবীতে যাহা কিছু পাওয়া যায়, সে সকলই আমি তোমায় দিব, তুমি আমার মৃত্যু কামনা করিও না। হে কৈকেয়ি! এই আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া, তোমার চরণ স্পর্শ করিতেছি, তুমি আমার রামকে রক্ষা কর। তাহা হইলে, আমার ধর্ম্মও রক্ষা পাইবে।

মহারাজ দশরথ এই রূপে দুঃখে নিতান্ত সন্তপ্ত এবং শোকে একান্ত কাতর ও অচেতন হইয়া, ঘূর্ণমান শরীরে বিলাপ করিয়া,

বার বার শোকসাগরের পার প্রার্থনা করিতে লাগিলে, অতি-শয় দারুণস্বভাবা কৈকেয়ী অতিশয় দারুণ বাক্যে প্রত্যুত্তর করি-লেন, রাজন্! যদি বর দিয়া, পশ্চাৎ অনুতাপ করেন, তাহা হইলে, হে বীর! লোকের নিকট আর কি রূপে আপনাকে ধার্ম্মিক বলাইবেন? হে ধর্ম্মজ্ঞ! যখন অন্যান্য প্রধান প্রধান বহু-সংখ্য রাজা আপনার সহিত মিলিত হইয়া, এই বরদান বিষয় লইয়া কথোপকথন করিবেন, তখন আপনি কি উত্তর দিবেন? আপনি কি তখন ইহাই বলিবেন, যে, যাহার প্রসাদে আমি বাঁচিয়া আছি এবং যে আমাকে রক্ষা করিয়াছে, আমি সেই কৈকেয়ীর নিকট প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছি। যাহা হউক, রাজন্! আপনি আমাকে বর দিয়া এখন আবার অন্যপ্রকার কহিতেছেন; ইহাতে, আপনি আপনার বংশীয় নরপতিগণের অতিশয় কলঙ্ক রাখিলেন। পুর্ব্বে ইন্দ্র ও অগ্নি রাজা শৈব্যের ঔদার্য্য পরীক্ষা করিবার জন্য শ্যেন ও কপোতরূপে ভক্ষ্য-ভক্ষক-ভাব অবলম্বন করিয়া, নিকটস্থ হইলে, শৈব্য শরণার্থী কপোতকে অভয় দিয়া, শ্যেনকে নিজ মাংস দান করিয়াছিলেন। রাজা অলর্ক প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়া, অন্ধ ব্রাহ্মণকে আপনার চক্ষু দিয়া পরম গতি প্রাপ্ত হয়েন। সমুদ্রও দেবগণের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া অবধি তীরদেশ আর লঙ্ঘন করেন না। আপনি এই সকল পুর্ব্বঘটনা স্মরণ করিয়া নিজ অঙ্গীকার পুরণ করুন।

বুঝিলাম, আপনার দুর্ম্মতি ঘটিয়াছে। সেইজন্য আপনি সত্য ও ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া, রামকে রাজা করিয়া, কৌশল্যার সহিত নিত্য আমোদ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। অতএব ধর্ম্ম হউক বা অধর্ম্ম হউক, সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, যাহা আমাকে দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা করিতেই হইবে। রাম যদি রাজা হয়, দেখিবেন, নিশ্চয়ই আমি আপ-নার অগ্রে রাশীকৃত বিষ পান করিয়া, প্রাণত্যাগ করিব। কৌশল্যা রাজমাতা হওয়াতে, সকলেই তাহার নিকট যোড়হাত

করিতেছে, ইহা যদি আর একদিনও দেখিতে পাই, তাহা হইলেই, প্রাণত্যাগ করিব। হে রাজন্! আমি আপনার ও ভরতের দিব্য করিতেছি, রামকে বনে না দিলে, আর কিছুতেই আমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবেন না। এই বলিয়াই কৈকেয়ী চুপ করিয়া রহিলেন। রাজা বিলাপ করিতেছিলেন, তাঁহাকে আর কিছুই বলিলেন না। রামের বনবাস ও ভরতের রাজত্ব এই অতি কুৎসিত কথা কৈকেয়ীর মুখে শ্রবণ করিয়া, রাজাও তাঁহাকে কিছুই বলিলেন না। মুহূর্ত্তকাল ব্যাকুল চিত্তে ও অনিমিষ নয়নে অপ্রিয়বাদিনী প্রিয়া কৈকেয়ীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। ফলতঃ, কৈকেয়ীর মুখে মনের অতিমাত্র অপ্রীতিকর দুঃখশোকপূর্ণ বজ্রসম দারুণ কথা শ্রবণ করিয়া রাজা সুখী হইলেন না। প্রত্যুত, কৈকেয়ীর ঐ দারুণ সংকল্প ও শপথের কথা চিন্তা করিয়া, তিনি, রাম, এইমাত্র বলিয়াই নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক, ছিন্ন তরুর ন্যায়, পতিত হইলেন। উন্মত্তের ন্যায় তাঁহার বুদ্ধি বিবেচনাদি সকলই নষ্ট হইয়া গেল, আতুরের ন্যায় স্বভাবের বৈপরীত্য হইল এবং মন্ত্র দ্বারা সর্পের ন্যায়, তাঁহার তেজও ভ্রষ্ট হইল। অনন্তর তিনি অতিশয় কাতর ও করুণ বাক্যে কৈকেয়ীকে কহিলেন, তুমি যাহা সংকল্প করিয়াছ, ইহা শুনিতে ভাল বটে, কিন্তু ইহাতে অতিশয় অমঙ্গল ঘটিবে। কে তোমাকে ইহা শিক্ষা দিল? ভূতের আক্রমণে মন যেন দূষিত হইয়াছে, এইরূপ ভাবে তুমি কথাবার্ত্তা বলিতেছ, তোমার লজ্জা হইতেছে না। তুমি বালা; তথাপি পূর্ব্বে কখন তোমার এপ্রকার দুঃশীলতা দেখি নাই; ইদানীই তোমার বিপরীত প্রকার দেখিতেছি। কিসেই বা তোমার ভয় হইয়াছে যে, তুমি ভরতের রাজ্য ও রামের বনবাস, এই বর চাহিতেছ? যদি আমার, লোক সকলের ও ভরতের প্রিয় করা কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে, তুমি এই দুরভিসন্ধি ত্যাগ কর। রে নৃশংসে, দুষ্টাশয়ে, দুরাচারিণি কৈকেয়ি! তুমি অতি নীচ। যাহাতে তোমার দুঃখ

হইতে পারে, তুমি আমাতে ও রামে এমন কি দেখিয়াছ? অথবা, আমরা তোমার কি অপরাধ করিয়াছি, দেখিয়াছ? ফলতঃ, রাম বিনা ভরত কোন অংশেই রাজ্য গ্রহণ করিবেন না। কেননা, ভরতকে রাম অপেক্ষাও অধিক ধার্ম্মিক বলিয়া আমার বোধ আছে। বনে যাও, এই কথা বলিলে, রামের মুখবর্ণ রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায়, বিবর্ণ হইবে, তাহা আমি কি রূপে দেখিব! আমি সুহৃদ্গণের সহিত পরামর্শ করিয়া, রামকে রাজ্য দিবার জন্য যে সম্যক্রূপে বুদ্ধিনিশ্চয় করিয়াছি, শত্রু-কর্ত্তৃক পরাঙ্মুখীকৃত সেনার ন্যায়, সেই বুদ্ধি কিরূপে নিবৃত্ত হইতে দেখিব! যে সকল রাজা নানা দিক্ হইতে এই অভিষেক উপলক্ষে আগমন করিয়াছেন, তাঁহারাও আমাকে উদ্দেশ করিয়া কহিবেন, দশরথের বুদ্ধি অতি সামান্য, ইনি কিরূপে এতকাল রাজ্য শাসন করিলেন। ইহা অপেক্ষা আমার দুঃখের বিষয় আর কি আছে! বেদাদিশাস্ত্রজ্ঞ, গুণবান্ অনেকানেক বৃদ্ধও যখন রাম কোথায় জিজ্ঞাসা করিবেন, তখনই বা আমি কি বলিব! কৈকেয়ী পীড়ন করাতে, আমি রামকে বনে দিয়াছি, যদি ইহা সত্যও বলি, তাহা হইলে, পূর্ব্বদিন, রামকে রাজ্য দিবার জন্য সভাসমক্ষে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা মিথ্যা হইয়া পড়ে। রাম বনে গেলে, কৌশল্যা আমায় কি বলিবেন? আমিই বা এইপ্রকার গুরুতর অনিষ্ট করিয়া, তাঁহাকে কি উত্তর করিব? কৌশল্যা যখন তখন দাসীর ন্যায়, সখীর ন্যায়, ভার্য্যার ন্যায়, ভগিনীর ন্যায় ও জননীর ন্যায় আমার সেবা করিয়া থাকেন। অধিক কি, তিনি সর্ব্বদাই আমার প্রিয় কামনা ও প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করেন। তাঁহাকে সম্মান ও সমাদর করা সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য। কিন্তু পাছে তুমি মন ক্ষুণ্ন কর, এই ভয়ে আমি সেই প্রিয়পুত্রা দেবী কৌশল্যাকে কখন সমাদর করি নাই। এইরূপে আমি যে তোমারই অনুগত ও ভক্ত হইয়াছিলাম, ইহাই এক্ষণে আমার পরিতাপের কারণ হই-

ভেছে। অপথ্য-ব্যঞ্জনযুক্ত অন্ন ভোজন করিলে, রোগীরও এই-প্রকার পরিতাপ হইয়া থাকে। রামের রাজ্যনাশ ও বনবাস দর্শন করিলে, সুমিত্রা ভয় পাইয়া, আর আমায় বিশ্বাস করিবেন না। হায়, কি কষ্ট! আমি মরিয়াছি এবং রাম বনে গিয়াছেন, সীতা এককালে দুইটী অপ্রিয় ঘটনা শ্রবণ করিবেন। আহা, জনকনন্দিনী আমাদের জন্য শোক করিতে করিতেই হিমালয় পর্ব্বত পার্শ্বে কিন্নরহীনা কিন্নরীর ন্যায় প্রাণত্যাগ করিবেন। রামকে মহাবনে বাস ও সীতাকে রোদন করিতে দেখিলে; আমিও আর অধিক দিন বাঁচিব, এরূপ প্রত্যাশা করি না। ফলতঃ রাম বনে গেলে, বাঁচিতে আমার ইচ্ছা নাই। তোমাকে নিশ্চয়ই বিধবা হইয়া পুত্রের সহিত রাজ্য করিতে হইবে।

লোকে যেমন আপাত-মধুর মদিরা পান করিয়া, পশ্চাৎ মত্ততা হইলে, জানিতে পারে যে, মদিরায় বিষ আছে; আমিও সেইরূপ ব্যবহার করিয়া বুঝিতে পারিলাম, তুমি দেখিতে সতী হইলেও, বাস্তবিক অত্যন্ত অসতী। হায়, কৈকেয়ি! তুমি যে, মিথ্যা মিষ্ট কথায় আমাকে যেন সান্ত্বনা করিয়া বলিতেছ, ইহাতেই আমায় বিনাশ করিলে; নরাধম ব্যাধ সুমধুর গানে মোহিত করিয়া, এই রূপেই সরলপ্রাণ মৃগের হত্যা করিয়া থাকে! ব্রাহ্মণ মদ্যপান করিলে, তাঁহার যেমন নিন্দা হয়, নিষ্পাপ ব্যক্তিগণও তেমনি এই বলিয়া নিশ্চয়ই পথে পথে আমার নিন্দা করিয়া বেড়াইবেন, যে, দশরথ অতি পাপী; পুত্রকে মূল্যস্বরূপ দিয়া স্ত্রীসুখ ক্রয় করিয়াছেন। হায়, কি কষ্ট! রাম তপস্বী হউন, ইত্যাদি দুরক্ষর বাক্য বলিলেও তোমায় যে আমি ক্ষমা করিয়াছি, সেই পাপেই আমার জন্মান্তরীণ অশুভের ন্যায়, ঈদৃশ অবশ্যম্ভাবী দুঃখ ঘটিল। রে পাপীয়সি! আমি নিজে পাপাত্মা বলিয়াই এতদিন তোমায় রক্ষা করিয়াছি। অথবা, আমার জ্ঞান নাই। সেইজন্যই রজ্জুর ন্যায় সাক্ষাৎ প্রাণনাশিনী তোমায় কণ্ঠে ধারণ করিয়াছি। তুমি যে সাক্ষাৎ

মৃত্যু, আমার তাহা লক্ষ্যই হয় নাই, আমি কেবল তোমার সহিত বিহারই করিয়াছি। অথবা, বালক যেমন নির্জ্জনে কৃষ্ণসর্প হস্ত দ্বারা স্পর্শ করে, আমারও তেমনি ঘটিয়াছে। আমি দুরাত্মা, সেই জন্য মহাত্মা রামকে পৈতৃক রাজ্যে বঞ্চিত করিলাম। ইহাতে সমুদায় জীবলোক অবশ্যই আমার নিন্দা করিবে। তাহারা বলিবে, রাজা দশরথ অতি মূর্খ ও অতি কামাত্মা। দেখ, ইনি স্ত্রীর জন্য প্রিয় পুত্র রামকে বনে দিলেন। রামের এই ভোগ করিবার সময়। তাহা না হইয়া, ব্রহ্মচর্য্যাদি গুরুতর ব্রত সকল দ্বারা ইহাঁর শরীর শুষ্ক ও অতিশয় ক্লেশ হইবে।

বনে যাও, বলিলেই, রাম আমার অমনি সম্মত হইবেন; কোন অংশেই দ্বিরুক্তি করিতে পারিবেন না। আমি বনে যাইতে আজ্ঞা করিলে, রাম যদি সে কথা না শুনেন, তাহা হইলে, অতিশয় সুখী হই। কিন্তু বৎস আমার তাহা করিবেন না। তিনি অতি পবিত্রস্বভাব, সুতরাং আমার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিবেন না। বৎস। বনে যাও, এই কথা বলিলে, তিনি কিছুই প্রতি বাদ করিবেন না—তৎক্ষণাৎ সম্মত হইবেন। কিন্তু, রাম বনে গেলে, সকল লোকেই আমাকে ধিক্কার দিবে। আমি কোন মতেই তাহা সহিতে পারিব না। তখন মৃত্যু নিশ্চয়ই আমায় যমালয়ে লইয়া যাইবে। আমার মৃত্যু হইলে এবং পুরুষোত্তম রাম বনে গেলে, কৌশল্যাদি যাঁহারা থাকিবেন, রে দুষ্টে! তুমি তাঁহাদের আর কি ক্লেশ দিবে? কৌশল্যা আমাকে ও রামকে হারাইলে, দুঃখ সহিতে না পারিয়া, নিশ্চয়ই আমার অনুগমন করিবেন; এবং সুমিত্রারও এই দশা ঘটিবে। কৈকেয়ি! তুমি কৌশল্যাকে, সুমিত্রাকে, আমাকে ও তিন পুত্রকে ঘোর সঙ্কটে ফেলিয়া, সুখিনী হও! এই ইক্ষ্বাকুবংশের ক্ষয় নাই, ইহা স্বীয় গুণে সর্ব্বত্রই সমাদৃত। পূর্ব্বে কখন ইহা ব্যাকুল হয় নাই। রাম ও আমি

ত্যাগ করিলেই, ইহা আকুল হইয়া উঠিবে। তখন তুমি উহা পালন করিও। রামের বনবাসে ভরত যদি আহ্লাদিত হন, তাহা হইলে, আমি মরিয়া গেলে, তিনি আমার শ্রাদ্ধাদি করিতে পাইবেন না। হায় কৈকেয়ি! তুমি আমার পরম শত্রু এবং অতিশয় পাপকারিণী। আমি মরিলে এবং পুরুষোত্তম রাম বনে গেলে, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়; তোমাকে বিধবা হইয়া, পুত্রের সহিত রাজ্য করিতে হইবে। হে রাজপুত্রি! তুমি যখন দৈববলে আমার গৃহে বাস করিতেছ, তখন লোকমধ্যে চিরস্থায়িনী অতুল অকীর্ত্তি, এবং সকলেরই নিকট অবজ্ঞা ও ধিক্কার, এসকলই ঘটিবে; পাপ করিলেও এই-প্রকার ঘটিয়া থাকে।

পুরুষোত্তম বৎস রাম বারংবার অশ্ব, গজ ও রথাদিতে গমন করিয়া, এখন কিরূপে পাদচারে মহাবনে বিচরণ করি-বেন! যাঁহার আহার সময়ে কুণ্ডলধারী পাচকগণ পরস্পর স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক উত্তম পান ভোজন পাক করিয়া থাকে, সেই রাম আমার কিরূপে অরণ্যজাত কটু, তিক্ত ও কষায় আহার করিয়া প্রাণধারণ করিবেন! যিনি চিরকাল সুখে থাকিবার উপযুক্ত, এবং মহামূল্য বস্ত্র সকল পরিধান করিয়া থাকেন, তিনি কি রূপে রক্তবর্ণরঞ্জিত বস্ত্র ধারণ করিয়া, শুষ্ক ভূমির উপর শয়নাদি করিবেন! আহা, আমি এমন কি দুষ্কর্ম্ম করিয়া-ছিলাম যে, তাহার ফলে, রামের বনবাস ও ভরতের অভিষেক এইপ্রকার অতিকঠোর কথা আমায় শুনিতে হইল! শঠ ও স্বার্থপরায়ণা স্ত্রীদিগকে ধিক্! অথবা, আমি সকল স্ত্রীলোক-কেই একথা বলিতেছি না, কেবল ভরতের মাতা কৈকেয়ীকেই বলিতেছি। হে কৈকেয়ি! তোমার কিছুমাত্র দয়া নাই; পরের অনিষ্ট ও নিজের ইষ্টসিদ্ধি করাই তোমার উদ্দেশ্য; এবং যাহাতে আমি দুঃখ পাই, তাহাই তোমার একমাত্র চেষ্টা। কিন্তু আমা হইতে তুমি কি অনিষ্ট দেখিতেছ? এবং যিনি

সকলেরই হিতকারী, সেই রামই বা তোমার কি মন্দ করিয়াছেন? রাম বনবাসরূপ সঙ্কটে পড়িয়াছেন, দেখিলে, নিশ্চয়ই সকল লোক তোমার প্রতি রুষ্ট হইবে এবং তখন পিতা সকলও পুত্রদিগকে ও অনুরাগিণী স্ত্রীসকলও স্বামিদিগকে পরিত্যাগ করিবেন। সাক্ষাৎ দেবকুমার কুমার রাম অলঙ্কৃত হইয়া, নিকটে আসিতেছেন, শ্রবণ করিলে, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া যেমন আহ্লাদ জন্মে, তৎকালে আমার সেইরূপ আনন্দ হইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিলে, আমার বৃদ্ধভাব দূর হইয়া, তৎক্ষণাৎ যৌবনের সঞ্চার হইয়া থাকে। সূর্য্য না থাকিলে যদিও লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে এবং ইন্দ্র বারি বর্ষণ না করিলে, যদিও লোকে বাঁচিতে পারে; কিন্তু রাম এখান হইতে বনে যাইতেছেন, দেখিলে, কেহই বাঁচিবে না, ইহাই আমার ধারণা।

হে কৈকেয়ি! আমি যাহাতে এক বারেই নষ্ট হই, ইহাই তোমার কামনা। তুমি আমার অহিতকারিণী ও শত্রু। হায়, তুমি যে আমার সাক্ষাৎ মৃত্যু এবং মহাবিষ সর্পী স্বরূপ, ইহা যেমন না বুঝিয়া আমি তোমাকে গৃহে বাস করাইয়াছিলাম এবং চিরকাল ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছিলাম, তেমনি বিনষ্টও হইলাম! আমি, রাম ও লক্ষ্মণ আমরা সকলে ত্যাগ করিলে, ভরত তোমার সহিত রাজ্য ও নগর শাসন করুন। এবং তুমিও পতি পুত্রাদি সকলকেই নষ্ট করিয়া, আমার শত্রুগণের সহিত আলাপাদি কর। রে নির্দ্দয়স্বভাবা কৈকেয়ি! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, তুমি এই শেষদশায় আমাকে পুত্রবিয়োগরূপ দারুণ আঘাত দিলে! আমি তোমার স্বামী, কিন্তু তুমি আমার কিছুই মর্য্যাদা না রাখিয়া, কঠোর কথা কহিতেছ। অতএব, তোমার দন্ত সকল এখনও সহস্রখণ্ড হইয়া, খসিয়া পড়িতেছে না, কেন? রামের মুখে কিছুমাত্র অহিত ও অপ্রিয় কথা নাই; তিনি কর্কশ কথা একবারেই বলিতে জানেন না। যাহাতে

লোকের মন তুষ্ট হয়, তিনি সেইরূপ কথাই বলিয়া থাকেন। তিনি বিবিধ গুণের আধার। এইজন্য লোকে সর্ব্বদাই তাঁহার সম্মান করিয়া থাকে। তুমি কিরূপে সেই রামে দোষ সকল নিক্ষেপ করিতেছ? যাহা হউক, তুমি দুঃখে বা বিষাদেই অভিভূত হও, অগ্নিতেই প্রবেশ কর, বিষপানেই প্রাণত্যাগ কর, কিংবা পৃথিবী সহস্রখণ্ডে বিদীর্ণ করিয়া তাহাতেই প্রবেশ কর, কিছুতেই আমি তোমার কথা রাখিব না। রে কৈকেয়রাজ-ঘাতিনি! তোমার ঐ বাক্য অতিক্রূর এবং সর্ব্বাংশেই আমার অনিষ্টকর। তুমি দেবকন্যার সদৃশী; কিন্তু তুমি সর্ব্বদাই মিথ্যা প্রিয় বাক্য বলিয়া থাক, তোমার অন্তঃকরণও অতিক্রূর। এইজন্য, তোমাতে আমার মনের প্রীতি জন্মে না। অধিক কি, তুমি আমার মন প্রাণ উভয়ই দগ্ধ করিতেছ এবং স্বীয় বংশ-নাশেও উদ্যত হইয়াছ। অতএব তুমি এখনি বিনষ্ট হও, ইহাই আমার প্রার্থনা। রাম আমার অতিশয় ধার্ম্মিক। তিনি না থাকিলে, আমার প্রাণ থাকে না; সুখ ও সন্তোষের কথা আর কি বলিব? অতএব হে দেবি! তুমি এই সংকল্প ত্যাগ কর। তোমার পদে ধরিতেছি, তুমি প্রসন্ন হও।

কৈকেয়ী এইরূপে মর্য্যাদালঙ্ঘনপূর্ব্বক মর্ম্মে আঘাত করিলে, রাজা দশরথ অনাথের ন্যায় বিলাপ করিতে করিতে, তাঁহার পদদ্বয় ধারণ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু স্পর্শ করিতে না পারিয়া, তৎক্ষণাৎ পতিত হইলেন। আতুর ব্যক্তিও এইরূপে কোন বস্তু স্পর্শ করিতে যাইয়া, তাহা স্পর্শ করিতে না পারিয়া, মূর্চ্ছাবশে পতিত হইয়া থাকে।

———

ত্রয়োদশ সর্গ।

দশরথ ঐরূপে বিলাপ বা ভূমিতে শয়ন করিবার যোগ্য নহেন। যাহা হউক, তিনি শয়ন করিলে বোধ হইল, যেন রাজা যযাতি পুণ্যের ক্ষয় হওয়াতে, স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে পতিত হইয়াছেন। কৈকেয়ী, বংশের মূর্ত্তিমান অনিষ্ট; লোকাপবাদে তাঁহার ভয় নাই। ইষ্টসিদ্ধি না হওয়াতে, তিনি রাম হইতে ভরতের ভয় আশঙ্কা করিয়া পুনরায় রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আপনি যখন তখন শ্লাঘা করিয়া থাকেন যে, আমি সত্য কথা বলি এবং কোন মতেই নিয়ম ভঙ্গ করি না। তবে কেন আমাকে বর দিয়া, তাহার লঙ্ঘন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন?

তৎকালে কৈকেয়ী এইপ্রকার কহিলে, রাজা দশরথ রুষ্ট ও মুহূর্ত্তকাল বিহ্বলের ন্যায় হইয়া, প্রত্যুত্তর করিলেন, হায় কি কষ্ট! রে পাপকারিণি শত্রু কৈকেয়ি! আমি মরিলে, এবং পুরুষোত্তম রাম বনে গেলে, তোমার ইষ্টাপত্তি ও সুখলাভ হয়। হায়, আমি স্বর্গে গেলেও, দেবগণ রামের কুশল উদ্দেশ করিয়া, নিশ্চয়ই আমাকে ধিক্কার প্রদান করিয়া কহিবেন; আমি কিরূপে তাহা সহ্য করিব! আমি যদি সত্যও বলি, যে, কৈকেয়ীকে বর দিয়া সন্তুষ্ট করিবার জন্য, রামকে বনে দিয়াছি, তাহাতেও তাঁহাদের বিশ্বাস জন্মিবে না। আমি নিঃসন্তান, অনেক ক্লেশে এই বৃদ্ধ বয়সে পরমমহাত্মা মহাবাহু রামকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছি। এখন কিরূপে তাঁহাকে ত্যাগ করিব? রাম আমার কৃতবিদ্য, শৌর্য্যশালী ও অতিশয় ক্ষমাশীল; তাঁহার ক্রোধের লেশমাত্র নাই। আমি কোন্ প্রাণে সেই পদ্মপলাশলোচন রামকে বনে দিব! তিনি ইন্দীবরের ন্যায় শ্যামবর্ণ; তাঁহার বাহুযুগল আজানুলম্বিত, এবং তিনি সকল লোকেরই নয়ন মনের প্রীতিকর। আমি কিরূপে সেই মহাবল রামকে দণ্ডকবনে প্রেরণ

করিব। রাম আমার অতিশয় বুদ্ধিমান্ এবং চিরকালই সুখ-ভোগের উপযুক্ত; কোন মতেই ক্লেশ পাইবার যোগ্য নহেন; আমি কিরূপে তাঁহার দুঃখ দেখিব। অতএব, সুখভাগী রামকে কোন রূপে ক্লেশ না দিয়াই, আমার যদি মৃত্যু হয়, তাহা হইলে, আমি সুখী হই। কৈকেয়ি! তোমার দয়া নাই। তোমার সংকল্পও অতি দূষিত। তুমি কিজন্য আমার প্রিয় পুত্র রামের অনিষ্ট করিতেছ? ইহাতে, লোকে আমার অপযশের সীমা এবং নিন্দারও শেষ থাকিবে না।

দশরথ এই রূপে বিহ্বল চিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলে, ক্রমে সূর্য্যদেব অস্তগত ও রাত্রি উপস্থিত হইল। চন্দ্রমণ্ডল সমুদিত হইয়া, রাত্রির অতিশয় শোভা করিল। কিন্তু দশরথ বিলাপ করিতে-ছিলেন, সেই রাত্রি তাঁহাকে সুখী করিতে পারিল না। তিনি আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক রোগীর ন্যায় সকরুণ বিলাপ করিতে করিতে রাত্রির উদ্দেশে বলিলেন, অয়ি নক্ষত্রভূষিতে শান্তিময়ি রজনি! আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া, প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আর প্রভাত হইও না; আমাকে দয়া কর। অথবা, তুমি শীঘ্রই প্রভাত হও। আমি আর এই কৈকেয়ীকে দেখিতে ইচ্ছা করি না। ইহার দয়া নাই, ঘৃণা নাই, এবং ইহারই জন্য আমার দারুণ সংকট উপস্থিত হইল।

এইপ্রকার কহিয়া, পরে তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া, কৈকেয়ীকে প্রসন্ন করত পুনরায় বলিতে লাগিলেন, হে ভদ্রে! হে দেবি! আমি অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছি, আমার কোন দোষ নাই। আমি একমাত্র তোমারই অনুগত। আমার আয়ুও শেষ হইয়া আসিয়াছে। বিশেষতঃ, আমি রাজা। অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে সুন্দর-নিতম্বশালিনি! রামকে রাজা করিব, একথা আমি নির্জ্জনস্থানে বলি নাই, সভাসমক্ষেই কহিয়াছি। তোমারও বিশেষরূপ বুদ্ধি বিবেচনাদি আছে। অতএব, অয়ি

মুগ্ধস্বভাবা কৈকেয়ি! আমার প্রতি সম্যকরূপে প্রসন্ন হও। হে দেবি! আমি তোমার প্রসাদ ভিক্ষা করিতেছি; রাম তোমারই দত্ত অক্ষয় রাজ্য লাভ করুন। হে অসিতাপাঙ্গি! ইহাতে তুমি অতিশয় যশ প্রাপ্ত হইবে। হে বিপুল-নিতম্ববতি! হে সুলোচনে! হে সুন্দর-মুখমণ্ডলশালিনি! আমার, রামের, লোক সকলের, গুরুবর্গের ও ভরতের, সকলেরই প্রীতিজনক এই কার্য্য তোমায় করিতে হইবে। তৎকালে অত্যন্ত দুঃখ হওয়াতে, দশরথের নয়নদ্বয় তাম্রবর্ণ ও অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু দয়াহীনা দুষ্টস্বভাবা কৈকেয়ী পবিত্রস্বভাব স্বামীর এই বিচিত্র করুণ বিলাপ শ্রবণ করিয়া, কিছুই বলিলেন না।

এইরূপে কৈকেয়ী কিছুতেই সন্তুষ্ট না হইয়া, রামকে বনে দিবার জন্য বিরুদ্ধ কথা সকল বলিতে লাগিলেন, দেখিয়া রাজা দশরথ পুনরায় দুঃখিত, মূর্চ্ছিত ও সংজ্ঞাহীন হইয়া, ভূমিতে পতিত হইলেন। মহামতি রাজর্ষি দশরথ ব্যথিত হইয়াছিলেন, ঘোরতর নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে রাত্রি শেষ হইয়া আসিল। বন্দীগণ তাঁহাকে জাগাইতে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি তাহা নিষেধ করিলেন।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

দশরথ পুত্রশোকে অভিভূত ও সংজ্ঞাহীন হইয়া, পৃথিবীতে পড়িয়া, লুণ্ঠিত হইতে লাগিলে, কৈকেয়ী তাহা দর্শন করিয়াও, তাঁহাকে কহিল, একি! আপনি আমাকে বর দিতে অঙ্গীকার করিয়া, যেন কতই পাপ করিয়াছেন, এই ভাবে বিষণ্ণ হইয়া, ভূমিতে শয়ন করিতেছেন, ইহাতে কি আপনার মর্য্যাদারক্ষা হইবে; কখনই না। ধর্ম্মজ্ঞানী ব্যক্তিগণ সত্যকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন। আমি সেই সত্যরূপ ধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়াই আপনাকে অঙ্গীকার পূরণ করিতে বলিয়াছি। দেখুন, রাজা

শৈব্য বাক্যবদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়াই শ্যেনকে আপনার মাংস কাটিয়া দেন; তাহাতে তাঁহার পরম গতিও হইয়াছিল। রাজা অলর্কও কোন বেদপারগ ব্রাহ্মণের প্রার্থনায় প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইয়া আপনার চক্ষু উৎপাটন করিয়া সরল মনে প্রদান করেন। সরিৎপতি সমুদ্রও দেবগণের নিকট সত্যবদ্ধ হইয়া, পাছে সেই সত্য লঙ্ঘন হয় এই ভয়ে, বৃদ্ধিসময়েও (অর্থাৎ জোয়ারে) আপনার মর্য্যাদাস্বরূপ বেলাভূমি অতিক্রম করেন না। কিন্তু তিনি মনে করিলে অনায়াসেই উহা লঙ্ঘন করিতে পারেন। ফলতঃ, সত্যই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, সত্যই ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা, সত্যই সনাতন বেদ এবং সত্যেই পরমপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অতএব, যদি ধর্ম্মে মতি থাকে, আপনি সেই সত্য পালন করুন। তাহা হইলে, যে বর দিয়াছেন, তাহা সার্থক হয় এবং আপনিও সাধুগণের শ্রেষ্ঠ ও সার্থক বরদাতা হয়েন। অতএব আপনি ধর্ম্মরক্ষাজন্য আমার কথামতে রামকে বনে পাঠান! আমি নিশ্চয়ই তিন সত্য করিয়া একথা আপনাকে বলিতেছি। হে আর্য্য। আপনি যদি প্রতিজ্ঞা না রাখেন, তাহা হইলে, আমাকে ত্যাগ করিলেন। সুতরাং আপনার সমক্ষেই আমি প্রাণত্যাগ করিব।

কৈকেয়ী কিছুমাত্র ভয় না করিয়াই, এই রূপে প্রেরণা করিলে, বলি যেমন বামনদেবের নিকট প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়াছিলেন, রাজাও তেমনি সত্যপাশ ছেদন করিতে পারিলেন না; বদ্ধ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার হৃদয় ঘূর্ণিত ও মুখবর্ণ বিবর্ণ হইল এবং রথের যুগ (জোয়াল) ও চক্রের মধ্যে পড়িয়া ভারবাহক পশু যেমন ব্যাকুলভাবে হস্তপদাদি চালনা করে, তাঁহার অবস্থাও সেইরূপ হইল। শোকাবেগে লোচনযুগল অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হওয়াতে, তিনি যেন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। অতিকষ্টে ধৈর্য্য ধারণ ও মন স্থির করিয়া, কৈকেয়ীকে কহিতে লাগিলেন, রে পাপীয়সি! আমি অগ্নির সমক্ষে মন্ত্রো-

আরণ্যপূর্ব্বক তোমার যে পাণিগ্রহণ করিয়াছি, তাহা ত্যাগ করিলাম। অধিক কি, তোমার পুত্র ভরত আমার ঔরসে জন্মিয়াছেন, তাঁহাকেও তোমার সহিত ত্যাগ করিলাম।

সম্প্রতি এই দেবী রজনী প্রভাতা হইতেছেন। সূর্য্যের উদয় হইলেই, গুরুলোকেরা নিশ্চয় আমাকে অভিষেকে ত্বরা দিবেন। রে দুরাচারিণি! যদি তুমি রামের অভিষেকে ব্যাঘাত দাও, তাহা হইলে, ভরতের সহিত তুমি আমার তর্পণ করিতে পাইবে না। রামের অভিষেক জন্য যে দ্রব্যাদির আয়োজন করা হইয়াছে, বশিষ্ঠদেব তদ্দ্বারা রামকেই আমার তর্পণ করাইবেন। রাম রাজা হইবেন, শুনিয়া ইতিপূর্ব্বে লোকের যে সুখোদয় হইয়াছিল, তাহা আমি দেখিয়াছি। অতএব, রাম বনে গেলে, তাহারা যে আবার নিরানন্দ ও হর্ষহীন হইয়া, মুখ নত করিবে, আমি কোনমতে তাহা দেখিতে পারিব না। মহাত্মা রাজা দশরথ এইপ্রকার বলিতে লাগিলে, চন্দ্র ও নক্ষত্রমালিনী আলোকময়ী রজনী প্রভাত হইয়া গেল।

অনন্তর বচন-রচন-চতুরা অতি দুর্ব্বৃত্তা কৈকেয়ী পুনরায় ক্রোধে জ্ঞানশূন্যা হইয়া, পরুষ বাক্যে তাঁহাকে কহিল, রাজন্! আপনি বিষজনিত ব্যাধির সমান এ কি কথা বলিতেছেন? আপনাকে এখন অক্লিষ্টকর্ম্মা পুত্র রামকে এখানে আনয়ন করাইতে হইতেছে। ভরতকে রাজ্যদান ও রামকে বনবাসী করিয়া, আমার শত্রু শূন্য করিলেই, আপনি কৃতকৃত্য হইতে পারিবেন। উৎকৃষ্ট অশ্ব যেমন খরতর কশার আঘাতে চালিত হয়, রাজা দশরথও তেমনি কৈকেয়ীর কথায় বারংবার চালিত হইয়া, তাঁহাকে বলিলেন, আমি ধর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়াছি; আমার চৈতন্যও লোপ পাইয়াছে। এক্ষণে আমি জ্যেষ্ঠ পুত্র পরম প্রীতিভাজন ধর্ম্মাত্মা রামকে দেখিতে ইচ্ছা করি।

এদিকে, সূর্য্য উদিত এবং পবিত্র নক্ষত্রযোগ ও শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইলে, রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, দেখিয়া,

ভগবান্ বশিষ্ঠ শিষ্যগণে বেষ্টিত হইয়া, অভিষেকের উপযুক্ত সামগ্রী সকল সঙ্গে লইয়া, সত্বর পুরীশ্রেষ্ঠ অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। অযোধ্যার সমস্ত পথই জলসিক্ত ও পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন। উত্তম উত্তম পতাকা সকলে উহার সাতিশয় শোভা হইয়াছে। উহার বিপণি সকল বহুমূল্য পণ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ এবং অধিবাসীমাত্রেই অতিশয় হর্ষবিশিষ্ট। উহাতে নিত্যই মহোৎসব হইয়া থাকে। রাম রাজা হইবেন বলিয়া, আজি উহার ঔৎসুক্যের সীমা নাই; চন্দন, অগুরু ও ধূপসমূহে উহার সকল স্থলই আমোদিত হইতেছে। বশিষ্ঠদেব অমরাবতীতুল্য এই পুরী অতিক্রম করিয়া, পরম শোভাসম্পন্ন অন্তঃপুর দর্শন করিলেন। ঐ অন্তঃপুর বিবিধ-ধ্বজ-সম্পন্ন, পুরবাসী ও জনপদবাসী লোক সকলে পরিব্যাপ্ত, বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণে অতিশয় শোভাবিশিষ্ট, এবং পরমপুজিত সদস্যগণে পরিপূর্ণ। মহর্ষিগণবেষ্টিত বশিষ্ঠদেব অন্তঃপুরের সন্নিকৃষ্ট ও পরম হর্ষাবিষ্ট হইয়া, ক্রমে ক্রমে সেই জনতা অতিক্রম করিলেন।

তৎকালে রাজার মন্ত্রী ও সারথি প্রিয়দর্শন সুমন্ত্র অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছিলেন। দ্বারদেশে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে, পরম তেজস্বী বশিষ্ঠ বিশিষ্টরূপ-বুদ্ধিবিদ্যাদিবিশিষ্ট সূতপুত্র সুমন্ত্রকে কহিলেন, আমি এখানে আসিয়াছি, রাজাকে গিয়া শীঘ্র সংবাদ কর। আমি এই গঙ্গাজল ও সাগরজল পূর্ণ স্বর্ণময় ঘট সকল, এবং উদুম্বরনির্ম্মিত সুন্দর আসন অভিষেকজন্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি। এতদ্ভিন্ন, সর্ব্বপ্রকার বীজ, গন্ধ, বিবিধ রত্ন, মধু, দধি, ঘৃত, লাজ, কুশ ও পুষ্প সকল, দুগ্ধ, পরমসুন্দরী আটটী কন্যা, উৎকৃষ্ট মত্ত হস্তী, চারিটী অশ্বযুক্ত সুন্দর রথ, খড়্গ, উত্তম ধনু, বাহক সমেত শিবিকা, চন্দ্রসদৃশ শুভ্র ছত্র, শ্বেতবর্ণ চামরদ্বয়, ধুস্তূর কুসুম সদৃশ স্বর্ণময় পাত্র, সুবর্ণময়-রজ্জু-বদ্ধ ককুদ্বিশিষ্ট শ্বেতবর্ণ বৃষ, মহাবল উত্তম অশ্ব, চারিদন্তবিশিষ্ট সিংহ, সিংহাসন, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, কাষ্ঠ, অগ্নি, সর্ব্বপ্রকার বাদ্য, অলঙ্কার-

ধারিণী বেশ্যা স্ত্রী সকল, আচার্য্য, ব্রাহ্মণ, গো, এবং প্রশস্ত মৃগপক্ষী সকল, ইত্যাদিও সংগ্রহ করা হইয়াছে। নগর ও গ্রামবাসী প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ, বণিক সকল এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক লোক স্বগণে বেষ্টিত হইয়া, নরপতিগণের সহিত রামের অভিষেক প্রতীক্ষায় অবস্থিতি করিতেছেন। যাহাতে সূর্য্যের উদয়মাত্রে পুষ্যানক্ষত্রযোগে রাম রাজ্য লাভ করেন, তজ্জন্য মহারাজকে ত্বরা দাও।

সুমন্ত্র মহাত্মা বশিষ্ঠদেবের বাক্যশ্রবণে রাজশ্রেষ্ঠ দশরথের স্তব করিতে করিতে তদীয় আবাসে প্রবেশ করিলেন। তিনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। সেইজন্য অন্তঃপুরপ্রবেশে তাঁহার নিষেধ ছিল না। সুতরাং রাজার অভিমত দ্বারপালগণ রাজার প্রীতি সম্পাদন জন্য তাঁহাকে কোন মতেই রোধ করিতে পারিল না। সুমন্ত্র জানিতেন না, যে, কৈকেয়ী রাজার দারুণ লাঞ্ছনা করিয়াছেন। এইজন্য তিনি নিকটস্থ হইয়া, পরম প্রীতিজনক বাক্যে রাজার বন্দনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সেই রাজভবনে কৃতাঞ্জলি হইয়া, প্রভাতকালের উপযুক্ত স্তব করিয়া, কহিতে লাগিলেন, সূর্য্যোদয়ে সাগর যেমন তরঙ্গে তরঙ্গে প্রতিফলিত ও উচ্ছলিত হইয়া, আপনার গর্ভস্থ জন্তুদিগকে আনন্দিত করে, আপনিও তেমনি প্রসন্ন হইয়া, প্রীতচিত্তে আমাদিগকে আনন্দিত করুন। মাতলি এই সূর্য্যোদয়সময়ে ইন্দ্রের স্তব করিয়াছিলেন। দেবরাজ তদ্দ্বারাই উৎসাহিত হইয়া, দানব সকলকে জয় করেন। আমিও সেইরূপে আপনাকে প্রবোধিত করিতেছি। সমুদায় বেদ, বেদাঙ্গ ও বিদ্যা সকল যেরূপ আত্মযোনি জগৎপ্রভু ব্রহ্মাকে, আমিও সেইরূপ অদ্য আপনাকে উদ্বোধিত করিতেছি। সূর্য্য যেমন চন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া, সর্ব্বভূতধাত্রী ধরিত্রীকে, আমিও তেমনি অদ্য আপনাকে জাগরিত করিতেছি। হে মহারাজ! আপনি উপস্থিত মহোৎসবের উপযুক্ত বিচিত্র বস্ত্র ও আভরণাদি পরিধান পূর্ব্বক স্বীয় দেহপ্রভায় বিরাজমান

হইয়া, সুমেরু হইতে দিবাকরের ন্যায়, শয্যা হইতে উত্থিত হউন। হে কাকুৎস্থ! চন্দ্র, সূর্য্য, মহাদেব, কুবের, বরুণ, অগ্নি ও ইন্দ্র, ইঁহারা আপনাকে বিজয়ী করুন। ভগবতী রাত্রি প্রভাত ও পরম শুভ দিন উপস্থিত হইয়াছে। হে রাজর্ষে! মহৎ কার্য্য উপস্থিত; অতএব জাগরিত হউন। রামের অভিষেকের সমস্তই আয়োজন হইয়াছে। ভগবান্ বশিষ্ঠ পুর ও জনপদবাসী ধর্ম্মাত্মা বণিকগণ ও ব্রাহ্মণগণের সহিত দ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন। হে রাজন্! আপনি সত্বর তাঁহাকে রামের অভিষেকে আজ্ঞা করুন। পালক না থাকিলে পশুগণ, সেনা না থাকিলে সৈন্য সকল, চন্দ্র না থাকিলে রাত্রি, এবং বৃষ না থাকিলে গোসমূহ যেমন শোভাবিহীন হয়, রাজ্য অরাজক হইলেও তেমনি শ্রীভ্রষ্ট হইয়া থাকে।

সুমন্ত্রের এইপ্রকার বিনীত ও অর্থযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা দশরথ পুনরায় শোকে আচ্ছন্ন হইলেন। রামকে রাজা করিব ভাবিয়া তাঁহার যে আহ্লাদ জন্মে, তাহা এককালেই নষ্ট হইয়াছিল এবং শোক বশতঃ ক্রন্দন করিয়া, তাঁহার নয়নদ্বয়ও লোহিতবর্ণ হইয়াছিল। শ্রীমান্ ধার্ম্মিক দশরথ তদবস্থায় সুমন্ত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, তুমি এই সকল কথা বলিয়া নিশ্চয়ই গুরুতর রূপে আমার মর্ম্মচ্ছেদ করিতেছ। সুমন্ত্র তাঁহার করুণবাক্য শুনিয়া ও তাঁহাকে অতিমাত্র কাতর দেখিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া তথা হইতে কিঞ্চিৎ সরিয়া গেলেন। রাজা অত্যন্ত ব্যাকুল ছিলেন বলিয়া স্বয়ং কিছুই বলিতে পারিলেন না, দেখিয়া, মন্ত্রজ্ঞা কৈকেয়ী সুমন্ত্রকে কহিলেন, হে সুমন্ত্র! রাম রাজা হইবেন এই আমোদে নিতান্ত উৎসুক হইয়া, দশরথ সমস্ত রাত্রিই জাগিয়াছেন। তজ্জন্য পরিশ্রম হওয়াতে, এখন নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছেন। অতএব তুমি শীঘ্র গিয়া রাজপুত্র যশস্বী রামকে আনয়ন কর। তোমার কল্যাণ হউক। এবিষয়ে দ্বিধা করিবে না। সুমন্ত্র কহিলেন, ভামিনি! রাজা

না বলিলে, আমি কি করিয়া যাইতে পারি? দশরথ মন্ত্রী, সুমন্ত্রের এই কথা শুনিয়া স্বয়ং তাঁহাকে কহিলেন, হে সুমন্ত্র। লোকাভিরাম রামকে তুমি শীঘ্র আনয়ন কর। আমি তাঁহাকে দেখিব। সুমন্ত্র রাজার এই বাক্যে শুভবোধে আন্তরিক আহ্লাদিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন; এবং যাইবার সময় মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কৈকেয়ী রামকে আনিতে আমায় ত্বরা দিলেন। স্পষ্ট বোধ হইতেছে, রামকে অভিষেক করিবার জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন। ইহার আর কোন হেতু নাই। ধর্ম্মাত্মা দশরথও সমস্ত রাত্রি জাগিয়া অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছেন। সেইজন্য বাহিরে আসিবেন না। পরমতেজস্বী সুমন্ত্র এইপ্রকার মনে করিয়া, অতিশয় হর্ষিত হইয়া, রামকে দেখিবার মানসে সাগরের অন্তর্ব্বর্ত্তী হ্রদের ন্যায় অত্যন্ত সুরক্ষিত পরম সুন্দর অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি বহির্গত হইয়া, রাজার দ্বাররক্ষীদিগকে অবলোকন করিলেন। পরে সহসা সম্মুখে দেখিতে পাইলেন, পুরবাসী প্রধান প্রধান ব্যক্তি সকল উপস্থিত হইয়া, দ্বারে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন

পঞ্চদশ সর্গ।

সমাগত বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ সেই রাত্রি যাপন করিয়া, পুরোহিত বশিষ্ঠের সহিত রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। বলই যাঁহাদের প্রধান, সেই সকল নরপতিগণ, অমাত্যগণ ও প্রধান প্রধান বণিকগণ, ইঁহারা সকলে অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া, রামের অভিষেকার্থ তথায় আসিয়া মিলিত হইলেন। অনন্তর সুনির্ম্মল সূর্য্যমণ্ডল উদিত হইলে, পুষ্যানক্ষত্রের যোগ হইলে, এবং রাম যাহাতে জন্মিয়াছিলেন, সেই কর্কটলগ্ন উপস্থিত হইলে

প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণ রামের অভিষেক জন্য স্বর্ণময় কলস্তুক, সুসজ্জিত সুন্দর পীঠ, সুচিক্কণ ব্যাঘ্রচর্ম্মে সম্যক্‌রূপে আবৃত রথ, গঙ্গা যমুনার পবিত্র সঙ্গমজল, অন্যান্য পবিত্র নদী হ্রদ কূপ সরোবর, পূর্ব্ববাহী ঊর্দ্ধবাহী ও দক্ষিণবাহী নদী সকল এবং সমুদায় সমুদ্র এই সকল হইতেও আহৃত জল, মধু, দধি, ঘৃত, লাজ, কুশ, পুষ্প, দুগ্ধ, আটটী সুন্দরী কন্যা, একটী উৎকৃষ্ট মত্ত হস্তী, এবং ক্ষীরবৃক্ষের পল্লবাচ্ছাদিত, পদ্ম ও উৎপল যুক্ত পবিত্র-জলপূর্ণ স্বর্ণ ও রৌপ্যময় সুশোভন ঘটসমূহ, এই সকল আহরণ করিয়া আনিলেন। এতদ্ভিন্ন, চন্দ্রকিরণের ন্যায় বিশুদ্ধ-কান্তিবিশিষ্ট রত্নমণ্ডিত কাঞ্চনদণ্ড; গন্ধপুষ্পাদিতে অলঙ্কৃত উৎকৃষ্ট বালব্যজন; সমুদায় অভিষেকসামগ্রীর মুখ স্বরূপ পরমশোভাবিশিষ্ট ও চন্দ্রমণ্ডল সদৃশ, শ্বেতবর্ণ সুশ্রী আতপত্র; শ্বেত অশ্ব ও শ্বেত বৃষ; রাজার আরোহণযোগ্য শ্রীমান্ হস্তী; সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা আটটী প্রশস্ত কন্যা, এবং সর্ব্বপ্রকার বাদ্য ও বন্দিসমূহ রামের অভিষেক জন্য প্রস্তুত ও উপস্থিত হইয়া ছিল। ফলতঃ, ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের অভিষেক উপলক্ষে যে রূপে যে-সকল উৎকৃষ্ট বস্তুর সংগ্রহ করিতে হয়, তাঁহারা রাজার অনুমতিক্রমে সেই রূপেই সেই সকল প্রধান প্রধান দ্রব্য আহরণ পূর্ব্বক সমভিব্যাহারে লইয়া রাজদ্বারে একত্র মিলিত হইয়াছিলেন। রাজা দশরথকে দেখিতে না পাইয়া, তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, আমরা আসিয়াছি, ইহা কোন্ ব্যক্তি রাজার গোচর করে? সূর্য্য উঠিয়াছেন এবং ধীমান্ রামের যৌবরাজ্যাভিষেকের সামগ্রীসকলও প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু রাজার এখনও দেখা নাই।

রাজা দশরথ সুমন্ত্রের অতিশয় আদর করিতেন। তাঁহারা এইপ্রকার বলিতে লাগিলে, সুমন্ত্র সেই সকল সার্ব্বভৌম রাজাদিগকে কহিলেন, আমি রাজার অনুমতিক্রমে রামকে সত্বর আনিবার জন্য প্রস্থান করিয়াছি। কিন্তু আপনারা

রাজার, বিশেষতঃ রামের পূজনীয়। অতএব, চিরজীবী আপ-নাদের কথামতে আমি পুনরায় রাজার নিকট গমন করিয়া, তিনি জাগিয়াছেন, তথাপি কি জন্য আসিতেছেন না, জানিয়া আসিয়া, আপনাদিগকে সবিশেষ বিদিত করিব। অতিবৃদ্ধ সুমন্ত্র এইপ্রকার কহিয়া, অন্তঃপুরদ্বারে আগমন করিলেন। এবং সর্ব্বদা সুরক্ষিত সেই অন্তঃপুরগৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া, রাজবংশের গুণগানে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর তিনি রাজার শয়নগৃহে গমন করিয়া, কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিলেন। পরে নিতান্ত নিকটস্থ হইয়া, জবনিকার অন্তরালে থাকিয়া, বিবিধ-গুণসম্পন্ন আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক বিশেষরূপে রঘুকুমার দশরথের স্তব করিতে লাগিলেন, হে কাকুৎস্থ! চন্দ্র, সূর্য্য, মহাদেব, বরুণ, কুবের, অগ্নি ও ইন্দ্র ইঁহারা আপনাকে বিজয়ী করুন। হে ধীর! সাঙ্গ বেদ সকল যেমন ব্রহ্মাকে প্রবোধিত করে, আমিও তেমন আপনাকে জাগরিত করিতেছি। হে পুরুষ-সিংহ! শয্যা হইতে উত্থান করুন, ভগবতী রাত্রি প্রভাত ও পরম শুভদিন উপস্থিত হইয়াছে। হে নরসিংহ! জাগরিত হইয়া, কর্ত্তব্য কার্য্যের সমাধান করুন। হে রঘুনন্দন! ব্রাহ্মণ ও সৈনিকপ্রধান সকল এবং বণিক ও নৃপতিগণ সমাগত হইয়া, আপনার দর্শন আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। অতএব আপনি জাগ-রিত হউন। মন্ত্রজ্ঞ সারথি সুমন্ত্র তৎকালে এই রূপে স্তব করিতে লাগিলে, দশরথ জাগরিত হইয়া, তাঁহাকে কহিলেন, হে সূত! কৈকেয়ী তোমায় রামকে আনিতে বলিয়াছেন। তুমি কি জন্য আমার এই আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছ? যাহা হউক, আমি জাগিয়াছি। তুমি এখন শীঘ্র রামকে আনয়ন কর। এই রূপে রাজা দশরথ পুনরায় সুমন্ত্রকে কৈকেয়ীর কার্য্যসাধনে আদেশ করিলেন। সুমন্ত্রও রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া, শিরো-ধার্য্য করত রাজভবন হইতে নির্গত হইলেন। যাইবার সময় চিন্তা করিতে লাগিলেন, রাজা যে রামকে আনিতে বলিলেন,

ইহাতে অবশ্যই তাঁহার অতিশয় শুভ ঘটিবে। এই ভাবিয়া তিনি হৃষ্ট ও আহ্লাদিত হইয়া, ধ্বজ পতাকা শোভিত রাজমার্গ আশ্রয় পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক দর্শন করিতে করিতে, দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিলেন। লোক সকল আনন্দিত হইয়া, রাজপথের ইতস্ততঃ রামের ও তাঁহার অভিষেকসংক্রান্ত নানাপ্রকার কথা বলিতেছে, তিনি যাইবার সময় তৎসমস্ত শুনিতে পাইলেন।

অনন্তর তিনি কৈলাসপর্ব্বত ও ইন্দ্রভবনের সমান প্রভা-বিশিষ্ট পরম সুন্দর রামগৃহ দর্শন করিলেন। ঐ গৃহ অতি বৃহৎ কপাটযুক্ত ও শত শত বেদীতে সুশোভিত। উহার অগ্রভাগে স্বর্ণময় প্রতিমা সকল প্রতিষ্ঠিত এবং বহির্দ্বারে মণি ও বিদ্রুম সকল খচিত রহিয়াছে। উহার প্রভা শরৎকালীন মেঘের ন্যায় নিতান্ত নিবিড়। অধিকন্তু, ঐ গৃহ অতিশয় কান্তিবিশিষ্ট ও সুমেরু পর্ব্বতের গুহার ন্যায় সুরক্ষিত। উহাতে যে সকল স্বর্ণ-পুষ্পের মালা আছে, তাহাদের মধ্যভাগে পরম দীপ্তিবি-শিষ্ট মণি সকল থাকাতে, উহার পরম শোভা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, ঐ গৃহ নানাপ্রকার মুক্তা মণিতে পরিপূর্ণ, চন্দন ও অগুরুতে ভূষিত, এবং মলয়পর্ব্বতের সন্নিহিত চন্দনগিরির শিখ-রের ন্যায়, মনোহর গন্ধ সকলে আমোদিত। সারস ও ময়ূর সকল ইতস্ততঃ শব্দ করাতে, উহার সাতিশয় শোভা হইয়াছে। সুন্দররূপে নির্ম্মিত কৃত্রিম বৃক সকলে উহা পরিব্যাপ্ত এবং সূত্রধরগণের সূক্ষ্ম ও বিচিত্র শিল্প সকলে ক্ষোদিত হইয়াছে। উহার অতিমাত্র শোভায় ব্যক্তিমাত্রেরই মন ও চক্ষু আকৃষ্ট হইয়া থাকে। সুমন্ত্র এই রূপে চন্দ্র সূর্য্য সদৃশ, কুবেরগৃহ ও মহেন্দ্রগৃহ তুল্য এবং সুমেরুর শৃঙ্গ সমান রামভবন দর্শন করি-লেন। উহার চতুর্দ্দিকে নানাপ্রকার পক্ষী বিচরণ করিতেছে। উপস্থিত লোক সকল কৃতাঞ্জলিপুটে ইতস্ততঃ অবস্থানপূর্ব্বক উহা পরিব্যাপ্ত করিয়াছে। রাম রাজা হইবেন শুনিয়া, পরম আগ্রহ বশতঃ প্রফুল্লমুখে উপঢৌকনহস্তে সমাগত জন-

পদবাসী ব্যক্তি সকলে উহার সাতিশয় শোভা হইয়াছে। উহার প্রভা মহামেঘের প্রভার সমান। নানাজাতীয় রত্ন ও কুঞ্জ সকলে উহার চতুর্দ্দিক পরিব্যাপ্ত এবং উহা অতিশয় বৃহৎ ও যার পর নাই শোভাবিশিষ্ট।

সারথি সুমন্ত্র অস্ত্র শস্ত্র রাখিবার জন্য গুপ্তস্থানবিশিষ্ট অশ্ব-যুক্ত রথে আরোহণ করিয়া, লোকপূর্ণ রাজমার্গের শোভা সম্পাদন ও পুরবাসী সকলের মন হর্ষিত করত রামের গৃহাভিমুখে সেই রথ চালাইয়া দিলেন। পৃথিবীতে যে সকল উত্তম বস্তু আছে, রাম সে সকলই ভোগ করিবার যোগ্য পাত্র। তাঁহার গৃহও ইন্দ্রের গৃহের ন্যায়, পরম সমৃদ্ধি ও মহত্ত্ববিশিষ্ট এবং মৃগ ও ময়ূর সকল ইতস্ততঃ বিচরণ করাতে, যার পর নাই শোভা-সম্পন্ন হইয়াছে। তথায় গমন করিয়া, সুমন্ত্রের শরীর লোমা-ঞ্চিত হইয়া উঠিল। উহার কক্ষ্যা সকল কৈলাসপর্ব্বত ও স্বর্গা-লয় সদৃশ এবং সুন্দররূপে সজ্জিত। তিনি রথারোহণে তথায় প্রবেশ করিয়া, রামের মতানুবর্ত্তী ও প্রীতিপাত্র লোকদিগকে অতিক্রম পূর্ব্বক অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলেন। তথায় শুনিতে পাইলেন, রামের অভিষেকার্থ যে সকল লোক কর্ম্ম করিতেছে তাহারা এবং অন্যান্য লোক সকলও রাজপুত্র রামের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল উদ্দেশে আহ্লাদিত হইয়া, নানাপ্রকার কথা বলিতেছে। তিনি দেখিলেন, রামের গৃহ মহেন্দ্রের গৃহের সদৃশ, সাতিশয় মনোহর, মৃগ ও পক্ষী সকলে পরিপূর্ণ, সুমেরুশৃঙ্গের ন্যায় উন্নত এবং স্বকীয় প্রভায় বিরাজমান হইতেছে। কৃতাঞ্জলিপুটে উপবিষ্ট লোক সকলে উহার চারি দিক পূর্ণ হইয়াছে। তিনি আরও দেখিলেন, জনপদবাসী কোটি-পরার্দ্ধ লোক সকল স্ব স্ব যান ত্যাগ করিয়া, উপঢৌকনহস্তে দ্বারদেশ ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। অনন্তর তিনি শত্রুঞ্জয় নামে প্রকাণ্ডাকৃতি পরম সুন্দর মত্ত হস্তী অবলোকন করিলেন। ঐ হস্তী অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ ও অসহ্য বেগাদিবিশিষ্ট, এবং দেখিতে মহামেঘতুল্য

পর্ব্বতের ন্যায়। রাম উহাতে আরোহণ করিয়াথাকেন। অনন্তর তিনি রাজার প্রীতিভাজন প্রধান প্রধান অমাত্যদিগকে অবলোকন করিলেন। তাঁহারা সকলেই সুসজ্জিত এবং তাঁহাদের সমভিব্যাহারে হস্তী, অশ্ব ও রথ সকল রহিয়াছে। তিনি তাঁহাদের সকলকেই অতিক্রম করিয়া, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। উহা দেখিতে গিরিশৃঙ্গ ও নিশ্চল মেঘের সমান এবং উহাতে যে সকল গৃহ আছে, তৎসমস্ত দিব্য বিমান অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। মকর যেমন প্রভূতরত্নপূর্ণ রত্নাকরে প্রবেশ করে, তিনিও তেমনি উহাতে প্রবিষ্ট হইলেন; কেহই তাঁহাকে রোধ করিল না।

ষোড়শ সর্গ।

অতি বৃদ্ধ সুমন্ত্র সেই জনতাপূর্ণ অন্তঃপুরদ্বার অতিক্রম করিয়া, পরে এক নির্জ্জন কক্ষ্যায় উপনীত হইলেন। সুমার্জ্জিত কুণ্ডলধারী সুবিশ্বস্ত যুবা পুরুষগণ প্রাস ও কার্ম্মুক ধারণ পূর্ব্বক একাগ্র চিত্তে ও সাবধানে সেই কক্ষ্যায় অবস্থিতি করিতেছে। সুমন্ত্র দেখিলেন, তিন জন বৃদ্ধ অধ্যক্ষ দ্বারবান্ রক্তবস্ত্র পরিধান ও সুন্দররূপে অলঙ্কার ধারণ পূর্ব্বক সবিশেষ সাবধান হইয়া, বেত্র হস্তে সেই দ্বারদেশে বসিয়া রহিয়াছে। রামের যাহাতে প্রীতি জন্মে, তদ্বিষয়ে তাহারা সকলেই ইচ্ছুক। সুমন্ত্র আসিতেছেন দেখিয়া, তাহারা সকলেই তৎক্ষণাৎ সসম্ভ্রমে স্ব স্ব আসন হইতে গাত্রোত্থান করিল। সূতপুত্র সুমন্ত্র রাজার বিশেষরূপ অনুকূল ও অতিশয় নম্রস্বভাব। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা সত্বর রামকে গিয়া বল, সুমন্ত্র দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছে। প্রভুর প্রীতিকাম সেই সকল

পুরুষ-শত্রীর সহিত বিরাজমান রামের সমীপস্থ হইয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ঐ বিষয় বিজ্ঞাপিত করিল। সুমন্ত্র দশরথের অতিশয় অন্তরঙ্গ। তিনি আসিয়াছেন, জানিয়া, রাম পিতার প্রিয়কামনায় তাঁহাকে তথায় আনয়ন করাইলেন। সুমন্ত্র আসিয়া দেখিলেন, শত্রুদমন রাম সাক্ষাৎ কুবেরের ন্যায়, উত্তমরূপে অলংকৃত হইয়া, কোমল আস্তরণ যুক্ত স্বর্ণময় পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। বরাহ-রুধিরের ন্যায় অতীব রক্তবর্ণ, মনোহর গন্ধবিশিষ্ট, অত্যুৎকৃষ্ট, বিশুদ্ধ চন্দনে তাঁহার সর্ব্ব শরীর চর্চ্চিত। সীতা বাল-ব্যজন হস্তে তাঁহার পার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছেন। তাহাতে, চিত্রা-যুক্ত চন্দ্রের ন্যায়, সাক্ষাৎ শান্তি-সমেত সর্ব্বব্যাপী ধর্ম্মের ন্যায়, অথবা সর্ব্বলোক-মোহনী দীপ্তির সহিত সংমিলিত সূর্য্যের ন্যায়, রামের অতিশয় শোভা হইয়াছে। বিনয়জ্ঞ সুমন্ত্র নিতান্ত বিনীত হইয়া, সূর্য্যের ন্যায় স্বীয় তেজে উদ্দীপ্ত বরদাতা রামের বন্দনা করিলেন। রাজপুত্র রাম প্রসন্ন বদনে বিহারশয়নে উপবেশন করিয়াছিলেন, দেখিয়া, রাজার সবিশেষ সম্মানভাজন সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলি হইয়া, তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, রাম! কৌশল্যা আপনাকে প্রসব করিয়া, সার্থক পুত্রবতী হইয়াছেন। পিতা দশরথ মহিষী কৈকেয়ীর সহিত, আপনাকে দেখিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। অতএব চলুন, আর বিলম্ব করিবেন না।

সুমন্ত্র এইপ্রকার কহিলে, পরমতেজস্বী পুরুষোত্তম রাম পরমহর্ষিত হইয়া, তাঁহার বাক্যে অঙ্গীকার করিয়া, সীতাকে কহিলেন, দেবি! পিতৃদেব দশরথ ও মাতৃদেবী কৈকেয়ী উভয়ে আমার জন্য একত্র মিলিত হইয়া, নিশ্চয়ই অভিষেকসংক্রান্ত কোনরূপ হিতানুষ্ঠানের মন্ত্রণা করিয়াছেন। অয়ি মদির-লোচনে! কৈকেয়ী স্বামীর অতিশয় অনুকূল, এবং সর্ব্বদাই তাঁহার প্রিয় কামনা করেন। সুতরাং, রাজা আমাকে রাজ্য দিতে মনস্থ করিয়াছেন দেখিয়া, তিনি আমার হিতের জন্য রাজাকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়া থাকিবেন, বোধ হই-

ছেন।” জননী কৈকেয়ী রাজার যেমন হিতৈষিণী ও অনুবর্ত্তিনী, আমারও তেমনি হিত কামনা করেন। এইজন্য, তিনি অতিশয় আহ্লাদিতা হইয়া, মহারাজকে আমার বিষয়ে অনুরোধ করিতেছেন। এই দেখ, মহারাজ প্রিয় মহিষী কৈকেয়ীর সহিত পরামর্শ করিয়া, আমার পরম উপকারী ও অভীষ্টসাধক সুমন্ত্রকে দূতস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছেন, ইহা অতিশয় সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। কৈকেয়ীর অন্তঃপুরে আমার হিতের জন্য যেমন সভা হইয়াছে, উপযুক্ত দূতও তেমন আসিয়াছে। রাজা নিশ্চয়ই অদ্য আমায় যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন। আহা কি আনন্দ! আমি সত্বর এখান হইতে গমন করিয়া, রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিব। তুমি সখিজনের সহিত প্রসন্ন চিত্তে কিয়ৎকাল আমোদ প্রমোদ কর।

রাম এই বলিয়া, গমনে উদ্যত হইলে, স্বামির আদরভাগিনী কৃষ্ণনয়না সীতা, উপস্থিত বিষয়ে যাহা সঙ্গত, তদনুরূপ চিন্তা করিতে করিতে দ্বার পর্য্যন্ত রামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিলেন। এবং তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, বশিষ্ঠাদি ব্রাহ্মণগণ চিরকাল যাঁহার সেবা করিয়াছেন, সেই অযোধ্যারাজ্য তোমাকে দশরথ প্রদান করিবেন। পরে, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা যেমন ইন্দ্রকে সকলের অধিপতি করিয়াছেন, রাজাও তেমনি তোমায় মহারাজ্যে অভিষেক করিবেন। তুমি তৎকালে দীক্ষিত, ব্রতসম্পন্ন ও শুচি হইয়া, কুরঙ্গশৃঙ্গ হস্তে উৎকৃষ্ট চর্ম্মবস্ত্র পরিধান করিয়াছ, দেখিয়া, আমি তোমায় ভজনা করিব। অধুনা, ইন্দ্র আমার পূর্ব্ব দিক্, যম দক্ষিণ দিক্, বরুণ পশ্চিম দিক্ এবং কুবের আমার উত্তর দিক্ রক্ষা করুন।

তখন রাম অভিষেকের উপযুক্ত মঙ্গলানুষ্ঠান সমাধা করিয়া, সীতার অনুজ্ঞা লইয়া, সুমন্ত্রের সহিত গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। গিরিগুহাশায়ী সিংহ যেমন পর্ব্বত হইতে, তিনিও তেমনি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, দ্বারে আসিয়া দেখিলেন, লক্ষ্মণ কৃতা-

ঞ্জলি হইয়া বিনীতভাবে উপবিষ্ট আছেন। অনন্তর তিনি মধ্যস্থ কক্ষ্যায় সুহৃদ্‌বর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তথায় যে সকল অর্থী উপস্থিত ছিল, সকলকেই সম্ভাষণাদি করিয়া, আপ্যায়িত করিলেন। পরে পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজনন্দন রাম অগ্নির ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট ও ব্যাঘ্রচর্ম্মে আবৃত রৌপ্যময় উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিলেন। উহার শব্দ মেঘের শব্দের ন্যায় ও প্রভা সূর্য্যের প্রভার ন্যায়; দেখিলে, দৃষ্টি প্রতিহত হইয়া যায়। পরম ঐশ্বর্য্যশালী ইন্দ্র যেমন উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব-যোজিত দ্রুতগামী রথে আরোহণ করেন, তিনিও তেমনি হস্তিশাবক সদৃশ উৎকৃষ্ট অশ্ব যোজিত, মণি-হেম-বিভূষিত রথে আরূঢ় ও স্বকীয় প্রভায় উদ্দীপিত হইয়া, আকাশে গর্জ্জনশীল মেঘের ন্যায়, রথশব্দে চতুর্দ্দিক শব্দিত করিয়া, পরমশোভাময় চন্দ্র যেমন সুবিস্তৃত আকাশ হইতে, তেমনি গৃহ হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক সত্বর প্রস্থান করিলেন। সর্ব্বদা রামের অনুগত ভ্রাতা লক্ষ্মণ বিচিত্র চামর হস্তে পশ্চাদ্ভাগে রথে আরোহণ করিয়া, তাঁহার রক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, রাম নির্গত হইলে, চতুর্দ্দিক্ হইতেই সমবেত লোক সকল তুমুল হলহলা শব্দ করিয়া উঠিল। শত শত ও সহস্র সহস্র উৎকৃষ্ট প্রধান অশ্ব ও পর্ব্বতাকৃতি হস্তী সকল তৎক্ষণাৎ রামের অনুগমন করিল। চন্দন ও অগুরু ভূষিত বীরপুরুষগণ রামের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল কামনা করত ধনু ও খড়্গ ধারণ এবং কবচ পরিধান করিয়া, অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। অনন্তর বন্দিগণের স্তুতিবাদ, বীরগণের সিংহনাদ ও বিবিধ বাদ্যনিনাদ পথিমধ্যে শ্রুত হইতে লাগিল। নগরবাসিনী রমণীগণ বসন ভূষণে ভূষিতা হইয়া, প্রাসাদ-বাতায়ন আশ্রয় করিয়া, চতুর্দ্দিক হইতেই বিকসিত পুষ্প সকল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, শত্রু-দমন রাম তাহাতে আচ্ছন্ন হইয়া, গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কামিনীগণ হর্ম্ম্যপৃষ্ঠ ও ক্ষিতিপৃষ্ঠ আশ্রয় করিয়া, রামকে আপ্যায়িত করিবার অভিলাষে উৎকৃষ্ট বাক্যে

তাঁহার স্তব করত বলিতে লাগিল, হে মাতৃর আনন্দকর রাম! তুমি পিতৃদত্ত রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছ; সুতরাং তোমার যাত্রা সফল হইয়াছে; দেখিয়া তোমার জননী কৌশল্যা নিশ্চয়ই আহ্লাদিতা হইবেন। এইরূপ প্রশংসা করিতে করিতে ঐ সকল কামিনীর নিশ্চয় প্রতীতি জন্মিল যে, রামের হৃদয়বল্লভা সীতাই সমুদায় রমণীর অগ্রগণ্যা। সীতা পূর্ব্বে নিশ্চয়ই বিহিত বিধানে মহাতপস্যা করিয়াছিলেন। সেই পুণ্যেই রোহিণী যেমন চন্দ্রের, তেমনি রামের সহবাস প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রমদাগণ প্রাসাদোপরি আরোহণ করিয়া, এই রূপে প্রীতিজনক বাক্য সকল বলিতে লাগিল। পুরুষোত্তম রাম রাজমার্গে থাকিয়া তৎসমস্ত শুনিতে পাইলেন। পুরবাসী ও অন্যান্য আগন্তুক লোক সকলও পরমপুলকিত হইয়া, রামের সম্বন্ধে নানাপ্রকার কথোপকথন আরম্ভ করিল। তৎসমস্তও তাঁহার শ্রবণগোচর হইল। তাহারা বলিতে লাগিল, এই রাম অদ্য দশরথের অনুগ্রহে বিপুল রাজলক্ষ্মী প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত গমন করিতেছেন। রাম আমাদের শাসনকর্ত্তা হইবেন, ইহাতে আমরা সর্ব্বাংশেই নিষ্কাম হইলাম। ইহাই লোকের পরম লাভ যে, ইনি চিরকালের জন্য সমুদায় রাজ্য অধিকার করিবেন। রাম রাজা হইলে, কস্মিন্ কালে কাহারও কিছুমাত্র অনিষ্ট বা ক্লেশ ঘটিবে না।

এই রূপে সুন্দর হস্তী ও অশ্ব সকল শব্দ করিয়া এবং প্রধান প্রধান সূত ও মাগধ সকল জয় জয় শব্দে স্তুতি পাঠ পূর্ব্বক পূজা করিয়া, অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইলে, রাম, সাক্ষাৎ কুবেরের ন্যায়, গমন করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, সমুদায় রাজপথ রথ, অশ্ব, হস্তী ও হস্তিনী সমূহে আচ্ছন্ন, সমুদায় চতুষ্পথ বিপুল জনতায় পরিপূর্ণ এবং সর্ব্বত্রই রাশি রাশি রত্ন প্রক্ষিপ্ত রহিয়াছে ও বহুবিধ পুণ্যানুষ্ঠান হইতেছে। উত্তম রূপে জলসেক ও সম্মার্জ্জন করাতে, রাজপথে ধূলি বা আবর্জ্জনাদির লেশমাত্র নাই।

সপ্তদশ সর্গ।

রাম রাজা হইবেন শুনিয়া তাঁহার সুহৃদ মাত্রেই সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। তিনি রথারোহণে অবলোকন করিলেন, সমুদায় নগর ধ্বজ পতাকায় আচ্ছন্ন, মহামূল্য অগুরুগন্ধে আমোদিত, নানাপ্রকার লোকে পরিপুর্ণ এবং আকাশের ন্যায় পাণ্ডুরবর্ণ গৃহ সকলে বিরাজমান হইতেছে। তিনি অগুরুবাসিত রাজপথের মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ঐ রাজপথ অতিশয় প্রশস্ত ও উৎকৃষ্ট এবং রাশি রাশি উৎকৃষ্ট চন্দন ও অগুরু, বহুবিধ উত্তম গন্ধ, দুকুল ও পট্টবস্ত্রসমূহ, ছিদ্রহীন মুক্তারাজি, এবং উৎকৃষ্ট স্ফাটিকসমূহ, এই সকলে উহার সাতিশয় শোভা হইয়াছে। তিনি দেখিলেন, স্বর্গে দেবপথের ন্যায়, ঐ রাজপথ নানাপ্রকার পণ্য ও নানাপ্রকার ভক্ষ্য দ্রব্যে পরিপুর্ণ রহিয়াছে। উহার চতুষ্পথ সকল দধি, অক্ষত, ঘৃত, লাজ, ধূপ, অগুরু, চন্দন, নানাপ্রকার মাল্য ও উপগন্ধ এই সকলে সর্ব্বদাই সাতিশয় শোভা ও গৌরব বিশিষ্ট। তৎকালে সুহৃদ্গণ রামকে নানাপ্রকার আশীর্ব্বাদ করিতেছিলেন। তিনি তৎসমস্ত শ্রবণ করত যথাযোগ্য সকল লোকেরই পূজা করিয়া, গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুহৃদ্গণ বলিতে লাগিলেন, রাম! তুমি রাজা হইয়া, পিতামহ ও প্রপিতামহগণের আচরিত পথে পদার্পণ পূর্ব্বক পৃথিবীর শাসন কর। তোমার পিতা ও পিতামহ সকল যে রূপে আমাদের পালন করিয়াছেন, রাম তুমি রাজা হইলে, আমরা তদপেক্ষাও অধিক সুখে বাস করিব। রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সুসজ্জিত শরীরে রাজপথে নির্গত হইয়াছেন, দর্শন করিলে, অদ্য আমাদের ঐহিক ও পারমার্থিক কোন বিষয়েই আর প্রয়োজনমাত্র থাকিবে না। রাম

রাজা হয়েন, ইহা যেমন আমাদের প্রীতিজনক, আর কিছুই তেমন নহে। সুহৃদ্গণের মুখে আপনার প্রশংসাসূচক এই-রূপ ও অন্যরূপ শুভ কথা সকল শ্রবণ করিয়াও, রামের কিছু-মাত্র বিকার উপস্থিত হইল না।—তাঁহারা যেন আর কাহাকে উদ্দেশ করিয়া ঐরূপ বলিতেছেন, এই ভাবে তিনি সেই রাজ-পথে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি সকল মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ। সুতরাং তিনি দৃষ্টিপথের অতীত হইলেও, কোন ব্যক্তিই তাঁহা হইতে স্বস্ব মন ও চক্ষু ফিরাইয়া লইতে পারিল না;—তিনি যেন সেই সকল সঙ্গে লইয়া গেলেন। যে ব্যক্তি রামকে না দেখিয়াছে অথবা রাম যাহাকে না দেখেন, সে ব্যক্তি সকল লোকেরই নিন্দিত; তাহার আত্মাও তাহাকে নিন্দা করে। ধর্ম্মাত্মা রাম চতুর্ব্বর্ণীয় ব্যক্তিমাত্রেই তাহাদের বয়সানুরূপ দয়া করিয়া থাকেন। সেইজন্য, তাহারা সর্ব্বতোভাবেই তাঁহার আনুগত্য করে।

রাজপুত্র রাম চতুষ্পথ, দেবালয়, চৈত্যবৃক্ষ ও সভাদি প্রশস্ত স্থান সকল আপনার দক্ষিণভাগে রাখিয়া গমন করিতে লাগি-লেন। অনন্তর তিনি রাজগৃহে উপনীত হইলেন। কৈলাস পর্ব্বতের শিখর ও জলদজাল সদৃশ, বিচিত্র প্রাসাদশৃঙ্গ সকলে ঐ রাজগৃহ পরিপূর্ণ এবং উহার অন্তর্গত ক্রীড়াগৃহ সকল রত্ন-মালায় উদ্ভাসিত হইয়া, শ্বেতবর্ণ বিমানসমূহের ন্যায়, গগন-মণ্ডল আবরণ করিয়া রহিয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে ঐ গৃহ, সকল গৃহের শ্রেষ্ঠ এবং দেখিতে মহেন্দ্রগৃহের ন্যায়। রাজপুত্র রাম স্বকীয় শ্রীতে উদ্দীপ্ত হইয়া, পিতৃগৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি ধনুর্দ্ধারীগণে সুরক্ষিত তিন কক্ষ্যা অশ্বারোহণে অতিক্রম করিয়া, পরে অপর কক্ষ্যায় পদব্রজে গমন করিলেন। ক্রমে সমুদায় কক্ষ্যা পার হইয়া, সমভিব্যাহারী লোক সকলকে নিবৃত্ত করিয়া, অন্তঃপুরে উপনীত হইলেন।

রাজপুত্র রাম পিতৃসমীপে গমন করিলে, উল্লিখিত লোক

সকল তাঁহার পুনর্নির্গমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সরিৎ-পতি সমুদ্রও ঐ রূপে চন্দ্রোদয়বেলা প্রতীক্ষা করিয়া থাকে।

—০—

অষ্টাদশ সর্গ।

রাম দেখিলেন, পিতৃদেব দশরথ শুষ্ক মুখে ও নিতান্ত ব্যাকুলভাবে কৈকেয়ীর সহিত পবিত্র আসনে আসীন রহিয়াছেন। তিনি প্রথমে একান্ত নম্রভাবে পিতার চরণ বন্দনা করিয়া, পরে ঐকান্তিক চিত্তে কৈকেয়ীর চরণে প্রণিপাত করিলেন। রাম—, এই কথামাত্র বলিয়াই, দশরথের লোচন-যুগল অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তখন তিনি নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া রামকে আর দেখিতে বা সম্ভাষণ করিতে পারিলেন না। দশরথের তাৎকালিক অবস্থা দেখিলে, ভয় হইয়া থাকে। রাম পুর্ব্বে কখন ঐপ্রকার দেখেন নাই। সুতরাং দর্শন করিয়াই, পদ দ্বারা সর্প স্পর্শ করিলে যেপ্রকার ভয় হয়, তাঁহার সেইরূপ ভয় জন্মিল। তিনি দেখিলেন, রাজার ইন্দ্রিয় সকল অপ্রসন্ন, শরীর শোক ও সন্তাপে নিতান্ত শুষ্ক, মন ব্যাকুল ও ব্যথিত এবং নিশ্বাস ঘন ঘন বহিতেছে। ফলতঃ, যিনি সহসা ক্ষুব্ধ হয়েন না, সেই সরিৎপতি ক্ষুব্ধ ও তরঙ্গপূর্ণ হইলে, কিংবা সূর্য্য রাহুগ্রস্ত হইলে, অথবা, কোন তপস্বী মিথ্যা কথা কহিলে, তাঁহাদের যেরূপ ভয়ঙ্কর ও শোচনীয় অবস্থা হয়, দশরথেরও সেইরূপ হইয়াছে। পিতার ঐপ্রকার শোক একান্ত অসম্ভাবিত; সুতরাং কি কারণে উহা উপস্থিত হইয়াছে, চিন্তা করিতে করিতে রাম, পর্ব্বকালীন সমুদ্রের ন্যায়, একান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন।

অনন্তর পিতৃ-হিতপরায়ণ রাম চিন্তা করিতে লাগিলেন, অদ্য পিতৃদেব কিজন্য আমায় সম্ভাষণাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে-

ছেন না। অন্য দিন আমাকে দেখিলে, যদি কুপিতও থাকেন, প্রসন্ন হয়েন। অতএব আজি আমাকে দেখিয়া তাঁহার কি দুঃখ উপস্থিত হইল? ভাবিতে ভাবিতে রামের মুখবর্ণ বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি শোকে ব্যাকুল ও একান্ত কাতর হইয়া, কৈকেয়ীর অভিবাদন করিয়া, কহিতে লাগিলেন, আমি অজ্ঞান প্রযুক্ত কোন অপরাধ করিয়া থাকিব; সেই জন্য পিতৃদেব কুপিত হইয়াছেন। অতএব আপনিই ইহাঁকে প্রসন্ন করিয়া, আমার কথা বলুন। পিতা সর্ব্বদাই আমায় অতিশয় স্নেহ করেন। কি জন্য আজি মলিনবদন, অপ্রসন্নচিত্ত ও নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, আমায় সম্ভাষণ করিতেছেন না? শরীরের অথবা মনের কোনপ্রকার সন্তাপ বা পরিতাপ জন্মিয়া, ইহাঁকে ত কাতর করে নাই? কেননা, নিত্য সুখভোগ কখনই সহজ নহে। অথবা, প্রিয়দর্শন কুমার ভরত, মহাবল শত্রুঘ্ন এবং আমার মাতৃদেবীগণ ইহাঁদের মধ্যে কাহারও ত কোনরূপ অশুভ ঘটে নাই, সেই জন্য ইনি এইরূপ ব্যাকুল হইয়াছেন? পিতা রুষ্ট হইলে, তাঁহাকে সন্তুষ্ট কিংবা তাঁহার বাক্যরক্ষা না করিয়া, মুহূর্ত্তমাত্রও বাঁচিয়া থাকিতে আমার ইচ্ছা হয় না। লোকে ইহ সংসারে যাঁহা হইতে আপনার জন্ম দেখিতে পায়, সেই প্রত্যক্ষ-দেবতা পিতার প্রতি অনুকূল না হইয়া, কি রূপে থাকিতে পারে? আপনি ত অভিমান অথবা ক্রোধবশে পিতাকে আমার কোনরূপ কটূক্তি করেন নাই; সেই জন্য ইহাঁর মনোমালিন্য জন্মিয়াছে? হে দেবি! আমি বিশেষ রূপে জিজ্ঞাসা করিতেছি, সত্য করিয়া আমাকে বলুন, কিনিমিত্ত রাজার এইপ্রকার বিকার উপস্থিত হইয়াছে? পূর্ব্বে কখন এরূপ ঘটে নাই।

কৈকেয়ীর কিছুমাত্র লজ্জা নাই। সুতরাং, মহাত্মা রাম এইপ্রকার কহিলে, তিনি আপনার হিতকর ও অত্যন্ত উদ্ধত বাক্য বলিতে লাগিলেন, রাম! রাজা রুষ্ট হয়েন নাই, এবং ইহাঁর কোন বিপদও ঘটে নাই। তবে, ইহাঁর কিছু মনোগত আছে।

তোমার ভয়ে বলিতেছেন না। তুমি ইহাঁর প্রিয়, সুতরাং তোমাকে অপ্রিয় বলিতে ইহাঁর কথা সরিতেছে না। যাহা হউক, আমার নিকট ইনি যে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তোমায় তাহা পূরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইনি পূর্ব্বে আমায় বহুমানপূর্ব্বক বরদান করেন; এখন নিতান্ত ইতরের ন্যায় তজ্জন্য অনুতাপ করিতেছেন। এই রাজা, আমায় বর দিবেন, প্রতিজ্ঞা করেন। সুতরাং, এখন অনুতাপ করিয়া, গত জলে বৃথা সেতু বাঁধিতে উদ্যত হইতেছেন। হে রাম! সত্যই ধর্ম্মের মূল; ইহা সাধুগণও জানেন। অতএব, রাজা রুষ্ট হইয়া, তোমারই হিতের জন্য যাহাতে সেই সত্যভ্রষ্ট না হন, তোমায় তাহা করিতে হইবে। রাজা যাহা বলিবেন, ভাল হউক বা মন্দ হউক, তুমি যদি তাহা করিতে স্বীকার পাও, আমি পুনরায় সমস্ত ঘটনা তোমায় বলিতে পারি। ফলতঃ, রাজার কথা যদি তুমি ব্যর্থ না কর, তাহা হইলে, আমিই তাহা বলিব, ইনি নিজে তোমায় বলিবেন না।

রাম রাজমহিষী কৈকেয়ীর এই কথা শ্রবণ করিয়া, রাজার সমক্ষে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হায় ধিক্! আপনি আমায় এরূপ কথা বলিবেন না। হে দেবি! আমি রাজার কথায় অগ্নিতেও পড়িতে পারি। ইনি আমার গুরু ও পিতা, বিশেষতঃ রাজা। ইনি বলিলে, আমি খরতর বিষ পান করিতে ও সাগরেও ডুবিতে পারি। অতএব দেবি! রাজা যাহা বলিতে মনস্থ করিয়াছেন, বলুন। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তাহা করিব। রাম কখন দু কথা বলে না।

তখন দুষ্টস্বভাবা কৈকেয়ী সত্যবাদী সরলচিত্ত রামকে অতিশয় দারুণ বাক্যে কহিলেন, হে রঘুনন্দন! পূর্ব্বে দেবাসুর-মহাযুদ্ধে তোমার পিতা সর্ব্বাঙ্গে বাণবিদ্ধ হইলে, আমি তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি আমাকে দুই বর দেন। তন্মধ্যে এক বরে আমি ভরতের অভিষেক ও অন্য বরে অদ্যই তোমার দণ্ডকারণ্যে গমন তাঁহার নিকট যাচ্ঞা করিয়াছি। যদি

পিতার ও তোমার নিজেরও প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে, হে নরশ্রেষ্ঠ! আমি যাহা বলি, শ্রবণ কর। পিতা তোমার যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তুমি সেই রূপে তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালন কর। তোমাকে চৌদ্দবৎসর বনে বাস করিতে হইবে। হে রাম! রাজা তোমার জন্য যে অভিষেকের আয়োজন করিয়াছেন, ভরত তদ্দ্বারা অভিষিক্ত হউন। তুমি উপস্থিত অভিষেক ত্যাগ করিয়া, জটা বল্কল ধারণ পূর্ব্বক চৌদ্দবৎসর দণ্ডকারণ্যে অবস্থিতি কর। ভরত এই অযোধ্যায় থাকিয়া, বিবিধ রত্ন, হস্তী, অশ্ব ও রথ পূর্ণ পৃথিবী শাসন করুন। রাজা এইপ্রকার বর দিয়াছেন বলিয়াই, কারুণ্যপূর্ণ ও শোকে মলিনবদন হইয়া, তোমার পানে চাহিতে পারিতেছেন না। হে রঘুনন্দন! তোমাকে রাজার এই কথা রাখিতে হইবে। হে রাম! তুমি এই মহৎ সত্য হইতে তাঁহাকে উদ্ধার কর।

কৈকেয়ী এইপ্রকার অতীব কঠিন কথা বলিতে লাগিলে, রাম কিছুমাত্র শোক প্রাপ্ত হইলেন না। কিন্তু দশরথ অতিশয় তেজস্বী হইলেও, পুত্রের বিপদে নিতান্ত শোকাকুল ও অতিমাত্র ব্যথিত হইয়া উঠিলেন।

ঊনবিংশ সর্গ।

শত্রুদমন রাম কৈকেয়ীর এই মৃত্যুসম অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়াও, ব্যথিত হইলেন না; তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন, তাহাই হইবে। আমি রাজার প্রতিজ্ঞাপূরণার্থ জটা বল্কল ধারণ করিয়া, বনে বাস করিবার জন্য এখান হইতে প্রস্থান করিব। কিন্তু ইহাই আমার জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, এই দুর্দ্ধর্ষ শত্রুদমন মহীপতি কিজন্য আমায় পূর্ব্বের ন্যায় আদর অপেক্ষা করিতেছেন না। হে দেবি! আপনি

রাগ করিবেন না। আমি আপনার সাক্ষাতে বলিতেছি, জটা বল্কল ধারণ পূর্ব্বক বনে যাইব; আপনি প্রসন্ন হউন। এই দশরথ আমার অভীষ্ট গুরু, পিতা, ও রাজা এবং যাহা করিতে হয়, তাহা বিশেষরূপ জানেন। অতএব ইনি আজ্ঞা করিলে, আমি নিঃশঙ্ক হইয়া, ইহাঁর কি না প্রিয় করিতে পারি? কিন্তু এই একমাত্র মনের দুঃখে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে, যে, পিতা নিজে আমায় ভরতকে রাজ্য দিবার কথা বলিতেছেন না। আপনি আজ্ঞা করিলেই, আমি আপনার প্রিয়সাধনার্থ আহ্লাদিত হইয়া, প্রতিজ্ঞা পালন করত, ভ্রাতা ভরতকে অভীষ্ট প্রাণ, ধন, রাজ্য ও সাক্ষাৎ সীতা পর্য্যন্ত দান করিতে পারি; রাজা, বিশেষতঃ পিতা দশরথের আজ্ঞার কথা আর কি বলিব? অতএব, পিতা লজ্জিত হইয়াছেন, আপনি ইহাঁকে আশ্বাস প্রদান করুন। ইনি যে পৃথিবীর দিকে চাহিয়া, মন্দ মন্দ চক্ষুর জল ফেলিতেছেন, ইহার কারণ কি? যাহা হউক, ভরতকে মাতুলালয় হইতে আনিবার জন্য রাজার আজ্ঞায় দূতগণ দ্রুতগামী অশ্ব সকলে আরোহণ করিয়া অদ্যই গমন করুক। আমিও পিতৃদেবের বাক্যে দ্বিধা না করিয়া, শীঘ্রই এখান হইতে দণ্ডকবনে চৌদ্দ-বৎসর বাস করিতে যাইব।

কৈকেয়ী তাঁহার কথা শুনিয়া, আহ্লাদিতা হইয়া, নিশ্চয় করিলেন, রাম অবশ্যই বনে যাইবেন। তখন তিনি তাঁহাকে ত্বরা দিয়া বলিতে লাগিলেন, তুমি যাহা কহিলে, তাহাই হইবে; দূতগণ দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া ভরতকে মাতুলালয় হইতে আনিতে যাইবে। কিন্তু তুমি যখন বনে যাইতে উৎসুক হইয়াছ, তখন তোমার আর বিলম্ব করা আমার মতে উচিত হয় না। অতএব রাম! তুমি শীঘ্রই এখান হইতে বনে যাও। রাজা লজ্জিত হইয়া, নিজে যে তোমায় বলিতেছেন না, উহা কিছুই নহে; অতএব হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি তজ্জন্য দুঃখিত হইও না। বলিতে কি, তুমি অতি ত্বরাপর হইয়া,

অযোধ্যা হইতে যতক্ষণ না বনে যাইতেছ, তাবৎ তোমার পিতা স্নান আহার করিবেন না।

রাজা দশরথ কৈকেয়ীর এই কথায়, হায়, ধিক্, কি কষ্ট! এইরূপ কহিয়া, নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, শোকে অভিভূত হইয়া, স্বর্ণভূষিত পর্য্যঙ্কে পতিত হইলেন। রাম পিতাকে তৎক্ষণাৎ উত্থান করাইলেন। এবং কৈকেয়ীর অনুমতিক্রমে কষাহত অশ্বের ন্যায় বনগমনে ত্বরাপর হইলেন। তৎকালে দুষ্টস্বভাবা কৈকেয়ীর তাদৃশ ভয়ানক অর্থসম্পন্ন অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া, তিনি মনে কিছুই ব্যথা না পাইয়া, তাঁহাকে কহিলেন, দেবি! আমি অর্থের বশ হইয়া, এই পৃথিবীতে বাস করিতে ইচ্ছা করি না। আমাকে ঋষিতুল্য একমাত্র ধর্ম্মেরই আশ্রিত জানিবেন। প্রাণ দিয়াও পরম পূজনীয় পিতৃদেবের যাহা কিছু প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে পারা যায়, তাহা আমা দ্বারা সর্ব্ব প্রকারেই সুসম্পন্ন হইয়াছে, বলিয়া, বোধ করিবেন। পিতার সেবা অথবা আজ্ঞাপালন অপেক্ষা আর কিছুই মহত্তর ধর্ম্মানুষ্ঠান নাই। পূজনীয় পিতৃদেব আজ্ঞা না করিলেও, আপনার কথাতেই আমি চতুর্দ্দশ বর্ষ বিজন বনে বাস করিব। হে কৈকেয়ি! আমাকে কি আপনি নিতান্তই নির্গুণ বলিয়া জানেন, যে, আমার উপর আপনার সম্পূর্ণ প্রভুত্ব থাকিলেও, আপনি আমাকে না বলিয়া, রাজাকে আমার বনবাসের কথা বলিয়াছেন। যাহা হউক, যাবৎ মাতার অনুমতি ও সীতার সম্মতি গ্রহণ অপেক্ষা করুন। তাহার পর আমি অদ্যই দণ্ডক বনে গমন করিব। এক্ষণে, ভরত যাহাতে পিতৃদেবের সেবা ও রাজ্য পালন করেন, আপনি তাহা করিবেন। কেননা, উহাই সনাতন ধর্ম্ম।

দশরথ রামের কথা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। শোকাবেগে আর অশ্রু সংবরণ করিতে না পারিয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। তাঁহার সংজ্ঞালোপ হইল। তখন

রাম তাঁহার ও দুষ্টস্বভাবা কৈকেয়ীর চরণ বন্দনা করিয়া, তথা হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি পিতা ও কৈকেয়ীকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, বন্ধুগণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সুমিত্রার আনন্দবৰ্দ্ধন লক্ষ্মণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রামের পশ্চাদ্‌গামী হইলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, রাম বিনা আমি কখনই বাঁচিতে পারিব না। এইজন্য বনে যাইতে সংকল্প করিলেন। অভিষেকের জন্য যে সকল দ্রব্য সামগ্রীর আয়োজন হইয়াছিল, রাম তৎসমস্ত জলাঞ্জলি দিয়া, এবং তাহাতে দৃষ্টিপাত না করিয়া, একমাত্র বনবাসই লক্ষ্য করিয়া, ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি সকল লোকেরই নয়ন মনের প্রীতিকর। তাঁহার কান্তির ক্ষয় নাই। সুতরাং কলাক্ষয়েও চন্দ্রের যেমন শোভা নষ্ট হয় না, রাজ্যনাশেও তাঁহার তেমনি স্বাভাবিক শোভার হানি হইল না। ইষ্ট ও অনিষ্টে যাঁহার সমান জ্ঞান, সেই যোগী পুরুষের যেমন কিছুতেই বিকার নাই, রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে যাইতে উদ্যত হইলেও রামের তেমনি মনোবিকার লক্ষিত হইল না। তিনি আত্মজয় করিয়াছিলেন। সুতরাং, মনে মনে উপস্থিত দুঃখ সংবরণ ও ইন্দ্রিয় সকলকে সম্যক্‌রূপে আয়ত্ত করিয়া, স্বজন, পৌরগণ ও রথ, সকলই বিসর্জ্জন এবং পবিত্র ছত্র ও সুসজ্জিত চামরযুগল ধারণ করিতে নিষেধ করিয়া, এই অপ্রিয় সংবাদ দিবার জন্য মাতার গৃহে প্রবেশ করিলেন। যে সকল লোক অভিষেক উপলক্ষে সজ্জিত হইয়া, তাঁহার সমভিব্যাহারে যাইতেছিল, তাহারা শ্রীমান্ সত্যবাদী রামের মুখে বিকারের কোনরূপ চিহ্ন দেখিতে পাইল না। শরৎকালে সুনির্ম্মল চন্দ্র যেমন আপনার তেজ ত্যাগ করেন না, জিতচিত্ত মহাবাহু রামও তেমনি আপনার স্বাভাবিক হর্ষ ত্যাগ করিলেন না। সেই ধর্ম্মাত্মা মহাযশা রাম মধুর বাক্যে সকল লোককেই সম্মানিত

করিয়া, জননীর নিকটে গমন করিলেন। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ গুণে রামের সমান এবং অতিশয় পরাক্রান্ত। তিনিও আপনার দুঃখ সংবরণ করিয়া, রামের অনুগামী হইলেন।

রাম অতিমাত্র আহ্লাদযুক্ত মাতৃগৃহে প্রবেশ পুর্ব্বক, উপস্থিত অর্থবিপত্তি দর্শন করিয়া, পাছে সুহৃদ্গণের প্রাণবিপত্তি হয়, এই ভয়ে সেখানেও নির্ব্বিকার হইয়া রহিলেন।

বিংশ সর্গ।

এদিকে পুরুষোত্তম রাম কৃতাঞ্জলিপুটে নির্গত হইলেন তৎকালে স্ত্রী সকল অন্তঃপুর মধ্যে তুমুল আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, পিতা আজ্ঞা না করিলেও, যিনি আপনা হইতেই অন্তঃপুরস্থ সকল লোকের কার্য্য সম্পাদন করেন, এবং যিনি সকলেরই গতি ও রক্ষাকর্ত্তা, সেই রাম আজি বনে যাইবেন! এই রাম জন্মাবধি জননী কৌশল্যাকে যেমন, আমাদের সকলকেও তেমন সর্ব্বদা কায়মনে সেবা করেন। কটু কথা বলিলেও, যিনি রাগ করেন না; প্রত্যুত, রাগের কারণ সকল বর্জ্জন করিয়া, রুষ্ট ব্যক্তিদিগকে সন্তুষ্ট করেন, সেই বৎস রাম আজি বনে যাইবেন! হায়, আমাদের রাজার কিছুই বুদ্ধি নাই। সেইজন্য ইনি সকল প্রাণির আশ্রয় রামকে ত্যাগ করিয়া, লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছেন! মহিষীগণ সকলেই বৎসহীনা ধেনুর ন্যায় এই রূপে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, স্বামীর নিন্দা ও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। মহীপতি দশরথ অন্তঃপুর মধ্যে এইপ্রকার ঘোরতর আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া, পুত্রশোকে অভিভূত হইয়া, আসনে পতিত হইলেন। রাম স্বজনগণের দুঃখ দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া,

দ্বিতীয় ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করত, ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত জননীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তিনি তথায় দেখিলেন, পরম মাননীয় বৃদ্ধ দ্বারাধ্যক্ষ এবং অন্যান্য অনেক ব্যক্তি দ্বারদেশে উপবিষ্ট রহিয়াছে। রামকে দেখিবামাত্র তাহারা সকলেই নিকটস্থ হইয়া, জয় হউক বলিয়া, বিজয়িশ্রেষ্ঠ রামের সংবর্দ্ধনা করিল। অনন্তর রাম প্রথম কক্ষ্যায় প্রবেশ করিয়া, দ্বিতীয় কক্ষ্যায় রাজা দশরথের পরমপূজিত বেদপারগ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদিগকে দর্শন করিলেন। তিনি সেই বৃদ্ধদিগকে প্রণাম করিয়া, তৃতীয় কক্ষ্যায় স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধ সকল একাগ্র চিত্তে দ্বার রক্ষা করিতেছে, দেখিলেন। তন্মধ্যে স্ত্রী সকল অতিমাত্র হর্ষিত হইয়া, রামের সংবর্দ্ধনা পূর্ব্বক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া, জননী কৌশল্যাকে, রাম আসিয়াছেন, এই প্রিয় সংবাদ প্রদান করিল। দেবী কৌশল্যা তৎকালে সমস্ত রাত্রি নিয়মে থাকিয়া, প্রভাতে পুত্রের হিতোদ্দেশে বিষ্ণুর পূজা করিয়া, দুকূল পরিধান ও বিহিত মঙ্গলানুষ্ঠান পূর্ব্বক হৃষ্ট চিত্তে মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে অগ্নিতে আহুতি দিতেছিলেন। তিনি নিত্যই ব্রত সকলে ব্যাপৃতা থাকেন। রাম সেই পরম মনোহর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, জননী ঐরূপে হোম করিতেছেন। তিনি আরও দেখিলেন, পূজার জন্য দধি, অক্ষত, ঘৃত, মোদক, লাজ, শুক্ল মাল্য, পায়স, তিল-মুদ্গ-তণ্ডুল-মিশ্রিত অন্ন, কাষ্ঠ ও পূর্ণ কুম্ভ সকল প্রস্তুত রহিয়াছে। কৌশল্যা শুক্ল দুকূল বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন। ব্রতনিয়মে তাঁহার শরীর কৃশ হইয়াছে। তিনি জলপ্রদান পূর্ব্বক দেবতার তর্পণ করিতেছেন।

মাতৃনন্দন পুত্র রাম অনেকক্ষণ পরে আসিয়াছেন, দেখিয়া, ঘোটকী যেমন আহ্লাদে শাবকের নিকট ধাবমান হয়, কৌশল্যা সেইরূপ তাঁহার সম্মুখে গমন করিয়া, প্রসারিত বাহুযুগলে তাঁহাকে আলিঙ্গন ও মস্তকে আঘ্রাণ করিলেন। রঘুনন্দন রামও সম্মুখে সমাগতা জননীকে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর

কৌশল্যা পুত্র-বাৎসল্য প্রযুক্ত সেই দুর্দ্ধর্ষ পুত্র রামকে প্রিয় ও হিত বাক্যে কহিলেন, বৎস! আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি বয়োবৃদ্ধ ধীর ধর্ম্মশীল ও মহানুভাব বৃদ্ধ রাজর্ষিগণের আয়ু এবং কুলোচিত ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি লাভ কর। এবং পিতাকে সত্যপ্রতিজ্ঞ অবলোকন কর, অর্থাৎ রাজ্যে অভিষিক্ত হও। ধর্ম্মাত্মা দশরথ অদ্যই তোমায় রাজ্যে অভিষেক করিবেন। এই বলিয়া কৌশল্যা বসিতে আসন প্রদান এবং ভোজন করিতে বলিলে, স্বভাবতঃ বিনয়ী রাম জননীর প্রতি গৌরব বশতঃ আরও নম্র হইয়া, আসনমাত্র গ্রহণ করিলেন। পরে দণ্ডক বনে গমন করিতেছেন, এইজন্য তাঁহার অনুমতি গ্রহণের উপক্রম করিয়া, কথঞ্চিৎ অঞ্জলি বিস্তার পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন হে দেবি! আপনি নিশ্চয়ই জানেন না, যে, মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে। কেবল আপনার, সীতার ও লক্ষ্মণের দুঃখের জন্যই ঐরূপ ঘটিয়াছে। আমি দণ্ডকারণ্যে গমন করিব; আমার আর এই আসনে প্রয়োজন কি? এখন আমার কুশাসনে বসিবার সময় উপস্থিত। মুনির ন্যায় আমিষ বর্জ্জন এবং ফল মূল ও মধু মাত্রে প্রাণ ধারণ করিয়া, আমাকে চৌদ্দবৎসর বিজন বনে বাস করিতে হইবে। মহারাজ দশরথ ভরতকে যৌবরাজ্য প্রদান এবং আমাকে তপস্বী করিয়া, দণ্ডকারণ্যে নির্ব্বাসিত করিতেছেন। সুতরাং, আমাকে বল্কলাদি ধারণ ও ফল মূলে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করত, চৌদ্দ বৎসর বিজন বনে থাকিতে হইবে।

কৌশল্যা এই কথা শ্রবণ মাত্র, অরণ্য মধ্যে কুঠার দ্বারা কর্ত্তিত শাল-যষ্টির ন্যায় এবং স্বর্গভ্রষ্ট দেবতার ন্যায়, তৎক্ষণাৎ পতিতা হইলেন। তিনি কখন ক্লেশ পাইবার উপযুক্তা নহেন। মূর্চ্ছিতা হইয়া, কদলী লতার ন্যায় পতিতা হইলে, তদর্শনে রাম তাঁহাকে উত্থান করাইলেন। অত্যন্ত বহন করাইলে, ঘোটকী যেমন শ্রমনিবৃত্তির জন্য ভূমিতে লুণ্ঠন করিয়া, উত্থিতা

হয়, কৌশল্যাও তেমনি ধূলিধূসরিত সর্বাঙ্গে উত্থান করিলে, রাম হস্ত দ্বারা তাঁহার শরীর পরিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

সুখভাগিনী কৌশল্যা নিতান্ত দুঃখিতা হইয়া, নিকটে উপবিষ্ট পুরুষশ্রেষ্ঠ রামকে লক্ষ্মণের সমক্ষে বলিতে লাগিলেন, বৎস রঘুনন্দন! তুমি কেবল আমার দুঃখের নিমিত্তই জন্মিয়াছ। যদি না জন্মিতে, তাহা হইলে, আমি নিঃসন্তান থাকিয়াও, এরূপ দুঃখ পাইতাম না। বৎস! বন্ধ্যা স্ত্রীর মনে একমাত্র শোক এই, যে, আমার সন্তান নাই। ইহা ভিন্ন তাহার অন্য সন্তাপ নাই। স্বামীর আদরে যে সৌভাগ্য সুখ ঘটিয়া থাকে; আমি পূর্ব্বে কখন তাহা দেখিও নাই। তথাপি, পুত্র হইতেই তাহা পাইতে পারিব, এই আশয়ে এত দিন প্রাণ ধরিয়া আছি। রাম! আমি জ্যেষ্ঠা বটি, কিন্তু কনিষ্ঠা সপত্নীগণ সহজেই আমার হৃদয়চ্ছেদ করিয়া থাকে। তুমি বনে গেলে, তাহারা আরও কত কি দুর্ব্বাক্য বলিবে; সে সকল আমায় শুনিতে হইবে। ইহা অপেক্ষা স্ত্রীলোকের গুরুতর দুঃখ আর কি আছে! আমার শোক ও বিলাপ যেমন অপার, তাহা বাক্যেও বলিবার নহে। দেখ, তুমি নিকটে থাকিতেও, আমি একপ্রকার ত্যাগের মধ্যে হইয়া আছি। তুমি বনে গেলে, আমাকে যে নিশ্চয়ই মরিতে হইবে, তাহা কি আর বলিতে হয়? স্বামী আমার সদাই অনাদর ও অত্যন্ত নিগ্রহ করেন। তাহাতে আমাকে কৈকেয়ীর দাসীর সমান অথবা তাহা অপেক্ষাও হীন হইতে হইয়াছে। যে কেহ আমার সেবা কিংবা আনুগত্য করে, সে দৈবাৎ ভরতকে আসিতে দেখিলে, আর আমার সহিত কথা কহে না। কৈকেয়ী সদাই আমার প্রতি রাগিয়া আছে। তাহার মুখেও কটু কথা লাগিয়া আছে। তুমি বনে গেলে, আমি আরও দুঃখে পড়িব। তখন কি রূপে তাহার সেই মুখ দর্শন করিব! রাম! তোমার উপনয়নের পর এই সতর বৎসর অতীত হইয়াছে। আশা করিয়াছিলাম, এইবার তুমি যুবরাজ হইবে, আর আমার

দুঃখ থাকিবে না। কিন্তু তাহা হইল না। অতএব, যে দুঃখের কোন কালেই শেষ নাই, তাহা চিরকাল সহিয়া থাকিতে ইচ্ছা করি না। বিশেষতঃ, দুঃখে দুঃখে আমার শরীর জীর্ণ হইয়াছে। এ অবস্থায় সপত্নীগণের কোনরূপ অত্যাচারও আর সহ্য করিতে ইচ্ছা হয় না। পূর্ণচন্দ্রসদৃশ তোমার মুখ না দেখিলে, আমি আরও ব্যাকুল হইয়া পড়িব; কোন রূপেই শোকাকুল প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না। আমি অতি মন্দভাগিনী! দেখ, বহু শ্রমে উপবাস ও দেবতার আরাধনা করিয়া, অনেক ক্লেশে তোমায় বর্দ্ধিত করিলাম; কিন্তু তাহার ফল পাইলাম না। বুঝিলাম, আমার হৃদয় অতি কঠিন; সেই জন্য, বর্ষাকালে নূতন জলের আঘাত পাইলেও, মহানদীর কূল যেমন ভাঙ্গিয়া পড়ে না, সেইরূপ দুঃখবেগেও বিদীর্ণ হইতেছে না। নিশ্চয়ই আমার মৃত্যু নাই এবং যমালয়েও আমার স্থান নাই। সেই-জন্য, মৃগী রোদন করিলেও সিংহ যেমন তাহাকে বলে ধরিয়া লইয়া যায়, যম আমাকে সেই রূপে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন না। এইপ্রকার দুঃখ পাইয়াও আমার হৃদয় যে বিদীর্ণ হইতেছে না এবং আমার দেহ যে ভূমিতে পড়িয়া চূর্ণ হইতেছে না, ইহাতে বোধ হয়, ইহাদের বিনাশ নাই এবং লৌহ দ্বারা ইহাদের নির্ম্মাণ হইয়াছে। অথবা, অকালে কাহা-রই মৃত্যু হয় না। কিন্তু আমি যে পুত্রকামনায় অনেক ব্রত, দান, সংযম ও তপস্যা করিলাম, সমুদায়ই আমার পণ্ড এবং উষরে (লোণা ভূমে) বীজরোপণের ন্যায় একান্ত নিষ্ফল হইল, ইহাই আমার মহাদুঃখ। যদি এইরূপ নিয়ম থাকিত যে, গুরুতর দুঃখে পীড়িত হইলে, ইচ্ছামাত্রেই লোকে অকালেও মরিতে পারে, তাহা হইলে, বৎসহীনা ধেনুর ন্যায়, তোমা-বিনা আমি এখনই যমালয়ে গমন করিতাম। কিন্তু তাহা হইবার নহে। বৎস! তোমার মুখপ্রভা চন্দ্রের প্রভার ন্যায়। তোমা বিনা আমার প্রাণধারণ বৃথা। অতএব ইচ্ছাপূর্ব্বক যমালয়ে

যাইতে না পারিলেও, গাভী যেমন বৎস বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া, বাৎসল্য বশতঃ তাহার সঙ্গে সঙ্গে ধাবমান হয়, আমিও তেমনি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বনে যাইব।

এই রূপে রামবিনা ভবিষ্যতে যে গুরুতর ক্লেশ ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহা চিন্তা করিয়া, কৌশল্যা রামের দিকে চাহিয়া, যখন আর কোন মতেই সেই দারুণ দুঃখ সহ্য করিতে পারিলেন না, তখন কিন্নরী যেমন বৎসকে বদ্ধ দেখিলে রোদন করে, তিনিও তেমনি বিলাপ করিতে লাগিলেন।

একবিংশ সর্গ।

রাম-জননী কৌশল্যা বিলাপ করিতে লাগিলে, লক্ষ্মণ নিতান্ত কাতর হইয়া, তৎকালোচিত বাক্যে কহিলেন, হে আর্য্যে! রাম এক জন স্ত্রীলোকের কথার বশ হইয়া, রাজলক্ষ্মী ত্যাগ করিয়া, বনে যান, ইহাতে আমারও মত নাই। রাজা বিষয়ের বশীভূত, কামে আবিষ্ট ও বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার বুদ্ধিরও ভ্রম ঘটিয়াছে। সুতরাং তিনি স্ত্রীর কথায় কি না বলিতে পারেন। রামের এমন কিছু অপরাধ বা দোষ দেখি না, যাহাতে ইনি নগর হইতে বনে নির্ব্বাসিত হইতে পারেন। পৃথিবীতেও এমন কাহাকে দেখিতে পাই না, শত্রুই হউক, মিত্রই হউক, যে ব্যক্তি পরোক্ষেও রামের নিন্দা করিতে পারে। ইনি দেবতার ন্যায়, সরল, শান্ত এবং শত্রুগণেরও পরম প্রসন্নতা। যাহার ধর্ম্মে দৃষ্টি আছে, এমন কোন্ ব্যক্তি ঈদৃশ গুণবান্ পুত্রকে অকারণে ত্যাগ করিতে পারে? কোন্ পুত্রই বা পূর্ব্বতন রাজগণের আচার ব্যবহারাদি সবিশেষ চিন্তা করিয়া, রাজা দশরথের এই কথা পালন করিতে পারে? তাবিয়া দেখিলে, দশরথের পুনরায় বাল্যকাল উপস্থিত হইয়াছে।

অতএব উপস্থিত ঘটনা কোন ব্যক্তি জানিতে না জানিতেই, আপনি আমার সহিত রাজ্য হস্তগত করুন। হে রঘুনন্দন! আমি সাক্ষাৎ যমের ন্যায়, পার্শ্বে থাকিয়া, ধনু হস্তে আপনার রক্ষা করিলে, কাহার সাধ্য, আপনাকে লঙ্ঘন করিয়া, রাজ্য লইতে পারে? হে পুরুষোত্তম! আপনার বিরুদ্ধ পক্ষে থাকিলে, আমি তীক্ষ্ণশরসমূহে সমুদায় অযোধ্যাই নির্ম্মনুষ্য করিব। অথবা, যে ব্যক্তি ভরতের, পক্ষ ও হিতৈষী, তাহাদেব সকলকেই আমি বধ করিব। কেন না, মৃদু ব্যক্তিরই পরাভব হইয়া থাকে। আর, রাজা যদি কৈকেয়ীর কথায় প্রোৎসাহিত ও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, আমাদের শত্রুতা করেন, তাঁহাকেও বধ করিব, বধ করিব। কেননা, গুরুও যদি মত্ত, কার্য্যাকার্য্যজ্ঞানশূন্য ও অসৎপথে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহার শাসন করা কর্ত্তব্য। হে পুরুষোত্তম! রাজা কি সাহসে অথবা কি কারণে আপনার প্রাপ্ত রাজ্য কৈকেয়ীকে দিতে ইচ্ছা করিতেছেন? হে শত্রু দমন! ইঁহার সাধ্য কি, আমার সহিত ও আপনার সহিত ঘোরতর শত্রুতা করিয়া, ভরতকে রাজ্যদান করেন? হে দেবি! আমি যজ্ঞ, দান, ধনু ও সত্য দ্বারা শপথ করিতেছি, রামের প্রতি আমার যথার্থই আন্তরিক অনুরাগ আছে। রাম যদি জ্বলন্ত আগুনে অথবা বনে প্রবেশ করেন, হে দেবি! তাঁহার অগ্রেই আমি তাহাতে প্রবেশ করিয়াছি, জানিবেন। সূর্য্য যেমন প্রগাঢ় অন্ধকার নাশ করেন, আমিও তেমনি নিজবলে আপনার দুঃখ হরণ করিব। আপনি আমার প্রভাব দেখুন এবং রামও দেখুন। কৈকেয়ীর প্রতি মন আসক্ত হওয়াতে, পিতা নিতান্ত অপদার্থ হইয়াছেন, এবং বৃদ্ধ হওয়াতে, অতিজঘন্য বালকের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছেন। বৃদ্ধ হইলেও তাঁহাকে আমি বধ করিব।

মহাত্মা লক্ষ্মণের এই কথা শুনিয়া, কৌশল্যা শোকাকুল হইয়া, ক্রন্দন করিতে করিতে রামকে কহিলেন, বৎস! তোমার ভ্রাতা লক্ষ্মণ যাহা বলিতেছেন, শুনিলে। ইহাতে যদি মত থাকে, তাহা

হইলে, বিবেচনায় যাহা ভাল হয়, কর। কৈকেয়ী আমার সপত্নী, তাহার অসঙ্গত কথা শুনিয়া, আমায় ফেলিয়া, এখান হইতে বনে যাওয়া তোমার উচিত হয় না। দেখ, আমি শোকে অভিভূত হইয়াছি। তুমি অতি ধার্ম্মিক ও ধর্ম্মজ্ঞানী। যদি ধর্ম্ম আচরণে ইচ্ছা থাকে, এখানে থাকিয়া আমার সেবা কর, তাহাতেই তোমার পরমধর্ম্ম আচরণ করা হইবে। দেখ, কাশ্যপ গৃহে থাকিয়া, নিয়মানুসারে জননীর সেবা করিয়া, পরম-তপস্বী হইয়া, স্বর্গে গমন করেন। রাজা যেমন গুরু বলিয়া তোমার পূজনীয়, আমি তাহা অপেক্ষাও অধিক। আমি যখন তোমায় অনুমতি দিতেছি না; তখন তোমার বনে যাওয়া উচিত হয় না। তোমাবিনা আমার সুখ বা জীবনে প্রয়োজন নাই। তোমার সঙ্গে থাকিয়া যদি তৃণ ভক্ষণ করিতে হয়, তাহাও আমার পক্ষে উত্তম। আমি অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছি। যদি তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া বনে যাও, আমি উপবাসে প্রাণত্যাগ করিব, কখনই বাঁচিতে পারিব না। বৎস! এইরূপে মাতৃহত্যায় তোমার লোকপ্রসিদ্ধ নরক লাভ হইবে। সমুদ্রও পূর্ব্বে এইপ্রকার অধর্ম্ম প্রযুক্ত ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন।

কৌশল্যা নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলে, ধর্ম্মাত্মা রাম ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যে কহিলেন, পিতার বাক্য লংঘন করিতে আমার সাধ্য নাই। অতএব প্রণিপাত পূর্ব্বক আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি, বনে যাইতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে। কণ্ডু মুনি বিদ্বান্, ব্রতপরায়ণ ও ধর্ম্ম অবগত ছিলেন। তথাপি তিনি পিতার বাক্য রক্ষা করত গোহত্যা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে আমাদের বংশেও পিতা সগরের আজ্ঞায় তদীয় পুত্রগণ ভূমি খনন করিতে করিতে অতিকুৎসিত মৃত্যু লাভ করেন। স্বয়ং পরশুরামও পিতার আজ্ঞায় কুঠার দ্বারা জননী রেণুকার মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন। এইরূপে, এই সকল এবং অন্যান্য দেবতুল্য পুরুষগণও অকাতরে পিতার আজ্ঞা পালন

করিয়াছেন। অতএব আমিও পিতার হিত সাধন করিব। আমিই কেবল একাকী পিতার আজ্ঞা পালন করিতেছি, এমন নহে; হে দেবি! যাঁহাদের নাম করিলাম, তাঁহারা সকলেই ঐরূপ করিয়াছেন। ফলতঃ, পূর্ব্বে কেহ করে নাই, এরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মানুষ্ঠানে আপনাকে আমি প্রবৃত্তি দিতেছি না। পূর্ব্বে অনেকেই ঐরূপ করিয়াছেন। আমি তাঁহাদের দেখাদেখি করিতেছি মাত্র। পিতৃ আজ্ঞা পালন করা কর্ত্তব্য বলিয়া পৃথিবীতে পূর্ব্বাপর প্রচলিত আছে। আমি তাহাই করিতেছি, যাহা প্রচলিত নহে, তাহা করিতেছি না। দেখুন, পিতার আজ্ঞা পালন করিয়া, কেহ কোথাও ধর্ম্মে পতিত হয় নাই।

জননী কৌশল্যাকে এইপ্রকার কহিয়া, তিনি পুনরায় লক্ষ্মণকে বলিলেন, হে শুভলক্ষণ! আমি যে সত্য ও শান্তির অনুরোধে বনে যাইতে উদ্যত হইয়াছি, তাহা না জানাতেই মাতৃদেবীর অসীম দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু ধর্ম্মই পৃথিবীতে সকলের শ্রেষ্ঠ। ধর্ম্মেই সত্য প্রতিষ্ঠিত আছে। পিতাও সেই ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া, এইপ্রকার আজ্ঞা করিয়াছেন। সুতরাং, ইহাতে কোন রূপ নীচতা নাই। হে বীর! যে ব্যক্তি ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া থাকে, পিতার, মাতার অথবা ব্রাহ্মণের নিকট বাক্যশ্রুত হইয়া, তাহা ভঙ্গ করা তাহার উচিত হয় না। অতএব, আমি পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারি না। দেখ, কৈকেয়ী পিতার কথাতেই আমাকে বনে যাইতে আজ্ঞা করিয়াছেন। অতএব তুমি এই অতিনিন্দিত ক্ষত্রধর্ম্মমতি ত্যাগ করিয়া, ধর্ম্ম আশ্রয়, ঔদ্ধত্য বর্জ্জন ও আমার মতির অনুসরণ কর।

রাম সৌহার্দ্দ্য বশতঃ ভ্রাতা লক্ষ্মণকে এইপ্রকার কহিয়া, পুনর্ব্বার কৃতাঞ্জলিপুটে অবনত মস্তকে জননীকে বলিলেন, দেবি! অনুমতি করুন, আমি এখান হইতে বনে যাইব। এবং তজ্জন্য আমার কল্যাণার্থে স্বস্ত্যয়ন করুন। যদি অনুমতি না দেন, আমার মৃত্যুমুখ দেখিবেন। পূর্ব্বে রাজর্ষি যযাতি

যেমন স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া পুনরায় স্বর্গে গিয়াছিলেন, আমিও সেই-রূপ প্রতিজ্ঞা পালনান্তে পুনর্ব্বার বন হইতে অযোধ্যায় আসিব। মাতঃ! আপনি মনে মনেই এই শোক সংবরণ করুন, কোন মতেই আর দুঃখ করিবেন না। আমি পিতৃ আজ্ঞা পালন করিয়া, বনবাস হইতে ফিরিয়া আসিব। আপনি, আমি, সীতা, লক্ষ্মণ ও সুমিত্রা সকলেরই পিতার শাসনে থাকা কর্ত্তব্য। ইহাই নিত্যধর্ম্ম। অতএব মাতঃ! আমার অভিষেকার্থ যে সকল সামগ্রীর আয়োজন হইয়াছে, তৎসমস্ত বিসর্জ্জন ও মনোমধ্যে দুঃখ সংবরণ করিয়া, আমি যে বনে বাস করিতে এই ধর্ম্মসঙ্গত সংকল্প করিয়াছি, তাহাতে অনুমোদন করুন।

রাম ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক অকাতরে এইপ্রকার বিশিষ্টরূপ-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট কথা বলিলে, কৌশল্যা শ্রবণ করিয়া, মৃতের ন্যায় হই-লেন। অনন্তর সংজ্ঞালাভ করিয়া, রামের দিকে চাহিয়া, পুন-রায় বলিতে লাগিলেন, বৎস! দশরথ যেমন পালন ও স্নেহ করেন বলিয়া তোমার গুরু, আমিও তোমার তেমনি। কিন্তু আমি তোমায় অনুমতি দিতেছি না। অতএব নিতান্ত শোকা-কুলা আমায় ত্যাগ করিয়া, বনে যাওয়া তোমার উচিত হয় না। তোমাবিনা আমার বাঁচিয়া সুখ কি? আত্মীয় স্বজনে প্রয়োজন কি? পিতৃলোকের উদ্দেশে পিণ্ডাদি দিয়া লাভ কি? এবং যদি আমি অমর হই, তাহাতেই বা আমার আবশ্যকতা কি? তোমার নিকটে যদি আমি মুহূর্ত্তমাত্রও থাকিতে পাই, তাহাই আমার শ্রেয়ঃ; সমুদায় জীবলোকের নিকটে থাকিলেও, সেপ্রকার শ্রেয়ঃ সম্ভাবনা নাই।

লোকে রাত্রিতে উল্কা জ্বালিয়া, মহাগজকে তাড়াইয়া দিলে, সে যেমন অন্ধকারে প্রবেশ করিয়া রুষ্ট হয়, রামও তেমনি জন-নীর এই করুণ বিলাপ শ্রবণ করিয়া, অতিশয় রাগিয়া উঠিলেন। কৌশল্যা, অচেতনপ্রায় হইয়াছিলেন এবং লক্ষ্মণও অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ব্যাকুল হইয়াছিলেন। রাম ধর্ম্ম আশ্রয় পূর্ব্বক, তাদৃশ বিপন্ন

অবস্থায় তাঁহার যেরূপ বলা উচিত, সেইরূপ ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন, হে লক্ষ্মণ! আমি নিত্যই তোমার ভক্তি ও পরাক্রম জানিয়া আসিতেছি। কিন্তু তুমি আমার অভিপ্রায় না জানিয়া, জননীর সহিত, আমাকে নিতান্ত ব্যথিত করিতেছ। দেখ, আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। হে তাত! পৃথিবীতে ধর্ম্মের ফলস্বরূপ যে সুখ সৌভাগ্য লাভ হয়, ধর্ম্ম অর্থ কাম এই তিনটী তাহার হেতু বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। একমাত্র স্ত্রী যেমন ধর্ম্ম কাম ও অর্থ এই তিনই সাধন করে, একমাত্র ধর্ম্মও সেইরূপ ঐ তিনের সাধন করিয়া থাকে, ইহাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যেকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, ধর্ম্মাদি লাভ হয় না, তাহাব অনুষ্ঠান করিবে না; যাহাতে ধর্ম্ম সঞ্চিত হয়, তাহারই অনুষ্ঠান করিবে। কেন না, শুদ্ধ অর্থপর হইলে, লোকে তাহার দ্বেষ কবে এবং শুদ্ধ কামপর হইলে, কোন কালেই তাহার প্রশংসা নাই। অতএব গুরু, রাজা ও বৃদ্ধ পিতা ক্রোধ, হর্ষ অথবা কামবশতঃ যাহা আজ্ঞা করেন, কোন্ অখল পুরুষ ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি করিয়া, তাহা পালন না করিয়া থাকে? এইজন্য, আমি পিতার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিতেছি না। হে তাত! তিনি তোমার ও আমার উভয়েরই আজ্ঞাকর্ত্তা গুরু এবং দেবী কৌশল্যার ভর্ত্তা; সুতরাং তিনিই আমাদেব গতি এবং তিনিই আমাদের ধর্ম্ম। তিনি ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা এবং সর্ব্বদা স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। তিনি বিদ্যমানে, দেবী কৌশল্যা কিরূপে সামান্য বিধবা স্ত্রীর ন্যায়, এখান হইতে আমার সহিত বনে যাইবেন? অতএব দেবি! আপনি আমাকে বনে যাইতে অনুমতি করুন। এবং যযাতি যেমন পুনরায় সত্যের প্রভাবে স্বর্গে গিয়াছিলেন, আমিও তেমনি যাহাতে বনবাসব্রত উদ্‌যাপন করিয়া, অযোধ্যায় ফিরিতে পারি, তজ্জন্য স্বস্ত্যয়ন করুন। পিতৃবাক্য পালন করিলে, আমার যে স্বর্গাদিপ্রাপ্তিরূপ পরম ফলবিশিষ্ট যশ লাভ হইবে, সামান্য

রাজ্যের জন্য তাহা ত্যাগ করিতে পারি না। হে দেবি! জীবন অতি স্বল্পকালস্থায়ী। তজ্জন্য, অধর্ম্ম করিয়া, এই অতিতুচ্ছ রাজ্য গ্রহণে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না।

পুরুষোত্তম রাম দণ্ডকারণ্যে গমন করিতে অভিলাষী হইয়া ধীরভাবে জননীকে প্রসন্ন করিয়া, পরে ভ্রাতা লক্ষ্মণকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান পূর্ব্বক কৌশল্যাকে প্রদক্ষিণ করত প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন।

দ্বাবিংশ সর্গ।

রাম অপেক্ষাও লক্ষ্মণ মনোদুঃখে অতিশয় কাতর হইয়াছিলেন। এবং এই ঘটনা তাঁহার একান্ত অসহ্য হইয়াছিল। তজ্জন্য, তিনি ক্রোধে নয়নদ্বয় বিস্তারিত করিয়া, মহাগজের ন্যায়, নিশ্বাস ফেলিতেছিলেন। রাম সেই পরম স্নেহময় প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণের নিকট গমন করিয়া ধীরভাবে ও নির্ব্বিকার চিত্তে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, ভ্রাতঃ! ক্রোধ ও শোক ত্যাগ, একমাত্র ধৈর্য্য অবলম্বন, ও অপমান দূরে বিসর্জ্জন করিয়া, পরমপ্রীতচিত্তে, আমার অভিষেক জন্য এই যে উৎকৃষ্ট দ্রব্য সকল প্রস্তুত হইয়াছে, তৎসমস্ত শীঘ্রই দূর করিয়া দাও এবং যাহাতে আর কোনরূপ বিঘ্নবিপত্তির সম্ভাবনা নাই, বনবাসের উপযুক্ত সেই বল্কলাদির আয়োজন কর। হে লক্ষ্মণ! আমার অভিষেক জন্য দ্রব্য সামগ্রীর সংগ্রহে যে উৎসাহ হইয়াছিল, এক্ষণে অভিষেকনিবৃত্তির জন্য বল্কলাদি যেসকল দ্রব্যের প্রয়োজন, তাহারই সংগ্রহে সেই উৎসাহ হউক। আমি রাজা হইব ভাবিয়া, যাঁহার মনস্তাপের সীমা নাই, আমাদের মাতা সেই কৈকেয়ী যাহাতে ভয় না পান, তাহা কর। তিনি ভীত হইয়া মনে দুঃখ পান, হে লক্ষ্মণ! মুহূর্ত্তমাত্রও তাহা আমি

দেখিতে ইচ্ছা করি না। জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ কখন আমি পিতা বা মাতৃগণের প্রতি মূঢ়ের ন্যায় কার্য্য কিংবা বিরুদ্ধ ব্যবহার করিয়াছি, তাহা মনে হয় না। আর, সত্য কথা বলাই পিতার স্বভাব। তাঁহার প্রতিজ্ঞা ও পরাক্রমও কখন মিথ্যা হয় না। এবং পাছে সত্যভঙ্গ হইয়া, পরলোক নষ্ট হয়, সেবিষয়েও তাঁহার ভয় আছে। অতএব, আমা দ্বারা পিতার সে ভয় দূর হউক। আমি অভিষিক্ত হইলে, কৈকেয়ীর নিকট সত্যভঙ্গ হইল ভাবিয়া, পিতার মনস্তাপ হইবে। তাহাতে আমারও মনস্তাপ জন্মিবে। এইজন্য, হে লক্ষ্মণ! অভিষেকবিধান ত্যাগ করিয়া, আমি সদ্যই এখান হইতে বনে যাইতে ইচ্ছা করিতেছি। অদ্য আমি বনে গেলে পর, রাজনন্দিনী কৈকেয়ী সিদ্ধকাম হইয়া, পুত্র ভরতকে নির্ব্বিঘ্নে অভিষেক করুন। ফলতঃ, আমি জটা-মণ্ডল ধারণ এবং বল্কল ও অজিন পরিধান করিয়া, বনে গেলে কৈকেয়ীর মনস্তাপ দূর হইবে। যে বিধাতা কৈকেয়ীকে এইপ্রকার মতি দিয়াছেন এবং তদ্বিষয়ে তাঁহার মন দৃঢ়বদ্ধ করিয়াছেন, সেই বিধাতাকে ব্যথা দেওয়া উচিত হয় না। অতএব আমি শীঘ্রই বনে যাইব। হে লক্ষ্মণ! আমাকে পীড়ন করিয়া, কৈকেয়ীর প্রতিপত্তির সম্ভাবনা কি? সুতরাং, আমি যে বনে যাই, ইহা তাঁহার অভিপ্রায় নহে, দৈবই উহা বিধান করিয়াছেন। হে সৌম্য! মাতৃগণের প্রতি আমার যে কোন-রূপ ভিন্নভাব নাই, তাহা তুমি জান। আর, কৈকেয়ীও যে পূর্ব্বে কখনই ভরত হইতে আমাকে ভিন্ন ভাবিতেন না, তাহাও তুমি জান। সুতরাং, কৈকেয়ী অভিষেকনিবৃত্তি ও বনে দিবার জন্য আমাকে যে সকল কঠোর দুর্ব্বাক্য বলিলেন, তাহা দৈবভিন্ন অন্যের ঘটনা বলিয়া আমার বোধ হয় না। দেখ, কৈকেয়ীর স্বভাব অতিধীর। তিনি রাজার কন্যা এবং উল্লিখিতরূপ বিবিধ গুণের আধার; ইতর স্ত্রীর ন্যায়, তিনি স্বামীর সমক্ষে আমার মর্ম্মপীড়াজনক বাক্য কিরূপে বলিতে পারেন? সুতরাং, দৈবই

ইহার মূল। চিন্তা করিয়া যাহার মীমাংসা করা যায় না, এবং কোন প্রাণীই যাহার প্রতিঘাত করিতে পারে না, তাহাই দৈব। ইহা আমাতে ও কৈকেয়ীতে বিশেষ ব্যক্ত হইয়াছে। আমি হস্তগত রাজ্যে বঞ্চিত হইলাম এবং কৈকেয়ীও আমার প্রতি পূর্ব্বের স্নেহ মমতা সকলই ভুলিয়া গেলেন। হে সৌমিত্রে! একমাত্র কর্ম্ম ব্যতিরেকে আর কিছুতেই যে দৈবের অনুভব করা সাধ্য নহে, কোন্ ব্যক্তি সেই দৈবের সহিত যুদ্ধ করিতে উৎসাহী হয়? সুখদুঃখ, ভয় ক্রোধ, লাভ অলাভ, বন্ধ মুক্তি, ইহাদের মধ্যে যে কিছুর কারণ নির্দ্ধারণ করা যায় না, সে সকলই দৈবের কর্ম্ম। যে সকল ঋষি অতি কঠোর তপস্যা করেন, তাঁহারাও এই দৈব কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া, কঠোর নিয়ম সকল ত্যাগ করিয়া, কাম ও ক্রোধ বশতঃ এককালেই অধঃপতিত হইয়া থাকেন। এই সংসারে আরব্ধ কার্য্যের ব্যাঘাত হইয়া, যাহা কখনও মনেও ভাবা যায় নাই সহসা যে এরূপ ঘটনা হয়, দৈবই তাহার ঘটক। এইপ্রকার সূক্ষ্ম বিচার করিয়াই আপনা আপনি চিত্ত স্থির করত, উপস্থিত রাজ্যনাশেও আমার পরিতাপ হইতেছে না। অতএব, তুমিও আমার দৃষ্টান্তে পরিতপ্ত না হইয়া, সত্বর অভিষেকের উপযুক্ত ক্রিয়ার নিবৃত্তি কর। হে লক্ষ্মণ! এই যে ঘট সকল অভিষেকের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছে, আমি যখন বনবাসব্রত উদ্‌যাপন করিয়া আসিব, তখন এই সকল দ্বারা স্নান করিব। অথবা, এই রাশীকৃত রাজ্য-দ্রব্যে আমার প্রয়োজন কি? আমি নিজ হস্তেই জল তুলিয়া লইয়া, ব্রতসংকল্প বিধান করিব। হে লক্ষ্মণ! রাজ্যভ্রষ্ট হইলাম বলিয়া শোক করিও না। রাজ্য ও বনবাস উভয়ই তুল্য। ভাবিয়া দেখিলে বরং রাজ্য অপেক্ষা বনবাসে অধিক ফল।

যাহা হউক, সৌমিত্রে! আমার এই উপস্থিত রাজ্যনাশে কনিষ্ঠা জননী কৈকেয়ীর প্রতি কোনরূপ শঙ্কা করা উচিত নহে।

লোকে দৈবের বশতাপন্ন হইয়াই, অহিত বলিয়া থাকে। তুমিও দৈবের দুরন্ত প্রভাব জান।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

রাম এইপ্রকার বলিতে লাগিলে, লক্ষ্মণ তাহা শুনিয়া মস্তক নত করিয়া, মনে মনে দুঃখ ও হর্ষের মধ্যবর্ত্তী হইলেন। তখন তিনি জ্রদ্বয়ের মধ্যে ভ্রূকুটি বন্ধন করিয়া, গর্ত্তমধ্যস্থ মহাসর্পের ন্যায় রোষভরে নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। ভ্রূকুটির উদয় হওয়াতে, ক্রুদ্ধ সিংহের মুখের ন্যায়, তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টি করা আর কাহারও সাধ্য হইল না। তিনি হস্তীর হস্তের ন্যায়, আপনার হস্তাগ্র কম্পিত এবং ঊর্দ্ধ ও বক্রভাবে স্বীয় শরীরে গ্রীবা সঞ্চালিত করিয়া, কুটিল কটাক্ষে রামকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, পিতার কথা রক্ষা না করিলে, অধর্ম্ম ঘটিবে। বিশেষতঃ, তদ্দৃষ্টান্তে লোক সকলও স্ব স্ব পিতার অবাধ্য হইবে, এইপ্রকার শঙ্কা করিয়া, বনে যাইতে যে আপনার মহান্ উৎসাহ হইয়াছে, ইহা কখনই যুক্তিযুক্ত নহে। দৈবের কোনরূপ ক্ষমতা নাই। তথাপি, আপনি দৈবকেই বলবান্ বলিতেছেন। কিন্তু আপনার ন্যায় যে ক্ষত্রিয়প্রধান পুরুষ অনায়াসেই দৈবের ব্যাঘাত করিতে পারেন, তিনি অসম্ভ্রমে পড়িলেও, কখনও ঐপ্রকার বলেন না। অতএব, আপনি আর শক্তিহীন ও পদার্থহীন দৈবের প্রশংসা করিবেন না। কৈকেয়ী ও দশরথ উভয়েই পাপী। তাহাদের প্রতি আপনার শঙ্কা হইতেছে না কেন? হে ধর্ম্মাত্মন্! সংসারে অনেক ব্যক্তি আছে, ধর্ম্ম যাহাদের ছলনা মাত্র এবং তজ্জন্য যাহারা বিনয়ের ভান করিয়া থাকে। আপনি কি ঐ সকল লোককে চিনিতে পারেন না? কৈকেয়ী ও দশরথ পূর্ব্বেই

আপনাদের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত উত্তম রূপ সুযোগ করিয়া রাখিয়াছিলেন। পাছে লোকে উহা জানিতে পারে, এইজন্য শঠতা করিয়া, আপনাকে ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন; আপনি কি ইহাও বুঝিতে পারিতেছেন না? হে রঘুনন্দন! যদি শঠতা পূর্ব্বক আপনাকে রাজ্যভ্রষ্ট করাই তাঁহাদের অভিপ্রায় না হইবে, তাহা হইলে, পূর্ব্বে কখনই বর দেওয়া হইত না। অথবা, পূর্ব্বে যদি যথার্থ বর দেওয়া থাকে, তাহা হইলে, অভিষেকের পূর্ব্বেই উহা দেওয়া হইল না কেন? যাহা হউক, আপনাকে ত্যাগ করিয়া, অন্যকে অভিষেক করিতে যে উপক্রম করা হইয়াছে, ইহা কোন মতেই লোক-প্রসিদ্ধ নহে। অতএব রাম! আমি ইহা কোনমতেই সহিতে পারিব না। এ বিষয়ে, আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে। হে মহামতে! পিতার আজ্ঞা-পালন-রূপ যে ধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া, আপনি এইপ্রকার দ্বিধামত করিতেছেন, আমি ঐ ধর্ম্মের একান্ত প্রতিবাদী। দেখুন, ঐ ধর্ম্মের প্রসঙ্গে আপনার মোহ উপস্থিত হইয়াছে। পিতা কৈকেয়ীর বশবর্ত্তী হইয়া, যে আজ্ঞা করিয়াছেন, উহাতে ধর্ম্মের সম্পর্ক ও প্রশংসার লেশমাত্র নাই। আপনি ক্ষমবান্ হইয়াও, কি রূপে তাহা পালন করিবেন? শঠতা পূর্ব্বক যে উপস্থিত অভিষেকের ব্যাঘাত করা হইয়াছে, আপনি তাহা গ্রাহ্যই করিতেছেন না, ইহাতেই আমার দুঃখ হইতেছে। আর, আপনার এইপ্রকার ধর্ম্মানুরাগও কোন রূপেই প্রশংসনীয় নহে। ফলতঃ, আপনার এই ধর্ম্মানুষ্ঠান লোকবিরুদ্ধ। কামই যাঁহাদের একমাত্র বৃত্তি, যাঁহারা নামমাত্রে পিতা ও মাতা; বস্তুতঃ, যাঁহারা পরম অনিষ্টকারী নিত্য শত্রু, আপনি ব্যতিরেকে আর কোন্ ব্যক্তি মনে মনেও সেই কৈকেয়ী ও দশরথের কামনা পূর্ণ করিতে পারে? তাঁহারা আপনার অভিষেক ব্যর্থ করিতে যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, ইহা যদি দৈবেরই ঘটনা বলিয়া আপনার বোধ হইয়া থাকে, তথাপি,

দৈবকেও আপনার উপেক্ষা করিয়া থাকা, কোন অংশেই আমার মত নহে। যাহার বীর্য্য নাই, সামর্থ্য নাই, সেই ব্যক্তিই সর্ব্বদা দৈবে নির্ভর করিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা বীর এবং সকল লোকেই যাঁহাদের শৌর্য্য বীর্য্যাদির শ্লাঘা করে, তাঁহারা কখন দৈবের উপাসনা করেন না। যে ব্যক্তি স্বীয় পুরুষত্বে দৈবের ব্যাঘাত করিতে পারে, দৈব কখন অনিষ্ট করিয়া, তাহাকে অবসন্ন করিতে পারে না। অদ্য সকলে দৈব ও পুরুষ এই উভয়ের পুরুষত্ব দেখিবে; অদ্য দৈব ও মানুষ উভয়ের বলাবল সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইবে। অদ্য লোকে যে দৈব-বলে আপনার অভিষেকের ব্যাঘাত হইতে দেখিয়াছে, তাহারা সকলেই দর্শন করিবে, অদ্য আমার পুরুষত্বে সেই দৈব নিজে বিনষ্ট হইয়াছে। মদোদ্ধত হস্তী যেমন বন্ধনরজ্জু ছেদন ও অঙ্কুশের আঘাত অগ্রাহ্য করিয়া, ধাবমান হয়, সেইপ্রকারে লোকের সম্মুখে ধাবমান দৈবকে আমি পৌরুষ দ্বারা নিবৃত্ত করিব। হে রাম! অদ্য সমস্ত লোকপাল এবং সমস্ত ত্রিলোক একত্র মিলিত হইয়াও, আপনার অভিষেকের বিঘ্ন করিতে পারিবে না, একাকী পিতার কথা কি বলিব? হে রাজন্! যাহারা পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া, আপনাকে বনে পাঠাইতে সঙ্কল্প করিয়াছে, তাহারাই চৌদ্দ বৎসর বনে বাস করিবে। যে কৈকেয়ী আপনার অভিষেকে ব্যাঘাত দিয়া, নিজ পুত্রকে রাজ্য দিতে উদ্যত হইয়াছে, আমি তাহার ও পিতার উভ-য়েরই সেই আশা দগ্ধ করিব। লোকে আমার বলে আক্রান্ত হইলে আমার অতি প্রবল পৌরুষ যেমন তাহার প্রভূত ক্লেশ সাধন করে, দৈব কখনই তাহার সেরূপ সুখ সাধন করিতে পারে না। আপনি সহস্র বৎসর রাজ্য শাসন করিয়া, পরে বনে গেলে আপনার পুত্রগণ তখন প্রজাপালন করিবেন। পূর্ব্বতন রাজর্ষি-গণ যেপ্রকার ব্যবহার করিয়াছেন, তদনুসারে প্রজাদিগকে পুত্রবৎ পালন করিবার জন্য পুত্রগণের হস্তে তাহাদের ভার

ন্যস্ত করিয়া, পশ্চাৎ বনে বাস করাই বিহিত হইয়া থাকে। হে ধর্ম্মাত্মন্ রাম! দশরথ প্রতিকূল থাকিতে, রাজ্য কখন স্থায়ী হইতে পারিবে না, এই আশঙ্কায় আপনি যদি রাজপদ লইতে ইচ্ছুক না হয়েন, সে শঙ্কা ত্যাগ করুন আমি আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি, বেলাভূমি যেমন সাগরের রক্ষা করে; আমিও তেমনি আপনার রাজ্য রক্ষা করিব। যদি রক্ষা করিতে না পারি, তাহা হইলে, আমার যেন বীরলোক লাভ না হয়। অতএব আপনি মঙ্গলানুষ্ঠান পূর্ব্বক আপনাকে অভিষেক করুন; এবং প্রজাপালনে ব্যাপৃত হউন। আমি একাকীই বলপূর্ব্বক সমুদায় রাজাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইব। আমার এই বাহুদ্বয় শোভার জন্য নহে, এই ধনু ভূষণের জন্য নহে, এই খড়্গ কাষ্ঠ সকলের একত্র বন্ধন নিমিত্ত ছিদ্র করিবার জন্য নহে এবং আমার এই শর সকলও কাষ্ঠাদির অধঃপতন নিবারণ করিবার জন্য নহে। একমাত্র শত্রুদমনই এই চারিটীর উদ্দেশ্য। লোকে যে ব্যক্তিকে আমার অতি-শত্রু বলে, আমি তাহাকে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া মনেও করি না। বিদ্যুতের ন্যায় যাহার প্রভা স্থির নহে, সেই এই তীক্ষ্ণধার খড়্গ হস্তে থাকিলে, স্বয়ং বজ্রধর ইন্দ্রকেও আমার শত্রু বলিয়া গ্রাহ্য হয় না। দেখিবেন, আমার খড়্গের আঘাতে ছিন্ন হইয়া, হস্তী, অশ্ব, রথ, হস্ত, উরু ও মস্তক সকলে সমুদায় পৃথিবী গহন ও দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে। পর্ব্বত সকল যেমন বিবিধ ধাতুরাগে দীপ্তি পায়, বিপক্ষপক্ষীয় লোক সকল আমার খড়্গাঘাতে ছিন্ন হইয়া, রক্তধারায় তেমনি দীপ্তি ধারণ করিয়া, বিদ্যুৎপ্রতিভ [illegible] সকলের ন্যায়, অদ্য ভূপৃষ্ঠে পতিত হইবে। আমি গোধাঙ্গুলি-ত্রাণ বন্ধন ও ধনু গ্রহণ করিয়া, অবস্থিতি করিলে, পুরুষগণের মধ্যে কোন ব্যক্তিই আপনাকে আর শূর বলিয়া অভিমান করিতে পারে না। আমি এই মর্ত্ত্যলোকে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র দুর্ব্বল ব্যক্তিকে ত্যাগ করিয়া, বহুতর

শরে একমাত্র বীরকে নিপাত করিয়াই, সহস্র সহস্র মনুষ্য অশ্ব ও গজের মর্ম্মস্থলে শর সকল বিদ্ধ করিব। অস্ত্রই আমার প্রভাব। অদ্য আমার সেই প্রভাব, বিশিষ্ট রূপেই প্রকাশ পাইবে। হে প্রভো! আপনার প্রভুত্ব রাজার প্রভুত্ব নাশ করিতেও ঐরূপেই প্রকাশিত হইবে। উৎকৃষ্ট চন্দনলেপন, অঙ্গদধারণ, ধনবিতরণ ও সুহৃদ্‌গণের পালন এই সকলের উপযুক্ত মদীয় এই বাহুযুগল অদ্য অভিষেকের বিঘ্নকর্ত্তাদিগের নিবারণে কার্য্য করিবে। বলুন, আজি আমায় আপনার কোন্ শত্রুর প্রাণ নাশ ও সুহৃদ্‌গণেব ধ্বংস করিতে হইবে? আমি আপনার কিঙ্কর। অতএব যে উপায়ে এই পৃথিবী আপনার বশ হইতে পারে, আমাকে তৎসাধনে আজ্ঞা করুন।

রঘুবংশবর্দ্ধন রাম অশ্রু বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বারংবার লক্ষ্মণকে বিশেষ রূপে সান্ত্বনা করিয়া, কহিলেন, হে প্রিয়দর্শন! তুমি জানিবে, আমি পিতার বাক্যে বদ্ধ হইয়াছি। পিতার আজ্ঞা পালন করাই সৎপথ।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

রাম অতিশয় ধার্ম্মিক। তজ্জন্য তিনি পিতার আজ্ঞা পালনে দৃঢ়-নিশ্চয় হইয়াছেন, দেখিয়া, কৌশল্যা অমঙ্গল আশঙ্কায় চক্ষুর জল সংবরণ করিয়া, বলিতে লাগিলেন, যিনি কখন ক্লেশ পান নাই, যিনি সকলকেই প্রিয় কথা বলেন, এবং যিনি দশরথের ঔরসে আমার গর্ব্ভে জন্মিয়াছেন, সেই পরম ধার্ম্মিক রাম কি রূপে উঞ্ছবৃত্তি করিবেন!" যাঁহার ভৃত্য ও দাস সকলও দিব্য অন্ন ভোজন করে, সেই রাম কি রূপে অরণ্যে ফল মূল ভক্ষণ করিবেন! রাজা যে প্রিয়-পুত্র গুণনিধি রামকে বনে দিতেছেন, ইহা শুনিয়া কাহার

বিশ্বাস হইবে এবং কাহারই বা ভয় না জন্মিবে। বুঝিলাম, সংসারে দৈবই বলবান্ এবং দৈবই সুখ দুঃখ সকলই সাধন করে। যেহেতু, রাম! তুমি সকল লোকেরই অভিরাম; তোমাকেও বনে যাইতে হইবে! কিন্তু হে বৎস! সূর্য্য যেমন গ্রীষ্মকালে তৃণ দগ্ধ করেন, তেমনি আন্তরিক মহান্ শোকাগ্নি তোমার অদর্শন নিমিত্ত চিন্তায় উৎপন্ন এবং নিশ্বাস ও আয়াসে বর্দ্ধিত হইয়া, তোমা বিনা আমাকে অতিশয় কৃশ করিয়া, দগ্ধ করিবে। লোকে এই অগ্নির তুলনা নাই। বিলাপ ও দুঃখ এই অগ্নির দাহ্য কাষ্ঠ; রোদন জন্য চক্ষুর জল ইহার আহুতি, চিন্তা জন্য বাষ্প ইহার মহাধূম এবং তোমার অদর্শন ইহার সহকারী বায়ু। বৎস গমন করিলে, ধেনু যেমন তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হয়, হে বৎস! তুমি যেখানে যাইবে, আমিও তেমনি তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইব।

জননী কৌশল্যা অতিশয় দুঃখিতা হইয়া, যেপ্রকার কহিলেন; তাহা শুনিয়া, পুরুষোত্তম রাম তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, কৈকেয়ী রাজাকে বঞ্চনা করিয়াছেন। সুতরাং, আমি বনে গেলে এবং আপনিও ত্যাগ করিলে, উনি কখনই বাঁচিবেন না। বলিতে কি, স্বামীত্যাগ করিলে, স্ত্রীলোকের অত্যন্ত পাতক জন্মিয়া থাকে। অতএব আপনি তাহা মনেও করিবেন না। ইহাতে যার পর নাই নিন্দাও হইয়া থাকে। ককুৎস্থনন্দন মহারাজ দশরথ যাবৎ বাঁচিবেন, তাবৎ আপনি তাঁহার সেবা করুন। উহাই নিত্য ধর্ম্ম।

শুভদর্শনা কৌশল্যা এই কথায় পরম প্রীত হইয়া, অক্লিষ্টকর্ম্মা রামকে, আচ্ছা তাহাই হইবে, বলিলেন। তখন ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ রাম পুনরায় অতিমাত্র দুঃখগ্রস্তা জননীকে কহিলেন, পিতা দশরথের আজ্ঞা পালন করা আমার ও আপনার সকলেরই কর্ত্তব্য। কেননা, তিনি সকলের রাজা, ভরণকর্ত্তা, গুরু, শ্রেষ্ঠ, ঈশ্বর ও প্রভু। আমি এই চৌদ্দ বৎসর মহাবনে

বিহার করিয়া, পরে পরম প্রীতিপূর্ব্বক আপনার আজ্ঞা বহন করিব।

প্রিয়পুত্র রাম এইপ্রকার কহিলে, কৌশল্যার বদনমণ্ডল নয়নজলে পূর্ণ হইয়া গেল। তখন সেই পুত্রবৎসলা অতিমাত্র ব্যাকুলা হইয়া, বলিতে লাগিলেন, রাম! আমি সপত্নীগণের মধ্যে কখনই বাস করিতে পারিব না। অতএব যদি পিতার অনুরোধে একান্তই তোমার বনে যাইতে মতি হইয়া থাকে, তাহা হইলে, অরণ্যজাত হরিণীর ন্যায়, আমাকেও বনে লইয়া চল। এই বলিয়া কৌশল্যা রোদন করিতে লাগিলেন। তখন রামও রোদন করিতে করিতে তাঁহাকে বলিলেন, জীবদ্দশায় স্ত্রীগণের স্বামীই দেবতা ও প্রভু। ফলতঃ, রাজা এক্ষণে আপনার ও আমার প্রভু এবং দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। তিনি পরম বুদ্ধিমান্ ও লোক সকলের রক্ষাকর্ত্তা; তিনি থাকিতে আমরা কখন অনাথ নহি। ভরতও ধার্ম্মিক এবং সকলকেই প্রিয়বাক্যে সম্ভাষণ করেন। তিনি সর্ব্বদা ধর্ম্মরত হইয়া, আপনার সেবা শুশ্রূষাদি করিবেন। আমি বহির্গত হইলে, রাজা যাহাতে পুত্রশোকে কিছুমাত্র ব্যাকুল না হন, আপনি সাবধানে তাহা করিবেন। পুত্রশোক অতি দুরন্ত; যাহাতে তাঁহাকে নষ্ট না করিতে পারে, তজ্জন্য সর্ব্বদাই সাবধান হইয়া, তাঁহার হিত সাধন করিবেন। দেখুন, তিনি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। এ সময় শোকের আঘাত বড় সহজ নহে। যে রমণী, সকলের শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বদাই ব্রত ও উপবাস করিয়া থাকে, স্বামীর অনুগতা না হইলে, তাহারও নরক লাভ হয়। আবার, দেবপূজা ও দেবতাদির নমস্কার না করিলেও, একমাত্র স্বামীসেবা দ্বারা স্ত্রী উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হয়। অতএব স্বামীর প্রিয় ও হিত অনুষ্ঠান করিয়া, সর্ব্বদা সেবা করিবে; ইহা অতি প্রাচীন ধর্ম্ম; বেদে ও লোকে সর্ব্বত্রই ইহা শ্রুত ও পরিগণিত হইয়া থাকে। হে দেবি! আপনি স্বামীর সম্মতিক্রমে সর্ব্বদা হোমাদি করিয়া,

সুন্দর পুষ্প দ্বারা আমার কল্যাণ উদ্দেশে দেবগণের পূজা এবং ব্রতনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা করিবেন। এই রূপে নিয়ম অবলম্বন, আহারসংযম ও স্বামীর সেবায় রত হইয়া, আমার আগমন আকাঙ্ক্ষায় কাল প্রতীক্ষা করিয়া থাকুন। যদি ধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ রাজা বাঁচিয়া থাকেন, তাহা হইলে, আমি ফিরিয়া আসিলে, আপনার পরম অভীষ্ট লাভ হইবে।

রাম এইপ্রকার কহিলে, কৌশল্যার বিশাল লোচন-যুগল অশ্রুজলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া, রামকে বলিতে লাগিলেন, বৎস! বুঝিলাম, কালকে সহজে অতিক্রম করা যায় না; যে সময়ের যা অবশ্যই হইবে। সুতরাং, বনে যাইতে তোমার যে দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়াছে, তাহা কখনই আমি নিবারণ করিতে পারিব না। অতএব হে বীর! হে পুত্র! হে বিভো! সাবধানে গমন কর; সর্ব্বদা তোমার কল্যাণ হউক। তুমি ফিরিয়া আসিলে তখন, আমার সকল শোক তাপ দূর হইবে। তুমি অতি ভাগ্যবান্; অতএব বনবাসব্রত উদ্‌যাপন ও পিতার ঋণ শোধ করিয়া, কৃতার্থ হইয়া, প্রত্যাগমন করিলে, আমি পরম সুখিনী হইব। বৎস! পৃথিবীতে সর্ব্বদা দৈবের গতি বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। দেখ, এই দৈব আমার কথাও লঙ্ঘন করাইয়া তোমাকে বনে যাইতে উত্তেজনা করিতেছে। হে মহাবাহো! এক্ষণে তুমি গমন কর। ভালয় ভালয় আবার ফিরিয়া আসিয়া, সুমিষ্ট বাক্যে ও প্রসন্নচিত্তে আমায় আনন্দিত করিবে। বৎস! যে কালে তোমায় জটাবল্কলধারণপূর্ব্বক বন হইতে ফিরিয়া আসিতে দেখিব, প্রার্থনা করি, সেই কাল যেন এখনই হয়।

রাম বনে যাইতে নিশ্চয় করিয়াছেন, দেখিয়া, দেবী কৌশল্যা তৎকালে তাঁহাকে পরম প্রীতচিত্তে এইরূপ বিশিষ্ট-মঙ্গলযুক্ত কথা বলিয়া, তাঁহার উদ্দেশে স্বস্ত্যয়ন করিতে অভিলাষিণী হইলেন।

পঞ্চবিংশ সর্গ

উদারচিত্তা কৌশল্যা উপস্থিত শোক সংবরণ ও পবিত্র জলে আচমন করিয়া, রামের কল্যাণার্থে মঙ্গলবাচনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, হে রঘুশ্রেষ্ঠ! আমি কোনমতেই তোমায় বারণ করিয়া রাখিতে পারিব না। অতএব, এক্ষণে তুমি গমন কর। শীঘ্র আবার ফিরিয়া আইস এবং সর্ব্বদা সৎপথে থাকিও। হে রাঘবশ্রেষ্ঠ! তুমি সর্ব্বদা ধৈর্য্য ও নিয়ম পূর্ব্বক যে ধর্ম্মের পালন কর, সেই ধর্ম্ম তোমায় সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করুন। বৎস! তুমি চতুষ্পথ ও দেবালয় সকলে যাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া থাক, সেই দেবগণ মহর্ষিগণের সহিত মিলিত হইয়া, বনমধ্যে তোমায় রক্ষা করুন। ধীমান বিশ্বামিত্র তোমায় যে সকল অস্ত্র দিয়াছেন, সেই সকল সর্ব্বদাই পরম গুণনিধি তোমায় রক্ষা করুক। হে মহাবাহো! তুমি যে পিতামাতার সেবা করিয়া থাক, সেই সেবাবলে এবং সত্যবলে সর্ব্বদা রক্ষিত হইয়া, তুমি চিরজীবী হও। হে নরোত্তম! সমিধ, কুশ, দর্ভগ্রন্থি, বেদী, আয়তন ও ব্রাহ্মণগণের স্থণ্ডিল সকল এবং পর্ব্বত, হ্রদ, বৃক্ষ, আলয়, পতঙ্গ, পন্নগ ও সিংহ সকল তোমায় রক্ষা করুক। সাধ্যগণ, বিশ্বেদেবগণ ও মরুদ্গণ মহর্ষিগণের সহিত মিলিত হইয়া, তোমার মঙ্গল করুন। ধাতা ও বিধাতা তোমায় কুশলে রাখুন। পুষা, অর্য্যমা ও ভগ ইহাঁরা তোমার মঙ্গল করুন। ইন্দ্রাদি সমুদায় লোকপাল এবং ছয় ঋতু, মাস, সংবৎসর, দিন, রাত্রি ও মুহূর্ত্ত সকল সর্ব্বদা তোমার মঙ্গল করুন। হে পুত্র! দৈবতগণের সহিত সমুদায় নক্ষত্র ও গ্রহ সকল এবং শ্রুতি, স্মৃতি, ও ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে তোমায় রক্ষা করুন। ভগবান্ স্কন্দ, সোমদেব, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, সপ্তর্ষিমণ্ডল, এবং নারদ ইহাঁরা সর্ব্বতোভাবে তোমার রক্ষা করুন। সিদ্ধগণ, দিক্ সকল ও দিক্পালসমূহ সকলেরই আমি স্তুতি করিতেছি, হে পুত্র! অরণ্যমধ্যে সর্ব্বপ্রকারে নিত্য

তোমায় রক্ষা করুন। সমুদায় পর্ব্বত ও সাগর, রাজা বরুণ, স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, সর্ব্বব্যাপী বায়ু, অহোরাত্র এবং সন্ধ্যা ইহারা সকলে বনবাসী তোমায় রক্ষা করুক। সমুদায় কলা ও সমুদায় কাষ্ঠা তোমার সুখস্বস্তি বিধান করুক। পরম বুদ্ধিমান্ তুমি মুনিবেশে মহাবনে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে, দৈত্য ও আদিত্য সকল সর্ব্বদা তোমার সুখবিধান করুন। তুমি আমার অতিশয় স্নেহের সামগ্রী। অতএব অতিমাত্র নির্দয় রাক্ষস, পিশাচ, দৈত্য ও অন্যান্য মাংসাশী প্রাণি সকল হইতেও যেন তোমার কোন ভয় না ঘটে। তুমি যে গহনে থাকিবে, তথায় বানর, বৃশ্চিক, দংশ, মশক, কীট, সরীসৃপ, এই সকলের যেন প্রাদুর্ভাব না থাকে। অয়ি বৎস! ভীষণ দন্তবিশিষ্ট প্রচণ্ডস্বভাব মহাগজ, সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, মহিষ ও গণ্ডার সকল যেন তোমার বিরুদ্ধ না হয়। সর্পজাতীয় যে সকল ক্রূর জন্তু মনুষ্যমাংস আহার করিয়া থাকে, আমি এখানে থাকিয়া সকলেরই পূজা করিতেছি, হে পুত্র! যেন তাহারা তোমার হিংসা না করে। বৎস রাম! আমি কায়মনে আশীর্ব্বাদ ও প্রার্থনা করিতেছি, তুমি যে পথে আসিবে, তাঁহাতে যেন কোন বিঘ্ন বিপত্তি না ঘটে; তোমার পরাক্রম যেন সিদ্ধ হয় এবং তুমি যেন সকল সম্পত্তি প্রাপ্ত হও। এক্ষণে পরমসুখে গমন কর। ভূচর ও খেচর প্রাণিগণ, সমুদায় দেবতা এবং যাঁহারা তোমার বিরোধী পক্ষ, তাঁহারাও সকলেই তোমার স্বস্তি বিধান করুন। শুক্র, সোম, সূর্য্য, বরুণ, এবং যম, আমি সকলেরই পূজা করিতেছি, দণ্ডকবনবাসী তোমার রক্ষা করুন। হে রঘূত্তম! অগ্নি, বায়ু, ধূম, এবং আচমন সময়ে মুনিগণের মুখ হইতে বহির্গত মন্ত্র সকল তোমায় রক্ষা করুন। সকল লোকের প্রভু ব্রহ্মা, সকলের কর্ত্তা নারায়ণ, ঋষিগণ এবং অন্যান্য দেবতা সকল বনবাসী তোমার রক্ষা করুন।

এইপ্রকার কহিয়া, যশস্বিনী বিশাললোচনা কৌশল্যা অক্ষ-

ধূপ দীপ, মাল্য ও গন্ধ দ্বারা দেবগণের পূজা করিলেন। এবং মহাত্মা ব্রাহ্মণের দ্বারা অগ্নি সংগ্রহ করিয়া, রামের মঙ্গলার্থ বিধি অনুসারে হোম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তজ্জন্য সেই প্রমদোত্তমা কৌশল্যা ঘৃত, শ্বেত পুষ্পের মাল্য, সমিধ ও শ্বেত সর্ষপ সকল সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। পুরোহিত বিধিপূর্ব্বক রামের আরোগ্য ও শান্তি উদ্দেশে হোম করিয়া, হোমশেষ দ্বারা লোকপালাদির পূজা সমাধা করিলেন। অনন্তর কৌশল্যা স্বস্তিবাচন উদ্দেশে ব্রাহ্মণদিগকে দধি, অক্ষত, মধু ও ঘৃত প্রদান পূর্ব্বক রামের বনবাস কালীন স্বস্ত্যয়নক্রিয়া সম্পাদন করাইলেন। তদনন্তর যশস্বিনী রামমাতা সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ পুরোহিতকে তাঁহার মনোমত দক্ষিণা দিয়া, রামকে বলিলেন, বৃত্রাসুরবিনাশকালে সকল দেবতার পূজিত ইন্দ্রের যে মঙ্গল হইয়াছিল, সেই মঙ্গল তোমার হউক। পূর্ব্বে গরুড় অমৃতহরণে উদ্যত হইলে, বিনতা তাঁহার উদ্দেশে যে মঙ্গল কল্পনা করেন, সেই মঙ্গল তোমার হউক। অমৃতসংগ্রহসময়ে দৈত্যহত্যায় প্রবৃত্ত ইন্দ্রকে অদিতি যে মঙ্গল প্রদান করেন, সেই মঙ্গল তোমার হউক। অপরিসীমতেজস্বী বিষ্ণু তিনপদে বলির রাজ্য হরণের উপক্রম করিলে, তাঁহার যে মঙ্গল হইয়াছিল, রাম! সেই মঙ্গল তোমাব হউক। হে মহাবাহো! তুমি মঙ্গলেরও মঙ্গল স্বরূপ। ঋষিগণ, সাগর ও দ্বীপ সকল, সমুদায় বেদ ও সমুদায় লোক এবং দিক্ সকল তোমার মঙ্গলপরম্পরা সাধন করুক।

এই বলিয়া, আয়তনয়না ভামিনী কৌশল্যা পুত্রের সিদ্ধির জন্য বিশল্যকরণী ওষধি ও অক্ষত সকল তাঁহার মস্তকে অর্পণ করিলেন। অনন্তর তিনি তাঁহাকে চন্দনলিপ্ত করিয়া, তাঁহার রক্ষা বিধান ও মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক জপ করিলেন। তিনি দুঃখে অভিভূত হইয়া ছিলেন। তথাপি, নিতান্ত আহ্লাদিতার ন্যায়, তৎকালে, মনে মনে নহে, স্পষ্টাভিধানেই গদ্গদবাক্যে মন্ত্র

সকল উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর যশস্বিনী কৌশল্যা পুত্রের মস্তক নত ও আঘ্রাণ করিয়া, আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন; বৎস রাম! তুমি সিদ্ধকাম হইয়া, যথাসুখে গমন কর। সর্ব্বপ্রকারে কৃতকার্য্য হইয়া, সুস্থ শরীরে অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলে, তোমায় আমি রাজপথে নিরাপদে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া সুখিনী হইব; আমার সমুদায় দুঃখ-চিন্তাই দূর হইবে এবং হর্ষ বশতঃ আমার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিবে। তখন আমি বনবাস হইতে প্রত্যাগত তোমায়, সমুদিত পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় দর্শন করিব। হে পুত্র! এইরূপে পিতার আজ্ঞাপালন করিয়া, বনবাস হইতে এখানে আগমন পূর্ব্বক নিরাপদে রাজাসন প্রাপ্ত হইলে, তোমায় আমি মুহুর্মুহুঃ নিরীক্ষণ করিব। তুমিও তখন অশেষকল্যাণসম্পন্ন হইয়া, বনবাস হইতে ফিরিয়া আসিয়া, বধূর সহিত আমার কামনা সকল সাধন করিবে। এক্ষণে গমন কর। হে রঘুনন্দন! শিবাদি দেবগণ, মহর্ষিগণ, ভূতগণ এবং উরগসমূহ সকলেরই আমি অর্চ্চনা করিলাম, তুমি দীর্ঘকালের নিমিত্ত বনে প্রস্থান করিলে, সকলেই তোমার হিত আকাঙ্ক্ষা ও কল্যাণ বিধান করুন। কৌশল্যা অতীব অশ্রুপূর্ণলোচনে যথাবিধানে স্বস্ত্যয়ন সম্পন্ন করিয়া, পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক রামকে প্রদক্ষিণ করিলে, পরম যশস্বী রামও বারংবার মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া, স্বকীয় শ্রীতে বিরাজমান হইয়া, সীতার ভবনে গমন করিলেন।

—•—

ষড়্‌বিংশ সর্গ।

জননী স্বস্ত্যয়ন করিলে, পরমধার্ম্মিক রাজপুত্র রাম বনে যাইতে উদ্যত হইয়া, তাঁহাকে বন্দনা করিলেন। অনন্তর তিনি জনসমূহে স্বকীয় প্রভায় জনতাপূর্ণ রাজপথের শোভা করিয়া

নিজগুণে লোকমাত্রেরই হৃদয় ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিলেন। জনক-দুহিতা সীতা এসকল কিছুই শুনেন নাই। রাম যে যুবরাজ হইবেন, তিনি কেবল তাহাই ভাবিতেছিলেন। তজ্জন্য, তিনি তৎকালোচিত ব্রত অবলম্বন করিয়া ছিলেন। তিনি রাজধর্ম্মের সকলই বিশেষরূপ জানেন এবং অন্যান্য কার্য্যেও তাঁহার বিশিষ্টরূপ জ্ঞান আছে। তিনি হৃষ্টচিত্তে দেবপূজা করিয়া, স্বামীর অপেক্ষা করিতেছিলেন। রাম ঐ সময়ে লজ্জায় কিঞ্চিৎ নতমুখ হইয়া, আপনার সেই সুসজ্জিত গৃহে প্রবেশ করিলেন। অতিমাত্র আহ্লাদিত লোক সকলে ঐ গৃহ পূর্ণ হইয়াছিল। সীতা তাঁহাকে তদবস্থায় গৃহপ্রবেশ করিতে দেখিয়া, কম্পিত শরীরে তাঁহার নিকটে আসিয়া, দর্শন করিলেন, তিনি শোকে সন্তপ্ত এবং তাঁহার মন ভাবনায় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। রাম স্বজনের প্রতি সর্ব্বদাই দয়ার্দ্রচিত্ত। সুতরাং সীতাকে দেখিয়া মনোগত শোক গোপন করিতে পারিলেন না; এক বারেই তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার মুখ ম্লান হইয়া গেল, শরীরে ঘর্ম্মের উদ্রেক হইল। এইরূপে তিনি শোক সংবরণে একবারেই অক্ষম হইয়া পড়িলেন, দেখিয়া, সীতা দুঃখে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া, কহিলেন, প্রভো! এসময়ে আবার এ কি! হে রঘুনন্দন! জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণগণ বলিতেছেন, অদ্য শ্রীমান্ চন্দ্রদেব পুষ্যার সহিত মিলিত হইয়াছেন। তবে কেন তুমি মনের অসুখে রহিয়াছ? তোমার সুন্দর মুখমণ্ডল কেন আজি শতশলাকাযুক্ত ও জলফেন সদৃশ শ্বেতছত্রে আবৃত হইয়া, বিরাজমান হইতেছে না? পদ্মপত্রের ন্যায় আয়তলোচন-বিশিষ্ট তোমার ঐ মুখ কি জন্যই বা চন্দ্র ও হংসের ন্যায় শোভমান উৎকৃষ্ট ব্যজনযুগলে বীজ্যমান হইতেছে না? হে পুরুষোত্তম! সূত, মাগধ ও অতিশয় বক্তা বন্দিদিগকেও পরম আহ্লাদিত হইয়া, আজি তোমার স্তুতিপাঠ করিতে দেখিতেছি না। বেদপারগ ব্রাহ্মণগণও মূর্দ্ধাভি-

কিন্তু রাজা তোমার মস্তকে যথাবিধানে মধু ও দধি প্রদান করিতেছেন না। অমাত্য ও প্রধান প্রধান পরিষদ্‌গণ এবং পুরবাসী ও জনপদবাসী ব্যক্তি সকলও সজ্জিত হইয়া, আজি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে উদ্যত হইতেছে না। উৎসবের নিমিত্ত নির্ম্মিত রথও কাঞ্চনভূষিত দ্রুতগামী উৎকৃষ্ট অশ্বচতুষ্টয়ে সংযোজিত হইয়া, তোমার অগ্রে অগ্রে যাইতেছে না। হে বীর! কৃষ্ণবর্ণ মেঘ-ও-পর্ব্বতের ন্যায় প্রতীয়মান, সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন, সুশ্রী হস্তীও তোমার অগ্রে দেখিতেছি না। তোমার ভৃত্যকেও কাঞ্চন-চিত্রিত সুদৃশ্য সিংহাসন অগ্রে অগ্রে লইয়া যাইতে দেখিতে পাইতেছি না। এই সকলেরই বা হেতু কি? অভিষেকই যদি প্রকৃত হয়, তবে এখন তোমার এ কি হইল! তোমার মুখের আর সে বর্ণ নাই এবং তোমার সে আহ্লাদও আর দেখিতেছি না।

এই বলিয়া সীতা বিলাপ করিতে লাগিলে, রঘুনন্দন রাম তাঁহাকে কহিলেন, সীতে। পরমপূজনীয় পিতৃদেব আমায় বনে দিতেছেন। জানকি! তুমি মহদ্বংশে জন্মিয়াছ, সর্ব্বদাই ধর্ম্ম কর্ম্ম কর এবং ধর্ম্মও বিশেষরূপে জান। এক্ষণে শ্রবণ কর, যেরূপে আজি আমার এইপ্রকার ঘটিয়াছে। পিতৃদেব রাজা দশরথ সত্যপ্রতিজ্ঞ। তিনি পূর্ব্বে জননী কৈকেয়ীকে দুইটী মহাবর দান করেন।। রাজার প্রস্তাবে আমার অভিষেক স্থির হইয়া গেলে, অদ্য কৈকেয়ী সেই বরদানপ্রতিজ্ঞা পালন করিতে বলিয়া, ধর্ম্মানুসারে রাজাকে আপনার আয়ত্ত করিয়া লইয়াছেন। তদনুসারে আমাকে চৌদ্দবৎসর দণ্ডকবনে বাস করিতে হইবে। আর, পিতা ভরতকে যৌবরাজ্য দান করিয়াছেন। আমি এখন নির্জ্জন বনে যাইতেছি, তোমার সহিত দেখা করিতে আসিলাম। তুমি কখন ভরতের নিকট আমার প্রশংসা করিও না। সমৃদ্ধিমান্ পুরুষেরা পরের প্রশংসা সহ্য করিতে পারে না। এইজন্য ভরতের সমক্ষে আমার গুণানুবাদ করিও না। আর,

তাঁহার কখন তোমায় বিশেষরূপে ভরণ পোষণ করিবেন না। অনুকূল ব্যবহার করিলেই, তুমি তাঁহার নিকট থাকিতে পারিবে। পিতা তাঁহাকে যৌবরাজ্য দিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার এই যৌবরাজ্যের আর পতন নাই। অতএব রাজা বলিয়াও বিশেষরূপে তুমি তাঁহাকে প্রসন্ন রাখিবে। অয়ি মনস্বিনি! আমি অদ্যই পিতার প্রতিজ্ঞা পালন জন্য বনে যাইব, তুমি কোনমতেই অস্থির হইও না। হে অনঘে! হে কল্যাণি! আমি মুনিগণের আশ্রিত বনে গমন করিলে, তুমি পর্য্যায়ক্রমে ব্রত ও উপবাস করিয়া থাকিবে। কল্য প্রত্যূষে উঠিয়া, যথাবিধি দেবপূজা করিয়া তুমি আমার পিতৃদেব রাজা দশরথের বন্দনা করিও। মাতৃদেবী কৌশল্যা বৃদ্ধা ও শোকে অতিশয় ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছেন। ধর্ম্ম ভাবিলে তিনিও তোমার সম্মানের উপযুক্ত পাত্রী। তুমি আমার অন্যান্য জননী সকলকেও নিত্য বন্দনা করিবে। কেননা, তাঁহারা সকলেই সমানভাবে আমায় স্নেহ, প্রীতি ও পালন করেন; সুতরাং, সকলেই আমার সমান। ভরত ও শত্রুঘ্ন উভয়কেই আমি প্রাণের অধিক ভাল বাসি। তুমিও তাঁহাদিগকে ভ্রাতা ও পুত্রের সমান দেখিবে। তুমি কখন ভরতের অপ্রিয় আচরণ করিবে না। হে বৈদেহি! দেখ, তিনি দেশ ও কুল সকলেরই রাজা। শুদ্ধাচারে আরাধনা ও সবিশেষ যত্ন পূর্ব্বক উপাসনা করিলে, রাজারা প্রসন্ন হইয়া থাকেন, ইহার বিপরীত হইলেই, রুষ্ট হয়েন। হস্তী স্পর্শ করিয়াও সর্প আঘ্রাণ করিয়া, হত্যা করে এবং রাজা গর্ব্বিত হইয়াও দুর্জ্জন সমাদর করিয়া বিনাশ করিয়া থাকে। অহিতকারী হইলে ঔরস পুত্রকেও রাজারা ত্যাগ করেন; আবার, যাহাদের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, হিতকারী হইলে, তাহাদিগকেও সমাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন। অতএব কল্যাণি! তুমি ধর্ম্মনিষ্ঠা, সত্যব্রতপরায়ণা ও সর্ব্বপ্রকারে রাজা ভরতের অনুবর্ত্তিনী হইয়া, এখানে বাস কর।

হে প্রিয়ে! আমি মহাবনে গমন করিব। হে ভামিনি! তুমি এখানেই থাকিবে। যাহাতে কাহারও অপ্রিয় করিতে না হয়, তুমি সেইরূপই করিবে। ইহাই আমার বক্তব্য।

সপ্তবিংশ সর্গ।

যতপ্রকার প্রিয় পদার্থ আছে, সীতা তৎসমস্ত ভোগ করিবার উপযুক্ত পাত্রী। তাঁহার বাক্যও অতিমিষ্ট। রাম এইপ্রকার কহিলে, তিনি অতিমাত্র প্রণয়কোপ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, রাম! তুমি নিশ্চয়ই নীচতা অবলম্বন করিয়া, এ কি কথা বলিতেছ? হে পুরুষোত্তম! তোমার এই কথা শুনিয়া, আমার পরিহাস জন্মিতেছে। যে সকল রাজপুত্র উত্তমরূপে অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করিতে জানেন এবং যাঁহাদের বীরত্ব আছে, হে নৃপ! তাঁহাদের মুখে এ কথা শোভা পায় না। ইহাতে তাঁহাদের কলঙ্কও আছে। অতএব তুমি যাহা বলিলে, কখনই শুনিবার যোগ্য নহে। হে আর্য্যপুত্র! পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র ও পুত্রবধূ সকলেই স্বস্ব অর্জ্জিত পুণ্য ভোগ করত আপন আপন ভাগ্যের দাসত্ব করে। কাহারও পুণ্যাদিতে কাহারও অধিকার নাই। কিন্তু হে পুরুষোত্তম, একমাত্র স্ত্রীই স্বামীর কর্ম্মফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব, আমিও বনে বাস করিতে রাজার আজ্ঞা পাইয়াছি। পিতা না, মাতা না, পুত্র না, আত্মা না, এবং অন্য আত্মীয় স্বজনও কেহই না; একমাত্র স্বামীই ইহলোকে ও পরলোকে সর্ব্বদা স্ত্রীর গতি। হে রঘুনন্দন! তুমি নিশ্চয়ই যদি আজি দুর্গম বনে প্রস্থান কর, আমি কুশ ও কণ্টকরাশি দলন করিয়া, তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করিব। হে বীর! যে জল পান করিয়া অবশিষ্ট থাকে, জলশূন্য অরণ্যাদিতে গমন করিবার সময় তাহা

যেমন সঙ্গে লইয়া যায়, তুমিও তেমনি রাগদ্বেষ ত্যাগ করিয়া নিঃশঙ্ক হইয়া, আমাকে সঙ্গে লইয়া চল। দেখ, আমার কোন দোষ নাই। কি প্রাসাদাগ্র, কি বিমান, কি অন্তরীক্ষে অবস্থান, সকল অবস্থাতেই স্বামীর পদসেবাসুখ সর্ব্বাপেক্ষা স্ত্রীর অধিক হইয়া থাকে। পিতা ও মাতাও আমাকে বিবিধ প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বামিসেবাবিষয়ে বিশেষ উপদেশ করিয়াছেন। আমি সেই উপদেশমত স্বামীর সেবা করিব। তুমি আর এখন আমাকে বিরুদ্ধ উপদেশ করিও না। আমি নানাজাতীয় মৃগ ও ব্যাঘ্রগণে পরিপূর্ণ, মানুষশূন্য, দুর্গম বনে গমন করিব। পিতৃগৃহে যেমন, সেখানেও তেমনি আমি সুখে থাকিব। কেমনা, সর্ব্বদা তোমার সহবাসব্রত চিন্তা করিয়া, আমার তখন স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, কোন লোকেরই ভাবনা থাকিবে না। হে বীর! আমি ব্রহ্মচারিণী হইয়া, নিয়মানুসারে তোমার সেবা করত, তোমার সহিত, মধুগন্ধে আমোদিত বনমধ্যে বিহার করিব। হে রাম! হে মানদ! তুমি বনে থাকিয়াও সমস্ত জীবলোকের বিশেষ রূপে পালন করিতে পার; আমার কথা আর কি বলিব? অতএব আজি আমি তোমার সহিত বনে যাইব, ইহাতে সন্দেহ নাই। হে মহাভাগ! আমি যখন বনে যাইতে মন করিয়াছি; তখন আর আমায় বারণ করিয়া রাখিতে পারিবে না। আমি তথায় তোমার সঙ্গে থাকিয়া, নিত্য ফলমূল ভক্ষণ করিব, তোমাকে কোন অংশেই ক্লেশ দিব না। আমি তোমার অগ্রে অগ্রে যাইব। তুমি ভোজন করিলে ভোজন করিব। এবং নদী, পর্ব্বত, পল্বল ও সরোবর সকল দর্শন করিব। তুমি সকলের রক্ষাকর্ত্তা ও পরম বুদ্ধিমান্। তোমার সঙ্গে থাকিলে, ঐ সকল দেখিতে কুত্রাপি আমার ভয় হইবে না। তুমি বীর। তোমার সঙ্গে থাকিয়া, সুখভোগ করত, হংস-কারণ্ডব-পূর্ণ সুন্দর-কুসুম-সম্পন্ন সরোবর সকল দেখিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে। হে বিশালাক্ষ! আমি সর্ব্বদা তোমার

অনুগতা হইয়া, ঐ সকল সরোবরে স্নান এবং পরম আহ্লাদে, তোমার সহিত বিহার করিব। এই রূপে তোমার সঙ্গে থাকিলে, শত সহস্র বৎসরও আমার এক ক্ষণের ন্যায় বোধ হইবে। তোমা বিনা স্বর্গও আমার মনোমত নহে। হে রঘুকুমার! তোমা বিনা স্বর্গেও যদি আমার বাস হয়, তাহাতেও আমার মন যায় না। অতএব আমি মৃগ, বানর ও হস্তি পূর্ণ অতি দুর্গম বনে গমন করিব। তথায় তোমার পাদসেবা করিয়া ও আজ্ঞানুবর্ত্তিনী থাকিয়া, পিতৃগৃহের ন্যায়, বাস করিব। ফলতঃ, সংসারে তোমাভিন্ন আর কাহাকেও আমি ভাবি না। আমার মন তোমাতেই অনুরক্ত। তুমি ত্যাগ করিলে, আমি নিশ্চয়ই মরিব। অতএব আমাকে সঙ্গে লও এবং আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। কোন মতেই তোমায় আমার ভার লাগিবে না।

ধর্ম্মবৎসলা সীতা এইপ্রকার ন্যায়-সঙ্গত কথা বলিলেও, রাম তাঁহাকে সঙ্গে লইতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি যাহাতে কোনমতেই যাইতে না চান তজ্জন্য বনবাসের ক্লেশ সকল বলিতে লাগিলেন।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

সীতা এইপ্রকার বলিতে লাগিলে, ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মবৎসল রাম বনবাসের দুঃখ সকল চিন্তা করিয়া, তাঁহাকে সঙ্গে লইতে মন করিলেন না। কান্দিতে কান্দিতে সীতার লোচনযুগল নিতান্ত প্রভাহীন হইয়াছিল। ধর্ম্মাত্মা রাম তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য সান্ত্বনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, সীতে! তুমি মহদ্বংশে জন্মিয়াছ এবং সর্ব্বদা ধর্ম্মে তৎপর হইয়া আছ। এখানে থাকিয়াই, ধর্ম্মানুষ্ঠান কর। তাহাতে আমার মনের সুখ জন্মিবে।

আর, আমি যাহা বলিব, তোমার তাহা করাই কর্ত্তব্য। দেখ, তুমি অবলা। বনে অনেক দোষ আছে। তৎসমস্ত বলিতেছি, শুন, এবং বনে যাইতে যে মন করিয়াছ, তাহা ছাড়িয়া দাও। বন অতি দুর্গম স্থান এবং উহাতে নানা দোষ আছে; ইহা সকলেই বলিয়া থাকেন। আমারও বিলক্ষণ জ্ঞান আছে, বনে সদাই দুঃখ, সুখ কখনই নাই। আমি এইজন্যই হিত ভাবিয়া এই কথা বলিতেছি। তথায় পর্ব্বতের গুহামধ্যে সিংহ সকল বাস করে। এবং পর্ব্বত হইতে নদী সকল নির্গত হই-তেছে। এই নদী ও সিংহ সকলের শব্দ শ্রবণ করিলে, অতিশয় ক্লেশ হইয়া থাকে। এইজন্য বন কখন সুখের স্থান নহে। তথায় মৃগ সকল মত্ত ও নিঃশঙ্ক হইয়া ক্রীড়া করিতেছে। সহসা সেই নির্জ্জন স্থানে আমাদিগকে দেখিতে পাইলে, তাহারা তৎ-ক্ষণাৎ মারিতে আসিবে। এইজন্য বন কখন সুখের স্থান নহে। তথাকার নদী সকল হিংস্র জলজন্তু ও পঙ্কে পরিপূর্ণ, এবং, মদমত্ত হস্তী সকলও সহজে তাহা পার হইতে পারে না এইজন্য বন অতি কঠিন স্থান। তথাকার পথ সকল লতাকণ্টকে আচ্ছন্ন। বনকুক্কুট সকল সর্ব্বদাই ঐ পথে শব্দ করিতেছে। উহাতে জলের সম্পর্ক নাই, এবং পদে পদেই অতিশয় ক্লেশ ঘটিয়া থাকে। এইজন্য বন কখন সুখের স্থান নহে। তথায় সমস্ত দিন আহারের নিমিত্ত পরিশ্রম করিয়া, রাত্রিতে তজ্জন্য অবসন্ন হইয়া, আপনা হইতেই যে সকল পত্র পড়িয়া আছে, তদ্দ্বারা শয্যা প্রস্তুত করিয়া, মৃত্তিকায় শয়ন করিতে হয়। এই-জন্য বন অতি কঠিন স্থান। তথায় মন স্থির করিয়া, বৃক্ষপতিত ফলমাত্রেই ভোজনব্যাপার নির্ব্বাহ করত, সন্তুষ্ট হইতে হয়। এইজন্য বন কখন সুখের স্থান নহে। হে মৈথিলি! শক্তি অনুসারে তথায় উপবাস, জটা ধারণ ও বল্কল পরিধান করিতে হয়; বিধি অনুসারে দেবগণ, পিতৃগণ ও অভ্যাগত অতিথিগণের নিত্য পূজা করিতে হয়, নিয়ম অনুসারে প্রতিদিন কালত্রয়

করিয়া তিন সন্ধ্যাই স্নান করিতে হয়। এই জন্য বন অতি কঠিন স্থান। হে সীতে! তথায় স্বহস্তে ফুল তুলিয়া, ঋষিগণের-বিহিত বিধানে বেদীতে পূজা করিতে হয়। এই জন্য বন কখন সুখের স্থান নহে। হে মৈথিলি! বনচারীগণ কখন মনোমত আহার করিতে পায় না। যথালব্ধ বন্য ফলমূলাদিতেই উদরতৃপ্তি করিতে হয়। হে সীতে! এই জন্য বন কখন সুখের স্থান নহে। তথায় বায়ু, অন্ধকার ও ক্ষুধা এই সকলের সর্ব্বদাই অতিশয় প্রাদুর্ভাব এবং পদে পদেই অতিমাত্র ভয়ঙ্কর ঘটনা সকল ঘটিয়া থাকে। এইজন্য বন অতি কঠিন স্থান। হে ভামিনি! তথায় নানাজাতীয় ও নানারূপ সরীসৃপ সকল সদর্পে ভূমির উপরি বিচরণ করিতেছে। এইজন্য বন অতি কঠিন স্থান। তথায় নদীর মধ্যে সর্প সকল বাস করে। তাহারা নদীর ন্যায় কুটিল গতিতে যাতায়াত করিয়া থাকে এবং সর্ব্বদা গমনপথ আবরণ করিয়া আছে। এইজন্য বন অতি কঠিন স্থান। হে ভামিনি! তথায় কুশ, কাশ ও কণ্টকময় বৃক্ষ সকলের শাখাগ্র সর্ব্বদাই পরস্পর জড়ীত হইয়া আছে এইজন্য বন কখন সুখের স্থান নহে। হে অবলে! তথায় পতঙ্গ, বৃশ্চিক, কীট, দংশ ও মশক সকল নিত্যই ক্লেশ উৎপাদন করে। এই জন্য বন নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময়। বনবাসে বিস্তর কায়ক্লেশ এবং নানাপ্রকার ভয়ও ঘটিয়া থাকে। এইজন্য উহা কোন অংশেই সুখের স্থান নহে। তথায় ক্রোধ লোভ ত্যাগ ও তপস্যায় মনোনিবেশ করিতে হয়। এবং ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলেও, ভয় করিতে নাই। এই জন্য বন কখন সুখের স্থান নহে। অতএব তোমার বনে যাইবা কাজ নাই। বন কখন তোমার সহ্যও হইবে না। আমি বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিতেছি, বনের অনেক দোষ।

এইরূপ মহাত্মা রাম একান্তই তাঁহাকে বনে লইয়া

যাইতে অসম্মত হইলে, সীতা তাঁহার কথা না শুনিয়া, অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া, বলিতে লাগিলেন।

ঊনত্রিংশ সর্গ।

সীতা রামের এই কথা শুনিয়া, দুঃখিতা হইলেন। চক্ষুর জলে তাঁহার মুখ পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি ধীরে ধীরে কহিলেন, তুমি বনবাসের যে সকল দোষ উল্লেখ করিলে, তোমার স্নেহ থাকিলে, সে সকল আমার পক্ষে গুণ, জানিবে। মৃগ, সিংহ, হস্তী, ব্যাঘ্র, শরভ, চমর, সৃমর এবং অন্যান্য বনচারী জন্তুগণ তোমার রূপ পূর্ব্বে কখনই দেখে নাই। দেখিলেই, তোমার ভয়ে ভীত হইয়া, সকলেই সরিয়া যাইবে। আর, বনে যাইতে পিতার আজ্ঞা আছে, অতএব আমি তোমার সঙ্গে যাইব। হে রাম! তুমি ত্যাগ করিয়া গেলে, আমি প্রাণ রাখিব না। হে রঘুনন্দন! তোমার কাছে থাকিলে, দেবগণের প্রভু ইন্দ্রও স্বীয় তেজ প্রকাশ করিয়া, কোন রূপেই আমার প্রতি অত্যাচার করিতে পারেন না। হে রাম! যে স্ত্রীর স্বামী নাই, সে কখন বাঁচিতে পারে না। তুমি নিজেই আমাকে এইপ্রকার উপদেশ করিয়াছ। হে মহাপ্রাজ্ঞ! পূর্ব্বেও আমি পিতৃগৃহে থাকিয়া ব্রাহ্মণগণের এই সত্য বাক্য শুনিয়াছি, যে, আমায় বনে বাস করিতে হইবে। হে মহাবল! পিতৃগৃহে দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের মুখে ঐ কথা শুনিয়া অবধি বনে বাস করিতে আমার নিত্যই উৎসাহ হইয়া আছে। যখন আমার ললাটে ঐপ্রকার লিখন আছে, তখন নিশ্চয়ই উহা ঘটিবে। হে প্রিয়! আমি তোমার সহিত বনে যাইব; ইহার অন্যথা নাই। ব্রাহ্মণগণ যাহা বলিয়াছেন; তাহা পূর্ণ করিব, তোমার সঙ্গে যাইব। তাহার

সময়ও হইয়াছে। অতএব এক্ষণে ব্রাহ্মণবাক্য সত্য হউক। বনবাসের যে অনেক ক্লেশ, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। কিন্তু যাঁহাদের ইন্দ্রিয় সকল বশ নহে, তাহারাই সেই সকল কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। পিতৃগৃহে কন্যাকালে মাতার সমক্ষে কোন সাধুচারিণীভিক্ষিণীকেও বলিতে শুনিয়াছিলাম, আমার বনবাস হইবে। এই নিমিত্ত পূর্ব্বে অনেকবার তোমার সহিত বনবিহার করিবার জন্য তোমায় সাধনা করিয়াছিলাম। এই সকল কারণেই তোমার সহিত বনে যাইতে অভিলাষ হইয়াছে। হে রঘুনন্দন! আমি যাইবার জন্য কাল প্রতীক্ষা করিয়া আছি। তুমি এ বিষয়ে অনুমতি কর। তুমি বনে বাস করিলে, তোমার সেবা করিতে আমার ঐকান্তিক অভিলাষ হইয়াছে। হে শুদ্ধচিত্ত! তুমি আমার ভর্ত্তা; প্রেমভাবে তোমার অনুগমন করিলে, আমার সমুদায় পাতক দূর হইবে। যেহেতু, স্বামীই আমার দেবতা। পরলোকেও আমার তোমার সহিত পরম-মঙ্গলময় সমাগম হইবে। যশস্বী ব্রাহ্মণগণের প্রমুখাৎ এই-প্রকার পবিত্র কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়, যে, ইহলোকে পিতা মাতা সলিলস্পর্শপূর্ব্বক যাহাকে যে স্ত্রী সম্প্রদান করে, সেই স্ত্রী স্বীয় পাতিব্রত্য বলে পরলোকেও ঐ পুরুষের সহিত মিলিত হইয়া থাকে। অতএব, তুমি আপনার সচ্চরিত্রা পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী আমাকে সঙ্গে লইতে মন করিতেছ না কেন? হে কাকুৎস্থ! আমি ভক্তিমতী, পতিব্রতা, তোমার সুখদুঃখে সুখদুঃখ বোধ করি এবং অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছি। অতএব, আমাকে লইয়া যাইতে হইবে। যদি এইরূপ দুঃখিতা আমাকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে, আমি মরিবার জন্য বিষ, অগ্নি অথবা জল আশ্রয় করিব। সীতা এইরূপে নানাপ্রকারে যাইবার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহাবাহু রাম তাঁহাকে বিজনবনে লইয়া যাইতে কিছুতেই মত করিলেন না। তখন সীতা চিন্তিতা হইয়া নয়নবিগলিত উষ্ণ জলে পৃথিবীকে

অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। তিনি এই প্রকারে রুষ্ট হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলে, জিতচিত্ত রাম তৎকালে তাঁহাকে শান্ত করিবার জন্য নানাপ্রকারে সান্ত্বনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

ত্রিংশ সর্গ।

রাম সান্ত্বনা করিতে লাগিলে, জনকদুহিতা মৈথিলী বনে যাইবার নিমিত্ত তাঁহাকে বলিবার উপক্রম করিলেন। পাছে রাম তাঁহাকে লইয়া না যান, এইজন্য তিনি অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিলেন। সুতরাং প্রণয় ও অভিমানবশে বিশালহৃদয় রামকে অনুযোগপূর্ব্বক কহিলেন, রাম! আমার পিতা মিথিলপতি জনক তোমায় যখন জামাতা করেন, তখন তিনি জানিতে পারেন নাই যে, তুমি পুরুষরূপী স্ত্রী। জানিতে পারিলে, কখনই আমাকে সম্প্রদান করিতেন না। হায়, তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া গেলে, লোকে না জানিয়া মিথ্যা রটনা করিবে যে, তাপদানকারী সূর্য্যের ন্যায়, রামের তেজস্বিতা নাই! তুমি এমন কি ভাবিয়া বিষণ্ন হইয়াছ এবং কিসেই বা ভয় পাইয়াছ যে, আমায় ত্যাগ করিতে উদ্যত হইতেছ? দেখ, তোমা ভিন্ন আমার গত্যন্তর নাই। তুমি জানিবে, সাবিত্রী যেমন দ্যুমৎসেন-পুত্র বীর সত্যবানের অনুগতা, আমিও তেমনি তোমার একমাত্র বশবর্ত্তিনী। হে অনঘ! অন্যান্য কুলকলঙ্কিনী যেমন পরপুরুষকে দর্শন করে, আমি তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও কখন কেমন মনে মনেও দেখি না। অতএব হে রঘুনন্দন! আমি তোমার সঙ্গে যাইব। দেখ, আমি তোমার সাধ্বী ভার্য্যা; তুমি আমায় কুমারী অবস্থায় বিবাহ করিয়া আনিয়াছ। আমি চিরকাল তোমার সঙ্গে আছি। এখন তুমি বেশ্যার স্বামীর

ন্যায় আমাকে পরের হস্তে দিতে ইচ্ছা করিতেছ? হে রাম! তুমি যাহার হিতোদ্দেশে বলিতেছ এবং যাহার জন্য উপস্থিত রাজ্য ত্যাগ করিতেছ, তুমিই সর্ব্বদা সেই ভরতের বশ ও দাস হইয়া থাক। সে যাহা হউক, আমাকে না লইয়া তুমি বনে যাইতে পাইবে না। তপস্যাই হউক, বনই হউক, আর স্বর্গই হউক, আমি তোমার সঙ্গে যাইব। তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলে, বিহার-শয্যায় নিদ্রিতার ন্যায়-পথিমধ্যে আমার কোন পরিশ্রমই হইবে না। তোমার সঙ্গে থাকিলে, পথে আমার কুশ, কাশ, শর, ঈষীকা এবং অন্যান্য কণ্টকময় বৃক্ষ সকলও তুতুল ও মৃগচর্ম্মের ন্যায় কোমল হইয়া যাইবে। অয়ি প্রাণবল্লভ! তোমার সঙ্গে থাকিলে, বাতিকাবেগে উড্ডীন হইয়া, যে ধূলি রাশি আমায় আচ্ছন্ন করিবে, আমি তাহার মহামূল্য চন্দনচূর্ণের ন্যায় জ্ঞান করিব। আমি যদি সেই বন মধ্যে সর্ব্বদা তোমার চক্ষুর উপরি থাকিয়া, হরিদ্বর্ণ তৃণরাশিতেও শয়ন করিতে পাই, বিচিত্র কম্বলের আস্তরণ-বিশিষ্ট মঞ্চোপরি শয়ন করিয়া, আমার কি তাহা অপেক্ষা অধিক সুখোদয় হয়? তুমি স্বহস্তে সংগ্রহ করিয়া পত্র, মূল, ফল, যাহা কিছু অল্প বা অধিক পরিমাণে আনিয়া দিবে, তাহাই আমার অমৃততুল্য হইবে। তথায় আমি ভিন্ন ভিন্ন ঋতু জাত পুষ্প ও ফল সকল উপভোগ করিব। না পিতা, না মাতা, না গৃহ, কিছুতেই আমার মন থাকিবে না। সুতরাং আমার নিমিত্ত তথায় তোমায় কোন অংশেই দুঃখ বা শোক পাইতে হইবে না। তুমি অক্লেশেই আমার ভরণ করিতে পারিবে। তোমার সঙ্গই আমার স্বর্গ, আর তোমার বিরহই আমার নরক। ফলতঃ, তোমার সঙ্গে থাকিলেই, আমার পরমসুখ, ইহা জানিয়া তুমি আমার সঙ্গে চল। বনবাসের যে ক্লেশ, আমি এইরূপে তাহা সহ্য করিব। তথাপি, তুমি যদি আমায় সঙ্গে না লও, আমি

এখনই বিষপান করিব। কখনই শত্রুর বশে থাকিব না।
অয়ি নাথ! তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া, বনে গমন করিলে পর,
তখন নিশ্চয়ই আমায় দুঃখ পাইয়া মরিতে হইবে, তখন
তুমি ত্যাগ করিতে না করিতেই আমার মরিয়া যাওয়া ভাল।
মুহূর্ত্তমাত্রও যখন তোমার বিরহশোক সহ্য করিতে আমার
ইচ্ছা হয় না, তখন চৌদ্দবৎসর কষ্ট ভোগ করিয়া, উহা
সহ্য করা কখন কি সম্ভব হয়? এইরূপে সীতা শোকসন্তপ্তা ও
অতিশয় খিন্না হইয়া, নানাপ্রকার করুণ বিলাপ করিয়া রামকে
আলিঙ্গন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। হস্তিনী
যেমন ব্যাধের বিষলিপ্ত শরে বিদ্ধ হয়, তিনিও, তেমনি রামের
নানাপ্রকার বাক্যে বিদ্ধ হইয়া উঠিলেন। এবং বহুক্ষণ যে
চক্ষুর জল রোধ করিয়া ছিলেন, আর তাহা সম্বরণ করিতে
পারিলেন না। অরণি (চকমকি) যেমন অগ্নি মোক্ষণ
করে, তিনিও তেমনি নেত্রবারি মোচন করিতে লাগিলেন।
স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ শোকাশ্রু তাঁহার নেত্রদ্বয়ে বিগলিত
হইলে, বোধ হইল, যেন পদ্মদ্বয়ে জল নিঃসরণ হইতেছে।
এইরূপে অশ্রু নির্গলিত হওয়াতে, তাঁহার সুবিশাললোচন-
বিশিষ্ট ও পূর্ণিমার নির্ম্মল চন্দ্র সদৃশ মুখমণ্ডল, জল হইতে
উদ্ধৃত পদ্মের ন্যায় শুষ্ক হইয়া গেল। তিনি যেন সংজ্ঞাহীন
হইয়া পড়িলেন।

তদ্দর্শনে রাম বাহুযুগলে সেই দুঃখিতা সীতাকে আলিঙ্গন
করিয়া, নানাপ্রকারে সান্ত্বনা করত বলিতে লাগিলেন, দেবি!
তোমাকে কষ্ট দিয়া, স্বর্গেও আমার অভিরুচি হয় না।
স্বয়ম্ভুর ন্যায়, কুত্রাপি আমার কিছুমাত্র ভয়ও নাই। অয়ি
শুভাননে! আমি যদিও তোমাকে রক্ষা করিতে পারি,
তথাপি, তোমার অভিপ্রায় সুস্পষ্ট না বুঝিলে, তোমাকে
বনে লইয়া যাইতে সহসা সমর্থ হইতে পারি না। অয়ি
জানকি! বিধাতা যখন আমার সহিত বনে বাস করিবার

জন্য তোমায় সৃষ্টি করিয়াছেন, আত্মজ্ঞানী যেমন দয়া ত্যাগ করিতে পারেন না, তোমাকেও তেমনি ছাড়িয়া যাইতে আর আমার সাধ্য নাই। অয়ি গজাকৃতি-নাসা ও উরুশালিনি জানকি! পূর্ব্বতন রাজর্ষিগণ সস্ত্রীক হইয়া, বনবাস ব্রত অবলম্বন করিতেন। আমি তাঁহাদের আচরিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব। সুবর্চলা যেমন সূর্য্যের অনুগমন করেন, তুমিও তেমনি আমার অনুবর্ত্তিনী হও। হে জনকনন্দিনি! আমি কৈকেয়ীর বাক্যে বনে যাইতেছি না। কৈকেয়ীর বাক্য অপেক্ষা অধিকতর সত্যসম্পন্ন পিতৃবাক্যই আমায় বনে লইয়া যাইতেছে। হে সুন্দর-নিতম্বশালিনি! পিতা ও মাতার বশ হইবে, ইহাই ধর্ম্ম। এইজন্য, তাঁহাদের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া, বাঁচিতে আমার ইচ্ছা হয় না। পিতা মাতা প্রত্যক্ষ গুরু বলিয়া তাঁহাদের যেমন কর্ত্তৃত্ব আছে, দৈব অপ্রত্যক্ষ বলিয়া তাঁহাব তেমন প্রভুত্ব নাই। সুতরাং পিতা মাতাকে লঙ্ঘন করিয়া, কি প্রকারে তাদৃশ প্রভুত্বহীন দৈবের উপাসনা করা যাইতে পারে? পিতা মাতার আরাধনা করিলে, ধর্ম্ম অর্থ কাম, তিনই সম্পন্ন হয়, এবং তিনলোকেরই আরাধনা হইয়া থাকে। সুতরাং পিতা মাতার পূজার ন্যায়, পৃথিবীতে পুণ্যজনক আর কিছুই নাই। হে অসিতাপাঙ্গি! এই কারণেই পিতা মাতা সবিশেষ পূজিত হইয়া থাকেন। হে জানকি! পিতা মাতার সেবা করিলে, যেমন পরলোক সাধন হয়, সত্য, দান, মান, অথবা দক্ষিণা-সহিত যজ্ঞ, কিছুতেই সেরূপ হয় না। পিতা মাতার মনোমত অনুষ্ঠান করিলে, ধন, ধান্য, সুখ, স্বর্গ, বিদ্যা, পুত্র কিছুই অপ্রাপ্য হয় না। যে সকল মহাত্মার পিতা মাতাই একমাত্র আশ্রয়, তাঁহারা দেবলোক, ব্রহ্মলোক, গোলোক এবং অন্যান্য বিবিধ লোক প্রাপ্ত হয়েন। অতএব পিতা সত্য ও ধর্ম্মপথে থাকিয়া, আমায় যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন, আমি সেইরূপই করিতে ইচ্ছা করি।

কেননা, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। হে জানকি! তুমি যখন বনে বাস করিব বলিয়া, আমার অনুগামিনী হইতে দৃঢ় নিশ্চয় করিয়াছ, তখন তোমায় দণ্ডকারণ্যে লইয়া যাইতে আমার মন হইয়াছে। হে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি! হে মদিরলোচনে! হে ভীরু। আমি এক্ষণে অনুমতি দিতেছি, তুমি বনবাসের জন্য আমার অনুগমন কর এবং আমার সহিত ধর্ম্ম আচরণ কর। হে জানকি! হে কান্তে! তুমি যে স্বামীর অনুসরণে সঙ্কল্প করিয়াছ, ইহা সর্ব্বাংশেই আমার ও তোমার নিজের বংশের উচিতমতই হইয়াছে এবং ইহাতে উভয়কুলের অতিমাত্র শোভা সাধন হইবে। হে বিপুল-নিতম্ববতি! এক্ষণে বনবাসের উপযুক্ত দানাদি ক্রিয়া সকল আরম্ভ কর। হে সীতে! তোমা-বিনা স্বর্গেও আমার রুচি হয় না। এক্ষণে তুমি আশীর্ব্বাদক ব্রাহ্মণদিগকে রত্ন ও ভিক্ষুকদিগকে অন্নদান করিতে ত্বরাপর হও, আর বিলম্ব করিও না। আমার যে সকল মহামূল্য অলঙ্কার ও উৎকৃষ্ট বস্ত্র, এবং যে কিছু মনোহর ক্রীড়াদ্রব্য, শয়নীয় ও অন্যান্য যে সকল বস্তু আছে, ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া, যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তৎসমস্ত নিজের ভৃত্যবর্গকে বিতরণ কর।

রাম বনে লইয়া যাইতে মত করিয়াছেন, জানিয়া দেবী সীতা অতিমাত্র আহ্লাদিতা হইয়া, সত্বর দান করিতে উপক্রম করিলেন। অনন্তর উদারচিত্তা যশস্বিনী জনকনন্দিনী সাতিশয় হর্ষাবিষ্টা হইয়া, পরম প্রসন্ন মনে স্বামিবাক্য পালনপূর্ব্বক ধর্ম্মনিরত ব্যক্তিদিগকে ধন ও রত্ন সকল বিতরণ করিতে লাগিলেন।

একত্রিংশ সর্গ।

লক্ষ্মণ এই সংবাদ শুনিয়া ইতিপূর্ব্বেই তথায় আসিয়াছিলেন। তিনি আর শোক সংবরণ করিতে না পারিয়া, অশ্রুপূর্ণমুখে ভ্রাতার চরণযুগলে গাঢ় প্রণাম করিয়া, পরমযশস্বিনী সীতা এবং পিতৃবাক্যে বনগমনে কৃতনিশ্চয় রাম ইহাঁদের উভয়কেই বলিতে লাগিলেন, যদি মৃগগণ-পূর্ণ বনে যাইতে একান্ত বুদ্ধি করিয়া থাকেন, আমি অগ্রে অগ্রে ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক তথায় আপনার অনুগামী হইব। আপনি আমার সহিত মিলিত হইয়া, চতুর্দ্দিকে নানাজাতীয় মৃগ ও বিহঙ্গমগণে প্রতিধ্বনিত রমণীয় অরণ্য সকলে বিচরণ করিবেন। আমি আপনাকে ত্যাগ করিয়া, স্বর্গে যাইতে, অমর হইতে, অথবা লোকসকলের আধিপত্য করিতেও চাহি না।

লক্ষ্মণ বনে বাস করিবার জন্য সংকল্প করিয়া, এইপ্রকার বলিতে লাগিলে, রাম নানাপ্রকারে সান্ত্বনা করিয়া, তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। তাহাতে তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন, আপনি পূর্ব্বে আমায় এ বিষয়ে অনুমতি দিয়াছেন, তবে এখন আবার কিজন্য আমায় বারণ করিতেছেন? আমি বনে যাইতে উৎসুক হইয়াছি। আপনি যেজন্য আমায় বারণ করিতেছেন, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। হে অনঘ! আপনি অনুমতি দিয়া, আবার নিষেধ করাতে, আমার সন্দেহ জন্মিয়াছে।

বীর লক্ষ্মণ সম্মুখে থাকিয়া, বনে যাইতে মুখর হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে অনুমতি প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলে, পরম-তেজস্বী রাম তাঁহাকে বলিলেন, তুমি আমার পরম স্নেহ বিশিষ্ট অনুগত ভ্রাতা ও সখা। এবং সর্ব্বদা সৎপথের অনুবর্ত্তী ও ধর্ম্মতৎপর হইয়া আছ। আমি তোমায় প্রাণের সমান জানিয়াছি। হে লক্ষ্মণ! অদ্য তুমি আমার সহিত বনে

থেকে, কোন্ ব্যক্তি যশস্বিনী কৌশল্যা ও সুমিত্রার ভরণ পোষণ করিবে? দেখ, যিনি অতিমাত্র-বর্ষণশীল মেঘের ন্যায়, পৃথিবীস্থ যাবতীয় ব্যক্তিকে অভিলাষানুরূপ দান করেন, সেই পরম তেজস্বী রাজা দশরথ কামবশে এককালেই বুদ্ধি শুদ্ধিশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন। রাজা অশ্বপতির কন্যা কৈকেয়ী এই রাজ্য প্রাপ্ত হইলে, দুর্দ্দশাপন্ন সপত্নীগণের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবেন না, এবং ভরতও রাজ্য পাইলে কৈকেয়ীর বশে থাকিয়া, নিতান্ত দুঃখগ্রস্তা কৌশল্যা বা সুমিত্রা কাহাকেও মনেও করিবেন না। অতএব, লক্ষ্মণ! তুমি এখানে থাকিয়া, স্বয়ং বা দশরথের অনুগ্রহ সম্পাদন দ্বারা আর্য্যা কৌশল্যার ভরণ-পোষণ করিয়া, যাহা বলিতেছি, কর। তাহা হইলে, আমার প্রতি সুন্দররূপে তোমার ভক্তি প্রদর্শন করা হইবে। হে ধর্ম্মজ্ঞ! গুরুলোকের পূজা করিলে, পরম ও অতুল ধর্ম্ম লাভ হয়। অতএব হে রঘুনন্দন লক্ষ্মণ। যাহা বলিলাম, তাহা কর। দেখ, আমরা সকলেই ত্যাগ করিলে, জননীর মহা অসুখ হইবে।

রাম এইপ্রকার বলিলে, বচনরচনাচতুর লক্ষ্মণ মৃদু মধুর বাক্যে বচনরচনা-চতুর রামকে বলিতে লাগিলেন, হে বীর! আপনার যে অসামান্য বল-বৈভব আছে, তাহারই প্রভাবে ভরত সর্ব্বদা সাবধান হইয়া, জননী কৌশল্যা ও সুমিত্রার পূজা করিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। আর, যদি তিনি উৎকৃষ্ট রাজ্য লাভ জন্য অতিমাত্র গর্ব্বিত, দুঃস্বভাব কিম্বা দুষ্টচিত্ত হইয়া, তাঁহাদিগের রক্ষা না করেন, তাহা হইলে, আমিও সেই দুর্ম্মতি ক্রূরকে এবং তাহার সপক্ষ সকল ব্যক্তিকেই বধ করিব। অধিক কি, তাহার পক্ষে থাকিলে, ত্রৈলোক্যও সংহার করিব, সন্দেহ নাই; কৈকেয়ীর কথা আর কি বলিব। হে আর্য্য! কৌশল্যা আমার ন্যায় সহস্র ব্যক্তিকেও অনায়াসে পোষণ করিতে পারেন। দেখুন, তাঁহার উপজীবিগণও বৃত্তি

স্বরূপ সহস্র গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছে। আমার জননীরও নিজের ভরণপোষণে ঐপ্রকার ক্ষমতা আছে। সেই মনস্বিনী আমার ন্যায় শত শত ব্যক্তিকেও অনায়াসেই পোষণ করিতে পারেন। অতএব আপনি আমাকে অনুচর করুন। ইহাতে কোনরূপ বিপরীত ঘটনার সম্ভাবনা নাই। বরং ফল মূলাদির আহরণ জন্য আপনার কার্য্যসিদ্ধি হইবে এবং তাহাতে আমিও কৃতার্থ হইব। জ্যাযুক্ত ধনু গ্রহণ এবং খনিত্র ও বংশপেটী ধারণ করিয়া, আমি আপনার অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া যাইব। এবং আপনার জন্য নিত্য ফল মূল ও মুনিগণের হোম-যোগ্য অন্যান্য দ্রব্য সকল সংগ্রহ করিয়া আনিব। আপনি জানকীর সহিত পর্ব্বতের উপবিষ্ঠ সমতল ভূমিতে বিহার করিবেন। আমিই দিবা ও রাত্রি সকল সময়ে আপনার সকল কার্য্য সম্পাদন করিব।

রাম এই বাক্যে পরম প্রীত হইয়া, তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, লক্ষ্মণ! যাও, সকল সুহৃজ্জনকেই সম্ভাষণপূর্ব্বক এই বিষয়ে অনুমতি লও; মহাত্মা বরুণ নিজেই রাজা জনকের যজ্ঞে সন্তুষ্ট হইয়া, যে ভয়ঙ্করদর্শন দিব্য ধনুর্দ্বয় দান করেন, সেই দুই ধনু এবং অভেদ্য দিব্য কবচদ্বয়, অক্ষয়শায়কপূর্ণ তূণীর-দ্বয় ও সূর্য্যের ন্যায় নির্ম্মল প্রভাসম্পন্ন স্বর্ণসজ্জিত খড়্গদ্বয় এ সকলই পরমযত্নে আচার্য্যের গৃহে সংস্থাপিত আছে; লক্ষ্মণ! তুমি ঐ সকল অস্ত্র শস্ত্রও সত্বর লইয়া আইস।

তখন বনবাসে কৃতনিশ্চয় লক্ষ্মণ সুহৃদ্‌দিগকে আমন্ত্রণ করিয়া, ইক্ষ্বাকুগণের আচার্য্যের নিকট গমনপূর্ব্বক উল্লিখিত উৎকৃষ্ট আয়ুধ সকল গ্রহণ করিলেন; এবং পরম যত্নে রক্ষিত মাল্য ভূষিত ঐ সকল দিব্য আয়ুধ রামকে আনিয়া দেখাইলেন। জিতচিত্ত রাম প্রীতিপূর্ব্বক লক্ষ্মণকে কহিলেন, হে প্রিয়দর্শন লক্ষ্মণ! তুমি আমার আশানুরূপ সময়েই উপস্থিত হইয়াছ। হে শত্রুদমন! আমি এক্ষণে তোমার সহিত মিলিত হইয়া,

আমার যে ধন আছে, সমস্তই তপস্বী ব্রাহ্মণদিগকে দিতে ইচ্ছা করিয়াছি। অতএব, যে সকল দ্বিজশ্রেষ্ঠ গুরুগণে দৃঢ়তর ভক্তিসম্পন্ন হইয়া, আমার আশ্রয়ে বাস করিতেছেন, আমার উপজীবী সেই সকল ব্রাহ্মণকে, নিত্য যেমন দান করি, তাহা অপেক্ষাও অধিক দিতে অভিলাষ হইয়াছে। তুমি তাঁহাদিগকে আনয়ন কর। আর, সমুদায় ব্রাহ্মণের প্রধান বশিষ্ঠপুত্র আর্য্য সুযজ্ঞকেও সত্বর লইয়া আইস। আমি শিষ্টাচারপরায়ণ অন্যান্য সকল ব্রাহ্মণকেই সবিশেষ অর্চ্চনা করিয়া, অরণ্যে প্রস্থান করিব।

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর লক্ষ্মণ ভ্রাতার এই প্রীতিজনক অনুকূল আদেশ গ্রহণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ গমনপূর্ব্বক সুযজ্ঞের গৃহে প্রবেশ করিলেন। সুযজ্ঞ অগ্নিগৃহে ছিলেন। তাঁহাকে বন্দনা করিয়া লক্ষ্মণ কহিলেন, সখে! রাম দুষ্কর কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তুমি আসিয়া তাঁহার গৃহে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ কর। তখন সুযজ্ঞ সন্ধ্যা বন্দনা করিয়া লক্ষ্মণের সহিত রামের পরমসমৃদ্ধি-সম্পন্ন রমণীয় গৃহে প্রবেশ করিলেন। রাম সীতার সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া, সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায়, অর্চ্চিত সেই বেদবিৎ সমাগত সুযজ্ঞের প্রত্যুদ্গমন করিলেন; এবং স্বর্ণময় উৎ-কৃষ্ট অঙ্গদ, সুসজ্জিত কুণ্ডল, স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত মণিমালা, কেয়ূর, বলয় এবং অন্যান্য অনেক রত্ন প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার সবিশেষ পূজা করিলেন। অনন্তর তিনি সীতার অনুরোধে তাঁহাকে কহিলেন হে সৌম্য! তোমার সখী সীতা তোমার ভার্য্যাকে এই হার, হেমসূত্র এবং চন্দ্রহার দিতে ইচ্ছা করিতেছেন। তুমি ভৃত্যের দ্বারা তাঁহার নিকট এই সকল পাঠাইয়া দাও। ইনি

বনে যাইতেছেন। সেই জন্য তোমার ভার্য্যাকে বিচিত্র অঙ্গদ ও সুন্দর কেয়ূর সকলও প্রদান করিতেছেন। উৎকৃষ্ট আস্তরণ বিশিষ্ট ও বিবিধ রত্ন ভূষিত পর্য্যঙ্কও তোমায় দিতে ইঁহার ইচ্ছা হইয়াছে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমার মাতুল আমায় শত্রুঞ্জয় নামে যে হস্তী দান করিয়াছেন, আমি সহস্র নিষ্ক দক্ষিণা সহিত সেই গজ তোমায় দিতেছি, গ্রহণ কর। রাম এই প্রকার কহিলে, সুযজ্ঞ তৎসমস্ত প্রতিগ্রহ করিয়া, রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা সকলকেই পরম কল্যাণময় আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা যেমন ইন্দ্রকে, রাম তেমনি পরম ধৈর্য্যশীল মিষ্টভাষী ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, হে মহাবাহু রঘুনন্দন সৌমিত্রে! অগস্ত্য এবং বিশ্বামিত্র ইঁহাদের যে পুত্র আছে, এক্ষণে, সেই দুই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে আহ্বান করিয়া, রত্ন ও সহস্র গো দানপূর্ব্বক পূজা ও সলিল দ্বারা শস্যের ন্যায়, পরিতৃপ্ত কর। সুবর্ণ, রজত ও মহামূল্য মণি সকলও ইঁহাদিগকে প্রদান কর। যিনি বেদের তৈত্তিরীয়নামক শাখাধ্যায়ীদিগের অধ্যাপক এবং যিনি ভক্তি-পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া, সর্ব্বদাই কৌশল্যার সেবা করেন; সেই বিবিধ-উৎকৃষ্ট-গুণ-বিশিষ্ট বেদবিজ্ঞ ব্রাহ্মণকে আমার যান, দাসী ও বিচিত্র কৌশেয় বস্ত্র সকল প্রদান কর। ফলতঃ, তিনি যাহাতে সন্তুষ্ট হন, তাঁহাকে তাহাই দাও। সুমন্ত্রের ন্যায় সারথি ও মন্ত্রী আর্য্য চিত্ররথ অনেককাল আমাদের সংসারে আছেন। রাশি রাশি মহামূল্য রত্ন, বস্ত্র ও ধন এবং দশশত গো ও অজামহিষী প্রভৃতি পশু সকল প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকেও সন্তুষ্ট কর। বেদের কঠনামক-শাখাধ্যায়ী এই যে বহুসংখ্যক গৃহী ব্রহ্মচারী নিত্য বেদপাঠে রত বলিয়া, ব্রত/উপবাসাদি আর কিছুই করেন না; এবং ভিক্ষাদিতেও আলস্য করিয়া থাকেন, কিন্তু, সুস্বাদু পান ভোজনাদিতেও অনিচ্ছুক নহেন; তুমি মহদ্ব্যক্তিগণেরও মাননীয় ঐ সকল ব্রাহ্মণকে রত্নপূর্ণ অশীতি যান, শালিধান্যবাহী সহস্র বলীবর্দ্দ, রাশি রাশি

চন্দক ও মুক্তা, এবং দধি ও ঘৃতার্থ সহস্র গো প্রদান কর। যে বহুসংখ্য ব্রহ্মচারী বিবাহের জন্য কৌশল্যার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, হে লক্ষ্মণ! তুমি তাঁহাদের প্রত্যেককে সহস্র গো ও নিষ্ক প্রদান কর। আমাদের মাতা কৌশল্যা যাহাতে সন্তুষ্ট হন, হে লক্ষ্মণ! তুমি সেইরূপে দক্ষিণা দিয়া, ঐ সকল ব্রাহ্মণকে অর্চনা কর। তখন পুরুষশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ স্বয়ং কুবেরের ন্যায়, রামের কথামতে ঐ সকল ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠদিগকে তৎসমস্ত প্রদান করিলেন।

অনন্তর যে সকল উপজীবী বাষ্পগদ্‌গদ-কণ্ঠে তথায় উপস্থিত ছিল, রাম তাঁহাদের প্রত্যেককেই জীবিকানির্ব্বাহের উপযুক্ত বহু দ্রব্য দান করিয়া কহিলেন, আমি যাবৎ না আসিতেছি, তাবৎ তোমরা কেহই আমার ও লক্ষ্মণের গৃহ শূন্য ফেলিয়া যাইও না। তিনি দুঃখগ্রস্ত উপজীবীদিগের সকলকেই এই-প্রকার কহিয়া, ধনাধ্যক্ষকে কহিলেন, ধন আনয়ন কর। তখন উপজীবী সকল ধন আনয়ন করিলে, তথায় সেই পরম সুন্দর বিপুল ধনরাশি সকলের লক্ষিত হইল। পুরুষোত্তম রাম লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া দীন, দরিদ্র, বাল, বৃদ্ধ ও ব্রাহ্মণদিগকে সেই ধন দান করিলেন।

তৎকালে অযোধ্যারাজ্যে ত্রিজট নামে গর্গগোত্রীয় পিঙ্গল-বর্ণ এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি ফাল, কুদ্দাল ও লাঙ্গল ধারণ-পূর্ব্বক অরণ্যমধ্যে কন্দমূলাদি খনন করিয়া, জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী যুবতী। ব্রাহ্মণের অতি দরিদ্রদশা বলিয়া, যুবতীর ক্লেশের সীমা ছিল না। তিনি শিশু পুত্রদিগকে সঙ্গে করিয়া, ব্রাহ্মণের নিকট যাইয়া তাঁহাকে কহিলেন, তুমি ফাল ও কুদ্দাল ছাড়িয়া দিয়া, আমি যাহা বলিতেছি, কর। রাম অতি ধার্ম্মিক। তুমি আমাদিগকে লইয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ কর, কিছু লভ্য হইতে পারিবে। ব্রাহ্মণ পত্নীর কথা শুনিয়া, কষ্টে সৃষ্টে

শরীর ঢাকিতে পারে, এরূপ শাটী আচ্ছাদন পূর্ব্বক রামের গৃহ যেখানে, সেই পথে প্রস্থান করিলেন। তিনি স্বকীয় ব্রহ্মতেজে জন-সমাজে ভৃগু ও অঙ্গিরার সমান। তিনি পঞ্চম কক্ষ্যা পর্য্যন্ত প্রবেশ করিলেন। কেহই তাঁহাকে বারণ করিল না। তথায় তিনি রামের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহাকে বলিলেন, হে পরম যশস্বি-রাজপুত্র! আমি অতি দরিদ্র; কিন্তু আমার অনেকগুলি পুত্র। বনমধ্যে কন্দমূলাদি খনন করিয়া আমি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি। আমাকে অনুগ্রহ করুন।

তখন রাম পরিহাস পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, আমার যে বহু সহস্র গো আছে, তন্মধ্যে এক সহস্রও এখন আমি দান করি নাই। আপনি দণ্ড নিক্ষেপ করুন। ঐ দণ্ড যত দূর যাইবে, তত দূরের ভূমিতে যতগুলি গো থাকিবে, আপনি তাহাই পাইবেন। তখন ব্রাহ্মণ ত্বরান্বিত হইয়া, সসম্ভ্রমে সেই শাটী কটিতে বেষ্টন করিলেন। পরে শরীরে যত শক্তি ছিল, তাহা প্রকাশ করিয়া, দণ্ড ঘূর্ণায়মান পূর্ব্বক বেগে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ দণ্ড ব্রাহ্মণের হস্ত হইতে ভ্রষ্ট ও সরযূর পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া, বৃষগণের নিকটে বহু সহস্র গোর মধ্যে গিয়া পতিত হইল। তখন ধর্ম্মাত্মা রাম তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া, সরযূতট পর্য্যন্ত যে সকল গো ছিল, তৎসমস্ত তাঁহার আশ্রমে পৌঁছাইয়া দিলেন। এবং সেই গার্গগোত্রীয় ব্রাহ্মণকে সবিশেষ সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, আপনি রাগ করিবেন না, আমি পরিহাস করিয়াছিলাম মাত্র। বলিতে কি, আপনার যে দুরত্যয় তেজ আছে, তাহা জানিবার ইচ্ছাতেই আমি আপনাকে এই দণ্ড নিক্ষেপ করিতে কহিয়াছিলাম। এক্ষণে, এই গো ভিন্ন আরও কিছু যদি ইচ্ছা থাকে, গ্রহণ করুন। আমি সত্য বলিতেছি, আপনি ঐরূপ অতিরিক্ত গ্রহণ করিতে কিছুই সঙ্কোচ করিবেন না। আমার যে ধন আছে, ব্রাহ্মণের প্রয়োজন সাধন করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। অতএব আপনার ন্যায় সৎ-

পাত্রে যথাশাস্ত্র বিতরণ করিলে, আমার ঐ অর্জ্জিত ধন দ্বারা প্রীতি ও যশ উভয়ই লাভ হইবে। তখন সপত্নীক মহামুনি ত্রিজট গোসমূহ প্রতিগ্রহ করিয়া, পরম আহ্লাদিত হইয়া, যাহাতে যশ, বল, প্রীতি ও সুখবৃদ্ধি হয়, মহাত্মা রামকে সেইরূপ আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে সুহৃদ্গণ যথাযোগ্য সম্মানসূচক বাক্যে দান-কার্য্যে প্রবৃত্ত করিলে, পরম পুরুষ রাম ধর্ম্মবলে উপার্জ্জিত বিপুল ধনরাশি চিরকালের জন্য তাঁহাদিগকে প্রদান করিলেন। এইরূপে, তিনি যথাযোগ্য সম্মান, দান ও আদর দ্বারা বিশেষরূপে সন্তুষ্ট করেন নাই, ব্রাহ্মণ, সুহৃৎ, ভৃত্য, অথবা ভিক্ষু ইহাদের মধ্যে এমন কেহই ছিল না।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

রাম ও লক্ষ্মণ সীতার সহিত একত্রে ব্রাহ্মণদিগকে বহু ধন দান করিয়া, পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গমন করিলেন। তৎকালে বনে যাইবেন বলিয়া তাঁহারা যে আয়ুধদ্বয় ধারণ করিয়া ছিলেন, স্বয়ং সীতা চন্দনাদি লেপন পূর্ব্বক তাহাদের উত্তমরূপে বেশবিন্যাস করিয়া দিলেন। এবং মাল্য সকলও তাহাতে অর্পিত করিলেন। সুতরাং তাহাদের অতিশয় শোভা হইল। তাঁহারা গমন করিতে লাগিলে, নগরবাসী শ্রীমান্ লোক সকল প্রাসাদ, হর্ম্ম্য এবং সপ্ততল গৃহ সকলের উপরি আরোহণ করিয়া, রাম বনে চলিলেন, আর আমাদিগকে কে রক্ষা করিবে ভাবিয়া, ঔদাস্যভাবে তাঁহাদিগকে দেখিতে লাগিল। তৎকালে সকল পথেই লোকে লোকারণ্য হওয়াতে, যাতায়াত করা কঠিন হইয়া উঠিল। সেই জন্য জন সকল প্রাসাদে আরোহণ করিয়া, তথা হইতে রামকে দেখিতে

আরম্ভ করিল। তাঁহারা রামকে ছত্র ত্যাগ করিয়া, পদব্রজে যাইতে দেখিয়া, শোকে ব্যাকুল-চিত্ত হইয়া, নানাপ্রকার বাক্যে কহিতে লাগিল, যিনি গমন করিলে, সুবিপুল চতুরঙ্গ সৈন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিত, লক্ষ্মণ সীতার সহিত একাকী সেই রামের পশ্চাৎ যাইতেছেন। বিপুল বিষয়বিভব থাকিলে, যে সুখ হয়, রাম তাহা বিলক্ষণই ভোগ করিয়াছেন। এবং যে সকল ব্যক্তি অর্থের অভিলাষী, তাহাদিগকেও অভিলষিত ধন প্রদান করিয়া থাকেন। তথাপি, ইনি ধর্ম্মকেই সার ভাবিয়া, পিতার বাক্য মিথ্যা করিতে ইচ্ছুক হইতেছেন না। খেচর প্রাণিগণও পূর্ব্বে যাঁহাকে দেখিতে পাইত না, অদ্য সেই সীতাকে, রাজপথস্থ ব্যক্তিমাত্রেই দেখিতেছে। এই সীতা অঙ্গরাগের যোগ্য পাত্রী। এবং ইহাঁর দেহ রক্তচন্দনভারে বিশিষ্টরূপ চর্চ্চিত। অতএব শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা লাগিয়া শীঘ্রই ইনি বিবর্ণ হইয়া উঠিবেন। অদ্য নিশ্চয়ই দশরথের শরীরে পিশাচের আবির্ভাব হইয়াছে। সেইজন্য ইনি রামকে বনে যাইতে বলিতেছেন। দেখ, রামের তুল্য প্রিয়পুত্রকে ইনি কখনই বনে দিতে পারেন না। পুত্র নিগুর্ণ হইলেও যখন তাহাকে কখন বনে দেওয়া যায় না, তখন, যিনি কেবল স্বীয় চারিত্রগুণেই সমস্ত লোককে বশ করিয়াছেন, তাঁহার কথা আর কি বলিব? অহিংসা, দয়া, শাস্ত্রজ্ঞান, সচ্চারিত্র্য, ইন্দ্রিয়সংযম এবং মনোনিগ্রহ এই ছয় গুণ পুরুষোত্তম রামকে সুশোভিত করিয়া আছে। এই জন্য, গ্রীষ্মকালে জল শুষ্ক হইলে, জলজন্তু সকলের যেরূপ ক্লেশ উপস্থিত হয়, রামের নিগ্রহে তেমনি প্রজালোকে অতিমাত্র পীড়া অনুভব করিবে। ইনি সমস্ত সংসারের প্রভু। সুতরাং, মূলের কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটিলে, যেমন ফল ও পুষ্প সহিত বৃক্ষ পীড়িত হয়, রামের পীড়নেও তেমন সংসার নিপীড়িত হইবে। এই পরম তেজস্বী রাম মনুষ্যগণের মূল স্বরূপ। সাক্ষাৎ ধর্ম্ম ঐ মূলের অন্তঃসার। অন্যান্য

থাকিয়া ফল, পুষ্প, পত্র ও শাখা রূপে ঐ মূল আশ্রয় করিয়া আছে। অতএব আমরাও, লক্ষ্মণের ন্যায়, শীঘ্রই স্ত্রী পুত্রাদির সহিত, রাম যে পথে যাইতেছেন, সেই পথে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিব। এইরূপে আমরা উদ্যান, গৃহ ও ক্ষেত্র সকল ত্যাগ করিয়া, রামের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইয়া, তাঁহার অনুগামী হইব। আমরা গৃহ সকল ত্যাগ করিলে, অধিকারী অভাবে তাহার মধ্যস্থ গুপ্ত সম্পত্তি সকল তুলিয়া লইবে। তাহাদের প্রাঙ্গন সকল মার্জ্জনাদিবিরহে বিনষ্ট হইবে। ধন ধান্য ও অন্যান্য সার বস্তু সমুদায়ই অপহৃত হইবে। চতুর্দ্দিক ধূলিতে পরিপূর্ণ হইবে। গৃহ-দেবতারাও তৎ সমস্ত ত্যাগ করিয়া যাইবেন। মূষিক সকল গর্ত্ত খনন করিয়া, চারিদিকে ধাবমান হইয়া, আচ্ছন্ন কবিযা তুলিবে। জল ও ধূমের সম্পর্ক থাকিবে না। সংমার্জ্জন একবারেই দূর হইয়া যাইবে। যাগ, যজ্ঞ, পূজা, মন্ত্র, জপ ও হোম সকলই রহিত হইবে। এবং তন্মধ্যস্থ পাত্র সকল যেন দৈব বা রাজার উপদ্রবে ভগ্ন ও বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। কৈকেয়ী ঐ সকল লইয়া ভোগ করুন। রাম যেখানে যাইতেছেন, সেই বন নগর হউক এবং আমরা যাহা ত্যাগ করিলাম, সেই অযোধ্যানগর বন হউক। আমাদের ভয়ে ভীত হইয়া সর্প সকল গর্ত্তসমূহ, মৃগ ও পক্ষিগণ সানু সকল এবং সিংহ ও হস্তী সমূহ বন সকল ত্যাগ করিয়া, আমাদের পরিত্যক্ত এই নগরে আসিয়া বাস করুক এবং আমরা যাহা আশ্রয় করিতেছি, সেই বন ত্যাগ করিয়া যাউক। কৈকেয়ী পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত তৃণ-মাংস-ফল-শূন্য এবং হিংস্র পক্ষি ও মৃগ পূর্ণ এই রাজ্য ভোগ করুন। আমরা সকলে রামের সহিত পরম সুখে বনে বাস করিব। রাম এইরূপে নানা লোকের মুখে নানা কথা শুনিতে পাইলেন। শুনিয়াও তাঁহার মনে বিকার জন্মিল না। তিনি যার পর নাই ধার্ম্মিক। মত্ত মাতঙ্গ গমনে, দূর হইতে কৈলাস পর্ব্বতের শিখরের ন্যায় দৃশ্য-

মান পিতৃভবনের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। সুশিক্ষিত বীর-পুরুষ সকল ঐ গৃহের নিকটে অবস্থিতি করিতেছে। তিনি তথায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সুমন্ত্র নিতান্ত ব্যাকুলভাবে নিকটেই বসিয়া আছেন। এবং পরিজনমাত্রেই অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। তদ্দর্শনে রাম ব্যাকুল না হইয়া, পিতাকে দেখিবার জন্য, এবং বিধিমতে তাঁহার আজ্ঞাপালন করিবার নিমিত্ত হাস্য করিতে করিতে গমন করিলেন। অনন্তর অতিশয় মহাত্মা দশরথ-নন্দন রাম পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনায়, সুমন্ত্রকে দেখিয়া, আপনার আগমন সংবাদ নিবেদন করিবার জন্য দ্বারদেশে অবস্থিতি করিলেন। সুমন্ত্র তৎকালে অতিমাত্র কাতর হইয়াছিলেন। রাম আর কখন তাঁহাকে ঐপ্রকার কাতর দেখেন নাই। যাহা হউক, পিতৃ আজ্ঞায় বনে যাইতে দৃঢ়সঙ্কল্প পরমধার্ম্মিক রাম সুমন্ত্রকে দেখিয়া কহিলেন, আমি আসিয়াছি, রাজাকে নিবেদন কর।

——

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর পদ্মপলাশলোচন ক্ষীণ-কটি শ্যামবর্ণ মহানুভব রাম সুমন্ত্রকে দেখিয়া বলিলেন, রাজাকে আমার আগমন সংবাদ প্রদান কর। সুমন্ত্র রামের আদেশে তৎক্ষণাৎ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, অতিমাত্র শোকবশতঃ রাজার ইন্দ্রিয় সকল নিতান্ত স্ফূর্ত্তিশূন্য হইয়াছে। তিনি অনবরত নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। সুমন্ত্র আরও দেখিলেন, দিবাকর রাহু-গ্রস্ত হইলে, অথবা অগ্নি ভস্মাচ্ছন্ন হইলে, কিংবা তড়াগ জল-শূন্য হইলে, তাহাদের যেমন শোচনীয় অবস্থা হয়, রাজারও সেইরূপ হইয়াছে। তাঁহার চিত্তবৃত্তি নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে এবং তিনি কেবল রামের উদ্দেশে শোক করিতে-

ছেন। তদ্দর্শনে পরম জ্ঞানী সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলি হইয়া, আদর-পূর্ব্বক প্রথমে, জয় হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ দ্বারা তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিয়া, পরে ভয়-গদ্গদ-বাক্যে ধীরে ধীরে মধুর ভাবে কহিতে লাগিলেন, আপনার পুত্র পুরুষোত্তম রাম ব্রাহ্মণ ও উপজীবিদিগকে সমুদায় ধন বিতরণ করিয়া, অধুনা আপনার সহিত দেখা করিবার অভিপ্রায়ে দ্বারদেশে প্রতীক্ষা করিতেছেন। আপনি প্রসন্ন হউন; সেই সত্য পরাক্রম রাম আপনার সহিত সাক্ষাৎ করুন। তিনি আত্মীয় স্বজন সকলের সহিত দেখা শুনা করিয়াছেন; এক্ষণে, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। হে মহীপতে! তিনি মহাবনে গমন করিবেন। অতএব আপনি তাঁহাকে দর্শন দান করুন। সূর্য্য যেমন কিরণমালায় মণ্ডিত, রামও তেমনি সমুদায় রাজ-গুণে ভূষিত।

তখন সাগরের ন্যায় গম্ভীর ও আকাশের ন্যায় নির্ম্মল-প্রকৃতি সত্যবাদী ধর্ম্মাত্মা দশরথ প্রত্যুত্তর করিলেন, সুমন্ত্র! আমার স্ত্রীগণ যে কেহ এখানে আছেন, সকলকেই লইয়া আইস। আমি তাঁহাদের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া, রামকে দেখিতে ইচ্ছা করি।

তখন সুমন্ত্র অতি বেগে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, স্ত্রী সকলকে কহিলেন, হে আর্য্যাগণ! রাজা দশরথ আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছেন; আপনারা সকলে তথায় চলুন, বিলম্ব করিবেন না। সুমন্ত্র রাজার আজ্ঞায় এইপ্রকার কহিলে, স্ত্রী সকল স্বামীর নিদেশ জানিয়া, তদীয় গৃহে গমন করিতে লাগিলেন। বিশিষ্টরূপ-ব্রত-শালিনী তাম্রবর্ণ-লোচন-বিশিষ্টা সেই অর্দ্ধ-সপ্ত-শত ললনা কৌশল্যাকে বেষ্টন করিয়া, মৃদুমন্দ গমনে স্বামী-গৃহে গমন করিলেন। স্ত্রী সকল আসিয়াছেন, দেখিয়া, রাজা দশরথ সুমন্ত্রকে কহিলেন, বৎস রামকে আনয়ন কর। তখন প্রভুর নিতান্ত অনুকূল সুমন্ত্র রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে লইয়া তৎক্ষণাৎ রাজার নিকটে আসিলেন। স্ত্রীগণবেষ্টিত

রাজা দশরথ দূর হইতে রামকে কৃতাঞ্জলিপুটে আসিতে দেখিয়া, নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উত্থিত হইলেন। রামকে দেখিয়া এই রূপে তিনি বেগভরে তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। কিন্তু তাঁহার নিকটে যাইতে না যাইতেই দুঃখে অভিভূত ও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। তদ্দর্শনে মহারথ রাম ও লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ দুঃখে-সংজ্ঞাহীন ও শোকাচ্ছন্ন দশরথের নিকটে আসিলেন। ঐ সময়ে রাজার গৃহে রামকে উদ্দেশ করিয়া, সহস্র সহস্র স্ত্রীলোকের ভূষণশব্দসহিত হাহা-ধ্বনি সহসা উত্থিত হইল। রাম ও লক্ষ্মণ সীতার সহিত রোদন করিতে করিতে বাহুদ্বয়ে আলিঙ্গন করিয়া, পিতাকে পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করাইলেন।

অনন্তর শোক-সাগর-মগ্ন রাজা দশরথ মুহূর্ত্তকাল অভিভূত থাকিয়া, পরে সংজ্ঞা লাভ করিলে, রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! আপনি সকলের ঈশ্বর। এইজন্য আপনার অনুমতি লইতেছি। আমি দণ্ডক বনে চলিলাম, আপনি আমায় কৃপাদৃষ্টি করুন, এবং লক্ষ্মণ ও সীতাকেও আমার সমভিব্যাহারে যাইতে অনুমতি করুন। আমি নানাপ্রকার প্রকৃত কারণ প্রদর্শন করিয়া, নিবারণ করিলাম। তথাপি ইহাঁরা বনে যাইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। অতএব হে মানদ! ব্রহ্মা যেমন আত্মজদিগকে তপস্যা করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন, আপনিও তেমন শোক ত্যাগ করিয়া, সীতাকে, লক্ষ্মণকে ও আমাকে আমাদের সকলকেই বনে যাইতে অনুজ্ঞা করুন।

রাম বনে যাইবার জন্য, কিছুমাত্র ব্যাকুল না হইয়া, অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, দেখিয়া, রাজা দশরথ তাঁহাকে কহিলেন, রাম! আমি কৈকেয়ীকে বর দিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছি, আর কি উত্তর করিব। এক্ষণে তুমি আমাকে নিগৃহীত করিয়া, নিজেই আজি রাজা হও।

বাক্য-প্রয়োগ-নিপুণ ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ রাম পিতার বাক্যে কৃতাঞ্জলি হইয়া, প্রত্যুত্তর করিলেন, রাজন্! আপনি আরও সহস্র বৎসর বাঁচিয়া থাকিয়া, রাজত্ব করুন। আমি বনে বাস করিব। আপনাকে মিথ্যাবাদী করা আমার উচিত হয় না। হে নরাধিপ! চৌদ্দ বৎসর বনবাসে বিহার করিয়া, প্রতিজ্ঞান্তে পুনরায় আপনার চরণ বন্দনা করিব।

রাজা দশরথ সত্যপাশে বদ্ধ হইয়াছিলেন। এবং কৈকেয়ীও ঐ সময়ে তাঁহাকে চুপে চুপে বলিলেন, অদ্যই রামকে বনে দিতে হইবে। এই কারণে তিনি অতিশয় ব্যাকুল হইয়া, রোদন করিতে করিতে প্রিয়পুত্র রামকে কহিলেন, তাত! তুমি ইহলোক ও পরলোক উভয়ত্র অভ্যুদয় লাভ এবং পুনরায় আগমন জন্য সর্ব্বথা অব্যাকুল হইয়া, অকুতোভয়ে সর্ব্বপ্রকার বিঘ্নবিপত্তিশূন্য পথে গমন কর। তাত রঘুনন্দন! তোমার মন ধর্ম্মেই আসক্ত এবং সত্যেই অনুরক্ত। সুতরাং, বনে যাইতে তোমার যে সঙ্কল্প হইয়াছে, তাহার অন্যথা করা সাধ্য নহে। কিন্তু বৎস! অদ্যকার রজনী তুমি কোনমতেই যাইতে পাইবে না। তোমাকে একদিন মাত্র দেখিতে পাইলেও, আমি পরম চরিতার্থ হইব। অতএব অদ্যকার এই রাত্রি তুমি আমার ও কৌশল্যার অনুরোধে অবস্থিতি কর। আগামী কল্য তখন প্রস্থান করিও। আমরা অদ্য সর্ব্বপ্রকার ভোগ্য প্রদান পূর্ব্বক তোমাকে পরিতৃপ্ত করিব। বৎস রাম! তুমি সর্ব্বপ্রকারেই দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ। দেখ, আমার হিতের জন্য নিজের অভীষ্ট সকলও ত্যাগ করিয়া, তুমি বিজন বনে যাইতেছ। কিন্তু বৎস রাঘব! আমি সত্য-শপথ করিতেছি, ইহা কিছুতেই আমার মনোগত নহে। ভস্মাচ্ছন্ন অগ্নি তুল্য কৈকেয়ী স্বীয় দুরভিসন্ধি গোপন করিয়াই কেবল এই রূপে আমার মতিভ্রংশ ঘটাইয়াছে। যাহা হউক, কুলোচিত-ব্যবহার-নাশিনী কৈকেয়ী আমাকে বর দিতে প্রার্থনা করিয়া, যে বঞ্চনা করিয়াছে, তুমি

তাহা হইতে পার পাইতে ইচ্ছা করিতেছ, ইহা অধিক বিস্ময়ের বিষয় নহে। অথবা, হে পুত্র! পিতার বাক্য সত্য করিতে তুমি যে উদ্যত হইয়াছ, তাহাও আশ্চর্য্য নহে। কেন না, তুমি আমার গুণে ও বয়সে জ্যেষ্ঠ পুত্র।

অনন্তর রাম নিতান্ত ব্যাকুল পিতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত একান্ত কাতরভাবে কহিতে লাগিলেন, আজি আমি যে অভিমত রাজভোগ প্রাপ্ত হইব, আগামী কল্য কে আমায় সে সকল প্রদান করিবে। এইজন্য আমি এখান হইতে প্রস্থান করাই প্রার্থনা করি। প্রস্থান ভিন্ন আর কোন বিষয়েই আমার কামনা নাই। আমি ধন জন ধান্য ও নগর সহিত এই পৃথিবী এককালেই ত্যাগ করিলাম। আপনি ভরতকে প্রদান করুন। বনে বাস করিতে আমার যে মন হইয়াছে, আজি আর কিছুতেই তাহার অন্যথা হইবে না। অতএব হে বরদ! আপনি তুষ্ট হইয়া কৈকেয়ীকে যে বর দিয়াছেন, কোন অংশেই অঙ্গহানি না করিয়া, তাহা প্রদান ও স্বীয় প্রতিজ্ঞা সার্থক করুন। আমি আপনার কথামত আদেশ পালন করত চতুর্দ্দশ বৎসর বনচরদিগের সহিত বনে বাস করিব। আপনি ভরতকেই পৃথিবী প্রদান করুন। কোনমতেই দ্বিধা করিবেন না। হে রঘুনন্দন! আপনার আজ্ঞা পালন করা আমার যেরূপ প্রার্থনীয়, নিজের সুখ বা আত্মীয়গণের হিতোদ্দেশে রাজ্য গ্রহণে সেরূপ আকাঙ্ক্ষা নাই। অতএব আপনি দুঃখ ত্যাগ ও ক্রন্দন সংবরণ করুন। দেখুন, যাঁহার নিকটে যাইতেও ভয় হয়, সেই সরিৎপতি সমুদ্র কখন ক্ষুব্ধ হন না। রাজ্য, সুখ, জানকী, সমুদয় অভীষ্ট বিষয়, স্বর্গ অথবা প্রাণ কিছুতেই আমার স্পৃহা নাই। পুরুষোত্তম! আপনার সাক্ষাতে সত্য ও পুণ্যের দিব্য করিয়া বলিতেছি, যাহাতে আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয় এবং কোন মতেই মিথ্যা না হয়, আমি কেবল তাহাই ইচ্ছা করি। হে তাত! হে প্রভো! আর

ক্ষণমাত্রও এখানে থাকিতে আমার সাধ্য নাই। আপনি উপস্থিত শোক সংবরণ করুন। কিছুতেই আমার মন ফিরিবে না। কৈকেয়ী আমার নিকট প্রার্থনা করেন, রাম তুমি বনে যাও। আমিও তাঁহাকে, যাই, বলিয়াছি। এক্ষণে সেই বাক্য পালন করিব। অতএব দেব! আপনি উৎকণ্ঠিত হইবেন না। আমরা নিতান্ত শান্তস্বভাব হরিণগণে পরিপূর্ণ এবং নানাজাতীয় বিহঙ্গমগণে প্রতিধ্বনিত বিপিনে বিহার করিব। তাত! পিতা দেবগণেরও দেবতা, সেইজন্য পরম দৈবতা বলিয়া পরিগণিত হয়েন। আমি এই কারণেই পিতৃবাক্য পালন করিব। হে নরশ্রেষ্ঠ! চতুর্দ্দশ বৎসর গত হইলে, পুনরায় আমাকে এখানে উপস্থিত দেখিবেন। অতএব শোক ত্যাগ করুন। হে পুরুষ-প্রবর! লোকে ক্রন্দন করিলে, আপনাকে যখন তাহাদের সান্ত্বনা করিতে হয়, তখন নিজে কি জন্য শোকাচ্ছন্ন হইয়া রোদন করিতেছেন? আমি রাজ্য, নগর এবং সমুদায় পৃথিবী এককালেই ত্যাগ করিলাম। আপনি ভরতকে প্রদান করুন। আমি আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করত দীর্ঘকালের নিমিত্ত বনে বাস করিতে চলিলাম। আমি ত্যাগ করিলে, ভরত শৈলখণ্ড, নগর ও কানন সমেত এবং সুন্দর রূপ সীমা বিশিষ্ট এই শান্তিময়ী পৃথিবীই কেবল পালন করিবেন, এমন নহে, আপনি কৈকেয়ীকে আরও যাহা কিছু বলিয়াছেন, তৎসমস্তই সম্পন্ন হইবে। হে রাজন্! আপনি আমায় যে আজ্ঞা করিয়াছেন, শিষ্টপরম্পরায় ইহার প্রতিষ্ঠা আছে। অতএব ঐ আজ্ঞা পালন করিতে আমার যেমন মন হইয়া থাকে, আমার নিজের অতিমাত্র অভীষ্ট প্রিয় বিষয়েও তেমন মন হয় না। আপনার আজ্ঞা পালন করিতে আমার অন্তঃকরণে অতিমাত্র প্রীতি জন্মে। অতএব হে অনঘ! আজি আমার জন্য দুঃখিত হইবেন না। বলিতে কি, আপনাকে মিথ্যাবাদী করিয়া, আমি চিরস্থায়ী রাজপদ, সর্ব্বপ্রকার ভোগসুখ, পৃথিবী, সীতা

অথবা প্রাণ কিছুই চাহি না। অতএব আপনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা পূর্ণ হউক। আমি বিচিত্র-বৃক্ষ-বিশিষ্ট বিপিনে প্রবেশ করিয়া, ফল ও মূল সকল ভক্ষণ এবং সরিৎ, সরোবর ও শৈল সকল সন্দর্শন পূর্ব্বক সুখী হইব, আপনিও সুখী হউন।

রাজা দশরথ উপস্থিত দুর্ঘটনায় নিতান্ত অভিভূত ও দুঃখ শোকে একান্ত কাতর হইয়াছিলেন। রামকে আলিঙ্গন করিয়া এক বারেই সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। আর তাঁহার কিছুমাত্র জ্ঞান রহিল না। তদ্দর্শনে কৈকেয়ী ভিন্ন আর সকল মহিষীই সমবেত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সুমন্ত্রও রোদন করিতে করিতে মূর্চ্ছা গেলেন। ফলতঃ, তথায় সকলেই হাহাকার করিয়া উঠিল।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর সংজ্ঞা লাভ হইলে, রোষবশতঃ সুমন্ত্রের মস্তক সহসা কম্পিত হইয়া উঠিল। ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল। নয়নদ্বয় নিতান্ত রক্তবর্ণ এবং শরীরের স্বাভাবিক কান্তিও দূর হইয়া গেল। তিনি হস্তে হস্ত মর্দ্দন ও দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সহসা কোপে অভিভূত ও অতিমাত্র সন্তপ্ত হইয়া, দশরথের আশয় বুঝিয়া, সুতীক্ষ্ণ বাক্যবাণে কৈকেয়ীর হৃদয় কম্পিত এবং সায়কসদৃশ অনুপম বাগ্‌বজ্রে মর্ম্মে মর্ম্মে বিদ্ধ করিয়া, বলিতে লাগিলেন, স্থাবর জঙ্গম সমুদায় সংসারের অধিপতি রাজা দশরথ তোমার স্বামী। তুমি যখন ইহাঁকেও ত্যাগ করিলে, তখন পৃথিবীতে তোমার অকার্য্য আর কি আছে? বুঝিলাম, তুমি পতিঘাতিনী ও নিতান্তই কুলনাশিনী। মহেন্দ্রের ন্যায় যাঁহাকে কেহই জয় করিতে পারে না, যিনি পর্ব্বতের ন্যায় বিচলিত ও মহাসাগরের ন্যায় ক্ষুব্ধ হন না,

তুমি কর্ম্মদোষে তাঁহাকেও সন্তাপিত করিলে। কিন্তু দশরথ তোমার ভর্ত্তা ও পতি; তুমি যখন যাহা ইচ্ছা কর, তাহাই পূরণ করেন। অতএব ইঁহার অবমাননা করিও না। স্বামীর ইচ্ছানুসারে কার্য্য করা, স্ত্রীলোকের কোটি পুত্র অপেক্ষাও অধিকতর গৌরবের বিষয় হইয়া থাকে। চিরকালই এই নিয়ম আছে, যে, বর্ত্তমান রাজার মৃত্যু হইলে, তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে যিনি বয়সে জ্যেষ্ঠ, তিনিই রাজা হয়েন। কিন্তু স্বীয় বংশের রক্ষাকর্ত্তা দশরথ জীবিতবান্ থাকিতেও, তুমি সেই নিয়ম লোপ করিতে উদ্যত হইয়াছ? যাহা হউক, তোমার পুত্র ভরতই রাজা হউন এবং পৃথিবী শাসন করুন। রাম যেখানে যাইবেন, আমরা সেইখানেই যাইব। জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের অধিকার কখনই সঙ্গত নহে। তুমি যদি আজি তাহাই কর, তোমার রাজ্যে কোন ব্রাহ্মণই আর বাস করিতে পারিবেন না। ইহাই অতিমাত্র আশ্চর্য্য দেখিতেছি, যে, তুমি এইপ্রকার ভয়ঙ্কর অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেও, পৃথিবী এখনই বিদীর্ণা হইলেন না। অথবা, তুমি রামকে বনে দিতে উদ্যত হইয়াছ দেখিয়া, মহানুভব ব্রহ্মর্ষিগণও অগ্নির ন্যায় ভস্ম করিতে সমর্থ ভয়ঙ্করস্বরূপ ধিক্কাররূপ বাগ্‌দণ্ডে আঘাত করিয়া, তোমায় ধ্বংস করিলেন না; ইহাও আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। কোন্ ব্যক্তি কুঠার দ্বারা আম্রবৃক্ষ ছেদন করিয়া, নিম্বতরুর রক্ষা করে? যে ব্যক্তি এই নিম্ববৃক্ষে জলসেক করে, সে কখন ইহা হইতে মধুর রস প্রাপ্ত হয় না। বুঝিলাম, তোমার মাতার যেমন সদ্‌বংশে জন্ম, তোমারও সেইরূপ। অথবা, লোকে প্রসিদ্ধই আছে, নিম্ববৃক্ষ হইতে কখন মধু ক্ষরণ হয় না। পূর্ব্বে বৃদ্ধগণের নিকট শুনিয়াছিলাম, তোমার মাতা ঘোরতর পাপকার্য্যে অতিমাত্র আসক্ত। তাঁহারা ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ যে গল্প করেন, তাহাও আমাদের জানা আছে, শ্রবণ কর। কোন বরদাতা ঋষি তোমার পিতাকে অত্যুৎকৃষ্ট বর দান

করেন। তিনি সেই বর-প্রভাবে সমুদায় প্রাণীর স্বর বুঝিতে পারিতেন। তাহাতে, পশু পক্ষ্যাদি তির্য্যগ্‌জাতীয় জীবগণের কথাবার্ত্তাও তাঁহার বিদিত ছিল। কোন প্রাণী শব্দ করিলেই, তিনি বলিয়া দিতে পারিতেন, সে কি অভিপ্রায়ে ঐপ্রকার শব্দ করিতেছে।

এক দিন তিনি শয়ন করিতে যাইতেছেন। এমন সময়ে স্বর্ণের স্থায় সমুজ্জ্বলবর্ণ একটী জৃম্ভনামক পক্ষী শব্দ করিয়া উঠিল। তোমার পিতা সেই শব্দে তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া, হাস্থ করিতে লাগিলেন। তোমার জননী তৎকালে তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্বামীকে হাস্থ করিতে দেখিয়া, মনে করিলেন, ইনি আমাকেই লক্ষ্য করিয়া হাসিতেছেন। এই ভাবিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া, মৃত্যু-কামনায় স্বামীকে কহিলেন, সৌম্য! তুমি কি জন্য হাসিতেছ, জানিতে ইচ্ছা করি। রাজা কহিলেন, যে জন্য হাসিতেছি, তাহা যদি তোমায় বলি, এখনই আমার মৃত্যু হইবে, সন্দেহ নাই। তখন তোমার মাতৃদেবী তোমার পিতাকে কহিলেন, তুমি বাঁচ আর মর, বলিতেই হইবে। শুধু আমাকে দেখিয়া হাস্থ করিলে চলিবে না।

প্রিয়া এইপ্রকার কহিলে, রাজা কেকয় সেই বরদাতা ঋষির নিকট গমন করিয়া, সমুদায় ঘটনা যথাতথ্য বর্ণন করিলেন। বরদাতা ঋষি উত্তর করিলেন, রাজন্! ইনি মরুন বা তোমাকে ত্যাগ করিয়া যান, কিছুতেই তুমি বলিও না। ঋষির কথা শুনিয়া, রাজা কেকয় কুবেরের স্থায় প্রসন্নচিত্তে তোমার জননীকে নিগৃহীত করিয়া, বিহার করিতে লাগিলেন। কৈকেয়ি! তুমিও আপনার মাতার স্থায়, অসাধুপথে পদার্পণ ও সর্ব্বদা অনিষ্ট চেষ্টা করত অজ্ঞানবশতঃ রাজা দশরথকে অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত করিতেছ। লোকে প্রবাদ আছে, পুত্র পিতার এবং কন্যা মাতার স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া জন্মিয়া থাকে, ইহা সত্য

বলিয়া আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে। সে যাহা হউক, এক্ষণে রাজা দশরথ যাহা বলিতেছেন, তুমি সরল ভাবে তাহা-তেই স্বীকার পাও এবং স্বামীর ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিয়া, আমাদের সকলকেই রক্ষা কর। আর তুমি পাপে প্রোৎ-সাহিত হইয়া, এই ইন্দ্র তুল্য তেজস্বী সর্ব্বলোকপতি পতিকে অসৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করিও না। দেবি! পাপলেশশূন্য রাজীবলোচন শ্রীমান্ রাজা দশরথ তোমার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। কেন না, জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের রাজ্যাধিকার কখনই সঙ্গত বা সম্ভব নহে। তিনি কি রূপে এই মিথ্যা প্রতিজ্ঞা পালন করিবেন। অতএব দেবি! রামই রাজা হউন। দেখ, তিনি জ্যেষ্ঠ, দানশীল, কর্ম্ম-দক্ষ, এবং স্বধর্ম্মের ও সমুদায় জীবলোকের সবিশেষ পালন করিয়া থাকেন। আর, যদি রাম পিতাকে ত্যাগ করিয়া, বনে যান, তাহা হইলে, লোকে তোমার অতিশয় কলঙ্ক ঘটিবে। অতএব রাম নিজের রাজ্য পালন করুন; তুমিও সুস্থ হও। দেখ, রাম যেমন তোমার অনুকূল, এই নগরের মধ্যে আর কেহই তেমন নহে। রাম যুবরাজ হইলে, রাজা দশরথ তখন কুল ক্রমাগত নিয়ম অনুসারে অরণ্যে প্রবেশ করিবেন। সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলি হইয়া, রাজার সমক্ষে এই রূপে মৃদু ও তীব্র উভয় প্রকারে কৈকেয়ীর ক্ষোভ উৎপাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কৈকেয়ী ক্ষুব্ধ বা ব্যথিত কিছুই হইলেন না। তাঁহার মুখ-বর্ণও বিবর্ণ হইল না।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

রাজা কৈকেয়ীকে বর দিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে পুনরায় সুমন্ত্রকে

কহিলেন, সূত ! তুমি শীঘ্র রামের সেবার্থ রত্নপরিপূর্ণ চতুরঙ্গ সৈন্য পাঠাইয়া দাও। যাহারা পরের ধন হরণ করিবার জন্য সুন্দররূপে বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে তাদৃশ বেশ্যাগণ এবং পরমসমৃদ্ধিসম্পন্ন বণিক সকল স্ব স্ব পণ্য দ্রব্য প্রসারণ পূর্ব্বক ঐ চতুরঙ্গ বাহিনী সুশোভিত করুক। যাহারা রামকে অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে এবং রাম বীর্য্য পরীক্ষার জন্য যাহাদের সহিত মল্লক্রীড়া করিয়া থাকেন, সেই সকল মল্লকে রাশি রাশি ধন দান পূর্ব্বক রামের সঙ্গে পাঠাইয়া দাও। প্রধান প্রধান আয়ুধ, নগরবাসী, শকট এবং অরণ্যমর্ম্মজ্ঞ ব্যাধ সকল রামের অনুগমন করুক। তথায় ঐ সকলের সাহায্যে সর্ব্বদা মৃগ ও হস্তী সকল বধ, আরণ্য মধু পান, এবং বিবিধ নদী সন্দর্শন করিয়া, এই অযোধ্যারাজ্য রামের আর মনে থাকিবে না। রাম নির্জ্জন বনে বাস করিতে যাইতেছেন। অতএব আমার যে কিছু ধান্য-কোশ ও ধনকোশ আছে, উভয়ই তাঁহার সঙ্গে যাক্। তিনি ঋষিগণের সহিত মিলিত হইয়া, পবিত্র স্থান সকলে যজ্ঞ ও বিহিত বিধানে দক্ষিণা দান পূর্ব্বক সুখে প্রবাস করিবেন। মহাবাহু ভরত অযোধ্যার রাজা হইবেন। অতএব সমুদায় অভীষ্ট ভোগ সামগ্রী সঙ্গে দিয়া রামকে বনে পাঠাইয়া দাও।

দশরথ এইপ্রকার কহিলে, কৈকেয়ীর ভয় হইল, মুখ শুকাইয়া গেল এবং স্বরও রুদ্ধপ্রায় হইল। তিনি বিষণ্ণ ও অতিশয় ত্রস্ত হইয়া, নিতান্ত শুষ্কমুখে রাজার সম্মুখে আসিয়া বলিতে লাগিলেন, রাজন্! সমুদায় অভিলষিত ভোগ্য দ্রব্যই বাহির হইয়া গেল, এবং ধন সম্পত্তি যাহা ছিল তাহাও গেল। ভরত পীত-সার মদিরার ন্যায় এই শূন্য রাজ্য কখনই গ্রহণ করিবেন না।

কৈকেয়ী লজ্জা ত্যাগ করিয়া, এইরূপ নিদারুণ কথা কহিলে, রাজা সেই বিশাললোচনাকে বলিতে লাগিলেন,

হে অনার্য্যে! তুমি আমায় ভারবহনে নিযুক্ত করিয়াছ, আমিও বহন করিতেছি। তবে কিজন্য আবার তাড়না করিতেছ? তুমি কেন পূর্ব্বে বল নাই যে, রামকে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া, বনে যাইতে হইবে।

রাজা দশরথ ক্রোধভরে এইপ্রকার কহিলে, বরাঙ্গনা কৈকেয়ী শ্রবণ করিয়া, দ্বিগুণ ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহাকে বলিলেন, তোমারই বংশে রাজা সগর, অসমঞ্জ নামে বিখ্যাত জ্যেষ্ঠ পুত্রকে যে বেশে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করেন, রামকে সেই বেশেই গমন করিতে হইবে। কৈকেয়ী এইপ্রকার কহিলে, রাজা দশরথ তাঁহাকে ধিক্কার প্রদান করিলেন। এবং অন্যান্য লোকেরা লজ্জিত হইলেন। কিন্তু কৈকেয়ী তাহা বুঝিলেনই না।

তথায় সিদ্ধার্থ নামে প্রধান অমাত্য উপস্থিত ছিলেন। তিনি অতি পবিত্রস্বভাব ও রাজার বিশেষ মান্য। সেই বৃদ্ধ অমাত্য কৈকেয়ীকে কহিলেন, অসমঞ্জের সহিত রামের তুলনা হইতে পারে না। অসমঞ্জের মতি অতি কুৎসিত। পথিমধ্যে যে সকল বালক ক্রীড়া করিত, তিনি তাহাদিগকে ধরিয়া, তৎক্ষণাৎ সরযূ নদীতে নিক্ষেপ করিয়া, আমোদ করিতেন। তদ্দর্শনে নগরবাসী প্রজাগণ সকলেই ক্রুদ্ধ হইয়া, রাজাকে আসিয়া বলিল, আপনি রাজ্যের সমৃদ্ধি সম্পাদন করেন; কিন্তু এক্ষণে অসমঞ্জকেই লইয়া রাজ্য করুন। আমরা সকলে চলিয়া যাই। রাজা তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কিনিমিত্ত এরূপ ভীত হইয়াছ? রাজা এইপ্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, প্রজাগণ বলিতে লাগিলেন, আমাদের তরলপ্রকৃতি বালক পুত্রগণ ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলে, অসমঞ্জ মূর্খতাবশতঃ তাহাদিগকে সরযূ-জলে নিক্ষেপ করিয়া অতুল প্রীতি অনুভব করিয়া থাকেন। রাজা প্রজাগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাহাদের প্রিয় কামনায় সেই অহিতকারী পুত্রকে ত্যাগ করিলেন, এবং ভৃত্যদিগকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা শীঘ্র ইহাকে স্ত্রী ও বনবাসযোগ্য

উপকরণ সমেত যানে আরোহণ করাইয়া, যাবজ্জীবন নির্ব্বাসিত কর। তাহাতে, উল্লিখিত পাপকারী অসমঞ্জ কাল ও বংশপেটী গ্রহণ পূর্ব্বক দিকে দিকে গিরিদুর্গ সকল অবলোকন করত বিচরণ করিয়া, কন্দমূলাদির অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। এই রূপে পরমধার্ম্মিক রাজা সগর অসমঞ্জকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাম কি পাপ করিয়াছেন যে, তাঁহাকে অসমঞ্জের ন্যায়, দেশ হইতে বহিষ্কৃত করা যায়? আমরা রামের কোন দোষই দেখিতে পাই না। চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় রামের দোষ প্রাপ্ত হওয়া সহজ নহে। অথবা, দেবি! আপনিই যদি রামের কোন দোষ দেখিয়া থাকেন, সত্য করিয়া বলুন, রামকে এখনই নির্ব্বাসিত করা যাইবে। যিনি সৎস্বভাব ও সদাচারনিষ্ঠ, তাঁহাকে ত্যাগ করিলে, ধর্ম্ম-বিরোধ-বশতঃ ইন্দ্রের তেজও নষ্ট হইয়া থাকে। অতএব দেবি! আপনি রামের উপস্থিত রাজলক্ষ্মীর ব্যাঘাত করিবেন না; উহাতে কোনরূপ ইষ্টাপত্তির সম্ভাবনা নাই। দেখুন, এই ঘটনায় লোকতঃ আপনার যে অখ্যাতি হইবে, অয়ি শুভাননে! অন্ততঃ তাহাতেও পরিত্রাণ পাওয়া আপনার কর্ত্তব্য।

সিদ্ধার্থ এইপ্রকার কহিলে, রাজা দশরথ নিতান্ত কাতর-স্বরে শোকাচ্ছন্ন-বাক্যে কৈকেয়ীকে বলিলেন, অয়ি পাপ-দর্শনে! আমার কিংবা নিজের কিসে হিত হয়, তাহা তুমি জান না। সেইজন্য এই কথায় কর্ণপাত করিতেছ না। তুমি অতি নীচ পথ আশ্রয় করিয়া, সাধু-বিগর্হিত অসৎ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছ। আমি অদ্য রাজ্য, সুখ ও ধন সমুদায় ত্যাগ করিয়া, রামের অনুগমন করিব। তুমি রাজা ভরতের সহিত চিরকাল যথাসুখে রাজ্য ভোগ কর।

—০—

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

—০—

সিদ্ধার্থের বাক্য শ্রবণ করিয়া, বিনয়জ্ঞ রাম বিনীত হইয়া, রাজা দশরথকে কহিলেন, রাজন্। আমি সর্ব্ব সঙ্গ ত্যাগ ও ভোগ বিলাস বিসর্জ্জন করিয়া, অরণ্যে বন্যবৃত্তিতে জীবন-যাপন করিতে চলিলাম। আমার আর অনুযাত্রিক সৈন্যে আবশ্যক কি? যে ব্যক্তি মত্ত হস্তী দান করিয়া, তাহার বন্ধনরজ্জুতে মমতা করে, সে যখন তাদৃশ উৎকৃষ্ট হস্তী ত্যাগ করিতে পারিল, তখন বন্ধনরজ্জুর মমতায় তাহার ইষ্টাপত্তির সম্ভাবনা কি? অতএব হে সাধুশ্রেষ্ঠ জগৎপতে! আমি যখন বনে চলিলাম, আমার সৈন্যে প্রয়োজন কি? সকল বস্তুই ভরতকে আমি দিলাম। এক্ষণে কৈকেয়ীর দাসীগণ বল্কল আনয়ন করুক। আমি চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করিব। তাহারা আমার খনিত্র ও বংশপেটী শীঘ্র আনিয়া দিক। তখন নির্লজ্জা কৈকেয়ী স্বহস্তে বল্কল আনয়ন করিয়া, সকলের সমক্ষেই রামকে কহিলেন, পরিধান কর। পুরুষোত্তম রাম কৈকেয়ীর হস্ত হইতে বল্কলদ্বয় গ্রহণ করিয়া, সূক্ষ্ম বস্ত্র ত্যাগ পূর্ব্বক সেই মুনি-বস্ত্র পরিধান করিলেন। লক্ষ্মণও নিতান্ত দুঃখিতান্তঃকরণে মুনি-বসন গ্রহণ ও রাজবসন ত্যাগ করিলেন।

সীতা কৌশেয় বস্ত্র পরিধান করিয়া ছিলেন। তিনি নিজের পরিধান জন্য সেই মুনিবস্ত্র দর্শন করিয়া, বন্ধনরজ্জু দর্শনে মৃগীর ন্যায়, ভীত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর শুভলক্ষণা জানকী নিতান্ত লজ্জিতার ন্যায়, একান্ত দুঃখিত চিত্তে কৈকেয়ীর প্রদত্ত সেই কুশ-চীর গ্রহণ করিলেন। তিনি ধর্ম্মজ্ঞ ও ধর্ম্মদর্শিনী। অশ্রুপূর্ণ নয়নে সাক্ষাৎ গন্ধর্ব্বরাজের ন্যায়, স্বামী রামকে

কহিলেন, নাথ! বনবাসী ঋষিগণ কি রূপে বল্কল পরিধান করেন? তিনি বল্কল বন্ধন করিতে জানিতেন না, এইজন্য বারং-বার মোহিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি একখানি বল্কল কণ্ঠে ধারণ ও আর একখানি হস্তে গ্রহণ করিয়া, নিতান্ত লজ্জিতা হইয়া, তদবস্থায় দণ্ডায়মান রহিলেন। তদ্দর্শনে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ রাম শীঘ্র আসিয়া, স্বহস্তে সীতার পট্টদুকূলোপরি বল্কল বন্ধন করিয়া দিলেন। তিনি সীতাকে বল্কল পরাইয়া দিতেছেন দেখিয়া, অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এবং অতিশয় আক্ষেপ পূর্ব্বক সেই পরম তেজস্বী রামকে বলিতে লাগিলেন, বৎস! রাজা এই মনস্বিনী সী-তাকে বনে যাইতে বলেন নাই। অতএব তুমি ইহাকে বল্কল পরাইও না। তুমি পিতার আজ্ঞায় বিজন বনে গমন করিলে, যাবৎ ফিরিয়া না আইস, তাবৎ এই সীতাকে আমরা দেখিব এবং দেখিয়া জীবন সার্থক করিব। হে বৎস! তুমি লক্ষ্মণকে লইয়া বনে যাও। এই কল্যাণী জনকনন্দিনী বল্কল পরিতে পাইবেন না। রাম! তুমি আমাদের এই প্রার্থনা রাখ, ভামিনী সীতা এখানে থাকুন। তুমি ধর্ম্মকেই নিত্য ভাবিয়াছ। এই জন্য তুমি নিজে থাকিতে ইচ্ছা করিতেছ না। দশরথ-নন্দন রাম তাঁহাদের এবংবিধ কথা শ্রবণ করিয়াও সীতার বল্কল বন্ধন করিয়া দিলেন। সীতা রামের সমান সদাচারিণী। এই জন্য তিনি নগরে থাকিতে অসম্মত হইয়া, বল্কল পরাইয়া দিতে বলিলেন।

তিনি বল্কল পরিয়াছেন দেখিয়া, রাজার গুরু বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে নিবারণ করিয়া, কৈকেয়ীকে বলিলেন, রে কুলনা-শিনি দুর্ম্মতি কৈকেয়ি! তুমি অতিবাদ বাড়িয়া উঠিয়াছ। রাজাকে বঞ্চনা করিয়াও, নিতান্ত সাধুর ন্যায় অবিকৃত চিত্তে বসিয়া আছ। রে দুঃশীলে! দেবী সীতা বনে যাইবেন না। রাম যাবৎ ফিরিয়া না-আইসেন, তত দিন ইনিই রাজ্য করি-

বেন। যাঁহারা দার পরিগ্রহ করিয়া, গৃহস্থ-ধর্ম্মে অবস্থিতি করেন, স্ত্রী তাঁহাদের আত্মা বা অর্দ্ধাঙ্গ। অতএব সীতাও রামের আত্মা। এই জন্য ইনিই পৃথিবী শাসন করিবেন। আর, যদি সীতা রামের সহিত বনে যান, আমরাও তথায় যাইব। এবং এই অযোধ্যাও সেখানে যাইবে। ফলতঃ, সীতার সহিত রাম যেখানে থাকিবেন, সমুদায় অন্তঃপুর-রক্ষকগণও সেখানে যাইবে। সমুদায় নগর ও রাজ্যও প্রাণ-ধারণোপযোগী যাবতীয় দ্রব্য ও দাস দাসী প্রভৃতির সহিত তথায় গমন করিবে। ভরত ও শত্রুঘ্নও বল্কল ধারণ পূর্ব্বক বনচারী হইয়া, বনবাসী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামের সহিত বাস করিবেন। এই রূপে সকল লোকেই অরণ্যে প্রস্থান করিলে, শুষ্ক বৃক্ষ সকল অবশিষ্ট থাকিবে। তুমি সেই সকলকে লইয়াই এই জনশূন্য পৃথিবী একাকী শাসন কর। তুমি দুরাচারিণী ও প্রজাগণের অহিতকারিণী। যেখানে রাম রাজা নহেন, তাহা কখন রাজ্যই হইতে পারে না। অতএব রাম যেখানে বাস করিতে যাইতেছেন, সেই বনই রাজ্য হইবে। আর ভরতও কখন এই রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত হইবে না। কেন না, পিতা দশরথ স্বয়ং তাঁহাকে প্রীতিপূর্ব্বক ইহা প্রদান করেন নাই। ভরত যদি দশরথের ঔরসজাত হন, কখনই তোমার প্রতি পুত্রের ন্যায় ব্যবহার করিবেন না। জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে কনিষ্ঠ রাজ্য পান না, পিতৃবংশের এই রীতি ভরতের জানা আছে। সুতরাং, তুমি পৃথিবী হইতে আকাশে গমন করিলেও, তিনি কখন অন্যমত করিবেন না। অতএব তুমি পুত্রের রাজ্য কামনা করিয়া, তাহার অনিষ্ট করিলে। রামের অনুগত নয়, এমন লোকও পৃথিবীতে কেহই নাই। কৈকেয়ি! তুমি আজই দেখিবে, পশু, পক্ষী, মৃগ ও অন্যান্য হিংস্র প্রাণীগণ এবং বৃক্ষ সকল নিতান্ত ব্যগ্র ও ব্যাকুল হইয়া, রামের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতেছে, মনুষ্যের কথা আর কি বলিব? অতএব

দেবি! তুমি বন্ধন মোচন করাইয়া, বধূ জানকীকে উৎকৃষ্ট অলঙ্কার সকল প্রদান কর। বল্কল ধারণ করা ইহাঁর সাজে না। এই বলিয়া বশিষ্ঠদেব সীতাকে বল্কল পরাইতে নিষেধ করিলেন। তিনি আরও বলিলেন, দেবি কৈকেয়ি! তুমি একমাত্র রামেরই বনবাস বর লইয়াছ। অতএব সীতা সর্ব্বদা অলঙ্কারাদি ধারণ পূর্ব্বক সর্ব্ব প্রকারে ভূষিতা হইয়া, রামের সহিত বনে বাস করুন। ইনি রাজার কন্যা। অতএব উৎকৃষ্ট যান, পরিচারক, বস্ত্র ও সর্ব্বপ্রকার উপকরণ সহিত গমন করুন। দেখ, দশরথ যখন বর দেন, তখন তুমি ইহাঁর বনবাস প্রার্থনা কর নাই।

সীতা প্রিয় পতি রামের সহিত তপস্বিনী হইতে বাসনা করিয়াছিলেন। সুতরাং, অপরিসীম-প্রভাববিশিষ্ট রাজগুরু বশিষ্ঠদেব এইপ্রকার বলিতে লাগিলেও, তিনি কিছুতেই তাহার অন্য মত করিলেন না।

—০—

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

এই রূপে সনাথা সীতা অনাথার ন্যায়, মুনিবস্ত্র পরিতে লাগিলে, উপস্থিত লোকমাত্রেই, দশরথ তোমাকে ধিক্, এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। রাজা দশরথ ঐ চীৎকার-ধ্বনিতে দুঃখিত হইয়া, আপনার জীবনে, যশে ও ধর্ম্মে এক-কালে শ্রদ্ধাহীন হইলেন। এবং উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, কৈকেয়ীকে কহিলেন, কৈকেয়ি! গুরুদেব সত্য বলিয়াছেন, কুশ-চীর-ধারণ করিয়া, গমন করা জানকীর কোন অংশেই সাজে না। ইনি সুকুমারী, বালিকা ও সর্ব্বদা সুখভাগিনী, কখনই বনে বাস করিতে পারেন না। ইনি অতি নিরীহ-স্বভাবা। কখনও কাহারও অপকার করেন না। ইহাঁর পিতা

নরপতিগণের শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আজি ইনি, সামান্য ভিখারিণীর ন্যায়, বল্কল গ্রহণ করিয়া, জ্ঞানশূন্য অবস্থায় এই লোকমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। আমি পূর্ব্বে এইপ্রকার বর দিই নাই, যে, ইহাঁকেও মুনিবেশে বনে বাস করিতে হইবে। অতএব রাজপুত্রী জনকনন্দিনী বল্কল ত্যাগ করিয়া, সর্ব্বপ্রকার রত্ন সমেত যথাসুখে বনে গমন করুন। দেবাসুর যুদ্ধে প্রাণ যাই-বার উপক্রম হইলে, আমি বাধ্য হইয়া, তোমাকে বর দিব বলিয়া, ক্রূর প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। তুমিও অজ্ঞান প্রযুক্ত জানকীকেও বল্কল পরাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। অতএব, নিজ পুষ্পই যেমন বংশ নাশ করে, তুমিও তেমনি আপনার দোষে বিধবা হইবে। রে পাপীয়সি! রাম যদিও তোমার কোনরূপ মন্দ করিয়া থাকেন; কিন্তু রে অধমে! জানকী তোমার কি অনিষ্ট করিলেন? ইহাঁর স্বভাব অতি কোমল এবং মন অতি উন্নত। অতএব কখন কি সম্ভব হয়, যে, মৃগবধূর ন্যায় প্রফুল্ল-নয়না জানকী তোমার কোনরূপ অনিষ্ট করিয়া থাকেন। রে দুর্ব্বৃত্তে! রামকে বনে দিয়াই তোমার সকল পাপের শেষ হই-য়াছে। আর কেন তুমি গুরুতর দুঃখজনক পাতক সকলের অনুষ্ঠান করিতেছ। দেবি! রাম আমাদের সহিত দেখা করিতে আসিলে, তুমি তাঁহাকে জটা বল্কল ধারণ পূর্ব্বক বনে যাইতে বলিয়াছিলে। আমি তোমার ঐ কথামত একমাত্র রামকেই বনে দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। কিন্তু তুমি তাহা লঙ্ঘন করিয়া, নরকে যাইতে অভিলাষ করিতেছ। দেখ, তুমি জানকীকেও বল্কল পরাইতে উদ্যত হইয়াছ। মহানুভব রাজা দশরথ এই রূপে বিলাপ কবিতে করিতে কোন মতেই শোকের পার প্রাপ্ত হইলেন না। নিতান্ত অভিভূত হইয়াছিলেন বলিয়া, পুত্রের এই উপস্থিত বিপত্তিতে অতিমাত্র অবসন্ন হইয়া, ভূমিতে পতিত হইলেন।

পিতা দশরথ মস্তক নত করিয়া, উপবেশন পূর্ব্বক এইপ্রকার

বলিতে লাগিলে, রাম বনে যাইতে উদ্যত হইয়া, তাঁহাকে কহিলেন, দেব! আপনি পরম ধর্ম্মনিষ্ঠ; অতএব আমার মাতা যশস্বিনী কৌশল্যাকে অনাদর করিবেন না। হে বরদ! পূর্ব্বে কখন ইষ্টাদির বিয়োগ জন্য ইহাঁর কোনরূপ বিপদ ঘটে নাই। আমা বিনা ইনি নিশ্চয়ই শোকসাগরে মগ্ন হইবেন। অতএব আপনি ইহাঁর বিশেষ রূপে সম্মান করিবেন। আপনি আমাদের সকলেরই পূজ্য। আপনার আদর পাইয়া, ইনি যাহাতে পুত্রশোক ভুলিয়া যান এবং আমাকে সর্ব্বক্ষণ চিন্তা করিয়াও যাহাতে প্রাণত্যাগ না করেন, আপনাকে তাহা করিতে হইবে। আপনি সাক্ষাৎ ইন্দ্র সদৃশ। আমি বনে গেলে, এই মৃদুস্বভাবা জননী কৌশল্যা, আমাকে দেখিবার জন্য নিতান্ত উৎকণ্ঠিতা ও অভিলাষিণী হইবেন। অতএব ইনি যাহাতে শোকে শুষ্ক হইয়া, প্রাণ ত্যাগ পূর্ব্বক যমালয়ে গমন না করেন, তাহাও করিবেন।

ঊনচত্বারিংশ সর্গ।

রামের কথা শুনিয়া এবং তিনি মুনিবেশ ধারণ করিয়াছেন দেখিয়া, পত্নীগণের সহিত রাজা দশরথের চৈতন্য লোপ হইল। তিনি শোকে সন্তপ্ত হইয়া, আর তাঁহাকে দেখিতে পারিলেন না। এবং তাঁহাকে দেখিয়া মন নিতান্ত ব্যাকুল হওয়াতে, কিছুই বলিতেও পারিলেন না। সেই মহাবাহু রাজা দশরথ মুহূর্ত্তকাল সংজ্ঞাহীন থাকিয়া, রামকে স্মরণ করিয়া, এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, বুঝিলাম, আমি পূর্ব্বে নিশ্চয়ই অনেক প্রাণির হিংসা ও তাহাদের বৎস হরণ করিয়াছিলাম। সেই পাপেই আমার এই দশা ঘটিল। কাল পূর্ণ না হইলেও, দেহ হইতে প্রাণ বহির্গত হয় না। সেইজন্য

কৈকেয়ী বিধিমতে ক্লেশ প্রদান করিলেও, আমার মৃত্যু হইতেছে না। দেখ, অগ্নির ন্যায় তেজস্বী রাম সূক্ষ্ম বস্ত্র ত্যাগপূর্ব্বক মুনিবেশ ধারণ করিয়া, সম্মুখে অবস্থিতি করিতেছেন; আমি অনায়াসেই তাহা দেখিতেছি। এখনও আমার প্রাণ বহির্গত হইল না। এক কৈকেয়ীর জন্য নিশ্চয়ই সকল লোকেরই ক্লেশ উপস্থিত হইল। তথাপি, এই কৈকেয়ী শঠতা অবলম্বন পূর্ব্বক নিজের ইষ্টসিদ্ধির জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতেছে। এখনও ইহার মনস্কামনা পূর্ণ হয় নাই। বলিতে বলিতে বাষ্পভারে বাকশক্তি রুদ্ধ হইয়া আসিলে, আর একবারমাত্র, রাম, এই কথা কহিয়াই, তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি রহিত হইয়া গেল। ক্ষণকাল পরে সংজ্ঞালাভ হইলে, তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে সুমন্ত্রকে কহিলেন, তুমি উৎকৃষ্ট অশ্ব সকল যোজনা করিয়া, বহনোপযোগী রথ আনয়ন কর এবং তদ্দ্বারা মহাভাগ রামকে জনপদের বাহিরে দিয়া আইস। পিতামাতা সাধু ও বীর পুত্রকে যে বনে দেন, বুঝিলাম, শাস্ত্রে ইহাকেই গুণবানের গুণ সকলের ফল বলিয়া থাকে!

সুমন্ত্র রাজার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, সত্বর গমনে অশ্বযোজনাপূর্ব্বক সুসজ্জিত রথ তথায় লইয়া আসিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, উৎকৃষ্ট-অশ্ব-যোজিত স্বর্ণভূষিত রথ উপস্থিত হইয়াছে। যে সময়ে ও যে স্থলে যাহা করিতে হয় দশরথ তাহা জানিতেন। এবং তিনি ইহলোক ও পরলোক উভয়ত্রই অঋণী হইয়াছিলেন। সুমন্ত্র রথ আনয়ন করিলে, তিনি স্বকার্য্যে বিশিষ্টরূপ জ্ঞানসম্পন্ন ধনাধ্যক্ষকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, চতুর্দ্দশ বৎসরে যে পরিমাণ প্রয়োজন হইতে পারে, তাহা গণনা করিয়া, তুমি শীঘ্র জানকীর জন্য মহামূল্য বস্ত্র ও উৎকৃষ্ট অলঙ্কার সকল আনয়ন কর। তখন কোষাধ্যক্ষ রাজার আজ্ঞায় ধনাগারে গমন করিয়া, ক্ষণবিলম্বব্যতিরেকেই তৎসমস্ত সীতাকে আনিয়া দিল। বনগমনোন্মুখ অযোনিজা সীতা

ঐ সকল বিচিত্র ভূষণ দ্বারা আপনার পরম সুলক্ষণবিশিষ্ট অঙ্গ সকল ভূষিত করিলেন। প্রাতঃকালে উদিত অংশুমালী সূর্য্যের প্রভায় যেমন গগনমণ্ডল সুশোভিত হয়, তিনিও তেমনি উত্তমরূপে ভূষিতা হইয়া, সমুদায় গৃহ শোভাময় করিলেন। কৌশল্যা সেই সদাচারবিশিষ্টা জানকীকে বাহুদ্বয়ে আলিঙ্গন ও মস্তকে আঘ্রাণ করিয়া, কহিতে লাগিলেন, যে সকল রমণী সকল লোকেই অসতী বলিয়া পরিগণিত, তাহারা সর্ব্বদা স্বামীর সবিশেষ আদরভাগিনী হইলেও, দুর্দ্দশাসময়ে সেই স্বামীর শুশ্রূষায় পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে। অসতীদের স্বভাবই এই, স্বামীর সৌভাগ্যদশায় সুখ অনুভব করিয়া, তাঁহার স্বল্পমাত্র বিপদ উপস্থিত দেখিলেই, নানাপ্রকার দোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া থাকে। ঐ সকল অসতী যুবতীর মন পাওয়া ভার। উহাদের আশয় অতি দূষিত এবং মিথ্যা বলাই উহাদের স্বভাব। উহারা অল্পেই বিরক্ত ও বিকৃত হইয়া উঠে। না কুল, না উপকার, না বিদ্যা, না দান, না বিশেষ রূপে আত্মীয়তাপ্রদর্শন, কিছুতেই অসতীদের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারে না। কেননা, তাহাদের চিত্তের স্থিরতা নাই। কিন্তু যাহারা সাধ্বী এবং তজ্জন্য যাহারা সচ্চারিত্র্য, সত্য, গুরূপদেশ ও কুলমর্য্যাদা এই সকলে সবিশেষ নিষ্ঠাবতী, তাদৃশ রমণীগণ স্বামীকেই একমাত্র উৎকৃষ্ট পুণ্যনিদান এবং সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর জ্ঞান করিয়া থাকেন। অতএব রাম বনবাসী হইলেন, বলিয়া তুমি কদাচ তাঁহার অবমাননা করিও না। ইনি তোমার স্বামী; অতএব ধনীই হউন, আর দরিদ্রই হউন, সকল অবস্থাতেই ইনি তোমার দেবতার সমান।

শ্বশ্রূ কৌশল্যা সম্মুখীন হইয়া, এইপ্রকার ধর্ম্মার্থসঙ্গত কথা বলিলে, সীতা তাহা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বলিলেন, আপনি আমায় যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, আমি তাহা সকলই করিব। স্বামীর প্রতি

কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা আমার উত্তমরূপ পরিজ্ঞাত আছে এবং পিতা মাতার নিকটেও আমি সে বিষয়ে উপদেশ পাইয়াছি। আর্য্যে! আপনি আমায় অসতীর সহিত সমান করিতে পারিবেন না। চন্দ্র হইতে প্রভা যেমন কোন মতেই স্খলিত হয় না, আমিও তেমনি ধর্ম্ম হইতে কিছুতেই বিচলিত নহি। তন্ত্রীশূন্য বীণা যেমন বাজিতে পাবে না এবং চক্রশূন্য রথও যেমন চলিতে পাবে না, তেমনি স্বামী যদি না-থাকেন, শতপুত্রের জননী হইলেও স্ত্রীলোকের সুখোৎপত্তি হইতে পারে না। কি পিতা, কি ভ্রাতা, কি পুত্র, সকলেই পরিমিত দান করেন; একমাত্র স্বামীই অপরিমিত দিয়া থাকেন। অতএব কোন্ রমণী স্বামীর পূজা না করিবে? আর্য্যে! এইরূপে আমি স্বামীকেই একমাত্র পূজ্য জানিয়াছি। বিশেষতঃ, পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুগণের মুখে উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট সকলপ্রকার ধর্ম্মই শ্রবণ করিয়াছি। অতএব আমি কিজন্য স্বামীর অবমাননা করিব? দেখুন, স্বামীই স্ত্রীলোকের দেবতা। সীতার মুখে এই মনোহর কথা শ্রবণ করিয়া, শুদ্ধসত্বা কৌশল্যা হর্ষ-বিষাদে অভিভূতা হইয়া, সহসা নেত্রবারি মোচন করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে পরমধর্ম্মাত্মা রাম মাতৃগণ মধ্যে সমধিক সম্মানিতা জননী কৌশল্যাকে প্রদক্ষিণ করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন, মাতঃ! আপনি সর্ব্বদা প্রসন্ন চিত্তে পিতার পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। আমার বনবাস শীঘ্রই শেষ হইবে। দেখিতে দেখিতেই চৌদ্দবৎসর গত হইয়া যাইবে। আমি ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত, সুহৃদ্‌গণে বেষ্টিত হইয়া, এখানে আসিয়াছি, তখন দেখিবেন। রাম জননীকে স্পষ্টাভিধানে এইপ্রকার কহিয়া, সবিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক অবশিষ্ট অর্দ্ধ-সপ্তশত জননীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া অতিমাত্র ব্যাকুল চিত্তে কৌশল্যার ন্যায়, তাঁহাদের

সকলকেও ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যে কহিলেন, সর্ব্বদা এক সঙ্গে বাস করাতে, আপনাদিগকে আমি যদি কিছু কটুকথা বলিয়া থাকি অথবা অজ্ঞান প্রযুক্ত যদি কিছু করিয়া থাকি, আপনারা তাহা মার্জ্জনা করিলেন, বলুন। আমি বনে যাইব বলিয়া, আপনাদের সকলকেই আমন্ত্রণ করিতেছি। রামের এই ধর্ম্ম-সঙ্গত ধীর বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহাদের সকলেরই মন শোকে অভিভূত হইল। ফলতঃ, রাম এইপ্রকার কহিলে, রাজা দশ-রথের উল্লিখিত মহিষীগণ সকলেই চীৎকারধ্বনি করিয়া উঠি-লেন। তাহাতে বোধ হইল, যেন ক্রৌঞ্চী সকল শব্দ করিতেছে। পূর্ব্বে দশরথের যে গৃহে মুরজ, পণব ও মেঘবাদ্যের প্রতিধ্বনি হইত; আজি সেই গৃহ প্রিয়বিয়োগপ্রযুক্ত বিলাপ ও রোদনধ্বনিতে পরিপূর্ণ এবং নিতান্ত দুঃখিত হইয়া উঠিল।

চত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা কৃতাঞ্জলি হইয়া, একান্ত ব্যাকুল ভাবে পাদগ্রহণপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া, রাজা দশরথকে প্রদক্ষিণ করিলেন। এইরূপে রাম সীতার সহিত যথাধর্ম্ম পিতার অনুমতি লইয়া, শোকে হতজ্ঞান হইয়া, কৌশল্যার বন্দনা করি-লেন। রামের পশ্চাৎ লক্ষ্মণও কৌশল্যার অভিবাদন করিয়া, পুনরায় নিজ মাতা সুমিত্রার চরণবন্দনা করিলেন। তখন হিতৈষিণী সুমিত্রা রোদন করিতে করিতে মহাবাহু লক্ষ্মণের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া, বলিতে লাগিলেন, তুমি রামের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত। অতএব বৎস! আমি অনুমতি দিতেছি, বনে যাও। এক্ষণে রাম চলিলেন; সাবধানে তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিও। হে অনঘ! বিপদ সম্পদ সকল অবস্থাতেই ইনিই তোমার গতি। জ্যেষ্ঠের বশে থাকাই সাধুগণের ধর্ম্ম। অধিক কি, দান,

যজ্ঞানুষ্ঠান, যুদ্ধে প্রাণত্যাগ এবং জ্যেষ্ঠের আনুগত্যবিধান, এই কয়টীই কুলোচিত সনাতন নিয়ম। অতএব রামকে দশরথ বলিয়া জ্ঞান করিবে, সীতাকে আমার স্বরূপ জানিবে এবং বনকে অযোধ্যা বোধ করিবে। বৎস! এক্ষণে যথাসুখে গমন কর! তিনি লক্ষ্মণকে এইপ্রকার উপদেশ করিয়া, বনে যাইতে দৃঢ়-সঙ্কল্প পরমপ্রীতিভাজন রামকেও পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, বৎস! তুমি ঐহিক ও পারলৌকিক প্রয়োজন সিদ্ধি, শত্রুপক্ষের ক্ষয় ও বিজয় লাভের নিমিত্ত গমন কর। এবং পুনরায় নিরাপদে আমাদিগকে দেখা দাও।

অনন্তর মাতলি যেমন ইন্দ্রকে, বিনয়জ্ঞ সুমন্ত্রও তেমনি বিনীত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া, রামকে কহিলেন, হে পরম যশস্বি রাজপুত্র! আপনার কল্যাণ হউক; আপনি রথে আরোহণ করুন। যেখানে আজ্ঞা করিবেন, আমি শীঘ্রই আপনাকে তথায় লইয়া যাইব। আপনাকে চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসী হইতে হইবে। আজি হইতেই তাহার প্রথম আরম্ভ হইল। কেননা, দেবী কৈকেয়ী আপনাকে অদ্যই বনে যাইতে বলিয়াছেন।

তখন বরবর্ণিনী সীতা হৃষ্টচিত্তে নিজের অলঙ্কার ধারণ করিয়া, সূর্য্য ও অগ্নি সদৃশ প্রভাশালী স্বর্ণভূষিত উল্লিখিত রথে আরোহণ করিলে, রাম ও লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতাও সত্বর উহাতে অধিরূঢ় হইলেন। শ্বশুর দশরথ বনবাস গণনা করিয়া, স্বামীর অনুগামিনী বধূ জানকীকে বস্ত্র ও আভরণ সকল প্রদান করিলেন। সুমন্ত্র ঐ সকল বস্ত্র ও আভরণ এবং রাম-লক্ষ্মণের জন্য আনীত অস্ত্র ও কবচ সমস্ত এবং চর্ম্মবদ্ধ পেটক ও খনিত্র, সমুদায় রথোপস্থে স্থাপন করিলেন পরে তাঁহারা তিন জনেই রথে উঠিয়াছেন দেখিয়া, বায়ুর ন্যায় বেগগামী ও সম্যকরূপে বশীকৃত অশ্বদিগকে চালাইয়া দিলেন। রাম বহুকালের জন্য মহারণ্যে প্রস্থান করিলেন, দেখিয়া নগরবাসী লোক সকল এবং অশ্ব গজাদি ইতর প্রাণিগণও মূর্চ্ছিত

হইল। তৎকালে হস্তী সকল নিতান্ত রুষ্ট ও মত্ত হইয়া উঠিল এবং অশ্ব সকল ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া, ভূষণ সকলের ধ্বনি করিতে লাগিল। তাহাতে, সমস্ত নগরীই তুমুল শব্দে পূর্ণ হইল, এবং কি করির, কি হইবে, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, রামেরই পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইবার জন্য ত্বরা করিতে লাগিল। অনন্তর, গ্রীষ্মসন্তপ্ত ব্যক্তিগণ যেমন জলের দিকে ধাবমান হয়, বালক ও বৃদ্ধ সহিত সমুদায় অযোধ্যাই নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, রামের উদ্দেশে দৌড়িতে আরম্ভ করিল। এইরূপে লোক সকল নিতান্ত উৎসুকচিত্তে পার্শ্ব পৃষ্ঠ সকল দিকেই লম্বমান হইয়া অশ্রুপূর্ণ বদনে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া, সুমন্ত্রকে বলিতে লাগিল সুমন্ত্র! তুমি অশ্বসকলের রশ্মি সংযত করিয়া, ধীরে ধীরে গমন কর। তাহাতে, আমরা অনায়াসে রামের মুখ দেখিতে পাইব। রামজননী কৌশল্যার হৃদয় নিশ্চয়ই লৌহময়, সন্দেহ নাই। সেইজন্য, দেবকুমার সদৃশ কুমার রাম বনে যাইতেছেন দেখিয়াও, উহা বিদীর্ণ হইল না। জানকী নিশ্চয়ই কৃতকৃত্যা হইলেন। যেহেতু, ইনি ধর্ম্মনিষ্ঠা হইয়া ছায়ার ন্যায়, স্বামীর অনুগামিনী হইয়াছেন এবং সূর্য্যের প্রভা যেমন সুমেরুকে ছাড়িয়া যায় না, ইনিও তেমনি রামকে কোন অংশেই ত্যাগ করিতেছেন না। আহা, লক্ষ্মণ! তুমিও অতি কৃতার্থ পুরুষ! দেখ, তুমি সর্ব্বদা মিষ্টভাষী ও দেব তুল্য ভ্রাতা রামের পরিচর্য্যা করিবে। তুমি যে রামের অনুগমন করিতেছ, ইহাই তোমার ধর্ম্মের পথ, ইহাই তোমার পৃথিবীর মহৎ ঐশ্বর্য্য এবং ইহাই তোমার অতি উৎকৃষ্ট বুদ্ধি। তাহারা পরম প্রীতিভাজন রামের অভিমুখে গমন করিতে করিতে এইপ্রকার বলিতে আরম্ভ করিলে, তাহাদের নয়নপথে ক্ষে অশ্রুবারি সমাগত হইল, কোন রূপেই তাহা নিবারণ পাইল না, দরদরিত ধারায়, অবিরল নির্গলিত হইতে লাগিল।

এ দিকে রাজা দশরথ, আমি প্রিয় পুত্র রামকে দেখিব, এই কথা বলিতে বলিতে, নিতান্ত কাতরভাবাপন্ন মহিষীগণে বেষ্টিত হইয়া, অজ্ঞান অবস্থায় গৃহের বাহির হইলেন এবং বাহির হইয়াই শুনিতে পাইলেন, যূথপতি গজ বদ্ধ হইলে তাহার আশ্রিত হস্তিনী সকল যেমন চীৎকার করে, স্ত্রী সকলও তদ্রূপ চীৎকার করিয়া, তাঁহার অগ্রে রোদন করিতেছে। পূর্ণচন্দ্র যেমন কালবশে রাহুগ্রস্ত হইলে, নিতান্ত নিষ্প্রভ হয়েন, শ্রীমান্ ককুৎস্থনন্দন রাজা দশরথও তেমনি তৎকালে একান্ত অবসন্ন হইয়া উঠিলেন। তদ্দর্শনে, অচিন্ত্যস্বরূপ দশরথনন্দন শ্রীমান্ রাম সুমন্ত্রকে শীঘ্র রথ চালাইতে বলিলেন। তৎকালে রাম যেমন সুমন্ত্রকে, যাও, বলিতে লাগিলেন, নগরবাসী লোক সকলও তেমনি তাঁহাকে, যাইও না, থাম, বলিতে আরম্ভ করিল। পথিমধ্যে এইরূপ উভয় পক্ষের অনুরোধে পড়িয়া, সুমন্ত্র যাইতে বা থাকিতে, কিছুই করিতে পারিলেন না।

এই রূপে মহাবাহু রাম নির্গত হইলে, পুরবাসী জনগণের অশ্রুসলিল পতিত হইয়া, পৃথিবীর ধূলি একবারেই নিঃশেষিত করিল। ফলতঃ, রামের প্রস্থানসময়ে সমুদায় নগরীই নিতান্ত পীড়িত, চেতনাশূন্য ও নিরুৎসাহ হইয়া, হাহাকার করিয়া উঠিল। মৎস্যের সঞ্চালন বশতঃ পদ্ম যেমন চঞ্চল হইলে, তাহা হইতে জল পতিত হইতে থাকে, তদ্রূপ দারুণ দুঃখাবেশবশে ললনাগণের নয়ন হইতে অবিরল জলধারা নির্গলিত হইতে লাগিল। রামের শোকে সমুদায় পুরবাসীর মনের ভাব একরূপ হইয়াছে, দর্শন করিয়া, শ্রীমান্ রাজা দশরথ দুঃখভরে ছিন্ন-মূল বৃক্ষের ন্যায়, তৎক্ষণাৎ নিপতিত হইলেন। ঐ সময় রাজাকে অতিমাত্র দুঃখিত ও অবসন্ন দেখিয়া রামের পশ্চাদ্দেশে হলহলাশব্দ উত্থিত হইল। কেহ হা রাম! এবং কেহবা রাম রাম! বলিয়া, দশরথের উদ্দেশে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিল। দশরথ স্বয়ং সমুদায় অন্তঃপুরচারিণী

রমণীগণের সহিত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রাম পথিমধ্যে পশ্চাদ্‌ভাগে চাহিয়া দেখিলেন, মাতা ও পিতা দুই জনেই বিষণ্ণ ও বিহ্বল চিত্তে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন। কিন্তু তিনি পাশবদ্ধ অশ্বশাবকের ন্যায়, ধর্ম্মপাশে বদ্ধ থাকাতে, প্রকাশ্য হইয়া, জননীকে দেখিতে পারিলেন না, দৃষ্টি সংকোচ করিয়া লইলেন। পিতা ও মাতা চিরকালই যানে আরোহণ ও সুখভোগ করিয়াছেন; দুঃখের বার্ত্তামাত্র জানেন না। সুতরাং তাঁহাদিগকে পদব্রজে আসিতে দেখিয়া তিনি সুমন্ত্রকে, শীঘ্র যাও, বলিয়া, উত্তেজনা করিতে লাগিলেন। অঙ্কুশের আঘাত করিলে, হস্তী যেমন অসহ্য জ্ঞান করে, পুরুষশ্রেষ্ঠ রামও তেমনি পিতা ও মাতার সেই শোচনীয় অবস্থা দেখিতে পারিলেন না। বৎসকে বাঁধিয়া রাখিলে, বৎসলা ধেনু যেমন তাহাকে দেখিবার জন্য সেই গৃহের প্রতি ধাবমান হয়, কৌশল্যাও তেমনি রামের উদ্দেশে বেগে দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বার বার, হা রাম! হা সীতা, হা লক্ষ্মণ! বলিয়া চীৎকার ও রোদন করিতে করিতে এইরূপে রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতে লাগিলেন। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার জন্য তাঁহার নয়নযুগল হইতে অবিরল অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। এবং তিনি অসহ্য শোকে অধীর হইয়া, পদে পদেই স্খলিত হইতে লাগিলেন। রাম তদবস্থা জননীকে বারম্বার দেখিতে আরম্ভ করিলেন ঐ সময় রাজা দশরথ, থাক থাক, বলিয়া চীৎকার ও রাম, যাও যাও, বলিয়া ত্বরা প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সুমন্ত্রের মন চক্রদ্বয়ের মধ্য-পতিতের ন্যায়, নিতান্ত দোলায়িত হইয়া উঠিল। রাম তদ্দর্শনে তাঁহাকে কহিলেন, রাজা যদি আমার কথা শুনিলে না, বলিয়া তোমার তিরস্কার করেন, তখন তুমি বলিও, আমি শুনিতে পাই নাই। দেখ, আর অধিক বিলম্ব করা সহ্য হয় না। উহাতে দুঃখ ভিন্ন কিছুই সুখ নাই। অতএব রথ চালাইয়া যাও।

সুমন্ত্র রামের আজ্ঞানুসারে, পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান পুরবাসী লোক সকলের নিকট বিদায় লইয়া, অশ্বগণ আপনাপনি গমন করিতে লাগিলেও, তাহাদিগকে পুনরায় চালনা করিলেন। তখন রাজার পরিজন সকল এবং নগরবাসী ব্যক্তিবর্গ রামকে প্রদক্ষিণ করিয়া, স্বস্ব শরীরমাত্রে গমনে ক্ষান্ত হইলেন ; কিন্তু তাঁহাদের মন অতিমাত্র বেগে রামের সঙ্গে সঙ্গেই ধাবমান হইল। অমাত্যগণ মহারাজ দশরথকে বলিতে লাগিলেন, যিনি পুনরায় আসিবেন, বলিয়া, ইচ্ছা করা যায়, অধিক দূর তাঁহার অনুগমন করিতে নাই। দারুণ সন্তাপ বশতঃ রাজার সর্ব্ব শরীর ঘর্ম্মাক্ত ও মূর্ত্তি নিতান্ত মলিন হইয়াছিল। তিনি মন্ত্রিগণের এই শাস্ত্রসম্মত কথা শুনিয়া, নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পত্নীগণের সহিত, সেই স্থানেই অবস্থিতি করিয়া, রামকে এক-দৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন, আর অনুগমন করিলেন না।

একচত্বারিংশ সর্গ।

পুরুষোত্তম রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া, নিষ্ক্রান্ত হইলে, অন্তঃপুর মধ্যে স্ত্রীগণের তুমুল আর্ত্তশব্দ উত্থিত হইল। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, যিনি অনাথ, দুর্ব্বল ও শোচনীয় ব্যক্তিদিগকে সকল সুখ প্রদান ও সকল আপদে রক্ষা করেন, সকলের রক্ষা কর্ত্তা সেই রাম কোথায় যাইতেছেন। মিথ্যা দোষারোপ করিলেও যিনি ক্রুদ্ধ হন না, যিনি ক্রোধের হেতু সমস্ত বিসর্জ্জন করিয়া, ক্রুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে সান্ত্বনা করেন এবং যিনি লোকের দুঃখে দুঃখ বোধ করেন, সেই রাম কোথায় যাইতেছেন! যে মহাতেজা মায়ের মত আমাদিগের প্রতি ব্যবহার করেন, সেই মহাত্মা রাম কোথায় যাইতেছেন! রাজা কৈকেয়ীর পীড়নে বনে যাইতে আজ্ঞা করাতে, সমুদায়

সংসারের পরিত্রাণকর্ত্তা রাম কোথায় যাইতেছেন! হায়। রাজা দশরথের বুদ্ধি নাই; সেই জন্য ইনি সমুদায় জীব লোকের আশ্রয়, এবং সত্য ও ধর্ম্ম নিরত রামকে বনে দিতেছেন! এইরূপে মহিষীগণ সকলেই বৎসহীনা ধেনুর ন্যায়, দুঃখে অভিভূত হইয়া রোদন ও উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। রাজা দশরথ পুত্রশোকে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছিলেন। অন্তঃপুর মধ্যে সেই ঘোর আর্ত্তশব্দ শ্রবণ করিয়া, আরও শোকাচ্ছন্ন হইলেন। ঐ সময়ে রামের শোকে গৃহস্থগণ হোম ও বেদ পাঠ রহিত করিলেন; চন্দ্র আর প্রকাশিত হইলেন না; সূর্য্য অন্তর্দ্ধান করিলেন; হস্তী সকল মুখের গ্রাস ত্যাগ করিল, গো সকল বৎসদিগকে দুগ্ধ পান করিতে দিল না; জননী জ্যেষ্ঠপুত্রকে দেখিয়া আর আদর অবেক্ষা করিলেন না; ত্রিশংকু, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি এবং শনি ও শুক্র প্রভৃতি অন্যান্য গ্রহ সকল বক্রগতিতে চন্দ্রকে আক্রমণ পূর্ব্বক দারুণ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল; নক্ষত্র সকলের প্রভা তিরোহিত হইল; গ্রহ সকল তেজোহীন, ধূমাচ্ছন্ন ও স্বস্ব কেন্দ্রের বহির্ভূত হইয়া আকাশে আর প্রকাশ পাইল না এবং সুনিবিড় জলদাবলী বায়ুবেগে উত্থিত হইয়া, মহাসাগরের ন্যায় দৃশ্য ধারণ করিল। ফলতঃ রাম বনে প্রস্থান করিলে, সমুদায় নগর একান্ত কম্পিত হইয়া উঠিল। সমুদায় দিক্ নিতান্ত আকুল ও যেন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। কি গ্রহ, কি নক্ষত্র কিছুরই আর স্ফূর্ত্তি রহিল না। নগরবাসী ব্যক্তিমাত্রেই, রামের বিয়োগে যেমন নিতান্ত ব্যাকুল হওয়া উচিত, সহসা তাহা অপেক্ষাও অধিক ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আহার বা বিহার, কিছুতেই কাহারও আর মন গেল না। অনবরত শোক সন্তাপ বশতঃ অযোধ্যার তাবৎ লোকেই সর্ব্বদা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিল এবং রাজা দশরথের প্রতি রুষ্ট হইয়া উঠিল। রাজপথগামী ব্যক্তিমাত্রেরই মুখ চক্ষুর জলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

সকলেই শোকে আচ্ছন্ন ও একান্ত অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। শীতল বায়ু আর প্রবাহিত হইল না; চন্দ্রের আর সে মনোহারিতা রহিল না; এবং সূর্য্যও আর তাপদান করিলেন না; এইরূপে সমুদায় সংসার নিতান্ত আকুল হইয়া উঠিল। পুত্র পিতা মাতার, স্বামী স্ত্রীর, এবং ভ্রাতা ভ্রাতার আর কোন অপেক্ষাই রাখিলেন না। এইরূপে সকলেই সকলই ত্যাগ করিয়া, একমাত্র রামের চিন্তায় মগ্ন হইয়া পড়িলেন। যাঁহারা রামের সুহৃৎ, তাঁহাদের সমুদায় জ্ঞান চৈতন্য রহিত হইল। তাঁহারা শোকভারে আচ্ছন্ন হইয়া, নিদ্রা ত্যাগ করিলেন।

অনন্তর, ইন্দ্রের পতন হইলে, পর্ব্বতসহিত পৃথিবী যেমন শোক ও ভয়ে নিতান্ত সন্তাপিত হইয়া, ভয়ঙ্কর-রূপে বিচলিত হইয়া উঠে, মহাত্মা রাম বিরহে অযোধ্যাও তেমনি অশ্ব, গজ ও যোদ্ধৃগণের সহিত একান্ত চঞ্চল হইয়া, দারুণ দুঃখাবেশে চীৎকার করিতে লাগিল।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

রাম দৃষ্টির বাহির হইয়া গেলেও, যতক্ষণ তাঁহার রথের ধূলি দেখা যাইতে লাগিল, তাবৎ রাজা দশরথ এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, কোন মতেই চক্ষু ফিরাইলেন না। রাম তাঁহার অত্যন্ত ধার্ম্মিক ও পরম প্রীতিময় পুত্র। সুতরাং তিনি এইরূপে ধূলি লক্ষ্য করিয়া, যতক্ষণ রামকে দেখিতে পাইলেন, ততক্ষণ আপনার দেহ উত্থিত করিয়া রহিলেন। যখন আর কোন মতেই ধূলি পর্য্যন্তও তাঁহার লক্ষ্য হইল না, তখন তিনি নিতান্ত ব্যাকুল ও বিষণ্ণ হইয়া, ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। তদ্দর্শনে কৌশল্যা তাঁহাকে উত্থান করাইয়া, দক্ষিণ হস্তে ধারণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ আপনার পুরের দিকে গমন করিলেন। ভরত-জননী কৈকেয়ী তাঁহার বামপার্শ্ব ধারণ করিলেন। তদ্দর্শনে,

ধর্ম্ম, নীতি ও সদাচার সম্পন্ন রাজা দশরথ ব্যথিত চিত্তে কৈকেয়ীকে বলিতে লাগিলেন, কৈকেয়ি! তুমি অতি পাপিনী। অতএব আমার অঙ্গ স্পর্শ করিও না। আমি তোমার মুখ দেখিতে চাহি না। তুমি আমার স্ত্রী নও এবং তোমার সহিত আর আমার কোনরূপ সম্বন্ধও নাই। অধিক কি, যাহারা তোমার পোষ্য ও আশ্রিত, তাহারাও আর আমার নহে এবং আমিও আর তাহাদের নহি। তুমি কেবল নিজের অর্থেই তৎপর এবং সেই জন্য ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াছ। আমিও তোমায় ত্যাগ করিলাম। অধিক কি, আমি যে তোমার পাণি গ্রহণ ও তোমায় অগ্নি প্রদক্ষিণ করাইয়াছিলাম, তৎ সমস্তও ত্যাগ করিলাম। তজ্জন্য ইহলোকে ও পরলোকে আর তোমার সহিত আমার কোনরূপ সম্বন্ধাদি রহিল না। আর, ভরত যদি এই অক্ষয় রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া, হর্ষিত হয়, তাহা হইলে, আমার মরণান্তর সে যে পিণ্ডাদি দিবে, তাহা যেন আমায় পাইতে না হয়।

কৌশল্যা শোকে নিতান্ত শুষ্কভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি ধূলি-ধূষরিত-দেহ রাজা দশরথকে উত্থান করাইয়াই, নিবৃত্তা হইলেন। ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্রহ্মহত্যা অথবা ইচ্ছাপূর্ব্বক হস্ত দ্বারা অগ্নি স্পর্শ করিলে, যেরূপ অনুতাপ হয়, রাজা দশরথ প্রিয় পুত্র রামকে চিন্তা করিয়া, সেই ভাবে অনুতাপ করিতে লাগিলেন। রামের রথ যে পথে গিয়াছিল, তিনি সেই পথে বারম্বার নিবৃত্ত হইয়া, অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। তৎকালে রাহু-গ্রস্ত সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার রূপ নিতান্ত মলিন হইয়া উঠিল। তিনি দুঃখে অতিমাত্র কাতর হইয়া, প্রিয় পুত্র রামকে স্মরণ করিয়া, বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং রাম নগরের বাহির হইয়া পড়িয়াছেন, বুঝিয়া, বলিতে লাগিলেন, হায়, যে সকল প্রধান প্রধান অশ্ব আমার প্রিয় পুত্র রামকে বহন করিতেছে, পথিমধ্যে

তাঁহাদের এই পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে; কিন্তু সেই মহাত্মা রাম আমার দর্শনগোচর হইতেছেন না! যিনি চন্দনচর্চিত হইয়া, সুখে উপধানে শয়ন করেন এবং উত্তমরূপে অলঙ্কার-ধারিণী রমণী সকল তৎকালে যাঁহাকে বীজন করিয়া থাকে, আমার সকল পুত্রের শ্রেষ্ঠ সেই রাম আজি নিশ্চয়ই কোন বৃক্ষ-মূল আশ্রয় করিয়া, কাষ্ঠ বা পাষাণে উপধান করত, শয়ন করিবেন, এবং করিণীগণের পতি গজ যেমন প্রস্রবণ হইতে উত্থিত হয়, তিনিও তেমনি নিতান্ত কাতর হইয়া, নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক ধূলি-ধূষরিত কলেবরে ভূমি হইতে উত্থিত হইবেন। বনচর পুরুষগণ নিশ্চয়ই দর্শন করিবে, দীর্ঘবাহু রাম আমার সকল লোকের নাথ হইয়াও, এইরূপে গাত্রো-থান পূর্ব্বক অনাথের ন্যায় গমন করিতেছেন! জনকের প্রিয়-নন্দিনী, সর্ব্বদা-সুখ-ভাগিনী সীতা নিশ্চয়ই আজি কণ্টক সকলে পদ বিক্ষেপ করিয়া, নিতান্ত বিধুরা হইয়া, গমন করি-বেন! তিনি বনের কিছুই জানেন না, সুতরাং হিংস্র জন্তুগণের লোমাঞ্চকর গভীর গর্জ্জন শুনিয়া, নিশ্চয়ই ভয়ে অভিভূতা হইবেন। রে কৈকেয়ি! তোমার কামনা সিদ্ধ হউক; তুমি বিধবা হইয়া রাজ্য কর। পুরুষোত্তম রাম বিনা আমি কখনই বাঁচিতে পারিব না। এইরূপে রাজা দশরথ বহুতর লোকে বেষ্টিত হইয়া, মৃত-স্নান করিয়া যেন, বিলাপ করিতে করিতে পুরশ্রেষ্ঠ অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। তৎকালে অযোধ্যা নিতান্ত দুঃখাচ্ছন্ন হইয়াছিল। উহার গৃহ সকলের ভিতর বাহির সর্ব্বত্রই লোক শূন্য হইয়াছিল। হট্ট সকলে ক্রয় বিক্রয় এক বারেই বন্ধ হইয়াছিল। অধিবাসীমাত্রেই ক্লান্ত, দুর্ব্বল ও দুঃখে অভিভূত হইয়াছিল। এবং প্রধান প্রধান পথ সকলও একপ্রকার জনশূন্য হইয়াছিল। রাজা দশরথ সমুদায় নগ-রীর ঐপ্রকার দুর্দশা দর্শন করিয়া, একমাত্র রামকেই চিন্তা করত বিলাপ করিতে করিতে, সূর্য্য যেমন মেঘমধ্যে প্রবেশ

করেন, তেমনি গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। গরুড় কর্তৃক পন্নগ বিনষ্ট হইলে, মহাহ্রদের যেরূপ আর কোনরূপ গৌরব থাকে না, রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাবিরহে ঐ গৃহও তেমনি ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

অনন্তর রাজা গদ্‌গদ শব্দে বিলাপ করিয়া, পরম শোচনীয় ও মৃত্যু-সদৃশার্থ বাক্যে অনুচ্চ স্বরে বলিতে লাগিলেন, যে কেহ এখানে আছে, তাহারা আমাকে শীঘ্র রামজননী কৌশল্যার গৃহে লইয়া যাক, অন্যত্র থাকিলে, আমার হৃদয়ের সন্তাপ দূর হইবে না। তিনি এইপ্রকার কহিলে, দ্বারপালগণ তাঁহাকে কৌশল্যার গৃহে লইয়া গিয়া, ধীরে ধীরে পর্য্যঙ্কে সন্নিবেশিত করিল। এইরূপে কৌশল্যার গৃহে প্রবেশ করিয়া, শয়ন করিয়া থাকিলেও, তাঁহার মন বিহ্বল হইয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন, রাম, লক্ষ্মণ ও বধূ জানকী বিরহে ঐ গৃহ, চন্দ্রশূন্য আকাশের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে। উহার আর কিছুমাত্র শোভা নাই। তদ্দর্শনে মহাবল মহাবাহু দশরথ বাহু উদ্যত করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করত বলিতে লাগিলেন, হা রাম! তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া গেলে। হায়, রাম বন হইতে ফিরিয়া আসিলে, যাহারা তৎকাল পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গন ও দর্শন করিবে, তাহারাই সুখী এবং তাহারাই লোক মধ্যে প্রধান পুরুষ!

ঐ সময়ে আপনার কাল-রাত্রির ন্যায়, রাত্রি উপস্থিত হইলে, রাজা দশরথ নিশীথ সময়ে কৌশল্যাকে কহিলেন, কৌশল্যে! আমি তোমায় দেখিতে পাইতেছি না; অতএব তুমি আমায় হস্ত দ্বারা সম্যক্‌রূপে স্পর্শ কর। আমার দৃষ্টি মনের সহিত রামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়াছে, এখনও ফিরিতেছে না। এই-রূপে দশরথ শয্যা আশ্রয় পূর্ব্বক রামচিন্তায় মগ্ন হইয়া পড়ি-লেন, দেখিয়া, নিতান্ত ব্যাকুলভাবাপন্না দেবী কৌশল্যা তাঁহার নিকটে উপবেশন পূর্ব্বক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া করুণ স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

—০—

রাজা দশরথ শোকভরে শয্যায় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, দেখিয়া কৌশল্যা পুত্রশোকে অভিভূতা হইয়া, তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, সর্প সদৃশ কুটিলচরিত্রা কৈকেয়ী নির্ম্মোক-নির্ম্মুক্ত (খোলসছাড়া) সর্পিণীর ন্যায় নরোত্তম রামে কৌটিল্য-বিষ নিক্ষেপ করিয়াছে, এখন নিশ্চিন্ত হইয়া বিচরণ করিবে। অধিক কি, রামকে বনে দিয়া ভাগ্যধরী কৈকেয়ীর মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে। এখন সে সর্ব্বদা সাবধান হইয়া, গৃহ-মধ্য-গত ক্রূর ভুজঙ্গীর ন্যায়, আমাকে নিতান্ত ত্রাসিত করিবে। আহা; কৈকেয়ী যদি এই বর লইত, রাম গৃহে থাকিয়া, এই নগরে ভিক্ষা করুন, অথবা আমার দাস হইয়া থাকুন, তাহাও আমার পক্ষে ভাল হইত। কিন্তু সর্ব্বদা যাগশীল ব্রাহ্মণ যেমন পর্ব্বদিনে রাক্ষসগণের ভাগ নিক্ষেপ করেন, কৈকেয়ী তেমনি আমার রামকে ইচ্ছা করিয়া, রাজ্যভ্রষ্ট করত দূর করিয়া দিল! আর আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইব না! এক্ষণে গজরাজ-গতি মহাবাহু ধনুর্দ্ধর বীর রাম ভার্য্যা ও লক্ষ্মণের সহিত নিশ্চয়ই বনে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা বনবাসের দুঃখ কখনও জানেন না। কিন্তু তুমি কৈকেয়ীর মতানুসারে তাঁহাদিগকে বনে বাস করিবার জন্য বিসর্জ্জন করিলে। তাঁহাদের কি গতি হইবে! তাঁহাদের এই যুবা বয়স; নানাপ্রকার সুখ-ভোগের সময়। কিন্তু তুমি তাঁহাদিগকে সকল সুখেই বঞ্চিত করিয়া বনে দিলে! আহা, তাঁহারা ফল মূল মাত্র ভক্ষণ করিয়া, নিতান্ত দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া, কিরূপে তথায় বাস করিবেন! আমি যদি ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত রামকে দেখিতে

পাই, এখনিই আমার সমুদায় শোক দূর ও পরমসুখোৎপত্তি হয়। না জানি, কত দিনে আবার দুই ভ্রাতা বন হইতে নিকটে আসিয়াছেন শুনিয়াই সমুদায় অযোধ্যায় ধ্বজ সকল মালার ন্যায় শ্রেণী বদ্ধ রূপে উত্থিত এবং অধিবাসীমাত্রেই আহ্লাদিত হইবে এবং কতদিনেই বা তাঁহারা পুনরায় আসিয়াছেন, দেখিয়া, এই নগরী পর্ব্বকালীন সাগরের ন্যায়, হর্ষিত হইয়া উঠিবে! অথবা, কতদিনে আবার মহাবাহু বীর রাম, বৃষভ যেমন নিজ বধূকে, তেমনি বধূমাতা জানকীকে অগ্রে লইয়া, অযোধ্যায় প্রবেশ করিবেন! কতদিনে আবার রাম লক্ষ্মণ রাজপথে প্রবেশ করিলে, সহস্র সহস্র প্রাণী একত্র হইয়া, তাঁহাদের উপরি রাশি রাশি লাজ বর্ষণ করিবে! কত দিনে আমি সেই শত্রুদমন রাম লক্ষ্মণকে প্রচণ্ড আয়ুধ ও খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক শৃঙ্গ সমেত পর্ব্বতদ্বয়ের ন্যায়, অযোধ্যায় প্রবেশ করিতে দেখিব! কত দিনে তাঁহারা কন্যা ও ব্রাহ্মণগণের প্রদত্ত ফল ও কুসুম সমস্ত প্রতিগ্রহ করিয়া সহর্ষে পুরী প্রদক্ষিণ করিবেন! আহা, রাম আমার জ্ঞানে বৃদ্ধ ও বয়সে দেবতার সমান এবং অতিশয় ধর্ম্মনিষ্ঠ। তিনি আবার কত দিনে তিন বৎসরের শিশুর ন্যায় ক্রীড়া করিতে করিতে আমার অভিমুখে আসিবেন! বুঝিলাম, পূর্ব্বে আমি নিশ্চয়ই নীচতা অবলম্বন পূর্ব্বক বৎস সকলের দুগ্ধ পান করিবার সময় তাহাদের মাতৃগণের স্তন সকল ছেদন করিয়া ছিলাম। হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ! সেই পাপেই সিংহ যেমন ধেনুর বৎস হরণ করে, কৈকেয়ীও তেমনি বলপূর্ব্বক বালবৎসাধেনুর ন্যায় নিতান্ত পুত্র বৎসলা আমাকে বৎসহীন করিল; কিন্তু আমার এক বই দ্বিতীয় পুত্র নাই। অতএব আমি সর্ব্বগুণাকর সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ সেই পুত্র বিনা কোন অংশেই বাঁচিতে পারিব না। অথবা, প্রিয়পুত্র মহাবল লক্ষ্মণকেও দেখিতে না পাইলে, বাঁচিয়া থাকিতে আর আমার সাধ্য হইবে না। গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড

যেমন খরতর হইলে, ভগবান্ দিবাকর রশ্মিসমূহে পৃথিবী দাহ করেন, পুত্রশোকসমুদ্ভূত অগ্নি তেমনি প্রজ্বলিত হইয়া, আ-মাকে অতিমাত্র সন্তাপিত করিতেছে।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

প্রমদোত্তমা কৌশল্যা এই রূপে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে, ধর্ম্মনিষ্ঠা সুমিত্রা তাঁহাকে ধর্ম্ম-সঙ্গত বাক্যে কহিলেন, তোমার পুত্র রাম সকল সদ্গুণের আধার ও পুরুষগণের মধ্যে প্রধান। তুমি কি জন্য ব্যাকুল হইয়া, বিলাপ ও রোদন করি-তেছ? আর্য্যে! তোমার মহাবল পুত্র রাম রাজ্য ত্যাগ করিয়া, বনে গিয়াছেন, ইহাতে তিনি ভালই করিয়াছেন। দেখ, ইহাতে তাঁহার মহাত্মা পিতার সত্যবাদিতা রক্ষা করা হইয়াছে। এইরূপে যিনি পরলোকহিতকর সাধুসম্মত ধর্ম্মে সর্ব্বদাই অবস্থিতি করেন, এবং যিনি উৎকৃষ্ট-গুণসম্পন্ন, সেই রামের জন্য শোক করা কখন উচিত হয় না। আরও দেখ, যে লক্ষ্মণ সর্ব্বভূতেই দয়াবান্, এবং কোন অংশেই যাঁহার পাপ নাই, সেই লক্ষ্মণ সর্ব্বদাই পিতৃনির্ব্বিশেষে রামের শুশ্রূষা করিয়া থাকেন। ইহাও রামের পরম সুখ বলিতে হইবে। অধিক কি, সর্ব্বদা সুখভাগিনী জানকী, বনবাসের দুঃখ বিশেষরূপে জ্ঞাত থাকিলেও, তোমার পরম ধার্ম্মিক পুত্রের অনুগামিনী হইয়াছেন। এই রূপে ভ্রাতা ও পত্নী সঙ্গে থাকিতে, রামের দুঃখের সম্ভাবনা কি? ফলতঃ, যিনি সত্য, দম ও ব্রতনিষ্ঠ এবং পিতৃবাক্যে বনে গিয়া সকল লোকেই কীর্ত্তিরূপ পতাকা প্রবর্ত্তিত করিলেন, তোমার পুত্র সেই রামের কি না অভীষ্ট সিদ্ধ হইল? নিশ্চয় জানিও, রাম যেরূপ সচ্চরিত্র ও অতিশয় মহাত্মা, সূর্য্যদেব তাহা জানিয়া, স্বীয়

কিরণে তাঁহার গাত্র সন্তপ্ত করিতে পারিবেন না। বায়ু সকল কালেই সুখস্পর্শ ও অনুকূল হইয়া, উপযুক্তরূপ শৈত্য ও উষ্ণতা ধারণ পূর্ব্বক কানন হইতে বহির্গমন করত রামের সেবা করিবে। তিনি রাত্রিতে যখন শয়ন করিবেন, তখন চন্দ্রদেব, পিতার ন্যায়, সুশীতল কিরণপরম্পরায় স্পর্শ ও আলিঙ্গন করিয়া, তাঁহাকে আহ্লাদিত করিবেন। ব্রহ্মা যুদ্ধে তিমিধ্বজ-পুত্র দানবেন্দ্রকে নিহত দেখিয়া, যাঁহাকে দিব্যাস্ত্র সকল প্রদান করিয়াছেন, সেই পরম তেজস্বী মহাবীর পুরুষসিংহ রাম আপনারই বাহুবল আশ্রয় করিয়া, নির্ভয় হইয়া, গৃহের ন্যায় বনে বাস করিবেন। শত্রুগণ যাঁহার বাণ-পথে পতিত হইলে, বিনাশ প্রাপ্ত হয়, পৃথিবী অবশ্যই তাঁহার শাসনে থাকিবে। রামের যেরূপ শ্রী, যেরূপ বীর্য্য ও যেপ্রকার বলাতিশয্য, তাহাতে, তিনি বন হইতে আসিয়াই সত্বর আপনার রাজ্য অধিকার করিবেন। ফলতঃ, যে রাম সূর্য্যেরও সূর্য্য, অগ্নিরও অগ্নি, প্রভুরও প্রভু, শ্রীরও শ্রী, কীর্ত্তিরও কীর্ত্তি, পৃথিবীরও পৃথিবী, দেবগণেরও দেবতা এবং ভূতগণেরও মহাভূত, হে দেবি! বনে বা নগরে যেখানেই থাকুন, কুত্রাপি তাঁহার কোনরূপ অনিষ্টাপত্তির সম্ভাবনা নাই। পৃথিবী, সীতা ও লক্ষ্মী এককালেই এই তিনের সহিত রাম শীঘ্রই রাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন। বিশেষতঃ, তিনি বনবাস জন্য নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে, অযোধ্যাবাসী ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া, যখন শোকাবেগে অভিভূত হইয়া, দুঃখ বশতঃ চক্ষুর জল ফেলিয়াছিল, তখন নিঃসন্দেহই তাঁহার রাজ্যলাভ হইবে। অথবা, সকলের অপরাজিত রাম কুশ-চীর ধারণ করিয়াও, দীপ্যমান হইয়া, গমন করিতে আরম্ভ করিলে, সীতা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায়, তাঁহার অনুগামিনী হইয়াছেন। তখন তাঁহার আর কোন্ বিষয় অপ্রাপ্য হইতে পারে? অথবা, ধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ স্বয়ং বাণ ও খড়্গ ধারণ করিয়া, যাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করেন তাঁহারই বা

কি দুর্লভ হইতে পারে? তুমি নিশ্চয়ই দেখিবে, রাম বনবাস-ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া, পুনরায় এখানে আসিয়াছেন। দেবি! আমি এ কথা সত্য বলিতেছি। অতএব শোক ও মোহ ত্যাগ কর। অয়ি অনিন্দিতে! অয়ি কল্যাণি! তোমার পুত্র, চন্দ্রের ন্যায় পুনরায় উদিত হইয়া, মস্তক দ্বারা তোমার চরণ বন্দনা করিতেছেন, তুমি দেখিতে পাইবে। এবং তুমি পুনরায় তাঁহাকে পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট, অভিষিক্ত ও পরম সমৃদ্ধিসম্পন্ন দর্শন করিয়া, শীঘ্রই নেত্রদ্বয়ে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিবে। অতএব দেবি! সমুদায় শোক ও দুঃখ ত্যাগ কর। ইহাতে রামের অকল্যাণ করা হয়। তুমি শীঘ্রই ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত রামকে দেখিতে পাইবে। অয়ি অনঘে! এই সকল লোক শোকাচ্ছন্ন হইয়াছে। ইহাদিগকে এখন আশ্বাস প্রদান করা তোমারই কর্ত্তব্য হইতেছে। কিন্তু তুমি নিজেই আন্তরিক শোকভারে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছ। এ সময় তোমার কি এরূপ করা উচিত হয়? দেবি! রাম অপেক্ষা পৃথিবীতে সৎপথাবলম্বী আর কেহই নাই। সেই রাম তোমার পুত্র। অতএব শোক করা তোমার কোন অংশেই শোভা পায় না। বর্ষাকালীন মেঘমণ্ডলী যেমন আহ্লাদভরে জলধারা বর্ষণ করে, রামকে অতি শীঘ্রই বন্ধু বান্ধবগণে বেষ্টিত হইয়া, পুনরায় চরণ বন্দনা করিতে দেখিয়া, তুমিও তেমনি আহ্লাদে অবিরল অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিবে। তোমার রাম সকলেরই মনোবাঞ্ছা সাধন করেন। তিনি পুনরায় শীঘ্রই অযোধ্যায় আগমন করিয়া, সুকোমল ও সুগোল বাহুযুগলে তোমার পদদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক প্রণাম করিবেন। মেঘমালা যেমন পর্ব্বতকে অভিষিক্ত করে, সকল লোকের নমস্য মহাবল রাম সুহৃৎ সমভিব্যাহারে ঐরূপে অভিবাদন করিতে আরম্ভ করিলে, তুমিও তেমনি হর্ষভরে অশ্রুধারা বর্ষণ করিয়া, তাঁহাকে অভিষিক্ত করিবে।

বাক্য-প্রয়োগনিপুণা অনিন্দিতা দেবী সুমিত্রা রামমাতা

কৌশল্যাকে বিবিধ বাক্যে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক এই রূপ কহিয়া নিবৃত্তা হইলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া, নরদেবমহিষী কৌশল্যার সমুদায় শোক, শরৎকালীন স্বল্পসলিলবিশিষ্ট মেঘের ন্যায়, তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া গেল।

—০—

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

এ দিকে সত্যপরাক্রম মহাত্মা রাম বনবাসে প্রস্থান করিলে, অনুরক্ত মানবগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। রাজা ও রাজার পরিজনদিগকে বলপূর্ব্বক ক্ষান্ত করা হইলেও, পুরবাসীগণ কোনমতেই ক্ষান্ত না হইয়া, রামরথের অনুগামী হইল। পরম যশস্বী গুণসম্পন্ন রাম, সাক্ষাৎ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, অযোধ্যাবাসী লোকমাত্রেরই পরম প্রীতিভাজন ছিলেন। তৎকালে সমুদায় প্রজালোক প্রার্থনা করিলেও, তিনি নিবৃত্ত না হইয়া, পিতার সত্যরক্ষার জন্য অরণ্যের দিকেই যাইতে লাগিলেন। এবং তাহাদিগকে নিজ পুত্রের ন্যায়, সস্নেহে দর্শন ও চক্ষু দ্বারা যেন পান করিয়া, স্নেহভরে কহিতে লাগিলেন, অযোধ্যাবাসী প্রজা তোমরা আমাকে যে প্রীতি ও বহুমান করিয়া থাক, অতঃপর ভরতকে সেই প্রীতি ও বহুমান প্রদর্শন করিবে। তাহা হইলেই, আমি বিশিষ্টরূপ প্রীতি অনুভব করিব। কৈকেয়ীর আনন্দবর্দ্ধন পরমসচ্চরিত্র ভরত তোমাদের ঐহিক পারত্রিক সমুদায় সুখসাধন যথারীতি সাধন করিবেন; ইহাতে সন্দেহ নাই। তিনি বয়সে বালক হইলেও, জ্ঞানে বৃদ্ধ, এবং বীর্য্যশালী হইলেও, মৃদুস্বভাব। অতএব তিনি তোমাদের উপযুক্ত অভয়দাতা প্রভু হইবেন। বিশেষতঃ, স্বয়ং দশরথ রাজগুণবিশিষ্ট ভরতকেই যখন যুবরাজ স্থির করিয়াছেন, তখন আমি, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন এবং তোমরা, সকলেরই রাজআজ্ঞা

পালন করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে, আমি বনে গেলে, মহারাজ যাহাতে শোক না পান, তোমরা তাহা করিবে। তাহা হইলেই আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইব। এই রূপে রাম যতই ধর্ম্মের দিকে যাইতে লাগিলেন, প্রজাগণ ততই তাঁহাকে অন্তরের সহিত আপনাদের রাজা করিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। অশ্রুবেগে তাহাদের দৃষ্টি রুদ্ধপ্রায় হইল এবং তাহারা নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। বোধ হইল, রাম লক্ষ্মণের সহিত তাহাদিগকে যেন নিজ গুণে বদ্ধ করিয়া আকর্ষণ করিলেন।

ঐ সকল লোকের মধ্যে জ্ঞানে, বয়সে ও তেজে এই তিন প্রকারে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত মস্তক কম্পিত করিয়া, দূর হইতে ঘোটকদিগকে বলিতে লাগিলেন, হে রামের বাহন বেগশীল অশ্ব সকল! তোমরা অতি সুজাতক। অতএব নিবৃত্ত হও; গমন করিও না এবং রামকে বনে লইয়া যাইও না। বিশেষতঃ, হে তুরঙ্গমগণ! তোমাদের কর্ণ আছে। অতএব আমরা যে প্রার্থনা করিতেছি, তাহা জানিয়া, নিবৃত্ত হও; আর গমন করিও না। রামের মন অতি পবিত্র এবং অধ্যবসায় বা সঙ্কল্প কখন বিচলিত ও পাপপথে প্রবৃত্ত হয় না। অতএব তোমরা ধর্ম্ম ভাবিয়া, ইঁহাকে বনে লইয়া যাইও না; নগরীর দিকে আনয়ন কর। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ এই রূপে করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে রাম তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। এবং লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত একমাত্র বনবাসেই দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া, ধীরে ধীরে পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। তথাপি নিবৃত্ত হইলেন না। তিনি অতিশয় সদাচারনিষ্ঠ এবং অতিমাত্র চক্ষুর্লজ্জা-বিশিষ্ট। সুতরাং ব্রাহ্মণদিগকে নিবৃত্ত করিবার জন্য বেগে রথ চালাইতে পারিলেন না।

যাহা হউক, বারংবার নিবৃত্ত করিলেও, রাম ক্ষান্ত না হইয়া, গমন করিতে লাগিলেন, দেখিয়া, ব্রাহ্মণগণ নিতান্ত

সন্তপ্ত হইয়া, ব্যাকুলচিত্তে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, তুমি অতিশয় ব্রাহ্মণভক্ত, এইজন্য সমুদায় ব্রাহ্মণই তোমার অনুগমন করিতেছেন। তাঁহাদের স্কন্ধস্থিত এই সকল অগ্নিও তোমার অনুগামী হইয়াছেন। এবং শরৎকালীন মেঘের ন্যায় শুভ্রবর্ণ এই সকল বাজপেয়-সমুত্থিত ছত্রও তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছে। দেখ, তোমার ছত্র নাই। অতএব তোমায় রৌদ্র লাগিলে, আমরা নিজের এই সকল বাজপেয় ছত্র দ্বারা ছায়া করিব। বৎস! সর্ব্বদা বেদ ও মন্ত্রের দিকেই আমাদের যে বুদ্ধি ছিল, এখন তোমার জন্য বনবাসেই সেই বুদ্ধি নিবিষ্ট করিলাম; তোমা বিনা বেদ ও মন্ত্রপাঠে আমাদের আর কি হইবে? অথবা, যে বেদ আমাদের পরম ধন, তাহা আমাদের হৃদয়েই আছে। সুতরাং, উচ্চারণ অভাবে তাহাদের কোন হানি হইতে পারে না। আর, আমাদের স্ত্রী সকল অতিশয় পতিব্রতা। আমরা না থাকিলেও, তাঁহারা সেই পাতিব্রত্য-বলে সুরক্ষিতা হইয়া, অনায়াসেই গৃহে বাস করিতে পারিবেন। আমরা যখন তোমার সঙ্গে যাইতেই মন করিয়াছি, তখন পুনর্ব্বায় সে বিষয়ে বিশেষ সঙ্কল্প করিবার প্রয়োজন নাই। তথাপি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। তুমি যদি ব্রাহ্মণবাক্য লঙ্ঘন করিয়া, ধর্ম্মের অমর্য্যাদা কর, তাহা হইলে, আর কেহই ধর্ম্মের মর্য্যাদা করিবে না। তুমি অবিচলিত ভাবে নিত্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাক। এইজন্য আমরা হংসের ন্যায় শুক্লবর্ণ কেশপাশ বিশিষ্ট মস্তক দ্বারা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্ব্বক ধরাতলে পতিত হইয়া, স্ব স্ব দেহ ধূলি-ধূসরিত করিয়া, যাচ্ঞা করিতেছি, তুমি গমনে ক্ষান্ত হও। দেখ, যে সকল ব্রাহ্মণ এখানে আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বহুতর যজ্ঞে ব্রতী আছেন। বৎস! তোমাকে নিবৃত্ত করিতে পারিলেই, তাঁহাদের ঐ সকল যজ্ঞ সমাপ্ত হয়। কি স্থাবর, জঙ্গম, প্রাণিমাত্রেই তোমাকে ভক্তি করিয়া থাকে, কেবল আমরা বলিয়া

রহে। ঐ দেখ, তাহারা সকলেই, তুমি বনে না যাও, ইহা প্রার্থনা করিতেছে। অতএব তুমি ঐ সকল ভক্তের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন কর। ঐ দেখ, মূল বদ্ধ থাকাতে, চলচ্ছক্তি রহিত হইয়াছে বলিয়া, বৃক্ষ সকল তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে পারিতেছে না। তজ্জন্য তোমাকে দেখিবার আশয়ে উন্নত হইয়া, বায়ু-বেগ সহায়ে ঝর ঝর শব্দ করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছে! ঐ দেখ, পক্ষী সকলও আর আহার বিহারে কোন চেষ্টা না করিয়া, একমাত্র বৃক্ষে থাকিয়াই, সর্ব্বভূতানুকম্পী তোমাকে নিবৃত্ত হইবার জন্য বারংবার প্রার্থনা করিতেছে!

এই রূপে দ্বিজাতিগণ রামকে গমনে ক্ষান্ত করিবার জন্য, চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলে, ক্রমে তরঙ্গিণী তমসা তাঁহাকে যেন বারণ করিতে করিতে সকলের দর্শনগোচর হইলেন। তখন সুমন্ত্র পরিশ্রান্ত অশ্বদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন এবং শ্রম নিবৃত্তির জন্য তাহাদিগকে ভূমিতে লুণ্ঠিত ও জলপান করাইলেন। পরে তাহাদিগকে স্নান করাইয়া, তমসার নিকটে চরাইয়া লইলেন।

—০—

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

পরে রাম রমণীয় তমসাতীর আশ্রয় করিয়া, সীতার প্রতি দৃষ্টিপাত করত লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! অদ্য আমাদের বনবাসের এই প্রথম রাত্রি উপস্থিত। তুমি কোন অংশেই উৎকণ্ঠিত হইও না, তোমার কল্যাণ হউক। চতুর্দ্দিকে মৃগ ও পক্ষী সকল স্ব স্ব গৃহাভিমুখে আগমন করত সশব্দে মধ্যে প্রবেশ করাতে, ঐ নির্জ্জন অরণ্য সকল যেন ক্রন্দন করিতেছে, দেখ। আজি হইতে আমরা বনবাসী হইলাম। পিতার রাজধানী অযোধ্যানগরী সমুদায় স্ত্রী পুরুষ সহিত আমাদিগকে

উদ্দেশ করিয়া শোক করিবে, সন্দেহ নাই। হে নরশ্রেষ্ঠ! নানা গুণে অযোধ্যাবাসী ব্যক্তিগণ, তোমাকে, আমাকে, ভরত ও শত্রুঘ্নকে এবং রাজাকে, সকলকেই বিশেষ প্রীতি করিয়া থাকে। এক্ষণে পিতা ও যশস্বিনী মাতার জন্য আমার শোক হইতেছে। কেন না, তাঁহারা আমাদের জন্য নিরন্তর রোদন করিয়া অন্ধ হইবেন। অথবা, ভরত অতি ধার্ম্মিক। তিনি নিশ্চয়ই ধর্ম্ম, অর্থ ও কামসঙ্গত বাক্যে তাঁহাদিগকে আশ্বাসিত করিবেন। হে মহাবাহো! ভরত যেরূপ দয়ালু, তাহা বারংবার চিন্তা করিলে, পিতা মাতার জন্য আমার আর শোক হয় না। হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি যদি সঙ্গে না আসিতে, তাহা হইলে, জানকীরে রক্ষা করিবার জন্য আমাকে অন্য সাহায্যের চেষ্টা করিতে হইত। অতএব তুমি সঙ্গে আসিয়া, যত দূর ভাল করিতে হয়, করিয়াছ। যাহা হউক, লক্ষ্মণ! যদিও এখানে নানাপ্রকার বন্য খাদ্য সামগ্রীর অভাব নাই, তথাপি জলমাত্র পান করিয়া আমরা অদ্য রজনী বাস করিব, ইহাই আমার অভিপ্রায়। তিনি লক্ষ্মণকে এইপ্রকার কহিয়া, সুমন্ত্রকেও আদেশ করিলেন, সৌম্য! তুমি সাবধানে অশ্বদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ কর। তখন সুমন্ত্র সূর্য্যাস্ত সময়ে অশ্বদিগকে উত্তমরূপে বন্ধন পূর্ব্বক প্রচুর ঘাস খাওয়াইয়া, পুনরায় রামের নিকটে আসিলেন। অনন্তর তিনি মঙ্গলময়ী সন্ধ্যা বন্দনা করিয়া, রাত্রি উপস্থিত হইয়াছে, দেখিয়া, লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া, রামের জন্য শয্যা প্রস্তুত করিলেন। তমসাতীরে বৃক্ষপত্রে শয্যা প্রস্তুত হইয়াছে, দেখিয়া, রাম ভার্য্যা ও ভ্রাতার সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন। এবং প্রবেশ করিয়া, সীতার সহিত নিদ্রা গেলেন; দেখিয়া, লক্ষ্মণ সুমন্ত্রকে তাঁহার নানাপ্রকার গুণের কথা বলিতে লাগিলেন। এইরূপে উভয়ে জাগিয়া থাকিয়া, রামের গুণরাশি বর্ণন করিতে করিতে, তমসাতীরে সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। তমসার তীর গোসমূহে পরিব্যাপ্ত।

রাম প্রজাগণের সহিত তাহার নিকটে বনবাসের প্রথম রাত্রি অবস্থিতি করিলেন। অনন্তর প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া, প্রজাদিগকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক শুভলক্ষণলক্ষিত ভ্রাতা লক্ষ্মণকে বলিলেন, লক্ষ্মণ! দেখ, প্রজাগণ আমাদের প্রতি অনুরাগ বশতঃ গৃহবাস ত্যাগ করিয়া, বৃক্ষমূলেই গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়াছেন; এই সকল নগরবাসী আমাদিগকে নিবৃত্ত করিবার জন্য যেরূপ যত্ন করিতেছেন, তাহা আমার অবিদিত নাই। ইঁহারা প্রাণ দিবেন, তথাপি আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন না। অতএব ইঁহারা না জাগিতে জাগিতে, শীঘ্র রথে আরোহণ করিয়া, যে পথে কুত্রাপি ভয় নাই, সেই পথে গমন করি, চল। দেখ, ইঁহারা আমাদিগকে অতিশয় প্রীতি করেন। আমাদের জন্য অনর্থক ইঁহাদের কষ্ট পাওয়া উচিত হয় না। সুতরাং আমরা ঐরূপে প্রস্থান করিলে, ইঁহাদিগকে আর বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া,এক্ষণকার মত নিদ্রা যাইতে হইবে না। আরও দেখ,পুরবাসীদিগকে আত্মকৃত দুঃখ হইতে মোচন করা রাজপুত্রদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহাদিগকে ঐরূপ স্বকৃত দুঃখে পাতিত করা কখনই উচিত হয় না।

তখন লক্ষ্মণ সাক্ষাৎ ধর্ম্মের ন্যায় অবস্থিত রামকে কহিলেন, আপনি পরম জ্ঞানবান্। যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, আমারও তাহা বেশ মনে লাগিতেছে। অতএব শীঘ্র রথে আরোহণ করুন। অনন্তর রাম সুমন্ত্রকে কহিলেন, শীঘ্র রথ যোজনা কর। আমি তাহাতে আরোহণ করিয়া, সত্বর এখান হইতে বনে যাইব। অতএব তুমি রথযোজনার্থ গমন কর। তখন সুমন্ত্র অতিমাত্র ত্বরান্বিত হইয়া উৎকৃষ্ট অশ্ব সকলে রথযোজন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে রামকে নিবেদন করিলেন, হে মহাবাহো! হে রথিশ্রেষ্ঠ! আপনার রথযোজনা হইয়াছে। এক্ষণে ত্বরা পূর্ব্বক ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত আরোহণ করুন। আপনার মঙ্গল হউক। রাম ধনু ও কবচাদি সহিত সেই রথে

আরোহণ করিয়া, আবর্ত্তময়ী শীঘ্রগামিনী তমসানদী পার হই-
লেন। অনন্তর মহাবাহু শ্রীমান্ রাম তমসা পার হইয়া, নিরা-
পদ ও নিষ্কণ্টক রাজপথে উপনীত হইলেন। যাহারা স্বভাবতঃ
ভীতচিত্ত, ঐ পথে তাহাদেরও ভয় হয় না। রাম তথায় উপ-
নীত হইয়া, পুরবাসী প্রজাদিগের পথভ্রম উৎপাদন জন্য সুমন্ত্রকে
কহিলেন, সারথে! তুমিই এখন রথে আরোহণ করিয়া, উত্তর
মুখে গমন কর। এবং মুহূর্ত্তকাল সত্বর গমন করিয়া, পুনরায়
রথ নিবর্ত্তিত কর। ফলতঃ, নগরবাসীরা আর যাহাতে কোন-
রূপে আমার সন্ধান না পায়, সর্ব্বতোভাবে সাবধান হইয়া, তদ-
নুরূপ বিধান কর। সারথি রামের কথা শুনিয়া, তাহাই করি-
লেন এবং অন্য পথ দিয়া ফিরিয়া আসিয়া, পুনরায় তাঁহাকে
রথে উঠিতে নিবেদন করিলেন। তখন রঘুবংশবর্দ্ধন রাম ও
লক্ষ্মণ সীতার সহিত সেই সুসজ্জিত রথে আরোহণ করিলে, যে
পথে গেলে তপোবন পাওয়া যায়, সেই পথ ধরিয়া সুমন্ত্র অশ্ব-
দিগকে চালাইয়া দিলেন। এবং যাত্রার অনুকূল মঙ্গলসূচক
নিমিত্ত সকল দর্শন করিয়া, রথ উত্তরমুখী করিলেন। পরে মহা-
রথ দশরথনন্দন রাম সারথির সহিত রথারোহণে অরণ্যে যাত্রা
করিলেন।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

এদিকে রাত্রি প্রভাত হইলে, নগরবাসীরা রামকে দেখিতে
না পাইয়া, শোকে অভিভূত হইয়া, স্পন্দনরহিত ও মূর্চ্ছিত
হইলেন। এবং শোক বশতঃ অশ্রুসলিলে অভিষিক্ত হইয়া, ইতস্ততঃ
রামের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার কোনরূপ
চিহ্নও দেখিতে না পাইয়া, অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া পড়িলেন।
ধীমান্-রাম-বিরহে তাঁহাদের মুখমণ্ডল একান্ত মলিন হইয়া গেল।
তাঁহারা নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, করুণ বাক্যে বলিতে লাগিলেন,

আমাদের নিদ্রায় ধিক্! এই নিদ্রাবশেই আমরা অচেতন হই-য়াছিলাম। সেইজন্য সেই বিশালহৃদয়, বিশালস্কন্ধ ও বিশালবাহু রাম আজি আমাদের নয়নপথের বাহির হইয়া গেলেন। যাহা হউক, এই সকল লোক তাঁহার অতিমাত্র অনুরক্ত। অতএব মহাবাহু ও সফল-কর্ম্মকারী রাম কিরূপে তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া, প্রবাসে গেলেন। যিনি পিতার ন্যায় পুত্রনির্ব্বিশেষে সর্ব্বদা আমাদের পালন করিতেন, সেই রঘুশ্রেষ্ঠ রাম আমা-দিগকে কিরূপে অসহায় ফেলিয়া বনে গেলেন! আমরা, হয়, এই থানেই প্রায়োপবেশন করিব, না হয়, মরণই সংকল্প করিয়া উত্তরাভিমুখে গমন করিব। রাম বিনা আমাদের জীবনে প্রয়োজন কি! উহাতে কিছুই উপকারও নাই। এখানে প্রচুর পরিমাণে বৃহৎ বৃহৎ শুষ্ক কাষ্ঠ সকল রহিয়াছে। তদ্দ্বারা চিতা প্রজ্বলিত করিয়া, সকলেই জ্বলন্ত আগুনে পুড়িয়া মরিব। অযোধ্যায় যাইয়া, লোকে জিজ্ঞাসা করিলে, আমরা তাহাদি-গকে কি বলিব! অসূয়াহীন মিষ্টভাষী মহাবাহু রামকে বনে দিয়া আসিলাম, এ কথা কিরূপে বলিতে পারিব! আমাদিগকে রাম বিনা দেখিয়া, অযোধ্যার আবাল বৃদ্ধ বনিতা লোক-মাত্রে নিশ্চয়ই শোকে আচ্ছন্ন ও নিরানন্দ হইবে। মহাত্মা বীর রামের সহিত এক সঙ্গে বাহির হইয়া, আমরাই বা কিরূপে আবার সেই রাম বিনা অযোধ্যানগরী দর্শন করিব! এইরূপে সেই নগরবাসীরা হস্ত উত্তোলন করিয়া, বৎসহীন ধেনুর ন্যায়, নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, নানাপ্রকার কথা বলিয়া, বিলাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সকলে রথমার্গানুসারে কিয়ৎক্ষণ গমন করিয়া, পরে আর তাহা দেখিতে না পাইয়া, অতিমাত্র বিষাদে অভিভূত হইয়া উঠিলেন। এবং, এ কি হইল, কি করিব, দৈব আমাদিগকে নষ্ট করিলেন! এইপ্রকার কহিয়া পুনরায় সেই রথমার্গানুসারেই নিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর যে পথে আসিয়াছি-লেন, সকলেই সেই পথ ধরিয়া, ব্যাকুলচিত্তে অযোধ্যানগরে গমন

করিলেন। কিন্তু অযোধ্যার সজ্জনমাত্রেই নিতান্ত ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছেন, দর্শন করিয়া, এইরূপ ব্যাকুলভাবে গৃহে যাওয়া উচিত কি, না, ভাবিয়া তাঁহারা শোকাকুল লোচনে অশ্রুবারি মোচন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, গরুড় কর্ত্তৃক হ্রদ হইতে পন্নগ উদ্ধৃত হইলে, নদীর যেমন শোভা নষ্ট হয়, রামবিরহে অযোধ্যানগরীর তেমনি আর সে শোভা নাই। চন্দ্রহীন হইলে আকাশ এবং জলহীন হইলে সাগর যেমন স্ফূর্ত্তিবিহীন হয়, রাম বিনা অযোধ্যাও তেমনি নিরানন্দ হইয়াছে। তদ্দর্শনে তাঁহাদের চেতনা লোপ পাইল। পরে তাঁহারা দুঃখে অভিভূত ও নিতান্ত হর্ষহীন হইয়া, আপনাদের পরমসমৃদ্ধিসম্পন্ন গৃহসকলে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। তৎকালে আত্মীয় বা পর, কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তাহাকে চিনিতে পারিলেন না।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

এইরূপে রামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া, ফিরিয়া আসাতে, নগরবাসীগণ নিতান্ত খিন্ন, বিষণ্ণ, শোকাচ্ছন্ন এবং একান্ত অভিভূত ও মুমূর্ষুভাবাপন্ন হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের লোচনপরম্পরা বাষ্পসলিলে ভাসিয়া গেল। এবং তাঁহাদের প্রাণও যেন দেহ ছাড়িয়া পলায়নের উপক্রম করিল। তাঁহারা স্ব স্ব গৃহে প্রবেশ করিয়া, স্ত্রী ও পুত্রগণে বেষ্টিত হইয়া, ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মুখ চক্ষুর জলে ভাসিয়া গেল। বাহ্য বা অন্তরে কোনপ্রকারেই কাহারই আর প্রফুল্লতা রহিল না। ক্রয় বিক্রয়ার্থ সজ্জিত পণ্যদ্রব্য সকলও স্ফূর্ত্তিশূন্য হইল। বণিকগণও আর তাহা সজ্জিত করিল না। গৃহস্থগণের গৃহে বেদপাঠ রহিত হইয়া গেল। চিরনষ্ট ধন সম্পত্তি পুনরায় প্রচুর পরিমাণেও হস্তগত হইলে, তাহা দেখিয়া, আর কাহারও তদুপলক্ষে কোনরূপ হর্ষ জন্মিল না। জ্যেষ্ঠ পুত্র

নিকটে আসিলে বা ক্রোড়ে উঠিলেও, জননী তাঁহাকে আর আদর অপেক্ষা করিলেন না। প্রতিগৃহেই স্ত্রীলোকের ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল। তাহারা দুঃখার্ত্ত হইয়া, তোমরা কি বলিয়া রামকে না লইয়া, নিজে ফিরিয়া আসিলে, এইপ্রকার কথা কহিয়া গৃহাগত স্ব স্ব স্বামীকে, অঙ্কুশের আঘাতে হস্তীর ন্যায়, বিদ্ধ করিতে লাগিল এবং কহিল, যাহারা রামকে দেখিতে না পায়, তাহাদের গৃহে, দানে, ধনে, পুত্রে অথবা সুখে প্রয়োজন কি! লোকমধ্যে একমাত্র লক্ষ্মণই সৎপুরুষ। দেখ, তিনি সীতার সহিত বনমধ্যে রামের পরিচর্য্যা করিবার জন্য, তাঁহার অনুগমন করিলেন। ককুৎস্থনন্দন রাম যাহাদের পবিত্র সলিলে স্নান করিবার জন্য গমন করিবেন, সেই সকল নদী, পুষ্করিণী অথবা সরোবরই যথার্থ পুণ্য করিয়াছে। অধুনা, সুচারুবৃক্ষবেষ্টিত অরণ্য সকল, জলপ্রায়-তীরদেশ-বিশিষ্ট নদী সকল এবং সমতল-ভূমিভূষিত পর্ব্বত সকল রঘুনন্দন রামের শোভাসাধন করিবে। কানন বা পর্ব্বত, রাম যেখানেই যাইবেন, কেহই, তাঁহাকে, পরম প্রিয় অতিথির ন্যায়, পূজা না করিয়া, থাকিতে পারিবে না। দেখ, বৃক্ষ সকল বিচিত্র কুসুমে সজ্জিত ও ভ্রমরমালায় সুশোভিত হইয়া, বিবিধ মঞ্জরী ধারণ পূর্ব্বক রামকে তৎসমস্ত প্রদর্শন করিবে। গিরি সকলও, রাম আসিয়াছেন, দেখিয়া, অনুকম্পা বশতঃ, অকালেও বিবিধ উৎকৃষ্ট ফল ও পুষ্প তাঁহাকে উপহার করিবে। এবং নানাপ্রকার বিচিত্র নির্ঝর বিস্তার করিয়া সুনির্ম্মল সলিলরাশি ক্ষরণ করিবে। পর্ব্বত-শিখরস্থ পাদপ সকল ফল, মূল ও ছায়াদি প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিবে। ফলতঃ, যেখানে রাম, সেখানে ভয় বা পরাভবের নাম থাকে না। অতএব সেই মহাবাহু মহাবীর দশরথনন্দন দূর না হইয়া পড়িতে পড়িতে, আমরা তাঁহার অনুগমন করি, চল। তাদৃশ মহাত্মার পাদচ্ছায়াও পরিণামে পরম সুখ উৎপাদন করে। তিনিই আমাদের নাথ, তিনিই আমাদের গতি

এবং তিনিই আমাদের একমাত্র আশ্রয়। অতএব তোমরা ও আমরা সকলেই রাম সীতার সেবা করিব। পুরবাসিনী রমণীগণ দুঃখার্ত্ত হইয়া, স্ব স্ব স্বামীকে এইপ্রকার বলিতে লাগিলেন। তাঁহারা আরও বলিলেন, তোমরা বনে গেলে, রাম তোমাদের অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বিষয়ের রক্ষা বিধান করিবেন। এবং তাঁহার স্ত্রী সীতাও এই রূপে সকলেরই যোগ-ক্ষেম সাধন করিবেন। দেখ, অযোধ্যাবাসে আর সুখ নাই। উহাতে আর মনেরও প্রীতি জন্মে না; প্রত্যুত, উদ্বেগই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। বিশেষতঃ, অযোধ্যার লোকমাত্রেই রামের শোকে দিনরাত্রি চিন্তাকুল। এরূপ অবস্থায় এখানে থাকিয়া, কাহারই বা প্রীতি জন্মিতে পারে? আবার, কৈকেয়ী যদি রাজ্য পায়, সকলই অধর্ম্ম ও অত্যাচার হইয়া উঠিবে। তখন আমাদের ধন, প্রাণ, পুত্র কিছুতেই কোন প্রয়োজন থাকিবে না। দেখ, যে কুলনাশিনী কৈকেয়ী সামান্য ঐশ্বর্য্যের জন্য, স্বামী ও পুত্রকেও বিসর্জ্জন দিতে পারিল, সে অন্যকেও ঐরূপ করিবে, বিচিত্র কি? অতএব আমরা স্ব স্ব পুত্রের দিব্য করিতেছি, কৈকেয়ী জীবিত থাকিতে, তাহার রাজ্যে কখন ভৃত্যভাবে প্রাণধারণ করিয়া, বাস করিতে পারিব না। যে কৈকেয়ী ঘৃণা ত্যাগ করিয়া, পার্থিবশ্রেষ্ঠের পুত্র রামকে বনে দিল, কে, সেই দুরাচারিণী অধর্ম্মশীলা কৈকেয়ীর অধীনে সুখে বাঁচিতে পারিবে? এক কৈকেয়ীর জন্য সমুদায়ই রক্ষকহীন, উপদ্রবময় ও যজ্ঞবিহীন হইয়া, বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। রাম বনে গেলেন, রাজাও আর বাঁচিবেন না। রাজার মৃত্যু হইলে, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, তাহার পরই সর্ব্বনাশ হইবে। অতএব তোমরা এইবেলা বিষ পেষণ পূর্ব্বক পান কর, কিংবা রামের সঙ্গে সঙ্গেই যাও; না হয়, যেখানে কৈকেয়ীর নাম শুনিতে পাওয়া যায় না, সেই দেশে প্রস্থান কর। দেখ, তোমাদের পুণ্যের ক্ষয় ও যার পর নাই দুঃখও উপস্থিত হইয়াছে। আর এ রাজ্যে বা প্রাণে বাঁচিয়া থাকিয়া কি করিবে? আত্মা ও

ভার্য্যার সহিত রামকে অকারণে বনে দেওয়া হইল। এখন কৈকেয়ীর পুত্র ভরতই আমাদের রাজা। সুতরাং সৌনকের (কসাইয়ের) হস্তে পতিত পশুর ন্যায়, আমাদের মরণই স্থির নিশ্চয়। আহা, রামের মুখ পুর্ণচন্দ্রের ন্যায়, চক্ষু পদ্মের ন্যায়, বাহু জানু পর্য্যন্ত লম্বিত, কণ্ঠের অস্থি গূঢ়, বর্ণ শ্যাম, এবং স্বভাব অতি মধুর। তিনি শত্রু সকলের দমন করেন, সৌহার্দ্দ দেখাইবার জন্য অগ্রেই লোকের সহিত আলাপ করেন, কখন মিথ্যা কথা বলেন না। এবং তিনি সর্ব্বাংশেই সুন্দর ও চন্দ্রের ন্যায়, লোকমাত্রেরই প্রিয়দর্শন। অধিক কি, তিনি মহাবল, মহারথ, সমুদায় পুরুষগণের শ্রেষ্ঠ ও মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বিক্রমবিশিষ্ট। তাঁহার পদার্পণে অরণ্যের শোভা সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। নগরবাসিনী রমণীগণ দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া, ঐরূপে বিলাপ করিতে করিতে, যেন মৃত্যুভয়েই, চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল।

এইরূপে সকলগৃহেই স্ত্রীসকল রামের উদ্দেশে বিলাপ করিতে লাগিলে, সূর্য্য অস্তগত ও রাত্রি উপস্থিত হইল। হোমাদির জন্য কেহই আর অগ্নি প্রজ্বালন করিলেন না এবং বেদপাঠ ও অন্যান্য পবিত্র কথা সকলও বন্ধ করিয়া দিলেন। সুতরাং অযোধ্যানগরী, রজনীর অন্ধকারে গাঢ়তর আচ্ছাদিত হইয়া, শোভা পাইল না। তৎকালে বণিকগণও ক্রয়বিক্রয়কল্পনা একবারেই বন্ধ করিয়া দিল এবং লোকমাত্রেই হর্ষশূন্য হইল। সুতরাং রামবিরহে নিরাশ্রয়া অযোধ্যা, তারকাহীন আকাশের ন্যায়, শোচনীয় মূর্ত্তি ধারণ করিল। স্ত্রীসকল রামের নিমিত্ত আতুর, ব্যাকুল ও চেতনাশূন্য হইয়া, স্ব স্ব ভ্রাতা বা পুত্র বনে গেলে যেমন, সেইরূপে বিলাপ করিয়া, রোদন করিতে লাগিলেন। রাম তাঁহাদের পুত্র অপেক্ষাও অধিক ছিলেন। [illegible] সংকুচিত হইলে, মহাসাগরের যেমন অবস্থা হয়, গীত বাদ্য নৃত্য উৎসব সমুদায় রহিত, হর্ষবিনাশ

এবং ক্রয়-বিক্রয়-ব্যাপার বন্ধ হওয়াতে, অযোধ্যাও তদ্রূপ হইল।

একোনপঞ্চাশৎ সর্গ।

এদিকে পুরুষোত্তম রাম, পিতার আজ্ঞা স্মরণ করিয়া, সেই রাত্রিশেষেই অনেক দূর গিয়া পড়িলেন। এইরূপে গমন করিতে করিতে, শান্তিদায়িনী রজনী প্রভাত হইলে, তিনি পরম কল্যাণ-সাধিনী সন্ধ্যা বন্দনা করিয়া, কোশলরাজ্যের প্রান্তসীমায় প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর তিনি বীজবপনার্থ সজ্জীকৃত ক্ষেত্র বিশিষ্ট গ্রামসকল ও কুসুমিত কাননসমূহ দেখিতে দেখিতে, উৎকৃষ্ট অশ্বগণ সহায়ে শীঘ্রই তৎসমস্ত অতিক্রম করিয়া চলিলেন। কিন্তু রমণীয় বস্তু সকলের দর্শনকৌতুকে মগ্ন থাকাতে, বোধ হইল যেন তিনি ধীরে ধীরে ঐ সকল অতিক্রম করিলেন। তিনি যাইবার সময় শুনিতে পাইলেন, ঐ সকল মহাপল্লী ও ক্ষুদ্রপল্লী বাসী মনুষ্য সকল ক্রূর-কর্ম্মকারিণী ক্রূরপ্রকৃতি কৈকেয়ীকে ভর্ৎসনা করিয়া, পরস্পর বলাবলি করিতেছে, কামের বশীভূত রাজা দশরথকে ধিক্! হায়! কৈকেয়ীর স্বভাব অতি ক্রূর ও তীক্ষ্ণ, একমাত্র পাপেই উহার আসক্তি এবং পাপেই উহার শরীরধারণ হইয়াছে। উহার কিছুমাত্র দয়া নাই। সেইজন্য, সে অদ্য মর্য্যাদা লংঘন পূর্ব্বক, অতিমাত্র কঠোর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল। দেখ, সে, ঈদৃশ ধার্ম্মিক, মহাপ্রাজ্ঞ, পরম দয়াশীল, জিতেন্দ্রিয় রাজপুত্র রামকেও বনবাসে প্রেরণ করিল। জনকনন্দিনী সীতা সর্ব্বদাই সুখ ভোগ করিয়াছেন। না জানি, সেই মহাভাগা কিরূপে দুঃখপরম্পরা সহ্য করিবেন! হায়, রাজা দশরথ স্নেহহীন হইয়া, অতিমাত্র প্রজারঞ্জনশীল স্বকীয় পুত্র রামকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন! কোশলেশ্বর বীর

রাম ঐ সকল লোকের এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে কোশল-রাজ্য অতিক্রম করিলেন। অনন্তর বেদশ্রুতি নামে পবিত্র-সলিলা মহানদী পার হইয়া, অগস্ত্যাশ্রিত দিকের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ক্রমাগত ঐদিকে গমন করিয়া, সুশীতল-সলিলশালিনী সাগরগামিনী গোমতীনদী পার হইলেন। ঐ নদীর জলময় প্রদেশ সকলে গো সকল বিচরণ করিতেছে। তিনি গোমতী অতিক্রম করিয়া, বেগবান্ অশ্বগণ দ্বারা ময়ূর ও হংসগণে শব্দিত স্যন্দিকানদী পার হইলেন। রাজা মনু পূর্ব্বে ইক্ষ্বাকুকে ঐ স্যন্দিকার সীমাপ্রদেশস্থ কোশল-রাজ্য প্রদান করেন। কোশল-রাজ্য অতিশয় সমৃদ্ধিসম্পন্ন এবং বহুতর জনপদে বেষ্টিত। রাম সীতাকে উহা দেখাইলেন। অনন্তর মত্ত হংসের স্বরের ন্যায় স্বর-বিশিষ্ট পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীমান্ রাম সারথি সুমন্ত্রকে বারংবার সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সূত! আমি কত দিনে আবার আসিয়া, পিতা মাতার সহিত মিলিত হইয়া, সরয়ূর তীরবর্ত্তী কুসুমিত কাননে মৃগয়া করিয়া বেড়াইব। ইহ-লোকে রাজর্ষিগণ আমোদের জন্যই মৃগয়া করিয়া থাকেন। এবং ধনুর্দ্ধরগণ চল-লক্ষ্য অভ্যাস করিবার জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে উহার কামনা করেন। মনুবংশীয় সদাচারপরায়ণ ব্যক্তিগণও শ্রাদ্ধাদি সময়ে এই মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হইতেন। ফলতঃ মৃগয়ায় যে আমোদ হয়, তাহার তুলনা নাই। রাজর্ষিগণও উহার অনুমোদন করেন। তথাপি, আমি সরয়ূর বনে মৃগয়া করিতে অতিমাত্র আসক্ত নহি। কেন না, সর্ব্বদাই মৃগয়ায় ব্যাপৃত থাকিলে, উত্তমরূপে রাজ্য-শাসন করিবার ব্যাঘাত হইয়া থাকে। ইক্ষ্বাকুনন্দন রাম এই রূপে মৃগয়াদি ব্যাপার সমস্ত উদ্দেশ করিয়া, মধুর বাক্যে সুমন্ত্রের সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাশৎ সর্গ।

—•—

অনন্তর লক্ষ্মণাগ্রজ রাম সুবিস্তৃত ও রমণীয় কোশলরাজ্যের প্রান্ত-সীমায় গমন করিয়া, অযোধ্যার দিকে মুখ ফিরাইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন, হে অযোধ্যা! ককুৎস্থনন্দন দশরথ তোমার পালন করেন এবং তুমি, সমুদায় নগরীর শ্রেষ্ঠ। এক্ষণে আমি তোমার নিকট বিদায় লইতেছি। এবং যে সকল দেবতা তোমার রক্ষা ও তোমাতে বাস করেন, তাঁহাদেরও নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আমি পিতার ঋণ শোধ করিয়া, পুনরায় পিতা মাতার সহিত মিলিত হইয়া, তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব।

অনন্তর পরম সুন্দর-ও তাম্রবর্ণ লোচন-বিশিষ্ট রাম দক্ষিণ বাহু উত্তোলন করিয়া, নিতান্ত ব্যাকুলভাবে অশ্রুপূর্ণ মুখে জনপদবাসী লোক সকলকে বলিতে লাগিলেন, আমার প্রতি যেরূপ দয়া ও অনুকম্পা করিতে হয়, তাহা তোমরা করিয়াছ। কিন্তু চিরকাল কষ্ট ভোগ করা যায় না। অতএব তোমরা গমন কর। আমরাও কার্য্যসিদ্ধির জন্য গমন করি। তখন তাহারা মহাত্মা রামকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া, ঘোরতর বিলাপ করিতে করিতে, প্রস্থান করিল। কিন্তু রাম পাছে একবারেই দৃষ্টির বাহির হন, এইজন্য স্থানে স্থানে নিবৃত্ত হইতে লাগিল। রামকে পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়াও, তাহাদের তৃপ্তি জন্মিল না। তজ্জন্য তাহারা ঐ রূপে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময়ে, রাম, রজনীর আগমনে সূর্য্যের ন্যায়, একবারেই সকলের দৃষ্টির বাহির হইয়া পড়িলেন। এবং রথারোহণে ধন-ধান্য-সম্পন্ন, দানশীল ও হৃষ্টপুষ্ট জনসমূহে আকীর্ণ, চৈত্য ও যূপসমূহে পরিব্যাপ্ত, সর্ব্বথা ভয়শূন্য, উদ্যান ও আম্র

কাননে পরিপূর্ণ, সুন্দররূপে নির্ম্মিত-জলাশয় সকলে বেষ্টিত, গোসমূহে নিরন্তর আচ্ছন্ন, রাজর্ষিগণের রক্ষণীয়, বেদধ্বনিবিশিষ্ট, পরম শোভাময় ও শান্তিসম্পন্ন কোশলরাজ্য পার হইলেন। এবং মধ্যগতি অবলম্বন করিয়া, রমণীয় উদ্যানবিশিষ্ট, অতিশয় সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও সর্ব্বদা আহ্লাদযুক্ত অন্যতর সাম্রাজ্যে গমন করিলেন। তথায় দেখিলেন, সুশীতল-সলিলশালিনী, শৈবালশূন্যা, মনোহারিণী, ত্রিপথগামিনী ভাগীরথী প্রবাহিতা হইতেছেন। ঋষিগণ ঐ দিব্য নদীর সেবা করেন। তাঁহার নিকটে পরমশোভাবিশিষ্ট বহুতর আশ্রম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তাহাতে তাঁহার অতিশয় শোভা হইয়াছে। অপ্সরাগণ ক্রীড়াকালে হর্ষিত হইয়া, পুণ্যসাধিনী ঐ সুরধুনীর সলিলপূর্ণ-হৃদয়ে বিহার করিয়া থাকে। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণের সমাগমে তাঁহার সাতিশয় শোভা হইয়াছে। নাগ ও গন্ধর্ব্বপত্নীগণ সর্ব্বদা তাঁহার সেবা করে। তিনি দেবগণের শত শত ক্রীড়া-পর্ব্বত ও উদ্যানপরম্পরায় পরিব্যাপ্ত, তাঁহাদের ভোগ্য স্বর্ণপদ্মে সুশোভিত, সকল লোকেই বিখ্যাত এবং তিনি দেবগণের প্রার্থনায় আকাশগামিনী হইয়াছেন। কোথাও তিনি জলাঘাতরূপ অট্টহাস্যে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। কোথাও ফেণরূপ নির্ম্মল হাস্য বিস্তার করিতেছেন। কোথাও বেণীর আকারে জলরাশি ধারণ করিয়াছেন। কোথাও আবর্ত্তপরম্পরায় শোভা পাইতেছেন। কোথাও নিশ্চল-গম্ভীর ভাবে প্রবাহিতা হইতেছেন। কোথাও তুমুলবেগবতী হইয়াছেন। কোথাও গভীর শব্দে এবং কোথাও বা ভয়ঙ্কর রবে ধাবমান হইতেছেন। কোথাও তাঁহার জলরাশি দেবগণে পরিব্যাপ্ত এবং কোথাও বা উৎপলসমূহে পরিপূর্ণ। কোথাও তিনি সুবিস্তৃত পুলিন এবং নির্ম্মল বালুকায় বিরাজমান। হংস, সারস ও অন্যান্য পক্ষী সকল মত্ত হইয়া, সর্ব্বদা তাঁহাতে বিচরণ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতেছে। এবং চক্রবাক সকল সর্ব্বদাই তাঁহার শোভা বিস্তার করিতেছে। কোন

স্থানে তীরজাত বৃক্ষ সকল, মালার ন্যায়, তাঁহাকে অলঙ্কৃত করিয়া আছে। কোথাও তিনি প্রফুল্ল উৎপল সকলে আচ্ছন্ন; কোথাও পদ্মষণ্ডে মণ্ডিত; কোথাও কুমুদ-কলিকা-সমূহে শোভমান এবং কোথাও বা বিবিধ পুষ্পপরাগে আচ্ছন্ন হওয়াতে, সমদা প্রমদার ন্যায় বিরাজমান হইতেছেন। এই ভাগীরথী সমুদায় পাপ মোচন করিয়া থাকেন, এবং দেখিতে মণির ন্যায় নির্ম্মল। তাঁহার সন্নিহিত বনবিভাগে দিগগজ, বনগজ, অন্যান্য উৎকৃষ্ট মত্ত গজ এবং দেবগণের ক্রীড়া-গজ সকল বারংবার শব্দ করিতেছে। ফল, পুষ্প, কিসলয়, গুল্ম এবং পক্ষী সকলে পরিবৃত হওয়াতে তিনি, যত্নপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট ভূষণে ভূষিতা প্রমদার ন্যায়, বিরাজমান হইতেছেন। তিনি দিব্য-ভাবসম্পন্ন ও মহাপাপ সকল বিনাশ করেন। এবং বিষ্ণুর পাদপদ্ম হইতে বহির্গতা হইয়াছেন। শিশুমার, কুম্ভীর ও ভুজঙ্গ সকল তাঁহাতে বিচরণ করিতেছে। তিনি ভগীরথের তপঃপ্রভাবে শঙ্করের জটাজূট হইতে ধরাতলে অবতরণ করিয়াছেন। সারস ও ক্রৌঞ্চ সকল তাঁহাতে অনবরত শব্দ করিতেছে। এবং তিনি সমুদ্রের মহিষী। রাম শৃঙ্গবের নগরাভিমুখে প্রবাহিতা এই ভাগীরথীর তীরে উপনীত হইলেন। মহারথ ও মহাবাহু রাঘব তরঙ্গময়-আবর্ত্তশালিনী ভাগীরথী দর্শন করিয়া, সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুত! আমরা আজি এইখানেই অবস্থিতি করিব। সারথে! এই নদীর নিকটে বহু পুষ্প ও কিসলয়সম্পন্ন অতি প্রকাণ্ড ঐ যে তাপসতরু রহিয়াছে, উহারই তলে অবস্থিতি করা যাউক। এখানে থাকিয়া, এই সরিদ্বরা জাহ্নবী দর্শন করিব। ইঁহার জল দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ ও পক্ষী সকলেরই বিশেষরূপ মান্য এবং ইনি পরম কল্যাণ বিধান করেন। লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্র উভয়েই এ কথায় মত দিলেন। এবং অশ্ব সকলের সাহায্যে সেই তাপস-তরুর নিকট গমন করিলেন। ইক্ষ্বাকুনন্দন রাম রমণীয় তাপসতরুর নিকটবর্ত্তী হইয়া, ভার্য্যা ও ভ্রাতার সহিত রথ

হইতে অবরোহণ করিলেন। তখন সুমন্ত্রও অবতরণ পূর্ব্বক, অশ্বদিগকে মোচন করিয়া দিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে, তরুমূলে সমাগত রামের সমীপে গমন করিলেন।

তথায় রামের আত্মসম প্রীতি-পাত্র মিত্র গুহ নামে রাজা বাস করিতেন। তিনি জাতিতে নিষাদ ও সাতিশয় বলশালী এবং স্থপতি নামে বিখ্যাত। পুরুষোত্তম রাম স্বীয় অধিকার মধ্যে সমাগত হইয়াছেন, শুনিয়া, গুহ বৃদ্ধ অমাত্য ও জ্ঞাতিগণে বেষ্টিত হইয়া, তাঁহার নিকটে উপনীত হইলেন। লক্ষ্মণের সহিত রাম দূর হইতে গুহকে আসিতে দেখিয়া, প্রেমালিঙ্গন প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। গুহ তাঁহার বল্কলাদি দর্শন পূর্ব্বক নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, রাম! তুমি অযোধ্যাতেই আসিয়াছ, জানিবে। এক্ষণে তোমার কি করিতে হইবে, বল? হে মহাবাহো! কোন্ ব্যক্তি তোমার ন্যায় প্রিয় অতিথি প্রাপ্ত হইতে পারে? এই বলিয়া গুহ নানাপ্রকার উপাদেয় ভক্ষ্য-দ্রব্য এবং পূজোপকরণ তৎক্ষণাৎ আনয়ন পূর্ব্বক রামকে কহিলেন, হে মহাবাহো! তোমার স্বাগত। এই সমগ্র বসুমতী তোমারই। আমরা তোমার কিঙ্কর, এবং তুমি আমাদের প্রভু। অতএব নির্ব্বিবাদে আমাদের রাজ্য নিজে শাসন কর। এবং এই ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য, পেয়, উৎকৃষ্ট শয্যাসমূহ এবং অশ্বগণের খাদ্য সকল আনিয়াছি, গ্রহণ কর।

গুহ এইপ্রকার বলিলে, রাম প্রত্যুত্তর করিলেন, তুমি যে পদব্রজে আগমন এবং স্নেহ প্রদর্শন করিয়াছ, ইহাতেই আমাদের পূজা ও সন্তোষ সাধন করা হইয়াছে। ফলতঃ, তুমি সর্ব্বদাই আমার পূজা করিয়া থাক। এই বলিয়া তিনি সুন্দর ও সুগোল বাহুযুগলে গুহকে গাঢ়তর আলিঙ্গন করিয়া, পুনরায় কহিলেন, সখে! তোমাকে বান্ধবগণের সহিত নীরোগ দেখিতেছি, ইহা অতি সৌভাগ্যের বিষয়। এক্ষণে, তোমার রাজ্য,

মিত্র ও ধন, সকলের কুশল ত? যাহা হউক, তুমি প্রীতিপূর্ব্বক এই যাহা কিছু আনিয়াছ, সকলই আমি গ্রহণ করিয়া, প্রতিপ্রদান করিতেছি। কেন না, আমায় কাহারও দান লইতে নাই। বিশেষতঃ আমি এখন পিতার আজ্ঞাপালন রূপ ধর্ম্মে মনোনিবেশ করিয়াছি। তজ্জন্য বনবাসী ঋষি হইয়া, মৃগচর্ম্ম ও বল্কল ধারণ পূর্ব্বক ফলমূল ভক্ষণ করিয়া থাকি, জানিবে। সুতরাং, অশ্বগণের আহার ভিন্ন আর কোন বস্তুরই আমি প্রার্থী নহি। তুমি অতি মাননীয়। অশ্বগণের আহার প্রদান করিলেই, আমায় তোমার যথেষ্ট পূজা করা হইবে। পিতৃদেব রাজা দশরথ এই সকল অশ্বকে অতিশয় প্রীতি করেন। ইহাদিগকে ঘাসাদি প্রদান করিলেই, আমার পূজা করা হইবে। গুহ তৎক্ষণাৎ আপনার ভৃত্যদিগকে আদেশ করিলেন, তোমরা সত্বর অশ্ব সকলকে ঘাস ও ক্ষীরাদি পানীয় প্রদান কর।

অনন্তর বল্কলের উত্তরীয়ধারী রাম সায়ংকালীন সন্ধ্যা বন্দনা করিয়া, লক্ষ্মণের স্বহস্তে আনীত জলমাত্র ভক্ষণ করিলেন। পরে তিনি ভার্য্যার সহিত ভূমিতে শয়ন করিলে, লক্ষ্মণ তাঁহার পদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া দিয়া, সমীপদেশে কোন বৃক্ষমূলে গিয়া অবস্থিতি করিলেন। গুহ ও সুমন্ত্রের সহিত লক্ষ্মণের প্রমুখাৎ রামের গুণ সকল শ্রবণ করিতে করিতে, ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক সাবধানে রামের উদ্দেশে জাগিয়া রহিলেন।

রাম সর্ব্বদাই সুখভোগ করিবার উপযুক্ত। দুঃখ কাহাকে বলে, জানেন না। এই রূপে সেই পরম বুদ্ধিমান্, যশস্বী, মহানুভব দশরথনন্দন রাম শয়ন করিয়া, সুখে রাত্রিযাপন করিলেন।

একপঞ্চাশৎ সর্গ।

লক্ষ্মণ রামের সেবা জন্য অকৃত্রিম অনুরাগ সহ জাগিয়া রহিলে, বন্ধু-শোকসন্তপ্ত গুহ তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, তাত!

আপনার জন্যও এই সুখময় শয্যা প্রস্তুত করিয়াছি। অতএব হে রাজপুত্র! আপনিও যথাসুখে ইহাতে শয়ন করিয়া, সম্যক্‌-প্রকারে বিশ্রাম করুন। দেখুন, আপনি সুখভোগের প্রকৃত পাত্র। অতএব আমরাই রামচন্দ্রের রক্ষার্থ রাত্রি জাগরণ করিব। আমরা বনচারী, আমাদের ক্লেশ সহ্য করা অভ্যাস আছে। রাম অপেক্ষা পৃথিবীতে আব কেহই আমার প্রিয়তম নহে। আমি এ কথা সত্য বলিতেছি এবং এজন্য আপনার নিকট সত্যের শপথও করিতেছি। আমার সম্পূর্ণ ভরসাও আছে, রাম প্রসন্ন হইলে, ইহলোকে বিপুল যশ, বিপুল ধর্ম্ম ও বিপুল অর্থ-কাম সমুদায়ই আমি পাইতে পারি। রাম আমার প্রীতিপাত্র সখা। অতএব আমি জ্ঞাতিগণেব সহিত ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক সীতার সহিত নিদ্রিত রামকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিব। সর্ব্বদা এই বনে বিচবণ করাতে, ইহার কিছুই আমার অবি-দিত নাই। আর সুবিপুল চতুরঙ্গ সৈন্যও যুদ্ধে জয় করা আমার অসাধ্য নহে।

অনন্তব লক্ষ্মণ কহিলেন, হে অনঘ! তুমি যখন ধর্ম্মপানে দৃষ্টি করিয়া, আমাদের রক্ষা করিতেছ, তখন এখানে আমা-দের কোন ভয়ই নাই। কিন্তু, রাম সীতার সহিত ভূমিতে শয়ন করিয়া থাকিতে, আমি কি রূপে নিদ্রা যাইতে পারি? বলিতে কি, এরূপ অবস্থায় প্রাণ ধারণ বা সুখভোগ করিতেও আমার সাধ্য নাই। দেব ও অসুরগণ একত্র মিলিয়াও, যুদ্ধে যাঁহাকে জয় করিতে পারে না, দেখ, সেই রাম সীতার সহিত তৃণনির্ম্মিত শয্যায় সুখে নিদ্রা যাইতেছেন! ইনি রাজা দশ-রথের একমাত্র বিষ্ণু সদৃশ লক্ষণবিশিষ্ট পুত্র। অনেক মন্ত্র, তপস্যা ও পরাক্রমে ইঁহাকে তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব ইনি বনে আসাতে, রাজা আর অধিক দিন বাঁচিবেন না; পৃথিবী নিশ্চয়ই শীঘ্র বিধবা হইবেন। হে ভ্রাতঃ! স্ত্রী সকলও দারুণ শোক সহ্য করিতে না পারিয়া, চীৎকার করিতে করি-

তেই প্রাণ ত্যাগ করিবেন। সুতরাং, আমার নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে, রাজার অন্তঃপুর একবারেই নিঃশব্দ হইবে। আর, রাজা, কৌশল্যা এবং জননী সুমিত্রা ইহাঁরাও কেহই বাঁচিবেন বলিয়া, আমার ভরসা হয় না। যদি বাঁচেন, এই রাত্রি মাত্র, ইহার অধিক নহে। তবে, আমার জননী শত্রুঘ্নের স্নেহে এই রাত্রির অধিক বাঁচিতে পারেন। যাহা হউক, কৌশল্যা বীরপুত্রের জননী হইয়াও, প্রাণত্যাগ করিবেন, ইহাই আমার দুঃখ। অযোধ্যার লোকমাত্রেই রামের প্রতি অনুরক্ত এবং তাহার অধিবাসীমাত্রেই সর্ব্বদা সুখী। কিন্তু দশরথের মৃত্যু হইলে, সেই অযোধ্যাও বিনষ্ট হইবে। মহানুভব জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকে না দেখিয়াই বা, মহানুভব রাজার দেহে কি রূপে প্রাণ থাকিবে! আর রাজার মৃত্যু হইলে, পশ্চাৎ স্বামী ও পুত্র বিয়োগে কৌশল্যাও প্রাণত্যাগ করিবেন। তখন আর আমার জননী সুমিত্রাও বাঁচিবেন না। ফলতঃ, পিতা রামকে রাজ্য দিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা একবারেই বিফল হইল, ভাবিয়া, শোকে ও চিন্তায় তাঁহার প্রাণত্যাগ হইবে। সুতরাং, রাম বন হইতে ফিরিয়া আসিলে, তাঁহাকে আর তিনি রাজ্যে অভিষেক করিতে পাইবেন না। এইরূপে পিতার পরলোক হইলে, যাঁহারা তৎকালে তাঁহার সমুদায় প্রেতকার্য্য-সংস্কার সম্পাদন করিবেন, তাঁহারাই যথার্থ ভাগ্যবান্। আহা, পিতার রাজধানী অযোধ্যা রমণীয় অঙ্গন-বিভাগ, সুবিভক্ত রাজপথ, হর্ম্ম্য, প্রাসাদ, পরম সুন্দরী বেশ্যা, এই সকলে সুশোভিত এবং রথ, অশ্ব ও গজসমূহে নিবিড় আচ্ছন্ন। উহাতে সর্ব্বদাই বিবিধ বাদ্যধ্বনি উত্থিত হইতেছে, এবং পুত্রের জন্মোৎসব প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার মাঙ্গলিক কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। উহার অধিবাসীগণও নিত্য হৃষ্ট পুষ্ট। নানাপ্রকার উদ্যান ও উপবন সকল উহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে। এবং সমাজ সকল সর্ব্বদাই উৎসবপূর্ণ হওয়াতে, উহার অতিমাত্র শোভা হইয়াছে। ভরত প্রভৃতি

সুখী পুরুষগণই এখন উহাতে বিচরণ করিবে। আহা, পিতা যদি বাঁচিয়া থাকেন, তাহা হইলে, আমরা বনবাস হইতে ফিরিয়া আসিয়া, পুনরায় সেই মহাত্মাকে দাস দাসী ও সুহৃদ্‌গণ মধ্যে দর্শন করিব। আমাদের কি এমন ভাগ্য হইবে যে, আমরা সত্যপ্রতিজ্ঞ রামের সহিত বনবাসব্রত উদ্‌যাপন করিয়া, সুস্থ শরীরে পুনরায় অযোধ্যায় প্রবেশ করিতে পাইব! রাজনন্দন মহাত্মা লক্ষ্মণ দুঃখার্ত্ত হইয়া, এইপ্রকার বিলাপ করিতে করিতে, জাগিয়া থাকিয়াই সেই রাত্রি যাপন করিলেন। প্রজাগণের হিতকারী নরেন্দ্রপুত্র সেই লক্ষ্মণ রামের প্রতি প্রীতিবশতঃ উল্লিখিতরূপে সত্যবাক্য সকল বলিতে লাগিলে, নিষাদপতি গুহ উপস্থিত দুর্ঘটনায় অতিমাত্র ব্যাকুল ও জ্বরাতুর হস্তীর ন্যায়, মনোবেদনায় আতুর হইয়া, ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন।

দ্বিপঞ্চাশৎ সর্গ।

রাত্রি প্রভাত হইলে, বিশালস্কন্দয় পরম যশস্বী রাম সুলক্ষণ-বিশিষ্ট সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে কহিলেন, তাত! ভগবতী রাত্রি প্রভাত হইয়াছেন। সূর্য্যদেবের এই উঠিবার সময়। ঐ দেখ, সুচিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ কোকিল পক্ষী শব্দ করিতেছে। ময়ূর-গণও বনমধ্যে রব করিতেছে। তাহাদের ঐ শব্দ শুনা যাইতেছে। হে সৌম্য! চল, শীঘ্র সাগরগামিনী জাহ্নবী পার হই। মিত্রগণের প্রীতিকর সুমিত্রাতনয় লক্ষ্মণ রামের বাক্যার্থ অবগত হইয়া, সুমন্ত্র ও গুহ উভয়কেই আমন্ত্রণ পূর্ব্বক ভ্রাতার অগ্রে দণ্ডায়মান হইলেন। গুহ রামের কথা শ্রবণ ও শিরোধার্য্য করিয়া, অমাত্যদিগকে তৎক্ষণাৎ আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, তোমরা রামের জন্য শীঘ্র বাহন (দাঁড়) ও কর্ণধার সমেত, সুন্দর ও সুদৃঢ় নৌকা ঘাটের নিকট আনয়ন কর। ঐ নৌকা দ্বারা যেন সহজেই নদী পার হওয়া যায়। গুহের অমাত্য সকল

প্রভুর আদেশ শ্রবণে সুন্দর নৌকা নিকটে উপস্থিত করিয়া, তাঁহাকে নিবেদন করিল। তখন গুহ কৃতাঞ্জলি হইয়া, রামকে কহিলেন, হে রাজনন্দন! নৌকা উপস্থিত ; আমাকে আর কি করিতে হইবে ? হে পুরুষোত্তম পরমব্রতনিষ্ঠ দেবপুত্রসদৃশ রাম। এক্ষণে তুমি সাগরগামিনী জাহ্নবী পার হইবার জন্য এই নৌকায় শীঘ্র আরোহণ কর।

অনন্তর পরম তেজস্বী রাম গুহকে কহিলেন, তোমার সাহায্যে আমি কৃতার্থ হইলাম। এক্ষণে সত্বর খনিত্র ও পেটকাদি সামগ্রী সকল নৌকায় উঠাইয়া দাও। অনন্তর রাম লক্ষ্মণ দুই জনে কবচ পরিধান, তূণীর গ্রহণ, খড়্গ বন্ধন ও ধনু ধারণ করিয়া সীতার সহিত, যেখানে নৌকায় উঠিয়া গঙ্গাপার হইয়া থাকে, সেই স্থানে গমন করিলেন। তদ্দর্শনে সুমন্ত্র, ধর্ম্মজ্ঞ রামের নিকটস্থ হইয়া, অতিমাত্র বিনয় পূর্ব্বক কহিলেন, আমাকে কি করিতে হইবে ? দশরথনন্দন রাম সুকোমল দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সুমন্ত্রকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন, সুমন্ত্র। তুমি শীঘ্র রাজার নিকট ফিরিয়া যাও। এবং সর্ব্বদা তথায় সাবধানে থাকিবে। আমরা আর রথে না চড়িয়া, পদব্রজেই মহাবনে গমন করিব, তুমি এখন ফিরিয়া যাও। এই পর্য্যন্তই আমার রথে গমন হইল।

পুরুষব্যাঘ্র রাম এইরূপে নিবৃত্ত হইতে অনুমতি করিলেন, দেখিয়া, সারথি সুমন্ত্র অতিমাত্র কাতর হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, যে দৈববলে আপনাকেও ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত, সামান্য লোকের ন্যায়, বনে বাস করিতে হইল, পৃথিবীতে কোন ব্যক্তিই সেই দৈবকে অতিক্রম করিতে পারে না। বুঝিলাম, ব্রহ্মচর্য্য, বেদপাঠ, সরলতা, অথবা দয়া দাক্ষিণ্য এ সকলের কিছুতেই কিছুমাত্র ফল নাই। কেননা, আপনি এই সকল গুণে নিত্য ভূষিত। তথাপি, আপনারও রাজ্যনাশ ও বনবাস রূপ দারুণ বিপত্তি ঘটিল। যাহা হউক, রাম! আপনি ভ্রাতা

ও ভার্য্যার সহিত বনে বাস করিলেন। সুতরাং, পিতার আজ্ঞা পালন জন্য আপনার সকল লোক জয় ও পরম গতি লাভ হইবে। কিন্তু রাম! আমরা বিনষ্ট হইলাম! দেখুন, আপনি আমাদিগকে বঞ্চিত করিলেন। এখন পাপীয়সী কৈকেয়ীর বশে থাকিয়া, আমাদের কষ্টের এক শেষ হইবে। এই কথা বলিতে বলিতে, প্রাণসম রাম দূরে গিয়া পড়িলেন, দেখিয়া, সারথি সুমন্ত্র দুঃখে অভিভূত হইয়া, বহুক্ষণ ক্রন্দন করিলেন।

অনন্তর ক্রন্দন সংবরণ করিয়া, তিনি গঙ্গাজলস্পর্শ-পূর্ব্বক শুচি হইলে, রাম বারম্বার মধুর বাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, তোমার তুল্য ইক্ষ্বাকুগণের সুহৃৎ আর কাহাকেও দেখি না। অতএব রাজা দশরথ আমার জন্য আর শোক না পান, তাহা তুমি করিও। দেখ, তিনি কামবেগে অভিভূত, এবং বৃদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার বুদ্ধিও শোকে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। এইজন্যই আমি তোমাকে বলিতেছি, সেই মহাত্মা মহীপতি দশরথ কৈকেয়ীর প্রিয় কামনায় যখন যে কিছু আজ্ঞা করিবেন, তুমি কিছুমাত্র শঙ্কা না করিয়া, তাহাই করিবে। যখন যে বিষয়ে মন যাইবে, তাহাই সিদ্ধ হইবে, এইপ্রকার প্রয়োজন লক্ষ্য করিয়াই রাজারা রাজ্য শাসন করেন। অতএব মহারাজ দশরথ কোন বিষয়ে কোন রূপে দুঃখ না পান এবং শোকেও ম্লান না হন, তুমি তাহা করিবে। তিনি পূর্ব্বে কখন কোনরূপ দুঃখ ভোগ করেন নাই। তুমি সেই জিতেন্দ্রিয়, বৃদ্ধ ও পূজনীয় রাজাকে অভিবাদন করিয়া, আমার জন্য এই কথা বলিবে, যে, অযোধ্যা হইতে বহিষ্কৃত অথবা বনবাসী হইলাম, বলিয়া, আমি, লক্ষ্মণ বা মৈথিলী, আমাদের কাহারই সে বিষয়ে অনুশোচনা নাই। চতুর্দশ বৎসর গত হইলে, আপনি আমাকে, সীতাকে ও লক্ষ্মণকে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে

দেখিবেন। হে সুমন্ত্র! রাজাকে এই কথা বলিয়া, জননী কৌশল্যাকে, অন্যান্য মহিষীদিগকে এবং কৈকেয়ীকেও পুনরায় এই সকল বলিবে। বিশেষতঃ, জননী কৌশল্যাকে আমার, সীতার ও লক্ষ্মণের কথামতে, আমাদের সকলেরই প্রণাম জানাইয়া, আরোগ্যসংবাদ প্রদান করিবে। তুমি পুনরায় মহারাজকে বলিবে, তিনি ভরতকে শীঘ্র আনয়ন করেন এবং ভরত আসিলে, তাঁহাকে রাজপদে স্থাপন করেন। ভরতকে রাজ্য দান এবং আলিঙ্গন করিলে, আমাদের সন্তাপ জন্য দুঃখ মহারাজকে অভিভূত করিতে পারিবে না। ভরতকেও বলিবে, তুমি রাজাকে যেমন ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে, সমুদায় মাতৃগণকেও সেইরূপ নির্ব্বিশেষে পূজা করিবে। কৈকেয়ী যেমন তোমার পূজ্য, সুমিত্রা এবং আমার জননী দেবী কৌশল্যাকেও তোমার তেমনি বিশেষরূপে মান্য করা কর্ত্তব্য। আর পিতার প্রিয় কামনায় যৌবরাজ্য গ্রহণ করিলে, তুমি সর্ব্বদা উভয়লৌকিক সুখ বর্দ্ধনেও সমর্থ হইবে।

রাম এই রূপে বিশেষরূপে সান্ত্বনা করিয়া, ফিরিয়া যাইতে বলিলে, সুমন্ত্র তাঁহার কথা সকল শুনিয়া স্নেহ প্রযুক্ত তাঁহাকে কহিলেন, হে ভৃত্য-বৎসল! আমি স্নেহ বশতঃ আহ্লাদিত হইয়া, প্রভু ও ভৃত্যের ব্যবহার স্মরণ পূর্ব্বক যাহা বলিব, আমাকে সবিশেষ ভক্ত জানিয়া, তৎ সমস্ত ক্ষমা করিতে হইবে। দেখুন, আমি আপনাকে না লইয়া, কিরূপে অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইব! হে তাত! আপনার বিয়োগে, যেন পুত্রবিয়োগ হওয়াতে, অযোধ্যা শোকে আতুর হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ, আমি যখন রথ লইয়া আসি, তখন সকলেই আপনাকে সেই রথে দেখিয়াছিল। এক্ষণে রামশূন্য রথ দর্শন করিলে, সমুদায় অযোধ্যাই শোকে বিদীর্ণ হইবে। এবং বীর নিহত হইলে, সারথিমাত্র অবশিষ্ট দেখিয়া, সৈন্য সকল রণস্থলে যেরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠে, এই রথ শূন্য

দেখিলে, নগরীও তেমনি অতিমাত্র আকুল হইবে। আপনি দূরে বাস করিলেও, যেন অতি নিকটে রহিয়াছেন, কল্পনা বলে সকলেই এই প্রকার চিন্তা করিয়া থাকে। সুতরাং তাহারা আমার প্রবেশমাত্র প্রাণ ত্যাগ করিবে; ইহাই আমার নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে। হে রাম! আপনার প্রবাসসময়ে প্রজালোকের মন আপনার শোকে অভিভূত হওয়াতে, তাহাদের যেরূপ অতিমাত্র বিকার জন্মিয়াছিল, তাহা আপনি দেখিয়াছেন। তৎকালে পুরবাসীগণ যে আর্ত্তনাদ করিয়াছিল, আমাকে শূন্য রথ লইয়া ফিরিতে শুনিলে, তাহা অপেক্ষাও শতগুণ আর্ত্তনাদ করিবে। আমিই বা দেবী কৌশল্যাকে কি বলিব! আপনার পুত্রকে মাতুলালয়ে রাখিয়া আসিলাম, অতএব আপনি শোক করিবেন না, এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, সুতরাং শুনিতে ভাল লাগিলেও, আমি কখনই বলিতে পারিব না। কিংবা, আপনার রামকে বনে দিয়া আসিলাম, ইত্যাদি অপ্রিয় সত্য কথা বলিতেও আমার সাধ্য হইবে না। এই সকল অশ্ব যদিও আমার নিয়োগে আছে। কিন্তু ইহারা আপনার বন্ধুদিগকেই বহন করিয়া থাকে; আর কাহাকেও কখনই বহন করে না। সুতরাং, আপনি রথে না থাকিলে, ইহারা কদাচ ঐ রথ বহন করিবে না। হে অনঘ! এই সকল কারণে, আপনাকে না লইয়া কোনমতেই আমি অযোধ্যায় যাইতে পারিব না। অতএব আমাকেও বনবাসের সঙ্গী করিতে আজ্ঞা হউক। যদি আমার এই যাচ্ঞা না শুনিয়া, আমাকে ত্যাগ করেন, তাহা হইলে, ত্যাগ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ রথের সহিত আমি এই খানেই আগুনে পুড়িয়া মরিব। হে রঘুনন্দন! বনে যাহারা আপনার তপস্যার বিঘ্ন করিবে, আমি এই রথের সাহায্যে তাহাদের প্রতিঘাত করিব। দেখুন, আমার এই সারথ্যকার্য্যে যে সুখোৎপত্তি হইয়াছে, আপনার অনুগ্রহই তাহার মূল। এইজন্যই আমি এক্ষণে আপনার অনু-

দেখিবেন। হে সুমন্ত্র! রাজাকে এই কথা বলিয়া, জননী কৌশল্যাকে, অন্যান্য মহিষীদিগকে এবং কৈকেয়ীকেও পুনর্ব্বার এই সকল বলিবে। বিশেষতঃ, জননী কৌশল্যাকে আমার, সীতার ও লক্ষ্মণের কথামতে, আমাদের সকলেরই প্রণাম জানাইয়া, আরোগ্যসংবাদ প্রদান করিবে। তুমি পুনর্ব্বার মহারাজকে বলিবে, তিনি ভরতকে শীঘ্র আনয়ন করেন এবং ভরত আসিলে, তাঁহাকে রাজপদে স্থাপন করেন। ভরতকে রাজ্য দান এবং আলিঙ্গন করিলে, আমাদের সন্তাপ জন্য দুঃখ মহারাজকে অভিভূত করিতে পারিবে না। ভরতকেও বলিবে, তুমি রাজাকে যেমন ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে, সমুদায় মাতৃগণকেও সেইরূপ নির্ব্বিশেষে পূজা করিবে। কৈকেয়ী যেমন তোমার পূজ্য, সুমিত্রা এবং আমার জননী দেবী কৌশল্যাকেও তোমার তেমনি বিশেষরূপে মান্য করা কর্ত্তব্য। আর পিতার প্রিয় কামনায় যৌবরাজ্য গ্রহণ করিলে, তুমি সর্ব্বদা উভয়লৌকিক সুখ বর্দ্ধনেও সমর্থ হইবে।

রাম এই রূপে বিশেষরূপে সান্ত্বনা করিয়া, ফিরিয়া যাইতে বলিলে, সুমন্ত্র তাঁহার কথা সকল শুনিয়া স্নেহ প্রযুক্ত তাঁহাকে কহিলেন, হে ভৃত্য-বৎসল! আমি স্নেহ বশতঃ আহ্লাদিত হইয়া, প্রভু ও ভৃত্যের ব্যবহার স্মরণ পূর্ব্বক যাহা বলিব, আমাকে সবিশেষ ভক্ত জানিয়া, তৎ সমস্ত ক্ষমা করিতে হইবে। দেখুন, আমি আপনাকে না লইয়া, কিরূপে অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইব! হে তাত! আপনার বিয়োগে, যেন পুত্রবিয়োগ হওয়াতে, অযোধ্যা শোকে আতুর হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ, আমি যখন রথ লইয়া আসি, তখন সকলেই আপনাকে সেই রথে দেখিয়াছিল। এক্ষণে রামশূন্য রথ দর্শন করিলে, সমুদায় অযোধ্যাই শোকে বিদীর্ণ হইবে। এবং বীর নিহত হইলে, সারথিমাত্র অবশিষ্ট দেখিয়া, সৈন্য সকল রণস্থলে যেরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠে, এই রথ শূন্য

দেখিলে, নগরীও তেমনি অতিমাত্র আকুল হইবে। আপনি দূরে বাস করিলেও, যেন অতি নিকটে রহিয়াছেন, কল্পনা বলে সকলেই এই প্রকার চিন্তা করিয়া থাকে; সুতরাং তাহারা আমার প্রবেশমাত্র প্রাণ ত্যাগ করিবে; ইহাই আমার নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে। হে রাম! আপনার প্রবাসসময়ে প্রজালোকের মন আপনার শোকে অভিভূত হওয়াতে, তাহাদের যেরূপ অতিমাত্র বিকার জন্মিয়াছিল, তাহা আপনি দেখিয়াছেন। তৎকালে পুরবাসীগণ যে আর্ত্তনাদ করিয়াছিল, আমাকে শূন্য রথ লইয়া ফিরিতে শুনিলে, তাহা অপেক্ষাও শতগুণ আর্ত্তনাদ করিবে। আমিই বা দেবী কৌশল্যাকে কি বলিব! আপনার পুত্রকে মাতুলালয়ে রাখিয়া আসিলাম, অতএব আপনি শোক করিবেন না, এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, সুতরাং শুনিতে ভাল লাগিলেও, আমি কখনই বলিতে পারিব না। কিংবা, আপনার রামকে বনে দিয়া আসিলাম, ইত্যাদি অপ্রিয় সত্য কথা বলিতেও আমার সাধ্য হইবে না। এই সকল অশ্ব যদিও আমার নিয়োগে আছে। কিন্তু ইহারা আপনার বন্ধুদিগকেই বহন করিয়া থাকে; আর কাহাকেও কখনই বহন করে না। সুতরাং, আপনি রথে না থাকিলে, ইহারা কদাচ ঐ রথ বহন করিবে না। হে অনঘ! এই সকল কারণে, আপনাকে না লইয়া কোনমতেই আমি অযোধ্যায় যাইতে পারিব না। অতএব আমাকেও বনবাসের সঙ্গী করিতে আজ্ঞা হউক। যদি আমার এই যাচ্ঞা না শুনিয়া, আমাকে ত্যাগ করেন, তাহা হইলে, ত্যাগ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ রথের সহিত আমি এই খানেই আগুনে পুড়িয়া মরিব। হে রঘুনন্দন! বনে যাহারা আপনার তপস্যার বিঘ্ন করিবে, আমি এই রথের সাহায্যে তাহাদের প্রতিঘাত করিব। দেখুন, আমার এই সারথ্যকার্য্যে যে সুখোৎপত্তি হইয়াছে, আপনার অনুগ্রহই তাহার মূল। এইজন্যই আমি এক্ষণে আপনার অনু-

গ্রহে বনবাসেও ঐরূপ সুখলাভের প্রার্থনা করিতেছি। আপনি প্রসন্ন হউন; আমি অরণ্যে আপনার সহচর হইতে অভিলাষ করি। এক্ষণে আপনি এ বিষয়ে অনুমতি করেন, ইহাই আমার ঐকান্তিক কামনা। হে বীর! এই সকল অশ্বও, বনবাসী আপনার পরিচর্য্যা করিলে, চরমে পরম গতি প্রাপ্ত হইবে। আমি বনে থাকিয়া, সর্ব্বদা মাথায় করিয়া, আপনার সেবা করিব। অযোধ্যায় থাকিলে, আমার কখন এরূপ ঘটিবে না। সুতরাং অযোধ্যা যদি দেবলোকও হয়, একবারেই তাহা ত্যাগ করিলাম। দুষ্কর্ম্মকারী পুরুষ যেমন ইন্দ্রের রাজধানী অমরায় প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হয় না, আপনাবিনা কখনই আমি তেমনি অযোধ্যায় প্রবেশ করিতে পারিব না। বনবাস সমাপ্ত হইলে, এই রথেই পুনরায় আপনাকে অযোধ্যায় লইয়া যাইব, ইহাই আমার মনোরথ। আপনার সঙ্গে থাকিলে, চতুর্দ্দশ বৎসর ক্ষণিকের ন্যায়, গত হইবে। হে ভৃত্যবৎসল! আমি আপনার ভক্ত ও নিতান্ত নিরপরাধ ভৃত্য। বিশেষতঃ, রাজপুত্র আপনি যে পথ আশ্রয় করিয়াছেন, আমিও, যথার্থ ভৃত্যের ন্যায়, সেই পথই অবলম্বন করিয়া আছি। অতএব আপনি আমায় ত্যাগ করিতে পারেন না।

সুমন্ত্র এবংবিধ বহুবিধ কাতর বাক্যে বারংবার প্রার্থনা করিতে লাগিলে, ভৃত্যের প্রতি সর্ব্বদা অনুকম্পাশীল রাম তাঁহাকে কহিলেন, হে ভর্তৃবৎসল! আমার প্রতি তোমার যে অকপট ভক্তি আছে, তাহা আমার অবিদিত নাই। কিন্তু তোমায় আমি যেজন্য এখান হইতে অযোধ্যায় পাঠাইতেছি, শ্রবণ কর। তুমি অযোধ্যায় গিয়াছ, দেখিলে, জননী কৈকেয়ীর প্রত্যয় জন্মিবে যে, রাম তবে সত্যই বনে গেল। আমি বনে গেলে, যদি এইরূপে দেবী কৈকেয়ী সন্তুষ্ট হয়েন, তাহা হইলে, আর তিনি ধর্ম্মপরায়ণ রাজা দশরথকে মিথ্যাবাদী বলিয়া শঙ্কা করিতে পারিবেন না। তখন তিনি ভরত কর্ত্তৃক সুর-

কিন্তু সমৃদ্ধিসম্পন্ন পুত্ররাজ্য সুখে ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন। তোমাকে অযোধ্যায় পাঠাইতে ইহাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। অতএব সুমন্ত্র! তুমি আমার ও রাজার প্রিয় সাধনার্থ অযোধ্যায় ফিরিয়া যাও। এবং আমি যাহা যাহা বলিয়া দিলাম, সমস্তই সেই সেই রূপে বলিও। রাম কিছুতেই বিকৃতচিত্ত বা ক্ষুব্ধ হয়েন না। তিনি বারংবার সান্ত্বনা করিয়া, সুমন্ত্রকে এইপ্রকার কহিয়া, পরে হেতুগর্ভ বাক্যে গুহকেও কহিলেন, হে গুহ! এক্ষণে আর আমার সজন বনে বাস করা উচিত হয় না। আশ্রমে বাস ও তাহার উপযুক্ত জটাদি ধারণ করাই এখন একমাত্র কর্ত্তব্য হইতেছে। অতএব আমি লক্ষ্মণ ও সীতার অনুমতিক্রমে পিতার বিশিষ্টরূপ হিতোদ্দেশে নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক তপস্বীগণের ভূষণস্বরূপ জটা ধারণ করিয়া, গমন করিব। তুমি বট বৃক্ষের ক্ষীর আনিয়া দাও। গুহ তৎক্ষণাৎ রাজপুত্র রামকে ঐ ক্ষীর আনিয়া দিলেন। দীর্ঘবাহু পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম তদ্দারা আপনার ও লক্ষ্মণের জটা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক জটিল রূপ ধারণ করিলেন। তৎকালে রাম ও লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতায় বল্কল বন্ধন ও জটামণ্ডল ধারণ করিয়া, ঋষির সমান শোভা বিস্তার করিলেন। অনন্তর রাম লক্ষ্মণের সহিত বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন ও ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়া, আপনার সহায় গুহকে কহিলেন, গুহ! তুমি আপনার কোশ, বল, দুর্গ ও জনপদে সর্ব্বদা সাবধান হইয়া রহিবে। কেননা, রাজ্য অতিমাত্র ক্লেশে রক্ষা করিতে হয়। অনন্তর ইক্ষ্বাকুনন্দন রাম গুহের নিকট বিদায় লইয়া, ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত অব্যাকুল চিত্তে সত্বর প্রস্থান করিলেন। এবং নদীতীরে নৌকা দর্শন করিয়া শীঘ্রগামিনী ভাগীরথী পার হইবার মানসে লক্ষ্মণকে কহিলেন, হে পুরুষোত্তম! এই নৌকা রহিয়াছে। তুমি ইহাতে আরোহণ কর এবং পশ্চাৎ মনস্বিনী সীতাকে হস্তে ধরিয়া, ধীরে ধীরে উঠাইয়া লও। জিতেন্দ্রিয় লক্ষ্মণ ভ্রাতার আদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক

কোনরূপে তাহার প্রতিকূলাচরণ না করিয়া, প্রথমে সীতাকে নৌকায় উঠাইয়া দিয়া, পরে আপনি আরোহণ করিলেন। তদ্দর্শনে তেজস্বী রাম স্বয়ং তাহাতে উঠিলেন। তখন নিষাদ-পতি গুহ জ্ঞাতিদিগকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা ইহাঁদিগকে গঙ্গাপার করিয়া দিয়া আইস।

অনন্তর পরম তেজস্বী রাম নৌকায় আরোহণ করিয়া, আপনার হিতোদ্দেশে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য নৌকারোহণমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। এবং সীতার সহিত প্রীতি-প্রফুল্ল চিত্তে যথাশাস্ত্র আচমন করিয়া, ভগবতী ভাগীরথীকে প্রণাম করিলেন। অপরিসীম-প্রভাববিশিষ্ট লক্ষ্মণও তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিলেন। পরে রাম সুমন্ত্র ও সসৈন্য গুহকে বিদায় দিয়া, নৌকা আশ্রয় পূর্ব্বক নাবিকদিগকে চালাইতে অনুমতি করিলেন। তাহারাও নৌকা চালাইয়া দিল। তখন কর্ণধার-সংযুক্তা সেই নৌকা দণ্ডবিক্ষেপবেগে অতিমাত্র আহত হইয়া, গঙ্গার সলিলোপরি অতি দ্রুত ধাবমান হইল। অনন্তর গঙ্গার মধ্যস্থলে আসিয়া অনিন্দিতা জানকী কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, গঙ্গে! এই রাম ধীমান্ মহারাজ দশরথের পুত্র। ইহাঁকে তুমি রক্ষা কর; ইনি পিতৃ আজ্ঞা পালন করুন। এবং ইনি সম্পূর্ণ চতুর্দ্দশ বৎসর বনমধ্যে বাস করিয়া ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত পুনরায় যখন দেশে আসিবেন, তখন হে দেবি! হে সুভগে! হে সর্ব্বকামপ্রদায়িনি ভাগীরথি! আমি নিরাপদে আবার ফিরিয়া আসিয়া, আহ্লাদিতান্তঃ-করণে তোমার পূজা করিব। হে দেবি ত্রিপথগে! তুমি ব্রহ্ম-লোক ব্যাপ্ত করিয়া আছ এবং পৃথিবীতেও মহাসাগরের মহিষীরূপে লক্ষিত হইয়া থাক। হে দেবি! আমি তোমায় প্রণাম করি। হে শোভনে! আমি তোমার স্তব করি। পুরুষোত্তম রাম নিরাপদে দেশে আসিয়া, রাজ্য প্রাপ্ত হইলে, আমি তোমার প্রীতির জন্য ব্রাহ্মণদিগকে শত সহস্র গো এবং

উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও উত্তম অন্ন প্রদান করিব। এবং সহস্র সুরাঘট ও মাংস মিশ্রিত অন্ন দ্বারা তোমারও পূজা করিব। হে দেবি! তুমি প্রসন্ন হও। তোমার তীরে যে সকল দেবতা আছেন, এবং যে সকল তীর্থ ও যে সকল পবিত্র ক্ষেত্র আছে, আমি ফিরিয়া আসিয়া, সে সকলেরও পূজা করিব। হে কলুষ-হারিণি! নিষ্পাপ মহাবাহু রাম তোমার প্রসাদে ভ্রাতা ও আমার সহিত বনবাস হইতে পুনরায় অযোধ্যায় প্রবেশ করুন। স্বামির অনুকূলবর্ত্তিনী অনিন্দিতা জনকনন্দিনী ভাগীরথীকে এইপ্রকার সম্ভাষণ করিতে করিতে, অবিলম্বেই দক্ষিণতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

নরশ্রেষ্ঠ শত্রুদমন রাম তীর প্রাপ্ত হইয়া, নৌকা ত্যাগ করিয়া, ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। অনন্তর সেই মহাবাহু রাম সুমিত্রার প্রীতিকর লক্ষ্মণকে কহিলেন, তুমি সজন বিজন সর্ব্বত্রই সাবধানে সীতার রক্ষা করিবে। বিশেষ, জনশূন্য অরণ্যে সীতার রক্ষা করা মাদৃশ ব্যক্তিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব, লক্ষ্মণ! তুমি অগ্রে অগ্রে গমন কর; সীতা তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যান। আমি তোমার ও সীতার রক্ষা করিয়া, সর্ব্ব পশ্চাৎ গমন করিব। হে পুরুষোত্তম! আমাদের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের রক্ষা করা কর্ত্তব্য। দেখ, ইতিমধ্যে যদি কোন দুষ্কর কার্য্য আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন রক্ষা করা সহজ হইবে না। অদ্য জানকী বনবাসের দুঃখ জানিতে পারিবেন। কেন না, আজি ইঁহাকে মনুষ্য-সম্পর্ক-শূন্য, ক্ষেত্র ও উদ্যান বর্জ্জিত, গর্ত্তাদিবিশিষ্ট, নিম্নোন্নত বনমধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। রামের কথা শুনিয়া, লক্ষ্মণ অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন। অনন্তর সীতা এবং তৎপরে রাম প্রস্থান করিলেন।

এই রূপে রাম অবিলম্বেই গঙ্গার পর পারে উপস্থিত হইলে, সুমন্ত্র, যতক্ষণ দেখা যায়, ততক্ষণ অনিমিষ-নয়নে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। অনন্তর রাম অধিক দূর যাইয়া পড়িলে,

আর যখন দেখিতে পাওয়া গেল না, তখন তিনি অগত্যা চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া, নিতান্ত ব্যথিত ও নিরুপায় হইয়া, ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এ দিকে, লোকপাল সদৃশ প্রভা-বিশিষ্ট মহানুভব বরদাতা রাম মহানদী ভাগীরথী পার হইয়া, ক্ষণ-মধ্যে সমৃদ্ধিসম্পন্ন, প্রচুর-শস্যশালী ও সর্ব্বদা হর্ষাবিষ্ট বৎস্যদেশে উপনীত হইলেন। অনন্তর ক্ষুধার উদ্রেক হওয়াতে, উভয় ভ্রাতায় তথায় বরাহ, ঋষ্য, পৃষত ও মহারুরু এই চারিটী মহা-মৃগ বধ করিয়া, গ্রহণ পূর্ব্বক সত্বর গমনে সায়ংকালে পরম পবিত্র বনস্পতিতলে রাত্রিযাপন করিবার জন্য গমন করিলেন।

ত্রিপঞ্চাশৎ সর্গ।

সংসারে যে সকল মনোহারি পদার্থ আছে, রাম সে সক-লেরই শ্রেষ্ঠ। তিনি ঐ বনস্পতি আশ্রয় করিয়া, সায়ং সন্ধ্যা সমাপন পূর্ব্বক, লক্ষ্মণকে কহিলেন, অদ্য আমরা লোকালয়ের বাহিরে আসিয়াছি। অতএব এই যে রাত্রি উপস্থিত, ইহাই আমাদের বনবাসের প্রথম রাত্রি। সুমন্ত্রও এ সময়ে আমাদের সঙ্গে নাই। সুতরাং তুমি কোন মতেই উৎকণ্ঠিত হইও না। আর, এই বনও নিতান্ত নির্জ্জন। ইহার চতুর্দ্দিকেই হিংস্র পশুগণ ও ঝিল্লিকা সকল অনবরত শব্দ করিতেছে এবং চতু-র্দ্দিকেই নানাপ্রকার বিভীষিকা লক্ষিত হইতেছে। আজি হইতে আমাদিগকে সাবধানে রাত্রিতে জাগিয়া থাকিতে হইবে। দেখ, সীতার যোগ-ক্ষেম আমাদেরই উপরি নির্ভর করিতেছে। হে সৌমিত্রে! আইস; স্বয়ং তৃণ পত্রাদি আহরণ পূর্ব্বক ভূমিতে আস্তরণ করিয়া, শয়ন করত কোন রূপে এই রাত্রি যাপন করি।

রাম মহামূল্য শয্যায় শয়ন করিবার উপযুক্ত। তিনি এই-রূপে ভূমিতে শয়ন করিয়া, লক্ষ্মণের সহিত নানাপ্রকার মনোহর কথা প্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন, হে লক্ষ্মণ! অদ্য মহারাজ দশরথ নিশ্চয়ই অতি ক্লেশে নিদ্রা যাইতেছেন। কিন্তু মনোরথ সিদ্ধ হওয়াতে, কৈকেয়ী অবশ্যই সুখিনী হইয়াছেন। বোধ হয়, ভরত আসিয়াছেন। কৈকেয়ী তাঁহাকে দেখিয়া, মহারাজ দশরথকে রাজ্যের জন্য আর প্রাণে মারিবেন না। রাজা নিতান্ত কামপরায়ণ এবং বৃদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার আর গত্যন্তর নাই। এক্ষণে তিনি আমা বিনা কৈকেয়ীর বশীভূত হইয়া, কি করিবেন, জানি না। দেখ, রাজারও মতিচ্ছন্ন ঘটিল এবং আমারও রাজ্যনাশ হইল। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া আমার প্রতীতি হইয়াছে, ধর্ম্ম ও অর্থ অপেক্ষা কামই প্রবল। হে লক্ষ্মণ! আমি সর্ব্বাংশেই পিতার আজ্ঞাকারী, কখন কোন বিষয়ে তাঁহার অমতে চলি নাই। তথাপি তিনি আমাকে সামান্য স্ত্রীর অনুরোধে ত্যাগ করিলেন। অন্ততঃ পুত্র ভাবিয়াও তাঁহার কিছুমাত্র মমতা জন্মিল না। যাহার কিছুমাত্র জ্ঞান চৈতন্য নাই, তাদৃশ ব্যক্তিও ঈদৃশ বিসদৃশ অনুষ্ঠান করিতে পারে না। আহা, কৈকেয়ীর পুত্র ভরত এখন সস্ত্রীক সুখী হইয়া, সর্ব্বাধিপতি রাজার ন্যায়, কোশলরাজ্য একাকী ভোগ করিবেন! আমি বনে আসিয়াছি এবং পিতারও বয়স হইয়াছে। অতএব ভরতই সমুদায় রাজ্যের মুখ্য সুখ অনুভব করিবেন। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থ ত্যাগ করিয়া, একমাত্র কামের অনুবর্ত্তী হয়, রাজা দশরথের ন্যায় তাহাকে শীঘ্রই এইপ্রকার বিপন্ন হইতে হয়। আমার বোধ হইতেছে, কৈকেয়ী এখন সাম্যভাবে থাকিবেন। কেন না, আমি বনে আসিলাম, ভরত রাজ্য পাইলেন এবং রাজাও আর বাঁচিতেছেন না। আমার ইহাও মনে হইতেছে যে, কৈকেয়ী সৌভাগ্যগর্ব্বে অন্ধ হইয়া, আমাকে দুঃখ দিবার জন্য কৌশল্যা ও সুমিত্রা উভয়কেই যাতনা দিবেন।

আহা, জননী সুমিত্রা আমার কারণে ক্লেশ পাইবেন! অতএব লক্ষ্মণ! তুমি প্রাতঃকালে উঠিয়াই এখান হইতে অযোধ্যায় চলিয়া যাও। আমি একাকীই সীতার সহিত দণ্ডক বনে প্রবেশ করিব। জননী কৌশল্যা আমা বিনা অনাথা হইয়াছেন। তুমিই এখন তাঁহার বিপদে সহায় হও। দেখ, কৈকেয়ী অতি দুরাচারিণী; নীচ কর্ম্মে অনায়াসেই তাঁহার মতি হইয়া থাকে। অতএব তিনি দ্বেষবশতঃ জননীর প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিতে পারেন। হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমার অনাথা জননীকে বিষ দিতেও তাঁহার অসাধ্য হইবে না। হে তাত সৌমিত্রে! জননী নিশ্চয়ই জন্মান্তরে স্ত্রী সকলের পুত্র হানি করিয়াছেন। সেইজন্য এই জন্মে তাঁহার এই পুত্রবিয়োগ রূপ দারুণ বিপত্তি ঘটিল। আহা, জননী চিরকাল আমার পোষণ ও অতি ক্লেশে বর্দ্ধন করিয়াছেন। কিন্তু ফলকালে বঞ্চিতা হইলেন; আমি তাঁহাকে সুখের সময় সুখ না দিয়া ত্যাগ করিলাম; আমাকে ধিক্! হে লক্ষ্মণ! আমি তাঁহাকে যে শোকসাগরে নিক্ষেপ করিয়াছি, তাহার পার নাই। অতএব কোন রমণীই যেন আমার ন্যায় পুত্র প্রসব না করেন! হে সৌমিত্রে! কৌশল্যা আপনার পালিত শারিকাকে আমা অপেক্ষাও অধিক ভাল বাসেন, বোধ হয়। কেন না, তিনি শারিকাকে এই কথা বলিতে শুনিয়াছেন যে, হে শুক! তুমি শত্রুর পদ দংশন কর। দেখ, ক্ষুদ্রপ্রাণ শারিকারও শত্রুনিগ্রহে বিশিষ্টরূপ আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়; মহাপ্রাণ আমার কিন্তু কিছুই নাই! আহা, আমি শোকাকুলা হতভাগিনী কৌশল্যার কিছুই উপকার করিতে পারিলাম না! পুত্র থাকিতেও তিনি অপুত্রা! অতএব হে শত্রুদমন! আমার ন্যায় পুত্রে তাঁহার আর প্রয়োজন কি? আহা, মন্দভাগিনী জননী কৌশল্যা আমা বিনা শোকসাগরে পতিত ও নিতান্ত দুঃখার্ত্ত হইয়া, শয়ন করিয়া আছেন, সন্দেহ নাই। হে লক্ষ্মণ! আমি একাকীই ক্রুদ্ধ হইয়া, শরসমূহে সমুদায় অযোধ্যা ও পৃথি-

বীকেও শত্রুশূন্য করিতে পারি। কিন্তু পিতৃসত্য পালনরূপ ধর্ম্মের অনুরোধে পড়িয়া, আমার বীর্য্য কোন কাজেরই হইতেছে না। হে অনঘ! পাছে অধর্ম্ম হয় এবং পরলোকও নষ্ট হয়, এই ভয়েই আমি রাজ্যে অভিষিক্ত হই নাই। রাম সেই জনশূন্য অরণ্য-মধ্যে সেই নিশাসময়ে এইরূপ ও অন্যরূপ বহুরূপ করুণ বিলাপ করিয়া, অবশেষে মৌন অবলম্বন পূর্ব্বক নিতান্ত ব্যাকুলভাবে বসিয়া রহিলেন। দরদরিত ধারায় লোচনবারি বিগলিত হইয়া, তাঁহার বদনমণ্ডল পূর্ণ করিয়া তুলিল। তৎকালে তাঁহার মুখে বাঙ্‌নিষ্পত্তি রহিত হইলে, বোধ হইল, যেন অগ্নির শিখা নির্ব্বাণ অথবা সমুদ্রের বেগ রোধ হইয়া গিয়াছে। লক্ষ্মণ তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন, হে যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ রাম! আপনি বহির্গত হওয়াতে, অদ্য নিশ্চয়ই শশিহীন শর্ব্বরীর ন্যায়, অযোধ্যানগরীর সমুদায় প্রভাই তিরোহিত হইয়াছে। কিন্তু হে পুরুষোত্তম! আপনি যে স্বয়ং পরিতপ্ত হইয়া, সীতাকে ও আমাকেও পরিতপ্ত করিতেছেন, ইহা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত নহে। হে রঘুনন্দন! জল হইতে উদ্ধৃত মৎস্য যেমন বাঁচিতে পারে না, সেইরূপ, সীতা অথবা আমি, আমরা কেহই আপনাকে ছাড়িয়া, মুহূর্ত্তমাত্রও প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ হইব না। হে শত্রুদমন! আপনি-বিনা, কি পিতা, কি ভ্রাতা, কি মাতা, অথবা, কি স্বর্গ, কিছুই দেখিতে আমার আর ইচ্ছা হয় না।

অনন্তর সুখোপবিষ্ট ধর্ম্মবৎসল রাম ও সীতা উভয়ে অনতিদূরে বটবৃক্ষমূলে সুনির্ম্মিত শয্যা দর্শন করিয়া, তাহাতে শয়ন করিলেন। লক্ষ্মণ ঐ শয্যা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। শত্রুদমন রঘুনন্দন রাম শয়নান্তে লক্ষ্মণের উল্লিখিত অত্যুৎকৃষ্ট বাক্য পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক পরম প্রীতিসহকারে দীর্ঘকালের জন্য স্বয়ং বনবাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, তদ্বিষয়ে লক্ষ্মণকেও চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত অনুমতি করিলেন। তৎকালে গিরিপ্রস্থ-বিহারী

সিংহদ্বয়ের ন্যায়, মহাবল রঘুবংশবর্দ্ধন রাম ও লক্ষ্মণ তাদৃশ নির্জ্জন মহারণ্যে কোন অংশেই ভয় বা সম্ভ্রম প্রাপ্ত হইলেন না।

চতুঃপঞ্চাশৎ সর্গ।

তাঁহারা সেই মহাতরুমূলে নির্ব্বিঘ্নে রাত্রি যাপন করিয়া, সুনির্ম্মল সূর্য্যমণ্ডল উদিত হইলে, তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এবং যেখানে যমুনা ভগীরথ-পথ-বর্ত্তিনী জহ্নুনন্দিনীর সহিত মিলিতা হইতেছেন, সেই প্রয়াগভূমি লক্ষ্য করিয়া, মহাবন পার হইয়া, গমন করিতে লাগিলেন। যাইবার সময় বহুবিধ মনোহর দেশ ও ভূমিভাগ সমস্ত তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তাঁহারা পূর্ব্বে কখন ঐ সকল দেখেন নাই। এই রূপে যথাসুখে বিবিধজাতীয় কুসুমসম্পন্ন বৃক্ষ সকল দেখিতে দেখিতে, দিবা অবসান হইবামাত্র, রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, হে সৌমিত্রে! ঐ দেখ, প্রয়াগের দিকে ভগবান্ অগ্নির চিহ্ন স্বরূপ পরম সুন্দর ধূম উত্থিত হইতেছে। বোধ হইতেছে, মহর্ষি ভরদ্বাজ এখানে আছেন। আর,আমরা নিশ্চয়ই গঙ্গাযমুনার সঙ্গমে উপস্থিত হইয়াছি। ঐ দেখ, উভয় নদীর সলিলরাশি পরস্পর আহত হওয়াতে, শব্দ হইতেছে। নানাজাতি বৃক্ষ সকলও আশ্রমে ছিন্ন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, এবং আরণ্যজীবিগণও কাষ্ঠ সকল কাটিয়া রাখিয়াছে দেখা যাইতেছে।

অনন্তর দিবাকর পশ্চিম দিকে লম্বমান হইলে, ধনুর্দ্ধারী রাম ও লক্ষ্মণ গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলে ভরদ্বাজাশ্রমে উপনীত হইলেন। রাম তাহার সন্নিহিত হইয়া, মৃগ ও পক্ষিগণের ত্রাস উৎপাদন পূর্ব্বক মুহূর্ত্তমধ্যেই গমন করিয়া, তথায় প্রবেশ করিলেন। অনন্তর উভয় ভ্রাতায় সীতার সহিত মিলিত হইয়া, মহর্ষির দর্শনবাসনায় সহসা নিকটে না গিয়া, দূরেই দণ্ডায়মান

রহিলেন। পরে অনুমতি প্রাপ্ত হইলে, মহাভাগ রাম সন্নিধানে গমন করিয়া দেখিলেন, মহানুভব ভরদ্বাজ অগ্নিহোত্রে আহুতি দিয়া, শিষ্যগণে বেষ্টিত হইয়া, বসিয়া আছেন। তিনি অতি দৃঢ়তর-নিয়ম-সম্পন্ন ও সর্ব্বদাই পরব্রহ্মে সন্নিহিত-চিত্ত এবং তপোবলে দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন। দর্শনমাত্র রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া, তৎক্ষণাৎ তদীয় চরণ বন্দনা করিলেন। এবং এই বলিয়া তাঁহার নিকট আপন-পরিচয় প্রদান করিলেন, ভগবন্! আমরা দশরথের পুত্র রাম ও লক্ষ্মণ। আর এই কল্যাণী আমার ভার্য্যা, এবং জনকের দুহিতা। এই অনিন্দিতা আমার সমভিব্যাহারে নির্জ্জন তপোবনে আসিয়াছেন। পিতা আমায় বনে দিয়াছেন। এইজন্য আমার প্রিয় অনুজ ভ্রাতা এই লক্ষ্মণও ব্রত ধারণ পুর্ব্বক আমার সঙ্গে বনে আসিয়াছেন। ভগবন্! আমরা এখন পিতার নিয়োগে তপোবনে প্রবেশ পুর্ব্বক ফলমূল ভক্ষণ করিয়া, ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিব।

ধর্ম্মাত্মা ভরদ্বাজ পরম বুদ্ধিমান্ রাজপুত্র রামের এই কথা শুনিয়া, তাঁহাদিগকে গো, অর্ঘ্য, বন্য-ফল-মূলাশ্রিত নানাবিধ অন্নরস এবং বাসস্থান প্রদান করিলেন। মহর্ষি তেজঃপুঞ্জ বলিয়া, তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষার্থ রাম মধ্যে মধ্যে অবস্থিতি পুর্ব্বক তাঁহার নিকটে গেলেন। পরম তপস্বী ভরদ্বাজ মৃগ পক্ষী ও মুনিগণের সহিত কুশল প্রশ্ন পুর্ব্বক বিশেষরূপে তাঁহার সৎকার করিয়া, পরে মুনিগণের সহিত তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট হইলেন। এবং রাম তদ্দত্ত পুজা গ্রহণ করিয়া, উপবেশন করিলে, তাঁহাকে ধর্ম্মসঙ্গত-বাক্যে বলিতে লাগিলেন, হে ককুৎস্থনন্দন! তোমাকে অনেককালের পর এই আশ্রমে আসিতে দেখিলাম। তুমি অকারণে বনে নির্ব্বাসিত হইয়াছ, তাঁহা আমি শুনিয়াছি। যাহা হউক, গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থিত এই স্থান অতীব নির্জ্জন, পবিত্র ও মনোহর। তুমি এখানে সচ্ছন্দে বাস কর।

ভরদ্বাজ এইপ্রকার কহিলে, সর্ব্বলোকহিতনিষ্ঠ রঘুনন্দন রাম পবিত্র-বাক্যে কহিলেন, ভগবন্! আমার বোধ হইতেছে, এই আশ্রমে থাকিলে, ইহার নিকটবর্ত্তী নগর ও গ্রামবাসী লোকেরা আমার সহিত সাক্ষাৎ করা সুসাধ্য, দেখিয়া, জানকী ও আমার দর্শনাভিলাষে এখানে আগমন করিবে। এই কারণে এখানে থাকিতে আমার মন হইতেছে না। অতএব ভগবন্! যেখানে থাকিলে, জনকনন্দিনী বৈদেহী সর্ব্বদা মনের সুখে থাকিবেন, আপনি কোন নির্জ্জন স্থানে তাদৃশ উৎকৃষ্ট আশ্রমপদ নির্দ্দেশ করিয়া দিন। দেখুন, এই জানকী সর্ব্বদা সুখভোগ করিবার উপযুক্তা।

মহামুনি ভরদ্বাজ রামের এই প্রশস্ত বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক যাহাতে তাঁহার ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে, তাদৃশ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, তাত! আমার এই আশ্রমের দশ ক্রোশ দূরে যে পর্ব্বত আছে, তুমি তথায় বাস করিতে পার। ঐ পর্ব্বত দেখিতে অতি সুন্দর ও পরম প্রশস্ত এবং মহর্ষিগণ তাহা আশ্রয় করিয়া আছেন। গোলাঙ্গুল বানর ও ঋক্ষ সকল তথায় বিচরণ করিয়া থাকে। উহা চিত্রকূট নামে বিখ্যাত এবং গন্ধমাদনের সমান আকৃতিবিশিষ্ট। উহার শৃঙ্গ সকল দর্শনমাত্রেই লোকের মন পাপে বিরত ও সৎপথে ধাবমান হইয়া থাকে। তথায় মৃত মনুষ্যের কপালের ন্যায় শুক্লমস্তক বহুসংখ্যক ঋষি তপোবনে শত বৎসর বিহার করিয়া, পরিশেষে স্বর্গে গিয়াছেন। ঐ স্থান অতিশয় নির্জ্জন। আমার মতে তুমি তথায় সুখে বাস করিতে পারিবে। অথবা, রাম! তুমি বনবাসের জন্য, আমার সহিত এই আশ্রমেই বাস কর। এইরূপে মহর্ষি ভরদ্বাজ সকল অভিলাষ পূরণ দ্বারা হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক প্রিয় অতিথি রামকে ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত বিশেষ রূপে সভাজন করিলেন।

রাম প্রয়াগক্ষেত্রে মহর্ষি ভরদ্বাজের সহিত সমাগত হইয়া, বিবিধ বিচিত্র কথা বার্ত্তা আরম্ভ করিলে, ক্রমে পরম প্রশস্ত

রাত্রি উপস্থিত হইল। তিনি সর্ব্বদা সুখভোগের যোগ্য পাত্র। পথশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হওয়াতে, রমণীয় ভরদ্বাজাশ্রমে সুখে সেই রাত্রি বাস করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে, তিনি প্রদীপ্ত-তেজা মহর্ষির সমীপবর্ত্তী হইয়া, নিবেদন করিলেন, হে পরম সত্যনিষ্ঠ ভগবন্! অদ্য আমরা আপনার আশ্রমে রাত্রিবাস করিলাম। এক্ষণে, যেখানে বাস করিতে হইবে, সেই চিত্রকূটে যাইব, আজ্ঞা করুন।

সেই রাত্রি প্রভাত হইলে, ভরদ্বাজ রামকে কহিলেন, তুমি এখন ফলমূল ও মধুসম্পন্ন চিত্রকূটে গমন কর। হে মহাবল রাম! আমার মতে চিত্রকূটই তোমার উপযুক্ত বাসস্থল। তথায় নানাজাতীয় বৃক্ষ আছে। কিন্নর সকল বাস করিতেছে। ময়ূরশব্দের প্রতিধ্বনি হইতেছে। এবং প্রধান প্রধান হস্তী সকল বিচরণ করিতেছে। তুমি সেই লোকবিখ্যাত চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন কর। ঐ পর্ব্বত পরম পবিত্র, রমণীয় এবং নানাবিধ ফলমূলে অলঙ্কৃত। তথায় কুঞ্জর সকল ও মৃগসমূহ বনমধ্যে বিচরণ করিতেছে, এবং নদী, প্রস্রবণ, প্রস্থ, কন্দর ও নির্ঝর সকল বিরাজ করিতেছে, দেখিতে পাইবে। হে রঘুনন্দন! তথায় সীতার সহিত বিচরণ সময়ে তোমার মন আনন্দিত হইবে। যেহেতু, বনচারী ঐ সকল জন্তু আহ্লাদ উৎপাদন করিয়া থাকে। তথায় টিট্টিভ ও কোকিল সকল আহ্লাদিত হইয়া শব্দ করিতেছে, শুনিলে পরম প্রীতি জন্মে। এবং মৃগ ও হস্তী সকল সর্ব্বদা মত্ত হইয়া, বিচরণ করিতেছে, দেখিলেও মন মোহিত হইয়া যায়। এইরূপে পরম সুখ ও শুভসম্পন্ন চিত্রকূটে গমন করিয়া, তুমি তত্রত্য আশ্রমে সুখে বাস কর।

—০—

পঞ্চপঞ্চাশৎ সর্গ।

অরিন্দম রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে তথায় রজনী প্রভাত করিয়া, মহর্ষির চরণ বন্দনা পূর্ব্বক চিত্রকূট উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

পিতা যেমন ঔরস পুত্রকে, তেমনি মহর্ষি ভরদ্বাজ তাঁহাদিগকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া, তাঁহাদের উদ্দেশে স্বস্ত্যয়ন করিলেন। অনন্তর পরম তেজস্বী মহর্ষি সত্যপরাক্রম রামকে বলিতে লাগিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ! প্রথমে, গঙ্গাযমুনার সঙ্গম ধরিয়া, স্বয়ং ভাগীরথী পশ্চাৎমুখী হইয়া যাহাকে আশ্রয় করিয়াছেন, সেই কালিন্দীতে গমন করিবে। প্রতিকূলবাহিনী এই কালিন্দীতে গমন করিয়া, দেখিবে, সর্ব্বদা গমনাগমন দ্বারা উহার অবতরণপ্রদেশ অত্যন্ত ক্ষয় পাইয়াছে। তোমরা তথায় ভেলা করিয়া, ঐ নদী পার হইবে। অনন্তর শ্যামবটে গমন করিবে। ঐ বৃক্ষের আকার প্রকাণ্ড, পত্র সকল হরিদ্বর্ণ, অন্যান্য বহুসংখ্য বৃক্ষ উহাকে বেষ্টন করিয়া আছে এবং সিদ্ধগণ উহার সেবা করিয়া থাকেন। তথায় গমন করিয়া, সীতা যেন কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার নিকট আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করেন। ইচ্ছা হইলে, তথায় বাস করিতে পার; নতুবা তাহা পার হইয়া যাইবে। তথা হইতে এক ক্রোশ গমন করিলে, নীলবর্ণ কানন দেখিতে পাইবে। শল্লকী ও বদরীবৃক্ষসমূহে ঐ বন পরিপূর্ণ এবং তথায় যমুনা-তীরে অন্যান্য বন্য বৃক্ষ সকলও উৎপন্ন হইয়া থাকে। উহাই চিত্রকূট যাইবার পথ। আমি অনেক বার ঐ পথে গমন করিয়াছি। উহাতে কণ্টক ও পাষাণাদি নাই, দাবদাহের সম্পর্ক নাই এবং ঐ পথে যাইবার সময় মনে প্রীতি জন্মিয়া থাকে। মহর্ষি এইরূপে পথের পরিচয় দিয়া, নিবৃত্ত হইলেন। রামও, যে আজ্ঞা বলিয়া, তাঁহার বন্দনা পূর্ব্বক তাঁহাকে ক্ষান্ত করিলেন। অনন্তর তিনি ক্ষান্ত হইলে, রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, ভাই! আমরা যথার্থ পুণ্য করিয়াছি। যেহেতু, মহর্ষি আমাদিগকে অনুকম্পা করিতেছেন। তোমার কল্যাণ হউক। পরম প্রশান্তচিত্ত পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে এইপ্রকার মন্ত্রণা করিয়া, সীতাকে অগ্রে করত তরঙ্গিণী কালিন্দীর তীরে গমন করিলেন। তথায় অবিলম্বে উপনীত হইয়া, কি রূপে সত্বর নদী পার হই-

যেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে কাষ্ঠ সকল একত্র করিয়া, তদ্দ্বারা প্রকাণ্ড ভেলা প্রস্তুত করিলেন। তদনন্তর মহাবীর লক্ষ্মণ স্থির হইয়া, বনজাত শুষ্ক উশীর, বেতসশাখা ও জম্বু-শাখা সকল আচ্ছাদন ও আবরণ করত সীতার জন্য সুখময় আসন নির্ম্মাণ করিলেন। তখন দশরথনন্দন রাম অচিন্ত্য-রূপিণী শ্রীর ন্যায় পরম প্রণয়পাত্রী সীতাকে তাহাতে আরোহণ করাইলেন। তিনি ঈষৎ লজ্জিতা হইলেন। অনন্তর রাম ভেলার পার্শ্বদেশে বৈদেহীর বসন ভূষণ সমস্ত এবং খনিত্র ও পেটক, এই সমুদায় দ্রব্য অতি সাবধানে রক্ষা করিলেন।

এই রূপে অগ্রে সীতাকে আরোহণ করাইয়া, পরে দশরথ-নন্দন রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে যত্ন পূর্ব্বক সেই ভেলা গ্রহণ করিয়া, প্রীতিভরে কালিন্দী নদী পার হইতে লাগিলেন। নদীর মধ্য-স্থলে আসিয়া, সীতা তাঁহার বন্দনা পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! স্বস্তি, আমি তোমায় পার হইতেছি। আমার স্বামী যে চতু-র্দ্দশ বৎসর বনে বাস করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তোমার প্র-সাদে ঐ ব্রত যেন সমাপ্ত হয়। স্বস্তি; রাম ইক্ষ্বাকুগণের পালিত অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলে, সহস্র গো ও শত সুরা-কলস প্রদান পূর্ব্বক আমি তোমার পূজা করিব। বরদর্শিনী জনকনন্দিনী কৃতাঞ্জলি হইয়া, কালিন্দীর নিকট এইপ্রকার প্রা-র্থনা করিতে করিতে, তাহার দক্ষিণ তীরে আসিয়া উপনীত হইলেন।

অনন্তর সকলে ভেলা করিয়া, শীঘ্রগামিনী ও তরঙ্গমালিনী সূর্য্যনন্দিনী যমুনা পার হইলেন। এই যমুনার তীরে নানা-জাতীয় বৃক্ষ সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাঁহারা যমুনা পার হইয়া, ভেলা ত্যাগ করিলেন। পরে যমুনার তীরবর্ত্তী বন হইতে প্রস্থান করিয়া শ্যামবটে গমন করিলেন। শ্যামবটের ছায়া ও তল অতি শীতল এবং পত্র সকল হরিদ্বর্ণ। জানকী তথায় গমন করিয়া, শ্যামবটের বিশিষ্টরূপ বন্দনা করত কহি-

লেন, হে মহাবৃক্ষ! তোমাকে নমস্কার। তোমার প্রসাদে আমার স্বামীর ব্রত উদ্‌যাপন হউক। এবং আমরা যেন কৌশল্যা ও যশস্বিনী সুমিত্রাকে পুনরায় দর্শন করি। এইরূপে মনস্বিনী অনিন্দিতা সীতা কৃতাঞ্জলি হইয়া শ্যামবটে প্রদক্ষিণ করিলেন।

অনন্তর রাম আপনার পরম অনুকূলবর্ত্তিনী প্রিয়তমা সীতাকে শ্যামবটের নিকট প্রার্থনা করিতে দেখিয়া, লক্ষ্মণকে কহিলেন, হে ভরতানুজ! তুমি সীতাকে লইয়া অগ্রে অগ্রে গমন কর। হে নরোত্তম! আমি আয়ুধ গ্রহণ করিয়া, সকলের পশ্চাৎ গমন করিব। জনকদুহিতা যে যে ফল বা পুষ্প প্রার্থনা করেন এবং যে সকল পুষ্প বা ফল ইহাঁর মনোরম্য হয়, তৎ সমস্ত ইহাঁকে প্রদান কর। তৎকালে অবলা সীতা প্রত্যেক পাদপ, প্রত্যেক গুল্ম, অথবা পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই এরূপ পুষ্পবিশিষ্ট লতা, যাহা কিছু দেখিতে পান, তাহারই বিষয় রামকে জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। লক্ষ্মণও সীতার কথায় ত্বরান্বিত হইয়া, কুসুমস্তবকশোভিত বহুবিধ রমণীয় বৃক্ষ সকল আনিয়া দিতে লাগিলেন। তৎকালে বিচিত্র পুলিন ও বিচিত্র জলশালিনী এবং হংস ও সারসগণের কলরবশোভিনী কলিন্দনন্দিনী যমুনা দর্শন করিয়া, জনকনন্দিনীর অতিশয় প্রীতি উপস্থিত হইল।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতায় ক্রোশমাত্র গমন করিয়া, যমুনার তীরবর্ত্তী অরণ্যানীতে বহুবিধ পবিত্র মৃগ বধ করত বিচরণ করিতে লাগিলেন। ঐ বন দেখিতে অতি সুন্দর; বানর ও হস্তীগণে পরিব্যাপ্ত এবং ময়ূরগণের শব্দে প্রতিধ্বনিত। তাঁহারা তথায় বিহার করিয়া, পরে সর্ব্বতোভাবে সমতল নদীতীরে সত্বর গমন পূর্ব্বক সেখানে অবস্থিতি করিলেন।

ষট্‌পঞ্চাশৎ সর্গ।

—•—

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে, রাম আপনার জাগিবার পর ঈষৎ নিদ্রান্বিত লক্ষ্মণকে এই বলিয়া, ধীরে ধীরে জাগাইতে লাগিলেন, হে সুমিত্রানন্দন! নানাজাতীয় বন্য পক্ষী সকল কল স্বরে শব্দ করিতেছে, শ্রবণ কর। প্রস্থান করিবার এই উপযুক্ত সময়। অতএব হে শত্রুদমন! গমন করি, চল। লক্ষ্মণ ঘুমাইয়াছিলেন। রাম যথাকালে জাগাইয়া দিলে, তিনি নিদ্রা ও আলস্য ত্যাগ এবং উত্তমরূপে বিশ্রাম লাভ করিয়া, গাত্রোত্থান করিলেন। অনন্তর সকলে উঠিয়া, পবিত্র নদী-জলে আচমন পূর্ব্বক যে পথে চিত্রকুট যাইতে হয়, ঋষিগণের সেবিত সেই পথে গমন করিতে লাগিলেন। রাম লক্ষ্মণের সহিত যথাসময়ে সেই পথে প্রস্থান করত, কমললোচনা সীতাকে বলিতে লাগিলেন, জানকি! ঐ দেখ, বসন্তকাল উপস্থিত হওয়াতে, সর্ব্বতোভাবে কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হইয়াছে। তাহাতে, বোধ হইতেছে, কিংশুকবৃক্ষ সকল যেন জ্বলিতেছে এবং যেন মালা পরিয়া রহিয়াছে। ঐ দেখ, ভল্লাতক (ভেলা) ও বিল্ববৃক্ষসমূহ ফল ও পুষ্পভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে। এই নির্জ্জন অরণ্যে মনুষ্যের সম্পর্ক নাই। সুতরাং, এ পর্য্যন্ত ঐ সকল কাহারও ভোগে আইসে নাই। আমরা নিশ্চয়ই ঐ সকলে জীবন ধারণ করিতে পারিব। হে লক্ষ্মণ! ঐ দেখ, প্রত্যেক বৃক্ষেই মধুকরগণের সঞ্চিত দ্রোণ (৩২ সের) প্রমাণ মধুচক্র সকল লম্বমান হইতেছে। ঐ দেখ, দাত্যুহ পক্ষী পরম মনোহর বন-ভূমিতে শব্দ করিতেছে, দেখিয়া, ময়ূর তাহার প্রতিশব্দ করিতেছে। চতুর্দ্দিকেই পুষ্প সকলে আচ্ছন্ন হওয়াতে, ঐ বনভূমি নিতান্ত নিবিড় হইয়া উঠি-

য়াছে। ঐ দেখ, চিত্রকূট গিরি শোভা পাইতেছে। মাতঙ্গ সকল ঐ পর্ব্বতে বিচরণ ও পক্ষী সকল শব্দ করিতেছে। এবং উহার শিখর সকল অতিমাত্র উন্নত ও বিস্তৃত। হে তাত! উহার কাননভাগ সমতল ভূমিতে বিন্যস্ত, অতিশয় মনোহর, ও বহুসংখ্য বৃক্ষে আবৃত এবং যার পর নাই পবিত্র। আমরা তথায় বিহার করিব।

অনন্তর সীতার সহিত পদব্রজে গমনকারী রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে মনোরম চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন করিলেন। ঐ পর্ব্বত দেখিতে অতি সুন্দর, নানাজাতীয় পক্ষীগণে পরিব্যাপ্ত, বহুবিধ ফলমূলে অলঙ্কৃত এবং অতিমাত্র সুস্বাদু সলিলে পরিপূর্ণ। রাম তথায় উপস্থিত হইয়া, লক্ষ্মণকে কহিলেন, হে প্রিয়দর্শন! এই পর্ব্বত অতি মনোহর। এখানে নানাবিধ বৃক্ষ ও লতা সকল রহিয়াছে এবং অনেকপ্রকার ফল ও মূলও প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমার সুস্পষ্ট প্রতীতি জন্মিতেছে, যে, এখানে অনায়াসেই আমাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারিবে। অধিকন্তু, এই পর্ব্বতে মহাত্মা মুনিগণ বাস করেন। অতএব ইহাই আমাদের বাসের উপযুক্ত। হে তাত! আমরা এইখানেই বাস করিব।

অনন্তর রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ সকলেই কৃতাঞ্জলি হইয়া, বাল্মীকির আশ্রমে গমন করিয়া, তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। ধর্ম্মবিৎ মহর্ষি অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া, তাঁহাদের সকলেরই সৎকার করিলেন। পরে রামকে কুশল প্রশ্ন করিয়া, বসিতে বলিয়া, কহিলেন, হে রঘুশ্রেষ্ঠ! তুমি যে কারণে আসিয়াছ, তাহা আমি জানি। হে প্রভো! এক্ষণে এখানে ঋষিগণের সান্নিধ্যেই বাস করিতে প্রবৃত্ত হও। বাল্মীকি এইরূপে সবিশেষ সম্ভাষণ করিলে, মহারথ রাম পরম প্রীত হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে, যে আজ্ঞা বলিয়া, ঋষির কথা শিরোধার্য্য করিলেন।

অনন্তর লক্ষ্মণাগ্রজ মহাবাহু মহাপ্রভাব রাম যথারীতি বাল্মীকির নিকট আত্মপরিচয় নিবেদন করিয়া, লক্ষ্মণকে কহিলেন, হে সৌম্য! তুমি শক্ত ও উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ সকল আনয়ন করিয়া, বাস-গৃহ নির্ম্মাণ কর। বাস করিতে আমার অত্যন্ত মন হইয়াছে। শত্রুদমন সুমিত্রানন্দন রামের কথা শুনিয়া, বিবিধ বৃক্ষ আহরণ পূর্ব্বক পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিলেন। এবং ভিতরে বাহিরে কাষ্ঠের ভিত্তি দ্বারা সুন্দররূপে উহার প্রতিষ্ঠা করিলেন। উহাতে কপাটও বদ্ধ করিয়া দিলেন। দেখিতে পরম সুন্দর ঐ পর্ণশালা দর্শন করিয়া, রাম একাগ্রচিত্তে শুশ্রূষা-পরায়ন লক্ষ্মণকে কহিলেন, হে সৌমিত্রে! বাস্তুশান্তি করা চিরজীবী ব্যক্তিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব আমরা হরিণমাংস আহরণ করিয়া, পর্ণশালাধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজা করিব। হে শুভদর্শন! এক্ষণে তুমি সত্বর মৃগ বধ করিয়া আনয়ন কর। এবং ধর্ম্মও স্মরণ করিয়া দেখ। শাস্ত্রে যে বিধি আছে, তাহা পালন করা কর্ত্তব্য। পরবীরঘাতী লক্ষ্মণ ভ্রাতার আজ্ঞায় মৃগ বধ করিয়া আনিলেন। রাম পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন, তুমি এই মৃগমাংস পাক কর। আমরা বাস্তুপূজা করিব। হে সৌম্য! ত্বরাপর হও; শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত এবং আজিকার দিনও অতি প্রশস্ত। কেন না, এই দিনের নাম ধ্রুব অর্থাৎ এই দিনে যে কিছু কার্য্য করা যায়, তাহার নিশ্চয় ফললাভ হইয়া থাকে। তখন প্রতাপশালী সুমিত্রাতনয় পবিত্র কৃষ্ণমৃগ বধ করিয়া, প্রজ্বলিত হুতাশনে নিক্ষেপ করিলেন। পরে, অতিশয় তপ্ত ও পরিপক্ক হইয়া উহার শোণিতস্রাব বদ্ধ হইয়াছে, জানিয়া, তিনি পুরুষশ্রেষ্ঠ রামকে কহিলেন, আমি এই সর্ব্বকামসাধন কৃষ্ণ-মৃগকে সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত পাক করিয়াছি। হে দেবসদৃশ! আপনি এখন ইহা দ্বারা বাস্তুদেবতার যাগ করুন। এ বিষয়ে আপনার সবিশেষ নিপুণতা আছে। রাম গুণসকলের আধার এবং বিশিষ্টরূপ জপ করিতে

ভাবিতেন। তিনি বিশ্বামিত্রাদি ঋষিগণের উপদেশানুসারে স্নান করিয়া, বাস্তুশান্তি সময়ে যে সকল মন্ত্রের প্রয়োজন হইয়া থাকে, তৎ সমস্ত উচ্চারণ পূর্ব্বক যথাসংগ্রহ বাস্তুশান্তি প্রভৃতি সমাধা করিলেন। এবং শুচি হইয়া, সমুদায় দেবতার পূজা করিয়া, পরে গৃহপ্রবেশে উদ্যত হইলেন। তৎকালে, সেই অপরিসীম তেজঃসম্পন্ন রামের মনে আহ্লাদ জন্মিল। অনন্তর তিনি বিশ্বদেবগণ এবং বিষ্ণু ও রুদ্রের উদ্দেশে বলি প্রদান করিয়া, বাস্তুশান্তির উপযুক্ত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে যথাবিধি নদীতে স্নান ও ন্যায়ানুসারে জপ করিয়া, পুনরায় পাপশান্তির নিমিত্ত বিশ্বদেবগণের বিশিষ্টরূপ পূজা করিলেন। পূজা সমাধা হইলে, তিনি আশ্রমের অনুরূপে বলি প্রদান জন্য অগ্নি-দিগ্‌বর্ত্তী বেদিস্থল বিধান এবং গণপতির আয়তন ও বিষ্ণু-দেবতার আয়তন প্রতিষ্ঠা করিলেন। পরে রাজীবলোচন রাম যথোচিত ফল ও মাংস প্রদান দ্বারা ভূতগণের তৃপ্তিবিধান পূর্ব্বক গৃহপ্রবেশে সঙ্কল্প করিলেন। তখন দেবগণ যেমন সুধর্ম্মা-সভায় প্রবেশ করেন, তেমনি তাঁহারা সকলে মিলিয়া, বৃক্ষ-পত্রের আচ্ছাদনবিশিষ্ট ও উপযুক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত সেই মনো-হর পর্ণশালায় বাস করিবার জন্য প্রবেশ করিলেন। এইরূপে পরম রমণীয় চিত্রকূট এবং বিবিধ মৃগ পক্ষীর আশ্রয় ও সুন্দর ঘাটবিশিষ্ট মাল্যবতী নদী আশ্রয় করিয়া, রাম আহ্লাদিত হই-লেন এবং অযোধ্যা হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন বলিয়া, যে দুঃখ হইয়াছিল, তাহাও ত্যাগ করিলেন।

সপ্তপঞ্চাশৎ সর্গ।

এ দিকে, রাম দক্ষিণ তীরে উত্তীর্ণ হইলে, গুহ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া, সুমন্ত্রের সহিত অনেক ক্ষণ কথোপকথন করিয়া,

স্বগৃহে গমন করিলেন। তখন, রাম ও লক্ষ্মণ সীতার সহিত প্রয়াগে ভরদ্বাজাশ্রমে গমন করিয়া, ভরদ্বাজের নিকট যে সমুচিত সৎকার প্রাপ্ত হয়েন, এই বৃত্তান্ত শৃঙ্গবের-পুরবাসী গুহপ্রেরিত চরমুখে সবিশেষ অবগত হইয়া, সুমন্ত্র গুহের নিকট বিদায় লইয়া, অশ্ব সকল যোজনাপূর্ব্বক, একান্ত ব্যাকুলচিত্তে অযোধ্যায় প্রস্থান করিলেন। তিনি সবিশেষ সাবধান হইয়া, কুসুম-সুরভি কানন, সরোবর ও নদী সকল এবং গ্রাম ও নগর-সমূহ দেখিতে দেখিতে সত্বর গমনে যাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি তৃতীয় দিবসে সন্ধ্যাসময়ে অযোধ্যায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, অযোধ্যার অধিবাসী সকলেই নিরানন্দ। কোন দিকে কিছুমাত্র শব্দ নাই। বোধ হয়, সমুদায় নগরী যেন শূন্য হইয়া গিয়াছে তদ্দর্শনে তিনি সাতিশয় শোকাবেগে অভিভূত ও অতিমাত্র দুর্ম্মনায়মান হইয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন, অযোধ্যানগরী রামের বিরহজন্য সন্তাপ-দুঃখে গজ অশ্ব রাজা প্রজা সকলেরই সহিত বুঝি শোকাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া, গিয়াছে। সুমন্ত্র এইপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে বেগবান্ অশ্বগণের সাহায্যে সত্বর নগরদ্বারে সমাগত হইয়া, উহাতে প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রবেশ করিলে, শত শত ও সহস্র সহস্র সংখ্যায় লোক সকল, রাম কোথায়, জিজ্ঞাসা করিতে করিতে তাঁহার দিকে ধাবমান এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুমন্ত্র সকলকেই উত্তর করিলেন, আমি শৃঙ্গবেরপুরে ভাগীরথীতীরে মহাত্মা ও ধার্ম্মিক রামকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক তাঁহার অনুমতি লইয়া ফিরিয়াছি ; ইহার পর কি ঘটিয়াছে, আর জানি না। তখন, রাম লক্ষ্মণ গঙ্গাপার হইয়াছেন, বুঝিয়া; লোক সকল বাষ্পপূর্ণ মুখে, হায় ধিক্! এই কথা বলিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে, হা রাম, তুমি কোথায়! বলিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিল। এবং সকলে দলে দলে মিলিয়া বলিতে

লাগিল. রাম আমাদের নয়নের অন্তরাল হইলেন; আমরা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইলাম। আহা, রাম অতি ধর্ম্মপরায়ণ। তিনি আমাদের দান, যজ্ঞ, বিবাহ। এবং অন্যান্য মহৎ মহৎ সমাজে সর্ব্বদাই লিপ্ত থাকিতেন। আর আমরা কখন ঐরূপে তাঁহাকে দেখিতে পাইব না! সুমন্ত্র তাহাদের এই সকল কথা শুনিতে লাগিলেন। রাম পিতার ন্যায়, অযোধ্যার পালন করিতেন। এই সকল লোক রাম বিনা এখন কি করিবে; এবং রাম বিনা ইহাদের সুখ ও সন্তোষের উপায়ই বা আর কি হইবে; তৎকালে, এইপ্রকার চিন্তায় সমস্ত অযোধ্যাই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অনন্তর সুমন্ত্র আপণ মধ্যে গমন সময়ে শুনিতে পাইলেন, স্ত্রীসকল তাঁহাকে দেখিবার জন্য বাতায়নতলে আসিয়া, রামের শোকে বিলাপ করিতেছে। পাছে কেহ দেখিতে পায়, বলিয়া, তিনি মুখ ঢাকিয়া রাজপথের মধ্যে দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। এবং যেখানে রাজা দশরথ রহিয়াছেন. সেই গৃহে গমন করিলেন। তিনি সত্বর রথ হইতে নামিয়া, রাজগৃহে প্রবেশ করিয়া. ক্রমে ক্রমে সপ্তদ্বার পার হইলেন। সকল দ্বারই লোকে পরিপূর্ণ। স্ত্রীসকল রামকে না দেখিয়া. একান্ত কৃশ হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা হর্ম্ম্য, প্রাসাদ ও সপ্ততল গৃহ সকলের উপর হইতে রাম বিনা। সুমন্ত্রকে আসিতে দেখিয়া. হাহাকার করিয়া উঠিলেন। এবং একান্ত কাতর হইয়া, কি করিব, কি হইবে, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, পরস্পর অব্যক্তভাবে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বিশাল বিমল নেত্র সকলে অবিরল অশ্রুজল বিনির্গলিত হইতে লাগিল।

অনন্তর সুমন্ত্র শুনিতে পাইলেন, দশরথের মহিষীগণ তাঁহার দর্শনমাত্র রামশোকে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া, চতুর্দিগ্‌বর্ত্তী প্রাসাদ সকল হইতে অবতরণ করিয়া, ধীরে ধীরে বলিতে

আসিলেন; সুমন্ত্র রামের সহিত বাহির হইয়াছিলেন, এক্ষণে রাম বিনা এখানে আসিয়াছেন। কৌশল্যা ইহাঁকে দেখিলেই, এখনি চীৎকার করিয়া উঠিবেন। তখন, সুমন্ত্র নিশ্চয়ই তাঁহাকে কোন কথাই বলিতে পারিবেন না। রাম উপস্থিত রাজ্য ত্যাগ করিয়া, নগরের বাহির হইলেও, কৌশল্যা যখন বাঁচিয়া রহিয়াছেন, তখন বোধ হইতেছে, জীবন যেমন কষ্টজনক, তেমন সহজে যায় না। রাজমহিষীগণের এই প্রকৃত কথা শ্রবণ করিয়া, সুমন্ত্র শোকে যেন জ্বলিয়া উঠিলেন। অনন্তর তৎক্ষণাৎ রাজ-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া, অষ্টম কক্ষ্যায় গমনপুর্ব্বক দেখিলেন, রাজা দশরথ পুত্রশোকে মলান, অভিভূত ও একান্ত দীনভাবাপন্ন হইয়া, সৌধ-ধবল গৃহে বসিয়া আছেন। তদ্দর্শনে রাজার সম্মুখে যাইয়া, তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া, রাম যাহা যাহা বলিয়া-ছিলেন, তৎ সমস্ত অবিকল নিবেদন করিলেন। রাজা চুপ করিয়া সকলই শুনিলেন। শুনিয়া শোকে তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল। তখন পুত্রশোকে একান্ত অভিভূত হইয়া, তিনি মূর্চ্ছার বশবর্ত্তী ও তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পতিত হইলেন। রাজা মূর্চ্ছা গিয়াছেন, এবং ভূমে পড়িয়াছেন, দেখিয়া, সমস্ত অন্তঃপুরই দুঃখে অভিভূত হইয়া, বাহু বিস্তার করিয়া, চীৎকার করিয়া উঠিল।

তখন কৌশল্যা সুমিত্রার সহিত মিলিত হইয়া, ভূ-পতিত পতিকে উত্থান করাইয়া, বলিতে লাগিলেন, মহাভাগ! রাম আমার দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এক্ষণে, এই সুমন্ত্র তাঁহার দূত স্বরূপ বনবাস হইতে আপনার নিকট আসিয়াছে। আপনি কি জন্য ইহার সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন না? হে রঘুনন্দন! পুত্রকে বনবাসে দিয়া এখন কি জন্য লজ্জা করিতেছেন? উঠুন, আপনার ত সত্যপালন হইয়াছে। এক্ষণে শোকাকুল হইলে, সমুদায় পরিজনই বিনষ্ট হইবে। হে দেব! যাহাকে ভয় করিয়া, সারথিকে রামের কথা জিজ্ঞাসা করি

ছেন না; সেই কৈকেয়ী ত এখন নিকটে নাই। অতএব নিশ্চিন্ত হইয়া, সারথির সহিত কথা বার্ত্তা বলুন। শোকাতুরা কৌশল্যা বাষ্প-গদ্গদ বাক্যে মহারাজ দশরথকে এই কথা বলিয়াই, তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। কৌশল্যা বিলাপ করিতে করিতে ভূপতিতা হইলেন, দেখিয়া, স্বামীর প্রতি দৃষ্টিপাত করত অন্যান্য মহিষীগণ সকলেই চতুর্দ্দিকে রোদন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে অন্তঃপুর মধ্যে ক্রন্দনের শব্দ উঠিল, দেখিয়া, বৃদ্ধ ও যুবা পুরুষগণ এবং সমুদায় স্ত্রী, সকলেই চতুর্দ্দিকে ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাহাতে, অযোধ্যানগরী পুনরায় অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

অষ্টপঞ্চাশৎ সর্গ।

অনন্তর বিশিষ্টরূপ সেবা শুশ্রূষার পর, মূর্চ্ছা দূর হইয়া, পুনরায় জ্ঞান হইলে, রাজা রামের বৃত্তান্ত জানিবার জন্য সারথিকে আহ্বান করিলেন। সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, মহারাজ দুঃখশোকে অভিভূত হইয়া, রামের জন্য অনুশোচনা করিতেছেন। এবং যারপরনাই সন্তপ্ত হইয়া, নূতন-ধৃত হস্তীর ন্যায়, ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছেন। তাঁহার মনও, অস্বস্থ কুঞ্জরের ন্যায়, চিন্তায় মগ্ন হইয়াছে। সুমন্ত্রের দেহ ধূলায় আচ্ছন্ন, মুখ অশ্রু-জলিলে পূর্ণ এবং আকার যারপর নাই ব্যাকুলভাবাপন্ন। তিনি ঐরূপে নিকটে গেলে, রাজা অতিশয় কাতর বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, সুমন্ত্র! রাম আমার পরম ধার্ম্মিক ও পরম তপস্বী। এক্ষণে বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া কোথায় থাকিবেন এবং খাইবেন? হে সূত! তিনি কখন দুঃখ ভোগ করিতে

পারেন না, এখন তেমনি দুঃখে পড়িলেন! তাঁহার সর্ব্বদাই উত্তম শয্যায় শয়ন করিবারই কথা। বিশেষতঃ। তিনি রাজার পুত্র হইয়া, কিরূপে অনাথের ন্যায়, ভূমিতে শয়ন করিবেন! যিনি গমন করিলে, পদাতি, রথ ও হস্তী সকল সঙ্গে সঙ্গে ধাবমান হয়, সেই রাম আমার কিরূপে বিজন বনে বাস করিবেন! অজগর ও সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশু এবং কৃষ্ণসর্প সকল বন মধ্যে সর্ব্বদাই বিচরণ ও অবস্থান করে। সুকুমার রাম লক্ষ্মণ সুকুমারী সীতার সহিত কি রূপে তথায় বাস করিলেন! হে সুমন্ত্র! তাঁহারা রাজার পুত্র হইয়া, রাজনন্দিনী জানকীর সহিত কিরূপেই বা রথ হইতে নামিয়া, পদব্রজে গমন করিলেন! আহা, বধূ জানকী অতি নিরীহ-স্বভাবা। হে সূত! তুমিই সিদ্ধ পুরুষ। কেননা, তুমি সেই রাম লক্ষ্মণকে, অশ্বিনীকুমারেরা যেমন মন্দরে, তেমনি বন মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছ। হে সুমন্ত্র! বনে প্রবেশ করিয়া, রাম কি বলিলেন, লক্ষ্মণ কি বলিলেন এবং জানকীই বা কি বলিলেন? হে সূত! রাম কি খাইলেন, কোথায় বসিলেন এবং কিরূপেই বা শয়ন করিলেন, সমস্ত বল। যযাতি যেমন সাধুগণ মধ্যে পতিত হইয়া, তাঁহাদের সহিত কথোপকথন করিয়া সুখে ছিলেন, আমিও সেইরূপ এই সকল শুনিয়া কথঞ্চিৎ প্রাণ ধারণ করিব।

রাজা এইপ্রকার আজ্ঞা করিলে, সুমন্ত্র বাষ্পজড়িত গদ্গদ বাক্যে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! রঘুনন্দন রাম ধর্ম্ম-পালন হেতু কৃতাঞ্জলি হইয়া, অবনত মস্তকে আপনাকে প্রণাম করিয়া, আমাকে এই কথা বলিলেন, হে সূত! তুমি, ধার্ম্মিক বলিয়া প্রসিদ্ধ ও পরম পূজনীয় মহাত্মা পিতৃদেবের চরণযুগলে, রাম প্রণাম করিতেছেন, এই বলিয়া আমার হইয়া, অবনত মস্তকে প্রণাম করিবে। হে সুমন্ত্র! তুমি আমার কথামতে সমুদায় অন্তঃপুরবাসিকেই সমান ভাবে যথাযোগ্য

অভিবাদন করিয়া বলিবে, আমি স্বচ্ছন্দ শরীরে কাল কাটাইতেছি। জননী কৌশল্যাকে আমার কুশল ও প্রণাম নিবেদন করিয়া বলিবে, আমি সর্ব্বদাই ধর্ম্মে তৎপর হইয়া আছি। আপনিও ধর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক যথাকালে অগ্নিগৃহ-দর্শনাদি করিবেন; দেববৎ রাজার পদ সেবা করিবেন, এবং মান অভিমান ত্যাগ করিয়া, সপত্নীদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবেন। হে দেবি! রাজা কৈকেয়ীরই অনুগত। অতএব আপনি কৈকেয়ীকে মান্য করিবেন। আর, কুমার ভরতের প্রতি রাজবৎ ব্যবহার করিবেন। কেননা, রাজধর্ম্ম স্মরণ করিয়া দেখুন, জ্যেষ্ঠ না হইলেও রাজারা সর্ব্বতোভাবেই পূজনীয়। হে সুমন্ত্র! তুমি ভরতকে আমার কথানুসারে কুশল জানাইয়া বলিবে, তুমি সকল জননীর প্রতিই ন্যায়ানুসারে ব্যবহার করিবে। তুমি পুনরায় মহাবাহু ইক্ষ্বাকুকুল-নন্দন ভরতকে বলিবে, তুমি এখন যুবরাজ হইয়াছ। অতএব মহারাজকে বিশিষ্টরূপে সাহায্যাদি করিও। দেখ, রাজা অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন। অতএব তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিও না; স্বপদে সন্তুষ্ট থাকিয়া, তাঁহারই আজ্ঞানুসারে চলিও। ইহাতে আমি অনুগৃহীত হইব। এই কথা বলিতে বলিতে রামের নয়ন-যুগল অশ্রুভারে পরিপূর্ণ হইয়া আসিল। তিনি তদবস্থায়, আমাকে পুনরায় ভরতকে বলিতে বলিলেন, জননী কৌশল্যা আমাকে দেখিবার জন্য নিতান্তই উৎসুক হইয়াছেন। অতএব, ভাই! তুমি নিজের মার মত তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। মহাবাহু, মহাযশা, পদ্মপলাশলোচন রাম আমাকে এই কথা বলিতে বলিতেই দরদরিত ধারায় অবিরল নেত্রজল বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

তখন লক্ষ্মণ অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, নিশ্বাস ত্যাগ করত কহিলেন, রাম রাজার পুত্র, কি দোষে বনবাসী হইলেন? আমাদের রাজা যখন কৈকেয়ীর কুৎসিত কথায় অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়াছেন,

অবলে স্ত্রীরা অকার্য্য সকলই করিতে পারেন। কিন্তু আমরা সকল প্রকারেই কষ্টে পড়িলাম। কৈকেয়ীর লোভে পড়িয়াই হউক, আর, বরদানের অনুরোধেই হউক, যেরূপেই হউক; রামকে বনে দেওয়া অতিমাত্র অন্যায় হইয়াছে। যদিও দৈবের অনুরোধে এইপ্রকার যথেচ্ছ ব্যবহার করা হইয়া থাকে; কিন্তু রামের এমন কোন দোষ নাই, যাহাতে তাঁহাকে বনে দেওয়া যায়। অতএব, কেবল বুদ্ধির লাঘব প্রযুক্তই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য না ভাবিয়া, রামকে বনে দেওয়া হইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রেও এই-প্রকার বনে দেওয়ার নিষেধ আছে। সুতরাং ইহাতে ইহলোক ও পরলোক, উভয় লোকেই কষ্ট পাইতে হইবে। আমার ত মহা-রাজকে আর পিতা বলিয়াই মনে হইতেছে না। এখন রামই আমার ভর্ত্তা, ভ্রাতা, বন্ধু ও পিতা। রাজা পূর্ব্বে সকল লোকের হিতকারী ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি সকল লোকেরই প্রিয় রামকে ত্যাগ করিয়া, সকলেরই অহিতকারী হইলেন। সুতরাং তাঁহার এই দুষ্কর্ম্ম বশতঃ সকল লোকেই তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইবে। দেখ, রাম পরমধর্ম্মপরায়ণ এবং প্রজামাত্রেরই নিরতিশয় প্রীতি সম্পাদন করেন। সুতরাং, তাঁহাকে বনে দিয়া, সকল লোকের সহিত বিরোধ করিয়া, তিনি কিরূপে রাজপদ রক্ষা করিবেন? মহারাজ! ভূতের আবেশে মন বিহ্বল হইলে, লোকে যেমন সকলই ভুলিয়া যায়, সত্যধর্ম্মপরায়ণা জানকীও সেই ভাবে বসিয়া থাকিয়া, কেবল নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। তাঁহার সমুদায়ই যেন আশ্চর্য্য বোধ হইল। তিনি রাজার পুত্রী। পূর্ব্বে কখন কোনরূপ বিপদে পড়েন নাই; এক্ষণে, স্বামীর এই দুঃখ দেখিয়া, তিনি কেবল রোদন করিতে লাগিলেন। আমাকে কিছুই বলিলেন না। অনন্তর নিতান্ত ম্লান মুখে স্বামীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, আমাকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া, সহসা কাঁদিয়া উঠিলেন।

"মহারাজ! রাম অশ্রুপূর্ণ মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত

করিয়া, এই সকল কথা বলিয়া দিলেন। পাছে তিনি অবসন্ন হইয়া পড়েন, এই ভয়ে লক্ষ্মণ বাহুযুগলে তাঁহাকে ধরিয়া রহিলেন। সীতাও রোদন করিতে করিতে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, এই রাজ-রথ ও আমাকে পুনঃ পুনঃ দেখিতে লাগিলেন।

একোনষষ্টিতম সর্গ।

মহারাজ! আমি তথা হইতে ফিরিলাম বটে, কিন্তু রাম বনে প্রস্থান করিলেন, দেখিয়া, আমার অধীন অশ্ব সকল পথিমধ্যে আসিয়া, উষ্ণ অশ্রু মোচন করিতে লাগিল, কোন মতেই আর রথ বহন করিতে চাহিল না। যাহা হউক, আমি রাম লক্ষ্মণ উভয়েরই নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া, তাঁহাদের বিয়োগদুঃখ কোন মতে সংবরণ করিয়া, রথারোহণে প্রস্থান করিলাম। রাম লক্ষ্মণ কোথায় গেলেন, কি করিলেন, ইত্যাদি জানিবার জন্য, নিষাদপতি গুহ বিশ্বস্ত চর সকল নিয়োগ করিয়াছিলেন। রাম হয়ত তাহাদের দ্বারা আমাকে পুনরায় ডাকিয়া পাঠাইতে পারেন, এই আশায় আমি গুহের সহিত তাঁহারই আবাসে তিন দিন অবস্থিতি করিলাম। তথা হইতে এই আসিতেছি। আসিতে আসিতে দেখিলাম, আপনার রাজ্যে বৃক্ষ সকলও, রামের এই বিপত্তি দর্শনে, পুষ্প, অঙ্কুর ও কোরকের সহিত নিতান্ত কৃশ ও একান্ত ম্লান হইয়া গিয়াছে, তাহাদের আর সে শোভা ও সে সৌকুমার্য্য নাই। নদী, পল্বল ও সরোবর সকলেরও জল শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছে। বন ও উপবন সকলেরও পত্র সকল নিতান্ত শুষ্ক-ভাবাপন্ন হইয়াছে। প্রাণী সকলের গতিশক্তি রহিত হইয়াছে, তাহারা আর আহারাদি আহরণ জন্য কোন দিকেই গমন করিতেছে না। হিংস্র জন্তু সকলেরও ঐপ্রকার অবস্থা হইয়াছে।

এইরূপে প্রাণিমাত্রেই রামশোকে অভিভূত হওয়াতে, সমুদায় অরণ্য একবারেই নিস্তব্ধ ও নিঃশব্দ হইয়া উঠিয়াছে। নদী সকলের জল কলুষিত ও তন্মধ্যস্থ পদ্মের পত্র সকলও সঙ্কুচিত হইয়াছে। সরোবর সকলেও পদ্ম সকল শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। জলচর পক্ষী ও মৎস্য সকল আর তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না। কি জলজ, কি স্থলজ, কোন পুষ্পের বা কোন মাল্যেরই আর পূর্ব্বের ন্যায় শোভা বা সুগন্ধি নাই। ফল সকলও ঐপ্রকার হইয়াছে। হে নরশ্রেষ্ঠ! উদ্যানমাত্রেই শূন্য ও পক্ষিহীন এবং উপবনমাত্রেই অপ্রীতিকর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, দেখিতেছি। অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেও, কেহই আমায় সম্ভাষণও করিল না। সকলেই রামকে না দেখিয়া, বারংবার নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল। হে দেব! রাজপথে যে সকল লোক যাতায়াত করিতেছিল, তাহারা, রাজ-রথে রামকে দেখিতে না পাইয়া, সকলেই শোক-ভরে রোদন করিয়া উঠিল। রামের অদর্শনে অযোধ্যায় স্ত্রী-মাত্রেই নিতান্ত ক্ষীণ ও মলিন হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা প্রাসাদ, হর্ম্ম্য ও সপ্ততল গৃহ সকলের উপর হইতে রাম-শূন্য রথ আসিতে দেখিয়া, হাহাকার করতঃ, অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া, পরস্পর নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তৎ-কালে, তাহাদের বিশাল বিমল নেত্র সকল অশ্রুবেগে ভাসমান হইল। তাহারা যে নিতান্ত কাতর হইয়াছে, ইহাতেই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল। এই রূপে, ব্যক্তিমাত্রেই একান্ত ব্যাকুল হওয়াতে, কে শত্রু, কে মিত্র এবং কেই বা উদাসীন, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ফলতঃ, অযোধ্যার মনুষ্যমাত্রেই হর্ষশূন্য, আনন্দশূন্য ও নিতান্ত মলিনভাবাপন্ন। তাহারা সকলেই আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া, ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। হস্তী ও অশ্ব সকলও যার পর নাই কাতর হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপে, রামকে বনে দেওয়াতে, সমুদায় অযোধ্যাই অতিমাত্র অভিভূত হইয়াছে। সমুদায় দেখিয়া শুনিয়া

আমার বোধ হইতেছে, কৌশল্যার ন্যায়, অযোধ্যারও যেন পুত্রবিয়োগ হইয়াছে।

রাজা দশরথ সুমন্ত্রের কথা শুনিয়া, বাষ্প-গদ্‌গদ পরম কাতর বচনে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, কৈকেয়ী পাপবংশে ও পাপ-দেশে জন্মিয়াছে। ইহার স্বভাবও অতি দূষিত। আমি ইহার কথামাত্রে রামকে বনে দিলাম। মন্ত্রণানিপুণ বৃদ্ধগণের সহিত এ বিষয়ে একবারও পরামর্শ করিলাম না। সামান্য স্ত্রীর জন্য আমার মতিচ্ছন্ন ঘটিল। সেই জন্য, আমি না বন্ধু, না মন্ত্রী, না নগরবাসী, কাহারই সহিত মন্ত্রণা করিলাম না, সহসাই এই দুষ্কর অনুষ্ঠান করিলাম। হে সুত! নিশ্চয়ই বোধ হই-তেছে, একমাত্র ভবিতব্যতাই ইক্ষ্বাকুবংশের উচ্ছেদ জন্য যদৃচ্ছাক্রমে এই দারুণ বিপত্তি ঘটাইল। যাহা হউক, সুমন্ত্র! আমি যদি তোমার কখন কিছু উপকার করিয়া থাকি, তাহা হইলে, তুমি আমাকে শীঘ্রই রামের নিকট লইয়া যাও। দেখ, আমার প্রাণ দেহ হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে। অথবা, ভরত এখনও আসিয়া রাজপদ গ্রহণ করেন নাই। তুমি এইবেলা আমার আজ্ঞায় রামকে ফিরাইয়া আন। রাম বিনা আমি মুহূর্ত্তমাত্রও বাঁচিতে পারিব না। অথবা, মহাবাহু রাম যদি দূরে গিয়া থাকেন,— আর তাঁহাকে ফিরাইবার সম্ভাবনা না থাকে; তাহা হইলে, আমাকে শীঘ্র রথে করিয়া, লইয়া যাইয়া, তাঁহার সহিত দেখা করাইয়া দাও। আহা, তাঁহার দশন-গুলি কুন্দপুষ্পের কলির ন্যায় গোলাকার; লক্ষ্মণের অগ্রজ মহাধনুর্দ্ধর সেই রাম আমার কোথায়! যদি দেহে প্রাণ থাকে, তাহা হইলে, সীতার সহিত তাঁহাকে আবার দেখিতে পাইব,— নতুবা এ জন্মের মত রাম-দর্শনের আশা আমার ফুরাইল! ইহা অপেক্ষা আর অধিক দুঃখের বিষয় কি আছে, যে, আমি এই-প্রকার আসন্নসময়েও ইক্ষ্বাকুকুল-নন্দন রামকে নিকটে দেখিতে পাইলাম না— মরিবার সময়েও আমার নয়ন সার্থক হইল না!

হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা শান্ত-স্বভাবা জানকি! তোমরা নিশ্চয়ই জানিতেছ না, আমি অনাথের ন্যায় অতি কষ্টে প্রাণ ত্যাগ করিতেছি!

এই রূপে রাজা দশরথ দুঃখে হতচেতন ও অপার-শোক-সাগরে মগ্ন হইয়া, আক্ষেপ করিতে করিতে, কৌশল্যাকে কহিলেন, দেবি! আমি রাম বিনা এই যে শোকসাগরে মগ্ন হইয়াছি, ইহ জীবনে কোন কালেই আর তাহার পার প্রাপ্ত হইব না! রামের বিয়োগ-দুঃখ, এই সাগরের বিপুল বিস্তীর্ণতা, সীতার বিরহ ইহার পর-পার; ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ইহার তরঙ্গময় সুবিপুল আবর্ত্ত; বাহু-বিক্ষেপ ইহার মৎস্য; উচ্চৈঃস্বরে রোদন ইহার গর্জ্জন; ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কেশপাশ ইহার শৈবালসমূহ; কৈকেয়ী ইহার বড়বামুখ, কুব্জার বাক্য সকল ইহার প্রকাণ্ডাকৃতি মকর কুম্ভীর; রামের বনবাস ইহার বিস্তার; এবং দয়াহীনা কৈকেয়ীর প্রার্থিত বর এই সাগরের তীর-ভূমি। এই শোকসাগর বাষ্পবেগরূপ নদীজলে কলুষিত হইয়াছে এবং আমার অশ্রুবেগ উৎপাদন করিয়াছে। আমি যে আজি রামকে লক্ষ্মণের সহিত দেখিতে ইচ্ছা করিয়াও, দেখিতে পাইতেছি না, ইহা আমার মহাপাতক, বুঝিতে হইবে। এই প্রকার বিলাপ করিতে করিতে, পরম যশস্বী দশরথ তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া শয্যায় পতিত হইলেন। রামের জন্য অতিমাত্র করুণ স্বরে বিলাপ করিতে করিতে রাজা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে, রামজননী কৌশল্যা তাঁহার ঐ কথা শুনিয়া, স্বামীর বিয়োগদুঃখ আশঙ্কায় পুনরায় দ্বিগুণ ভয় প্রাপ্ত হইলেন।

—•—

ষষ্টিতম সর্গ।

—•—

তখন তিনি ভুতাবিষ্টার ন্যায় বারংবার কম্পিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর মৃতের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইয়া, সুমন্ত্রকে কহিলেন, যেখানে রাম, যেখানে সীতা এবং যেখানে লক্ষ্মণ, তুমি আমায় সেইখানে লইয়া যাও। আমি তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া, ক্ষণমাত্রও বাঁচিতে পারিব না। তুমি শীঘ্রই রথ ফিরাও, এবং আমাকে দণ্ডক বনে লইয়া যাও। যদি তাঁহাদের সঙ্গী হইতে না পাই, তাহা হইলে আমার মরিতে হইবে।

তখন সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলি হইয়া, বাষ্পবেগাচ্ছন্ন স্খলিত বাক্যে তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, আপনি শোক, মোহ ও দুঃখাবেগ ত্যাগ করুন। রাম মনের সুখেই বনে বাস করিবেন। আর, লক্ষ্মণ অতি ধার্ম্মিক ও জিতেন্দ্রিয়। তিনি রামের পদসেবা করিয়া, পরকালের কার্য্য করিয়া লইবেন। সীতাও রামে হৃদয় অর্পণ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার সহবাসে বিজন বনেও, গৃহের ন্যায়, নিঃশঙ্কে ও আনন্দে বাস করিবেন। আমি তাঁহার কোন অংশেই কিছুমাত্র ব্যাকুলতা দেখি নাই। অতএব, আমার স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, তিনি অনায়াসেই প্রবাসে থাকিতে পারিবেন। তিনি পুর্ব্বে এই নগরের উপবনে গমন করিয়া, যেমন বিহার করিতেন, নির্জ্জন অরণ্য সকলেও তেমনি বিহার করিবেন। সেই পূর্ণচন্দ্রবদনা, বিজন-বনবাসিনী হইলেও, বালিকার ন্যায়, কোন দুঃখই অনুভব না করিয়া, অব্যাকুল চিত্তে রামরূপ উপবনে পরম সুখে বিচরণ করিবেন। যিনি রামগত-প্রাণ ও রামগত মন, রাম-বিরহে সেই জানকীর অযোধ্যা নিশ্চয়ই অরণ্য হইয়া থাকে। আবার, রামের সঙ্গে

থাকিলে, তাঁহার বনও অযোধ্যা হয়। গ্রাম, নগর, নদী, জঙ্গলের, গতি এবং নানাবিধ বৃক্ষ, যাহা কিছু দেখেন, তিনি তাহারই বিষয় জানিতে উৎসুক হয়েন। এবং রাম বা লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিয়া, তাহা জানিয়া থাকেন। এই সকল ভাবিলে, বোধ হয়, তিনি যেন অযোধ্যার ক্রোশমাত্র-দূরবর্ত্তী উপবনেই রহিয়াছেন। সীতা-সংক্রান্ত এই সকল ঘটনাই আমার স্মরণ হইতেছে। নতুবা, তিনি যে দুঃখাবেগবশে কৈকেয়ীসম্বন্ধে হঠাৎ কোন কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা আমার মনে হইতেছে না।

জানকী কৈকেয়ীসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, ভ্রমবশতঃ মুখ হইতে তাহা ঐরূপে বাহির হইবামাত্র, সুচতুর সুমন্ত্র অন্য কথা প্রসঙ্গে তাহা ঢাকিয়া লইয়া, কৌশল্যার প্রীতিজনক মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন, পথশ্রম, বায়ুবেগ, ব্যস্ততা, অথবা রৌদ্র, কিছুতেই জানকীর সেই চন্দ্রাংশুসদৃশী বিমল প্রভা ম্লান হয় নাই; অথবা, তাঁহার সেই পদ্মসদৃশ ও পূর্ণচন্দ্র-প্রতিম সুকুমার বদনমণ্ডলও মলিন হইয়া যায় নাই। তাঁহার চরণ-যুগল স্বভাবতঃ অলক্তক-রসের ন্যায় রক্তবর্ণ। সুতরাং, অলক্তক-বর্জ্জিত হইলেও, অদ্যাপি উহাদের পদ্মকোশ-সদৃশ সুকুমার প্রভার কিছুমাত্র হানি হয় নাই। তিনি রামের প্রতি অনু-রাগবশতঃ আজিও অলঙ্কার সকল ত্যাগ করেন নাই। সু-তরাং, পদবিন্যস্ত-নূপুর দ্বারা হংসাদির লীলা ঘৃণিত করিয়া, তিনি বিলাসভরে গমন করিয়া থাকেন। তিনি, রামের বাহু আশ্রয় করিয়া আছেন। সুতরাং, বনমধ্যে, গজ বা সিংহ অথবা ব্যাঘ্র দেখিয়াও, কোন অংশেই কিছুমাত্র শঙ্কা করেন না। অতএব, আপনি তাঁহাদের জন্য ও নিজের জন্য, শোক করিবেন না। আর, দশরথ এই সকল শুনিলে, অবশ্যই নিরা-পদে থাকিবেন। সুতরাং, তাঁহার জন্যও শোক করিবেন না। বলিতে কি, রামের এই অদ্ভুত-চরিত চিরকালই লোকে প্রতিষ্ঠিত

থাকিবে। আরও দেখুন, তাঁহারা এখন বনবাসী ও বন্য ফলমূলাশী তপস্বী হইয়াছেন। সুতরাং, একবারেই শোক ত্যাগ করিয়া, নিতান্ত প্রফুল্ল চিত্তে পিতার পবিত্র আজ্ঞা পালন করিবেন।'

কৌশল্যা পুত্রশোকে অতিমাত্র ক্ষীণভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। সুমিত্রা ঐ রূপে যুক্তিযুক্ত বাক্যে আশ্বাস প্রদান করিলেও, তিনি শান্ত না হইয়া, হা প্রিয়! হা পুত্র! হা রঘুনন্দন! বলিয়া, বারংবার ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

—•—

একষষ্টিতম সর্গ।

রাম অতি ধার্ম্মিক এবং সংসারের যাবতীয় প্রিয় বস্তুর মধ্যে প্রধান। তিনি বনে যাওয়াতে, কৌশল্যা ব্যাকুল-হৃদয়ে রোদন করিতে করিতে, স্বামী দশরথকে কহিলেন, দয়ালু, দানশীল ও প্রিয়বাদী বলিয়া, তিন লোকেই আপনার বিপুল যশ বিস্তৃত হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ, লোকে যাহারা প্রধান বলিয়া গণ্য, আপনি তাহাদেরও শ্রেষ্ঠ। তবে, আপনি কি রূপে, কোন্ প্রাণে বধূর সহিত দুই পুত্রকে বনবাসী করিলেন? আহা! রাম লক্ষ্মণ পরম সুখে প্রতিপালিত হইয়াছেন; কখন ক্লেশের লেশমাত্র জানেন না, তেমনি এখন অতি কষ্টে পড়িলেন! না জানি, কি করিয়া, এই ক্লেশ সহ্য করিবেন! সীতার এই তরুণ বয়স। বিশেষতঃ, তিনি সর্ব্বদাই সুখ ভোগ করিবার যোগ্য পাত্রী। সেই কোমলাঙ্গী জনকনন্দিনীও, না জানি, কি রূপে শীতাতপ সহ্য করিবেন! আহা, বিশালাক্ষী জানকী সর্ব্বদাই সুন্দর ব্যঞ্জন সহিত উপাদেয় অন্ন ভক্ষণ করিয়াছেন। এখন, তিনি কি রূপে অরণ্যের নীবার ধান্যের আহার করিবেন! আহা, সেই কল্যাণী সর্ব্বদাই সুমধুর গীত

ও রাস্ত শব্দ শ্রবণ করিয়াছেন। এখন তিনি কি রূপে তরক্ষ্ম ও সিংহগণের দারুণ কঠোর শব্দ শ্রবণ করিবেন! আহা, রাম আমার, ইন্দ্র-ধ্বজের ন্যায়, সকল লোকেরই মহামহোৎসব বিধান করেন। সেই মহাবল মহাবাহু এখন অর্গলসদৃশ সুবিশাল ভুজ উপাধান (বালিশ) করিয়া, কোথায় শয়ন করিয়া আছেন! না জানি, আবার আমি কত দিনে রামের সেই পদ্ম-সদৃশ-বিশাল-লোচন-সম্পন্ন, পদ্ম সদৃশ-মনোহর-বর্ণ-বিশিষ্ট ও পদ্ম সদৃশ সুগন্ধি-নিশ্বাসযুক্ত, সুকোমল কেশগুচ্ছ বিরাজিত পরম সুকুমার মুখমণ্ডল দেখিতে পাইব? আমার হৃদয় নিশ্চয়ই বজ্রসারময়, তাহাতে সংশয় নাই। সেইজন্যই, রামকে না দেখিয়া, এখনও উহা সহস্রখণ্ডে বিদীর্ণ হইতেছে না। মহারাজ! দেখুন দেখি, আপনি বৃদ্ধগণের সহিত পরামর্শ না করিয়া, সহসা কি শোচনীয় অনুষ্ঠান করিলেন! আমার রাম লক্ষ্মণ, সর্ব্ব-প্রকারেই সুখভাগী হইয়াও, কৈকেয়ীর তাড়নায় নিতান্ত অনাথ অবস্থায় বনে ধাবমান হইলেন! যাহা হউক, রাম যদি কষ্টে সৃষ্টে বাঁচিয়া থাকিয়াও, পঞ্চদশ বর্ষে আবার দেশে আসেন, তখন, ভরত যে তাঁহাকে রাজ্য ও ধনাগার ছাড়িয়া দিবে, তাহারই বা সম্ভাবনা কি? সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রাদ্ধকর্ত্তারা শ্রাদ্ধকালে অগ্রে স্বীয় বান্ধবদিগকে ভোজন করাইয়া, কৃতকার্য্য হইয়া, পরে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইতে পরামর্শ করিলে, সেই ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা দেবতার সমান, গুণবান্ ও বিদ্বান্, তাঁহারা পশ্চাৎ-পংক্তিতে বসিয়া, সুধা তুল্য সুস্বাদ অন্নও ভোজন করিতে সম্মত হয়েন না। অধিক কি, বৃষ সকল যেমন আপনাদের শৃঙ্গচ্ছেদ সহ্য করিতে পারে না, সেইরূপ পরম জ্ঞানী দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ অন্যান্য ব্রাহ্মণভোজনের পরও, অবমান আশঙ্কায় পশ্চাৎ-পংক্তিতে ভোজন করিতে কোনমতেই স্বীকার পান না। মহারাজ! এই সকল চিন্তা করিলে, গুণশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও, কনিষ্ঠের ভুক্ত রাজ্য গ্রহণ

করিতে কি জন্যই বা অস্বীকার না করিবেন? ফলতঃ, ভরত যদিও রাজ্য ছাড়িয়া দেয়, কিন্তু গুণশালী রাম কোন অংশেই তাহা গ্রহণ করিবেন না। আরও দেখুন, ব্যাঘ্র কখন অন্য জন্তুর উচ্ছিষ্ট ভোজন করে না; সেইরূপও মনুষ্যগণের মধ্যেও যাঁহারা ব্যাঘ্র অর্থাৎ শ্রেষ্ঠভাবাপন্ন, তাহারাও কখন পরের ভোগ করা বস্তুর অভিলাষী হয়েন না। আজ্য হবি, পুরোডাশ, কুশ ও খদিরকাষ্ঠের যূপ, এই সকল এক যজ্ঞে নিবেদন করা হইলে, যজ্ঞান্তরে কখনই নিয়োগ করে না। সেইরূপ, রাম ভরতের ভুক্ত রাজ্য, হৃতসার সুরা, অথবা, হৃত-সোম যজ্ঞের ন্যায়, গ্রহণ করিতে কোন ক্রমেই সম্মত হইবেন না। বলবান্ ব্যাঘ্র যেমন লাঙ্গুল-মর্দ্দন সহ্য করে না, রামও তেমনি এবংবিধ অসৎকার কোন অংশেই সহ্য করিবেন না। আর, তিনি স্বয়ং যেমন অতিমাত্র ধর্ম্মপরায়ণ; লোকদিগকেও তেমনি ধর্ম্মপথে প্রবর্তিত করিয়া থাকেন। সুতরাং, যদিও সুরাসুর সহিত সমুদায় লোক যুদ্ধে তাঁহার ভয় করিয়া থাকে; তথাপি তিনি বলপূর্ব্বক রাজ্য গ্রহণ করিয়া, কখনই অধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে পারিবেন না। তিনি মহাবীর্য্য ও মহাবাহু। যুগান্ত সময়ে ঈশ্বর যেমন ভূত সকল দগ্ধ ও সাগর সকল শুষ্ক করেন, তিনিও তেমনি সুবর্ণময় শায়কসমূহে অনায়াসেই ঐ রূপ করিতে সমর্থ হয়েন। আহা, মৎস্য যেমন স্বীয় সন্তান ভক্ষণ করে, আমার বৃষ-লোচন রামও তেমনি, সিংহের ন্যায় বলশালী ও সকল লোকের শ্রেষ্ঠ হইয়াও, নিজেরই পিতা কর্ত্তৃক নষ্ট হইলেন! সনাতন ঋষিগণ বেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন বর্ণের আচরিত যে ধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন, আপনার তাহাতে বিশ্বাস নাই। সেই জন্যই, আপনি পরম ধার্ম্মিক পুত্রকেও দেশছাড়া করিলেন। কিন্তু ভাবিয়া দেখুন, স্ত্রীলোকের প্রথম গতি স্বামী, দ্বিতীয় গতি পুত্র এবং তৃতীয় গতি পিতৃবর্গ, তাহার আর চতুর্থী গতি নাই। কিন্তু দুঃখের কথা কি বলিব; আপনি আমার প্রথম

গতি হইলেও, আমার নহেন, সপত্নীবই বশে আছেন। তা-হাতে আবার, আমার দ্বিতীয় গতি পুত্র রামকেও বনে দিলেন। আমি বিধবা নহি যে, রামের জন্য বনে যাইতে ইচ্ছা করিব। এ দিকে আবার, পিতা মাতাও নিকটে নাই, যে, এই বিপদের সময় তাঁহাদের আশ্রয় লই। অতএব আপনি আমার সকল দিকেই নষ্ট করিলেন। এই রূপে আপনি রাজ্য সহিত নগর নষ্ট করিলেন, সমুদায় মন্ত্রীর সহিত প্রজাদিগকে নষ্ট করিলেন, পুত্রের সহিত আমাকে নষ্ট করিলেন এবং সমুদায় নগরবাসী-কেও নষ্ট করিলেন। আপনার ভার্য্যা পুত্র কৈকেয়ী ভরত এখন পরম আহ্লাদে বহিবে।

কৌশল্যার এইরূপ দুরক্ষর বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাজা দশ-রথ, রামকে উদ্দেশ করত দুঃখে মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। অনন্তর আপনার পূর্ব্ব পাপ স্মরণ হওয়াতে, তাঁহার শোক দ্বিগুণ হইয়া উঠিল।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

রামজননী কৌশল্যা শোকাবেগে ক্রুদ্ধ হইয়া, এইরূপ কঠোর কথা শুনাইয়া দিলে, রাজা দশরথ দুঃখিত হইয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তা করিতে করিতে, মোহ উপ-স্থিত হইয়া, তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল বিহ্বল করিয়া তুলিল। অন-ন্তর অনেক ক্ষণ পরে, তাঁহার সংজ্ঞা লাভ হইল। সংজ্ঞা লা-ভান্তে দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। এবং, কৌশল্যাকে পার্শ্বে দেখিয়া, পুনরায় চিন্তাযুক্ত হইলেন। চিন্তা করিতে করিতে, তিনি পূর্ব্বে অজ্ঞানবশতঃ ঋষিকুমারের প্রাণ-বধ রূপ যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িয়া গেল। সেই শোক ও রাম-শোক, উভয় শোকে তিনি হতচিত্ত ও

একান্ত সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন। এবং তদ্দ্বারা দহ্যমান ও দুঃখিত হইয়া, কম্পিত দেহে কৃতাঞ্জলিপুটে অবনত-বদনে কৌশল্যাকে প্রসন্ন করিবার আশয়ে কহিতে লাগিলেন, আমি এই অঞ্জলি বিধান পূর্ব্বক তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি। পরের প্রতিও তুমি সর্ব্বদাই দয়া ও আন্তরিক অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাক। আমি তোমার স্বামী। অতএব অবশ্যই তোমার দয়া ও অনুরাগ প্রাপ্ত হইব। বিশেষতঃ, গুণবান বা গুণহীন হউন, স্বামীই ধর্ম্মজ্ঞা রমণীগণের প্রত্যক্ষ দেবতা। তুমিও সর্ব্বদা ধর্ম্মে তৎপর হইয়া আছ এবং কোন্ বিষয় উৎকৃষ্ট, আর কোন্ বিষয়ই বা নিকৃষ্ট, তাহাতেও তোমার দৃষ্টি আছে। অতএব, দুঃখে পড়িয়াছ বলিয়াও, আমাকে এই দারুণ পুত্রশোকের উপর কটু বলিতে পার না।

রাজা দশরথ ব্যাকুল হইয়া, এইপ্রকার করুণ-বাক্য প্রয়োগ করিলে, উহা শুনিয়া, পয়োনালী যেমন বর্ষা-জল মোচন করে, কৌশল্যা তেমনি অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি রোদন করিতে করিতে, স্বামীর ঐ অঞ্জলিপুট আপনার মস্তকে পদ্মের ন্যায় ধারণ করিয়া, ভীত ও সত্বর বচনে, পরম সমাদর সহকারে তাঁহাকে বলিলেন, দেব! আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া, অবনত মস্তকে প্রার্থনা করিতেছি, আপনি কাতর বাক্যে অনুনয় করাতে, আমি স্বামি-মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া, অসতীর ন্যায় নষ্ট হইলাম। অতএব আপনি আমাকে আর কোন মতেই ক্ষমা করিবেন না। দাসীর ন্যায় প্রহার করিয়া, আমার এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুন। দেখুন, স্বামী উভয় লোকেই পরম গৌরবের বস্তু। তিনি, যে স্ত্রীকে এইরূপে অনুনয় করেন, সে স্ত্রী কখনই কুলস্ত্রী নহে। হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি ধর্ম্ম জানি এবং আপনি যে সত্যবাদী, তাহাও জানি, নিদারুণ পুত্রশোকে বিহ্বল হওয়াতেই, আমার মুখ হইতে ঐরূপ গর্হিত কথা বাহির হইয়াছে। দেখুন, শোকে ধৈর্য্যনাশ হয়, শোকে জ্ঞাননাশ হয়; অধিক

কি, শোকেই সর্ব্বনাশ হয়। শোকের সমান শত্রু নাই। শত্রুর হস্তেও প্রহার সহ্য করা যায়; কিন্তু স্বল্পমাত্র শোকও সহ্য করা সাধ্য হয় না। পুত্রশোকের কথা আর কি বলিব? গণিয়া দেখিলে, রাম আজি পাঁচ রাত্রি বনে গিয়াছেন। কিন্তু আমার এই পাঁচ রাত্রি পাঁচ বছরের সমান হইয়াছে। রামের শোকে আমার আর কিছুতেই হর্ষের লেশমাত্র নাই। এই কয় রাত্রি রামের চিন্তাতেই মগ্ন হইয়া আছি। তাহাতে, এই শোক আমার হৃদয়ে ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। চন্দ্রোদয়ের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই সমুদ্রের অপার সলিলরাশিও নদী সকলের হৃদয়ে এই রূপে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

কৌশল্যা এইরূপ যুক্তিযুক্ত কথা বলিতে লাগিলে, ক্রমে সূর্য্য-কিরণ ক্ষয় ও রাত্রি উপস্থিত হইল। রাজা দশরথ তাঁহার কথা শুনিয়া, যুগপৎ শোক ও হর্ষের মধ্যবর্ত্তী হইয়া, নিদ্রার বশ-তাপন্ন হইলেন।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

দশরথ নিদ্রা গেলেন বটে, কিন্তু দারুণ শোকে মন বিহ্বল থাকাতে, পরক্ষণেই জাগিয়া উঠিলেন। তখন পুনরায় চি-ন্তায় আচ্ছন্ন হইলেন। তিনি সর্ব্বাংশেই ইন্দ্রের সমান। তথাপি, রাহুর গ্রাস জন্য অন্ধকার যেমন তেজোরাশি সূর্য্যকে আবৃত করে, রাম ও লক্ষ্মণের নির্ব্বাসন জন্য শোকও তেমনি তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে অভিভূত করিল। এই রূপে, রাম সী-তার সহিত বনে যাওয়াতে, তিনি আপনার পূর্ব্ব দুষ্কর্ম্ম স্মরণ করিয়া, অসিতাপাঙ্গী কৌশল্যাকে সেই বৃত্তান্ত বলিতে অভি-লাষী হইলেন। রামের বনবাসের ছয় দিনের দিন রাত্রিতে নিশীথসময়ে, তাঁহার ঐ পূর্ব্বকৃত দুষ্কর্ম্ম সহসা মনে পড়িয়া গেল।

মনে পড়াতে, তিনি পুত্রশোকে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, আপনার সমান অবস্থাপন্না কৌশল্যাকে কহিলেন, অয়ি কল্যাণি! ভাল বা মন্দ যাহা কিছু করা যায়, কর্তাকে আপনার সেই কর্ম্ম জন্য ফল ভোগ করিতে হয়। ভদ্রে! তন্মধ্যে, যে ব্যক্তি কর্ম্মারম্ভের পূর্ব্বে সেই কর্ম্মফলের লাঘব গৌরব কিংবা দোষ গুণ বিচার না করে, তাহাকেই বালক বলে। যে ব্যক্তি, বৃহৎ পুষ্প দেখিয়া, সেইরূপ বৃহৎ ফলও পাইব, মনে করিয়া, আম্র-বন ছেদন পূর্ব্বক পলাশমূলে জলসেক করে, ফলের সময় তা-হাকে নিশ্চয়ই অনুতাপ করিতে হয়। এই রূপ, যে ব্যক্তি আরব্ধ কর্ম্মের ভাবী ফল বিচার না করিয়া, শুদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকেও, ফলের সময়, পলাশসেচকের ন্যায়, শোক করিতে হয়। রামকে ত্যাগ করাতে, আমারও আম্রবন ছেদন করিয়া, পলাশ বৃক্ষে জল সেচন করা হইয়াছে। অতএব, আমার যেমন দুর্ম্মতি, তেমনি, এখন শোক ভোগ করিতে হইতেছে। রামকে রাজ্য দিলে, আমায় আর এ শোক সহিতে হইত না।

যাহা হউক, কুমার অবস্থায় শব্দবেধী বলিয়া, আমার সর্ব্বত্র অত্যন্ত প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। আমি ঐ সময়ে ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক যে পাপ করিয়াছিলাম, হে দেবি! সেই পাপেই আমার এই দুঃখ ঘটিল। বলিতে কি, আমি নিজেই এই দুঃখের হেতু। এক্ষণে, বালক যেমন অজ্ঞান প্রযুক্ত বিষ ভক্ষণ করিলে, প্রাণ ত্যাগ করে, সেইরূপ, আমিও না জানিয়া, পাপ করিয়া, বি-নষ্ট হইলাম। সামান্য লোকে যেমন পলাশের পুষ্পেই মোহিত হইয়া, তাহার ফলের দিকে দৃষ্টি করে না, আমিও সেইরূপ শব্দবেধ-শক্তিকেই পরম পুরুষত্ব ভাবিয়া, তাহার পরিণাম চিন্তা করি নাই। যাহা হউক, দেবি! আমার সহিত তোমার বিবাহ হয় নাই এবং আমিও যুবরাজ ছিলাম; ঐ সময়ে, বর্ষাকাল আমার কামবেগ বর্দ্ধিত করিয়া, উপস্থিত হইল। সূর্য্যদেব তীব্র প্রখর

কিরণে ভূমির রস শোষণ ও সমুদায় সংসার সন্তপ্ত করিয়া, প্রেতগণ যে দিকে গমন করিয়া থাকে, সেই ভয়ঙ্কর দক্ষিণ দিক্ আশ্রয় করিলেন। তাহাতে, গ্রীষ্মের প্রভাব একবারেই তিরোহিত হইল এবং আকাশে স্নিগ্ধবর্ণ মেঘ সকল দেখা দিতে লাগিল। তদ্দর্শনে ভেক, চাতক ও ময়ূর সকল আহ্লাদিত হইল। বর্ষাজলে পক্ষের উপরিভাগ আর্দ্র হওয়াতে, বোধ হইল, পক্ষী সকল এত দিন যে কৃচ্ছ্র ভার বহন করিতেছিল, আজি তাহার উদ্‌যাপন হওয়াতে, যেন স্নান করিয়াছে। বৃষ্টির সহিত বায়ু প্রবাহিত হওয়াতে, বৃক্ষের অগ্রভাগ সকল কম্পিত হইয়া উঠিল। ঐ সকল পক্ষী তাহাদের অভিমুখে আহ্লাদে ধাবমান হইতে লাগিল। পতিত ও অনবরত পতমান বর্ষাজলে আচ্ছন্ন হওয়াতে, পর্ব্বত সকল, জলরাশির ন্যায় প্রতিভা বিস্তার করিল। চাতক সকল আহ্লাদে মত্ত হইয়া, তাহাতে বিচরণ করিতে লাগিল। ভূধর সকলে পাণ্ডুর ও অরুণ-বর্ণ, ভস্ম সহিত রাশি রাশি গৈরিক-মিশ্রিত স্রোত সর্পের ন্যায়, কুটিল গতিতে নির্গলিত হইতে আরম্ভ করিল।

এইপ্রকার অতীব-সুখময় বর্ষাকালে, আমি মৃগয়া-বিহারে সঙ্কল্প করিয়া, ধনুর্ব্বাণ ধারণ ও রথারোহণ পূর্ব্বক, রাত্রিতে পান-ভূমিতে জলপানাশয়ে সমাগত মৃগ, মহিষ, মাতঙ্গ অথবা অন্য যে কিছু শিকারী জন্তু বধ করিবার জন্য সরযূ-তীরে গমন করিলাম। আমার ইন্দ্রিয় সকল তখন কিছুমাত্র বশীভূত নহে। আমি তথায় গমন করিয়া দেখিলাম, চতুর্দ্দিকেই অন্ধকার; কিছুই দেখা যায় না। অনন্তর জলমধ্যে কুম্ভ-পূরণ-শব্দ শুনিতে পাইলাম। বোধ হইল, যেন কোন হস্তী শব্দ করিতেছে। এইপ্রকার অনুমান করিয়া, সেই শব্দ লক্ষ্য করত, ঐ হস্তী শিকার জন্য তূণীর হইতে বিষধর সর্প সদৃশ, দীপ্তিমান শর উদ্ধৃত করিলাম। এবং তৎক্ষণাৎ লক্ষ্যের দিকে শর নিক্ষেপ করিলাম। এই রূপে আমি আশীবিষ সদৃশ সুশাণিত সায়ক মোচন

করিলে, তথায় কোন বনচারী মনুষ্য, সেই বাণাঘাতে মর্ম্ম ব্যথিত হওয়াতে, জলমধ্যে পতিত হইল। এবং পতন সময়ে হাহাকার ধ্বনি করিয়া উঠিল। অনন্তর সে ব্যক্তি ভূমিতে পতিত হইলে, এই মনুষ্যবাক্য শুনিতে পাইলাম, আমি তপস্বী, রাত্রিতে জল লইয়া যাইবার জন্য এই নির্জ্জন নদীতে আসিয়াছিলাম। অতএব, আমার উপরেও কি রূপে শস্ত্রাঘাত হইল? আমি ঋষি; প্রাণান্তেও পরকে পীড়া দিই না। পাছে লোকের পীড়া হয় ভাবিয়া সর্ব্বদাই বনে থাকি এবং বনেরই ফল মূল ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ধারণ করি। আর, আমি কাহারই বা অপকার করিয়াছি। তবে, কোন্ ব্যক্তি আমাকে শর প্রহার করিল? অথবা, শস্ত্রাঘাতে, আমার ন্যায়, নিরীহ জনের প্রাণদণ্ডই বা কি রূপে সঙ্গত হইতে পারে? দেখ, আমি জটাভার ধারণ ও বল্কলাজিন পরিধান করিয়া আছি। অতএব আমাকে মারিয়া তাহার লাভ কি? মনুষ্যমাংসেও কাহারই বা প্রয়োজন আছে? সুতরাং, আমাকে মারিলে, তাহার ইষ্টাপত্তিই বা কি হইতে পারে? আর, আমিই বা তাহার কি অপকার করিয়াছি? এই রূপে, কেবল পরম পাতক সংগ্রহের জন্যই অকারণে আমাকে হত্যা করা হইল। যে ব্যক্তি গুরুপত্নী হরণ করে, তাহাকে যেমন কেহই ভাল বলে না, সেইরূপ, আমাকে যে হত্যা করিল, তাহারও সর্ব্বত্র অবমাননা হইবে। যাহা হউক, আমি নিজের মৃত্যু জন্য শোক করিতেছি না। আমার এই মৃত্যুতে কেবল পিতা মাতার জন্য শোক হইতেছে। আমিই চিরকাল সেই বৃদ্ধ দম্পতীর ভরণ করিয়া আসিয়াছি। আমি মরিলে, এখন তাঁহারা কি রূপে প্রাণ ধারণ করিবেন! আমার পিতা মাতা উভয়েই বৃদ্ধ হইয়াছেন। অতএব, একমাত্র শরে আমাদের তিন জনেরই প্রাণ হত্যা হইল। কোন্ পামর নিতান্ত মোহাচ্ছন্ন হইয়া, এই রূপে সকলকেই নিহত করিল! এই বলিয়া ঐ ঋষি সেই উষাসময়ে সকরুণ বিলাপ করিতে লাগিলেন।

দেবি! আমি চিরকালই ধর্ম্মের মুখাপেক্ষা করি। ঋষি-কণ্ঠ-নিঃসৃত এই করুণ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, আমার হৃদয়ে গুরুতর আঘাত লাগিল। তৎক্ষণাৎ হস্ত হইতে ধনু ও বাণ ভূমিতে পড়িয়া গেল। এবং শোকাবেগে আমার চেতনা লুপ্ত ও অতি-মাত্র ত্রাস উপস্থিত হইল। তখন আমি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া, অতিমাত্র ব্যাকুল-হৃদয়ে তথায় যাইয়া দেখিলাম, মুনিকুমার আমার শরে আহত হইয়া, যমুনাতীরে পড়িয়া আ-ছেন। তাঁহার জটাজূট এলাইয়া পড়িয়াছে। জল-কলস ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সর্ব্ব শরীর ধূলায় ও রক্তে লিপ্ত হইয়াছে। আমার শর তাঁহার দেহে বিদ্ধ রহিয়াছে এবং তিনি যাতনায় শয়ন করিয়াছেন; চলিবার বা উঠিবার আর ক্ষমতা নাই।

আমি ভীত ও প্রায় অচৈতন্য হইয়াছিলাম। তিনি আমার প্রতি নেত্রপাত করিয়া, স্বীয় তেজে যেন দগ্ধ করত, দারুণ বাক্যে কহিলেন, রাজন্! আমি বনে বাস করি; লোকালয়ের কোন সম্পর্ক রাখি না। আপনার কি অপকার করিয়াছিলাম, যে, আপনি আমাকে পিতা মাতার জন্য জল আহরণ সময়ে গুরুতর আঘাত করিলেন। দেখুন, আপনি এক শরে আমার মর্ম্মে আঘাত করিয়া, এককালে আমার পিতা মাতা এই দুই জনকেও নিশ্চয় নিহত করিলেন। আহা, তাঁহারা অন্ধ ও বৃদ্ধ হইয়াছেন এবং তাঁহাদের আর কোন ক্ষমতা বা শক্তি নাই। আমিই এখন তাঁহাদের জীবন-সর্ব্বস্ব। তাঁহারা তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া-ছেন। আমি তাঁহাদের জন্য জল লইতে আসিয়াছি। অতএব তাঁহারা আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। এবং, পুত্র অবশ্যই জল আনয়ন করিবে, এইপ্রকার আশা করিয়া, অনেকক্ষণ তৃষ্ণা ধারণ করিয়া আছেন। নিশ্চয় জানিলাম, তপস্যা বা শাস্ত্র-জ্ঞান, কিছুরই ফল নাই। দেখুন, আমি যে ভূমিতে পড়িয়া শয়ন করিয়া আছি, পিতা তাহা জানিতেছেন না। অথবা, তিনি জানিলেই কি করিবেন। তিনি নিজেই অশক্ত ও চলৎশক্তি-

রহিত। সুতরাং, বৃক্ষ ভগ্ন হইয়া পড়িলে, অন্য বৃক্ষ যেমন শক্তিহীন বলিয়া, তাহার সাহায্য করিতে পারে না, তেমনি তাঁহা হইতেও আমার সাহায্যের সম্ভাবনা কোথায়? অতএব হে রঘুনন্দন! আপনিই স্বয়ং সত্বর গমন করিয়া, পিতাকে আমার এই ঘটনা অবগত করুন। অগ্নি যেমন প্রজ্বলিত হইয়া, বন দগ্ধ করে, তিনিও তেমনি ক্রুদ্ধ হইয়া, আপনাকে যেন দগ্ধ করিয়া না ফেলেন। আপনি এই বেলা ঐ সূক্ষ্ম পথ অবলম্বন করিয়া, পিতার আশ্রমে গমন করুন। ঐ পথেই তাঁহার আশ্রমে যাওয়া যায়। আপনি তথায় গিয়া পিতাকে প্রসন্ন করুন। তাহা হইলে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া, আপনাকে শাপ দিবেন না। এক্ষণে. আমার শল্য উদ্ধার করুন। নদীবেগ যেমন বালুকাময় উচ্চ তীর ভগ্ন করে, তেমনি আপনার শাণিত শর আমার মর্ম্ম পীড়ন করিতেছে।

তখন আমি ঋষিকুমারের শল্যোদ্ধারে প্রবৃত্ত হইয়া চিন্তা করিলাম, শরীরে শর বিদ্ধ থাকাতে ইনি ক্লেশ পাইতেছেন বটে; কিন্তু শল্য উদ্ধার করিলেই ইহাঁর প্রাণত্যাগ হইবে। এইপ্রকার চিন্তা করিয়া আমি শোকে অভিভূত, দুঃখিত ও একান্ত কাতরভাবাপন্ন হইলাম। আমি যে চিন্তায় ও শোকে আচ্ছন্ন হইয়াছি, ঋষিকুমার তাহা তৎক্ষণাৎ বুঝিয়া লইলেন। তখন সেই শাস্ত্রতত্ত্ববিৎ, আমাকে অতি কষ্টে কহিলেন, আমার আর শক্তির লেশ নাই; আমি ক্রমেই অবসন্ন হইতেছি; আমার চক্ষুর্দ্বয় ঘূর্ণায়মান হইতেছে এবং হস্ত পদও অবশ হইয়া আসিতেছে। তথাপি, আমি ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক শোক সম্বরণ করিয়া, স্থিরচিত্তে যাহা বলিতেছি, শুনুন। রাজন্! আমি ব্রাহ্মণ নহি। অতএব, আপনি মনোমধ্যে ব্রহ্মহত্যার ভয় করিয়া, ব্যথিত হইবেন না। হে নরবরাধিপ! আমি শূদ্রার গর্ভে বৈশ্যের ঔরসে জন্মিয়াছি।

শরাঘাতে মর্ম্মস্থল অতিমাত্র আহত হওয়াতে, তিনি সঙ্কুচিত

গায়ে ভূমিতলে লুণ্ঠিত, মূর্চ্ছিত ও কম্পমান হইয়া, অতি কষ্টে প্রাণত্যাগ করিলেন। মর্ম্মস্থল ক্ষত হওয়াতে, অতিশয় ক্লেশ প্রযুক্ত জলে পড়িয়া গিয়া সর্ব্ব শরীর ভিজিয়া গিয়াছিল। সেই অবস্থায় তিনি বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, বিলাপ করিতে করিতে, সরযূতীরে প্রাণ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক শয়ন করিয়া রহিলেন। হে ভদ্রে! তদ্দর্শনে আমি যার পর নাই বিষাদিত হইলাম।

—•—

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

এইরূপে, তাপসকুমারের জুগুপ্সিত হত্যাকাণ্ড স্মরণ করিয়া, ধর্ম্মাত্মা দশরথ বিলাপ করিতে করিতে, কৌশল্যাকে এই কথা বলিলেন, দেবি! আমি অজ্ঞানপ্রযুক্ত এইপ্রকার মহাপাপ করিয়া, নিতান্ত ক্ষুব্ধচিত্তে একাকী বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম, এখন কর্ত্তব্য কি? অনন্তর, আমি যমুনার পবিত্র জলে ঘট পুরিয়া লইয়া, ঋষিকুমারের কথিত পথ ধরিয়া, তদীয় পিতার আশ্রমে গমন করিলাম। তথায় যাইয়া তাঁহার বৃদ্ধ পিতা মাতাকে দেখিলাম। তাঁহাদের অবস্থা অতি শোচনীয়; এবং বলের অতিমাত্র হ্রাস হইয়াছে। দেখিয়া বোধ হইল, যেন দুইটি পক্ষী; তাহাদের পক্ষ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তজ্জন্য তাহারা আর উঠিতে বা চলিতে পারে না। পুত্র জল আনিবে, তাঁহাদের এই আশা যদিও আমি জন্মের মত ছেদন করিয়া দিয়াছি, তথাপি তাঁহারা সেই আশা করিয়া, অনাথের ন্যায় বসিয়া আছেন। এবং অনবরতই পুত্রের কথা কহিতেছেন। তাহাতে, তাঁহাদের কিছুমাত্র শ্রম বোধ নাই। পূর্ব্বেই আমার মন শোকে বিবশ ও ভয়ে চেতনা লুপ্ত প্রায় হইয়াছিল। এ-

সত্বে আশ্রমপদে গমন করিয়া, তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া, সেই শোক আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল।

ঋষি আমার পদশব্দ শুনিয়া, পুত্র আসিয়াছেন, মনে করিয়া, বলিতে লাগিলেন, বৎস! কি জন্য তোমার বিলম্ব হইল? যাহা হউক, শীঘ্র জল লইয়া আইস। তাত! তুমি যে এতক্ষণ জলে খেলা করিতেছিলে, তোমার মাতা সেজন্য উৎকণ্ঠিতা হইয়াছেন। এক্ষণে আশ্রমে প্রবেশ কর। বৎস! আমি বা তোমার মাতা যদি কিছু অপ্রিয় করিয়া থাকি, তুমি তাহা মনে করিও না। দেখ, তুমি আমাদের পরম গুণনিধি পুত্র। তজ্জন্য, তোমার বিশিষ্টরূপ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি হইয়াছে। বিশেষতঃ, আমরা অগতি ও চক্ষুহীন। তুমিই আমাদের গতি ও তুমিই আমাদের চক্ষু। আমাদের প্রাণ তোমারই অধীন। অতএব, তুমি কিজন্য কথা কহিতেছ না?

বৃদ্ধ ঋষি, পুত্র-বুদ্ধিতে এইপ্রকার গদ্‌গদ ও ব্যঞ্জনাক্ষর-প্রকাশ-রহিত অব্যক্ত কথা বলিতে লাগিলেন, দেখিয়া, আমিও নিতান্ত ভীতচিত্তে ঐরূপ বাক্যে বলিবার উপক্রম করিলাম। এবং মনে ভয় হওয়াতে, মুখে বাগ্‌বল আশ্রয় করিয়া, যত-দূর সাধ্য চেষ্টা পূর্ব্বক ঐ ভয় গোপন করত ঋষিকে তাঁহার পুত্রের বিপত্তি জন্য ভয়ের কথা নিবেদন করিয়া বলিলাম, ভগবন্! আমি ক্ষত্রিয়; আমার নাম দশরথ। আমি আপনার পুত্র নহি। যাহা হউক, অধুনা, নিজের কর্ম্ম জন্যই আমাদের উভয়ের যে দুঃখ ঘটিয়াছে, সাধুগণ সর্ব্বাংশেই ইহার নিন্দা করিয়া থাকেন। আমি, পান-ভূমিতে জল পান জন্য সমাগত হস্তী বা অন্য কোন শিকারী জন্তু বধ করিবার আশয়ে, শরাসন হস্তে সরযূতীরে আসিয়াছিলাম। তথায় জলমধ্যে কুম্ভ-পূরণ-শব্দ শুনিয়া, হস্তী বোধে তাহার উপর শরাঘাত করিলাম। অনন্তর, সরযূর তীরে গমন করিয়া, দেখিলাম, এক ঋষি মৃত-প্রায় ভূমিতে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। আমার শরে তাঁহার

হৃদয় একবারেই নির্ভিন্ন হইয়াছে। তিনি অনবরত পরিতাপ করিতেছেন। অনন্তর, আমি তাঁহার নিকটে যাইয়া, তাঁহারই কথামতে তৎক্ষণাৎ মর্ম্ম হইতে শর উদ্ধৃত করিলাম। শর উদ্ধৃত হইবামাত্র, তিনি তখনই স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। প্রস্থান সময়ে, আপনাদের উদ্দেশে কতই শোক ও বিলাপ করিতে লাগিলেন। আমি না জানিয়াই, সহসা আপনার পুত্রের প্রাণ হত্যা করিয়াছি। এক্ষণে তিনি স্বর্গে গমন করিয়াছেন; যাহা কর্ত্তব্য হয়, অনুগ্রহ পুর্ব্বক আমার প্রতি বিধান করুন।

আমি এইপ্রকার দারুণ পাপ-কথা কহিলে, ভগবান্ মুনি তাহা শুনিয়া, আমাকে শাপ দিয়া একবারেই ভস্মসাৎ করিতে পারিলেন না। শোকে তাঁহার মূর্চ্ছা উপস্থিত হইল। দরদরিত অশ্রুধারায় বদনমণ্ডল পূর্ণ হইয়া গেল এবং ঘন ঘন নিশ্বাস বহির্গত হইতে লাগিল। আমি কৃতাঞ্জলিপুটে নিকটে দণ্ডায়মান ছিলাম। সেই মহাতেজা আমাকে কহিলেন, তুমি যে এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ, যদি নিজেই আমাকে না বলিতে, তাহা হইলে, তোমার মস্তক এখনই শত সহস্র খণ্ডে বিদীর্ণ হইয়া পড়িত। রাজন্! আমরা বনবাসী তপস্বী, বিশেষতঃ, অন্ধ ও অনাথ। সুতরাং, যদি কোন ক্ষত্রিয়-সন্তান জ্ঞান পুর্ব্বক এইপ্রকার পুত্রহত্যা করিত, ইন্দ্র হইলেও তাহাকে, আমার কোপে স্থানচ্যুত হইতে হইত। ফলতঃ, তাদৃশ ব্রহ্মবাদী তপোনিষ্ঠ ঋষির উপর জ্ঞান পুর্ব্বক শর ত্যাগ করিলে, ত্যাগকর্ত্তার মস্তক শত-খণ্ড হইয়া যায়। তুমি না জানিয়াই এই গর্হিত অনুষ্ঠান করিয়াছ, সেই জন্য, এখনও বাঁচিয়া আছ। অথবা, তোমার কথা কি; সেইজন্য, এখনও সমগ্র রঘুবংশেরও উচ্ছেদ হয় নাই। যাহা হউক, রাজন্! এখন তুমি আমাদিগকে তথায় লইয়া যাও। আমরা একবার বৎসকে দেখিতে ইচ্ছা করি। দেখ, আর তাঁহার সহিত ইহ জন্মে আমাদের কখন দেখা হইবে না। আহা, বৎস মৃত্যুর বশীভূত ও সংজ্ঞাহীন হইয়া, ভূমিতে শয়ন

করিয়া আছেন ; তাঁহার সর্ব্ব শরীর রক্তে ভাসিয়া গিয়াছে এবং বল্কল খসিয়া পড়িয়াছে।

অনন্তর আমি পুত্র-শোকাতুর ঋষি-দম্পতীকে সেই স্থানে লইয়া গেলাম, এবং তাঁহারা দেখিতে পান না, বলিয়া, তাঁহাদিগকে পুত্রের অঙ্গ স্পর্শ করাইয়া দিলাম। তখন তাঁহারা ভূবেস্থ পুত্রকে স্পর্শ করিয়া, উভয়েই তাঁহার মৃত শরীরের উপর পতিত হইলেন। অনন্তর, বৃদ্ধ ঋষি পুত্রকে সম্বোধন করিয়া, কহিলেন, বৎস! তুমি আজি আমায় প্রণাম বা সম্ভাষণ, কিছুই করিতেছ না কেন? এবং কি জন্যই বা ভূমিতে শয়ন করিয়া আছ? তোমার কি আমার প্রতি রাগ হইয়াছে? বৎস। আমিই যেন তোমার অপ্রিয় হইয়াছি। কিন্তু তোমার জননী ত কোন অপ্রিয় ব্যবহার করেন নাই। অতএব, তুমি নয়ন উন্মীলন পূর্ব্বক ইহাঁকে অবলোকন কর। বৎস! তুমি কিজন্য আলিঙ্গন করিতেছ না? বল। আহা, তোমার কথা সকল কি সুন্দর ও সুমিষ্ট! তুমি যখন শেষ রাত্রে মধুর স্বরে শাস্ত্র বা পুরাণ পাঠ করিতে, শুনিয়া আমার হৃদয় অতিমাত্র আহ্লাদিত হইত। আর আমি কাহার মুখে সে সকল শুনিয়া ঐরূপ প্রীতি অনুভব করিব! বৎস! ইহ জন্মে আমার কি সে সুখ ও সে প্রীতি ফুরাইয়া গেল! আমি এখন পুত্রশোক-ভয়ে অতিমাত্র কাতর হইয়া পড়িয়াছি। কে আর সন্ধ্যা-বন্দনান্তে স্নান ও অনলে আহুতি দান করিয়া, সবিশেষ শুশ্রূষা পূর্ব্বক আমাকেও স্নান করাইয়া দিবে। বৎস! অন্ধ হওয়াতে, আমি একবারেই কাজের বাহির হইয়া পড়িয়াছি। নীবারাদি সংগ্রহ করিয়া, স্বয়ং উদর পূর্ত্তি করি, আমার সে ক্ষমতা নাই। তুমিই আমাদের স্নান পানাদি সকল বিষয়ই সম্পন্ন করিয়া দিতে; কিন্তু, আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া গেলে! এখন আর কেই বা কন্দ, মূল ও ফল আহরণ করিয়া, প্রিয় অতিথির ন্যায়, আমাকে ভোজন করাইবে। বৎস! তোমার এই জননীও বৃদ্ধ, অন্ধ

রিতাম্ব নিরুপায়। এবং সংসারে একমাত্র তুমিই ইঁহার পরম অভীষ্ট বস্তু। বিশেষতঃ, এখন তোমা, বিনা ইনি নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িবেন। কিন্তু, আমি নিজেই অন্ধ ও অক্ষম, কিরূপে ইঁহার ভরণ পোষণ করিব। অতএব, বৎস! তুমি থাক, যমালয় যাইও না। অথবা, যদি একান্তই যাইবে, অদ্য অপেক্ষা কর, কল্য আমার ও জননীর সহিত একত্রেই গমন করিবে। তোমাকে ছাড়িয়া, অনাথ, অসহায় ও শোকে অভিভূত হইয়া, আমরা কোনমতেই এই বনে থাকিতে পারিব না; সত্বরই যম-ভবনে গমন করিব। তথায় যমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, এই কথা বলিব, হে ধর্ম্মরাজ! যে দোষে আমাদের পুত্র-বিয়োগ ঘটিয়াছে, তোমাকে তাহা মার্জ্জনা করিতে হইবে। এই পুত্র এক্ষণে স্বীয় পিতা মাতা আমাদের উভয়েরই পালন করুন। দেখ, তুমি পরম যশস্বী ও পরম ধার্ম্মিক এবং লোক সকলের পালন করিয়া থাক। এই পুত্র বিনা আমার আর গত্যন্তর নাই। অতএব আমাকে এই পুত্র-দানরূপ অভয় দক্ষিণা প্রদান করিতে হইবে। ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা। আর, এই দক্ষিণা প্রদান করিলে, তোমারও অক্ষয় ফল লাভ হইবে।

বৎস! তোমার যেমন কোন পাপই নাই, তেমনি পাপাত্মার হস্তে তোমার মৃত্যু ঘটিল, ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে! যাহা হউক, এই ব্যক্তি ক্ষত্রিয়। অতএব শস্ত্রযোধী বীরগণ যে লোকে গমন করে, তুমি আমার সত্যবলে সেই সকল লোক প্রাপ্ত হও। অথবা, সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ শূরগণ সম্মুখ-যুদ্ধে নিহত হইয়া, চরমে যে স্থানে গমন করে, তোমারও সেই পরম গতি লাভ হউক। অথবা, সগর, শৈব্য, দিলীপ, জনমেজয়, নহুষ, ধুন্ধুমার এই সকল রাজর্ষির যে গতি হইয়াছে, বৎস! তোমারও সেই গতি হউক। অথবা, সর্ব্ব ভূতের যে গতি, বেদ পাঠ বা তপস্যা করিলে যে

গতি, তুমি স্নান বা নিত্য হোম করিলে যে গতি, কিংবা যে ব্যক্তি একমাত্র স্ত্রীতেই আসক্ত তাহার যে গতি, বৎস! তোমারও সেই গতি হউক। কিংবা, সহস্র গো দান করিলে যে গতি, গুরুজনের সেবা করিলে যে গতি অথবা পরলোক উদ্দেশে সৎপথে দেহ ত্যাগ করিলে যে গতি হয়, বৎস! তোমারও সেই গতি হউক। আমাদের এই অতি পবিত্র তপস্বি-বংশে জন্মিয়া কেহ কখনও অশুভ গতি প্রাপ্ত হয়েন নাই। অতএব, তুমি নিঃসন্দেহই সদ্গতি লাভ করিবে। কিন্তু বৎস! তুমি আমার একমাত্র আশ্রয় ও সহায়। অতএব, যে ব্যক্তি এইরূপে তোমাকে হত্যা করিল, তাহার অসদ্গতি লাভ হইবে। এই রূপে তিনি বারংবার করুণ-স্বরে বিলাপ করিয়া, পরে ভার্য্যার সহিত পুত্রের উদ্দেশে জলদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় সেই ধর্ম্মজ্ঞ ঋষিকুমার স্বীয় কর্ম্ম-বলে দিব্য রূপ ধারণ করিয়া, ইন্দ্রের সহিত অবিলম্বে স্বর্গে আরোহণ করিলেন। যাইবার সময়ে ইন্দ্রের সহিত, পিতা মাতা উভয়কেই মুহূর্ত্তকাল আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমি যে, আপনাদের সেবা করিয়াছিলাম, সেই পুণ্যবলেই মহৎ স্থান প্রাপ্ত হইলাম। আপনারাও অবিলম্বে আমার নিকটে গমন করিবেন। এই বলিয়া জিতেন্দ্রিয় ঋষিকুমার পুষ্পকাদি রথের ন্যায় প্রশস্তাকার দিব্য রথে আরোহণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ স্বর্গারূঢ় হইলেন।

দিকে, পরম তেজস্বী অন্ধ মুনি ভার্য্যার সহিত অতি সত্বর পুত্রের তর্পণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিকটে দণ্ডায়মান আমাকে কহিলেন, রাজন্! তুমি এখনই আমাকে মারিয়া ফেল। মরণে আর আমার ব্যথা নাই। দেখ, আমার এক বই পুত্র নাই। কিন্তু তুমি শরাঘাতে আমাকে তাহাতেও বঞ্চিত করিলে। যাহা হউক, তুমি যে অজ্ঞান প্রযুক্ত আমার বালক পুত্রের প্রাণ হত্যা করিয়াছ, সেইজন্য, আমি তোমাকেও অতি দারুণ শাপ দিব। তাহাতে, তোমাকে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইবে। আমি

যেমন পুত্রের মৃত্যু জন্য এক্ষণে দুঃখ ভোগ করিতেছি; রাজন্! তোমাকেও এমনি পুত্রশোকে কষ্ট পাইয়া মরিতে হইবে। তুমি ক্ষত্রিয়; বিশেষতঃ, না জানিয়াই ঋষি-হত্যা করিয়াছ। সেই-জন্য, হে নরাধিপ! আশু তোমার ব্রহ্মহত্যার পাতক হইল না। কিন্তু দক্ষিণাদাতা যেমন সেই দক্ষিণাদানের ফল প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ, তোমাকেও, আমার ন্যায়, এইপ্রকার প্রাণান্তকর ঘোর দশায় পড়িতে হইবে। আমাকে এইরূপ শাপ দিয়া, করুণ স্বরে অনেক বিলাপ করিয়া, চিতায় শরীর সমর্পণ পূর্ব্বক সেই ঋষিদম্পতী স্বর্গে প্রস্থান করিলেন।

হে দেবি! আমি যে তৎকালে অজ্ঞান প্রযুক্ত শব্দ-লক্ষ্যে প্রথমে ঋষিকুমারকে বিদ্ধ ও পরে শল্যোদ্ধার করত তাদৃশ পাপ করিয়াছিলাম, অধুনা, চিন্তা করিতে করিতে, তাহা মনে পড়িয়া গিয়াছে। হে দেবি! অপথ্য ব্যঞ্জনের সহিত অন্ন ভোজন করিলে, যেমন ব্যাধি জন্মে, আমারও তেমনি সেই পাপে এই দশা ঘটিল! অয়ি কল্যাণি! উদারস্বভাব অন্ধ মুনি যাহা বলিয়াছিলেন, এত দিনে আমার সেই ফলই ফলিয়াছে। এই কথা বলিয়াই রাজা দশরথ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং মরণ-ভয়ে ভীত হইয়া, কৌশল্যাকে বলিলেন, কৌশল্যে! পুত্রশোকে আমার প্রাণ বহির্গত হইবে বলিয়া, আমি আর তোমায় দেখিতে পাইতেছি না। অতএব তুমি আমার স্পর্শ কর। যমালয়ে যাইবার সময় লোকে আর কাহাকেও দেখিতে পায় না। ইহ জন্মের মত তোমাকে স্পর্শাদি করাও আমার ফুরাইয়া গেল। আহা, রাম যদি আজি আমার একবারও নিজে বা অন্য কিছু দ্বারা স্পর্শ করিতেন; কিংবা যদি তিনি যৌবরাজ্য ও ধনাগার প্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলে, বোধ হয়, আমি বাঁচিতে পারিতাম। হে দেবি! আমি বৎস রামের প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছি, তাহা, আমার কোন অংশেই শোভা পায় না। কিন্তু তিনি আমার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা, তাঁহারই

মতন হইয়াছে। বলিতে কি, আমার স্থায় দুরাচার এবং রামের স্থায় কর্ত্তব্যপরায়ণ পৃথিবীতে হয় নাই এবং হইবেও না। দেখ, পুত্র দুরাচার হইলেও, কোন্ বিচক্ষণ ব্যক্তি তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে? অথবা, বনবাসে দিলে, কোন্ পুত্রই বা পিতার প্রতি অসূয়া না করে?

যাহা হউক, দেবি। আর আমি তোমায় দেখিতে পাইতেছি না। আমার স্মৃতিও লোপ পাইতেছে। ঐ দেখ, যমের দূত সকল আমাকে, যাইবার নিমিত্ত ত্বরা দিতেছে। ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কি আছে যে, আমি মৃত্যুকালেও, সত্য-পরাক্রম ধর্ম্মজ্ঞ রামকে দেখিতে পাইলাম না! আহা, রাম আমার যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহার তুলনা হয় না। এক্ষণে, সূর্য্যকিরণ যেমন অল্প সলিল শোষণ করিয়া থাকে, সেই রূপ, রামের অদর্শন জন্য শোকে আমার প্রাণ অতিমাত্র শুষ্ক হইয়া উঠিতেছে। আহা, যাহারা পঞ্চদশ বর্ষে পুনরায় রামের সুন্দর ও সুনির্ম্মল কুণ্ডল মণ্ডিত মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিবে, তাহারা মনুষ্য নহে, দেবতা। হে সুন্দর-ভ্রূ-শালিনি! পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত লোচনযুগল, সুন্দর দশনপংক্তি এবং সুশোভন নাসিকা, এই সকলে রামের ঐ মুখমণ্ডল অলঙ্কৃত এবং চন্দ্রের ন্যায় পরম সুদৃশ্য। যাহারা পুনরায় উহা দেখিবে, তাহারাই ধন্য! শরত্তের চন্দ্র এবং প্রফুল্ল কমল পুষ্প, এই দুয়েরই সহিত রাম-মুখের তুলনা হয়। যাহারা সেই সুগন্ধি ও সুকুমার বদনমণ্ডল পুনরায় দর্শন করিবে, তাহারাই ধন্য! অথবা, আপনার পথপ্রাপ্ত শুক্রের ন্যায়, বনবাস হইতে পুনরায় অযোধ্যায় সমাগত রামকে যাহারা দেখিবে, তাহারাই যথার্থ সুখী। অয়ি কৌশল্যে! দুঃখের আতিশয্য জন্য মূর্চ্ছা উপস্থিত হইয়া, আমার হৃদয় যেন অভিমাত্র অবসন্ন করিতেছে। শব্দ স্পর্শ ও রস এই সকল ইন্দ্রিয় বিষয়ও আমার আর বোধগম্য হইতেছে না। তৈলক্ষয় হইলে, দীপ-রশ্মি যেমন তন্দ্রশেষ হইয়া, অবশেষে একবারেই নির্ব্বাণ

হয়, তেমনি আমার মনের ভ্রম হওয়াতে, ইন্দ্রিয় সকলও অবশ হইয়া উঠিতেছে। আমি নিজেই এই শোক সঙ্ঘটন করিয়াছি। এক্ষণে, নদীবেগ যেমন কূল ভগ্ন করে, তেমনি ঐ শোক আমাকে বিনাশ করিতেছে। রামকে বনে দিয়া, আমি এক বারেই অনাথ হইয়াছি। আমার আর চেতনাও নাই। অতএব আমি নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইলাম। হা রাম! হা মহাবাহো! হা শোক-নিবারণ! হা পিতৃবৎসল! তুমিই আমার নাথ। এবং তুমিই আমার পুত্র। তুমি কোথায় গেলে! হা কৌশল্যা! হা সুমিত্রা! আমি তোমাদিগকে আর দেখিতে পাইতেছি না! আহা! তোমরা আমার জন্য চিরকাল কতই ক্লেশ সহ্য করিয়াছ! হা দয়াহীনে! হা কুল-নাশিনি! হা পরম শত্রু কৈকেয়ি! তুমি কি করিলে?

এইরূপে, রাজা দশরথ কৌশল্যা ও সুমিত্রার সন্নিধানে শোক করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। প্রিয়পুত্র রামকে বনে দিয়া অবধি তিনি নিতান্ত ব্যাকুল ও আতুরভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। এক্ষণে অতিমাত্র দুঃখে অভিভূত হইয়া, ঐরূপ বলিতে বলিতে, রাত্রি যখন অর্দ্ধেক, সেই সময়ে, তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে, পর দিন প্রাতঃকালে বন্দিগণ রাজ-ভবনে উপস্থিত হইয়া, রাজার বন্দনা করিতে লাগিল। ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে সুশিক্ষিত সূত সকল, উত্তমরূপে বংশপরম্পরার ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিয়াছে তাদৃশ মাগধ সকল এবং তান লয়াদিসুনিপুণ গায়ক সকল, ইহারাও স্ব স্ব রীতি অনুসারে রাজার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইল। তাহারা সকলে উচ্চৈঃস্বরে

আশীর্ব্বাদ করিয়া, রাজার উদ্দেশে স্তব করিতে লাগিলে, সেই স্তুতিশব্দ সমুদায় প্রাসাদমধ্য প্রতিধ্বনিত করিয়া উঠিল।

অনন্তর ঐ সকল স্তবপাঠক সূতগণের মধ্যে, যাহারা পাণি বাদ্য করিয়া বন্দনা করে, তাহারা, রাজার অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য সকল উল্লেখ করিয়া, তদনুরূপে পাণি-বাদন করিতে লাগিল। তাহাদের পাণি-বাদ্য-শব্দে উত্তেজিত হইয়া, শাখা পঞ্জর ও রাজভবন যেখানে যে পক্ষী ছিল সকলে শব্দ করিয়া উঠিল। এই-রূপে, ঐ সকল পক্ষীর সুন্দর ও সুস্বর শব্দ, বীণা সকলের মনোহর ধ্বনি, এবং গায়কগণের আশীর্ব্বাদ-যুক্ত গীতনাদ, এই সকলে রাজগৃহ পূর্ণ হইয়া উঠিল। অনন্তর, সদাচার-সম্পন্ন, সেবানিপুণ পরিচারক সকল পূর্ব্বের ন্যায়, রাজার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের মধ্যে স্ত্রী ও নপুংসকই অধিক। ঐ সময়ে স্নান বিধিজ্ঞ ব্যক্তিগণ রাজার স্নানের জন্য কাঞ্চনময় কলসসমূহে পূর্ণ করিয়া, হরিচন্দন মিশ্রিত জল যথাকালে ও যথা-বিধানে তথায় আনয়ন করিল। অধিকাংশেই-কুমারী স্ত্রী সকল শুচি হইয়া, মঙ্গলের জন্য গবাদি স্পর্শনীয় দ্রব্য, দন্ত-ধাবনানন্তর গণ্ডূষ করিয়া পান করিবার জন্য গঙ্গাজলাদি নানা-প্রকার জল, এবং দর্পণ, বস্ত্র ও আভরণাদি অন্যান্য দ্রব্য সকল উপস্থিত করিল। মঙ্গলার্থ আনীত ঐ সকল দ্রব্যের মধ্যে সমুদায় দ্রব্যই সর্ব্বপ্রকার সুলক্ষণ-সম্পন্ন, যার পর নাই উপাদেয় এবং যাহার যে গুণ তাহাতে অলঙ্কৃত।

অনন্তর সকলেই রাজদর্শনার্থ নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া রহিল। কিন্তু, রাজা তখনও উঠিলেন না দেখিয়া, এ কি হইল, ভাবিয়া, তাহাদের মনে শঙ্কা জন্মিল। কৌশল্যাদি ভিন্ন আর আর যে সকল স্ত্রী, রাজার শয্যার নিকটেই ছিলেন, তাঁহারা সমাগত হইয়া, স্বামীকে জাগরিত করিতে লাগিলেন। যেপ্রকার সদ্ব্যবহার দ্বারা স্বামীকে জাগরিত করা কর্ত্তব্য, তাঁহারা সকলেই সেইপ্রকার সদাচার

বিশিষ্টা। তাঁহারা যথারীতি বিনয় সহকারে স্বামীর শয্যা স্পর্শ করিয়া দেখিলেন, দেহে প্রাণ থাকিলে যেমন স্পন্দনাদি হইয়া থাকে, তাহার কিছুই নাই। তাঁহারা নিদ্রিত মনুষ্যের স্বভাব বুঝিতে পারিতেন। সুতরাং, স্বামীর করমূল ও হৃদয়স্থিত নাড়ীতেও স্পন্দন নাই, উপলব্ধি করিয়া, তাঁহার জীবিত বিষয়ে সন্দিহান হইয়া, কাঁপিতে লাগিলেন। তাহাতে, স্রোতের অভিমুখে পতিত অনবরত কম্পমান বেতসাদি তৃণ সকলের অগ্রভাগের ন্যায়, তাঁহাদের শোভা হইল। অনন্তর, রাজার অবস্থা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া, তাঁহার জীবিতবিষয়ে সন্দিহান ঐ সকল রমণী নিশ্চয় করিলেন, দশরথ ইতিপূর্ব্বে নিজেই আপনার যে মৃত্যু শঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিয়াছে।

কৌশল্যা ও সুমিত্রা পুত্রশোকে অভিভূত হইয়া, সমস্ত রাত্রি অতি ক্লেশে জাগিয়া ছিলেন। তজ্জন্য, প্রত্যূষে নিদ্রায় আচ্ছন্ন হওয়াতে, এখনও জাগরিত হইতে পারেন নাই। দারুণ পুত্রশোকে অবসন্ন ও নিতান্ত মলিনভাবাপন্ন এবং একান্ত ক্ষুণ্ণ ও প্রভাশূন্য হওয়াতে, অন্ধকারাচ্ছন্ন তারার ন্যায় কৌশল্যার সমুদায় শোভাই তিরোহিত হইয়াছিল। যাহা হউক, রাজার পরে কৌশল্যা এবং কৌশল্যার পরে সুমিত্রা শয়ন করিয়াছিলেন। পুত্রশোকে বদনমণ্ডল নেত্রজলে পরিপূর্ণ হওয়াতে, পূর্ব্বের ন্যায় কৌশল্যার সে বিশিষ্টরূপ শোভা ছিল না। তৎকালে, কৌশল্যা ও সুমিত্রা দুই জনে নিদ্রা যাইতেছেন এবং রাজাও নিদ্রিত আছেন, কিন্তু প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন, দেখিয়া, সমুদায় অন্তঃপুরেরও যেন প্রাণ উড়িয়া গেল। অনন্তর দলপতি গজ পতিত হইলে, তাহার অধীন হস্তিনী সকলের ন্যায়, ঐ সকল রাজমহিষী নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের চীৎকার শব্দে সহসা চেতনা হওয়াতে, কৌশল্যা ও সুমিত্রা দুই জনেই জাগরিত হইলেন। তখন তাঁহারা দুই জনেই রাজাকে দর্শন ও স্পর্শ করিয়া, হা

স্বামিন্! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। তৎকালে, ধূলি-ধূষরিত দেহে ধরাতলে বিলুণ্ঠিতা কোশলপতি-দুহিতা, গগনবিচ্যুতা তারার ন্যায়, নিতান্ত প্রভাশূন্য হইলেন। স্বামীর মৃত্যুতে তিনি ভূ-পতিতা হইলে, ঐ সকল রাজমহিষী অবলোকন করিলেন, যেন কোন নাগপত্নী মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

অনন্তর, দশরথের কৈকেয়ী প্রভৃতি সমুদায় স্ত্রীই শোকে সন্তপ্ত ও চেতনাশূন্য হইয়া, রোদন করিতে করিতে পতিত হইলেন। তখন প্রথম-প্রবিষ্ট মহিষীগণের সেই তুমুল ক্রন্দন-শব্দ পশ্চাৎ-প্রবিষ্ট কৈকেয়ী প্রভৃতির চীৎকার-শব্দে মিশ্রিত হওয়াতে, আরও বর্দ্ধিত হইয়া, সমুদায় রাজভবন পূর্ণ করিল। তৎকালে, ঐ রাজভবন নিতান্ত ত্রস্ত ও ব্যগ্র-ভাবাপন্ন হইয়া উঠিল। এবং পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জানিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক লোক সকলের অনবরত সমাগমে তথায় স্থানসমাবেশ নিতান্ত দুর্ঘট হইল। সর্ব্বত্রই তুমুল চীৎকার শব্দে পূর্ণ; বান্ধবমাত্রেই পরিতাপে নিতান্ত অভিভূত, এবং কুত্রাপি আনন্দের লেশমাত্র নাই। অচির-মৃত দশরথের গৃহ এই রূপে ব্যাকুল ও দুর্দ্দর্শ মূর্ত্তি ধারণ করিল।

পার্থিব-শ্রেষ্ঠ যশস্বী দশরথ প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন, জানিয়া, মহিষীগণ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া, অত্যন্ত করুণ স্বরে রোদন করিতে করিতে, তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া, বাহু বিসারণ পূর্ব্বক অনাথের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

ঐ সময়ে স্বর্গস্থ দশরথকে শিখা-হীন অগ্নি, জলহীন সমুদ্র ও প্রভাহীন সূর্য্যের ন্যায়, নিরীক্ষণ করিয়া, কৌশল্যার নয়ন-

যুগল অশ্রুজলে পূর্ণ এবং শরীর শোকানলে শুষ্ক-ভাবাপন্ন হইয়া উঠিল। তিনি স্বামীর মস্তক ক্রোড়ে ধারণ করিয়া, কৈকেয়ীকে কহিলেন, দয়াহীনে, দুরাচারিণি কৈকেয়ি! তোমার কামনা পূর্ণ হইল। এখন তুমি রাজাকে ত্যাগ করিয়া, একাগ্রচিত্তে অকণ্টকে পুত্রের রাজ্য ভোগ কর। দেখ, রাম আমায় ত্যাগ করিয়া গেলেন এবং রাজাও স্বর্গে আরোহণ করিলেন। আমি এখন স্বামি পুত্র বিহীন হইয়া, নির্জ্জন কান্তার মধ্যে সহায়হীনার ন্যায়, কোন অংশেই আর বাঁচিতে উৎসাহ করি না। স্বামী সাক্ষাৎ দেবতা। তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া, কোন্ রমণীই বা বাঁচিতে ইচ্ছা করে। যাহার ধর্ম্মজ্ঞান নাই, সেই কৈকেয়ীই কেবল ঐরূপ বাঁচিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে। অভক্ষ্য ভক্ষণ করিলে, যে সকল দোষ ঘটে, লুব্ধ ব্যক্তির তাহাতে জ্ঞান নাই। সেই রূপ, কৈকেয়ী কুব্জার প্রতারণায় রঘুকুল নির্ম্মূল করিল। দেখ, এই কৈকেয়ী বর-দানচ্ছলে অন্যায় আজ্ঞা করাতে, রাজা তদনুসারে রামকে সীতার সহিত একবারেই বনবাসী করিলেন। এক্ষণে, রাজা জনক এই ঘটনা শ্রবণ করিয়া, আমার ন্যায় পরিতপ্ত হইবেন। মরিয়া গেলেই, লোকে লোককে দেখিতে পায় না। কিন্তু আমার পদ্মপলাশলোচন পরম ধর্ম্মনিষ্ঠ রাম প্রাণ থাকিতেও অদৃশ্য হইলেন। এ দুঃখ আমি মরিলেও ভুলিব না। আহা, আমি যে আজি স্বামিহীন হইয়া, আরও অনাথ হইয়াছি, রাম তাহা জানিতেছেন না। সর্ব্বদা স্বামীর সেবায় আসক্ত বিদেহরাজ-নন্দিনী সীতা কখনও দুঃখ পাইবার সামগ্রী নহেন; তেমনি বনে তাঁহাকে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। রাত্রিতে মৃগ পক্ষী সকলের ভয়ানক স্বরে শব্দ শুনিয়া, তিনি শঙ্কিত হইয়া, রামকে আশ্রয় করিবেন। রাজা জনক বৃদ্ধ হইয়াছেন এবং একমাত্র কন্যাই তাঁহার অভিভাবক। অতএব, তিনি বনবাসিনী নন্দিনীকে সর্ব্বদাই চিন্তা করিয়া, শোকে অভিভূত হইয়া অবশেষে, নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ

করিবেন। আমারও পতি ভিন্ন গতি নাই। অতএব, আমি অদ্যই স্বামীর মৃত দেহ আলিঙ্গন করিয়া, অনলে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিব। আমার আর সুখ কি? ধর্ম্মচারিণী কৌশল্যা এই রূপে রাজার মৃতদেহ গাঢ়তর আলিঙ্গন করিয়া, নিতান্ত দুঃখস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলে, মন্ত্রিগণ তাঁহাকে কোন রূপে তথা হইতে অন্যত্র লইয়া যাওয়াইলেন। পরে, তাঁহারা রাজার মৃত-দেহ তৈলপূর্ণ কটাহে নিক্ষেপ করিয়া, বশিষ্ঠের আদেশানুসারে অনন্তর-কর্ত্তব্য কার্য্য সকল সম্পাদন করিলেন। তাঁহারা সকল বিষয়েই অভিজ্ঞ। এই জন্য, পুত্র বিনা রাজার অন্ত্যেষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন না; তৈলদ্রোণীতেই তাঁহাকে রাখিয়া দিলেন। তাঁহারা দ্রোণীমধ্যে রাজাকে শয়ন করাইলে, মহিষী সকল তাহা দেখিয়া, হায়! ইনি মরিয়া গেলেন, বলিয়া, বিলাপ করিতে লাগিলেন। এবং নিতান্ত ব্যাকুল ও শোক-সন্তপ্ত হইয়া, বাহু বিক্ষেপ করিয়া, করুণ স্বরে রোদন আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের লোচন হইতে অবিরল জলধারা বিনি-র্গলিত হইয়া, মুখমণ্ডল পূর্ণ করিয়া তুলিল। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, হায়, মহারাজ! সর্ব্বদা মিষ্টভাষী সত্যপ্রতিজ্ঞ রাম আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন। আপনিও আবার কি জন্য ত্যাগ করিতেছেন? কৈকেয়ীর স্বভাব অতি দূষিত; বিশেষতঃ, সে আমাদের সপত্নী। অতএব আমরা রামহীন ও স্বামিহীন হইয়া, কি রূপে তাহার নিকটে বাস করিব! জিতেন্দ্রিয় রামই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা এবং আপনিও তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া, এতদিন বাঁচিয়া ছিলেন। সেই শ্রীমান্ রাম রাজশ্রী ত্যাগ করিয়া বনে গিয়াছেন। আপনিও আমাদিগকে ত্যাগ করিলেন। এখন আমরা শোক দুঃখে অভিভূত হইয়া, কৈকেয়ীর গঞ্জনা সহিয়া, কি রূপে এখানে বাস করিব! যে কৈকেয়ী আপনাকে, রামকে, মহাবল লক্ষ্মণকে ও সীতাকেও অনায়াসে ত্যাগ করিতে পারিল, তাহার হস্তে আর কাহারই বা নিস্তার আছে! এইরূপে, দশ-

রথের মাননীয় মহিষী সকল বাষ্পপূর্ণ-লোচনে সুবিপুল শোক-ভরে নিরানন্দ-চিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তৎকালে, মহাত্মা দশরথের বিরহে, নক্ষত্রহীন রজনী ও স্বামিহীন কামিনীর ন্যায়, অযোধ্যানগরীর সমুদায় শোভাই তিরোহিত হইল। তাহার অধিবাসী পুরুষমাত্রেই অশ্রুসলিলে পূর্ণ হইয়া উঠিল; কুলস্ত্রীমাত্রেই হাহাকার করিতে লাগিল; এবং সম্মার্জ্জন ও আলেপনাদি বিরহে গৃহ সকলের ভিতর বাহির শূন্যভাবাপন্ন হইল। তাহাতে, অযোধ্যার আর সে শোভাই রহিল না।

এইরূপে, রাজা পুত্রশোকে স্বর্গারূঢ় হইলে এবং তদীয় মহিষীগণ স্বামিশোকে ধরাতল আশ্রয় করিলে, সূর্য্যদেব তাহা দেখিতে না পারিয়াই, যেন করনিকর সঙ্কোচ করিয়া, তৎক্ষণাৎ অস্তাচল-চূড়া অবলম্বন করিলেন এবং পর ক্ষণেই তিমিরাবরণ বিস্তার করিয়া, রজনী উপস্থিত হইল। রাজার সুহৃদ্গণ সকলেই আগমন করিলেন। পুত্র বিনা রাজার দাহ করিতে, তাঁহাদের কাহারই মত হইল না। এই জন্য, তাঁহারা বিশিষ্টরূপ চিন্তা করিয়া, পরলোক-গত দশরথকে কটাহমধ্যেই যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিলেন। তৎকালে, মহাত্মা দশরথের বিরহে, সূর্য্য বিনা প্রভাহীন আকাশের ন্যায়, এবং নক্ষত্রমণ্ডল-বিরহিত রাত্রির ন্যায়, অযোধ্যার সমুদায় শোভা তিরোহিত হইল। তাহার মার্গ ও চত্বর সকলে, যে সকল লোক যাতায়াত করিতেছিল, তাহারা সকলেই কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত অশ্রুপ্রবাহে মগ্ন হইয়া গেল। স্ত্রী ও পুরুষ সকল দলে দলে মিলিয়া, কেবল কৈকেয়ীরই নিন্দা করিতে লাগিল। ফলতঃ, দশরথের মৃত্যুতে নগরবাসীমাত্রেই নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কেহই কোন মতেই শান্তিলাভ করিতে পারিল না।

—•—

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

—•—

কাহারই মনে কিছুমাত্র আহ্লাদ নাই; সকলেই সাশ্রু কণ্ঠে অনবরত রোদন করিতেছে। এই প্রকার শোকে ও দুঃখে ঐ রাত্রি যেন অতিমাত্র দীর্ঘ হইয়া উঠিল। অনন্তর উহা অতি কষ্টে প্রভাত হইল। রাত্রি প্রভাত হইলে, সূর্য্যের উদয়মাত্র, মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গল্য, বামদেব, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, গৌতম ও পরম যশস্বী জাবালি, এই সকল ব্রাহ্মণ রাজার অন্তিম কার্য্য সম্পাদনার্থ তথায় সমবেত হইলেন এবং মন্ত্রিগণের সহিত মিলিত হইয়া, রাজকার্য্য সম্বন্ধে যাঁহার যে অভিপ্রায়, তদনুরূপ কথা সকল বলিতে আরম্ভ করিলেন। বশিষ্ঠ রাজার পুরোহিত এবং সকলেরই প্রধান। সকলে তাঁহারই মুখাপেক্ষা করত কহিলেন, রাজা দশরথ পুত্রশোকে পঞ্চত্ব পাওয়াতে, এই রাত্রি আমাদের শত বর্ষের সমান বোধ হইয়াছে। অতি কষ্টেই আমরা ইহা যাপন করিয়াছি। মহারাজ স্বর্গে গেলেন; রাম অরণ্য আশ্রয় করিলেন; তেজস্বী লক্ষ্মণও রামের অনুগামী হইলেন। এ দিকে আবার শত্রুদমন ভরত ও শত্রুঘ্ন দুই জনেই কেকয়রাজ্যে রাজগৃহ নামক নগরে মাতামহের আলয়ে বাস করিতেছেন। এইরূপে আমাদের এই অরাজক রাজ্য আশু বিনষ্ট হইবে। অতএব, ইক্ষ্বাকুবংশীয় ঐ সকল মহাত্মার মধ্যে কাহাকে রাজা করা হউক। দেখুন, রাজ্য অরাজক হইলে, সৌদামিনীলাঞ্ছিত গম্ভীর-গর্জ্জনশালী বৃষ্টিমান্ মেঘ দিব্য জলধারায় পৃথিবীকে সিক্ত করে না। রাজ্য অরাজক হইলে, বীজ সকল বপন করে না। রাজ্য অরাজক হইলে, পুত্র পিতার বশ এবং স্ত্রী স্বামীর

বাধ্য হয় না। অরাজক রাজ্যে ধন থাকে না এবং অরাজক রাজ্যে স্ত্রী সকলও বিনষ্ট হয়। এইরূপে অরাজক রাজ্যে প্রথমেই ঐ সকল মহাভয় উপস্থিত হইয়া থাকে; এবং ক্রয়বিক্রয়াদি ব্যাপার সমস্তও লোপ প্রাপ্ত হয়। অরাজক রাজ্যে লোক সকল হর্ষিত হইয়া ন্যায়াদি বিচার জন্য সভা করে না। এবং যজ্ঞশীল দৃঢ়ব্রত দমগুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ সকলের অনুষ্ঠান করেন না। অরাজক রাজ্যে ধনবান্ ব্রাহ্মণ সকলও, প্রধান প্রধান যজ্ঞ সকলে যাঁহারা শাস্ত্রানুসারে দক্ষিণা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সেই সকল ঋত্বিক্‌দিগকেও দক্ষিণা প্রদান করেন না। অরাজক রাজ্যে, যদ্দ্বারা রাজ্যের উন্নতি সম্পন্ন হয়, তাদৃশ সভা ও উৎসব সকলও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না এবং নট ও নর্ত্তক সকল প্রফুল্ল চিত্তে ঐ সকল সভাদিতে উপস্থিত হয় না। অরাজক রাজ্যে পণ্যজীবিগণের সমুদায় প্রয়োজন ব্যর্থ হইয়া থাকে। এবং যে সকল লোক পুরাণ প্রভৃতি কথা শুনিতে আসক্ত, তাহারাও, কথাকথনে অনুরক্ত পৌরাণিকদিগের কথায় আর অনুরাগ প্রকাশ করে না। অরাজক রাজ্যে স্বর্ণালঙ্কারভূষিত কুমারীগণ সন্ধ্যাকালে একত্র মিলিত হইয়া, ক্রীড়ার্থ উদ্যানে গমন করে না। অরাজক রাজ্যে ধনবান্‌দিগের বিশিষ্টরূপ রক্ষা হয় না। এবং যাহারা কৃষিকার্য্য ও গো-রক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহারা দ্বার খুলিয়া শয়ন করিতে পারে না। অরাজক রাজ্যে কামী পুরুষগণ শীঘ্রগামী বাহন সকলে আরোহণ করিয়া, স্ত্রীগণের সহিত অরণ্য বিহারে প্রস্থান করে না। অরাজক রাজ্যে ষষ্টিবর্ষীয় বৃহদ্দন্ত হস্তী সকল গলদেশে ঘণ্টা ধারণ পূর্ব্বক রাজপথ সকলে বিচরণ করে না। অরাজক রাজ্যে বাণ ও অস্ত্র সকলের অভ্যাসসময়ে অনবরত শরসমূহের অভ্যাসনিরত পুরুষগণের তলশব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না। অরাজক রাজ্যে দূরদেশগামী বণিকগণ বহুতর পণ্য সমভিব্যাহারে লইয়া, নিরাপদে পথ চলিতে পারে না। যাঁহাদের মন ব্রহ্মের ধ্যানধার-

পায় আসক্ত, তাদৃশ যতি ও জিতেন্দ্রিয় ঋষিও অরাজক রাজ্যে সন্ধ্যাসময়ে যেখানে সেখানে থাকিতে পারেন না। অরাজক রাজ্যে অপ্রাপ্ত দ্রব্যের প্রাপ্তি এবং প্রাপ্ত দ্রব্যের রক্ষা হয় না। এবং সেনাগণ যুদ্ধে বিপক্ষ পক্ষের বলবিক্রম সহ্য করিতে পারে না। অরাজক রাজ্যে লোক সকল উৎকৃষ্ট অশ্ব এবং সুসজ্জিত রথ সকলে আরোহণ করিয়া, সহসা ও নিরুদ্বেগে গমন করিতে সমর্থ হয় না। অরাজক রাজ্যে শাস্ত্রবিশারদ ব্যক্তিগণ বন বা উপবনেও উপস্থিত হইয়া, শাস্ত্রালাপ করেন না; ব্রতশীল লোক সকল দেবতার অর্চনা জন্য মাল্য, মোদক ও দক্ষিণা প্রদান করেন না এবং রাজপুত্রগণ চন্দন ও অগুরু চর্চ্চিত হইয়া, বসন্তকালের বৃক্ষ সকলের ন্যায়, বিরাজমান হয়েন না। নদী জলহীন হইলে, বন তৃণহীন হইলে এবং গোসমূহ গোপালহীন হইলে, যেমন নিতান্ত শোচনীয় হয়, রাজ্য অরাজক হইলে, তেমনি সর্ব্বাংশেই নষ্ট হইয়া যায়। যেমন ধ্বজ দ্বারা রথের এবং ধূম দ্বারা অগ্নির অনুমান হয়, সেইরূপ, রাজা দশরথের আশ্রয়ে সকলেই আমাদিগকে জানিত ও শুনিত। তিনি এখন স্বর্গে গিয়াছেন। অতঃপর, আমাদিগকে আর কেহই গণ্য করিবে না। ফলতঃ, রাজ্য অরাজক হইলে, কেহই বাঁচিতে পারে না। লোক সকল, মৎস্যের ন্যায়, সর্ব্বদাই পরস্পরকে বিনাশ করিয়া থাকে। যে সকল নাস্তিক স্বজাতিবর্ণাশ্রমমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া পূর্ব্বে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল, তাহারাও দণ্ডভয়রহিত হইয়া, স্ব স্ব প্রভুত্ব বিস্তারে প্রবৃত্ত হয়। চক্ষু যেমন শরীরের হিতসাধন ও অহিতনিবারণে সর্ব্বদাই প্রবৃত্ত, রাজাও সেইরূপ রাজ্যমধ্যে সত্য ও ধর্ম্ম সমুৎপাদন পূর্ব্বক প্রজাগণের মঙ্গলবিধান করিয়া থাকেন। ফলতঃ, রাজাই সত্য, রাজাই ধর্ম্ম, রাজাই কুলবানদিগের কুল, রাজাই পিতা ও মাতা এবং রাজাই লোক সকলের হিত সাধন করেন। ইন্দ্র, যম, কুবের ও বরুণ, ইঁহাদের অপেক্ষাও রাজার গৌরব অধিক। কেননা, রাজা সমুদায় লোক-

পালন-গুণেই ভূষিত। সাধু ও অসাধুর ব্যবস্থাপক রাজা যদি সংসারে না থাকিতেন, তাহা হইলে, সূর্য্যাভাবে অন্ধকারে যেমন, কিছুই জ্ঞান হয় না, তেমন, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জানা যাইত না। মহারাজ যখন বাঁচিয়া ছিলেন, তখনও আমরা আপনার কথার অবাধ্য হইয়া, চলি নাই। এক্ষণেও আপনিই আমাদের গতি। সমুদ্র যেমন বেলাভূমিকে, আমরাও তেমনি আপনাকে, লঙ্ঘন করি না। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! দশরথ না থাকাতে, আমরা সকলেই অকর্ম্মণ্য হইয়াছি এবং রাজ্যও বন হইয়াছে। ইহাই ভাবিয়া, আপনি এখন ইক্ষ্বাকুনন্দন ভরত বা অন্য কাহাকেও রাজ্যে অভিষিক্ত করুন।

—•—

অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠদেব ঐ সকল মিত্র, অমাত্য ও ব্রাহ্মণগণের এই কথা শুনিয়া, তাঁহাদের সকলকেই প্রত্যুত্তর করিলেন, রাজা ভরতকে রাজ্য দিয়া গিয়াছেন। তিনি এখন মাতুলালয়ে ভ্রাতা শত্রুঘ্নের সহিত পরম সুখে ও আহ্লাদে বাস করিতেছেন। অতএব দ্রুতগামী দূত সকল সেই বীর ভ্রাতৃদ্বয়কে আনিবার জন্য অশ্বারোহণে সত্বর গমন করুন। এ বিষয়ে, আমরা আর বিচার করিব কি? তখন সকলেই বশিষ্ঠদেবকে কহিলেন, দূতগণ এখনই গমন করুক। তাঁহাদের এই কথা শুনিয়া বশিষ্ঠ দূতদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে সিদ্ধার্থ! হে বিজয়! হে জয়ন্ত! হে অশোক! হে নন্দন! আমি তোমাদের সকলকেই বলিতেছি, তোমরা আসিয়া, যাহা করিতে হইবে, শ্রবণ কর। তোমরা দ্রুতগামী অশ্ব সকলে আরোহণ পূর্ব্বক সত্বর রাজ-গৃহে গমন করিয়া, আমার কথা মতে শোক ত্যাগ করত ভরতকে এই কথা বলিবে, পুরোহিত বশিষ্ঠ এবং সমুদায় মন্ত্রী আপনাকে কুশল

সম্ভাষণ পূর্ব্বক বলিয়াছেন, আপনি সত্বরে এখান হইতে অযোধ্যায় প্রস্থান করুন। বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত। বিলম্ব করিলে, মহা অনিষ্ট ঘটিবে। রাম বনে গিয়াছেন এবং দশরথের পরলোক হইয়াছে, এইরূপে স্ত্রীর জন্য রঘুবংশের সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, সাবধান, এ সকল কথা কোনমতেই তাঁহাকে বলিবে না। তোমরা এখন কেকয়রাজ ও ভরতের জন্য উৎকৃষ্ট আভরণ ও কৌশেয় বস্ত্র সকল গ্রহণ করিয়া, সত্বর প্রস্থান কর। এই বলিয়া, তিনি দূতদিগকে পাথেয় প্রদান করিলে, তাহারা কেকয়রাজ্যে গমন করিতে উৎসুক হইয়া, মনোমত অশ্ব সকলে আরোহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিল। অনন্তর প্রস্থানের উপযুক্ত বিশিষ্টরূপ পাথেয়াদি সংগ্রহ করিয়া, বশিষ্ঠের আজ্ঞানুসারে দ্রুতপদে যাত্রা করিল। এবং অপরতাল নামক জনপদের পশ্চিমসীমাস্থ প্রলম্ব দেশের উত্তরে পদার্পণ পূর্ব্বক তাহার মধ্যভাগে প্রবাহিত মালিনী নদী পার হইয়া, হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইল। তথায় গঙ্গা পার হইয়া পাঞ্চালরাজ্যে পদার্পণ পূর্ব্বক কুরুজাঙ্গলের মধ্যমার্গ অবলম্বন করিয়া, পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। পথিমধ্যে প্রফুল্ল সরোবর ও নির্ম্মলজলপূর্ণ নদী সকল তাহাদের নয়নপথে পতিত হইল। কিন্তু তাহারা কার্য্যবশতঃ কুত্রাপি বিলম্ব না করিয়া, ত্বরিত পদে গমন করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর তাহারা নানাপ্রকার পক্ষীর আশ্রয়, সুবিপুল ও নির্ম্মলজলপূর্ণ, পরম রমণীয় শরদণ্ডানদী অতিক্রম করিয়া, তাহার পশ্চিমতীরবর্ত্তী সত্যোপ-যাচন নামক দিব্য তরু সান্নিধ্যে গমন করিল। ঐ তরুর নিকট যে যাহা প্রার্থনা করে, তাহাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। এইজন্য উহার সত্যোপযাচন নাম হইয়াছে। এবং এইজন্য সকলেই উহাকে নমস্কার করিয়া থাকে। তাহারা ঐ তরু-বরকে প্রদক্ষিণ করিয়া, কুলিঙ্গানাম্নী নগরীতে প্রবেশ করিল। তথা হইতে অভিকাল এবং অভিকাল হইতে তেজোভিভবন নামক পল্লী অতিক্রম করিয়া

পরে ইক্ষ্বাকুগণের পুরুষপরম্পরায় অধিকৃত পরম পবিত্র ইক্ষুমতী নদী পার হইল। পার হইবার সময়ে ইক্ষুমতীর তীরে যে সকল বেদপারগ ব্রাহ্মণ অঞ্জলিমাত্র জল আহার করিয়াই প্রাণ ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া, মধ্যভাগে বাহ্লীক দেশে ও পরে সুদামা নামক পর্ব্বতে উপনীত হইল। তথায় বিষ্ণুর পদচিহ্ন, বিপাশা ও শাল্মলী নামক নদীদ্বয় এবং তদ্ভিন্ন অনেক নদী, সরোবর, তড়াগ, পল্বল, পুষ্করিণী, বিবিধ সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ ও হস্তী সকল দর্শন করত প্রভুর আদেশপালনে সমুৎসুক হইয়া, ক্রমাগত গমন করিতে লাগিল। পথের দূরত্ব বশতঃ তাহাদের বাহন সকল ক্লান্ত হইয়া পড়িল। তথাপি তাহারা বিলম্ব না করিয়া, সত্বরে গিরিব্রজনামক কেকয়পুরে উপনীত হইল।

এইরূপে তাহারা প্রভুর প্রিয়সাধন, প্রজাগণের রক্ষা এবং রঘুবংশের উদ্ধার জন্য, কোন মতেই উপেক্ষা না করিয়া, রাত্রিতেই কেকয়নগরে সমাগত হইল।

একোনসপ্ততিতম সর্গ।

যে রাত্রিতে দূতগণ নগরে প্রবেশ করে, ভরত সেই রাত্রিতেই দুঃস্বপ্ন দর্শন করিলেন। রাজাধিরাজপুত্র ভরত রাত্রিশেষে ঐরূপ দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়া, অতিশয় অসুখী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মনোমধ্যে অসুখ জন্মিয়াছে, বুঝিতে পারিয়া তদীয় প্রিয়বাদী বয়স্যগণ ঐ অসুখ নিবারণ জন্য সভামধ্যে নানাপ্রকার কথার প্রসঙ্গ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ তাঁহার শান্তির জন্য বীণাবাদন করিতে লাগিলেন, কেহ নাচ আরম্ভ করাইয়া দিলেন এবং কেহ বা হাস্যরসপ্রধান বিবিধ নাটক পাঠ করিতে লাগিলেন। ভরতকে আপনাদের পরম প্রীতিভাজন বলিয়া, ঐ সকল বয়স্যের বিলক্ষণ বোধ ছিল।

যাহা হউক, দশ জনে মিলিত হইয়া সচরাচর যেরূপ হাস্য পরিহাস করিয়া থাকে, তাঁহারা সেইরূপ হাস্য পরিহাস দ্বারাও রঘুনন্দন মহাত্মা ভরতকে কোনমতেই হর্ষিত করিতে পারিলেন না।

তদর্শনে একজন প্রিয় সখা বন্ধুমণ্ডলীমণ্ডিত ভরতকে কহিলেন, সখে! সুহৃদ্গণ নানাপ্রকারে তোমার চিত্তবিনোদনের চেষ্টা করিতেছেন, কি জন্য তুমি সে সকলে মন দিতেছ না? তিনি এইপ্রকার বলিতে লাগিলে, ভরত তাঁহাকে উত্তর করিলেন, ভাই! আমি যেজন্য এরূপ ব্যাকুল হইয়াছি, শ্রবণ কর। আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, পিতা দশরথ আলুলায়িত কেশে মলিন বেশে পর্ব্বতের শিখর হইতে গোময়পূর্ণ কলুষ হ্রদে পতিত হইতেছেন। অনন্তর দেখিলাম, তিনি সেই গোময় হ্রদে ভাসিতে ভাসিতে বারংবার যেন হাস্য করিয়া, অঞ্জলি দ্বারা তৈল পান করিতে লাগিলেন। তদনন্তর তিনি পুনঃ পুনঃ তিলমিশ্রিত অন্ন ভোজন করিয়া, সর্ব্বাঙ্গে তৈল মাখিয়া, অধোমস্তকে তৈলেই অবগাহন করিলেন। পুনরায় স্বপ্ন দেখিলাম, সাগর শুষ্ক হইয়াছে, চন্দ্রদেব ভূমিতে পতিত হইয়াছেন, সমুদায় পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যেন অন্তর্হিত হইয়াছেন; রাজাকে যে বহন করে সেই হস্তীর দন্ত সকল ভগ্ন হইয়াছে; হুতাশন জ্বলিতে জ্বলিতে সহসা নির্ব্বাণ হইয়াছেন, পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়াছেন; বৃক্ষ সকল শুষ্ক হইয়াছে; কৃষ্ণায়স-নির্ম্মিত পীঠের উপরে কৃষ্ণবর্ণ কাক বসিয়া রহিয়াছে; এবং কৃষ্ণ ও পিঙ্গল উভয় বর্ণ মিশ্রিত প্রমদাগণ রাজাকে প্রহার করিতেছে; তখন ধর্ম্মাত্মা রাজাও তাহাদের তাড়নায় ত্বরাপর হইয়া, রক্ত মাল্য ও রক্তানুলেপন ধারণ পূর্ব্বক গর্দ্দভযোজিত রথে আরোহণ করিয়া, দক্ষিণ মুখে প্রস্থান করিলেন। ঐ সময়ে আমি দেখিলাম, কোন বিকটবদনা রাক্ষসী স্ত্রী রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া যেন, হাস্য করিতে করিতে রাজাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে লাগিল। আমি এই ভয়াবহ রাত্রিতে এইপ্রকার স্বপ্ন দর্শন

করিয়াছি। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আমার, বা রাজার, কিংবা রামের, অথবা লক্ষ্মণের মৃত্যু হইবে। যে ব্যক্তি স্বপ্নে গর্দ্দভ-যোজিত রথে আরোহণ করিয়া গমন করে, অচিরাৎ চিতামধ্যে তাহার ধূমাগ্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণেই আমি নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছি, এবং তোমাদের কথায় প্রীতি অনুভব করিতে পারিতেছি না। বলিতে কি, আমার অতিমাত্র কণ্ঠশোষ উপস্থিত এবং মনও নিতান্ত চঞ্চল হইতেছে। ভয়ের এই সমস্ত কারণ যদিও এখন দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়াছে, কিন্তু মনে যে ভয় জন্মিয়াছে, তাহা কোন মতেই দূর করিতে পারিতেছি না। তজ্জন্য, আমার স্বররোধ ও কান্তিও মলিন হইয়াছে, এবং আমি কেন জন্মিয়াছি, ইত্যাদি প্রকারে আত্মাকেও যেন নিন্দা করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু নিন্দার কারণ কিছুই দেখিতেছি না। পূর্ব্বে কখন এইপ্রকার বিচিত্র দুঃস্বপ্ন মনেও ভাবি নাই। সুতরাং উহা দেখিয়া অবধি, রাজাকে আর দেখিতে পাইব কি না, চিন্তা করিয়া, মনোমধ্যে যে গুরুতর ভয় সঞ্চার হইয়াছে, তাহা কোনমতেই দূর হইতেছে না। ভাই! রাজার দর্শনবিষয়ে ইতিপূর্ব্বে কোন চিন্তাই ছিল না।

সপ্ততিতম সর্গ।

ভরত স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিতেছেন; এ দিকে, বাহন সকল নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া উঠাতে, দূতগণ দুঃসহ-পরিখাবিশিষ্ট রমণীয় রাজগৃহে প্রবেশ করিয়া, রাজা ও রাজপুত্র যুধাজিৎ উভয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিল। তাঁহারা তাহাদিগকে সমুচিত সৎকার করিলেন। অনন্তর দূতগণ কেকয়পতির পদবন্দনান্তে ভরতকে কহিতে লাগিল, পুরোহিত বশিষ্ঠদেব এবং মন্ত্রিগণ সকলেই আপনাকে কুশল সম্ভাষণ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, আপনি সত্বর এখান হইতে বহির্গত হউন; বিশেষ কার্য্য

উপস্থিত। বিলম্বে ঐ কার্য্যহানির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। হে বিশাললোচন! তাঁহারা এই সকল মহামূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কার আমাদের সঙ্গে দিয়াছেন; আপনি স্বয়ং গ্রহণ ও মাতুলকেও প্রদান করুন। হে নৃপনন্দন! এই সকল আনীত দ্রব্যের মধ্যে বিংশতি কোটি বস্ত্র ও আভরণ আপনার মাতামহের এবং অপর দশ কোটি আপনার মাতুলের, তাঁহাদিগকে সমস্ত প্রদান করান। তখন মাতুলাদির প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত রাজপুত্র ভরত তৎ সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ করিয়া, মনোমত বস্তুসমূহ প্রদান দ্বারা দূতদিগের সম্মান রক্ষা করত তাহাদিগকে কহিলেন, মদীয় পিতৃদেব নরপতি দশরথ কুশলে আছেন? যিনি ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত আছেন ও সর্ব্বদাই ধর্ম্মকথা বলেন এবং একমাত্র ধর্ম্মেই যাঁহার আসক্তি, সেই ধীমান্ রামের গর্ত্তধারিণী আর্য্যা কৌশল্যাও আরোগ্যসুখ সম্ভোগ করিতেছেন? রাজার মধ্যমা মহিষী এবং বীর লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জননী ধর্ম্মজ্ঞা সুমিত্রাও নীরোগে আছেন? আর, সর্ব্বদা যিনি আপনারই ইষ্টসিদ্ধির অভিলাষ করেন, এবং আপনাকেই বিশিষ্টরূপ জ্ঞানশালিনী বলিয়া যাঁহার বোধ আছে, সেই অত্যন্ত কোপনস্বভাবা মদীয় মাতা কৈকেয়ীও আরোগ্যসুখ সম্ভোগ করিতেছেন?

মহাত্মা ভরত এইপ্রকার কহিলে, দূতগণ সবিনয় ও সংক্ষিপ্ত বাক্যে তাঁহাকে উত্তর করিল, হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনি যাঁহাদের কুশল কামনা করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই কুশলে আছেন। এক্ষণে, পদ্মালয়া লক্ষ্মী আপনাকে বরণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। অতএব, যাত্রার জন্য আপনার রথযোজনা করা হউক। দূতগণ এইপ্রকার কহিলে, ভরত পুনরায় তাহাদিগকে বলিলেন, তবে, আমি এখন এই বলিয়া মাতামহের নিকট বিদায় লইয়া আসি, যে, দূতগণ লইয়া যাইবার নিমিত্ত আমাকে অতিমাত্র ত্বরা দিতেছে। নৃপনন্দন ভরত তাহাদিগকে এই কথা কহিয়া, তাহাদের কথাগতে মাতামহকে

গিয়া বলিলেন, রাজন্! দূতগণ শীঘ্র যাইতে হইবে বলিয়া ত্বরা দিতেছে। অতএব, আমি এখন পিতৃদেবের নিকট গমন করিব। আবার, আপনি যখন আমায় স্মরণ করিবেন, তখনই এখানে আসিব।

ভরত এইপ্রকার কহিলে, তদীয় মাতামহ কেকয়রাজ শিরশ্চুম্বন পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন, ভরত! কৈকেয়ী তোমাকে প্রসব করিয়া, সৎপুত্রের জননী হইয়াছেন। আমি অনুমতি দিতেছি, তুমি গমন কর। হে শত্রুদমন! তথায় যাইয়া, মাতা ও পিতাকে আমাদের কুশল বলিও। পুরোহিত বশিষ্ঠ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণসমূহ এবং মহাধনুর্দ্ধর রাম ও লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতা, ইঁহাদের সকলকেও কুশল নির্দ্দেশ করিবে। এই বলিয়া কেকয়পতি, ভরতকে উত্তম হস্তী, চিত্র কম্বল ও অজিনসমূহ, এই সকল ধন সৎকার পূর্ব্বক প্রদান করিলেন। এতদ্ভিন্ন, প্রকাণ্ডকায় কুক্কুর সকল দিলেন। ঐ সকল কুক্কুর অন্তঃপুরমধ্যেই যত্ন পূর্ব্বক বর্দ্ধিত হইয়াছে; দংষ্ট্রাই উহাদের অস্ত্র এবং উহাদের বল বীর্য্য ব্যাঘ্র সদৃশ। অনন্তর তিনি কেকয়ীপুত্র ভরতকে সবিশেষ সম্মান পূর্ব্বক দুই সহস্র স্বর্ণময় নিষ্ক ও ষোড়শ শত অশ্ব প্রদান করিলেন। এবং তাঁহার অনুগমনার্থ আপনার মনোমত, বিশ্বস্ত ও গুণবান্ অমাত্য সকল নিযুক্ত করিয়া দিলেন। অনন্তর মাতুল তাঁহাকে ইন্দ্রশিরনামক-দেশোৎপন্ন ঐরাবত-বংশীয় পরম সুদৃশ্য হস্তীসমূহ এবং উত্তমরূপে বহন করিতে সমর্থ বেগগামী গর্দ্দভ সকল প্রদান করিলেন। কিন্তু অতি ত্বরায় যাইতে হইবে বলিয়া, ভরত মাতামহের প্রদত্ত ঐ সকল সম্পত্তি গ্রহণ করিলেন না। দূতগণ ত্বরা দেওয়াতে এবং রাত্রিতে স্বপ্ন দেখাতে, তাঁহার মনোমধ্যে তৎকালে বিষমচিন্তা জন্মিয়াছিল। সেইজন্য তিনি ঐ সকলে মন করিলেন না। তিনি সত্বর আপনার গৃহ হইতে নির্গত হইয়া হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যে পরিপূর্ণ রাজপথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তাহা অতিক্রম করিয়াই, পরম উৎকৃষ্ট অন্তঃপুর দেখিতে পাই-লেন। তখন শ্রীমান্ ভরত ঐ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। কেহই তাঁহাকে নিবারণ করিল না। তিনি তথায় প্রবেশ করিয়া, মাতামহ ও মাতুলের নিকট বিদায় লইয়া, শত্রুঘ্নের সহিত রথারোহণে প্রস্থান করিলেন। তখন ভৃত্যগণ মণ্ডলাকার-চক্রবিশিষ্ট শতাধিক রথ, উষ্ট্র, গো, অশ্ব ও গর্দ্দভ এই সকলে যোজনা করিয়া, তাঁহার অনুগামী হইল।

সিদ্ধ পুরুষ যেমন ইন্দ্রলোক হইতে বিনির্গত হয়েন, অজাত-শত্রু মহাত্মা ভরতও তেমনি মাতামহের আত্মসদৃশ সুবিশ্বস্ত অমাত্য এবং সৈন্যসমূহে সুরক্ষিত হইয়া, শত্রুঘ্নকে সমভিব্যা-হারে লইয়া, গৃহ হইতে বাহির হইলেন।

একসপ্ততিতম সর্গ।

অনন্তর বীর্য্যবান্ ও দ্যুতিমান্ ভরত রাজ-গৃহ হইতে পূর্ব্বমুখে প্রস্থান করিয়া, সুদামানদী দর্শন ও উত্তরণ পূর্ব্বক, পরে ক্রমান্বয়ে অতিদূরবিস্তৃত হ্লাদিনী, প্রত্যকস্রোতা ও শতদ্রু এই সকল নদী পার হইলেন। অনন্তর ঐলধান-গ্রাম-বাহিনী নদী অতিক্রম পূর্ব্বক অপরপর্ব্বত নামক পল্লীতে উপনীত এবং শিলা ও আকুর্ব্বতী নদী উত্তীর্ণ হইয়া, আগ্নেয়দিক্‌স্থিত শল্য-কর্ত্তন নামক জনপদে সমাগত হইলেন। তথায় তিনি শুচি হইয়া শিলাবহা নদী দর্শন পূর্ব্বক প্রধান প্রধান পর্ব্বত সকল অতিক্রম করিয়া, চৈত্ররথ বনের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর সরস্বতী-গঙ্গা-সঙ্গমে সমাগত হইয়া, তথা হইতে মৎস্যরাজ্যের পরবর্ত্তী ভারুণ্ডনামক অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। তদনন্তর অতিশয় বেগবতী ও পর্ব্বতবেষ্টিতা কুলিঙ্গানদী উত্তীর্ণ হইয়া, যমুনায় গমন পূর্ব্বক সৈন্যদিগকে তথায় বিশ্রামাদি করা-ইলেন। অশ্বগণ নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিল। যমুনাজলে

জানাগ্নি সম্পাদন পূর্ব্বক তাহাদেরও সর্ব্ব শরীর সুশীতল করিয়া, তিনি স্বয়ং তাহাতে স্নান ও পানক্রিয়া সমাধান করিলেন। অনন্তর পবিত্রবোধে সেই জল গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। এবং মারুত যেমন আকাশ অতিক্রম করিয়া যায়, তিনিও তেমনি সুপ্রশস্ত যানারোহণে মহারণ্য পার হইলেন। এই মহারণ্যে সচরাচর মনুষ্যের যাতায়াত নাই। অনন্তর, তিনি, অংশুধান গ্রামের সান্নিধ্যে মহানদী গঙ্গা অতি কষ্টে পার হইতে হয়, জানিয়া, প্রাগ্‌বট নামক বিখ্যাত নগরে আগমন করিয়া, ঐ নদী পার হইলেন। পরে সসৈন্যে কুটিকোষ্টিকা নদীতে সমাগত ও তাহা পার হইয়া, ধর্ম্মবর্দ্ধননামধেয় জনপদে উপনীত হইলেন। তদনন্তর, তোরণ গ্রামের দক্ষিণভাগস্থ জম্বুপ্রস্থে সমাগত হইয়া, পরে পরম মনোহর বরূথগ্রামে পদার্পণ করিলেন। তত্রত্য রমণীয় অরণ্যে বাস করিয়া, পূর্ব্ব মুখে প্রস্থান পূর্ব্বক উজ্জীহানানাম্নী নগরীর উপবনে উপনীত হইলেন। এই উদ্যানে প্রিয়কনামে বৃক্ষ সকল বিরাজমান হইতেছে। তিনি তাহাদের সমীপে গমন পূর্ব্বক, আমি শীঘ্র যাইতেছি, তোমরা ধীরে ধীরে আগমন কর, সৈন্যদিগকে এইপ্রকার অনুমতি দিয়া, দ্রুতগামী অশ্বারোহণে সত্বর যাত্রা করিলেন। এবং সর্ব্বতীর্থ নামক গ্রামে বাস করিয়া, পরে পার্ব্বতীয় অশ্বগণসহায়ে ঐ গ্রামের উত্তর-দিগ্‌বাহিনী নদী এবং অন্যান্য নদী সকল পার হইয়া, হস্তিপৃষ্ঠকে সমাগত হইলেন। তথায় কুটিকা পার হইয়া, লৌহিত্য গ্রামে কপীবতী নদী উত্তরণ করিলেন। পরে একশালে স্থাণুমতী ও বিনতে গোমতী নদী পার হইয়া, কলিঙ্গনগরে সালবনে উপনীত হইলেন। তাঁহার বাহন সকল পরিশ্রান্ত হইয়াছিল। সেইজন্য তিনি সত্বর তথায় আগমন ও সত্বরই রাত্রিতে সেই বন অতিক্রম করিয়া, অরুণোদয়সময়ে রাজা মনুর প্রতিষ্ঠিত অযোধ্যাপুরী দর্শন করিলেন। পথে তাঁহার সপ্তরাত্রি অতীত হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি সম্মুখেই

অযোধ্যা দর্শন করিয়া, সারথিকে কহিলেন, সারথে! এই অযোধ্যার প্রতিপত্তির সীমা নাই; ইহার উদ্যান সকল পরম পবিত্র-স্বভাবসম্পন্ন; প্রধান প্রধান রাজর্ষিগণ ইহার পালন করেন এবং যাগশীল, বেদপারগ, সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও অশেষগুণশালী ব্রাহ্মণগণেই প্রায় ইহা পরিপূর্ণ। কিন্তু আজি আমি দূর হইতেই ইহাকে নাতিহর্ষিত দেখিতেছি। ঐ দেখ, উহার মৃত্তিকা পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে। পূর্ব্বে এই অযোধ্যার চারি দিকেই স্ত্রীপুরুষগণের অতি তুমুল কোলাহল শুনিতে পাওয়া যাইত। কিন্তু আজি আর উহা শুনিতে পাইতেছি না। পূর্ব্বে কামী পুরুষগণ যে সকল উপবনে সায়াহ্নে প্রবেশ করিয়া, সমস্ত রাত্রি ক্রীড়া করিত এবং ক্রীড়াবসানে প্রাতঃকালে ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া, তাহাদের শোভা সম্পাদন করিত, আর তাহারা সে সকলে বিচরণ করে না। ঐ দেখ, সেই উপবন সকল আজি আমাকে লক্ষ্য করিয়া যেন রোদন করিতেছে এবং আমারও উহাদিগকে যেন মহারণ্য বোধ হইতেছে। ফলতঃ, সমস্ত অযোধ্যাই যেন আমার বন বলিয়া মনে হইতেছে। পূর্ব্বে যেমন প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে হস্তী, অশ্ব ও অন্যবিধ যান সমূহে আরোহণ করিয়া, ইতস্ততঃ নির্গত বা প্রবিষ্ট হইতে দেখা যাইত, আজি আর সেপ্রকার দেখা যাইতেছে না। পূর্ব্বে উদ্যান সকলেও সর্ব্বদাই কোকিল ও ভ্রমর সকল মত্ত ও আহ্লাদিত হইয়া, বিচরণ করিত এবং স্ত্রী পুরুষ সকল বিহারার্থ মিলিত হইয়া, তত্রত্য লতাগৃহ ও দীর্ঘিকা প্রভৃতিতে বিচরণ পূর্ব্বক আপনাদের মনোরথ চরিতার্থ করিত। আজি দেখিতেছি, ঐ সকল এক বারেই আনন্দশূন্য হইয়াছে। ঐ দেখ, উহাদের চতুর্দ্দিকেই বৃক্ষ সকল মরমর শব্দে পত্র সকল বিশারণ করিয়া, যেন উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। সূর্য্য উদিত হইয়াছেন। তথাপি, এখনও মৃগ ও পক্ষিদিগকে মত্ত হইয়া, অনুরাগভরে মধুর স্বরে বারংবার কূজন করিয়া, শব্দ করিতে শুনা যাইতেছে না। ঐ দেখ, আজি তিমিরস্

পুষ্পসংসর্গীয়, চন্দন ও অগুরুমিশ্রিত সুগন্ধে ব্যাপ্ত হইয়া, সুনির্ম্মল শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে না? পূর্ব্বে ভেরী, মৃদঙ্গ ও বাদ্য সকলের বাদনদণ্ড হইতে সর্ব্বদাই পরম প্রফুল্লভাবে শব্দ উত্থিত হইত, আজি কিজন্য তাহাও নিবৃত্ত হইয়াছে? অমঙ্গল ও অনিষ্টসূচক দুর্নিমিত্ত সকল পদে পদেই আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে। তাহাতে, আমার মন সাতিশয় অবসন্ন হইয়া উঠিতেছে। হে সূত! বিহ্বল হইবার কোনপ্রকার কারণ না থাকিলেও, হৃদয়ে অবসাদ উপস্থিত হইতেছে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মিতেছে, আমার বন্ধুগণ কোন মতেই আর কুশলে নাই। এইপ্রকার বলিতে বলিতে ভরতের ইন্দ্রিয় সকল নিতান্ত ক্ষুব্ধ ও হৃদয় ক্ষুণ্ণ হইয়া উঠিল। তিনি বিষণ্ণ ও অবসন্ন ভাবে সত্বর ইক্ষ্বাকুগণের পালিত অযোধ্যাপুরীতে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে তাঁহার বাহন সকলও শ্রান্ত হইয়াছিল। তিনি বৈজয়ন্ত নামক দ্বার দিয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলে, দ্বারপালগণ তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বিজয়প্রশ্ন করিয়া, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল। তাঁহার মন নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছিল; তথাপি, তিনি দ্বারপালগণের যথাযোগ্য সৎকার করিয়া, পরে তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে যাইতে নিষেধ করিলেন। এবং কেকয়পতির সারথি নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছিল, তাহাকেও সেই স্থানেই বিশ্রাম করিতে বলিয়া, কহিতে লাগিলেন, হে অনঘ! কিজন্য আমাকে ত্বরা দিয়া এখানে আনা হইল, দূতগণ সে বিষয়ের কোন কথাই কহিল না। তজ্জন্য, আমার মনে নানাপ্রকার অনিষ্টাশঙ্কা হইতেছে এবং তজ্জন্য, আমি নিতান্ত অধীর ও ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছি। হে সারথে! রাজাদের মৃত্যুতে যে সকল অমঙ্গল লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে, পূর্ব্বে আমার শুনা ছিল, অদ্য সেই সকল লক্ষণ আমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। ঐ দেখ, গৃহস্থদিগের গৃহ সকল সম্মার্জ্জনবিরহে নিতান্ত মলিন ও সর্ব্বতোভাবে শ্রীহীন হইয়াছে। উহাদের কবাট সকল উদ্ঘাটিত রহি-

য়াছে। কোনপ্রকার উপাসনার সম্পর্ক না থাকাতে, কুলগৃহেরও সম্পর্ক নাই। উহাদের মধ্যে যে সকল পরিবার বাস করিতেছে, তাহারা উপবাস করিয়া আছে। এবং তাহাদের সকলেরই শোভা দূর হইয়াছে। চতুর্দ্দিকেই আমি এইপ্রকার লক্ষ্য করিতেছি। ঐ দেখ, লক্ষ্মী উহাদিগকে একবারেই পরিত্যাগ করিয়াছেন। আর, অঙ্গন সকল নিতান্ত অপরিষ্কৃত এবং মাল্য-শোভারও সম্পর্ক নাই। তজ্জন্য দেবগৃহ সকলও শূন্য হওয়াতে, পূর্ব্বের ন্যায় শোভা পাইতেছে না। কেহই আর প্রতিমা সকলের পূজা করে না, যজ্ঞভূমিতে আর যজ্ঞ হয় না এবং মাল্যের বিপণী সকলেও আর মাল্য সকলের ক্রয় বিক্রয় নাই। বণিকদিগকেও আর পূর্ব্বের ন্যায় প্রফুল্লচিত্ত দেখিতেছি না। চিন্তায় তাহাদের হৃদয় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহারা স্ব স্ব আপণে ক্রয় বিক্রয় ব্যাপার একবারেই বন্ধ করিয়া দিয়াছে। মৃগ ও পক্ষী সকলও একান্ত কাতরভাবে দেবায়তন ও চৈত্য সকলে বিচরণ করিতেছে। ফলতঃ, নগরীর স্ত্রীপুরুষমাত্রেই মলিন, চিন্তাযুক্ত, কৃশ, অশ্রুপূর্ণলোচন এবং উৎকণ্ঠিত ও একান্ত ব্যাকুল হইয়াছে, দেখিতেছি। ভরত শোকভারাচ্ছন্ন হৃদয়ে সারথিকে এইপ্রকার কহিয়া, অযোধ্যার সর্ব্বত্রই উল্লিখিত অনিষ্টপরম্পরা নিরীক্ষণ করত রাজভবনে যাইতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, অযোধ্যার চতুষ্পথ ও গৃহ সকল শূন্য এবং দ্বারযন্ত্র সকল ধূলিধূসর হইয়াছে। ইন্দ্রপুরীসদৃশ অযোধ্যার তদবস্থা দর্শন করিয়া, তিনি যার পর নাই দুঃখিত হইলেন। পূর্ব্বে যাহা কখনও অযোধ্যার ঘটে নাই, মনের বিরাগজনক তাদৃশ ঘটনা সকল বারংবার দর্শন করিয়া তদীয় চিত্তবৃত্তি নিতান্ত ক্ষুণ্ণভাবাপন্ন ও অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। তজ্জন্য, ঐ সকল আর দেখিতে না হয় ভাবিয়া, তিনি মস্তক নত করিয়া, পিতার গৃহে প্রবেশ করিলেন।

—•—

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

কিন্তু তিনি পিতৃগৃহে পিতাকে দেখিতে পাইলেন না। তখন মাতার সহিত সাক্ষাৎকার মানসে তাঁহার গৃহে গমন করিলেন। তিনি এত দিন বিদেশে ছিলেন, এক্ষণে গৃহে আসিয়াছেন, দেখিয়া, কৈকেয়ী আহ্লাদিতা হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বর্ণময় আসন ত্যাগ করিয়া, গাত্রোত্থান করিলেন। ভরত মাতৃগৃহে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, উহার সে শ্রী ভ্রষ্ট হইয়াছে। অনন্তর তিনি জননীর পবিত্র পদযুগল বন্দনা করিলেন। তখন কৈকেয়ী যশস্বী ভরতকে মস্তকে আঘ্রাণ ও আলিঙ্গন করিয়া, ক্রোড়ে বসাইয়া জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন, বৎস! আজ কয় রাত্রি হইল, তুমি মাতামহের গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছ? রথে করিয়া শীঘ্র আসাতে পথিমধ্যে তোমার ত কোন কষ্ট হয় নাই? তোমার মাতামহ এবং মাতুল যুধাজিৎ ইহাঁরা দুই জনেই ত বেস ভাল আছেন? বৎস! প্রবাসে গিয়া অবধি ত তুমি সুখে ছিলে? এই সকল আমাকে বল।

কৈকেয়ী এইপ্রকার কুশল জিজ্ঞাসা করিলে, রাজনন্দন রাজীবলোচন ভরত তাঁহার নিকট সমস্ত বলিতে লাগিলেন, মাতঃ! আজ সাতরাত্রি হইল, আমি মাতামহের গৃহ ছাড়িয়াছি। আপনার পিতা ও ভ্রাতা দুই জনেই ভাল আছেন। শত্রুদমন রাজা কেকয় আমাকে যে সকল ধন ও রত্ন দিয়াছিলেন, পথিমধ্যে বাহন সকল পরিশ্রান্ত হওয়াতে, আমি সে সকল ফেলিয়া রাখিয়া, অগ্রেই চলিয়া আসিয়াছি। রাজসন্দেশবাহী দূতগণ ত্বরা দেওয়াতেই আমি এখানে এত শীঘ্র আগমন করিয়াছি। এক্ষণে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, বলুন। আপনার এই স্বর্ণভূষিত শয়নোপযুক্ত পর্য্যঙ্ক শূন্য রহিয়াছে, দেখিতেছি এবং ইক্ষ্বাকুবংশীয় কোন ব্যক্তিকেও আমার আহ্লাদিত বোধ হইতেছে না। আর আপনার এই গৃহে রাজা প্রায়

সর্ব্বদাই থাকিতেন। তাঁহাকেও আজি দেখিতেছি না; কিন্তু আমি তাঁহাকেই দেখিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। যাহা হউক, এখন পিতা কোথায়, জিজ্ঞাসিতেছি, বলুন, তদীয় পদারবিন্দ বন্দনা করিব। তিনি কি আমার মাতৃগণের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠা কৌশল্যার গৃহে আছেন?

রাজার যে পরলোক হইয়াছে এবং রাম যে বনে গিয়াছেন, ভরত সে সকলের কিছুই জানিতেন না। কিন্তু কৈকেয়ী রাজ্য-লোভে মোহিত হইয়াছিলেন। সেইজন্য, তিনি ভরতের প্রীতি-কর হইবে, জানিয়া, অনায়াসেই ঐ সকল ঘোর অপ্রিয় ঘটনার উল্লেখ করত প্রত্যুত্তর করিলেন, বৎস! সংসারে সকলেরই যে গতি, তোমার পিতা রাজা মহাত্মা তেজস্বী যাগশীল ও সাধুগণের আশ্রয় দশরথেরও সেই গতি হইয়াছে।

ধার্ম্মিকবংশে সমুৎপন্ন পরম-পবিত্রস্বভাব ভরত এই কথা শুনিয়াই পিতৃশোকপ্রভাবে নিতান্ত অভিভূত হইয়া, তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পতিত হইলেন। পড়িবার সময় সেই মহাবাহু মহাবল ভরত বাহুযুগল বিক্ষেপ করিয়া, হায়, হত হইলাম! এইপ্রকার ব্যাকুল ও করুণ বাক্য প্রয়োগ করিলেন। অনন্তর সেই মহা-তেজা ভরত পিতৃবিয়োগ জন্য শোকে ও দুঃখে আচ্ছন্ন হইয়া, অজ্ঞান ও অভিভূত অবস্থায় বিলাপ করিতে লাগিলেন, পিতার এই যে শয্যা পূর্ব্বে শরৎকালের রাত্রিতে চন্দ্রমণ্ডলমণ্ডিত গগ-নের ন্যায়, নিতান্ত সুন্দর বলিয়া আমার প্রতীয়মান হইত, আজি, সেই ধীমান্ পিতৃদেবের বিরহে, চন্দ্রহীন আকাশ ও জল-হীন সাগরের ন্যায় ইহার আর কিছুমাত্র শোভা নাই। জয়-শীলগণের শ্রেষ্ঠ ভরত আপনার পরম সুকুমার মুখমণ্ডল বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া, কণ্ঠস্বরসহকারে অশ্রুবারি মোচন পূর্ব্বক নিতান্ত ব্যাকুলচিত্তে এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন।

কুঠারদ্বারা কর্ত্তিত হইয়া শালবৃক্ষের শাখা যেমন পতিত হইয়া থাকে, দেবসদৃশ ভরত পিতৃশোকে অভিভূত হইয়া, সেই

রূপে ভূমিতে পড়িয়া গেলেন, দেখিয়া, কৈকেয়ী সেই চন্দ্র সূর্য্য ও মাতঙ্গসদৃশ তেজস্বী শোকাকুল পুত্রকে ভূতল হইতে উত্থিত করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে পরমযশঃশালী রাজপুত্র! উঠ, উঠ, ভূমিতে শয়ন করিয়া কেন? তোমার ন্যায় যে সকল সৎপুরুষ লোকসমাজে বিশেষ প্রতিপন্ন, তাঁহারা কখন শোক করেন না। বিশেষতঃ, তুমি পরম বুদ্ধিমান্ এবং প্রভা যেমন সূর্যমণ্ডলেই সন্নিবিষ্ট, তোমার বুদ্ধিও তেমনি দান, যজ্ঞ, সদাচার, শাস্ত্রজ্ঞান ও তপস্যা এই সকলেরই অনুগত।

অনন্তর ভরত অনেকক্ষণ রোদন ও ধরাতলে লুণ্ঠন পূর্ব্বক শোকভারাচ্ছন্ন হৃদয়ে জননীকে প্রত্যুত্তর করিলেন, মাতঃ! রাজা রামকে রাজ্য দিবেন এবং যজ্ঞ করিবেন, এই প্রকারে উদ্দেশ্য নির্দ্ধারণ করিয়াই আমি পরম আহ্লাদে মাতামহের নিকট অযোধ্যাগমনের অনুমতি চাহিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি, তাহার সম্পূর্ণই বিপরীত হইয়াছে। এই কারণে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া উঠিতেছে। যিনি সর্ব্বদাই প্রিয় ও হিত অনুষ্ঠান করিতেন, সেই পিতাকে দেখিতেছি না। তবে কি তাঁহার পরলোক হইয়াছে? হে মাতঃ! আমার অনুপস্থিতে কোন্ রোগে তাঁহার প্রাণত্যাগ হইয়াছে? বুঝিলাম, রাম প্রভৃতি যাঁহারা স্বয়ং পিতৃদেবের সংস্কার করিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য। আজি যে আমি এখানে আসিয়াছি, কীর্ত্তিমান্ মহারাজ দশরথ নিশ্চয়ই তাহা জানিতেছেন না। জানিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ আমার মস্তক অবনত করিয়া, আঘ্রাণ করিতেন। আহা! পিতৃদেবের সেই সুখস্পর্শ হস্ত কোথায়! ধূলিধূষরিত হইলে আমাকে, যে হস্তে তিনি সর্ব্বদাই পরিষ্কার করিয়া দিতেন। যাহা হউক, যিনি আমার ভ্রাতা, পিতা ও বন্ধু এবং আমি যাঁহার ভৃত্য বলিয়া গণ্য, এক্ষণে সেই অক্লিষ্টকর্ম্মা রামের নিকট শীঘ্রই সংবাদ করুন, আমি আসিয়াছি। যিনি ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত আছেন, সেই বিবেকী পুরুষের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই পিতা। অত-

এখ, আমি রামের পদযুগল বন্দনা করিব। তিনিই এখন আমার গতি। আর্য্যে! ধর্ম্মজ্ঞ, ধর্ম্মশীল, পরম-ভাগ্যশালী, সত্যবিক্রম, দৃঢ়ব্রত, রাজা ও পিতা দশরথ কি বলিয়া গিয়াছেন? তিনি মৃত্যুকালে আমার বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।

ভরত প্রকৃত প্রস্তাবে এইপ্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, কৈকেয়ী কহিলেন, হা রাম! হা সীতে! হা লক্ষ্মণ! বলিয়া, বিলাপ করিতে করিতে গতিমানদিগের অগ্রগণ্য মহানুভব রাজা পরলোক গমন করিযাছেন। মহাগজ যেমন পাশ দ্বারা বদ্ধ হয়, তোমার পিতাও তেমনি কালধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া, মৃত্যুসময়ে আমাকে এই কথা বলিয়া গিয়াছেন, যে, যাহারা সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত মহাবীর রামকে পুনরায় সমাগত দেখিবে, তাহাদেরই কামনা সার্থক।

ভরত দ্বিতীয়বার এইপ্রকার অপ্রিয় উক্তিতে বিষণ্ণ হইলেন এবং অতিশয় মলিন বদনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মাতঃ! কৌশল্যার আনন্দবর্দ্ধন ধর্ম্মাত্মা রাম ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত মিলিয়া এখন কোথায় গিয়াছেন?

ভরত এইপ্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, তদীয় মাতা কৈকেয়ী আনুপূর্ব্বিকক্রমে সমুদায় ঘটনা বলিবার উপক্রম করিলেন। রাম বনে গিয়াছেন, এই অতি দারুণ অপ্রিয় কথায় ভরতের মনে অবশ্যই প্রীতি জন্মিবে, ভাবিয়াই তিনি তৎক্ষণাৎ কহিলেন, বৎস! রাজপুত্র রাম বল্কল পরিধান করিয়া জানকীর সহিত দণ্ডকনামক মহাবনে গমন করিয়াছেন। এবং লক্ষ্মণ তাঁহার অনুচর হইয়াছেন। এই কথা শুনিয়া, রামের চরিত্রবিষয়ে সন্দেহ হওয়াতে, ভরতের মনে ত্রাস জন্মিল। তাঁহাদের বংশে কেহ কখন চরিত্রদোষে লিপ্ত হয়েন নাই। তজ্জন্য, লোকসমাজে ঐ বংশের যে গৌরব আছে, তাহা চিন্তা করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, রাম ত কোন কারণে ব্রাহ্মণ

ণের ধন হরণ করেন নাই? অথবা, অকারণে কোন ধনী বা দরিদ্রের হিংসা করেন নাই? কিংবা, সেই রাজপুত্র ত পরস্ত্রী গমন করেন নাই? তবে, কিজন্য তিনি দণ্ডকারণ্যে নির্ব্বাসিত হইলেন?

মহাত্মা ভরত এইপ্রকার কহিলে, বৃথা-পণ্ডিত-মানিনী চপল-স্বভাবা কৈকেয়ী স্ত্রীস্বভাববশতঃ হিতাহিত কিছুই না ভাবিয়া, যেরূপে যাহা করিয়াছেন, আনুপূর্ব্বিকক্রমে তাহা বলিতে লাগি-লেন, বৎস! রাম কোন কারণে ব্রাহ্মণের ধন কিছুই হরণ করেন নাই। কিংবা, অকারণে ধনী বা দরিদ্রেরও কোনরূপ হিংসা করেন নাই। আর, পরস্ত্রীগমন করা দূরে থাক্, তিনি চক্ষেও কখন দেখেন না। তবে, রাম রাজা হইবেন, শুনিয়াই, আমি তোমার পিতার নিকট তোমার রাজ্য এবং রামের বন-বাস প্রার্থনা করিয়াছিলাম। দশরথও নিজের সত্যানুরোধে তাহাই করিয়াছেন। তিনি রামকে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনে দিয়াছেন। এক্ষণে, সেই প্রিয় পুত্র রামকে দেখিতে না পাইয়াই, পুত্রশোকে অভিভূত হইয়া, পরম যশস্বী মহীপাল দশরথের পরলোক হইয়াছে। হে ধর্ম্মজ্ঞ! অধুনা তুমি রাজত্ব গ্রহণ কর। দেখ, তোমার জন্যই আমি এই রূপে এই সকল বিধান করিয়াছি। অতএব, বৎস! ধৈর্য্য অবলম্বন কর; শোক বা সন্তাপ করিও না। রাজ্য ও রাজধানী নিরুপদ্রবেই তোমার অধীন হইয়াছে। অতএব তুমি এখন বশিষ্ঠ প্রভৃতি বিধিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়া, যথাবিধানে পিতার প্রেতকৃত্য সম্পাদন পূর্ব্বক আপনাকে অভিষিক্ত কর। কোন মতেই মনে ক্ষোভ করিও না।

—•—

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ।

পিতার মৃত্যু হইয়াছে এবং রাম লক্ষ্মণ বনে গিয়াছেন, শুনিয়া, ভরত দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া, এই কথা বলিলেন, মাতঃ! তুমি আমায় বিষম সংকটে ফেলিলে। দেখ, পিতা ও পিতার সমান ভ্রাতা রাম, উভয়েই আমাকে ত্যাগ করিয়া গেলেন। এইপ্রকার শোচনীয় অবস্থায় রাজ্য লইয়া আমার কি হইবে। রাজার মৃত্যুসংঘটন ও রামকে বনবাসী করিয়া, দুঃখের উপর দুঃখ ঘটাইয়া, তুমি আমার ব্রণে যেন ক্ষার দিলে। বুঝিলাম, তুমি কালরাত্রির ন্যায়, বংশনাশ করিবার জন্যই রঘুকুলে আসিয়াছ। পিতা তোমায় গ্রহণ করিয়া, অঙ্গার আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারেন নাই। রে পাপদর্শিনি! তুমি অনায়াসেই রাজার মৃত্যুসাধন করিলে। রে কুলনাশিনি! তুমি অজ্ঞানপ্রযুক্ত বংশের সুখও এককালেই বিনাশ করিলে। আমার পিতা সত্যপ্রতিজ্ঞ পরম যশস্বী রাজা দশরথ তোমাকে গৃহে আনিয়া, দারুণ দুঃখে অতিমাত্র সন্তপ্ত হইয়াই প্রাণত্যাগ করিলেন। তুমি কিজন্য সেই ধর্ম্মবৎসল মহারাজ পিতাকে আমার বিনাশ করিলে। এবং কিজন্যইবা রামকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিলে। আর, তিনিই বা কিজন্য বনে গেলেন? কৌশল্যা, ও সুমিত্রা ইহাঁরা দুই জনেই পুত্রশোকে অভিভূত হইয়াছেন। এ অবস্থায় সাক্ষাৎ মৃত্যুস্বরূপ তোমার আশ্রয়ে থাকিলে, তাঁহাদের বাঁচিয়া থাকা দুর্ঘট হইবে। আর্য্য রাম অতি ধার্ম্মিক এবং গুরুর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহাও জানেন। তিনি সর্ব্বদাই তোমার প্রতি স্বীয় মাতৃবৎ ব্যবহার করিতেন। আর, কৌশল্যা আমার জ্যেষ্ঠা জননী এবং অতিশয় বিবেচনাশালিনী। তিনিও সর্ব্বদা তোমার মনোমত অনুষ্ঠানপূর্ব্বক তোমার প্রতি ভগিনীবৎ ব্যবহার করিয়া থাকেন। তুমি সেই কৌশল্যার সেই মহাত্মা পুত্রকে কি রূপে মুনি বেশে বনবাসে

প্রেরণ করিলে? রে পাপীয়সি! তজ্জন্য তোমার শোক হই-তেছে না? রাম কখন পাপের সম্পর্ক জানেন না। তাঁহার মনও অতি উন্নত। সেই পরম যশস্বী রামকে মুনিবেশে বনে পাঠাইয়া, তোমার কি ইষ্টাপত্তি হইল? বুঝিলাম, রামের প্রতি আমার যে অকৃত্রিম ভক্তি আছে, রাজ্যলোভে অন্ধ হওয়াতে, তুমি তাহা জানিতে পার নাই। সেইজন্যই তুমি সামান্য রাজ্যের নিমিত্ত এই গুরুতর অনিষ্ট সংঘটন করিলে। কিন্তু, পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণকে না দেখিলে, আমার সাধ্য কি, স্বয়ং রাজ্যরক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে পারি। অথবা, আমার কথা কি, মেরুপর্ব্বত যেমন আত্মরক্ষার নিমিত্ত আত্ম-জনিত বন আশ্রয় করিয়া আছে, স্বয়ং মহারাজ দশরথও তেমনি আত্মরক্ষার নিমিত্ত সেই পরম তেজস্বী রামকে সর্ব্বদাই আশ্রয় করিয়া ছিলেন। ফলতঃ, জ্যেষ্ঠ রামই আমার একমাত্র বল। অতএব মহাবল ভারবাহক পশুর ভার যেমন ক্ষুদ্রপ্রাণ বৎসতর (বাছুর) বহন করিতে পারে না, তেমনি রাম বিনা এই গুরুতর রাজ্যভার বহন করিতে কোন অংশেই আমি সমর্থ হইব না। অথবা, যোগবল, বুদ্ধিবল কিংবা অন্য কোন উপায়ে যদিও বহন করিতে সক্ষম হই, কিন্তু তোমার কামনা কখন পূর্ণ করিব না। দেখ, তুমি আমার জন্য অন্যায়রূপে রাজ্য প্রার্থনা করিয়াছ। যদি আর্য্য রাম সর্ব্বদাই তোমার প্রতি মাতৃবৎ শ্রদ্ধা না করিতেন, তাহা হইলে, আমি এই মুহূর্ত্তেই তোমাকে ত্যাগ করিতে উদ্যত হইতাম। তোমার আশয় অতি দূষিত। রে পাপদর্শিনি! রে সদাচার-ভ্রষ্টে! জ্যেষ্ঠসত্ত্বে কনিষ্ঠকে রাজ্য দিতে তুমি কি রূপে বুদ্ধি করিলে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষমাত্রেই এইপ্রকার বুদ্ধির অতি-শয় নিন্দা করিয়া থাকেন। ফলতঃ, আমাদের বংশে সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠই রাজা হয়েন। অন্যান্য ভ্রাতারা তাঁহার অধীনে থাকেন। রে নৃশংসে! বুঝিলাম, রাজধর্ম্ম তোমার জানা নাই। অথবা, রাজধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, যে অক্ষয় ফল লাভ হয়, তাহাও

তুমি জান না। রাজপুত্রগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, তিনিই সতত রাজ্যাধিকারী হয়েন। সমুদায় রাজ্যেই এইপ্রকার নিয়ম প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে ইক্ষ্বাকুগণ বিশেষরূপে এই নিয়ম পালন করিয়া থাকেন। একমাত্র ধর্ম্মই ইক্ষ্বাকুগণের প্রজারক্ষার উপায় এবং কুলপরম্পরায় তাঁহাদের যে সদাচারপদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে, তদ্দ্বারা তাঁহারা পরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু আজি তোমা হইতে তাঁহাদের সেই সদাচারগর্ব্ব একবারেই খর্ব্ব হইয়া গেল।

হে মহাভাগ্যশালিনি! তুমি রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; তথাপি কিরূপে তোমার এইপ্রকার নিন্দনীয় মতিচ্ছন্ন ঘটিল? যাহা হউক, তোমার সংকল্প অতি কদর্য্য। এবং তুমি আমার প্রাণান্তকর দারুণ বিপত্তি সংঘটন করিয়াছ। অতএব আমি কোনক্রমেই তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব না। প্রত্যুত, আমি তোমার অপ্রিয় জন্য এখনই স্বজনবৎসল ভ্রাতা রামকে বন হইতে ফিরাইয়া আনিব, এবং সেই পরম তেজস্বী রামকে ফিরাইয়া আনিয়া ঐকান্তিক চিত্তে তাঁহার দাস হইয়া থাকিব। মহাত্মা ভরত দুঃখজনক বাক্যসমূহে কৈকেয়ীর মর্ম্মপীড়ন করত এইপ্রকার বলিয়া, শোকে অভিভূত হইয়া, মন্দর পর্ব্বতের কন্দরস্থিত সিংহের ন্যায়, গভীর স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

মহাত্মা ভরত এই রূপে জননীকে যথোচিত লাঞ্ছনা পূর্ব্বক পুনরায় অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, কহিতে লাগিলেন, নৃশংসে, দুরাচারিণি কৈকেয়ী! তুমি রাজ্যভ্রষ্ট হও। আর, তুমি যখন কুলস্ত্রীধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছ, তখন মৃত স্বামীর উদ্দেশেও রোদন করিও না। রাজা তোমার কি দোষ করিয়াছিলেন? এবং রাম অতি ধার্ম্মিক, তিনিই বা তোমার কি অপকার করিয়াছি-

[illegible]বে, সেইজন্য তুমি এক কালেই তাঁহাদের মৃত্যু ও বনবাস বিধান করিলে? হে কৈকেয়ি! এই রূপে বংশনাশ করাতে, তুমি ভ্রূণ-হত্যার পাতকে লিপ্ত হইয়াছ। অতএব নরকে যাও; আর তোমার যেন স্বামিলোক লাভ না হয়। দেখ, তুমি ঘোরতর অনুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্বলোকপ্রিয় রামকে বনে দিয়া, স্বামি-হত্যারূপ দারুণ পাপ সাধন করিলে এবং আমারও ভয় জন্মিয়া দিলে। তোমারই জন্য পিতার পরলোক ও রামের বনবাস হইল। এইরূপে লোকসমাজে তুমি আমায় কলঙ্কপঙ্কে নিপাতিত করিলে। তুমি আমার মা নও, দারুণ শত্রু। তোমার দয়ারও লেশ নাই। আর, তুমি সামান্য রাজ্যলোভে মোহিত হইয়া, পতিহত্যা করিলে। অতএব রে দুরাচারিণি! আর তুমি আমার সহিত কথা কহিও না। তুমি চিরনির্ম্মল রঘুকুলে দুরপনেয় কলঙ্করেখা পাতিত করিয়াছ। তোমারই জন্য কৌশল্যা, সুমিত্রা এবং আমার অন্যান্য মাতৃগণ, সকলেই দারুণ দুঃখে পতিত হইলেন। কেকয়পতি অশ্বপতি ধর্ম্মের রাজা এবং পরম বুদ্ধিমান্। তাঁহার ঔরসে কখন এইপ্রকার কুলনাশিনী কন্যার জন্ম সম্ভব হয় না। বুঝিলাম, তুমি তাঁহার কন্যা নহ। অথবা, তুমি পিতার বংশনাশ করিবার জন্য, তাঁহার ঔরসে রাক্ষসী-রূপে জন্মিয়াছ। দেখ, সত্যই যাঁহার একমাত্র আশ্রয় এবং যিনি সর্ব্বদাই ধর্ম্মচর্চ্চা করেন, সেই রামও তোমার জন্য বনে গেলেন এবং সেই পিতাও স্বর্গে গমন করিলেন। তুমি প্রধানতঃ যে পাপের অনুষ্ঠান কর, তাহার ফল আমাতে বিলক্ষণই ফলিল। দেখ, তোমারই পাপে আমি পিতৃহীন, ভ্রাতৃহীন ও লোকসমাজে প্রতিপত্তিবিহীন হইলাম। আর কেহই আমায় প্রীতি বা অনুরাগ করিবে না। রে পাপাশয়ে! তুমি যখন ধর্ম্মচারিণী কৌশল্যাকে স্বামিহীন করিয়াছ, তখন কি তোমার সদ্গতি হইবে, কখনই না, তোমাকে ঘোর নরকে যাইতে হইবে। তোমার [illegible] [illegible] তুমি কি বুঝিতে পার নাই, যে, রাম [illegible]

গণের আশ্রয়; রিপু ও ইন্দ্রিয় সকল জয় করিয়াছেন; জ্যেষ্ঠ বলিয়া আমার পিতার সমান এবং তিনি কৌশল্যার উদরে জন্মিয়াছেন। অথবা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও হৃদয় হইতে জন্মে বলিয়া পুত্রের উপর জননীর যেরূপ অকৃত্রিম প্রেম সমুদ্ভূত হয়, পিতা-মাতাদি আত্মীয়গণের প্রতি সেরূপ নহে, ইহাও কি তোমার জানা নাই? সেইজন্য, তুমি অনায়াসেই রামকে বনে দিয়া, সকলেরই মর্ম্মচ্ছেদ করিলে?

এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে, কোন সময়ে সুরগণের মাননীয়া ধর্ম্মজ্ঞা কামধেনু স্বর্গে থাকিয়া দেখিতে পাইলেন, মর্ত্ত্যলোকে তাঁহার দুই পুত্র ক্রমাগত দুই প্রহর পর্য্যন্ত ভার বহন করিতেছে; তাহাতে, তাহাদের হৃদয়ে আর চেতনা নাই। পুত্র দুইটীকে এইপ্রকার শ্রান্ত দেখিয়া, শোক উপস্থিত হওয়াতে, তিনি রোদন করিতে লাগিলেন; তাঁহার দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল। ঐ সময়ে মহানুভব দেবরাজ ইন্দ্র, কামধেনু যেখানে ছিলেন, তাহার নীচে দিয়া যাইতেছিলেন। যাইবার সময়ে তাঁহার গাত্রে কামধেনুর সুগন্ধি অশ্রুবিন্দু সকল সূক্ষ্ম আকারে পতিত হইল। তদ্দর্শনে দেবরাজ ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, সুরভি আকাশে বসিয়া, ব্যাকুল হৃদয়ে ও দুঃখভরে রোদন করিতেছেন। বজ্রপাণি দেবরাজ ইন্দ্র যশস্বিনী কামধেনুকে এইপ্রকার শোকসন্তপ্তা দর্শন করিয়া, উদ্বিগ্ন হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন অয়ি সুরভি! তুমি সকলেরই হিত কামনা কর। কিজন্য শোক করিতেছ, বল। আমাদের ত কোন দিকে কোনরূপ বিপদ উপস্থিত হয় নাই? ধীমান্ দেবরাজ এইপ্রকার কহিলে, বাক্যবিশারদা কামধেনু ধৈর্য্যসহকারে প্রত্যুত্তর করিলেন, দেবরাজ! তোমাদের সকল পাপ শান্তি হউক; কোন দিকেই কোনরূপ বিপদ ঘটে নাই। আমি কেবল নিজের পুত্র দুইটী বলীবর্দ্দকে দুঃখে মগ্ন, কৃশ ও সূর্য্যকিরণে সন্তাপিত হইয়া, নিতান্ত ব্যাকুলভাবে বিষম স্থানে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া

শোক করিতেছি। দুরাত্মা কর্ষকও উঁহাদিগকে তাড়না করি-তেছে। উঁহারা আমার দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সেইজন্য উঁহাদিগকে দুঃখিত ও ভার-পীড়িত দেখিয়া, আমার পরিতাপ জন্মিতেছে। দেখ, পুত্রের সমান স্নেহের সামগ্রী আর নাই।

এই রূপে, যে সুরভির সহস্র সহস্র পুত্রে সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তিনি দুইটী পুত্রের জন্য রোদন করিতেছেন, দেখিয়া, ইন্দ্র বুঝিতে পারিলেন যে, পুত্রের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই। আর, তাঁহার গাত্রে কামধেনুর যে অশ্রুবিন্দু পতিত হইয়াছিল, তাহার গন্ধ অতি পবিত্র, দর্শনে, তিনি ইহাও বুঝিতে পারিলেন যে, কামধেনুই সংসারে সকলের উৎকৃষ্ট। সে যাহা হউক, লোকসকলের রক্ষাবাসনায় যিনি সকলেরই প্রতি এপ্রকার পক্ষ-পাতশূন্য ব্যবহার করেন যে, তাহার তুলনা নাই; যিনি সত্য-রূপ উৎকৃষ্ট গুণে ভূষিত; এবং অভীষ্ট প্রদানে যাঁহার সবিশেষ ক্ষমতা আছে; সেই কামধেনুও যখন পরস্পর মৈথুনধর্ম্মে সমুৎ-পন্ন সহস্র সহস্র পুত্রের জননী হইয়া, দুইটীমাত্র পুত্রের জন্য শোক করিয়াছেন, তখন একমাত্র পুত্রের জননী কৌশল্যা রাম বিনা শোকে অভিভূত হইয়া জীবন যাপন করিবেন, তাহা আর কি বলিতে হয়? এক্ষণে তুমি যেমন একপুত্রা কৌশল্যাকে পুত্র-হীন করিলে, তেমনি তোমাকে ইহলোকে ও পরলোকে সর্ব্বদাই ক্লেশ পাইতে হইবে। আমিও সর্ব্বতোভাবে পিতা ও ভ্রাতার পূজা এবং তদ্দ্বারা নিজের কলঙ্ক প্রক্ষালন পূর্ব্বক যশ বর্দ্ধন করিব, সন্দেহ নাই। মহাবল মহাবাহু রামই অযোধ্যার রাজা। অতএব আমি তাঁহাকে আনাইয়া স্বয়ং মুনিগণের সেবিত বনে প্রস্থান করিব। রে দুরাশয়ে! রে পাপীয়সি! তুমি যে পাপ করিয়াছ, আমি কোন মতেই তাহা সহ্য করিয়া থাকিতে পারিব না। দেখ, এরূপ করিলে, নগরবাসীগণ সকলেই সাশ্রু কণ্ঠে আমার প্রতি চাহিয়া রহিবে। আমার প্রাণে তাহা সহ্য হইবে না। তুমি জানিয়া শুনিয়া মহাপাপ করিয়াছ।

অতএব এখন আগুনে প্রবেশ কর, বা নিজেই বনে যাও, কিংবা কণ্ঠে রজ্জু বাঁধিয়া প্রাণ ত্যাগ কর; তোমার আর অন্য গতি নাই। আর, সত্য-পরাক্রম রাম রাজা হইলে, আমারও অভিলাষ পূর্ণ ও কলঙ্ক ক্ষালন হইবে। ভরত এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে, অরণ্যমধ্যে তোমর ও অঙ্কুশের আঘাতে উত্তেজিত হস্তীর ন্যায়, নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, সর্পের ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, ভূমিতে পতিত হইলেন। তাঁহার লোচনযুগল রক্তবর্ণ, বস্ত্র শিথিল এবং আভরণ সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া গেল। নৃপনন্দন শত্রুদমন ভরত এইপ্রকার অবস্থায়, উৎসবশেষে ইন্দ্রধ্বজের ন্যায়, ধরাতলে পতিত হইলেন।

—০—

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ।

অনন্তর বীর্য্যবান্ ভরত অনেকক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। এবং কৈকেয়ী আশাভঙ্গ জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, মন্ত্রিগণমধ্যে তাঁহার যথোচিত ভর্ৎসনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমার কখন রাজ্য লইবার অভিলাষ নাই। সুতরাং, রাজ্যগ্রহণার্থ জননীকেও কখন আমি পরামর্শ দিই নাই। আর, রাজা যে রামকে রাজ্য দিতে সংকল্প করিয়াছিলেন, তাহাও আমার জানা ছিল না। দেখ, আমি শত্রুঘ্নের সহিত অতি দূর দেশে বাস করিয়াছিলাম। সুতরাং, মহাত্মা রাম ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত দেশ হইতে নির্ব্বাসিত ও বনবাসী হইয়াছেন, তাহাও আমি জানি না।

এই বলিয়া মহাত্মা ভরত উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা শব্দ লক্ষ্যে সুমিত্রাকে কহিলেন, ক্রূরস্বভাবা কৈকেয়ীর পুত্র ভরত আসিয়াছে। ভরত অতি বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ। অতএব আমি, তাহার সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা করি। রামশোকে শীর্ণদেহা কৌশল্যা সুমিত্রাকে এই কথা

করিয়া, মলিন বদনে কম্পিত কলেবরে অজ্ঞান অবস্থায় ভরতের নিকট প্রস্থান করিলেন। ঐ সময়ে রাজনন্দন ভরতও শত্রুঘ্নের সহিত কৌশল্যার গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা কৌশল্যাকে দেখিতে পাইয়া, দুঃখে আক্রান্ত হইলেন এবং কৌশল্যা দুঃখে অভিভূত ও হতচেতন হইয়া, ভূমিতে পড়িয়া গেলে, তাঁহাকে বাহুপাশে জড়াইয়া ধরিয়া উভয়ে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন কৌশল্যাও নিতান্ত দুঃখিত হইয়া, শোকভরে রোদন করত ভরতকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক সখেদে বলিতে লাগিলেন, বৎস! তুমি যেমন রাজ্য কামনা করিয়াছিলে, তেমনি তোমার মা দারুণ উপায়ে নিষ্কণ্টকে শীঘ্রই রাজ্য তোমার হস্তগত করিয়া দিল। আমার একমাত্র দুঃখ এই যে, রামকে মুনিবেশে বনবাসে পাঠাইয়া দিয়া, ক্রূরবুদ্ধি কৈকেয়ীর কি বিশেষ ফল লাভ হইল, বলিতে পারি না। যাহা হউক, স্বর্ণ-বর্ণ-নাভিযুক্ত পরম যশস্বী বৎস রাম আমার যেখানে আছেন, এক্ষণে আমাকেও শীঘ্র সেখানে পাঠাইয়া দেওয়া কৈকেয়ীর উচিত হইতেছে। অথবা, রাম যে বনে আছেন, আমি নিশ্চয়ই সুমিত্রাকে সঙ্গে লইয়া, অগ্নিহোত্র সম্মুখে করিয়া, তথায় সুখে প্রস্থান কবিব। অথবা, পুরুষশ্রেষ্ঠ বৎস রাম যেখানে তপস্যা করিতেছেন, আজি তোমাকেই নিজে আমায় তথায় লইয়া যাইতে হইবে। দেখ, কৈকেয়ী তোমাকে এই ধনধান্যসম্পন্ন, হস্তী অশ্ব ও রথ পূর্ণ বিস্তীর্ণ রাজ্য প্রদান করিয়াছে। ইহাতে আর আমাদের অধিকার কি?

কৌশল্যা এবম্বিধ বহুবিধ ক্রূর বাক্যে যথোচিত ভর্ৎসনা করিলে, বহুদিনের অতি কঠোর ক্ষতে সূচিভেদ দ্বারা যেরূপ গুরুতর যন্ত্রণা অনুভূত হয়, নিরপরাধ ভরত তদনুরূপ ব্যথিত হইলেন। এবং তৎক্ষণাৎ চেতনা লোপ হওয়াতে, বারংবার বিলাপ করিয়া, অজ্ঞান অবস্থায় কৌশল্যার চরণযুগলে পতিত হইলেন। অনন্তর চৈতন্য হইলে, শোকভারে আচ্ছন্ন ও কৃতাঞ্জ-

ঞ্জলি হইয়া, উক্ত রূপে বিলাপপরায়ণা কৌশল্যাকে বলিতে লাগি-
লেন, আর্য্যে! আমি কিছুই জানি না এবং আমার কোন
দোষই নাই। আর, আর্য্য রামের প্রতি আমার যেরূপ বিপুল
প্রীতি আছে, তাহাও আপনি জানেন। তবে কিনিমিত্ত আমাকে
ভর্ৎসনা করিতেছেন? সে যাহা হউক, সাধুশ্রেষ্ঠ সত্যপ্রতিজ্ঞ
আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে বনে গিয়াছেন, সে ব্যক্তির বুদ্ধি
যেন কখন গুরুর নিকট শিক্ষিত শাস্ত্রের অনুসারিণী না হয়।
অথবা, আর্য্য রাম যাহার মতে বনে গিয়াছেন, সে ব্যক্তি
পাপাত্মাগণের দাসত্ব করুক, সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া মূত্রাদি
ত্যাগ করুক এবং নিদ্রিত গোকে পদাঘাত করুক। অথবা, আর্য্য
রাম যাহার অনুমতিক্রমে বনে গিয়াছেন, ভৃত্যকে বেতন না
দিয়া মহৎ কার্য্য করাইয়া লইলে প্রভুর যে অধর্ম্ম হয়, তাহারও
সেই অধর্ম্ম হউক। অথবা, আর্য্য রাম যাহার সম্মতিতে বনে
গিয়াছেন, পুত্রের ন্যায় প্রজাপালনতৎপর রাজার বিদ্রোহী
হইলে যে পাপ হয়, তাহারও সেই পাপ হউক। অথবা, আর্য্য
রাম যাহার মতে বনে গিয়াছেন, কর-ষষ্ঠাংশ গ্রহণ করিয়াও
প্রজারক্ষায় পরাঙ্মুখ রাজার যে অধর্ম্ম হয়, তাহারও সেই অধর্ম্ম
হউক। অথবা, আর্য্য রাম যাহার মতে বনে গিয়াছেন, যজ্ঞে
তপস্বিদিগকে দক্ষিণা দান স্বীকার করিয়া, তাহা না দিলে, যে
পাপ হয়, তাহারও সেই পাপ হউক। অথবা, হস্তী অশ্ব ও রথ
পরিপূর্ণ, শস্ত্রসঙ্কুল যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ হইলে, যে ধর্ম্মলাভ হয়,
তাহার যেন তাহা না হয়। অথবা, ধীমান্ আচার্য্য যত্ন পূর্ব্বক
যে পরম সূক্ষ্ম বেদ শিক্ষা দেন, সেই দুরাত্মা তাহা নাশ করিয়া
মহাপাপে পতিত হউক। অথবা, সে যেন বিশালবাহু ও বিশাল-
স্কন্ধবিশিষ্ট এবং চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী রামকে রাজা
হইয়া, সিংহাসনে বসিতে দেখিয়া, রাজদর্শনজন্য পুণ্য প্রাপ্ত না
হয়। অথবা, সে যেন নির্ঘৃণ হইয়া, দেবতাদিগকে নিবেদন না
করিয়াই পায়স, তিল-দুগ্ধ-মিশ্রিত অন্ন এবং ছাগমাংস বৃথা

ব্রাহ্মণ ও গুরুদিগকে অবজ্ঞা করে। অথবা, সে যেন গোগণের শরীরে পদ প্রদান, গুরুগণের নিন্দা এবং মিত্রগণের বিরুদ্ধ পক্ষ আশ্রয় করে। অথবা, সেই দুষ্টাত্মার নিকট বিশ্বাস পূর্ব্বক নির্জ্জনে কাহারও কোনরূপ নিন্দাবাদ করিলে, সে যেন তাহা প্রকাশ করিয়া দেয়। অথবা, সে যেন প্রত্যুপকারপরাঙ্মুখ, কৃতঘ্ন, সজ্জনগণের বর্জ্জিত, লজ্জাহীন এবং সকলেরই বিদ্বেষভাজন হয়। অথবা, সে যেন আপনার গৃহমধ্যে স্ত্রী পুত্র ও ভৃত্যগণে বেষ্টিত হইয়া, তাহাদের কাহাকেও না দিয়া, একাকীই মিষ্টান্ন ভক্ষণ করে। অথবা, সে যেন ধর্ম্মসঙ্গত ক্রিয়াকলাপে বঞ্চিত এবং অনুরূপ পত্নীলাভে অসমর্থ হইয়া, নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক প্রাপ্ত হয়। অথবা, সে যেন অল্পজীবী এবং স্বীয় স্ত্রীতে পুত্রদর্শনসুখে বঞ্চিত হইয়া দুঃখভোগ করে। অথবা, রাজা, স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধগণের বধ করিলে, এবং ভৃত্য ত্যাগ করিলে যে পাপ জন্মে, তাহারও যেন সেই পাপ হয়। অথবা, সে যেন সর্ব্বদাই লাক্ষা, মধু, মাংস, লোহ ও বিষ ইত্যাদি পাতিত্যজনক দ্রব্য সকল বিক্রয় করিয়া, ভৃত্যগণের ভরণ করে। অথবা, সে যেন ভয়ঙ্কর সংগ্রাম সময়ে পলায়মান শত্রুপক্ষের প্রাণ সংহার করে। অথবা, সে যেন জীর্ণ মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া উন্মত্তের ন্যায় মৃত মুণ্ড হস্তে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করত পৃথিবী পর্য্যটন করে। অথবা, সে যেন মদ্যে, স্ত্রীতে ও দ্যূতক্রীড়ায় অতিমাত্র আসক্ত এবং কাম ও ক্রোধে অভিভূত হয়। অথবা, সে যেন অধর্ম্মেরই সেবা ও অপাত্রেই দান করে এবং তাহার মনও যেন ধর্ম্মের দিকে না যায়। অথবা, তাহার বহু যত্নে সঞ্চিত বহু সহস্র ধনরাশি যেন দস্যুগণ লুঠ করিয়া লয়। অথবা, দ্বিসন্ধ্যা শয়ন করিয়া থাকিলে, যে পাপ হয়, তাহারও যেন সেই পাপ হয়। অথবা, গৃহে অগ্নি দিলে যে পাপ হয়, গুরুপত্নী গমন করিলে যে পাপ হয় এবং মিত্রের অনিষ্ট করিলে যে পাপ হয়, তাহার যেন সেই পাপ হয়। অথবা,

তাহাকে যেন দেবগণের, পিতৃগণের ও পিতামাতার, কাহারই শুশ্রূষা করিতে না হয়। অথবা, তাহাকে যেন সাধুগণের লোক হইতে, সাধুগণের কীর্ত্তি হইতে এবং সাধুগণের কর্ম্ম হইতেও এই মুহূর্ত্তেই ভ্রষ্ট হইতে হয়। অথবা, দীর্ঘবাহু ও বিশালহৃদয় আর্য্য রাম যাহার সম্মতিতে বনে গিয়াছেন, সে যেন মাতৃসেবায় পরাঙ্মুখ হইয়া, স্ত্রীর বশ্যতাপ্রভৃতি পাপে রত হয়। অথবা, তাহাকে যেন নির্ধন ও জ্বররোগগ্রস্ত হইয়া, বহুভৃত্যের পোষণ করত সর্ব্বদাই ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। অথবা, ভিক্ষুকগণ তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, কাতর স্বরে যাচঞা করিতেছে; তাহাকে যেন তাহাদের আশা ব্যর্থ করিতে হয়। অথবা, তাহাকে যেন কর্কশস্বভাব, ক্রূর, অশুচি ও একমাত্র অধর্ম্মেরই বশীভূত হইয়া, বঞ্চনা দ্বারা সর্ব্বদা বিহার করিতে ও রাজভয়ে পতিত হইতে হয়। অথবা, সেই দুরাত্মা যেন ঋতুকালানুরোধে স্নান করিয়া নিকটে সমাগতা স্বীয় ভার্য্যার ঋতু রক্ষা না করে। অথবা, জাতাপত্যা স্ত্রী ত্যাগ করিলে, ব্রাহ্মণের যে পাপ হয়, তাহাকে যেন সেই পাপে পড়িতে হয়। অথবা, তাহার ইন্দ্রিয় সকল যেন পাপে আচ্ছন্ন হয় এবং সে যেন ব্রাহ্মণগণের পূজার ব্যাঘাত ও বালবৎসা গো দোহন করে। অথবা, তাহাকে যেন ধর্ম্মপত্নী ত্যাগ করিয়া পরদার গমন ও ত্যক্ত ধর্ম্মে অনুরক্ত হইয়া, মোহে আচ্ছন্ন হইতে হয়। অথবা, পানীয় দূষিত করিলে ও বিষ দিলে, যে পাপ হয়, সে একাকী সেই সমস্ত পাপে লিপ্ত হউক। অথবা, জল থাকিতেও তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিকে বঞ্চনা করিয়া, জল না দিলে, যে পাপ হয়, তাহার সেই পাপ হউক। অথবা, আর্য্য রাম যাহার অনুমতে বনে গিয়াছেন, ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন শাখা আশ্রয় করিয়া, তৎসম্বন্ধে বিবাদ করিলে যে পাপ হয়, এবং সেই বিবাদ দর্শন করিলেও যে পাপ হয়, তাহাকে যেন সেই পাপে লিপ্ত হইতে হয়।

রাজপুত্র ভরত পতিপুত্রবিহীনা কৌশল্যাকে এইপ্রকার

আশ্বাস দিতে দিতেই, স্বয়ং দুঃখে অভিভূত হইয়া, পড়িয়া গেলেন। তিনি উল্লিখিতরূপে কষ্টজনক শপথসমূহ দ্বারা শপথ করিতে করিতে শোকে আচ্ছন্ন ও জ্ঞানশূন্য হইলে, কৌশল্যা তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, বৎস! তুমি যে নানা প্রকারে শপথ করিয়া, আমার প্রাণে আঘাত দিতেছ, ইহাতে আমার অত্যন্ত দুঃখ হইতেছে। যাহা হউক, পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে, তোমার মন নানাপ্রকার শুভ লক্ষণে অলঙ্কৃত এবং ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হয় নাই। অথবা, তোমার প্রতিজ্ঞা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, তোমার সদ্গতি লাভ হইবে। এই বলিয়া দেবী কৌশল্যা মহাবাহু মাতৃবৎসল ভরতকে ক্রোড়ে লইয়া, আলিঙ্গন করিয়া; অত্যন্ত দুঃখভরে রোদন করিতে লাগিলেন। তৎকালে দুঃখাভিভূত বিলাপপরায়ণ মহাত্মা ভরতের মনও শোকাধিক্য ও তজ্জন্য মোহাবেশে ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। তিনি বারংবার বিলাপ করিতে করিতে হতচেতন ও হতবুদ্ধি হইয়া ভূমিতে পড়িয়া, পুনঃ পুনঃ নিশ্বাস ত্যাগ করত শোক করিয়াই সেই রাত্রি যাপন করিলেন।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ।

কৈকেয়ীনন্দন ভরত এইপ্রকার শোকতাপে অভিভূত হইলে, বাগ্মিশ্রেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ বক্তা ঋষি বশিষ্ঠ তাঁহাকে কহিলেন, হে পরমযশস্বী রাজনন্দন! তোমার মঙ্গল হউক। বৃথা শোকে প্রয়োজন নাই। এক্ষণে সময় উপস্থিত। অতএব উৎকৃষ্ট বিধানে রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন কর। ধর্ম্মজ্ঞ ভরত বশিষ্ঠদেবের কথা শুনিয়া, তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক যাবতীয় প্রেতকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি তৈলপূর্ণ কটাহ হইতে রাজার মৃতদেহ উদ্ধৃত করিয়া, ভূমিতে সন্নিবেশিত করিলেন। বহুদিবস তৈলের মধ্যে থাকাতে, বদন-

মণ্ডল ঈষৎ পীতবর্ণ হইয়াছিল। দেখিলে, বোধ হয়, রাজা যেন ঘুমাইয়া আছেন। অনন্তর ভরত সেই মৃত কলেবর বিবিধ রত্ন-মণ্ডিত উৎকৃষ্ট শয্যায় শয়ন করাইয়া, শোকভারাচ্ছন্ন হৃদয়ে এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, রাজন্! আমি বিদেশে ছিলাম, তজ্জন্য আসিতে পারি নাই। আপনি এই অবসরে কি মনে করিয়া ধর্ম্মজ্ঞ রাম ও মহাবল লক্ষ্মণকে বনবাসী করিলেন? আর, আপনিই বা এখন এই সকল পরিজনকে অনাথ করিয়া কোথায় যাবেন? দেখুন, পুরুষশ্রেষ্ঠ রামকে বনে দিয়া আপনি ইহাদের সকল সুখই হরণ করিয়াছেন। অথবা, তাত! আর্য্য রাম বনে গিয়াছেন; আপনিও আবার স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। অতএব কোন্ ব্যক্তি ধৈর্য্যসহকারে আপনার এই রাজধানীর যোগ-ক্ষেম বিধান করিবেন? রাজন্! আপনার বিরহে পৃথিবী বিধবা হইলেন, ইহাঁর আর সে শোভা নাই। আপনার এই রাজধানীকেও, চন্দ্রহীন যামিনীর ন্যায়, আমার মনে হইতেছে।

ভরত ব্যাকুল হৃদয়ে এইপ্রকার বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে, মহর্ষি বশিষ্ঠ পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, হে মহাবাহো! এক্ষণে ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক অবিচারিত চিত্তে রাজার যাবতীয় কর্ত্তব্য প্রেতকার্য্য সম্পাদন কর। মহাত্মা ভরত যে আজ্ঞা বলিয়া বশিষ্ঠদেবের কথা মান্য করত ঋত্বিক (যিনি যজ্ঞ করান), পুরোহিত (যিনি সর্ব্বপ্রকার হিতসাধন করেন) এবং আচার্য্য (অর্থাৎ যিনি বেদ পড়ান) ইহাঁদের সকলকেই এ বিষয়ে ত্বরা প্রদান করিলেন। তখন রাজার অগ্নিগৃহে যে যে অগ্নি স্থাপিত ছিল, তৎসমস্ত বহিষ্কৃত করিয়া, ঋত্বিক ও যাজক (অর্থাৎ উপদেষ্টা)-গণ যথাবিধানে তাহাতে হোম করিতে লাগিলেন। অনন্তর পরিচারকগণ চেতনাহীন রাজাকে শিবিকায় আরোহণ করাইয়া, নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হৃদয়ে সবাষ্প কণ্ঠে বহন করিয়া লইয়া চলিল। কতকগুলি লোক পথিমধ্যে বিবিধ বস্ত্র, স্বর্ণ ও

যৌপ্য ছড়াইতে ছড়াইতে রাজার অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। এবং অন্যান্যেরা চন্দন ও গুগ্গুলাদি, সরল ও পদ্মকাষ্ঠ এবং ভূরি পরিমাণে দেবদারু আহরণ পূর্ব্বক চিতাগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। তদ্ভিন্ন, অন্যান্য নানাপ্রকার গন্ধও তাহাতে নিক্ষেপ করিল। অনন্তর ঋত্বিক্‌গণ চিতাস্থানে গমন করিয়া, চিতামধ্যে রাজার মৃতদেহ স্থাপন করিলেন। ঐ সময় রাজকীয় ঋত্বিক্‌গণ রাজার পরলোক-শুদ্ধির নিমিত্ত অনলে আহুতি দিয়া, জপ ও সামগ ব্রাহ্মণ সকল শাস্ত্রানুসারে সামগান করিতে লাগিলেন। রাজার মহিষীগণ যথাযোগ্য যান ও শিবিকা সকলে আরোহণ করিয়া, বৃদ্ধগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, নগর হইতে নির্গমন পূর্ব্বক চিতাস্থানে গমন করিলেন। তখন ঋত্বিক্‌গণ অশ্বমেধপর্য্যন্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠানকর্ত্তা চিতামধ্যস্থ দশরথকে অপ্রদক্ষিণ করিলে, কৌশল্যাপ্রভৃতি মহিষীগণও শোকে সন্তাপিত হইয়া, তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিলেন। তৎকালে, করুণস্বরে রোদনপরায়ণা শোকার্ত্তা সহস্র সহস্র রমণীর চীৎকারধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল। বোধ হইল, যেন ক্রৌঞ্চীগণ শব্দ করিতেছে। অনন্তর মহিষীগণ অজ্ঞান ও অভিভূত হইয়া, বারংবার রোদন ও বিলাপ করত যান সকল হইতে সরয়ূতীরে অবতরণ করিলেন। এবং মন্ত্রি পুরোহিত ও ভরতের সহিত রাজার উদ্দেশে তর্পণ করিয়া, অশ্রুপূর্ণ লোচনে নগরমধ্যে প্রবেশ ও ভূমিতে শয়ন পূর্ব্বক দশ দিন অতি কষ্টে যাপন করিলেন।

—•✽•—

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ।

অনন্তর দশাহ গতে একাদশ দিনে অশৌচান্ত হইলে, নৃপনন্দন ভরত দ্বাদশ দিনে পিতার দ্বিতীয়মাসিকাদি-সপিণ্ডীকরণপর্য্যন্ত সমুদায় শ্রাদ্ধই সম্পন্ন করিলেন। এবং রাজার পার-

লৌকিক শুভ সংকল্পে ব্রাহ্মণদিগকে প্রভূত ধন, রত্ন, স্বর্ণ, রৌপ্য, গো ও ছাগসমূহ, এবং বহুসংখ্য দাস, দাসী, যান ও অতি বৃহৎ গৃহ সকল প্রদান করিলেন। অনন্তর, ত্রয়োদশ দিন প্রভাতসময়ে মহাবাহু ভরত শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। এবং চিতা হইতে ভস্ম উত্তোলন পূর্ব্বক স্থান-শুদ্ধির জন্য চিতাস্থলে গমন করিয়া, বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে নিতান্ত দুঃখভরে পিতৃসম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, তাত! আপনি যাঁহার হস্তে আমায় সপিয়া দিয়া গিয়াছেন, সেই রাম এখন বনবাসী। অতএব আপনি আমায় শূন্যে ফেলিয়া গেলেন। রাজন্! যে হতভাগিনী কৌশল্যার একমাত্র অবলম্বন পুত্র রাম অরণ্যচারী হইয়াছেন, তাত! সেই জননী কৌশল্যাকেও একাকী ফেলিয়া কোথায় গেলেন? অনন্তর তিনি দেখিলেন, পিতৃদেবের কলেবর যে স্থানে বিনষ্ট হইয়াছে, সেই চিতাস্থানমণ্ডলে দগ্ধ অস্থি ও ভস্মরাশি পতিত রহিয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি বিষণ্ণ হইয়া, পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বিলাপ করিতে লাগিলেন। এবং রোদন করিয়া, ব্যাকুল হৃদয়ে যন্ত্রবদ্ধ শক্রধ্বজের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইলেন। সমভিব্যাহারী পুরুষগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে উত্থান করাইতে লাগিল। এবং পুণ্যক্ষয় সময়ে রাজর্ষি যযাতি পতিত হইলে, ঋষিগণ যেমন তাঁহার নিকট আসিয়াছিলেন, তেমনি মন্ত্রিগণও সকলে শুচিব্রত ভরতের সন্নিহিত হইলেন। ঐ সময় তাঁহাকে শোকভরে অবসন্ন নিরীক্ষণ করিয়া, পিতৃদেবকে স্মরণ পূর্ব্বক শত্রুঘ্নও সংজ্ঞাহীন হইয়া, নিপতিত হইলেন। উন্মত্তের ন্যায় তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া গেল। এবং পিতৃদেব যে সর্ব্বদাই বিচিত্র বস্ত্রাভরণাদি প্রদান করিয়া পরম যত্নে প্রতিপালন করিতেন, তাহা ঐ সময়ে মনে পড়াতে, তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া, বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন, হায়, বরদানময় তীব্র শোকসাগর মন্থরা হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া, আমাদের সকলকেই মগ্ন করিল! এই শোকসাগর কৈকেয়ীরূপ হিংস্র-

গুণজাতে পরিপূর্ণ এবং কোন মতেই ক্ষুব্ধ হইবার নহে। তাত! ভরত সুকুমার ও বালক এবং আপনিই সর্ব্বদা ইহাঁর লালন করিয়াছেন। এক্ষণে ইনি বিলাপ করিতেছেন। এরূপ অবস্থায় ইহাঁকে ত্যাগ করিয়া, কোথায় গেলেন! পান, ভোজন, বস্ত্র, আভরণ, সকল বিষয়েই আপনি আমাদেব অভীষ্ট পূরণ করিতেন; আজি আর কোন্‌ ব্যক্তি সেরূপ করিবে! আপনি মহাত্মা ও ধর্ম্মজ্ঞ রাজা। অতএব, আপনি যখন ত্যাগ করিয়া গেলেন, তখনই পৃথিবীব বিদীর্ণ হইবার কথা; কিন্তু উহা বিদীর্ণ হইল না। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে? যাহা হউক, পিতা স্বর্গে গেলেন এবং রামও বনবাসী হইলেন। আমার সাধ্য কি, আর বাঁচিয়া থাকি। অতএব আমি আগুণে পুড়িয়া মরিব। অথবা, ভ্রাতৃহীন ও পিতৃহীন হইয়া, আমি আর শূন্য অযোধ্যায় প্রবেশ না করিয়া, তপোবনেই প্রবেশ করিব। তাঁহাদেব দুই ভ্রাতার বিলাপ শুনিয়া এবং অতিমাত্র শোক ও দুঃখ দেখিয়া, অনুচরমাত্রেই যার পর নাই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ঐ সময়ে ভরত ও শত্রুঘ্ন দুই জনেই বিষণ্ণ ও খিন্ন হইয়া, ভগ্নশৃঙ্গ বৃষভদ্বয়ের ন্যায়, ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন।

তদ্দর্শনে তাঁহাদের পিতার পুরোহিত সত্ত্বগুণাবলম্বী সর্ব্বজ্ঞ বশিষ্ঠদেব ভরতকে উত্থান করাইয়া, বলিতে লাগিলেন, বিভো! অদ্য তের দিন হইল, তোমাব পিতৃদেবের দাহক্রিয়া সমাধা হইয়াছে। অতএব ভস্ম সহিত অস্থি সকল সঙ্কলন করিতে আর কিজন্য বিলম্ব করিতেছ? ক্ষুৎপিপাসা, শোকমোহ, জরামৃত্যু, জন্মমরণ, সুখদুঃখ ও লাভালাভ এই কয়টী প্রাণীমাত্রেই ভোগ করিয়া থাকে। এবিষয়ে কাহারও পরিহার বা ভিন্নভাব নাই। অতএব এই জীবসাধারণ ধর্ম্মে অভিভূত হওয়া তোমার উচিত হয় না। এক্ষণে তুমি শোক ও মোহ ত্যাগ কর। ঐ সময় তত্ত্বজ্ঞ সুমন্ত্রও শত্রুঘ্নকে উত্থিত ও সম্যক্‌রূপে প্রসন্ন করিয়া,

প্রাণিমাত্রেরই যে জন্ম ও মৃত্যু হইয়া থাকে, তাহা শুনাইলেন। তখন পরম যশস্বী পুরুষশ্রেষ্ঠ দুই ভ্রাতা ভূমি হইতে উত্থান করিয়া; বর্ষাতপে মলিন-ভাবাপন্ন দুইটী ইন্দ্র-ধ্বজের ন্যায়, প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের লোচনযুগল রক্তবর্ণ এবং বাক্যও নিতান্ত ক্ষীণভাবাপন্ন। তদবস্থায় তাঁহারা চক্ষের জল মুছিতে লাগিলেন। মন্ত্রিগণ তাঁহাদিগকে অস্থিসঙ্কলন উপলক্ষে অন্যান্য ক্রিয়াকলাপও সম্পাদনার্থ ত্বরা প্রদান করিলেন।

—০:০—

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ।

অনন্তর ভরত শোকসন্তপ্ত হইয়া রামের নিকট যাত্রা করিতে সংকল্প করিলে, লক্ষ্মণের অনুজ শত্রুঘ্ন তাঁহাকে কহিলেন, আপনার ও আমাদের কথা কি বলিব, সকল প্রাণীরই যিনি দুঃখজনক সংকটে একমাত্র আশ্রয় ও অবলম্বন, সেই সত্ত্বসম্পন্ন রামকে স্ত্রীর কথায় বনে দেওয়া হইল, এবং তিনিও তাহাতেই বনে গেলেন, ইহা কখন উচিত হয় নাই। অথবা, যে লক্ষ্মণ বলবান্ ও বীর্য্যবান্ বলিয়া বিখ্যাত, তিনিই বা কিজন্য পিতাকে নিগ্রহ করিয়াও, রামকে এবিষয়ে মুক্ত করিলেন না? রামকে বনে দিবার পূর্ব্বে লক্ষ্মণ যখন দেখিলেন, রাজা স্ত্রীর বশীভূত হইয়া, ধর্ম্মবহির্ভূত অন্যায় পথে পদার্পণ করিয়াছেন, তখনই তাঁহার উচিত ছিল, নিজেই ন্যায় অন্যায় বিচার করিয়া, রাজার নিগ্রহ করেন।

লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্ন এইপ্রকার বলিতে লাগিলেন। কুব্জা সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিত হইয়া, সর্ব্বাঙ্গে উৎকৃষ্ট চন্দন মাখিয়া এবং রাজযোগ্য বস্ত্র পরিধান করিয়া, ইতিপূর্ব্বেই সেই গৃহের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তৎকালে বিচিত্র মেখলাদাম ও অন্যান্য নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট ভূষণে ভূষিত হওয়াতে, কুরূপা কুব্জাকে রজ্জুরাশিবদ্ধ বানরীর ন্যায়, বোধ হইতে লাগিল। দ্বারপাল সেই

গুরুতর-পাপকারিণীকে দর্শন করিবামাত্র, তৎক্ষণাৎ নির্দ্দয়রূপে ধরিয়া লইয়া গিয়া শত্রুঘ্নের নিকট নিবেদন করিল, যাহার জন্য রাম বনে গিয়াছেন এবং আপনাদের পিতারও পরলোক হইয়াছে, সেই এই পাপপরায়ণা দয়াহীনা কুব্জা। এক্ষণে, ইহার প্রতি ইচ্ছামত ব্যবহার করুন।

ধৃতব্রত শত্রুঘ্ন এই কথা শুনিয়া, অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া, সমুদায় অন্তঃপুরচারী ব্যক্তিকে কহিতে লাগিলেন, এই কুব্জা যেমন আমার পিতার ও ভ্রাতৃগণের দারুণ দুঃখ উৎপাদন করিয়াছে, তেমনি সেই পাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করুক। এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ বলপূর্ব্বক সখীজনবেষ্টিতা কুব্জাকে গ্রহণ করিলে, সে চীৎকার করিয়া সমুদায় গৃহ পূর্ণ করিয়া তুলিল। তদ্দর্শনে তাহার সমুদায় সখীজন অত্যন্ত সন্তপ্ত হইল এবং শত্রুঘ্ন ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, জানিয়া, সকলেই পলায়ন করিল। তৎকালে তাহারা সকলে মিলিয়া, মন্ত্রণা করিতে লাগিল, এই শত্রুঘ্ন যেরূপ পরাক্রম আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে, আমাদের সকলকেই নিঃশেষ করিবেন। আমরা এখন কৌশল্যার শরণ লই, চল। তাঁহার দয়া আছে, ধর্ম্মজ্ঞান আছে, এবং বদান্যতা ও বিশিষ্টরূপ যশঃপ্রতিপত্তিও আছে। তিনি আমাদের নিশ্চয়ই আশ্রয় দিবেন।

ঐ সময়ে শত্রু-দমন শত্রুঘ্ন রোষে পরিপূর্ণ হইয়া, কুব্জাকে ভূমে ফেলিয়া, আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কুব্জা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিল। ঐরূপে আকর্ষণ করাতে, তাহার শরীরস্থ বিচিত্র ভূষণ সমস্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। তৎকালে পরম সুন্দর রাজভবন উল্লিখিত ভূষণসমূহে ব্যাপ্ত হইয়া, শরৎকালীন আকাশমণ্ডলের ন্যায়, নিরতিশয় শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর পুরুষশ্রেষ্ঠ বলবান্ শত্রুঘ্ন প্রবল ক্রোধে কুব্জাকে গ্রহণ করিয়া, কৈকেয়ীকে যথোচিত তিরস্কার করত কটু কথা

সকল বলিতে আরম্ভ করিলেন। কৈকেয়ী সেই সকল কষ্ট-দায়ক কটু কথায় নিতান্ত কাতর ও শত্রুঘ্নের ভয়ে অতিমাত্র ভীত হইয়া, পুত্রের শরণাগত হইলেন। ভরত শত্রুঘ্নকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া এই কথা বলিলেন, নারীজাতি সর্ব্বভূতেরই অবধ্য, অতএব ক্ষমা কর। রাম অতি ধর্ম্মনিষ্ঠ। তিনি যদি মাতৃঘাতক বলিয়া আমার প্রতি ক্রুদ্ধ না হইতেন, তাহা হইলে, আমি নিজেই এই দুরাচারিণী পাপিনী কৈকেয়ীকে এখনই নিপাত করিতাম। আর, এই কুব্জাকেও হত্যা করিয়াছি, জানিতে পারিলে, সেই ধর্ম্মাত্মা নিশ্চয়ইতোমার ও আমার সহিত বাক্যা-লাপ করিবেন না।

লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্ন ভরতের কথা শুনিয়া, ক্রোধ সংবরণ করিয়া মন্থরাকে ছাড়িয়া দিলেন। সে ভয়ে জ্ঞানশূন্য হইয়াছিল। এক্ষণে কৈকেয়ীর পদমূলে পতিত হইয়া, নিশ্বাস ফেলিয়া গুরু-তর দুঃখভরে করুণ স্বরে বিলাপ করিতে লাগিল। শত্রুঘ্নের আকর্ষণে তাহার সংজ্ঞালোপ এবং অতিমাত্র ব্যাকুলতা হইয়াছে, এবং সে যন্ত্রবদ্ধ ক্রৌঞ্চীর ন্যায় দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে, দেখিয়া,ভরতজননী কৈকেয়ী ধীরে ধীরে তাহাকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন।

—•—

একোনাশীতিতম সর্গ।

অনন্তর চতুর্দ্দশ দিবস প্রভাত সময়ে রাজার কার্য্যকারক পুরুষগণ সমবেত হইয়া, ভরতকে বলিতে লাগিলেন, যিনি আমা-দের গুরুতর গুরু, সেই রাজা দশরথ জ্যেষ্ঠ রাম ও মহাবল লক্ষ্মণকে বনবাসী করিয়া, স্বর্গে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে রাজ্য অভিভাবকশূন্য; অতএব আপনিই রাজা হউন। আপনি রাজার পরম যশস্বী পুত্র। বিশেষতঃ, পিতার আজ্ঞা-নুসারে রাজপদ গ্রহণ করিলে, আপনার কোন দোষ অর্শিবে

না। হে রাজতনয় রঘুনন্দন! আত্মীয়গণ এবং পুরবাসী সকল অভিষেকের প্রয়োজনীয় সামগ্রীসমূহ গ্রহণ করিয়া, আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন। হে নরশ্রেষ্ঠ ভরত! আপনি পিতৃপৈতামহিক চিরস্থায়ী রাজপদ গ্রহণ পূর্ব্বক আপনাকে অভিষেক করিয়া, আমাদের সকলের পালন করুন।

তখন দৃঢ়-নিশ্চয় ভরত অভিষেকের জন্য আনীত ঐ সকল দ্রব্য প্রদক্ষিণ করিয়া,সকলকে বলিতে লাগিলেন,আমাদের কুল-প্রথানুসারে জ্যেষ্ঠের রাজত্বই নিত্য উচিত হইয়া থাকে। অতএব আপনারা আমায় আর এরূপ বলিবেন না। দেখুন, আপনারা সকলেই সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচার করিতে পারেন। রাম আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তিনিই রাজা হইবেন। আমি তাঁহার হইয়া, পনর বৎসর বনে থাকিব। এক্ষণে সুবিপুল চতুরঙ্গিণী সেনা যোজনা করা হউক। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকে আমি বন হইতে আনয়ন করিব। অভিষেকার্থ এই যে সকল সামগ্রী আহরণ করা হই-য়াছে, এই সমস্ত রামের অভিষেক জন্য অগ্রে করিয়া, আমি বনে গমন করিব। এবং বনমধ্যেই পুরুষসিংহ রামকে অভি-ষেক করিয়া, যজ্ঞ হইতে অগ্নিকে যেমন অগ্রে করিয়া লইয়া আইসে, সেইরূপ অযোধ্যায় আনয়ন করিব। কৈকেয়ী আমার নামমাত্রে মা। তাঁহার কামনা কখন পূর্ণ করিব না। অতএব আমি দুর্গম অরণ্যেই বাস করিব; রাম রাজা হইবেন। এক্ষণে শিল্পিগণ গমনপথ প্রস্তুত এবং বিষম স্থান সকল সমতল করুক। পথিমধ্যে যে সকল দুর্গম স্থান আছে, যাহারা লোক-দিগকে তথায় বিচরণ করাইতে পারে, তাদৃশ রক্ষী সকল অনু-গমন করুক।

রামের অভিষেক জন্য নৃপনন্দন ভরত এইপ্রকার বলিতে লাগিলে, সমবেত লোক সকল পরম সুশোভন ও অত্যুৎকৃষ্ট বাক্যে প্রত্যুত্তর করিল, আপনি রাজপুত্র জ্যেষ্ঠ রামকে রাজ্য-দিতে উৎসুক হইয়া, এইপ্রকার কহিতেছেন, অতএব কমলা-

লক্ষ্মী কমলা আপনার পরিচারিণী হউন। ফলতঃ, রাজপুত্র ভরত রামকে আনিবার জন্য যে অত্যুৎকৃষ্ট কথা বলিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া, ব্যক্তিমাত্রের বদনমণ্ডল প্রফুল্ল হইল এবং ভরতকে উদ্দেশ করিয়া, অতিমাত্র আহ্লাদভরে তাহাদের লোচন হইতে বাষ্পবিন্দু সকল পতিত হইতে লাগিল। অনন্তর তাহারা এই কথা শুনিয়া অমাত্য ও পরিষদ্গণের সহিত আহ্লাদিত ও একবারেই শোকশূন্য হইয়া, বলিতে লাগিল, হে নরশ্বর! আপনার আজ্ঞানুসারে, আপনাদের প্রতি ভক্তিমান শিল্পিদিগকে পথ প্রস্তুত ও রক্ষকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য, বিশেষরূপেই আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

—০✱০—

অশীতিতম সর্গ।

অনন্তর, যাহারা ভূমির কোথায় কি আছে, তাহা বিশেষরূপ জানে; যাহারা শিবিরাদি নির্ম্মাণ সময়ে উত্তমরূপে সূত্রগ্রহণ করিতে পারে; খনন ও জলপ্রবাহাদি স্তম্ভন করিতে যাহাদের ক্ষমতা আছে; যাহারা তক্ষণ, মার্গাবরোধী বৃক্ষ সকলের ছেদন ও তত্তৎ বন-মার্গ সকলের বিশেষরূপ রক্ষা করিতে পারে এবং ক্ষেপণীয়াদি যন্ত্র নির্ম্মাণে যাহাদের নিপুণতা আছে, তাহারা এবং বেতনজীবী স্থপতিগণ, সূপকারগণ, সুধাকারগণ, বংশকারগণ, চর্ম্মকারগণ ও স্বকার্য্যসমর্থ পথপ্রদর্শক পুরুষগণ অগ্রেই গমন করিল। রামকে দেখিব এই আহ্লাদে মহাবেগে প্রস্থান করত সেই বিপুল জনতা, অমাবস্যা বা পূর্ণিমাসময়ে সমুদ্রের উচ্ছলিত জলরাশির ন্যায়, শোভা ধারণ করিল। পথের কার্য্যে সুনিপুণ পুরুষগণ স্বদলে মিলিত হইয়া, খনিত্রাদি নানাজাতীয় উপকরণ সমভিব্যাহারে অগ্রে প্রস্থান করিল। এবং লতা, বল্লী, গুল্ম ও প্রস্তর সকল অপসারণ এবং বিবিধ বৃক্ষ ছেদন করিয়া, পথ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কেহ বৃক্ষশূন্য দেশে

বৃক্ষ সকল রোপণ, কেহ কুঠার, টঙ্ক ও দাত্র দ্বারা স্থানে স্থানে বৃক্ষ সকল ছেদন এবং অপর কতকগুলি অতিশয় বলবান্ পুরুষ বদ্ধমূল বীরণস্তম্ব সকল হস্ত দ্বারাই উৎপাটন পূর্ব্বক উচ্চ নীচ স্থান সকল সমান করিয়া দিল। কেহ কেহ কূপ ও গভীর গর্ত্ত সকল পাংশু দ্বারা পূরণ এবং নিম্নভাগ সকল শীঘ্রই সমতল করিল। কেহ কেহ বন্ধনীয় স্থান সকল বন্ধন, ক্ষোদনীয় সকল ক্ষোদন এবং ভেদনীয় প্রদেশ সকল ভেদন করিতে লাগিল। কেহ কেহ অনতিকালমধ্যেই নানাপ্রকার আকারের ক্ষুদ্র প্রবাহ সকল বন্ধনাদি দ্বারা প্রচুর সলিলে পূর্ণ করিয়া, সাগরের সমান করিয়া দিল। এবং যেখানে জল নাই, সেই সকল স্থলে, বসিবার স্থান-সমূহে অলঙ্কৃত করিয়া, নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট জলাশয় সকল খনন করিল। এই রূপে সৈন্য সকলের গমনপথে কোথাও বিশ্রামার্থ সুধা-নিবদ্ধ ভূমি সকল সংস্থাপিত এবং কোথাও বিকসিত বৃক্ষ সকল আরোপিত হইল, কোথাও বা বিহঙ্গমগণ মত্ত হইয়া কলরব করিতে লাগিল, কোন স্থান পতাকা সকলে অলঙ্কৃত, চন্দন সলিলে অভিষিক্ত এবং নানাবিধ কুসুমে বিভূষিত করা হইল। তাহাতে, সুর-পথের ন্যায়, সেই পথের অতিশয় শোভা হইল। অনন্তর প্রধান প্রধান অধিকৃত পুরুষগণ মহাত্মা ভরতের আজ্ঞানুসারে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, অনুচরদিগকে আদেশ পূর্ব্বক নানাপ্রকার সুস্বাদু ফলবিশিষ্ট রমণীয় স্থান সকলে ভরতের মনোমত অতীব মনোহর নিবেশ সকল স্থাপন করিয়া, অধিকতর ভূষণ দ্বারা তৎসমস্ত সুশোভিত করিল। যাহারা নক্ষত্র ও মুহূর্ত্ত সকলের শুভাশুভ ফল অবগত আছে, তাহারা শুভ নক্ষত্রে ও শুভ মুহূর্ত্তে মহাত্মা ভরতের জন্য শিবির সকল সংস্থাপন করিল। ঐ শিবির সমস্ত প্রভূত পাংশুসমূহে পূর্ণ, গর্ত্তময় পর্য্যন্ত-ভিত্তিতে বেষ্টিত, ইন্দ্রনীলমণিনির্ম্মিত চিত্র প্রতিমা ও উৎকৃষ্ট রথ্যাসমূহে অলঙ্কৃত, প্রাসাদমালায় ও সৌধ সদৃশ অত্যুচ্চ প্রাচীরে পরিবৃত, বহুসংখ্য পতাকা ও সুন্দররূপে নির্ম্মিত বৃহৎ বৃহৎ পথ সকলে

সুশোভিত, এবং উহাদের অন্তর্গত সপ্ততল গৃহসমূহের অগ্রভাগে কপোত-পালিকা (পায়রার খোপ) বিরাজমান হইতেছে। ঐ সকল গৃহ অতিশয় উন্নত; দেখিলে, বোধ হয়, যেন আকাশে বেদি বা মঞ্চ প্রভৃতি নানাপ্রকার আসন শোভা পাইতেছে। এই সকলে উল্লিখিত শিবির সমস্ত ইন্দ্র-পুরীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

এই রূপে, সুন্দর শিল্পী সকল ক্রমে ক্রমে যে রমণীয় রাজপথ প্রস্তুত করিল, ঐ পথ পাদপরাজিবিরাজিত অরণ্যানী, বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য ও নির্ম্মলসলিলশালিনী সুশীতল জাহ্নবী পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া, রাত্রিকালে চন্দ্র ও নক্ষত্রমণ্ডল-মণ্ডিত সুনির্ম্মল আকাশের ন্যায়, বিরাজ করিতে লাগিল।

—০✱০—

একাশীতিতম সর্গ।

অনন্তর, রামকে আনিবার জন্য যে রাত্রিতে অভ্যুদয় আরম্ভ হইয়াছিল, সেই রাত্রি আর অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে দেখিয়া, রাজা ও রাজপুত্র এই উভয়কে যেরূপ ইতর বিশেষ ভাবে স্তব করিতে হয়, তদ্বিষয়ে বিশিষ্টরূপ জ্ঞানবিশিষ্ট সূত ও মাগধগণ নানাপ্রকার মঙ্গল-প্রতিপাদক স্তুতি দ্বারা ভরতের স্তব আরম্ভ করিল। প্রহরে প্রহরে যে দুন্দুভি বাদিত হইয়া থাকে, ঐ সময়ে তাহাও স্বর্ণময় বাদনদণ্ডে আহত হইয়া, বাজিয়া উঠিল। এবং শত শত শঙ্খ ও নানাপ্রকার স্বর বিশিষ্ট বাদ্য সকলও বাদিত হইতে লাগিল। সেই তুমুল বাদ্যশব্দ স্বর্গ পর্য্যন্ত যেন পূর্ণ করিয়া, শোকসন্তপ্ত ভরতকে আরও শোকে অভিভূত করিল। তখন তিনি জাগরিত হইয়া, আমি রাজা নহি, বলিয়া বাদ্য শব্দ নিবারণ করিয়া, শত্রুঘ্নকে কহিলেন, দেখ, ভাই! এই সূত ও মাগধ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ যার পর নাই অন্যায় অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কৈকেয়ীই এই অনুষ্ঠানের হেতু। রাজা দশ-

পূর্ব্বে এই সকল দুঃখ ভোগ করিতে হইবে বলিয়াই, আমার প্রতি তৎসমস্ত ন্যস্ত করত পরলোকে গমন করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মের রাজা ও অতিশয় উন্নত-চিত্ত। ঐ দেখ, তাঁহার এই রাজশ্রী জলমধ্যে কর্ণধারহীন নৌকার ন্যায়, পরিভ্রমণ করিতেছেন। যিনি আমাদের সম্পদে বিপদে একমাত্র অবলম্বন ছিলেন, সেই রঘুনন্দন আর্য্য রামকেও জননী কৈকেয়ী ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া, বনে পাঠাইয়াছেন। ভরত এই রূপে অজ্ঞান অবস্থায় বিলাপ করিতে লাগিলেন, দেখিয়া, রাজমহিষীগণ সকলেই নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, সুস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন।

ভরত এই রূপে বিলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে রাজ-ধর্ম্মজ্ঞ পরম যশস্বী বশিষ্ঠ মহাশয়, ইক্ষ্বাকুনাথ দশরথের সভায় প্রবেশ করিলেন। ঐ সভা স্বর্ণ-নির্ম্মিত, পরম মনোহর এবং মণিকাঞ্চনে পরিপূর্ণ। সমুদায় বেদে জ্ঞানবিশিষ্ট ধর্ম্মিষ্ঠ বশিষ্ঠ শিষ্যগণে বেষ্টিত হইয়া, সাক্ষাৎ দেবসভার ন্যায়, সেই সভায় প্রবেশ পূর্ব্বক, স্বস্তিকাকার মণ্ডল সদৃশ আস্তরণে ভূষিত স্বর্ণময় আসনে উপবেশন করিয়া, দূতদিগকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা শীঘ্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, যোদ্ধা, অমাত্য ও সেনাপতিদিগকে এই বলিয়া আনয়ন কর, যে, অবিলম্বেই সম্পাদন করিতে হইবে এরূপ কোন প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। আর, অন্যান্য রাজপুত্রের সহিত শত্রুঘ্ন ও যশস্বী ভরত, মন্ত্রী যুধাজিৎ, সুমন্ত্র এবং অন্যান্য হিতকারী ব্যক্তিবর্গ, ইহাঁদিগকেও আনয়ন কর।

অনন্তর লোক সকল, কেহ রথে, কেহ অশ্বে, এবং কেহ বা হস্তীতে আরোহণ করিয়া, গমন করিতে লাগিলে, তাহাদের তুমুল হলহলাশব্দ সমুত্থিত হইল। ঐ সময়ে, দেবগণ যেমন ইন্দ্রকে, প্রজাগণ তেমনি রাজপুত্র ভরতকে আসিতে দেখিয়া, সাক্ষাৎ দশরথের ন্যায়, তাঁহার সমুচিত সৎকার ও অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। তৎপরে দশরথনন্দন ভরত সভামধ্যে প্রবেশ করিলে, উহা বিরাজমান হইয়া উঠিল এবং পূর্ব্বে দশরথের অধি-

স্থানে যেমন প্রতীয়মান হইত, সেইরূপ প্রতিভা ধারণ করিল। তিমি, জলহস্তী, মণি, শঙ্খ, সুবর্ণ-খনি-মৃত্তিকা এবং স্থির-জল এই সকলে পরিপূর্ণ সমুদ্রের ন্যায়, ঐ সভা অতিমাত্র-বিচিত্র-ভাবাপন্ন।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ।

শ্রীমান্ ভরত দেখিলেন, বশিষ্ঠপ্রভৃতি মহাত্মাগণের অধিষ্ঠানে, এবং অন্যান্য পূজনীয় ব্যক্তিগণে পূর্ণ হওয়াতে, পূর্ণচন্দ্রবিরাজিত রাত্রির ন্যায়, সভার শোভা হইয়াছে। তৎকালে আর্য্যমণ্ডল যথারীতি আসনে উপবেশন করিলে, তাঁহাদের বস্ত্র ও অঙ্গরাগপ্রভায় ঐ উৎকৃষ্ট সভা আলোকময়ী হইয়া উঠিল এবং বিদ্বান্ ব্যক্তিগণে চতুর্দ্দিক পূর্ণ হওয়াতে, শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্রমণ্ডিত সর্ব্বরীর ন্যায়, উহার পরম সুন্দর দৃশ্য প্রাদুর্ভূত হইল।

অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞ বশিষ্ঠ রাজার প্রজামণ্ডলির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, ভরতকে মৃদু বাক্যে বলিতে লাগিলেন, তাত! রাজা দশরথ যথাবিধানে ধর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক ধনধান্যসম্পন্ন বিপুল-সমৃদ্ধিপূর্ণ এই পৃথিবী তোমাকেই সম্প্রদান করিয়া, স্বর্গে গমন করিয়াছেন। আর, উদিত চন্দ্র যেমন জ্যোৎস্নাকে ত্যাগ করে না, সত্যস্বভাব রামও তেমনি সাধুগণের অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া, পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন নাই। এই রূপে পিতা ও ভ্রাতা উভয়েই তোমাকে রাজ্য দিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে তুমি শীঘ্রই অভিষিক্ত হইয়া, নিষ্কণ্টকে এই রাজ্য ভোগ কর; অমাত্যগণ সকলেই আহ্লাদিত হইবেন। উত্তর পূর্ব্ব দক্ষিণ ও পশ্চিমদিগ্‌বর্ত্তী যাবতীয় সিংহাসনস্থ অথবা সিংহাসনরহিত নরপতিগণ, পোতবণিক্ সকল এবং দ্বীপনিবাসীগণ সকলেই তোমায় কোটি কোটি রত্ন উপঢৌকন দিন।

ধর্ম্মজ্ঞ ভরত এই কথা শুনিয়া, শোকে অভিভূত হইয়া, ধর্ম্ম-

লাভ-বাসনায় মনে মনে রামকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।
অনন্তর সেই কলহংস-স্বর যুবা ভরত সভামধ্যে বাষ্পগদ্গদ বাক্যে বিলাপ করিয়া, পুরোহিত বশিষ্ঠের গর্হণা পূর্ব্বক কহিলেন, যিনি পরম বুদ্ধিমান্ ও ধর্ম্মে আসক্তচিত্ত এবং যিনি সমুদায় বিদ্যা শিক্ষা ও উত্তমরূপে ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছেন, সেই রামের রাজ্য, আমার ন্যায় ব্রহ্মচর্য্যাদিসম্পন্ন কোন্ ব্যক্তি হরণ করিতে পারে? অথবা, দশরথের ঔরসে যাহার জন্ম, সে কিরূপে রাজ্য হরণ করিবে? ফলতঃ, আমি ও রাজ্য উভয়ই রামের নিজস্ব। অতএব, যাহা ন্যায্য, সভামধ্যে তাহাই বলিতে আজ্ঞা হউক। আপনি আর এরূপ অন্যায় আদেশ করিবেন না। সাক্ষাৎ দিলীপ ও নহুষের ন্যায়, পরম ধার্ম্মিক ও সকলের শ্রেষ্ঠ রাম আমাদের সকলেরই জ্যেষ্ঠ। অতএব, পিতা দশরথের ন্যায়, ককুৎস্থনন্দন রামই রাজ্য লাভ করিবেন। আমি যদি রামের রাজ্যহরণরূপ অসাধুসেবিত ও স্বর্গলোপকর পাপের অনুষ্ঠান করি, তাহা হইলে, ইক্ষ্বাকুকুলে কুলনাশন হইব। মা যে আমার পাপ করিয়াছেন, আমি কোন অংশেই তাহার পক্ষপাতী নহি। অতএব, আমি এখানে থাকিয়াই, গহনকাননচারী রামকে কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করিব। এবং তাঁহারই অনুগত হইব। সেই পুরুষোত্তম রামই আমাদের রাজা। অথবা, রঘুনন্দন রাম তিন লোকেরই রাজত্ব করিবার যোগ্যপাত্র। সমুদায় সভাসদ মহাত্মা ভরতের এই ন্যায়সঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া, রামে তদ্গত-চিত্ত হইয়া, আহ্লাদবশতঃ অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

ভরত পুনরায় বলিলেন, যদি আর্য্য রামকে বন হইতে ফিরাইতে না পারি, তাহা হইলে, আর্য্য লক্ষ্মণের ন্যায়, আমিও বনেই বাস করিব। সর্ব্বপ্রকার উপায়েই তাঁহাকে বন হইতে ফিরাইতে চেষ্টা করিব। আপনারা সকলেই সাধু, গুণবিৎ এবং বিশেষরূপে পূজনীয়। আপনাদের সমক্ষেই আমি প্রাণ

যত্ন করিব। যাহারা কোনরূপ বেতন না লইয়া কর্ম্ম করে, যাহারা কর্ম্মসমাপন পর্য্যন্ত কায়মনে তাহার সম্পাদনার্থ অকৃত্রিম যত্ন করে; এবং যাহারা পথ শোধন ও রক্ষা করিয়া থাকে, তাহাদের সকলকেই আমি পূর্ব্বেই প্রেরণ করিয়াছি। এক্ষণে নিজে যাত্রা করিতে অভিলাষ করি। ভ্রাতৃবৎসল ধর্ম্মাত্মা ভরত এইপ্রকার কহিয়াই, সমীপে অবস্থিত মন্ত্রণানিপুণ সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! আমি আজ্ঞা করিতেছি, তুমি শীঘ্র উঠিয়া গমন কর এবং সৈন্যদিগকে অবিলম্বেই যাত্রা করিতে আজ্ঞা দিয়া, আনয়ন কর।

মহাত্মা ভরত এইপ্রকার বলিলে, সুমন্ত্র অতিমাত্র হর্ষিত হইয়া, তাঁহার আদেশানুসারে সকলকে অভিলষিতরূপে যাত্রা করিতে আজ্ঞা দিলেন। প্রকৃতিগণ ও বলাধ্যক্ষ সকল, রামকে ফিরাইবার জন্য যাত্রার অনুমতি হইয়াছে, শুনিয়া, বিপুল পুলক লাভ করিল। সৈন্যগণের স্ত্রী সকলও এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, গৃহে গৃহে সহর্ষে স্ব স্ব স্বামীদিগকে ত্বরা দিতে লাগিল। অনন্তর সেনাধ্যক্ষগণ যোধগণের সহিত মিলিত হইয়া, অশ্ব, শকট, ও রথাদিতে আরোহণ করিয়া, সৈন্যদিগকে সত্বর প্রেরণা করিল। মহাত্মা ভরত, সমুদায় সৈন্য সজ্জিত হইয়াছে, দেখিয়া, গুরুদেব বশিষ্ঠের সাক্ষাতে পার্শ্বস্থিত সুমন্ত্রকে কহিলেন, ত্বরাপূর্ব্বক আমার রথ যোজনা কর। সুমন্ত্র পরম হর্ষাবিষ্ট হইয়া, তদীয় আজ্ঞা শিরোধার্য্য করত উৎকৃষ্ট অশ্বযোজিত রথ লইয়া তথায় উপনীত হইলেন। তখন সত্যশীল, দৃঢ় ও সত্যবিক্রম এবং প্রতাপান্বিত ভরত মহাবনবিহারী যশস্বী রামকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য, যুক্তিযুক্ত বাক্যে সুমন্ত্রকে কহিলেন, সূত! তোমারও রামদর্শনে ঐকান্তিক ইচ্ছা আছে। অতএব আমার আজ্ঞানুসারে শীঘ্রই উঠিয়া গমন কর এবং সমুদায় সৈন্য একত্র করিবার জন্য বলপ্রধান ও বলাধ্যক্ষদিগকে এবং সুহৃদ্‌গণকেও আদেশ কর।

অনন্তর ভরতের আদেশে গৃহে গৃহে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র, বৈশ্য ও শূদ্র, সকল বর্ণই সমুত্থিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ উষ্ট্র, রথ, গর্দ্দভ, হস্তী, এবং অত্যুৎকৃষ্ট অশ্ব সকল যোজনা করিতে লাগিল।

—•*•—

ত্র্যশীতিতম সর্গ।

অনন্তর ভরত প্রাতঃকালে উঠিয়াই, উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিয়া, রামদর্শনাভিলাষে অবিলম্বেই প্রস্থান করিলেন। সমুদায় মন্ত্রী ও পুরোহিতগণ অশ্বযুক্ত সূর্য্যরথসদৃশ রথে অধিরূঢ় হইয়া, অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন। ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন ভরত যাত্রা করিলে, নয় হাজার হস্তী যথাবিধানে সজ্জিত হইয়া, তাঁহার অনুগমন করিল। এতদ্ভিন্ন, ষাট হাজার রথ, বিবিধ অস্ত্রধারী ধন্বিগণ এবং অশ্বারোহিসমেত শতসহস্র অশ্ব পরম যশস্বী, জিতেন্দ্রিয়, সত্যপ্রতিজ্ঞ, রাজপুত্র, রঘুনন্দন ভরতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। কৈকেয়ী, সুমিত্রা ও যশস্বিনী কৌশল্যা ইঁহারা রামকে আনিবার জন্য সন্তুষ্ট হইয়া, পরম উজ্জ্বল যানে আরোহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। প্রধান প্রধান মান্য-গণ্য ব্যক্তিগণও রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিবার জন্য, রামের কথা কহিতে কহিতে হৃষ্টচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, কত দিনে আমরা জলধরের ন্যায় শ্যামবর্ণ, মহাবাহু, ধৈর্য্যশালী, দৃঢ়ব্রত ও সকল লোকের শোকনিবারণ রামকে দর্শন করিব। সূর্য্য যেমন উদিত হইয়াই ত্রিভুবনের অন্ধকার নাশ করেন, রামও তেমনি দৃষ্টমাত্রেই আমাদের সকল শোক শান্তি করিবেন। তৎকালে নগরবাসী ব্যক্তিগণ পরম হর্ষে এইপ্রকার বাক্যালাপ করিতে করিতে, পরস্পর আলিঙ্গন করত গমন করিতে লাগিলেন। অযোধ্যানগরে অন্যান্য যে সকল প্রসিদ্ধ বণিক ও প্রজা বাস করিত, তাহারা সকলেই হর্ষাবিষ্ট চিত্তে রামের প্রতি গমন করিল। এবং যে কেহ সুন্দর মণিকার, কুম্ভ-

কার, তন্তুবায় ও শস্ত্রজীবী ছিল, সকলেই প্রস্থান করিল। এতদ্ভিন্ন, ময়ূর-ব্যবসায়ী, করপত্র (করাত)-ব্যবসায়ী, মণিমুক্তাদির ছিদ্র-কার, কাচাদি-নির্ম্মাণকার, দন্তকার, সূপকার, গন্ধোপজীবী, সুবিখ্যাত স্বর্ণকার, কম্বলকার, স্নাপক (যাহারা স্নান করাইয়া দেয়), অঙ্গমর্দ্দক, বৈদ্য, ধূপ-জীবী, মদ্যকার, রজক, তুন্নবায় (অর্থাৎ শেলাইওয়ালা), গ্রাম ও আভীরপল্লীবাসী প্রধান প্রধান ব্যক্তি, নট ও কৈবর্ত্তগণ সকলে স্ব স্ব স্ত্রীর সহিত গমন করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র সদাচারনিষ্ঠ বেদবিৎ ব্রাহ্মণ ঐকান্তিক চিত্তে শকটারোহণে ভরতের অনুগমন করিলেন। সকলেই সুন্দর বেশ, সুন্দর বস্ত্র ও সুমার্জ্জিত অনুলেপন ধারণ করিয়া, সুন্দর যান সকলে আরোহণ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে ভরতের পশ্চাদ্-গমনে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই রূপে কৈকেয়ীনন্দন ভ্রাতৃবৎসল ভরত রামকে আনিতে যাত্রা করিলে, সৈন্য সকল পরম হর্ষে ও আনন্দে অনুগমন করিল। এবং রথ যান অশ্ব ও গজারোহণে বহু দূর অতিক্রম করিয়া, শৃঙ্গবের নগরে ভাগীরথী সান্নিধ্যে সমাগত হইল। রামের সখা শৃঙ্গবেরপতি বীর গুহ জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া, সর্ব্বদা অতি সাবধানে ঐ স্থানে বাস করেন। ভরতের অনু-গামিনী চতুরঙ্গিণী সেনা চক্রবাকভূষিত ভাগীরথীতীরে উপনীত হইয়া, শিবির সন্নিবেশ করিল। বাক্যবিন্যাসপটু ভরত সৈন্য-দিগকে গমনে উদ্যমহীন, এবং পুণ্যতোয়া ভাগীরথীকে, দর্শন করিয়া, মন্ত্রীদিগের সকলকেই বলিলেন, আমি অভিপ্রায় করি-য়াছি, অদ্য বিশ্রাম করিয়া, কল্য গঙ্গাপার হইয়া যাইব। অত-এব সৈন্যদিগকে বিশ্রাম দেওয়া হউক। এক্ষণে, স্বর্গপ্রাপ্ত রাজা দশরথের পরলোক নিমিত্ত তর্পণ করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে; তজ্জন্য ভাগীরথীতে অবতরণ করিব। তিনি এই-প্রকার বলিলে, অমাত্যগণ যে আজ্ঞা বলিয়া ঐকান্তিকচিত্তে স্ব-স্ব ইচ্ছায় পৃথক্ পৃথক্‌ক্রমে সৈন্য সকল সন্নিবেশিত করিলেন।

[illegible] ভরত এই রূপে মহানদী গঙ্গার তটে যথাবিধানে বিবিধ উপকরণশোভিনী চতুরঙ্গিণী সেনা সন্নিবিষ্ট করিয়া, রামকে কিরূপে ফিরাইয়া আনিবেন, কেবল সেই বিষয়ই চিন্তা করত তথায় অবস্থিতি করিলেন।

—•—

চতুরশীতিতম সর্গ।

এদিকে, গঙ্গাতীর আশ্রয় করিয়া, চতুরঙ্গিণী সেনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, দেখিয়া গুহ জ্ঞাতিদিগকে কহিলেন, গঙ্গাতীরে এই যে সাগরসদৃশী সেনা লক্ষিত হইতেছে, মনে মনে চিন্তা করিয়াও, ইহার অন্ত পাইতেছি না। নিশ্চয়ই দুর্ব্বুদ্ধি ভরত স্বয়ং আগমন করিয়াছে। ঐ দেখ, রথোপরি প্রকাণ্ডাকৃতি কোবিদার-ধ্বজ শোভা পাইতেছে। ঐ ধ্বজ ইক্ষ্বাকুদিগের চিহ্ন। ভরত, হয় আমাদিগকে পাশ দ্বারা বন্ধন, না হয়, এক কালেই হত্যা করিবে। এবং আমাদিগকে ঐরূপ করিয়া, পরে পিতাকর্ত্তৃক রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত রামকে বধ করিবে। ফলতঃ, কৈকেয়ীর পুত্র ভরত পরম দুর্লভ রাজশ্রী সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিবার আশয়েই রামকে মারিতে উদ্যত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু দশরথ-নন্দন রাম আমার সখা ও ভর্ত্তা। অতএব তোমরা সকলে তাঁহার প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত কবচ বন্ধন করিয়া, আমার সান্নিধ্যে অবস্থান কর। আমার অধীনস্থ ধীবরগণ সকলেই নদী-তরণ-পথের বিঘ্নসাধনার্থ মাংস, মূল ও ফল ভক্ষণ করত বলবান্ হইয়া, এই গঙ্গাতীর আশ্রয় করিয়া থাকুক। কৈবর্ত্তগণ তোমরা এক এক শ করিয়া, পাঁচ শত নৌকার এক এক শতে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া থাক। ভরত যদি রামের বিষয়ে তুষ্ট থাকেন, তবেই, এই সেনা আজি কুশলে গঙ্গাপার হইবে,

মনুষ্য নহে। এই বলিয়া নিষাদপতি গুহ মৎস্য, মাংস ও মধু উপঢৌকন লইয়া, ভরতকে দেখিবার জন্ম গমন করিলেন।

প্রতাপশালী কালজ্ঞ সুমন্ত্র তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া, নিতান্ত বিনীতভাবে ভরতকে নিবেদন করিলেন, জ্ঞাতিসহস্রে পরিবেষ্টিত এই বৃদ্ধ গুহ ভবদীয় ভ্রাতা রামের সখা। এবং দণ্ডকারণ্যের সকল বৃত্তান্তই অবগত আছেন। অতএব হে ককুৎস্থনন্দন! নিষাদপতি গুহ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করুন। রাম ও লক্ষ্মণ যেখানে আছেন, ইনি নিঃসন্দেহই তাহা জানেন। সুমন্ত্রের এই মনোহর বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভরত কহিলেন, নিষাদপতি শীঘ্রই আমার সহিত সাক্ষাৎ করুন। তখন গুহ ভরতের অনুজ্ঞা লাভে পরম সন্তুষ্ট ও জ্ঞাতিগণে বেষ্টিত হইয়া, তাঁহার সমীপে আগমন পূর্ব্বক নম্রভাবে কহিলেন, আপনি প্রস্থান সময়ে আমাকে কোনরূপ আজ্ঞা করিয়া পাঠান নাই, ইহাতে আমাকে অনুগ্রহ দানে বঞ্চনা করা হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে আমি সমুদায় রাজ্য নিবেদন করিতেছি। আপনি নিজদাস বিবেচনায় আমার গৃহে অবস্থিতি করুন। আর আমার এই রাজ্য গৃহসমীপস্থ উপবনসদৃশ বোধ করিবেন। এক্ষণে নিষাদগণ স্বহস্তে এই ফল, মূল, আর্দ্র ও শুষ্কমাংস এবং নীবারাদি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে, এই সমস্ত গ্রহণ করিতে অনুমতি হউক। আমার ঐকান্তিক অভিলাষ, সৈন্যসকল আমাদের গৃহে উত্তমরূপে ভোজন করিয়া, অদ্য রাত্রি অবস্থিতি করে এবং আমরা নানাপ্রকার অভিলষিত সামগ্রী প্রদান দ্বারা আপনারও সবিশেষ সৎকার বিধান করি। পরে আগামী কল্য আপনি সসৈন্যে প্রস্থান করিবেন।

—•••—

পঞ্চাশীতিতম সর্গ।

নিষাদরাজ গুহ এইপ্রকার কহিলে, পরমপ্রাজ্ঞ ভরত হেতু-গর্ভ ও অর্থসঙ্গত বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন, তুমি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামের সখা। এক্ষণে, আমার এই সৈন্যদিগকে বিশেষ রূপে অর্চ্চনা করিতে তোমার যে অভিলাষ হইয়াছে, ইহাতেই আমার বিশিষ্টরূপ সৎকার করা হইল। পরমতেজস্বী শ্রীমান্ ভরত এইপ্রকার উৎকৃষ্ট বাক্যে গুহকে সম্ভাষণ করিয়া, পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন, গঙ্গার অন্তর্গত এই জল-প্রায় দেশে সহজে প্রবেশ করা বা উত্তীর্ণ হওয়া সাধ্য নহে। অতএব, কোন্ পথে ভরদ্বাজাশ্রমে গমন করিব, বল। শ্রীমান্ রাজপুত্র ভরতের এই কথা শ্রবণ করিয়া, দুর্গম স্থান সকলের মর্ম্মজ্ঞ গুহ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, হে মহাবল রাজপুত্র! দেশের কোথায় কি আছে তদ্বিষয়ে জ্ঞানবিশিষ্ট দাশগণ পরম সমাহিত হইয়া, আপনার অনুগমন করিবে এবং আমিও আপনার অনুযাত্রী হইব। ইহাতে আপনার দুর্গম স্থানে কোনরূপ ভয়ের সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, আপনি ত পুণ্যকর্ম্মা রামের মন্দ চেষ্টায় গমন করিতেছেন না? আপনার এই মহতী সেনা দেখিয়া, আমার মনে অত্যন্ত শঙ্কা হইতেছে।

গুহ এইপ্রকার বলিতে লাগিলে, আকাশের ন্যায় নির্ম্মল-স্বভাব ভরত মনোহর বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, রাম আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও পিতার সমান। অতএব আমার প্রতি কোন-রূপ শঙ্কা করা তোমার উচিত হয় না। আমায় যেন কোন কালেই রঘুনন্দন রামের মন্দ করিতে না হয়। হে গুহ! সত্য বলিতেছি, আমি বনবাসী ককুৎস্থনন্দন রামকে ফিরাইবার জন্যই যাইতেছি। এবিষয়ে আমার প্রতি তোমার অন্যরূপ আশঙ্কা

করা উচিত হয় না। ভরতের কথা শুনিয়া গুহের বদন প্রফুল্ল হইল। তিনি হর্ষিত হইয়া, পুনরায় বলিতে লাগিলেন, আপনিই ধন্য। আপনার তুল্য পৃথিবীতে দেখি না। দেখুন, আপনি বিনা-যত্নেই-প্রাপ্ত রাজ্য ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আর, আপনি বনবাসী রামকে ফিরাইয়া আনিতে ইচ্ছা করিতেছেন। ইহাতে নিশ্চয়ই আপনার কীর্ত্তি অক্ষয় ও সর্ব্বলোক-ব্যাপিনী হইবে। গুহ ও ভরতের এইরূপ কথোপকথন হইতে হইতে সূর্য্যের প্রভা নষ্ট ও রাত্রি সমাগত হইল। তখন শ্রীমান্ ভরত শত্রুঘ্নের সহিত গুহ কর্ত্তৃক আপ্যায়িত হইয়া, সেনাসন্নিবেশ পূর্ব্বক পুনরায় শয়ন করিলেন। তিনি কখন শোক পাইবার উপযুক্ত নহেন। তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বদাই ধর্ম্মের দিকে এবং আত্মাও অতিশয় উন্নত। এক্ষণে শয়ন করিয়া রামের চিন্তা করিতে করিতে, তাঁহার অনির্ব্বচনীয় শোক উপস্থিত হইল। কোটরস্থ অগ্নি যেমন বনদাহাগ্নি-সন্তাপিত বৃক্ষকে দগ্ধ করে, সেইরূপ, তিনি সেই শোকানলে অন্তর্দ্দাহে সন্তপ্ত হইতে লাগিলেন। সূর্য্যকিরণে সন্তপ্ত হইলে, হিমালয় যেমন হিমরাশি ক্ষরণ করে, তাঁহার সর্ব্ব-শরীর হইতে তেমনি শোকাগ্নি-সম্ভূত ঘর্ম্মবারি বিনিঃসৃত হইতে লাগিল। দুঃখরূপ পর্ব্বত তাঁহাকে একবারেই অবসন্ন করিয়া, আক্রমণ করিল। রামের চিন্তা ঐ পর্ব্বতের অত্যন্ত কঠিন শিলাসমূহ; ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস উহার গৈরিকাদি ধাতু; বল্লী-লতা উহার বৃক্ষসমূহ; শোকজনিত মানসিক অবসাদ উহার বহু-মূল শৃঙ্গ; অতিমাত্র মোহ উহার বন্য প্রাণিসমূহ; এবং আন্তরিক ও বাহ্যিক সন্তাপ ঐ পর্ব্বতের ওষধি ও বেণু। এইরূপে পরম আপদে পতিত হইয়া, তাঁহার সংজ্ঞালোপ পাইল এবং মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। এবং অন্তর্দ্দাহে অভিভূত হইয়া, যূথভ্রষ্ট বৃষভের ন্যায় কোনমতেই শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। ঐসময়ে, গুহের সহিত মিলিত মহাত্মা ভরত সপরিবারে একাগ্রচিত্তে, জ্যেষ্ঠ

অযোধ্যারাজের চিন্তা করিয়া, নিতান্ত দুর্মনা হইলে, নিষাদরাজ পুনর্বার তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন।

ষড়শীতিতম সর্গ।

অনন্তর গহনবাসী গুহ, অপরিসীম তেজস্বী ভরতের নিকট রামের প্রতি মহাত্মা লক্ষ্মণের সদ্ভাব বর্ণন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, গুণশালী লক্ষ্মণ রামের রক্ষাজন্য উৎকৃষ্ট ধনুর্ব্বাণ হস্তে জাগিয়া রহিলে, আমি তাঁহাকে কহিলাম, তাত রঘুনন্দন! আপনার জন্য এই সুখময়ী শয্যা প্রস্তুত করা হইয়াছে। আপনি সুখে ইহাতে শয়ন করুন; রামের জন্য আপনার কোন শঙ্কা নাই। আপনি চিন্তা ও শোক ত্যাগ করুন। দেখুন, আপনি সুখভোগ করিবার যোগ্যপাত্র। আর, এই সকল লোক কষ্ট পাইবার উপযুক্ত। অতএব হে ধর্ম্মাত্মন্! আমরাই রামের রক্ষা জন্য জাগিয়া থাকিব। অথবা, আপনার অগ্রে সত্য করিয়া বলিতেছি, রাম অপেক্ষা পৃথিবীতে আর কেহই আমার অধিক প্রীতিপাত্র নহে। আপনি রামের জন্য কোন মতেই উৎকণ্ঠিত হইবেন না। আমার বিলক্ষণ আশা আছে, রাম প্রসন্ন হইলে, ইহলোকে আমি বিপুল যশ এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম পাইতে পারিব। অতএব আমি সমুদায় জ্ঞাতিগণে মিলিত হইয়া, ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক সীতার সহিত নিদ্রান্বিত প্রিয়সখা রামের রক্ষা করিব। আমি সর্ব্বদা এই বনে বিচরণ করিয়া থাকি। সুতরাং, ইহার কিছুই আমার অবিদিত নাই। আর, যুদ্ধে আমরা চতুরঙ্গ সৈন্যও বিশেষরূপে আয়ত্ত করিতে পারি।

এইপ্রকার কহিলে, মহাত্মা লক্ষ্মণ ধর্ম্মপানে চাহিয়া, আমাদের সকলকে অনুনয় করিয়া বলিলেন, দশরথনন্দন রাম সীতার সহিত ভূমিতে শুইয়া থাকিতে, আমি কিরূপে ঘুমাইতে, বাঁচিতে

অথবা, সুখী হইতে পারি ? সমুদয় দেব ও অসুরগণও যুদ্ধে যাঁহাকে আঁটিতে পারে না, হে গুহ ! সেই রাম আজি সীতার সহিত তৃণমধ্যে শয়ন করিয়া আছেন, দেখ ! এই রামই রাজা দশরথের অনুরূপ লক্ষণবিশিষ্ট একমাত্র পুত্র ; বহু পরিশ্রমে ও বিস্তর তপস্যা করিয়া, রাজা ইহাঁকে পাইয়াছেন। অতএব, ইনি বনবাসী হওয়াতে, রাজা আর অধিক দিন বাঁচিবেন না। পৃথিবী নিশ্চয়ই অতিশীঘ্র বিধবা হইবেন। রাজার মহিষী সকলও খেদ ভরে ঘোরতর চীৎকার করিয়া, প্রাণত্যাগ করিবেন। অদ্য নিশ্চয়ই সমুদায় রাজভবন এক বারে নিঃশব্দ হইবে। ফলতঃ, কৌশল্যা, রাজা এবং জননী সুমিত্রা, ইহাঁরা বাঁচিবেন, কোন-মতেই আশা করি না। যদি বাঁচেন, এই রাত্রিমাত্র, আর নহে। অথবা, দেবী সুমিত্রা শত্রুঘ্নের মুখাপেক্ষায় বাঁচিতে পারেন, কিন্তু বীর-জননী কৌশল্যা এইপ্রকার দুঃখের অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর, পিতা রামকে রাজ্য দিতে মনোরথ করিয়া, একবারেই তাহাতে বঞ্চিত হইয়াছেন। সুতরাং, তিনি রামকে রাজা করিতে না পারিয়া, নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবেন। এই রূপে কাল উপস্থিত হইলে, পিতা যখন পরলোক গমন করিবেন, যাঁহারা সমুদায় প্রেতকার্য্যে তাঁহার সংস্কার করিবেন, তাঁহারাই যথার্থ ভাগ্যবান্ মহাপুরুষ। আহা, পিতার রাজধানী অযোধ্যা রমণীয় চত্বর-সংস্থান, সুবিভক্ত মহাপথ, হর্ম্ম্য ও প্রাসাদ এবং সর্ব্বপ্রকার রত্ন এই সকলে বিভূষিত ; গজ অশ্ব ও রথসমূহে পরিপূর্ণ ; বিবিধ বাদ্যধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত ; সর্ব্বপ্রকার কল্যাণবিশিষ্ট ; সর্ব্বদাই হৃষ্ট পুষ্ট লোক সকলে পরিব্যাপ্ত, এবং উদ্যান, উপবন, সমাজ ও উৎসব-পরম্পরায় বিরাজমান। যাহারা তথায় বিচরণ করিবে, তাহারাই যথার্থ-সুখী। হে গুহ ! পঞ্চদশ বৎসর ব্রতপালনান্তে আমরাও কি সত্যপ্রতিজ্ঞ রামের সহিত নিরাপদে ঐ অযোধ্যায় প্রবেশ করিয়া সুখী হইতে পারিব ? রাজপুত্র মহাত্মা লক্ষ্মণ এইরূপ বিলাপ

[illegible] হইয়া এইপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিলে, রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। প্রাতঃকালে সুনির্ম্মল সূর্য্যমণ্ডল সমুদিত হইলে, এই ভাগীরথীতীরে উভয়ের জটা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া, আমি সুখে দুই জনকে গঙ্গা পার করাইলাম। তখন সেই হস্তীযূথসদৃশ মহাবল তেজস্বী শত্রুদমন রাম ও লক্ষ্মণ আর অপেক্ষা না করিয়া, জটাবল্কল ধারণ এবং উৎকৃষ্ট তূণীর ও ধনুর্গ্রহণ পূর্ব্বক সীতার সহিত প্রস্থান করিলেন।

—•••—

সপ্তাশীতিতম সর্গ।

ভরত গুহের এই দারুণ অপ্রিয় কথা শুনিয়া যেমাত্র উহা শুনিলেন, সেইক্ষণেই গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার ভুজযুগল অতিবিশাল, স্কন্ধ সিংহের ন্যায় উন্নত, লোচনদ্বয় পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত। এবং তিনি অতিমাত্র ধৈর্য্যশীল, সুকুমার, যুবা ও দেখিতে অতি সুন্দর। এই কথা শুনিয়া, তাঁহার মন অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অনন্তর মুহূর্ত্তকাল পরে তিনি কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য লাভ করিয়া, পুনরায় অঙ্কুশ দ্বারা বিদ্ধহৃদয় হস্তীর ন্যায়, সহসা অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। ভরতকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া, নিষাদরাজের মুখ মলিন হইল এবং তিনি, ভূমিকম্পে বৃক্ষের ন্যায়, ব্যথিত হইলেন। শত্রুঘ্ন নিকটে ছিলেন। তিনিও তদবস্থ ভরতকে আলিঙ্গন করিয়া শোকে কর্শিত ও সংজ্ঞাহীন হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ভরতের মাতৃগণ সকলেই তথায় সমাগত হইলেন। তাঁহারা উপবাসে ও স্বামি-বিয়োগে নিতান্ত শীর্ণকায় এবং যাহার পর নাই ব্যাকুল-ভাবাপন্ন। সকলে আসিয়া ভূ-পতিত ভরতকে বেষ্টন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা নিকটে আসিয়াই নিতান্ত ব্যাকুল চিত্তে গাঢ় করে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

অনন্তর সেই পুত্রবৎসলা তপস্বিনী কৌশল্যা, আপনার পুত্রকে যেমন, ভরতকেও তেমনি আলিঙ্গন করিয়া, শোকমাত্র-পরায়ণা হইয়া, রোদন করিতে করিতে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! কোন ব্যাধি ত তোমার শরীরে অসুখ দিতেছে না? আহা, এই রাজকুলের যে আর কেহই নাই! এক্ষণে তুমি মাত্রই ইহার জীবনের অবলম্বন! বৎস! রাম, ভ্রাতার সহিত বনবাসী হইয়াছেন; আমরা তোমারই মুখ চাহিয়া কেবল বাঁচিয়া আছি। এক্ষণে, আমাদের সকলের রক্ষা করে, তোমা বই এমন দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। বৎস! লক্ষ্মণের ত কোনরূপ অকুশল শুন নাই? অথবা, এক বই আমার আর পুত্র নাই। সেই পুত্রও আবার স্ত্রীর সহিত বনে গিয়াছেন। তাঁহারও ত কোন কুঘটনা শুন নাই?

পরম যশস্বী ভরত মুহূর্ত্ত পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া, রোদন করিতে করিতে, কৌশল্যাকে সান্ত্বনা করিয়া, গুহকে এই কথা বলিলেন, হে গুহ! আমার ভ্রাতা রাম কোথায় রাত্রিবাস করিয়াছিলেন এবং কি খাইয়া কিরূপ শয্যায় ঘুমাইয়াছিলেন? সীতা এবং লক্ষ্মণ ইঁহারাই বা কোথায় ছিলেন? আমাকে বল।

নিষাদরাজ গুহ রামের ন্যায় প্রিয় ও উপকারী অতিথির প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, সহর্ষে ভরতের নিকট তাহা বর্ণন করিয়া কহিলেন, আমি ভক্ষণার্থ নানাপ্রকার অন্ন, ভোজনীয় ও ফলমূল রামকে উপহার দিয়াছিলাম। সত্যপরাক্রম রাম আমার প্রতি অনুগ্রহ জন্য তৎসমস্ত বাক্যমাত্রে গ্রহণ করিয়া, পুনরায় আমাকেই দিলেন। ক্ষত্রধর্ম্ম স্মরণ করিয়া, প্রতিগ্রহ করিলেন না। আমাকে এই কথা বলিলেন, সখে! আমরা ক্ষত্রিয়, সর্ব্বদা আমাদের প্রতিগ্রহ করিতে নাই। এই বলিয়া সেই মহাত্মা আমাদের সকলকে অনুনয় করিলেন। অনন্তর মহানুভাব লক্ষ্মণ জল আনিয়া দিলে, তিনি সীতার সহিত তাহা পান করিয়া, উপবাস করিয়া রহিলেন। তিনি ঐ রূপে পান করিয়া, যে জল অবশিষ্ট রহিল, লক্ষ্মণ এবং তদ্দ্বারা পানক্রিয়া

[illegible] করিলেন। পরে সুমন্ত্র-মিলিয়া তিন জনে বাক্যসংযম পূর্ব্বক একাগ্র চিত্তে সন্ধ্যাবন্দনা করিলেন। সন্ধ্যাবন্দনান্তে লক্ষ্মণ স্বহস্তে কুশ সকল আহরণ করিয়া, অবিলম্বে রামের জন্য সুন্দর শয্যা প্রস্তুত করিলেন। এবং রাম সীতার সহিত সেই শয্যায় শয়ন করিলে, তিনি তাঁহাদের দুই জনের চরণ ক্ষালন করিয়া দিয়া, তথা হইতে সরিয়া গেলেন। এই সেই ইঙ্গুদী তরুতল এবং এই সেই তৃণরাশি; রাম সীতা দুই জনে সেই রাত্রি এইখানেই শুইয়াছিলেন। তাঁহারা শয়ন করিলে, শত্রুদমন লক্ষ্মণ নিয়মানুসারে পৃষ্ঠে শরপূর্ণ তূণীর ও করতলে অঙ্গুলিত্রাণ বন্ধন এবং হস্তে গুণযুক্ত মহৎ ধনু ধারণ করিয়া, রামের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করত রাত্রি জাগিয়া থাকিলেন। অনন্তর আমিও উৎকৃষ্ট ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া, মহেন্দ্র তুল্য রামের বিশেষরূপে রক্ষা করত, লক্ষ্মণ যেখানে, সেইখানে অবস্থিতি করিলাম। আমার জ্ঞাতিগণ সকলেই ধনু গ্রহণ করিয়া, আমার সহিত ঐরূপে জাগিয়া রহিলেন।

—•—

অষ্টাশীতিতম সর্গ।

ভরত মন্ত্রিগণের সহিত বিশেষ প্রণিধান পূর্ব্বক এই সকল শ্রবণ করিয়া, ইঙ্গুদীতলে আগমন পুরঃসর রামের শয্যা নিরীক্ষণ করিলেন, এবং মাতৃগণের সকলকেই বলিলেন, মহাত্মা রাম এইখানে রাত্রিতে শুইয়াছিলেন এবং ভূমিতে শয়ন করিয়া, এই খানে তাঁহার সর্ব্বশরীর চূর্ণ-প্রায় হইয়াছিল। রাজাধিরাজ-চক্রবর্ত্তী পরম ভাগ্যশালী ধীমান্ দশরথের ঔরসে জন্মিয়া রাম কখন মাটীতে শয়ন করিতে পারেন না। আহা, পুরুষোত্তম রাম চিরকাল মৃগচর্ম্মের উত্তরীয়বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট শয্যাসমূহে শয়ন করিয়াছেন! কিরূপে এখন ভূমিতে শয়ন করিতেছেন! অথবা, [illegible] বিমানাকৃতি প্রাসাদ সকলের শিখরস্থ গৃহে ও

বলভীতে শয়ন করিয়াছেন এবং যাহাদের ভূভাগ স্বর্ণ ও রৌপ্য-ময়, যাহারা উৎকৃষ্ট শয্যায় ভূষিত, পুষ্পসমূহে চিত্রিত, চন্দন ও অগুরু গন্ধে আমোদিত, শ্বেতবর্ণ আকাশের ন্যায় প্রতিভাবিশিষ্ট, শুকসমূহের কলরবে প্রতিধ্বনিত, নানাপ্রকার সুগন্ধে ও গীত-ধ্বনিতে সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ, এবং যাহাদের ভিত্তি সকল কাঞ্চন-ময় ও যাহারা মেরু-পর্ব্বতের ন্যায় উন্নত, তাদৃশ অত্যুৎকৃষ্ট প্রাসাদ সকলে তিনি অহোরহ বাস করিয়াছেন। এখন কিরূপে ভূমিতে শয়ন করিতেছেন! তিনি ঐ সকলে শয়ন করিয়া, প্রাতঃকালে গীত-বাদিত্র-নির্ঘোষ এবং উৎকৃষ্ট অলঙ্কার ও মৃদঙ্গ সকলের সুমধুর শব্দে সর্ব্বদাই জাগরিত হইতেন এবং বহুসংখ্য বন্দী, সূত ও মাগধ সকল যথাকালে মিলিত হইয়া, অনুরূপ গাথা ও স্তুতিসমূহে তাঁহার বন্দনা করিত। এখন তিনি এই সকলে বঞ্চিত হইয়া, কিরূপে মাটীতে কেবল শয়ন করিলেন! আমার ইহা বিশ্বাস হইতেছে না; সম্পূর্ণই অলীক বলিয়া বোধ হই-তেছে, এবং তজ্জন্য, এবিষয়ে আমি ভাবিয়াও কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। অথবা, আমি স্বপ্ন-কথা শুনিতেছি, কিংবা স্বয়ং স্বপ্ন দেখিতেছি, বোধ হয়। বুঝিলাম, কাল অপেক্ষা কোন দেবতাই অধিক বলবান্ নহেন। দেখ, রাম দশরথের আত্মজ হইয়াও, এই কালবশে মাটীতে শয়ন করিলেন। এবং যিনি বিদেহপতি জনকের কন্যা এবং সাক্ষাৎ দশরথের পরম প্রণয়-পাত্রী পুত্রবধূ, সেই প্রিয়দর্শনা সীতাকেও এই কালপ্রভাবে ভূমিতে শয়ন করিতে হইল! ভ্রাতা রামের এই শয্যা, এই তিনি সুন্দররূপে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, এই কঠিন সমান ভূমিতে তৃণসকল তাঁহার গাত্রসংস্পর্শে বিমর্দ্দিত হইয়াছে। কল্যাণী সীতাও অলঙ্কৃতা হইয়া, এই শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, বোধ হইতেছে। কেন না, ইহার সর্ব্বত্রই স্বর্ণবিন্দু সকল লাগিয়া রহিয়াছে। আর, তৎকালে জনকনন্দিনী আপনার উত্ত-রীয়ও ইহাতে লাগাইয়াছিলেন; ইহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে।

হের না, রেশমের সুতা সকল উহাতে সংলগ্ন হইয়া, শোভা পাইতেছে। বুঝিলাম, স্বামী যে শয্যায় শয়ন করেন, তাহা কোমল বা কঠিন, যাহাই হউক, তাহাই স্ত্রীর পক্ষে সুখ-দায়ক। দেখ, পতিব্রতা সীতা বালিকা ও সুকুমারী হইয়াও, ঈদৃশ কঠিন ভূমিশয়নে কিছুই দুঃখ বোধ করেন নাই। হায়, আমি হত হইলাম! হায়, আমি একবারেই দয়া মমতা ত্যাগ করিয়াছি! দেখ, আমারই জন্য রঘুনন্দন রাম ভার্য্যার সহিত, অনাথের ন্যায়, ঈদৃশ কঠিন ও জঘন্য শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন! ইক্ষাকুবংশ অখণ্ড মেদিনীমণ্ডলের অদ্বিতীয় অধিপতি। রাম সেই বংশে জন্মিয়াছেন এবং সকল লোকেরই সুখ সমুৎপাদন ও প্রিয় সম্পাদন করেন। তাঁহার কলেবর ইন্দীবর সদৃশ শ্যামবর্ণে রঞ্জিত, লোচনযুগল রক্তবর্ণ এবং তিনি দেখিতে অতি মনোহর, সর্ব্বদাই সুখভোগ করিয়াছেন, কখন কষ্ট পাইবার উপযুক্ত নহেন। এক্ষণে, তিনি অত্যুৎকৃষ্ট ও পরম অভীষ্ট রাজ্য ত্যাগ করিয়া, ভূমিতে শয়ন করিলেন, ইহা অপেক্ষা আমার দুর্ভাগ্য ও দুঃখের বিষয় আর কি আছে! বিবিধ-শুভ-লক্ষণ-লক্ষিত মহাবাহু লক্ষ্মণই ধন্য, যিনি এই সঙ্কটসময়ে ভ্রাতা রামের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন! আর, জানকীও স্বামীর সঙ্গে বনগামিনী হইয়া, নিশ্চয়ই সকল অভীষ্ট ও সকল সৌভাগ্য লাভ করিলেন! আমরাই কেবল সেই মহাত্মা কর্ত্তৃক বর্জ্জিত হইয়া, সংশয়-দশায় পতিত হইলাম! এক্ষণে, রাজার স্বর্গলাভ এবং রাম বনবাসী হওয়াতে, সমুদায় পৃথিবী আমার কর্ণধার-হীন নৌকার ন্যায়, শূন্য বোধ হইতেছে। রাম অরণ্য আশ্রয় করিয়াছেন; তথাপি তাঁহার ভুজবল-রক্ষিত এই পৃথিবী, আমার ন্যায় কোন ব্যক্তিই মনেও প্রার্থনা করিতে পারে না। আর, যদিও এই অযোধ্যার প্রাচীর সকল রক্ষকহীন, গজ ও অশ্ব সকল স্বাধীন-ভাবাপন্ন, পুরদ্বার সকল অনাবৃত এবং সৈন্য সকল অপ্রহৃষ্ট হইয়াছে, এবং যদিও ইহার পূর্ব্বের ন্যায় বল নাই, রক্ষা নাই ও

আবরণ নাই; কিন্তু রামের বাহুবীর্য্যে রক্ষিত বলিয়া, উন্মুক্ত কবাট-পত্র অযোধ্যাকেও বিষময় খাদ্যের ন্যায়, শত্রুগণ গ্রহণ করিতে উৎসুক নহে। যাহা হউক, আজি হইতে আমি তৃণে বা ভূমিতে শয়ন করিব। এবং জটাচীর ধারণ পূর্ব্বক নিত্য ফল মূল ভক্ষণ করিব। রামহীন জীবনে সুখে প্রয়োজন কি? আমি তাঁহার হইয়া, নিজেই চৌদ্দবৎসর বনে থাকিব। ইহাতে আমার সুখ-লাভ এবং তাঁহারও প্রতিজ্ঞাপালন হইবে। রামের জন্য বন-বাসী হইলে, শত্রুঘ্ন আমার সঙ্গে থাকিবেন। এবং আর্য্য রাম লক্ষ্মণের সহিত অযোধ্যার পালন করিবেন। দ্বিজাতিগণ সেই ককুৎস্থনন্দন রামকে অযোধ্যা-রাজ্যে অভিষেক করিবেন। এক্ষণে, দেবতারা কি আমার এই মনোরথ সফল করিবেন? স্বয়ং অবনত মস্তকে নানা প্রকারে প্রসন্ন করিয়া, যদি তাঁহার প্রসাদলাভে কৃতকার্য্য হইতে না পারি, তাহা হইলে, আমি চিরকালের জন্য তাঁহার সঙ্গে বনে থাকিব; তিনি কখনই আমাকে উপেক্ষা করিতে পারেন না।

একোননবতিতম সর্গ।

রঘুনন্দন ভরত গঙ্গাতীরে রাত্রি যাপন করিয়া, প্রাতঃকালে উঠিয়াই শত্রুঘ্নকে এই কথা বলিলেন, ভাই! উঠ, আর শুইয়া কেন? তোমার কল্যাণ হউক, এক্ষণে শীঘ্র নিষাদরাজ গুহকে আনয়ন কর। তিনি সৈন্যদিগকে পার করাইবেন।

ভরত এইপ্রকার আজ্ঞা করিলে, শত্রুঘ্ন কহিলেন, আমি ঘুমাই নাই, অনবরত আর্য্য রামেরই চিন্তা করত আপনার ন্যায় জাগিয়া আছি।

উভয় নরসিংহে এইপ্রকার কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে নিষাদরাজ গুহ তথায় আগমন করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে ককুৎস্থনন্দন! আপনি এই নদীতীরে সুখে রাত্রি

যাপন করিয়াছেন ? এবং সৈন্যগণের সহিত আপনার সর্ব্ব-প্রকারেই কুশল ?

গুহ স্নেহবশতঃ এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে, রামের বশীভূত ভরত তাহা শুনিয়া, এই কথা বলিলেন, মতিমন্! আমরা সুখে রাত্রি যাপন করিয়াছি এবং তুমিও আমাদের বিশেষরূপ অর্চ্চনা করিয়াছ। এক্ষণে তোমার অধীন দাশগণ বহুসংখ্য নৌকা দ্বারা আমাদিগকে গঙ্গা পার করাইয়া দিক।

গুহ ভরতের আদেশ শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ত্বরান্বিত হইয়া, নগরে প্রতিপ্রবেশ পূর্ব্বক জ্ঞাতিদিগকে কহিলেন, তোমাদের নিত্য কল্যাণ হউক। এক্ষণে তোমরা নিদ্রা ত্যাগ পূর্ব্বক উত্থিত হও। এবং নৌকা সকল তীরে আনয়ন কর, সৈন্য-দিগকে পার করাইতে হইবে। তাহারা এইপ্রকার অভিহিত হইয়া, রাজার আজ্ঞায় সত্বরে গাত্রোত্থান করিয়া, এদিক ওদিক হইতে পাঁচ শত নৌকা আনিয়া উপস্থিত করিল। এবং রাজা-দিগের আরোহণার্থ স্বস্তিক নামে প্রসিদ্ধ অন্যান্য নৌকাও আনয়ন করিল। ঐ সকল নৌকা অতিশয় শোভা বিশিষ্ট; শত শত দণ্ড ও নাবিকগণে পূর্ণ; উহাদের সন্ধিবন্ধ সকল অতিশয় দৃঢ় এবং পতাকা সকলে বৃহৎ বৃহৎ ঘণ্টা লম্বিত রহিয়াছে। অন-ন্তর গুহও স্বয়ং স্বস্তিক নামে বিখ্যাত একখানি স্বতন্ত্র রাজনৌকা লইয়া আসিলেন। ঐ নৌকা সর্ব্বাংশেই নিরাপদ্ এবং রাজা-দিগের আস্তরণোপযুক্ত কম্বলে আচ্ছাদিত। উহার উপরিভাগে অনবরত মঙ্গল-বাদ্যের শব্দ হইতেছে। মহাবল শত্রুঘ্ন, ভরত, কৌশল্যা, সুমিত্রা এবং অন্যান্য রাজমহিষীগণ ঐ নৌকায় আরোহণ করিলেন। গুরু, পুরোহিত ও ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বেই আরোহণ করিয়াছিলেন। অনন্তর অনুচর-প্রভু-স্ত্রীগণ আরো-হণ করিলে, শকট ও পণ্য সকল অন্যান্য নৌকায় উঠান হইল। তখন সমভিব্যাহারী লোক সকল কেহ বাসগৃহে অগ্নি প্রদান, কেহ নদীঘাটে প্রবেশ এবং কেহ বা উপকরণ সকল সংগ্রহ